# বাংলার লোক-সাহিত্য

## ষষ্ঠ খণ্ড : প্রবাদ

# বাংলার লোক-সাহিত্য

## ষষ্ঠ খণ্ড—প্রবাদ

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান,
আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং লিঃ
২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২

১৯৭২

পরম কল্যাণীয়া

শ্রীমতী মায়া দেবী

চিরায়ুষ্মতীষু

# নিবেদন

আমার পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক পরলোকগত ডক্টর সুশীলকুমার দে যখন তাঁহার 'বাংলা প্রবাদ' গ্রন্থের পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন, তখন তিনি পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আরও কিছু প্রবাদ সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য আমাকে আদেশ করেন। আমি তখন তাঁহার অধীনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগে একজন নবনিযুক্ত অধ্যাপক (লেকচারার)। তাঁহার আদেশ শিরোধার্য করিয়া আমি পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রবাদ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হই। প্রকৃত পক্ষে প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে আমার লোক-সাহিত্য অনুশীলনের এইখানেই সূত্রপাত হয়। আমি কিছুদিনের মধ্যেই প্রায় দুই হাজার অপ্রকাশিত প্রবাদ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হই এবং তাহা উল্লিখিত প্রবাদ সংগ্রহে স্থানলাভ করে। আচার্য দে তাঁহার 'বাংলা প্রবাদ' দ্বিতীয় সংস্করণ গ্রন্থে এই কথা অনুগ্রহ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ('নিবেদন' ৵৹)। ইহাতে আমি অত্যন্ত উৎসাহ লাভ করি এবং উক্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পরও প্রবাদ সংগ্রহ করিবার ধারা অব্যাহত রাখিয়া চলি।

ইহার পর দীর্ঘদিন কাটিয়া গিয়াছে, আমি ক্রমে লোক-সাহিত্যের অন্যান্য বিষয় সংগ্রহ এবং আলোচনায় প্রবৃত্ত হই এবং ক্রমে তাহা ইতিমধ্যেই 'বাংলার লোক-সাহিত্য' নামে পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ইহারই ষষ্ঠ খণ্ড রূপে প্রবাদ-সংগহ প্রকাশিত হইল; বর্তমান কাল পর্যন্ত ইহাই বাংলা প্রবাদের বৃহত্তম সংগ্রহ এবং আলোচনা-গ্রন্থ। আচার্য সুশীলকুমার দে'র প্রসিদ্ধ প্রবাদ-সংগ্রহ 'বাংলা প্রবাদ' ইতিমধ্যে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে, অথচ বাঙ্গালী পাঠক এবং গবেষক সমাজে এই শ্রেণীর একখানি সংগ্রহ-গ্রন্থের মূল্য হ্রাস পায় নাই; ইহাই বিবেচনা করিয়া বর্তমান সংগ্রহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল।

আচার্য দে'র 'বাংলা প্রবাদ' গ্রন্থের তুলনায় বর্তমান গ্রন্থে কয়েক সহস্র প্রবাদ অধিক সঙ্কলিত হওয়া ব্যতীত তাঁহার গ্রন্থের আর কোন গুণ ইহাতে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি তাঁহার সংগ্রহে যে একটি শব্দসূচী সংযোজন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কেবলমাত্র পাণ্ডিত্য নহে, অসাধারণ অধ্যবসায় ও শ্রমশীলতার পরিচয় দিয়াছে। বর্তমান সঙ্কলনে শব্দসূচী প্রণয়নের সেই দুরূহ পথ পরিত্যক্ত হইয়া সাধারণ একটি শব্দসূচী সংযোজিত হইয়াছে মাত্র।

আচার্য দে যে ভাবে প্রত্যেকটি প্রবাদের সাহিত্যিক প্রয়োগ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহাও বর্তমান সঙ্কলনে অনুসরণ করা হয় নাই। ইহাতে গ্রন্থের কলেবর কতকটা হ্রাস পাইয়াছে সত্য, তথাপি ইহার অনেক গুণও সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পাইয়া গিয়াছে। তবে আমার এই সঙ্কলনে এই সর্বপ্রথম বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছগুলির স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে তারকা-চিহ্নিত করিয়া দিয়াছি, ইতিপূর্বে সকল প্রবাদ সংগ্রাহকই ইহাদিগকেও নির্বিচারে প্রবাদের সঙ্গে একাকার করিয়া সঙ্কলন করিয়াছেন।

আমার নিজস্ব সংগ্রহ ব্যতীতও বর্তমান সংগ্রহে আমি বহু সংগ্রাহকের গ্রন্থ ও প্রবন্ধ হইতেও সাহায্য লাভ করিয়াছি। ইহাদের মধ্যে শ্রীনিকেতনের অধিবাসী কবি শ্রীযুক্ত প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের কথা সর্বাগ্রে স্মরণযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে একদিন তিনি প্রবাদ সংগ্রহের প্রেরণা লাভ করিয়া বহু প্রবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা আজিও প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তাঁহার সঙ্গে আলোচনায় আমি প্রভূত উপকৃত হইয়াছি। আমার ছাত্র ডক্টর শ্রীনির্মলকুমার দাশ উত্তর বঙ্গের কয়েকটি (৩৫টি) অপ্রকাশিত প্রবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আমার সংগ্রহে তাহা হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। বাংলাদেশ হইতে সংগৃহীত প্রবাদগুলি অধিকাংশই আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদিগের দ্বারা সংগৃহীত।

এই গ্রন্থ প্রকাশের কার্যে আরও যাঁহারা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আমার প্রাক্তন ছাত্র অধুনা অধ্যাপক শ্রীসনৎকুমার মিত্র, এম. এ'র নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি, আমার ছাত্রী শ্রীমতী সুমিতা দাশগুপ্ত এম. এ, বি. টি'র সহায়তায় শব্দসূচীটি প্রণয়ন করিয়া দিয়াছেন। কবিবন্ধু শ্রীসুধীর গুপ্ত, কল্যাণভাজন ছাত্র অধ্যাপক শ্রীসুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ, শ্রীশিবপ্রসাদ পাত্র এবং ছাত্রী শ্রীমতী শীলা রক্ষিত এম. এ. ও শ্রীমতী এণাক্ষী মুখোপাধ্যায় এম. এ. নানাভাবে সাহায্য দান করিয়াছেন।

জন্মাষ্টমী, ১৩৭৯ সাল<br>
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়<br>
আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

# সূচী

# ভূমিকা

## ১

### সংজ্ঞা

লোক-সাহিত্যের অন্যান্য সকল বিষয়ের মতই প্রবাদের সংজ্ঞা নির্দেশ করাও অত্যন্ত কঠিন। তথাপি ব্যবহারিক প্রয়োজনে অনেকেই ইহার অনেক সংজ্ঞা দিয়াছেন। প্রথমতঃ তাহাদের কয়েকটি পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

প্রবাদ সম্পর্কে ইউরোপের স্পেনদেশীয় একটি সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞার ইংরেজি অনুবাদ করিলে এই দাঁড়ায়—A proverb is a short sentence based on long experience. বলা বাহুল্য ইহা প্রবাদের পরিপূর্ণ পরিচয়বাহী নহে। কারণ, সর্বদাই প্রবাদ যে সংক্ষিপ্ত বাক্য তাহা নহে, ইহা প্রধানতঃ একাধিক কবিতার পদ এবং অনেক সময়ই ইহা খুব সংক্ষিপ্তও হয় না। চারিটি এবং ততোধিক পদেও একটি প্রবাদ সম্পূর্ণ হইতে পারে। সুতরাং ইহা যেমন সর্বদা সংক্ষিপ্তও নহে, তেমনই কেবলমাত্র বাক্য (sentence)ও নহে, কদাচিৎ সংক্ষিপ্ত বাক্য হইতে পারে মাত্র। বিশেষতঃ এই সংজ্ঞা দ্বারা ইহার বিষয় এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছুই জানিতে পারা যায় না। তারপর long experiencc কিংবা দীর্ঘ অভিজ্ঞতার কথাও যে সর্বদাই ইহার মধ্যে প্রকাশ পায়, তাহাও নহে। 'বন পোড়ে সবাই দেখে, মন পোড়ে কেউ দেখে না।'—ইহা জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফল, তাহা মনে হইতে পারে না। আগুনে যে পোড়ায় একবার দেখিলেই তাহার অভিজ্ঞতা হয়, মনও যে দগ্ধ হইতে পারে, তাহা ব্যক্তিগত জীবনের একক অভিজ্ঞতা দ্বারাই অনুভূত হয়। সুতরাং দীর্ঘ অভিজ্ঞতার এখানে আবশ্যক নাই।

অনেক সময় প্রবাদ কোন বিশেষ শ্রেণীর মানুষের বিশেষ কোন আচরণের সমালোচনা মাত্র, অনেক সময় ইহার মধ্য দিয়া শ্রেণীবিশেষের প্রতি ব্যঙ্গের ভাব প্রকাশ পায়, এই ব্যঙ্গ শ্রেণীগত বিদ্বেষ প্রসূত, বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য নহে। তবে শ্রেণীগত হইলেও তাহা সমাজ দ্বারা সমর্থিত।

'অকাজে বউরী দড়, লাউ কুটতে খরতর'—এই প্রবাদটির মধ্যে বধূ শ্রেণীর

উপর শাশুড়ীশ্রেণীর বিদ্বেষ-প্রসূত মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে, ইহা মনস্তত্ত্ব-মূলক সত্য হইতে পারে, কিন্তু এখানে দীর্ঘ অভিজ্ঞতার বিষয় কিছু নাই। বধূর প্রতি শাশুড়ীর এই মনোভাব সৃষ্টি হইবার জন্য কোন অভিজ্ঞতারই প্রয়োজন হয় না; স্বভাবজ বিদ্বেষবোধই এই মনোভাব অভিব্যক্তির মূল। যে স্বাভাবিক কারণে বধূর প্রতি শাশুড়ীর এই মনোভাব সৃষ্টি হইয়াছে, সেই স্বাভাবিক কারণেই শাশুড়ীশ্রেণীর প্রতি বধূশ্রেণীর এই প্রকার সহজাত বিদ্বেষ বোধের সৃষ্টি হয়; তাহাতেও দীর্ঘ কিংবা স্বল্পকালীন অভিজ্ঞতার কোন কথা আসে না। নিম্নোদ্ধৃত প্রবাদটি হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে—

শাশুড়ী ম'ল সকালে,<br>
খেয়ে দেয়ে যদি বেলা থাকে,<br>
তবে কাঁদব আমি বিকালে।

ইহার মধ্যেও সহজাত শ্রেণীবিদ্বেষেরই পরিচয় যাওয়া যায়, প্রত্যক্ষত কোন প্রকার অভিজ্ঞতার কথা ইহাতেও নাই। ইহাতে দেখা যায়, একশ্রেণীর প্রতি আর এক শ্রেণীর সহজাত চিরন্তন মনোভাবের উপরই প্রবাদ রচিত হইয়াছে, সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার উপর নহে। কারণ, বিবাহের পূর্বেই সতীন, ননদ, শাশুড়ী সম্পর্কে ভাবী বধূরা এই মনোভাব পোষণ করিয়া থাকে। তবে সমাজের একাংশের দীর্ঘ জীবন-অভিজ্ঞতামূলক সত্যও প্রবাদের যে এক বিপুল অংশ অধিকার করিয়া আছে, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। তবে পূর্বেই বলিয়াছি, সর্বদাই যে তাহা সংক্ষিপ্ত বাক্য হয় তাহা নহে, বরং তাহার পরিবর্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কবিতার সংক্ষিপ্ত কিংবা অল্পসংখ্যক পদে তাহা প্রকাশিত হয়, এই কথা বলাই অধিকতর সঙ্গত।

আর একজন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত প্রবাদের সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলিয়াছেন যে প্রবাদ—'The wit of one, the wisdom of many.'

প্রবাদের এই সংজ্ঞাটিও ত্রুটিমুক্ত নহে। ইহার অর্থ এই যে, ইহা ব্যষ্টির বা ব্যক্তিবিশেষের বৈদগ্ধ্য এবং সমষ্টির জ্ঞান বা প্রজ্ঞা। কিন্তু প্রবাদ লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত এবং লোক-সাহিত্যে ব্যষ্টির কোন স্থান নাই, সবই সমষ্টির সৃষ্টি বলিয়া স্বীকৃত হয়। সুতরাং বৈদগ্ধ্যও যদি ইহাতে কিছু থাকে, তবে তাহাও সমষ্টিরই, ব্যষ্টির নহে। ব্যক্তিবিশেষ কোন কালে ইহা রচনা করিলেও যতদিন পর্যন্ত ইহা সমষ্টির বুদ্ধি এবং বিশ্বাস দ্বারা স্বীকৃতি লাভ না করে, ততদিন পর্যন্ত ইহা সমাজে প্রবাদ রূপে প্রচলিত হইতে পারে না। লোক-সাহিত্যের প্রত্যেকটি

বিষয়েরই ইহাই মৌলিক ধর্ম ; সুতরাং প্রবাদও ইহা হইতে বিচ্যুত হইতে পারে না। বিশেষতঃ এই সংজ্ঞাটির মধ্যে প্রবাদের গঠন সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নাই। প্রবাদে যদি ব্যষ্টির বৈদগ্ধ্য এবং সমষ্টির বুদ্ধিই প্রকাশ করা হয়, তবে তাহাও একটি পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াই প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক, সাধারণভাবে তাহা প্রকাশিত হইলে তাহাকে কদাচ প্রবাদ বলা যাইবে না। কিন্তু সেই পদ্ধতিটি কি, সেই বিষয়ে এই সংজ্ঞার মধ্যে কিছুই উল্লেখ করা হয় নাই। যে কোন ভাবেই ব্যষ্টির বৈদগ্ধ্য এবং সমষ্টির বুদ্ধির বিষয় প্রকাশ করিতে পারা যায়। কিন্তু তাহার বিশেষ একটি পদ্ধতিকেই প্রবাদ বলা যাইতে পারে।

ডক্টর সুশীলকুমার দে তাঁহার 'বাংলা প্রবাদ' সংগ্রহের ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন, প্রবাদ 'একজনের সহজ বুদ্ধিতে সহসা প্রতিফলিত হইলেও ইহা বহুজনের সুলভ বুদ্ধির উপায় ও ক্ষিপ্র প্রয়োগের অস্ত্র।' ইহার সঙ্গে পূর্বোদ্ধৃত পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত প্রদত্ত সংজ্ঞাটির অনেকটা ঐক্য আছে। কিন্তু এখানে 'সহজ বুদ্ধি' কথাটি একটু বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। প্রথমোক্ত সংজ্ঞাটির মধ্যে আমরা দেখিয়াছি যে প্রবাদকে দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, এখানেই তাহার পরিবর্তে 'সহজ বুদ্ধি'র কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু এই বুদ্ধি নিজস্ব প্রজ্ঞা বা intuition হইতে জাত নহে, অভিজ্ঞতা হইতে জাত হইতে পারে। কিন্তু এখানে যে 'সহজ বুদ্ধি'র কথা বলা হইতেছে, তাহার ভিত্তি বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং এখানে একজনের 'সহজ বুদ্ধি'তে 'সহসা প্রতিফলিত'র পরিবর্তে 'একজনের অভিজ্ঞতায় সহসা প্রতিফলিত' এইভাবে পরিবর্তিত করিয়া লইলে অনেকখানি সার্থক বলিয়া মনে হইতে পারে।

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও প্রত্যেকটি প্রবাদ যে ইহার প্রথম রচয়িতার জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য, তাহাও মনে করা যাইতে পারে না। কল্পনার সংমিশ্রণ ব্যতীত সাহিত্য হয় না, কেবলমাত্র বাস্তব ঘটনার উপলব্ধিই সাহিত্য-পদবাচ্য হইতে পারে না। প্রথমতঃ ইহার প্রকাশ-ভঙ্গীর মধ্যে যে অলঙ্করণ প্রকাশ পায়, তাহাতেও কল্পনার স্পর্শ থাকে ; সহজ কথা সোজাসুজি ভাবে ইহাতে অনেক সময়ই প্রকাশ পায় না, প্রায় সর্বত্রই বক্তব্য বিষয়টি রূপক এবং ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এখানেই ব্যক্তিগত জীবনের রূঢ় এবং বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যও সাহিত্যের রূপ লাভ করে। প্রবাদ রচয়িতা অভিজ্ঞতার উপরও কল্পনাশক্তির অধিকারী না হইলে প্রবাদকে যথার্থ সাহিত্যরূপ দিতে

পারেন না। সেইজন্য কেবলমাত্র বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারাই প্রবাদ রচিত হয় না, বরং তাহার পরিবর্তে যাহার জীবনে বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে কল্পনা এবং রসসৃষ্টির প্রতিভা আছে, তাহা দ্বারাই প্রবাদ রচিত হইতে পারে।

অবাক করলে নাকের নথে
কাজ কি আমার কান বালাতে।

এই প্রবাদটির মধ্যে কোন বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই। বরং তাহার পরিববর্তে ইহাতে একটি যে সূক্ষ্ম ভাব-ব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই ইহাকে একটি বিশেষ মূল্য দিয়াছে। বিষয় উপস্থাপনার কৌশল সকলের সমান আয়ত্ত থাকে না, অথচ অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতি সকলেরই থাকিতে পারে। অভিজ্ঞতার কথা সহজভাবে প্রকাশ করিলে তাহা প্রবাদ হয় না; প্রবাদ হইতে হইলে তাহার একটি সাহিত্যিক গুণ লাভ করিবার আবশ্যক হয়। অর্থাৎ সহজ বুদ্ধির কথা সহজ ভাবে বলিলেই তাহা প্রবাদ হয় না, তাহাকে কৌশল করিয়া বলিতে হয়, এই কৌশল বিশেষ লোকের আয়ত্ত থাকে; সেইজন্য সহজ বুদ্ধিতে কেহ প্রবাদ রচনা করিতে পারে না। ইহার জন্য অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা আবশ্যক।

প্রবাদের রচনা এবং ব্যবহারিক জীবনে প্রবাদের ক্ষিপ্র প্রয়োগ দুইই সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা সম্ভব নহে। অভিজ্ঞতা থাকিলেই সেই অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষণীয় বিষয় কেহ গ্রহণ করিতে পারে, কেহ পারে না। তারপর শিক্ষণীয় বিসয় গ্রহণ করিলেও প্রবাদের রূপে তাহাকে সকলে প্রয়োগও করিতে পারে না। সেইজন্য প্রবাদের রচনা ইহার প্রয়োগের মতই অত্যন্ত দুরূহ। বিশেষতঃ প্রবাদ লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের তুলনায় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, অথচ সারগর্ভ রচনা। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কথায়, রূপকে, উপমায় এবং ব্যঞ্জনায় জাগতিক জীবনের এক একটি গভীর সত্য ইহাতে প্রকাশ করিবার আবশ্যক হয়। সুতরাং ইহাও নিতান্ত সাধারণ বুদ্ধির কাজ হইতে পারে না। সেইজন্য মানব-সভ্যতার নিম্নতম স্তরে বা আদিম জীবনের স্তরে এখনও যে সকল মানব-গোষ্ঠী পৃথিবীতে বর্তমান আছে, তাহাদের মধ্যে লোক-সাহিত্যের অন্যান্য কোন কোন বিষয় প্রচলিত থাকিলেও প্রবাদের প্রচলন নাই। কেবলমাত্র বিশেষ উচ্চস্তরের মানসিকতার একটি ক্ষেত্র হইতেই প্রবাদের জন্ম হইতে পারে, নিতান্ত সাধারণ স্তরে ইহার কোন অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। সেইজন্য সহজ বুদ্ধি বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা দ্বারা প্রবাদের সৃষ্টি

হইতে পারে না। নিরক্ষর হইলেও উচ্চতর স্তরের মানসিকতা হইতে ইহার সৃষ্টি হয়। কারণ, ইহার নিগূঢ় অর্থ এবং ভাব-ব্যঞ্জনার অতিরিক্ত একটি গুণ আছে। ইহাদের কোনটিই সহজ বুদ্ধি দ্বারা সৃষ্টি হইতে পারে না।

কোন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন, প্রবাদের এই ছয়টি গুণ থাকা আবশ্যক —যেমন সংক্ষিপ্ততা, সরলতা, সাধারণ গুণ, অলঙ্কার, প্রাচীনতা এবং সত্যতা। প্রথমতঃ ইহা সংক্ষিপ্ত হওয়া আবশ্যক, তারপর ইহা সহজ ( plain ) হইবে, ইহা হইবে সাধারণ ( Common ), ইহাতে রূপক অলঙ্কারের ব্যবহার হইবে, ইহা প্রাচীন বা অতীত জীবন বিষয়ক হইবে এবং সর্বশেষে ইহার মধ্যে সত্য ( truth ) থাকিতে হইবে।

একটু গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, প্রবাদের এই সংজ্ঞাও আনুপূর্বিক গ্রহণ করা যায় না। প্রথমতঃ প্রবাদের সংক্ষিপ্ততার বিষয়ই যদি আলোচনা করা যায়, তাহাতেও দেখা যায় যে লোক-সাহিত্যের কোন বিষয়ই অনাবশ্যক দীর্ঘ হয় না, যতটুকু আবশ্যক ততটুকুই দীর্ঘ হইয়া থাকে। প্রবাদ বর্ণনামূলক কিংবা কাহিনীমূলক রচনা নহে ; এমন কি, ইহা ভাবমূলক সঙ্গীতও নহে ; জীবন অভিজ্ঞতার মর্ম-কথাটি ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়, সুতরাং প্রবাদ যে গুণে প্রবাদ, সেই গুণেই ইহা সংক্ষিপ্ত। যাহা সংক্ষিপ্ত নয় অর্থাৎ বর্ণনামূলক কিংবা কাহিনীমূলক রচনা তাহা প্রবাদই নহে। সুতরাং প্রবাদ সংক্ষিপ্ত হইবে এই কথা বলিবার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। প্রবাদ যদি প্রবাদ হয়, তবে তাহা আপনা হইতেই সংক্ষিপ্ত হইবে। তবে কতখানি-সংক্ষিপ্ত হইবে তাহাও বাঁধিয়া দেওয়া কঠিন। অনেক সময় কেবল মাত্র যে ছাঁটিয়া কাটিয়া কাজের কথাটিই প্রবাদের মধ্য দিয়া প্রকাশ করা হয়, তাহাও নহে, সংক্ষিপ্ত হইলেও ইহা সরস হইতে হইবে। সুতরাং বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে রস-সৃষ্টি করিবার জন্য যদি ইহার একটু বিস্তার ঘটে, তবে তাহা বর্জনীয় হইতে পারে না।

অনেক সময় বিষয়ের গুরুত্ব বুঝাইবার জন্য একই কথার পুনরাবৃত্তি হইতে পারে। বিশেষ অর্থ প্রকাশ করিবার জন্যই এই পুনরাবৃত্তি অপরিহার্য হইয়া উঠিতে পারে। সেইখানে প্রবাদের সংক্ষিপ্ততা রক্ষা নাও পাইতে পারে। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—

তোমায় জানি তায় জানি,
তোমাদের তেঁতুল-বেচা গাঁ জানি।

আমার কাছে ঘুরিও না আর
কাঁচা সুতোর জামদানি।

এখানে প্রথম দুইটি পদ যে 'তোমায়', 'তায়', 'তোমাদের' এবং 'জানি' শব্দটি পর পর তিনবার ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে প্রবাদটিকে দীর্ঘ করিয়াছে সত্য, কিন্তু ইহা দ্বারা যে অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা ইহার সংক্ষিপ্ততার রূপায়ণে কদাচ সম্ভব হইত না।

সুতরাং সুনির্দিষ্টভাবে প্রবাদের একটি রূপ বাঁধিয়া দেওয়া সম্ভব হয় না, অর্থাৎ ইহা একটি মাত্র পদে কিংবা দুইটি পদেই সম্পূর্ণ করিতে হইবে এমন কোন নিয়ম নির্দেশ করা যায় না, একটি মাত্র অর্থ বা ভাব সরস করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য যতটুকু সংক্ষিপ্ত হওয়া ইহার আবশ্যক ততটুকুই ইহা সংক্ষিপ্ত হইবে। তবে লোক-সাহিত্য স্মৃতিপথচারী বলিয়া ইহার সকল বিষয়ই প্রয়োজন মত সংক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। কারণ, অপ্রয়োজনীয় অংশের ভার স্মৃতি কদাচ বহন করিতে পারে না।

উপরোক্ত পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের মতে প্রবাদকে ইহার পর plain বা সহজ ও সরল হইতে হইবে। ইহা বলিতে তিনি কি মনে করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে একটু বেগ পাইতে হইতেছে। রচনার দিক দিয়া প্রবাদ কদাচ সরল নহে, ইহার মধ্যে রূপক অলঙ্কার, সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা সর্বদাই ব্যবহৃত হয়। যে সকল নিরক্ষর সমাজের একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আছে, কেবলমাত্র তাহাতেই প্রবাদ রচিত হইতে পারে, ইহার সংক্ষিপ্ত রচনাকে সরস এবং সাহিত্যিক গুণান্বিত করিবার জন্য ইহার সরলতা এবং সহজ-বোধ্যতা অনেক সময় রক্ষা করা যাইতে পারে না। এমন কি, ইহার বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করিবার জন্য অনেক সময় সংস্কৃত শ্লোকাংশ, এমন কি, পূর্ণ শ্লোক বাংলা কথোপকথনে ব্যবহৃত হয় এবং তাহাও বাংলা প্রবাদ সংগ্রহে স্বভাবতই স্থান পায়। সুতরাং ইহা রচনার দিক দিয়া সহজ ও সরল নহে, রচনার মধ্যে শ্লেষ বা ব্যঙ্গোক্তি ব্যঞ্জনা এবং অন্যান্য অলঙ্কার সর্বদাই ব্যবহৃত হয়। সুতরাং যাহার রচনায় এই সকল গুণ অপরিহার্য, তাহা কখনও সহজ এবং সরল হইতে পারে না।

তবে কি ইহার প্রকাশভঙ্গি সরল না হইলেও ইহার বক্তব্য বিষয়টি সর্বদাই সরল? প্রকৃত পক্ষে তাহাও নহে। ইহার বক্তব্য বিষয়ও সর্বদা সহজবোধ্য নহে, জাতির সংস্কার বা ঐতিহ্যকে অনুসরণ করিতে পারিলেই ইহা অনুধাবন

করা যায়, নতুবা তাহা সম্ভব হয় না। সেইজন্য বহু পাশ্চাত্ত্য প্রবাদের মূল তাৎপর্য আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

প্রবাদের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত উল্লেখ করিয়াছেন যে ইহাকে নিতান্ত সাধারণ ( common ) হইতে হইবে। অবশ্য এই বক্তব্যের মধ্যে নূতন কিছুই নাই। ইহা দ্বারা যদি সাধারণ বা সমাজের সাধারণ স্তরের অভিজ্ঞতার কথা বলা হইয়া থাকে, তবে তাহা লোক-সাহিত্যের যে একটি সাধারণ গুণ, প্রবাদের পক্ষে বিশেষ কিছুই নহে, তাহা স্বীকার করিতে হয়। সাধারণ জীবনের অভিজ্ঞতার উপরই প্রবাদ রচিত হইয়া থাকে, ইহার রচনা কোন কোন সময় জটিল হইয়া উঠিতে পারে, কিন্তু ভাব কিংবা বক্তব্যের দিক হইতে লোক-সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের মত ইহাও নিতান্ত সাধারণ স্তরের জীবনের সমস্যা অবলম্বন করিয়াই রচিত হয়। বাংলা দেশের সাধারণ কৃষিকর্ম, রন্ধন কর্ম, পারিবারিক জীবনের কিংবা সমাজের নানা সমস্যা, এই সকল বিষয়ই প্রধানত প্রবাদে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই অর্থেই ইহাকে সাধারণ বলা হয়। কোন অলৌকিক, রোমান্টিক কিংবা নিগূঢ় বিষয় ইহাতে স্থান পায় না।

উপরোক্ত পাশ্চাত্ত্য সমালোচক যে প্রবাদ plain বা সহজ এবং সরল হইবে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার কথা বলিয়াছি; কিন্তু তিনি চতুর্থত ইহাও বলিয়াছেন যে প্রবাদ অলঙ্কারযুক্ত রচনা হইবে। যদি ইহার রচনায় অলঙ্করণ থাকে, তবে যে ইহা সহজ কিংবা সরল হইতে পারে না, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং উক্ত সমালোচকের এই উক্তি দুইটি পরস্পর বিরোধী বলিয়া মনে হইতে পারে।

প্রবাদে রূপক অলঙ্কারের ব্যাপক প্রয়োগ হয়, সহজভাবে ( directly ) কোন কথাই বলা হয় না। সেই জন্যই প্রবাদ নিতান্ত সাধারণ কিংবা আদিম স্তরের মননশীলতা হইতে জাত নহে। তবে ইহা কেবলমাত্র প্রবাদেরই গুণ নহে—লোক-সাহিত্যের সকল বিষয়েরই ইহা একটি সাধারণ গুণ মাত্র। লোক-সঙ্গীত ধাঁধা রূপকথা ইত্যাদি সকলই রূপকাশ্রিত রচনা। এমন কি, ছড়ার মধ্যেও অনেক সময় রূপকের ব্যবহার দেখা যায়। এই রূপকের ব্যবহারই অনেক সময় প্রবাদের মত বাস্তব জীবনধর্মী বিষয়কে সাহিত্যিক মর্যাদা দিয়া থাকে।

উপরোক্ত পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত প্রবাদের আর একটি লক্ষণ সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন যে ইহা প্রাচীন (ancient ) হইবে। লোক-সাহিত্যের বিষয় মাত্রই

ঐতিহ্যমূলক রচনা, প্রাচীন ধারা অনুসরণ করিয়াই ইহা রচিত হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহার বক্তব্য এবং প্রকাশভঙ্গির মধ্যে প্রাচীনত্ব থাকিলেও অনেক সময় নূতন নূতন উপকরণও ইহার মধ্যে প্রবেশ লাভ করে। তবে প্রাচীন ধারাতেই নূতন উপকরণগুলিও তাহাতে গৃহীত হয়। নিম্নোদ্ধৃত প্রবাদটি খুব প্রাচীন নহে, তথাপি ইহার প্রকাশভঙ্গির মধ্যে যে প্রাচীন ধারা অনুসরণ করা হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

ইষ্টিশেন কেশব সেন উইলসেন,
তিন সেনেতে জাত মারলেন।

নিম্নোদ্ধৃত প্রাচীন প্রবাদটির ধারা অনুসরণ করিয়াই ইহা পরবর্তীকালে রচিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, যেমন—

কৃত্তিবেসে কাশীদাসে আর বামুন ঘেঁষে,
এই তিন সর্বনেশে।

আধুনিককালে মুখে মুখে কোন প্রবাদ রচিত হয় না, এই কথা সত্য; তথাপি শিল্প সাহিত্যে ব্যবহৃত কোন কোন বহুল প্রচলিত উক্তি মুখে মুখে প্রচলিত হইয়া প্রবাদের রূপ লাভ করে। যেমন, 'আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল।' ইহা গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকের বহুল প্রচলিত সংলাপ। এই শ্রেণীর প্রবাদকে আধুনিক প্রবাদ বলা যাইতে পারে, কারণ, ইহাদের প্রকাশ-ভঙ্গির মধ্যেও প্রাচীন ধারা অনুসরণ করা হয় না।

পূর্বোল্লিখিত পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত প্রবাদের যে ষষ্ঠ লক্ষণটির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ বিচার সাপেক্ষ। তিনি বলিয়াছেন, প্রবাদ সত্যমূলক ( true ) হইবে। অর্থাৎ প্রবাদের মধ্য দিয়া যাহা প্রকাশ পায়, তাহা সত্য।

তিনি যদি সত্য বলিতে দুইয়ে দুইয়ে চার যেমন সত্য, সেই সত্য মনে করিয়া থাকেন, তবে তিনি ভুল করিয়াছেন। কারণ, প্রবাদের সত্যকে কখনও চূড়ান্ত বা চরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। যদি তাহা হইত, তবে পরস্পর বিরোধী প্রবাদের উল্লেখ পাওয়া যাইত না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখা যায়, একটি প্রবাদে বলা হইয়াছে,

সাপ শালা জমিদার
তিন নয় আপনার।

আবার আর একটি প্রবাদে বলা হইয়াছে—

কুটুমের মধ্যে শালা, গয়নার মধ্যে বালা,
সাজের মধ্যে মালা বাসনের মধ্যে থালা।

এক জায়গায় শ্যালকের নিন্দা, আর এক জায়গায় শ্যালকের প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। প্রকৃত কথা এই যে, প্রবাদ ব্যক্তিবিশেষ তথা সমাজের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি। এই অভিজ্ঞতা যে সমাজের যেমন, তাহার অভিব্যক্তি তেমনই। মানুষের বাস্তব জীবনের নিত্যকার কোন অভিজ্ঞতা কোন চরম সত্যের সন্ধান দিতে পারে না, সেইজন্য প্রবাদও আমাদিগকে কোন চরম সত্যের সন্ধান দিতে পারে না। সুতরাং প্রবাদ সর্বত্রই সত্যমূলক হইবে, এই কথা স্বীকার করা যায় না। ইহা জীবনের অভিজ্ঞতামূলক হইবে এই মাত্র, কিন্তু এই অভিজ্ঞতা নিতান্ত সাধারণ লোকের অভিজ্ঞতা। সেইজন্য ইহা সর্বত্র সত্যের নির্দেশ নাও দিতে পারে।[১]

একটি ইংরেজি অভিধানে প্রবাদের এই সংজ্ঞা পাওয়া যায়—'popular short saying with words of advice or warning.' এই সংজ্ঞা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ, প্রবাদের মধ্যে 'words of advice' বা উপদেশ কিংবা warning বা 'সতর্কতামূলক বাণী' শুনিতে পাওয়া যায় না, যাহার মধ্যে উপদেশ এবং সতর্কতামূলক বাণীর সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা কদাচ প্রবাদ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। প্রবাদ সমাজ-জীবনের ব্যষ্টি বা সমষ্টিগত জীবনের অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি, তাহাতে কাহারও উপদেশ কিংবা সতর্কীকরণের বাণী শুনিতে পাওয়া যায় না। উপদেশবাণী বা নীতিবাক্য কদাচ প্রবাদ নহে, সেকথা পরে আরও বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছি।

কেহ আবার প্রবাদকে 'short wise saying', বা সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞবাণী বলিতে চাহেন। অবশ্য ইংরেজিতে যাহাকে 'saying' বলা হয়, তাহাই wise হইতে বাধ্য অর্থাৎ saying কথাটির দ্বারাই wise কথাটিও বুঝায়। সুতরাং wise saying কথাগুলি পুনরুক্তি-দোষ দ্বারা দুষ্ট। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেখা যায়, প্রবাদ সর্বদাই যে বিজ্ঞবাণী তাহা নহে; কারণ, বিজ্ঞ কথাটি দ্বারা উচ্চশিক্ষিত কিংবা জ্ঞানী ব্যক্তি বুঝায়, কিন্তু প্রবাদ সমাজের যে সাধারণ স্তরে প্রযুক্ত ও রচিত হইতেছে, তাহা বিজ্ঞের সমাজ নহে, নিতান্ত নিরক্ষরের সমাজ, তবে জীবন অভিজ্ঞতার দিকে দিয়া তাহা কতকটা বিজ্ঞ হইতে পারে।

১। এই বিষয়ে বিস্তৃততর আলোচনা, 'বাংলার লোক-সাহিত্য' প্রথম খণ্ড (১৯৬২; ৫৭০-৫৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তাহা সত্ত্বেও বহু প্রবাদের মধ্যে বিজ্ঞের কোন উপদেশ কিংবা পরামর্শ নাই, শ্রেণীগত ঈর্ষ্যা নিন্দা বিদ্বেষের কথা আছে। শাশুড়ী-বধূ সম্পর্কিত প্রবাদ গুলির মধ্যে কোন বিজ্ঞের বাণী নাই, শ্রেণীগত আক্রোশের কথাই আছে।

উক্ত পণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়াছেন, 'To become popular it must at least appear outstandingly wise, to remain popular it must in truth contain enduring wisdom.'

কিন্তু প্রবাদের সম্পর্কে wisdom বা জ্ঞান অপেক্ষা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারই মূল্য বেশি। অভিজ্ঞতা ব্যতীতও কেবল মাত্র বই পড়িয়াও জ্ঞান লাভ করা যায়; কিন্তু কেবলমাত্র বই পড়িয়া প্রবাদ রচনার প্রেরণা পাওয়া যাইতে পারে না; এমন কি, যাহারা বই-পড়া বিদ্বান্ তাঁহাদের মধ্যে প্রবাদ রচনার এবং তাহার তাৎপর্য উপলব্ধি করিবার প্রবণতা লুপ্ত হইয়া যায়। সেইজন্য মৌখিক সাহিত্যে প্রবাদের প্রচলন থাকিলেও শিল্প সাহিত্যে তাহার প্রয়োগ অতি সীমাবদ্ধ। বিষয়-বুদ্ধি বা জ্ঞানের একটি শাশ্বত ভিত্তি আছে, কিন্তু অভিজ্ঞতা এক একজনের এক এক প্রকার হইতে পারে, তাহার বৈচিত্র্যের উপরই প্রবাদের রচনা হয়—শাশ্বত জ্ঞানের উপর নহে। সেইজন্য এক প্রবাদে শুনিতে পাওয়া যায় 'কালো গাইয়ের দুধ ভাল'; আর এক প্রবাদেও শোনা যায়, 'লাল গাইয়ের দুধ ভাল।' কিন্তু জ্ঞানের রাজ্যে ভিন্ন কথা প্রচলিত আছে।

সুতরাং উক্ত ইংরেজি সংজ্ঞায় short wise sayingএর পরিবর্তে কেবল-মাত্র short saying কথাগুলি কতকটা গ্রহণযোগ্য, কিন্তু জ্ঞান কিংবা বুদ্ধির বিষয় কিছুই গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ, saying কথাটির মধ্যেই তাহা যে প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহাই বুঝাইছে, অর্থাৎ ইহা যে ঐতিহ্যমূলক বা traditional তাহা বুঝাইতেছে। প্রবাদের মধ্যে সর্বজনীন সত্য প্রকাশ না পাইলেও কোন ক্ষতি নাই এবং প্রকৃতপক্ষে সর্বদাই তাহা পায়ও না।

সর্বজনীন সত্যের গুণে যে প্রবাদ মানব-মনে স্থায়িত্ব লাভ করে, তাহা নহে —বহু নীতিকথায় সর্বজনীন সত্য থাকে, কিন্তু তাহা মানুষের বা সমাজের স্মৃতিতে স্থান পায় না; কিন্তু প্রবাদে যে স্থান পায়, তাহার কারণ, ইহার রচনার গুণ, এই গুণ রচনার সরসতার মধ্য দিয়া সর্বাধিক প্রকাশ পায়। তারপর ইহার মধ্যে যে প্রত্যক্ষ জীবন-নির্ভরতা থাকে, নীতিকথায় বা চিরন্তন সত্য কথায় তাহা থাকে না। প্রবাদে জীবনের একটি চিত্র ফুটিয়া উঠে, সেই

চিত্রের মাধ্যমে বক্তব্যটি প্রকাশ করা হয়, কিন্তু চিরন্তন সত্য কথা যদি কেবলমাত্র ভাব-নির্ভর হয় তবে স্মৃতিতে তাহা রক্ষা পায় না। প্রবাদের মধ্যে সরস জীবনের স্পর্শ থাকে; শুষ্ক বাণীকে প্রত্যক্ষ জীবনের মাধ্যমে অনুভব করা হয় বলিয়াই প্রবাদের আবেদন। যেমন,

বড়র পীরিতি বালির বাঁধ,
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।

ইহার বহিরঙ্গটি মুখ্য, অন্তরঙ্গ বা ভাববস্তু গৌণ। ইহার বহিরঙ্গেই রসরূপ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার ফলেই স্মৃতির মধ্যে ইহা সহজেই রক্ষা পাইতে পারে; কিন্তু বহু নীতি বা চিরন্তন সত্য কথা শুষ্ক তৃণের মত স্মৃতির রুদ্ধ দ্বার পথ হইতে বিস্মৃতিতে উড়িয়া যায়। সুতরাং প্রবাদে চিরন্তন সত্য অপেক্ষাও বহিরঙ্গগত রসরূপের মূল্য বেশি বলিয়া অনুভূত হইবে।

অনেকে সংক্ষিপ্ত লোকোক্তি ( folk saying )কেই প্রবাদ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সংক্ষিপ্ত লোকোক্তি মাত্রই প্রবাদ হইতে পারে না, ইহাকে লোক-জীবন নির্ভর এবং ঐতিহ্যমূলক হইতে হইবে এবং লোকোক্তির মধ্যে সাহিত্যিক সরসতা কিংবা সাহিত্য গুণ থাকাও একান্ত আবশ্যক। 'সদা সত্য কথা কহিবে' ইহা সংক্ষিপ্ত হইতে পারে; ইহা উপদেশাত্মক এবং এই উপদেশের একটি চিরন্তন জীবন-মূল্যও আছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহা নীতিকথা মাত্র, ইহা প্রবাদ নহে। তেমনই 'চুরি করা মহা পাপ' বাক্যটিও প্রবাদ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না, কারণ, ইহাদের কাহারও মধ্যে সাহিত্যিক ব্যঞ্জনা নাই, অথচ এই একই ভাব লইয়া সার্থক প্রবাদও রচিত হইতে পারে। নিম্নোদ্ধৃত পদগুলি তাহার প্রমাণ—

১। গুরু নাম সত্য, যে জানে মাহাত্ম্য।
২। এক কিল দিয়ে শ' কিল খায়,
ছুঁচ চুরি করতে কুড়ুল হারায়।

সত্য কথা বিশেষভাবে উপস্থাপনা করিতে পারিলে তবেই তাহা প্রবাদ হয়, নতুবা নীতিকথা মাত্র হইয়া থাকে; প্রবাদ লৌকিক বিষয় হইলেও তাহা সাহিত্য, সুতরাং সাহিত্যের সকল গুণই ইহাতে প্রত্যাশিত। সত্য কথাকে সরস করিয়া প্রকাশ করা যেমন সাহিত্যেরই লক্ষ্য, লোক-সাহিত্যেরও তাহাই। সুতরাং সংক্ষিপ্ত লোকোক্তি মাত্রই প্রবাদ নহে, ইহা প্রত্যক্ষ জীবন-নির্ভর এবং সরস বা সাহিত্যিক গুণান্বিত হওয়াও আবশ্যক; এমন কি, সর্বদা ইহা চিরন্তন

সত্য না হইলেও চলিতে পারে; জীবন সম্পর্কে সমষ্টির যাহা অভিজ্ঞতা, তাহারই ইহা সরস অভিব্যক্তি মাত্র।

একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবাদ যে সর্বদাই খুব সংক্ষিপ্ত হইতে পারে, তাহাও নহে; কারণ, প্রবাদের মধ্য দিয়া একটি পূর্ণাঙ্গ ভাব প্রকাশের দায়িত্ব আছে, প্রকৃতপক্ষে যাহা সংক্ষিপ্ত হয়, তাহা প্রবাদ নহে, অথচ প্রবাদ বলিয়া তাহাদিগকে ভুল হয়, তাহা বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ ( idiom )। ইহাদিগকে প্রবাদমূলক বাক্যাংশও ( proverbial phrase ) বলা হইয়া থাকে। ইহারা প্রবাদের অংশ মাত্র, সম্পূর্ণ প্রবাদ নহে। যেমন, 'এক ক্ষুরে মাথা মুড়ান' ইহা প্রবাদমূলক বাক্যাংশ মাত্র, কারণ, ইহা কোন সম্পূর্ণ বাক্য কিংবা পদ নহে, বাক্যের কিংবা পদের অংশ মাত্র, ইহারাই প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু পূর্ণভাব প্রকাশক বলিয়া প্রবাদ মাত্রই ইহা অপেক্ষা দীর্ঘ হয়। যেমন, 'এক খায় আর চায়, চাইতে চাইতে পাতাল যায়।' ইহা দীর্ঘতর, কারণ, ইহা একটি পূর্ণ ভাব প্রকাশক। বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছের ন্যায় সংক্ষিপ্ত প্রবাদও যে নাই, তাহা নহে; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা নগণ্য। কয়েকটি দৃষ্টান্ত যেমন,

১। যে সয় সে রয়।
২। মাগের ইচ্ছা ভাতারটি।
৩। মুখে এক মনে আর।
৪। নাই ঘরে খাই খাই।
৫। এক কাঠি বাজে না।

কিন্তু সাধারণত প্রবাদ ইহা হইতে দীর্ঘতর রচনা। ইহাদের মধ্যে সাধারণত দুইটি পদ থাকে। প্রত্যেকটি পদই এক একটি পরিপূর্ণ ভাব-প্রকাশক। বিশেষতঃ যে রচনায় অলঙ্কারের প্রয়োগ হয়, তাহা সামান্য দীর্ঘ না হইয়াও কোন উপায় নাই।

কোন কোন ইংরেজি অভিধানে পাওয়া যায়, প্রবাদ popular short saying with words of advice and warnning. অর্থাৎ প্রবাদ উপদেশ এবং সাবধানবাণী সূচক সংক্ষিপ্ত ভাষণ। আগেই বলিয়াছি, এই সংজ্ঞাও গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। কারণ, যাহা উপদেশাত্মক, তাহা নীতিবাক্য, প্রবাদ নহে। সাবধানবাণী বা warning বিষয়টিও প্রকৃতপক্ষে প্রবাদের অন্তর্গত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না তাহাও বলিয়াছি। তবে কতকগুলি স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রবাদ আছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি স্বাস্থ্যের

নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তাহার পরিণাম কি হয়, তাহা বলা হইয়াছে। ইহাদিগকে সাবধানতা সূচক বাণী বলা যায় সত্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহারা স্বাস্থ্যের নিয়ম মাত্র, ইহাদিগকে যদিও প্রবাদ-সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়া থাকে, তথাপি ইহারা প্রকৃত প্রবাদ কিনা, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা আবশ্যক। কারণ, সাধারণ নীতিকথা যদি প্রবাদ না হয়, তবে স্বাস্থ্যনীতিও প্রবাদ হইতে পারে না। বিশেষতঃ লোক-সাহিত্যের যাহা বিশেষ ধর্ম তাহা ইহাদের মধ্যে রক্ষা পায় না। ইহারা সাধারণতঃ অপরিবর্তনীয়, ইহারা ক্রমবিকাশ লাভ করে না।

ইহারা যেমন আছে, চিরদিন তেমনই থাকে। ইহাদিগকে প্রচলিত ভাষায় টোটকা শাস্ত্র বলা হয়, আয়ুবেদ শাস্ত্রের মতই ইহাদিগকে মৌখিক বা লৌকিক আয়ুর্বেদ বলা যায়। সুতরাং স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশ কিংবা সতর্কতা মূলক প্রবাদের উক্তিগুলি প্রবাদের অন্তর্ভুক্ত করা সঙ্গত হয় না। তথাপি বহিরঙ্গে ইহাদের প্রবাদের লক্ষণ আছে, যেমন,

১। অভুক্তা বরই ভুক্তা বেল, ডাক বলে পরাণ গেল।

২। কার্তিকে ওল মার্গে বেল, পৌষে কাঞ্জি মাঘে তেল।

৩। আগুনে ওল, পৌষে কাঞ্জি, মাঘে তেল,
ফাল্গুনে চুড়ান্ত বেল।

ইহারা কতকটা উপদেশাত্মক। প্রথম প্রবাদটির বক্তব্য অভুক্ত অবস্থায় বরই বা ( কুল ) এবং ভুক্ত অবস্থায় বেল খাইলে প্রাণ সংশয় দেখা দেয়—ইহা ডাক বলেন। স্বাস্থ্য বিষয়ক এই শ্রেণীর অনেক প্রবাদ ডাকের নামে চলে, তাহা পরে আরও বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। পরের দুইটি প্রবাদে কোন মাসে কি খাওয়া উচিত তাহার তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহা উপদেশাত্মক; সুতরাং ইহারা লৌকিক স্বাস্থ্যনীতি কিংবা টোট্‌কা শাস্ত্রের অন্তর্গত চিরন্তন স্বাস্থ্যনীতি মাত্র—প্রবাদের যে একটি লোক-সাহিত্যগত দাবী আছে, তাহা ইহাদের নাই। সুতরাং সাবধানতাসূচক কিংবা উপদেশাত্মক বচনগুলিকে যথার্থ প্রবাদের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না; তবে এ'কথা সত্য, সাধারণ প্রবাদ সংগ্রহে ইহারা স্থান পাইয়া থাকে।

অনেকে মনে করেন প্রবাদ, 'An old and common saying, a phrase or expression often repeated.' অর্থাৎ প্রবাদ প্রাচীন এবং সাধারণোক্তি, ইহা বাক্যাংশ (phrase), এবং বহুল প্রচলিত ভাবের প্রকাশ। কিন্তু প্রথমেই স্মরণ রাখিতে হইবে যে প্রবাদ বাক্যাংশ নহে, ইহা পরিপূর্ণ

একটি অখণ্ড ভাব-প্রকাশক বাক্য বা কবিতার পদ। একটি পূর্ণাঙ্গ ভাব প্রকাশক না হইলে অর্থাৎ কেবলমাত্র বাক্যের একটি অংশ হইলে তাহা প্রবাদমূলক বাক্যাংশ হইতে পারে মাত্র। তারপর যে কোন প্রাচীন সাধারণোক্তিও প্রবাদ নহে; কারণ, ডাকের বচন, খনার বচনকেও প্রকৃত প্রবাদের মধ্যে গ্রহণ করা যায় না। তাহার কথা পরে বিস্তৃতভাবে বলিয়াছি।

একজন জার্মান পণ্ডিতের মতে 'proverbs are the wisdom of ages,' এই সংজ্ঞাও সামান্য একটু সংশোধন করিয়া গ্রহণ করিতে হয়; কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, প্রবাদে জ্ঞানের পরিচয় অপেক্ষা অভিজ্ঞতার পরিচয়ই অধিক পাওয়া যায়, জ্ঞানের কথার পরিবর্তে অনেক সময় বিশেষ ব্যক্তি এবং সমাজ-জীবনের অভিজ্ঞতা তাহাতে ব্যক্ত হয়, এবং তাহা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তি কিংবা সমাজের স্বার্থের দিক হইতে বিচার করা হয়। বধূ তাহার নিজের স্বার্থের দিক হইতে শাশুড়ীর বিচার করিয়া থাকে, শাশুড়ী নিজের একান্ত স্বার্থের দিক হইতে বধূর সঙ্গে নিজের সম্পর্কের কথা বিচার করিয়া থাকে। সুতরাং শাশুড়ী-বধূ সম্পর্কিত প্রবাদগুলির মধ্যে বিশুদ্ধ বা শাশ্বত জ্ঞানের কথাই যে থাকে, তাহা নহে। বিশুদ্ধ জ্ঞানের কথা দর্শনশাস্ত্রে থাকে। কিন্তু প্রবাদ দর্শন নহে, ইহা ব্যক্তি এবং সমাজের বিশেষ অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি। যেমন, যখন বধূ বলে, 'শাশুড়ী ম'ল সকালে, খেয়ে দেয়ে যদি বেলা থাকে, তবে কাঁদব আমি বিকেলে।' ইহার মধ্যে একটি বিশেষ সমাজের বধূর স্বার্থের ভিত্তিতে শাশুড়ীর সঙ্গে তাহার বিশেষ সম্পর্কের কথা বলা হইয়াছে। চিরন্তন মানবিক জ্ঞানের কথা এখানে থাকিলে একজনের মৃত্যুর আর একজনের দুঃখ প্রকাশ করার কথাই থাকিত না, এমন ব্যঙ্গ করিবার কথা থাকিত না। ইহা বিশেষ সম্পর্কজাত ব্যঙ্গোক্তি, জ্ঞানের বচন নহে। প্রবাদ জ্ঞানের বচন অপেক্ষাও অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি, এই অভিজ্ঞতা গোষ্ঠির এবং প্রধানতঃ রূপকের মধ্য দিয়া বক্রোক্তি এবং ব্যঙ্গের সংমিশ্রণে তাহার প্রকাশ হইয়া থাকে, সহজভাবে বা directly তাহার প্রকাশ হয় না। 'খাটে মজুর কাটে নাড়া, তার মেগের নথ নাড়া'—এই প্রবাদটির ভিতর দিয়া প্রকৃতই যে কোন নাড়া-কাটা মজুর এবং তাহার নথনাড়া স্ত্রীকেই লক্ষ্য করা হইয়া থাকে, তাহা নহে; এখানে অন্য ব্যক্তি এবং তাহার অনুরূপ আচরণই লক্ষ্য হইয়া থাকে। সুতরাং পরোক্ষে রূপক আশ্রয় করিয়া ভাবের প্রকাশ ইহার লক্ষণ। জ্ঞানের কথায়ও রূপক থাকে এই কথা সত্য, কিন্তু তাহাতে ইহার প্রয়োগের রীতি স্বতন্ত্র।

প্রবাদের বিষয়-বস্তুর বিচার করিয়া কেহ কেহ বলিতে চাহিয়াছেন যে ইহা মানুষের প্রকৃতি এবং স্বভাবের সকল দিক স্পর্শ করিয়াছে। অর্থাৎ সাহিত্যের মানুষের পূর্ণাঙ্গ রূপটি তাহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু এই কথাও সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। প্রবাদের মধ্যে মানব-চরিত্রের দুর্বলতার দিকটুকুই কঠিন সমালোচনার বিষয় হইয়াছে, মানব-চরিত্রের গুণটুকুর মধ্যে তেমন লক্ষ্য স্থাপিত হইতে পারে নাই। ইহা নরনারী চরিত্রের দুর্বলতার কঠিন সমালোচক, কিন্তু নরনারী চরিত্রের মহিমার যথাযথ উপলব্ধিকারক নহে। সুতরাং প্রবাদ মানবচরিত্রের পূর্ণাঙ্গরূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহা সত্য নহে। ইহার ক্ষেত্রও প্রধানতঃ পারিবারিক বা গার্হস্থ্য জীবনের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ। ঘুরিয়া ফিরিয়া সর্বক্ষেত্রেই ঘরের কথা বা পরিবারের কথা ইহাতে আসিয়া পড়ে। ইহার প্রধান কারণ, যাঁহারা প্রবাদ রচনা করে, কিংবা যাহাদের মধ্যে ইহারা পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে, তাহারা প্রধানতঃ অন্তঃপুরবাসিনী রমণী; সুতরাং পুরুষের বহির্মুখী কর্মক্ষেত্রের ইহারা বিশেষ কোন সন্ধান দিতে পারে না।

একজন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত প্রবাদের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন যে প্রবাদের তিনটি গুণ—সংক্ষিপ্ততা ( brevity ), অর্থবহতা (sensibility), সরসতা (saltness)। তিনি saltness বলিয়া ইহার যে গুণটির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা শুধু সরসতা বলিয়া অনুবাদ করিলে ইহার যথার্থ অর্থ প্রকাশ পায় না, saltness বলিতে একটু সরসতার সঙ্গে সঙ্গে একটু বক্রোক্তির ভাবও বুঝায়। বলাই বাহুল্য, প্রবাদ মাত্রেরই ইহা একটি বিশেষত্ব। কথার ভিতর দিয়া একটু আঘাত করিবার প্রবৃত্তি ইহাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই দেখা যায়। এই তিনটি গুণই যে প্রবাদের বিশেষ গুণ তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু এই তিনটি মাত্র বিশেষগুণের নির্দেশ করিয়াই কি ইহার সংজ্ঞা নিরূপণ করা যায়? সূক্ষ্ম ভাবে বিচার করিলে ইহার আরও অপরিহার্য কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, তাহাদেরও উল্লেখ করিবার আবশ্যক হয়। তবে সরসতা শব্দটির মধ্যে অনেক কথাই প্রকাশ পাইতে পারে। ব্যঙ্গোক্তি বা বক্রোক্তি এই সরসতা বা saltness কথাটি দ্বারা বুঝাইতে পারে। তথাপি যাহা সংক্ষিপ্ত, অর্থবহ এবং সরস তাহাই প্রবাদ এই কথাও বলিতে পারা যায় না। কারণ, প্রবাদের বিষয়-বস্তু এবং তাহার সম্পর্কিত ব্যক্তি কিংবা সমাজের মনোভাবের

বিষয় ইহাতে কিছুই বলা হইল না। কেবলমাত্র আঙ্গিকের বিষয়ই বলা হইল, ইহার আত্মা সম্পর্কে তাহা হইতে কিছুই বুঝিতে পারা গেল না। সুতরাং এই সংজ্ঞাও অসম্পূর্ণ।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে প্রবাদের একটি সংজ্ঞা নির্দেশ করা যাইতে পারে যে, প্রবাদ গোষ্ঠীজীবনের অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ততম সরস অভিব্যক্তি। এখানে সরস শব্দটির মধ্যে অনেক বিষয়ই বিধৃত রহিয়াছে—যেমন ইহার গঠন কৌশল; গঠন কৌশল বলিতে ইহার ব্যঙ্গ, শ্লেষ এবং রূপক অলঙ্কারের ব্যবহার, ইহার পদ্যছন্দ ইত্যাদি সকলই বুঝাইবে।

২

## প্রবাদাঙ্গ

প্রচলিত এমন অনেক বাক্য এবং বাক্যাংশ আছে, যাহাদিগকে প্রবাদ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহারা প্রবাদ নহে। প্রবাদ হইতে হইলে ইহাদিগকে পরিপূর্ণ ভাব-প্রকাশক বাক্য কিংবা পদ হইতে হইবে। তাহার কোন বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র হইলে চলিবে না। একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবাদের মধ্যে নানা খণ্ডাংশ থাকিতে পারে, ইহাদের এক একটির প্রকৃতি এক এক প্রকার। সেই প্রকৃতি অনুযায়ীই তাহাদের পরিচয় প্রকাশ পাইয়া থাকে।

ইংরাজিতে এই শ্রেণীর এক খণ্ড-প্রবাদের নাম A Proverlial phrase. বাংলায় ইহাদিগকে প্রবাদমূলক বাক্যাংশ বলা যায়। ইহারা এক একটি বিশেষ বাক্যাংশ, ইহাদের গঠন প্রবাদেরই অনুরূপ, তবে প্রবাদ যেমন একটি সম্পূর্ণভাব এবং অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে, ইহারা তাহার পরিবর্তে এক একটি অসম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করে মাত্র। পরিপূর্ণ অর্থ বা ভাব প্রকাশের দিক দিয়া ইহারা আপেক্ষিক অর্থাৎ অন্য নিরপেক্ষ কোন পরিপূর্ণ ভাব প্রকাশ করিতে পারে না। ইহাদিগের ইংরেজীতে এই প্রকার নিদর্শন পাওয়া যায়, যেমন,

To be thrown to wolves
To keep at bay
To be left at the spot

বাংলায় ইহাদের নিদর্শন এই প্রকার—

রগ ঘেঁষে যাওয়া।
রাবণমুখী হয়ে তেড়ে যাওয়া।
বালাই নিয়ে মরা। ইত্যাদি

ইহাদের মধ্যে কোন সমাপিকা ক্রিয়া থাকে না, অসমাপিকা ক্রিয়ার মধ্যে এই সকল বাক্যাংশ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সুতরাং ইহাদিগকে চিনিয়া লইতে বেগ পাইতে হয় না। ইহাদিগকে প্রবাদমূলক বাক্যাংশ বলিবার সার্থকতা এই যে প্রবাদের যে একটি বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গি আছে, ইহাদের মধ্যেও তাহাই আছে; তবে এ কথাও সত্য যে ইহাদিগকে মূলতঃ অবলম্বন করিয়াই যে প্রবাদ রচিত হয়, তাহা নহে। সেইজন্য ইহাদিগকে যথার্থ প্রবাদমূলক বাক্যাংশ না বলিয়া প্রবাদ-ধর্মী বাক্যাংশ বলাই সঙ্গত ছিল। তথাপি প্রবাদমূলক বাক্যাংশ কথাটিই ইহাদিগের সম্পর্কে ইতিপূর্বেই প্রচলিত হইয়াছে বলিয়া ইহাদিগকে ইহা বলিয়াই উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রবাদমূলক বাক্যাংশ এবং বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ বা idiom-এর মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি না তাহাও বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে।

বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ দুই বা ততোধিক শব্দেরই গুচ্ছ, যেমন,

আকাশ কুসুম।
অকাল বাদল।
চিনির বলদ।
আদা কাঁচকলা।
আদা জল।
অমাবস্যার চাঁদ। ইত্যাদি

ইহারা বিশেষ অর্থ বহন করে এবং ইহাদের সহযোগে বিশেষ অর্থপূর্ণ বাক্য রচিত হইয়া থাকে। কিন্তু proverbial phrase বা প্রবাদধর্মী বাক্য অসম্পূর্ণ বাক্য, এইপ্রকার শব্দ সমষ্টি মাত্র নহে, ইহাদের মধ্যে এক একটি অসমাপিকা ক্রিয়া যথা করা, দেওয়া, যাওয়া ইত্যাদি থাকে। ইহারা কেহই প্রবাদ নহে, কিংবা ইহাদিগের সহযোগে প্রবাদ রচিতও হয় না, ইহারা প্রবাদাঙ্গ নহে, তবে নিজেদের গঠন ভঙ্গি দ্বারা ইহারা প্রবাদ বলিয়া ভ্রমোৎপাদন করে মাত্র। তবে এ কথাও সত্য, অনেকে ইহাদের এই পার্থক্য যথাযথ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া প্রবাদমূলক বাক্যাংশ এবং বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ অভিন্ন বলিয়া অনুভব করিয়া থাকেন। কারণ, ইহাদের উভয়ের মধ্যেই প্রবাদের মতই রূপক অলঙ্কার বক্রোক্তি এবং শ্লেষের ব্যবহার আছে। সুতরাং সূক্ষ্ম বিচারে ইহারা প্রবাদ না হইলেও প্রবাদের ধর্ম অনেকখানিই পালন করিয়া থাকে।

এই পর্যন্ত যে সকল বাংলা ব্যাকরণ কিংবা প্রবাদ সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে

তাহাদের কাহারও মধ্যে প্রবাদ, প্রবাদধর্মী (মূলক) বাক্যাংশ এবং বিশিষ্টার্থক শব্দ গুচ্ছে যে পার্থক্য আছে, তাহা সুনির্দিষ্টভাবে বুঝাইয়া বলা হয় নাই। অথচ ইহাদের পার্থক্য খুবই যে সুস্পষ্ট, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

এমন কতকগুলি উক্তি আছে, তাহাদিগকে প্রবাদমূলক উপমা বা ইংরেজিতে proverbial comparison বলা হইয়া থাকে। ইহারাও ঐতিহ্য-মূলক অর্থাৎ ঐতিহ্যের ধারায় যে ভাবে ইহারা প্রকাশ পাইয়া আসিতেছে, সেইভাবেই ইহারা প্রকাশ পায়। যেমন,

দুধের মত সাদা।
রক্তের মত লাল।
নব দূর্বাদল শ্যাম।
কাকের মত ধূর্ত।
কোকিলের মত কণ্ঠ। ইত্যাদি

ইহাদের ইংরেজি নিদর্শন,

as fresh as a daisy,
as red as a rose.
white as snow.

বাংলায় সাদার গাঢ়তা বুঝাইতে 'দুধের মত সাদা' বলাই ঐতিহ্যসঙ্গত এবং ঐতিহ্যসঙ্গত উপায়েই এই ভাবটি যথাযথ ভাবে বুঝাইয়া থাকে ; কিন্তু পাশ্চাত্ত্য জগতে গাঢ় সাদা রঙ বুঝাইতে দুধের পরিবর্তে বরফ সূচক শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার বাংলা অনুবাদ করিয়া বাংলায় এই ভাব বুঝাইতে বরফের মত সাদা বলিলে বাংলা ঐতিহ্যানুসারী উক্তি হইবে না। অনেক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত বাঙ্গালী নীল রঙের গাঢ়তা বুঝাইতে ইংরেজি এই শ্রেণীর উক্তির অনুবাদ বলিয়া বলেন, ইস্পাতে নীল আকাশ (Steel blue sky)। ইহা বাংলা ঐতিহ্য সম্মত নহে। বিদেশীয় কোন ঐতিহ্য দেশান্তরে গিয়া তাহার মাটিতে শিকড় গাড়িতে পারে না। সুতরাং এই প্রকার বহু প্রয়াস অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়াছে। নতুবা দুইশত বৎসরের ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষার ফলে বাঙ্গালীর ভাষা পাশ্চাত্ত্য ঐতিহ্যানুসারী চিত্রকল্পে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। যে পরিমাণে পাশ্চাত্ত্য চিন্তা আমাদের সাহিত্যে প্রবেশ করিয়াছে, সেই পরিমাণে পাশ্চাত্ত্য ভাষার রূপ এবং তাহার ঐতিহ্য আমাদের ভাষায় প্রবেশ করিতে পারে

নাই। যদি তাহা হইত, তবে বাংলা ভাষা আজ আর বাংলা ভাষা থাকিত না।

ইংরাজিতে প্রবাদ লইয়া যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা প্রবাদ-কল্প আরও বহু বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রবাদের অধিকাংশেরই প্রকাশভঙ্গি কিংবা ভাবার্থের সঙ্গে তাহাদের কোন সাদৃশ্য কিংবা সম্পর্ক নাই। এই প্রকার এক শ্রেণীর উক্তিকে বলা হইয়াছে 'quotation proverb' বা উদ্ধৃতিমূলক প্রবাদ। ইহার সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া বলা হইয়াছে যে, '...it is a traditional form ; it is used to produce humourous effect and is at most a whimsical or ironic comment on a situation.' লোক-সাহিত্যের সকল বিষয়েরই রূপ ঐতিহ্যানুসারী, সুতরাং এই সংজ্ঞায় নূতনত্ব কিছু নাই। তারপর খামখেয়ালীপূর্ণ কিংবা ব্যঙ্গাত্মক উক্তিমাত্রই প্রবাদ কিংবা প্রবাদাঙ্গ নহে. হাস্যরস সৃষ্টির পরিবর্তে ব্যঙ্গ কিংবা শ্লেষাত্মক বক্রোক্তি ব্যবহারই প্রবাদের লক্ষ্য। সুতরাং উদ্ধৃতি-মূলক প্রবাদ বলিতে যাহা মনে করা হইয়াছে, তাহাতে প্রবাদের কোন ধর্ম নাই। ইহা বিশেষ প্রকারের বক্রোক্তি মাত্র হইতে পারে।

কতকগুলি উক্তিকে ইংরেজিতে Conventional phrase বলা হইয়া থাকে, বাংলায় তাহাদিগকে গতানুগতিক ভাবার্থক উক্তি বলা যাইতে পারে। যেমন যাওয়া অর্থে মধ্যযুগের সাহিত্যে বলা হইয়াছে 'মাগিল মেলানি।' এখনও বলা হয়, 'আমি আসি'। 'চাল নাই' এই অর্থে 'চাল বাড়ন্ত'—এই কথা বলা হয়। বাংলায় ইহাদিগকে বিপরীতার্থব্যঞ্জক শব্দ বলা হয়। ইংরেজিতে এই মনো-ভাবকে euphemism বলে। সুতরাং ইহাদিগকে জোর করিয়া আনিয়া প্রবাদের ক্ষেত্রে বিবেচনা করিবার কোন সার্থকতা নাই।

কতকগুলি গতানুগতিক এবং প্রচলিত বাগ্‌ভঙ্গিকেও প্রবাদাঙ্গ বলিয়া অনেক পাশ্চাত্ত্য পাণ্ডিত মনে করিয়াছেন। কিন্তু প্রবাদের যে একটি সুনির্দিষ্ট গঠন এবং সুস্পষ্ট ও সুপরিণত ভাব-প্রকাশের দায়িত্ব আছে, তাহা ইহারা ভুলিয়া যান। যাহা কিছু গতানুগতিক তাহাই প্রবাদ কিংবা প্রবাদাঙ্গ নহে। কথা বলিবার বহু গতানুগতিক ভঙ্গি সকল দেশের সমাজেই প্রচলিত আছে, তাহাদিগকে কেবল গতানুগতিক ( Conventional ) বলিয়াই প্রবাদের সঙ্গে কোন প্রকার সম্পর্ক-যুক্ত বলিয়া বিবেচনা করা যায় না।

অনেকে জীবনের কিংবা ধর্মের মতবাদ কিংবা প্রচার-মূলক উক্তিকেও প্রবাদ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। যেমন,

অহিংসা পরম ধর্ম।
যত মত তত পথ।
যথা ধর্ম তথা জয়।
কলিকালের ধর্ম নাম সংকীর্তন।

এই সকল চেতনা ব্যক্তিবিশেষ আধ্যাত্মিক সাধনা দ্বারা লাভ করিয়া সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে প্রচার করিয়াছে। ইহাদের প্রকাশ-ভঙ্গির মধ্যে সাহিত্যিক শিল্পকুশলতা নাই—সাধকের উপলব্ধি-জাত সহজ সত্য, নিতান্ত সহজ ভাবেই সমাজে প্রচার লাভ করিয়াছে। সামগ্রিক ভাবে সমাজ তাহার অভিজ্ঞতা দ্বারা ইহা কদাচ লাভ করে নাই। এই সকল আপ্তবাক্য সমাজের উপর আরোপ করা হইয়াছে, সমাজ মানস হইতে আপনি আসে নাই। সুতরাং ইহারা লোক-সাহিত্যের প্রবাদের মধ্যে স্থান পাইতে পারে না। প্রবাদ সামগ্রিক সমাজের পাথিব জীবন অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি; বিশেষ-কোন সত্যদর্শীর ধ্যান-লব্ধ সত্যোপলব্ধি নহে। সেইজন্য ইহাদের যে মূল্যই থাকুক, প্রবাদ হিসাবে কোন মূল্য নাই। তবে ইহাদের প্রকাশ-ভঙ্গির মধ্যে প্রবাদের অনুরূপ সংক্ষিপ্ততার গুণটি প্রকাশ পাইবার ফলে ইহারা সহজেই প্রবাদ বলিয়া ভুল হইতে পারে। এই সকল অনুভূতি উচ্চ সাধনা-লব্ধ, সহজ লোক-মানসের অভিজ্ঞতা জাত নহে। ইহা ব্যক্তিবিশেষের সুগভীর আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণার ফলশ্রুতি। সেইজন্য ইহারা উচ্চতর ( Sophisticated ) জীবন-সাধনার ফল, সহজাত মানবিক অনুভূতির ফল নহে। একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন—'They are expressions connected with persons or religions and political movements ; they formulate ideals of principles or are calculated to arouse mass emotions for or against a cause.' সুতরাং ইহা জন-মানস হইতে বহু দূরবর্তী হইয়া আছে। ইংরেজিতে এক শ্রেণীর সংক্ষিপ্ত উক্তিকে epigram বলা হইয়া থাকে। ইহার সঙ্গে প্রবাদের অনেকটা গঠনগত ঐক্য আছে। বাংলায় ইহাকে রসোক্তি বলা যাইতে পারে। ইহারাও প্রবাদের মতই সংক্ষিপ্ত এবং ব্যঙ্গাত্মক বা সমালোচনামূলক রচনা, তবে অর্থ কিংবা ব্যঙ্গের তীব্রতা অপেক্ষা ইহাদের মধ্যে সরসতার গুণ বেশি। অর্থ ইহার লক্ষ্য নহে, কৌতুক বা রসসৃষ্টিই ইহার লক্ষ্য—

জমিদার জঙ্গল আর গরুর শিঙ্।
এই তিনে মৈমনসিং ॥

মৈমনসিং জিলা এককালে জমিদার প্রধান ছিল, তাহাতে মধুপুরের গড় নামে বিস্তৃত জঙ্গলও ছিল, কিন্তু অর্থ বিসর্জন দিয়া কৌতুক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং মৈমনসিংএর সঙ্গে মিল দিবার জন্য গরুর শিঙ্ কথাগুলি প্রথম পদে যুক্ত হইয়াছে। প্রবাদে যে সুগভীর জীবন অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা ইহাতে নাই। কেবলমাত্র কৌতুক সৃষ্টিই ইহার লক্ষ্য হইয়াছে। কিন্তু ইহার গঠনভঙ্গি প্রবাদেরই অনুরূপ। সেইজন্যই ইহারাও প্রবাদ-সংগ্রহে স্থান পাইয়া থাকে।

৩

## প্রবাদ, প্রবচন, বচন

ইংরেজি proverb শব্দটি বুঝাইতে বাংলা প্রবাদ শব্দটি আজ বহুল প্রচলিত হইলেও proverb বলিতে যাহা বুঝায় অভিধানিক অর্থে প্রবাদ তাহা নহে। প্রবাদ শব্দটির সংস্কৃত কিংবা বাংলা অভিধানিক অর্থ এই প্রকার :

(১) পরস্পর কথোপকথন। (২) পরস্পরাভিঘাত, অন্যোন্যস্পর্ধা, যেমন "ইত্থং প্রবাদং যুধি সংপ্রহারম্"—ভট্টি। (৩) লোকাপবাদ, লোক-নিন্দা যেমন, "এষ তে জীবিতাবধি প্রবাদঃ"—উত্তর-রামচরিত। (৪) পরম্পরাগত বাক্য, প্রসিদ্ধ লোকবাদ, কিংবদন্তী, জনশ্রুতি। যেমন "সত্যশ্চাত্র প্রবাদোহয়ং লৌকিকঃ।"—রামায়ণ ও মহাভারত। প্রবাদক শব্দের অর্থ বাদক বা বাদ্যকর। প্রবাদী শব্দের অর্থ প্রথমত বক্তা, দ্বিতীয়ত অপবাদী বা নিন্দক, যেমন "সদা প্রবাদী ব্রাহ্মণেষু"—মহাভারত। তারপর রবকারী যেমন "মৃগা ঘোর প্রবাদিনঃ"—মহাভারত। বঙ্গীয় শব্দকোষ।

অতএব দেখা যাইতেছে, ইংরেজি proverb বলিতে যাহা বুঝায়, বাংলায় প্রবাদ বলিতে তাহা বুঝাইতেছে না—প্রবাদ শব্দটির সঙ্গে লোকাপবাদ বা লোক-নিন্দা কথাটির সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ট। সুতরাং ইংরেজি proverb অর্থে প্রবাদ শব্দটির ব্যবহার সমীচীন নহে।

কিন্তু বিগত শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই proverb অর্থে প্রবাদ শব্দটির ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। তাহার ফলে এই শব্দটি এই অর্থে গৃহীত এবং প্রচলিত হইয়াছে। সর্বপ্রথম ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে একটি বাংলা প্রবাদ সংগ্রহের নামকরণ করা হয় 'প্রবাদমালা'। তাহাতে ২৩৫৮টি প্রবাদ সংগৃহীত হইয়া

প্রকাশিত হয়। ইহাতে কোন সঙ্কলয়িতার নাম ছিল না সত্য, তথাপি ইহা যে রেভা জেম্‌স্ লঙ্ কর্তৃক সঙ্কলিত তাঁহার প্রথম বাংলা প্রবাদ-সংগ্রহ, তাহা অনেকেই অনুমান করিয়া থাকেন।

ইতিপূর্বে উইলিয়ম মর্টন কর্তৃক দুইখানি বাংলা প্রবাদের সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথমখানির নাম ছিল 'দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ।' তাহাতে প্রবাদ শব্দটি ব্যবহৃত হয় নাই; দ্বিতীয় সংগ্রহখানির নাম ছিল ইংরেজি ভাষায় **Bengali Proverbs.** তারপরই 'প্রবাদমালা' নামে রেভা জেম্‌স্ লঙ্-এর পর পর দুইখানি সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, রেভাঃ জেম্‌স্ লঙ-ই বাংলায় proverb অর্থে প্রবাদ শব্দটির প্রথম প্রবর্তক এবং তখন হইতেই এই অর্থে প্রবাদ শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু শব্দটি এখন পুনর্বিবেচনা করিবার সময় আসিয়াছে।

রেভাঃ জেম্‌স লঙের পর পর তিনটি সংগ্রহ 'প্রবাদমালা' নামে প্রকাশিত হইবার জন্য ইংরেজি proverb অর্থে প্রবাদ শব্দটি ব্যাপক প্রচলিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু কোন কোন সংগ্রাহক প্রবাদ শব্দটিকে বর্জনও করিয়াছিলেন দেখিতে পাওয়া যাইবে। যেমন 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় ১৮৮৬ এবং ১৮৯১-৯৩ সনে ধারাবাহিক ভাবে কোন অজ্ঞাতনামা সংগ্রাহক কর্তৃক যে প্রবাদ-সংগ্রহ প্রকাশিত হয়, তাহার নাম দেওয়া হয় 'বাংলা প্রবচন'—প্রবাদ শব্দটি তাহাতে ব্যবহৃত হয় নাই। অতঃপর ১২৫৫ সালে প্রকাশিত মথুরামোহন বিশ্বাস রচিত প্রবাদ সংগ্রহটিকে 'বাক্যবিন্যাস' নামে উল্লেখ করা হয়, প্রবাদ কিংবা প্রবচন শব্দ ইহার মধ্যে আদৌ ব্যবহৃত হয় নাই।

১২৯৯ সালে (১৮৯২ ইং) প্রকাশিত প্রবোধচন্দ্র মজুমদার সঙ্কলিত প্রবাদ সংগ্রহের নাম 'বঙ্গীয় প্রবচনাবলী'—ইহাকেও প্রবাদ বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই। এতদ্ব্যতীতও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রবাদ সম্পর্কে যে সকল আলোচনা এবং সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের অনেকের মধ্যেই প্রবাদের স্থলে প্রবচন শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানে প্রবাদ শব্দের এই অর্থ দেওয়া হইয়াছে, যেমন, 'পরম্পরাগত বাক্য, জনরব, লোক-কথা, জনশ্রুতি; নিন্দা, কুৎসা, অপবাদ।' বলা বাহুল্য, ইহার কোনটি দ্বারাই ইংরেজি proverb শব্দটি বুঝায় না। 'পরম্পরাগত বাক্য' কথাগুলির মধ্যে প্রবাদের ভাব অনেকটা থাকিলেও পরম্পরাগত বাক্য মাত্রই প্রবাদ নহে, ইহার এক বিপুল অংশ ছড়া এবং

ধাধা। সুতরাং এই অর্থে প্রবাদ শব্দটি ইংরেজি proverb অর্থে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইতে পারে না।

তথাপি এই কথা সত্য, শব্দটি প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে ; ইহা পরিত্যাগ করা এখন সহজসাধ্য নহে। তথাপি প্রকৃত শব্দটি কি হওয়া উচিত, তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

কোন কোন সংগ্রাহক যখন প্রবচন শব্দটি এই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, তখন ইহার যৌক্তিকতাও বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। প্রবচন শব্দের অভিধানিক অর্থ প্রকৃষ্ট বচন বা সদালাপ। যথা 'প্রবচনে মান্দ্যম্ ( যাসাং )।'—পঞ্চতন্ত্র। 'বঙ্গীয় শব্দকোষে' শব্দটির এই প্রকার বিভিন্ন অর্থ দেওয়া হইয়াছে,—যেমন উপদেশ, ব্যাখ্যান, বেদাধ্যায়ন। এই সম্পর্কে 'কঠোপনিষদে'র এই শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে,—'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ'। ইহার অন্যান্য অর্থ যথা নির্ণয়, বেদ—যথা অমরকোষ 'অনূচানঃ প্রবচনে সঙ্গোহধীতী', 'বেদার্থ যাহা দ্বারা উক্ত হয়' ( কুল্লূক ) ; বেদাঙ্গ, আগম, ধর্মগ্রন্থ। ইহার বিশেষণে প্রবচনীয় অর্থাৎ প্রকৃষ্টভাবে কথনীয় ; 'অর্থ অনুসন্ধান পূর্বক বাচ্য বা ব্যাখ্যেয় ; যথা 'প্রবচনীয়ো গুরুণা স্বাধ্যায়ঃ পাণিনি (কাশিকা) ; প্রবক্তা, ব্যাখ্যাতা, যথা 'প্রবচনীয়ো গুরুস্বাধ্যায়স্য' ( কাশিকা )। পাণিনিতে বিশেষ অর্থে 'কর্ম প্রবচনীয়াঃ' শব্দেরও ব্যবহার রহিয়াছে।

সুতরাং ইংরেজি proverb শব্দ দ্বারা যাহা বুঝায়, তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ প্রবচন দ্বারা তাহা বুঝায় না। এমন কি, প্রবচন শব্দটি যে বাংলাতেও কোন বিশেষ অর্থ লাভ করিয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। সুতরাং প্রবচন শব্দটিকেও ইংরেজি proverb অর্থে ব্যবহার করা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। তবে যাঁহারা প্রবাদের পরিবর্তে প্রবচন শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বুঝিয়াছিলেন যে এই অর্থে প্রবাদ শব্দটির ব্যবহার সমীচীন নহে, তাই তাঁহারা অন্য একটি শব্দ এই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন ; কিন্তু সেই শব্দটিও যে এই অর্থে ব্যবহার করা সমীচীন নহে, তাহা ততটা গভীরভাবে তাঁহারা বিচার করিয়া দেখেন নাই। প্রকৃত কথা এই যে বাংলাভাষায় স্বাধীনভাবে প্রবচন শব্দটির ব্যবহার নাই, কোন কোন সময় ইহা প্রবাদ শব্দটির সঙ্গে যুক্তভাবে বা সমার্থক হিসাবে ব্যবহার করা হয় মাত্র। যেমন প্রবাদ-প্রবচন। কিন্তু কেবলমাত্র প্রবচনরূপে ইহার ব্যবহার বাংলায় কোথাও বিশেষ শুনিতে পাওয়া যায় না।

বাংলায় বচন বলিয়া একটি শব্দ আছে, যেমন ডাকের বচন, খনার বচন, বুদ্ধের বচন ইত্যাদি। ডাকের বচন, খনার বচন বাংলার সকল প্রবাদ সংগ্রহেই স্থান পাইয়াছে। বুদ্ধের বচন শব্দটি লোকপরম্পরায় আগত না হইতে পারে, তথাপি বুদ্ধের বচন কথার যাহা তাৎপর্য, প্রবাদ শব্দটির তাৎপর্যও তাহাই। সুতরাং বিশুদ্ধ বাংলা এই বচন শব্দটিকে প্রবাদ অর্থে গ্রহণ করা যাইতে পারে কি না, তাহা ভাবিয়া দেখা আবশ্যক।

শ্রীনিকেতনের অধিবাসী আজীবন সাহিত্যসেবী এবং কবি রবীন্দ্র-সাহচর্যধন্য শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার এক পত্রে আমাকে লিখিয়াছিলেন যে, তিনি যখন প্রবাদ সংগ্রহ করিবার কথা রবীন্দ্রনাথকে জানাইয়াছিলেন তখন রবীন্দ্রনাথ প্রবাদ শব্দটির সমর্থক ছিলেন না, তিনি তাহার পরিবর্তে বচন শব্দটি ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি তাঁহার পত্রে আমাকে লিখিয়া-ছিলেন, 'বচন কথাটি প্রবাদ কথার পরিবর্তে ব্যবহার করতে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন। বলেছিলেন, আমরা "অবদান" যেমন না বুঝে ব্যবহার করি, প্রবাদও তেমনই না বুঝে বলি। প্রবাদ কথাটার মধ্যে একটা গল্পের ভাব জড়িয়ে আছে।...বচন ছাঁটা কাটা কথা, হয় আনন্দ দেয় না হয় দুঃখ দেয়, না হয় কিছু অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দেয়, যেমন খনার বচন, ডাকের বচন।'

খনার বচন এবং ডাকের বচনে বচন শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা গভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, যে-অর্থে আমরা প্রবাদ শব্দটি ব্যবহার করি, তাহা হইতে ইহা কোন প্রকারেই ভিন্ন নহে। সেই জন্য আগেই বলিয়াছি, খনা এবং ডাকের বচন প্রায় প্রত্যেক বাংলা প্রবাদ সংগ্রহেই স্থান পাইয়াছে। তবে খনা কিংবা ডাকের বচন সুনির্দিষ্ট কতকগুলি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ; কিন্তু প্রবাদ বলিতে আজ আমরা যাহা বুঝি, তাহা আরও বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রসারিত, তথাপি উদ্দেশ্য এবং বিশেষতঃ প্রকাশভঙ্গির দিক দিয়া ইহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং প্রথম হইতেই বিশেষ বিবেচনা করিয়া যদি শব্দটি বাংলায় গৃহীত হইত, তবে প্রবাদের পরিবর্তে বচন শব্দটিই গৃহীত হইত। কিন্তু বর্তমানে বাংলা ভাষায় যে ভাবে প্রবাদ শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া চলিয়াছে, তাহাতে ইহার পরিবর্তে আজ আর নূতন শব্দ গ্রহণ করা কঠিন। প্রবাদ শব্দটির আভিধানিক অর্থ যাহাই থাকুক না কেন, আজ ইহার প্রচলিত অর্থ এবং ভাব যে ইংরেজি proverb শব্দটিরই সম্পূর্ণ অনুরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায়

নাই। সুতরাং 'অবদান' শব্দটি বাংলা ভাষায় যেমন নূতন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া চলিয়াছে, প্রবাদও সেইভাবে চলিতে থাকিবে, তাহার ব্যতিক্রম করিবার আজ আর কোন উপায় নাই। কারণ, ইতিমধ্যেই জেমস্ লঙের প্রবর্তিত ভুল শব্দটি পরবর্তীকালে তাহারই অনুকরণে 'প্রবাদ' সংগ্রাহকগণ তাঁহাদের নূতন নূতন সংগ্রহ গ্রন্থে ব্যবহার করিয়াছেন, সেই তুলনায় বচন শব্দটিই বরং অপ্রচলিত হইয়া পড়িতেছে। তথাপি এই কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বচন শব্দটি এই অর্থে যেমন সার্থক, প্রবাদ শব্দটি তেমন নহে। বচন শব্দটির নিম্নোদ্ধৃত অভিধানিক অর্থ হইতেও তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

বচন শব্দটির অর্থ ভাষণ, কথন; অনুশাসন, আদেশ। প্রবাদও প্রকৃত পক্ষে সমাজের 'কথন', ভাষণ বা উক্তি। ইহার মধ্যে অনুশাসন এবং আদেশের ভাবও আছে, অনেক সময় ইহাতে পরোক্ষে আদেশও বুঝায়। ইহা একটি বাক্য। প্রবাদও তাহাই, প্রবাদ বাক্যাংশ নহে, বরং তাহার পরিবর্তে পূর্ণ একটি বাক্য। যেখানে বাক্য অসম্পূর্ণ, সেখানে প্রবাদ হইতে পারে না, ইংরেজিতে তাহাকেই প্রবাদমূলক বাক্যাংশ বলা হইয়াছে, পরিপূর্ণ প্রবাদ বলা হয় না। বচন শব্দটি দ্বারা একটি পূর্ণ বাক্যই বুঝায়।

বচন শব্দের অভিধানিক অর্থ—কথিত বিষয়, প্রবাদও যে ব্যক্তির বা সমাজের উক্তি সেই কথা পূর্বেই বলিয়াছি। গীতায় যে 'করিষ্যে বচনং তব' এমন প্রয়োগ আছে, তাহার মধ্যেও বচন শব্দে আদেশ পালন বুঝায়। বচন শব্দে শাসন, বাক্য, বিধি এবং উপদেশ অর্থও বুঝায়। বলা বাহুল্য, ইহাদের প্রত্যেকটিই প্রবাদের লক্ষণ। শাস্ত্রের মূল পংক্তি বা শ্লোককেও বচন বলে। এই অর্থে চাণক্যবচন, শাস্ত্রবচন, স্মৃতিবচন, আগমবচন ইত্যাদি শব্দ প্রচলিত আছে। প্রবাদও লৌকিক শাস্ত্র, সেইজন্য ইহাকে বচন বলাই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে হইবে।

প্রবচন শব্দটি দ্বারা প্রকৃষ্ট বচন বুঝাইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উদ্ধৃত অভিধানিক অর্থ হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, বচন শব্দটিই প্রকৃষ্ট বচন অর্থ বাচক। সুতরাং বচন শব্দটির পূর্বে 'প্র' উপসর্গ যোগ না করিলেও তাহা দ্বারা প্রকৃষ্ট বচনই বুঝাইবে। সুতরাং প্রবচন শব্দটি ব্যবহারের কোন আবশ্যকতা নাই।

৪

## উদ্ভব

কি ভাবে প্রবাদের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা বলা সহজসাধ্য নহে। তথাপি

এই বিষয়ে যাহা অনুমান করা যাইতে পারে, তাহাই এখন আলোচনা করা যাইতেছে।

দেখা যায়, মানসিকতার বা মননশীলতার দিক দিয়া যে সকল জাতি খুব বেশিদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই, তাহাদের মধ্যে প্রবাদের প্রচলন নাই; কিংবা থাকিলেও তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। সাধারণত আদিম সমাজ বা primitive tribe বলিয়া যাহা পরিচিত তাহার মধ্যে লোক-সাহিত্যের অন্যান্য কোন কোন বিষয়, এমন কি, ধাঁধার প্রচলন থাকিলেও প্রবাদের প্রচলন নাই। এমন কি, বাংলাদেশেরও যে সকল অঞ্চল শিক্ষাদীক্ষা এবং অর্থনৈতিক জীবনে অনগ্রসর, তাহাদের মধ্যে প্রবাদের ব্যবহার খুব ব্যাপক নহে; অথচ তাহাদের মধ্যে ছড়া গান, ধাঁধা, পুরাকথা ইত্যাদির প্রচলন আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সমাজের যে স্তরে মানসিক কিংবা ব্যবহারিক জীবনের উন্নতি সাধিত হইতে পারে নাই, তাহাতে প্রবাদের উদ্ভব এবং বিকাশ সম্ভব হইতে পারে না। প্রবাদের উদ্ভাবনের জন্য কিয়ৎপরমাণে চিৎপ্রকর্ষের প্রয়োজন। চিৎপ্রকর্ষ কেবল মাত্র যে শিক্ষাদীক্ষা দ্বারাই সম্ভব হয়, তাহা নহে, সামাজিক জীবনের ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করিয়া তাহার নানা ক্ষেত্র হইতে পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ বিভিন্নমুখী প্রভাব নিজের জীবনে স্বাঙ্গীকৃত করিয়া চিত্তের প্রকর্ষ সাধন করা যাইতে পারে। অনেক সময় আপাতদৃষ্টিতে কোন কোন সমাজকে অনগ্রসর বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু তাহারই জাতীয় ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া যদি তাহার অতীত জীবনের মধ্যে প্রবেশ করা যায়, তবে দেখা যাইবে, একদিন তাহারও নিজস্ব একটি শক্তিশালী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছিল। তাহার ধারা তাহার মধ্যে দীর্ঘ দিন পরেও স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে। পশ্চিম বাংলার ডোমজোতি এমনই একটি জাতি। একদিন ইহা ধর্মকর্মে বহুদূর অগ্রসর ছিল। মধ্যযুগে শৌর্যবীর্যের জন্য এই জাতি সামাজিক প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল। আমরা জানি, যে সকল সম্প্রদায় বৌদ্ধযুগে ধর্মে কর্মে অগ্রসর ছিল, হিন্দুযুগে আসিয়া তাহারা সমাজে পতিত বা অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ডোমজাতিরও তাহাই হইয়াছে। মধ্যযুগে যতদিন পর্যন্ত তাহারা সামন্ত রাজদিগের সৈন্যরূপে দেশরক্ষার দায়িত্ব পালন করিত, ততদিন পর্যন্ত তাহারা সমাজে নিজের স্থান অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিল। কিন্তু যখন হইতে ইংরেজ শাসন প্রবর্তনের পর দেশ রক্ষার দায়িত্ব সামন্ত রাজদিগের নিকট হইতে ইংরেজের হাতে সমর্পিত হইল, তখন

হইতেই ডোমজাতির সামাজিক পাতিত্য সম্পূর্ণ হইল। কিন্তু তাহাদের একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছিল বলিয়া সাংস্কৃতিক জীবনের বহু রূপ তাহারা ধারণ করিয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল। সেইজন্য ডোমজাতির মধ্য হইতে এখনও কিছু কিছু প্রবাদের সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাদের প্রতিবেশী অন্যান্য তপশীলভুক্ত জাতির মধ্যে সেই পরিমাণে তাহার কিছুই পাওয়া যায় না। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে অনগ্রসর হইলেও অনেক সম্প্রদায়েরই জীবনেতিহাস অনুসন্ধান করিলে তাহাদের মধ্যে এক প্রাচীন সংস্কারের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়, সেই সকল ক্ষেত্রে প্রবাদের প্রচলন থাকিলেও যে সকল সম্প্রদায়ের কোন প্রাচীন ঐতিহ্য নাই, তাহাদের মধ্যে ইহাদের ব্যবহার নাই বলিলেই চলে।

ভাষার সমৃদ্ধি এবং ভাষা প্রয়োগ করিবার কৌশল যে জাতির যত বেশি আয়ত্ত আছে, তাহার মধ্যে তত বেশি প্রবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। ভাষার সমৃদ্ধি দীর্ঘ জাতীয় সাধনার ফল, ভাষা প্রয়োগ করিবার কৌশলও এক একটি মননশীল জাতির পক্ষেই আয়ত্ত করা সম্ভব। নিরক্ষর সমাজ যে মননশীল হইতে পারে না, তাহা নহে। বাংলা শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ নরনারী এখনও নিরক্ষর, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহারা যে উচ্চ মননশীলতার অধিকারী তাহা এদেশের লোক-সাহিত্য অনুসরণ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ধর্মীয় তত্ত্বকথাও ইহারা অতি সহজেই উপলব্ধি করিতে পারে। বাউল, মুর্শীদ্যা, মারফতী দেহতত্ত্ব বিষয়ক গান যত নিগূঢ় জীবনদর্শনই প্রচার করুক না কেন, তাহা উপলব্ধি করিতে কাহারও বেগ পাইতে হয় না। সুতরাং এই জাতির পক্ষে ভাষার সমৃদ্ধি এবং ভাষা প্রয়োগ করিবার কৌশল সহজেই আয়ত্ত করা সম্ভব হইয়াছে। যে জাতির সাংস্কৃতিক বনিয়াদ যত সুদৃঢ় সেই জাতির মধ্যে প্রবাদের ব্যবহার তত ব্যাপক।

সুতরাং প্রবাদ রচনার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিবার জন্য জাতির মননশীলতার একটি নির্দিষ্ট মানে ( standard ) উন্নীত হওয়া আবশ্যক; আদিম সমাজ, ( primitive society ), উপজাতির সমাজ ( tribal society ) কিংবা লোক-সমাজের নিম্নতম স্তরে প্রবাদ উদ্ভব লাভ করিতে পারে না। তবে আগেই বলিয়াছি, নিম্নতম সমাজ আপাতদৃষ্টিতে মননশীলতায় যতই অনগ্রসর হউক না কেন, তাহার মধ্যে যদি কোন অতীত জীবনের গৌরবময় ঐতিহ্য প্রচ্ছন্ন হইয়াও থাকে, তবে তাহার মধ্যেও প্রবাদের সন্ধান পাওয়া যাইবে।

প্রবাদের ভাষায় যে অলঙ্কার ব্যবহার করা হইয়া থাকে, তাহার সার্থক প্রয়োগ হইতেই বুঝিতে পারা যায়, ইহা মৌখিক রচিত এবং মৌখিক প্রচারিত হইলেও ইহার রচনার একটি সূক্ষ্ম কৌশল আছে। সেই জন্য যে কেহই ইহা রচনা করিতে পারে না। লোক-সাহিত্যের কোন বিষয়ই যে-কেহ রচনা করিতে পারে না। ইহা রচনা করিবার জন্য বিশেষ প্রতিভা আবশ্যক। প্রবাদের পক্ষেও তাহাই সত্য।

প্রবাদের মধ্যে প্রধানত অন্তঃপুর জীবন প্রাধান্য লাভ করে এবং স্ত্রীসমাজ কর্তৃক তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া প্রধানত প্রবাদ রচিত হয় বলিয়া একথা মনে করা ভুল হইবে না যে, স্ত্রীসমাজের মধ্যেই ইহা উদ্ভব লাভ করিয়া স্ত্রীসমাজের মধ্যে প্রচার লাভ করে। প্রবাদের ভাষা প্রধানত অন্তঃপুরের ভাষা বা মেয়েলী ভাষা। নারীর জীবন নারীর নিজস্ব মুখের ভাষায় প্রবাদের মধ্যে সার্থক অভি-ব্যক্তি লাভ করে। মেয়েলী ভাষারই একটি বিশেষ শক্তি প্রবাদের মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়। নিরক্ষর নারীর ভাষা রক্ষণশীল ; সেইজন্য তাহার ভাষাতেও একটি বিশেষ শক্তি আছে। প্রবাদে ভাবের যে ক্ষিপ্র প্রয়োগ হইয়া থাকে, তাহা অশিক্ষিত নারীর প্রাত্যহিক জীবনের ব্যবহারিক ভাষার মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। এক কথায় প্রবাদের ভাষা নারীরই মুখের ভাষা, প্রবাদের জীবন-দর্শন নারীরই জীবন-দর্শন ; সেইজন্য ইহার মধ্যে পার্থিব জীবনের মূল্যায়নই লক্ষ্য ; পারমার্থিক বিষয়ের কোন উল্লেখই ইহাতে শুনিতে পাওয়া যায় না। ইহার মধ্যে নৈতিক জীবন অপেক্ষা নিত্য জীবন বড় হইয়া দেখা দেয়। সুতরাং মননশীলতায় অগ্রসর নিরক্ষর নারীসমাজের মধ্যেই ক্ষিপ্র এবং যথাযথ ভাবপ্রকাশের প্রয়ো-জনে প্রবাদের প্রথম উদ্ভব হইয়াছিল, তারপর ইহার বিষয়-বস্তু পুরুষের বহির্মুখী কর্মের ক্ষেত্রেও কালক্রমে কিছু কিছু বিস্তার লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে অর্থাৎ পুরুষের বহির্মুখী কর্মের ক্ষেত্রে যাহা বিস্তার লাভ করিয়াছে, তাহারা প্রবাদের বহিরঙ্গগত রূপ লাভ করিলেও প্রবাদের যথার্থ যে শক্তি তাহা অনেক ক্ষেত্রেই লাভ করিতে পারে নাই।

উপরের আলোচনা হইতে এই পর্যন্ত বুঝিতে পারা যায় যে, ক্ষিপ্র ভাব প্রকাশের প্রয়োজনে মননশীলতায় অগ্রসর কিংবা রস-সংস্কারের ঐতিহ্যের অধি-কারী নিরক্ষর জাতের স্ত্রীসমাজের মধ্যে প্রবাদের প্রথম উদ্ভব হয়। ইহাতে একই অবস্থায় ( situation ) বার বার নূতন নূতন ভাষার সংলাপ প্রয়োগ করিবার পরিবর্তে নির্দিষ্ট কতকগুলি পদ বা বাক্য প্রয়োগ করিবার অভ্যাসের

প্রচলন হয়। অভিন্ন পরিবেশে অভিন্ন গীতি কিংবা কাব্যভাষা ব্যবহারের রীতি লোক-সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়েও প্রচলিত আছে। ইংরেজিতে refrain কিংবা বাংলায় ইহাদিগকে ধুয়া বলে। ইহারাও একই ভাষার পুনরাবৃত্তি। প্রবাদও অনুরূপ পরিবেশে একই কাব্যভাষার (কচিৎ গদ্যও হইতে পারে) একই পুনরাবৃত্তি। যেমন, 'গাঁয় মানেনা আপনি মোড়ল'-এই প্রবাদটি অনুরূপ অবস্থায় বিভিন্ন পরিবেশেই ব্যবহৃত হইতে পারে।

লোক-সাহিত্যের প্রায় প্রত্যেকটি বিষয়ের যে ভাবে উদ্ভব হইয়া থাকে, প্রবাদেরও সেই ভাবেই উদ্ভব হইয়াছে। যেমন স্ত্রীসমাজের মধ্যে পরস্পরের কথায় কথায় এমন একটি বাক্য সহসা বাহির হইয়া আসিল, যে তাহা সহসা একটি চমক সৃষ্টি করিল, ইহার চমৎকারিত্বের গুণে ইহা তৎক্ষণাৎ উপস্থিত আর সকলের মনের মধ্যে গাঁথিয়া গেল। অনুরূপ পরিবেশে পরে তাহারা নিজেরাও ইহার প্রয়োগ করিল। এইভাবে মুখে মুখে ইহা সমগ্র সমাজের মধ্যে বিস্তার লাভ করিয়া গেল। ইহা সংক্ষিপ্ত এবং সরস বলিয়া সকলেরই স্মৃতির প্রবাহ অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। এই ভাবে বংশপরম্পরায় যুগ হইতে যুগান্তরে ইহা উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। মুখে মুখে ইহা সামান্য বহির্মুখী পরিবর্তনকেও স্বীকার করিয়া লইল, লোক-সাহিত্যের স্বাভাবিক ধর্মের ইহাতে কোনও ব্যতিক্রম হইল না।

৫

## নীতিবক্য ও প্রবাদ

নৈর্ব্যক্তিক নীতিবাক্য কখনও প্রবাদ নহে, কেবলমাত্র জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপলব্ধি হইতেই প্রবাদের সৃষ্টি হয়। যদিও পাশ্চাত্ত্য এক অভিধানে একজন মার্কিন দেশের পণ্ডিত প্রবাদের নিদর্শন রূপে Honesty is the best policy বাক্যটি উল্লেখ করিয়াছেন, তথাপি ইহাকে প্রবাদ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কারণ, ইহা নৈর্ব্যক্তিক সত্য বা নীতিকথা মাত্র, প্রত্যক্ষ জীবনের অভিজ্ঞতায় সর্বদা এই কথা প্রমাণিত হয় না। অর্থাৎ সমাজ কি ভাবে চলা উচিত তাহার উপর নির্ভর করিয়া মহান্ জ্ঞানী ব্যক্তিগণ উপদেশ রূপে নানা কথা রচনা করিয়া থাকেন, তাহা কখনও প্রবাদ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে সমাজ যাহা আচরণ করে এবং সামাজিক মানুষ প্রাত্যহিক জীবনাচরণের ভিতর দিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করে, তাহাদের মধ্যে যাহা

নিজেদের অভিজ্ঞতার দিক দিয়া নিতান্ত তিক্ত, প্রধানতঃ তাহা দ্বারাই প্রবাদ রচিত হইয়া থাকে। প্রবাদ মধুর বচন নহে, তাহা সংসার-সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত মানুষের কঠোর অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি মাত্র। সেইজন্য প্রবাদ সংসার-নির্লিপ্ত সাধুর তপস্যা-লব্ধ সত্য হইতে পারে নাই। Honesty is the best policy নীতি বা সাধুবচন, কিন্তু প্রবাদ নহে। কারণ, সমাজ-জীবনে প্রত্যক্ষ ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় যে বহু অধার্মিক ব্যক্তি সুখে সমৃদ্ধিতে বাস করিতেছে; সুতরাং তাহা অস্বীকার করিয়া কেবল মাত্র একটি ভাব-সত্য প্রবাদে স্থান লাভ করিতে পারে না। সমাজ-জীবনে যাহা প্রত্যক্ষ ভাবে পরীক্ষিত, তাহাই প্রবাদের সত্য, ভাব-সত্য প্রবাদের সত্য নহে। তথাপি বাংলা প্রবাদ সঙ্কলনে এই শ্রেণীর রচনাও অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে, যেমন 'ধর্মের জয়, অধর্মের ক্ষয়।'

প্রবাদ প্রত্যক্ষ জীবনাশ্রিত, এই বিষয়ে সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে তাহার কোন পার্থক্য নাই। এই জীবন সাধারণ মানুষ বা ঈর্ষ্যাবিদ্বেষ পরশ্রীকাতরতা-কলহপ্রিয় মানুষেরই জীবন, অতি-মানুষ বা superman-এর জীবন নহে। সেইজন্য নীতিবাক্য শাস্ত্রেই স্থান লাভ করে, প্রবাদ সাহিত্যে স্থানলাভের অধিকারী।

প্রবাদগুলি অধিকাংশই অন্তঃপুরের নারীচরিত্র অবলম্বন করিয়াই রচিত। সে কথা পরে আরও বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। যদি তাহাই হয়, তবে দেখা যায় নৈর্ব্যক্তিক ভাব-বিলাসিতা স্ত্রীজাতির ধর্ম নহে। সুতরাং অন্তঃপুরের স্ত্রীজাতির প্রত্যক্ষ জীবন অবলম্বন করিয়া রচিত বিষয়ের মধ্যে নৈর্ব্যক্তিক ভাব-সত্যের অস্তিত্বও থাকিতে পারে না। সেই জন্য প্রকৃত প্রবাদ বলিতে আমারা যাহা বুঝি, তাহাতে নীতি, ধর্ম কিংবা ভাব-সত্যের কথা কিছুই থাকিতে পারে না।

ব্যঙ্গ ব্যক্রোক্তি বিদ্রূপের মধ্য দিয়া প্রবাদের প্রকাশ। সহজ সত্য বা নীতিকথা—প্রবাদের মধ্যে ইহাদের ব্যবহার নিতান্ত গৌণ। 'সদা সত্য কথা কহিবে' কিংবা 'অহিংসা পরম ধর্ম' এই উক্তিগুলির মধ্যে প্রবাদের ভঙ্গিটি প্রকাশ পাইতে পারে না। কিন্তু যাহা শুনিলে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি শুধু মনে প্রাণে নহে এমন কি দেহেও জ্বালা অনুভব করিবে, তাহাই সার্থকতম প্রবাদ। যাহা কেবল মাত্র সহজ ভাবে মুখে প্রকাশ করিবার নহে, মুখভঙ্গি সহকারে বক্তব্য, তাহাই সার্থক প্রবাদ। কিন্তু হিতোপদেশের মধ্যে কিংবা নীতিবাক্য প্রচারে

তাহা কদাচ সম্ভব নহে। সেইজন্য ইহারা প্রবাদের সাধারণ সীমানার বাহিরে বলিয়াই বিবেচনা করিতে হইবে।

কিন্তু একথা সত্য, শাস্ত্রীয় নীতি ব্যতীতও কতকগুলি লৌকিক নীতি আছে। তাহা অবলম্বন করিয়া যাহা রচিত হয়, তাহাকে প্রবাদ বলিয়া গ্রহণ করা যায়। যেমন, 'ধর্মের ঢাক বাতাসে বাজে।' ইহার প্রকাশ ভঙ্গির মধ্যে অন্যান্য প্রবাদের মতই রূপক অলঙ্কারের ব্যবহার হইয়াছে; শাস্ত্রীয় নীতি-বাক্যের মত সহজ ভাবে তাহা প্রকাশ করা হয় নাই। সুতরাং ইহার প্রকাশ যে সরস তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সমাজে সৎকার্যও আছে, অসৎকার্যও আছে। সৎকর্মের পুরস্কার যখন আপনা হইতেই কেহ লাভ করে, তখন এই উক্তিটির প্রয়োগ অসার্থক হয় না।

ভাব বা বক্তব্য অপেক্ষা বক্তব্য বিষয়ের উপস্থাপনা বা প্রকাশের সার্থকতার উপর অনেক বিষয়ই নির্ভর করে। কেবল মাত্র ব্যক্তির জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেই প্রবাদ সৃষ্টি হইতে পারে না, সেই অভিজ্ঞতাকে যথাযথ ভাবে বা প্রবাদের রূপে প্রকাশ করিবারও যেমন দায়িত্ব আছে, তেমনই কোন নৈর্ব্যক্তিক ভাবকেও যদি প্রবাদের আঙ্গিকে প্রকাশ করা সম্ভব হয়, তবে তাহাও প্রবাদের অনেকখানি নিকটবর্তী হইতে পারে। 'ধর্মের ঢাক বাতাসে বাজে'—এই শ্রেণীরই একটি রচনা। ভাবের দিক দিয়া নীতিপ্রচারক, কিন্তু প্রকাশ ভঙ্গি বা অঙ্গিকের দিক দিয়া ইহা প্রবাদের গুণান্বিত। এই শ্রেণীর রচনা মাত্রই প্রবাদ বলিয়াই সাধারণত গৃহীত হইয়া থাকে।

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অনেকে প্রবাদে নীতিপ্রচারের দায়িত্ব সম্পর্কে অতিরিক্ত জোর দিয়া থাকেন। যেমন আর্চার টেলার বলিয়াছেন, 'A proverb is a terse didactic statement that is current in tradition' অর্থাৎ প্রবাদ ঐতিহ্যের ধারায় প্রচলিত সংক্ষিপ্ত নীতিবাক্য মাত্র। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, নীতিবাক্য প্রবাদ নহে। 'সদা সত্য কথা বলিবে,' 'পরের দ্রব্য চুরি করিবে না,' এই সকল বাক্য সংক্ষিপ্ত নীতিবাক্য সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহারা প্রবাদ নহে। এমনকি, অন্য যাহাই হউক, যতক্ষণ পর্যন্ত সাহিত্যিক গুণান্বিত অথবা রসাক্রান্ত হইয়া প্রকাশ না পায়, ততক্ষণ তাহা প্রবাদ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। সেইজন্য 'সত্যের মার নাই,' ইহা প্রবাদ, কারণ, ইহার প্রকাশভঙ্গির মধ্যে সাহিত্যের রস প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং অনেকে যে মনে করিয়া থাকেন যে প্রবাদ ঘটনার বিবরণও ( Statement of fact ) হইতে পারে, তাহা কদাচ

স্বীকার করা যায় না। সংবাদপত্রে ঘটনার যে বিবরণ প্রকাশ পায়, তাহা কদাচ সাহিত্যের সামগ্রী হইতে পারে না।

৬

## প্রবাদ ও বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ (idiom)

এই পর্যন্ত যত বাংলা প্রবাদ-সংগ্রহ সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকটি সংগ্রহই অবিমিশ্র প্রবাদের সংগ্রহ নহে। প্রত্যেক সঙ্কলনেই প্রবাদের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের সংগ্রহও প্রকাশিত হইয়া থাকে। ডক্টর সুশীলকুমার দে'র 'বাংলা প্রবাদ' সংগ্রহে 'ছড়া ও চলতি কথা'ও স্থান পাইয়াছে বলিয়া তিনি গ্রন্থের পরিচয়পত্রে নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা ছাড়াও তিনি কিছু সংখ্যক ধাঁধা ( riddles ) এবং বিপুল সংখ্যক বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ বা idiom-ও তাঁহার সঙ্কলিত প্রবাদের মধ্যেই স্থান দিয়াছেন। বাংলায় প্রকাশিত ইহার পূর্ববর্তী প্রবাদ-সংগ্রহ গুলিতেও অনুরূপ ভাবেই বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ স্থান লাভ করিয়াছে। স্বতন্ত্রভাবে বাংলা ভাষায় কোন বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ বা 'ইডিয়ম্'-এর সংগ্রহ আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। সেইজন্যই অনেক সময় প্রবাদ এবং 'ইডিয়মে'র পার্থক্য অনেকেই সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। এখানে তাহাই একটু বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি।

প্রবাদ একটি সম্পূর্ণ ভাব-প্রকাশক পূর্ণ বাক্য কিংবা পদ—ইহার কর্তা, কর্ম, সমাপিকা ক্রিয়া সবই থাকা আবশ্যক, তবে অনেক সময় পদ-রচনার অনুরোধে ইহারা উহ্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতেও ইহাদের পরিপূর্ণ একটি ভাব-প্রকাশে কোন বাধা হইতে পারে না। যেমন, 'আদা শুকালেও ঝাল যায় না।' ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য এবং একটি পরিপূর্ণ ভাব-প্রকাশক; সুতরাং ইহা একটি প্রবাদ।

কিন্তু 'আদায় কাঁচকলায়' ইহা একটি পরিপূর্ণ বাক্য নহে, ইহার মধ্যে কোন ক্রিয়াপদই নাই, ইহার ভাবটিও সম্পূর্ণ নহে। সুতরাং ইহাকে প্রবাদ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, ইহা একটি বাংলা বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ বা 'ইডিয়ম্।' তেমনই 'আদুরে বউ নেংটা হয়ে নাচে' একটি প্রবাদ; কিন্তু 'আদুরে গোপাল' একটি ইডিয়ম্। প্রথমটির মধ্যে একটি কর্তৃকারক আছে এবং একটি সমাপিকা ক্রিয়াও আছে, সুতরাং একটি পরিপূর্ণ ভাব

প্রকাশের জন্ম যাহা প্রয়োজন, সবই তাহার আছে; কিন্তু দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটির তাহা নাই। 'আদুরে গোপাল' শব্দ দুইটি দিয়া একটি পরিপূর্ণ ভাব প্রকাশ পাইল না, একটি অসম্পূর্ণ চিত্র প্রকাশ পাইল মাত্র। যদি বলি 'আদুরে গোপাল রসাতলে যায়' তবেই একটি ভাব পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পায়।

বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ বা 'ইডিয়ম' বাক্যের অংশ বলিয়া বিশেষ ভাব প্রকাশ করিবার জন্ম বিভিন্ন বাক্যের সঙ্গেই যুক্ত করিয়া ব্যবহার করা যায়।

প্রবাদের মত বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছেও রূপকের ব্যবহার হইয়া থাকে। যেমন, 'অকাল কুষ্মাণ্ড'; এখানে কুষ্মাণ্ড বা কুমড়ো বক্তব্যের লক্ষ্য নহে; কুষ্মাণ্ডরূপী যে মানুষটি তাহাই বক্তব্যের লক্ষ্য। তবে শুধু কুষ্মাণ্ড নহে, অকাল কুষ্মাণ্ড অর্থাৎ অকালে যে কুষ্মাণ্ড জন্মায় তাহারই রূপ; হয়ত খাদ্য হিসাবে তাহার কোন স্বাদ কিংবা গুণ নাই; তেমনই যে ব্যক্তি গুণহীন তাহাকে বুঝাইতে 'অকাল কুষ্মাণ্ড' শব্দ দুইটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কেবল 'কুষ্মাণ্ড' শব্দটি ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু কেবলমাত্র শব্দগুচ্ছ দ্বারা কোন পরিপূর্ণ-ভাব প্রকাশ করিতে পারে না, ইহা দ্বারাও পারে না, সেইজন্ম অন্ম শব্দ দ্বারা একটি বাক্য পূর্ণ করিয়া তাহার মধ্যে ইহার ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু ইহার পরিবর্তে প্রবাদ দ্বারা একটি পরিপূর্ণ ভাব সর্বদাই প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেমন, 'অকালে খেয়েছ কচু, মনে রেখো কিছু কিছু।' এখানে 'কচু' শব্দটি রূপক, ইহা দ্বারা তুচ্ছ জিনিস বুঝাইতেছে। সুতরাং গঠনভঙ্গির দিক হইতে প্রবাদে এবং বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছে কোন পার্থক্য নাই, উভয়ের মধ্যেই রূপকের ব্যবহার হয়, ব্যঙ্গভাবের অস্তিত্ব থাকে, তীব্র নিন্দা বা সমালোচনার ভাষা ব্যবহৃত হয়। সেইজন্ম অনেক সময় প্রবাদে এবং বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছের মধ্যে সহজে কোন বৈসাদৃশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। প্রবাদ-সংগ্রহে ইহাদের স্থানলাভের ইহাই কারণ।

বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ বা 'ইডিয়ম'কে প্রবাদের অংশ বলা যায়, কিন্তু প্রবাদ বলা যায় না। ইংরাজিতে ইহাকে proverbial phrase বলিয়াও উল্লেখ করা হয়, বাংলায় ইহাকে প্রবাদমূলক বাক্যাংশ বলা যায়। কিন্তু ইংরেজি 'ইডিয়ম' শব্দটি বাংলায় বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছরূপেই অনূদিত হইয়া থাকে; কারণ, এই শব্দগুচ্ছ বিশেষ অর্থ প্রকাশক; সেইজন্ম এই পরিচয়ই ইহাদের সার্থক, কিন্তু প্রবাদমূলক বাক্যাংশ বলিতে প্রবাদের সঙ্গে ইহাদের আত্মিক সম্পর্ক বুঝাইতে পারে। তথাপি প্রবাদ নিরপেক্ষভাবে অন্ম সাধারণ বাক্যের সঙ্গে সংযুক্ত

হইয়াও সার্থক অর্থ প্রকাশ করিতে পারে, ইহারা সর্বদাই যে প্রবাদের ভিত্তি রচনা করে তাহা নহে। এইদিক হইতে বিচার করিলে proverbial phrase কথাগুলিও 'ইডিয়মে'র সুষ্ঠু পরিচায়ক নহে, কারণ, এই phrase বা বাক্যাংশ-গুলি যে প্রবাদের সঙ্গেই অনিবার্যভাবে যুক্ত তাহা নহে, বিভিন্ন সাধারণ বাক্যের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়াও ইহারা বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিতে পারে।

নিম্নে বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ এবং প্রবাদের কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ, যেমন,

অকালের বাদলা।
অকালের বোধন।
অকূল পাথরে ভাসা।
অকূলে কূল পাওয়া।
অগস্ত্য দোষ।
অগস্ত্যের পিপাসা। ইত্যাদি

প্রবাদ, যেমন,

অগুরু চন্দন ফেলে চায় শেওড়াকাট।
অগ্নি, ব্যাধি ঋণ, তিনের রেখো না চিন।
অঘটন ঘটায় বিধি।
অঘটির ঘটি হল, জল খেতে প্রাণটা গেল।

## ৭
## প্রবাদ ও ইতিহাস

প্রবাদ সংক্ষিপ্ত রচনা। সেইজন্য বিস্তৃত ঐতিহাসিক তথ্য ইহাতে পাইবার উপায় নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই সংক্ষিপ্ততার জন্যই সামান্যতম ঐতিহাসিক তথ্যও ইহার সাধারণতঃ অবিকৃত থাকিয়া যাইতে পারে। কারণ, বিশেষ একটি দৃঢ়-সংবদ্ধ গঠনের মধ্যে প্রবাদ আত্মপ্রকাশ করে বলিয়া ইহা বহুলাংশে ক্রমপরিবর্তনের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়া একটি সুনির্দিষ্ট-রূপ লাভ করিয়া লয়। সেইজন্য ইহা প্রথম রচিত হইবার কালে যে ঐতিহাসিক তথ্য বা তথ্যাংশটুকু ইহার মধ্যে স্থান লাভ করে, তাহা পরিবর্তিত কিংবা বিস্তৃত হইবার আর বিশেষ অবকাশ পায় না। ছড়া, গান, কথা ইহারা

রচনার দিক দিয়া শিথিল বলিয়া তাহাদের মধ্যে যথেচ্ছ নূতন নূতন উপকরণ সর্বদা প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু রচনার দৃঢ়-সংবদ্ধতার গুণে প্রবাদের মধ্যে তাহা তত সহজে সম্ভব হয় না। সেইজন্য ঐতিহাসিক তথ্যের দিক দিয়া লোক-সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় প্রবাদ অনেকটা নির্ভরশীল। তথাপি যে কথা সর্বপ্রথম বলিয়াছি, তাহাও সত্য, অর্থাৎ প্রবাদ নিতান্ত সংক্ষিপ্ত রচনা বলিয়া ইহার ঐতিহাসিক তথ্যগুলি অনেক সময় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। অর্থাৎ যথার্থ ইতিহাসের যাহা কাজ, তাহা ইহাদের নিতান্ত সংক্ষিপ্ত তথ্য হইতে সম্পন্ন হইতে পারে না। যেমন,

এক ঠগ দুই ঠগ তিন ঠগের মেলা,
ঠগের গুরু যজ্ঞেশ্বর রামচন্দ্র তার চেলা।

এই প্রবাদটির মধ্যে যজ্ঞেশ্বর এবং রামচন্দ্র যে দুইটি নাম পাওয়া যাইতেছে, তাহা ঐতিহাসিক, অর্থাৎ প্রবাদটির ভঙ্গি দেখিয়াই মনে হইতেছে প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা হইতে ইহা রচিত। কিন্তু এই দুইটি পদের মধ্যে কেবলমাত্র দুইটি ঐতিহাসিক নাম এবং তাহাদের আচরণ ব্যতীত তাহাদের আর কোন পরিচয় নাই। দীর্ঘতর রচনা হইলে হয়ত তাহাদের স্থান কাল ও অপযশ সম্পর্কিত বহু কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যাইত। ঐতিহাসিক তথ্যের দিক দিয়া এই অসম্পূর্ণতার ফল হইয়াছে এই যে, যথার্থ ইতিহাসের তথ্য হিসাবে ইহাদিগকে ব্যবহার করিবার কোন উপায় নাই। যজ্ঞেশ্বর ও রামচন্দ্র জনশ্রুতির রাজ্যেরই অধিবাসী হইয়া রহিল, ইতিহাসের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না।

অনেক সময় অবশ্য সুপরিচিত ঐতিহাসিক চরিত্র লইয়াও প্রবাদ এবং বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ রচিত হইয়া থাকে, যেমন,

১। নবাব সিরাজুদ্দৌল্লা।
২। হুশেন শাহের আমল।
৩। ধান ভানতে মহীপালের গীত।
৪। যারে দেয় না খোদাতালা, তারে দেয় আসফউদ্দৌল্লা।
৫। মোষের শিঙ্ ভেড়ার শিঙ্ তারে কি বলি শিঙ্।
সিং-এর মধ্যে সিং ছিল গঙ্গাগোবিন্দ সিং॥

যে ঐতিহাসিক যুগ ভিত্তি করিয়া এই সকল প্রবাদ কিংবা বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ রচিত হয়, সমাজ-হৃদয়ে তাহাদের প্রভাব যতই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে, ততই তাহাদের ব্যবহার লুপ্ত হইতে থাকে, ক্রমে তাহা একে-

বারেই লুপ্ত হইয়া যায়। এইভাবে এই শ্রেণীর কত প্রবাদ যে লুপ্ত হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যাইবে না। কারণ, সমাজ জীবনের অগ্রগতির ধারায় নূতন নূতন ঐতিহাসিক ঘটনার দিকে সমাজের মন আকৃষ্ট হয়, পূর্ববর্তী ঘটনাসমূহের যে গুরুত্বই থাকুক না কেন, তাহাদের কোন মূল্যই আর থাকে না। সেইজন্য সমাজের স্মৃতি হইতে তাহা নিজেই পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু যে সকল প্রবাদের মধ্যে জীবন-অভিজ্ঞতার কোন চিরন্তন বাণী প্রকাশ পায়, তাহা সমাজ-মানসে কদাচ বিনষ্ট হয় না, কেবলমাত্র ভাষার ক্রমবিবর্তনের ভিতর দিয়া তাহাদের অস্তিত্ব রক্ষা পায়। ঐতিহাসিক ঘটনার একটি সাময়িক গুরুত্ব আছে, তাহার চিরন্তন মূল্য কিছু নাই। সেইজন্যই এই সকল বিষয়ক প্রবাদের সংখ্যা যেমন কম, তেমনই ইহাদের স্থায়িত্বও ক্ষণিক। সেই তুলনায় সামাজিক মানুষের সমষ্টিগত ক্ষুদ্র এবং বৈচিত্র্যহীন জীবনাচরণের মূল্য অনেক বেশি। সেইজন্য প্রবাদে তাহাই বিস্তৃত স্থান অধিকার করিয়া আছে।

এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা যাইতে পারে। ঐতিহাসিক ঘটনা যতই গুরুত্বপূর্ণ হউক না কেন, তাহার বর্ণনা দেওয়া প্রবাদের লক্ষ্য নহে। জীবনাচরণের ব্যাখ্যার প্রয়োজনে অলঙ্কারের পথে যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনার কথা সমাজ-মানসে উদয় হইতে পারে, কেবলমাত্র তাহা অবলম্বন করিয়াই প্রবাদ রচিত হয়। জীবন-নিরপেক্ষ কোন ঐতিহাসিক ঘটনা কেবলমাত্র ইতিহাসের প্রয়োজনেই তাহাতে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। যেমন, 'ধান ভান্‌তে মহীপালের গীত' প্রবাদটির মধ্যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি মহীপাল কদাচ লক্ষ্য নহে। এমন কি, ধানভানা বিশেষ কর্মটিও ইহার লক্ষ্য নহে। ইহার বক্তব্য বিষয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। 'মহীপালের গীত' কথাগুলি ইহাতে রূপক হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রবাদটির অর্থ মূল্যবান্ বস্তুর অপপ্রয়োগ, অর্থাৎ যাহা যেখানে প্রাসঙ্গিক সেখানে তাহার স্থান না দিয়া অপ্রাসঙ্গিক বিষয় বা বস্তুর প্রয়োগ করা। সুতরাং 'মহীপাল' কিংবা 'মহীপালের গীত' ঐতিহাসিক এই তথ্যগুলি এখানে বক্তার লক্ষ্য নহে। অতএব ইতিহাসও ইহাতে ইতিহাসরূপে স্থান পায় না, রূপকল্প হিসাবেই স্থান পায় মাত্র।

প্রবাদের মধ্যে সর্বদাই যে ঐতিহাসিক তথ্য যথাযথভাবেই ব্যবহৃত হয়, তাহাই নহে, অনেক সময় তাহা বিকৃতরূপেও প্রকাশ পায়, যেমন,

বেটা সিরাজুদ্দৌল্লার নাতি।

সিরাজুদ্দৌল্লার নাতি কোন ঐতিহাসিক চরিত্র নহে, কারণ, ইতিহাসে

সিরাজুদ্দৌল্লার নাতি বলিয়া কেহ নাই। ঐতিহাসিক চরিত্র সিরাজুদ্দৌল্লাই এখানে রূপক হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। তারপর সিরাজুদ্দৌল্লা শব্দটি দ্বারা যে ভাবটি বুঝাইতেছে, অর্থাৎ নবাবী মেজাজের লোক তাহা গাঢ়তর করিবার জন্য বা তাহাতে আরও জোর ( emphasis ) দিবার জন্য তাহার সঙ্গে নাতি কথাটি যুক্ত হইয়াছে। সুতরাং এই প্রবাদটি হইতেও কোন ঐতিহাসিক তথ্য পাইবার উপায় নাই।

৮

## ছড়া ও প্রবাদ

প্রবাদে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এবং তীব্র সমালোচনাই প্রধানত লক্ষ্য থাকে, মানুষের প্রতি বিশ্বাসের ভাব ইহাতে প্রকাশ পায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে যে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে প্রবাদের অন্যান্য সাধারণ বিশেষত্ব প্রকাশ পায় না, অর্থাৎ সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে তাহা প্রবাদ নহে, হয়ত লোক-সাহিত্যেরই অন্য কোন বিষয়। যেমন,

দুগ্ধ মিঠা চিনি মিঠা আর মিঠা ননী,
তার চাইতে অধিক মিঠা মাও বড় জননী।

ইহা লোক-সাহিত্যে ছড়ার আকারে মাতৃস্তব, প্রবাদ নহে। ব্যঙ্গ বক্রোক্তি এবং শ্লেষ ব্যতীত প্রবাদ হয় না। যাহা সাধারণভাবে সোজাসুজি বলা হয়, তাহা প্রবাদ নহে, ছড়া। ছড়া শিশুর সাহিত্য বলিয়া তাহাতে রূপকের ব্যবহার কম। যাহাতে রূপেরই অসংলগ্নতা, তাহাতে রূপকের ব্যবহার হইতে পারে না। রূপকের ব্যবহার সূক্ষ্ম অনুভূতি এবং বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের ফল, শিশুমনোরঞ্জনকারী ছড়ায় তাহা প্রকাশ পায় না, পরিণত এবং অভিজ্ঞ সমাজ-মানসের অভিব্যক্তি যে প্রবাদ, তাহাতেই তাহা সম্ভব হইতে পারে। আচার্য সুশীলকুমার দে তাঁহার 'বাংলা প্রবাদে'র ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

'ছেলে ভুলানো ছড়াতে রবীন্দ্রনাথ বাংলার মায়েদের যে কল্পনা-বহুল ও স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার উল্টাদিকের বাস্তব চিত্রই প্রবাদের অনতিরঞ্জিত ছড়ার ব্যঙ্গবিদ্রূপে মূর্তিমান হইয়াছে ( ২য় সং পৃ ২৯ ভূমিকা )।

সুতরাং ছড়ার উল্টো দিকটাই প্রবাদ। ছড়ার মধ্যে বিশ্বাস, প্রবাদের মধ্যে অবিশ্বাসের ভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে। সেইজন্য মায়ের জীবনের যাহা

শাশ্বত সত্য, তাহা প্রবাদের মধ্য দিয়া সাধারণতঃ প্রকাশ পাইতে পারে না। ইহাতে ব্যক্তি কিংবা সমাজের সম্পর্কে ব্যক্তির কিংবা সমাজের মনোভাবই ব্যক্ত হইয়া থাকে, সমাজ-জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই মনোভাবের পরিবর্তন হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে; সুতরাং তাহাকে শাশ্বত বলা যাইবে না—তাহা একটি শ্রেণী বা গোষ্ঠীর আর একটি শ্রেণী বা গোষ্ঠী সম্পর্কে মনোভাব বা attitude. তবে ইহার ব্যতিক্রমও আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, মা সম্পর্কে যে ছড়ার অংশটি উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা ব্যঞ্জনা-হীন সরলতার গুণে ছড়ার ধর্মী হইলেও নিম্নোদ্ধৃত পদটিকে নিঃসন্দেহে প্রবাদ বলা যায়, যেমন,

'মায়ের চেয়ে দরদ যার তারে বলি ডান।'

মায়ের চাইতে সন্তানের প্রতি দরদ কাহারও বেশি নাই—এই কথা ছড়ার মধ্য দিয়া বলা হইয়াছে, কিন্তু 'মায়ের চেয়ে দরদ যাহার সে ডান'—কথাটিকে এই ভাবে উপস্থিত করিতে গিয়া সমাজের প্রতিনিধি রূপে বক্তার যে উপলব্ধি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই উৎকৃষ্ট প্রবাদের রূপে এখানে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। কারণ, সহজ স্বচ্ছন্দ বস্তু কিংবা ব্যক্তির বর্ণনা স্তব, প্রবাদ নহে; প্রবাদ বস্তু, আচরণ, কিংবা বিশেষ শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে গোষ্ঠীর উপলব্ধি। যেমন, নিম্নোদ্ধৃত পদগুলি একই ভাব প্রকাশ করিলেও এই উপলব্ধি প্রকাশ করিবার গুণে সাধারণ ছড়া না হইয়া প্রবাদের রূপ লাভ করিয়াছে—

১। মায়ের কাছে কিল চড়, মাসির কাছে বড় আদর।

২। মায়ের চেয়ে ঝি কাজি, ঢেঁকি মুষল দিয়ে বানায় পাজি।

৩। মায়ের দরদ নেই মাসীর দরদ।

৪। মায়ের দুধে পেট ভরে না, বাপের আঙুল চোষে।

৫। মায়ের পোড়ে না মাসীর পোড়ে,<br>পাড়া পড়শীর ধবলা ওড়ে।

৬। মায়ের হাড় যদি মাটিতে যাবে পোতা,<br>মাটি থেকে বলে—বাছা আমার কোথা।

উদ্ধৃত পদগুলির ভিতর দিয়াও মায়ের গুণের কথাই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু উপরি-উদ্ধৃত ছড়াটির মত নিতান্ত সহজ ভাবে সাদা কথায় সোজাসোজি (directly) প্রকাশ পায় নাই—বক্রভাবে কখনও মাসীর উপর, কখনও ঝির

উপর, কখনও পিতার উপর কটাক্ষ পাত করিয়া রসে এবং ব্যঞ্জনায় সিক্ত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। তথাপি এখানে যে কথাটি বলা হইয়াছে, তাহা জননী এবং সন্তানের সম্পর্ক-বিষয়ে যে একটি চিরন্তন সত্য, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু মায়ের সঙ্গে সন্তানের সম্পর্কের মধ্যে যে একটি চিরন্তনত্ব আছে, তাহার ফলেই তাঁহার সম্পর্কিত ছড়া এবং প্রবাদে প্রকাশভঙ্গির পার্থক্য থাকিলেও ভাবের দিব দিয়া কোন পার্থক্য থাকিতে পারে নাই।

কিন্তু ভাসুর সম্পর্কিত ছড়া এবং প্রবাদগুলি যদি আমরা বিশ্লেষণ করি, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে বিশেষ একটি সমাজের ভাসুর এবং ভাদ্রবৌয়ের সম্পর্কিত সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়া তাহা রচিত হইয়াছে। বিশেষ সমাজের একটি বিশেষ ব্যবস্থা ভাসুর-ভাদ্রবধূর সম্পর্কটিকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে, তাহার ফলে সেই সমাজেরই নিজস্ব উপলব্ধি রূপে ইহারা সেই সমাজেরই উপযোগী করিয়া রচিত হইয়াছে। ছড়া এবং প্রবাদ দুইয়ের মধ্য দিয়াই এই সম্পর্কের জটিলতার ভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া এখানে ছড়া অনেকটা প্রবাদের ভাব লাভ করিয়াছে, তবে রূপের দিক দিয়া প্রবাদ সংক্ষিপ্ত, ছাড়া দীর্ঘতর। যেমন, ভাসুর সম্পর্কিত ছড়া—

১

আসুদ গাছে টিকটিকিটি লঙ্কা গাছে ছাই,
সরে যাও গো গুণের ভাসুর চাল ধুতে যাই।
পড়ে গেলাম ভাসুর হড়কানে,
তুলে ধর ভাসুর আমায় সাবধানে।

২

আলতা প'রে গরব করে,
যাচ্ছি, মাগো, জলের তরে।
কলসী না ডুবাতে
ভাসুর এসে ঠাট্টা করে;
কেউ কিছু বল্লে না,
নি আয় দড়ি ডুবে মরি,
এ'জীবন আর রাখব না।

৩

শুশ্‌নি শাক তুল্‌তে গেনু,
পা পিছলে পড়ে গেনু।
দেখ্‌লে ভাসুর তুল্‌লে নাকো,
তোর ভেয়ের ঘর করবো নাকো।

ছড়ার বহিরঙ্গ-গত গঠন ইহাদের মধ্যে পরিপূর্ণ ভাবে বর্তমান আছে; কিন্তু ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বক্রোক্তি রূপকের ব্যবহার ইহাদের ছড়ার মত নহে, বরং প্রবাদের সম্পূর্ণ অনুরূপ। এমন কি, ভাদ্রবধূর যে মনোভাব ভাসুর সম্পর্কে এখানে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাও প্রবাদেরই অনুকূল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায়—

১। এক বোকা কেতো কামার, এক বোকা ভাসুর আমার।
আর এক বোকা তুই,
পথ না দেখে কাঁটা দেয় আর এক বোকা মুই।
২। কি দিব কি দিব ছুতা; ভাসুর মেরেছে গালে গুঁতা।
৩। কি বলব ভাসুর ঘরে,
নইলে তোর ছেলে মোর ছেলে মারে।
৪। নিষ্কর্মা ভাসুরের বচনমিঠা, নিতুই খান চিতল পিঠা।

প্রত্যেকটিই ভাসুর বিষয়ে ভাদ্রবৌয়ের উক্তি। ছড়াগুলিও তাহাই। সুতরাং এখানে ছড়াগুলি নিজেদের আঙ্গিক রক্ষা করিয়া প্রবাদেরই ভাববাহী হইয়াছে। এইভাবে ক্বচিৎ ছড়া এবং প্রবাদের ভাব এবং বক্তব্য একাকার হইলেও ইহাদের আঙ্গিকের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য সর্বদা রক্ষা পায়। রচনার দিক দিয়া ছড়া শিথিল-বন্ধ, কিন্তু প্রবাদ দৃঢ়-সংবদ্ধ, সে কথা আগেই বলিয়াছি।

৯

## ধাঁধা ও প্রবাদ

অনেক বাংলা-প্রবাদ সংগ্রাহক প্রবাদ-সংগ্রহের মধ্যে নির্বিচারে ধাঁধাকেও স্থান দিয়াছেন। যেমন, আচার্য সুশীলকুমার দে তাঁহার বাংলা প্রবাদ-সংগ্রহে নিম্নরূপ অনেকগুলি ধাঁধাকেই প্রবাদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, যেমন,

বাবাজিকে বাবাজি, তরকারিকে তরকারি।

ইহা একটি ধাঁধা, ইহার উত্তর অলাবু বা লাউ। তথাপি ইহা প্রবাদ বলিয়া ভুল করিবার কি কারণ, তাহা বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক।

গঠনভঙ্গির দিক দিয়া প্রবাদ এবং ধাঁধায় বিশেষ কোন পার্থক্য নাই—উভয়েই সংক্ষিপ্ত, উভয়ই পদ্যবদ্ধ সরস রচনা এবং উভয়েরই অর্থ প্রত্যক্ষ ভাবে প্রকাশ পায় না—কেবলমাত্র গৌণভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ধাঁধারও যেমন একটি ব্যাখ্যা থাকে, প্রবাদকেও ব্যাখ্যা করিয়া বুঝিতে হয়; সুতরাং ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বহির্মুখী এবং অন্তর্মুখী বিষয়ে কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। যেমন ঢেঁকি বিষয়ক এই ধাঁধাগুলির গঠনভঙ্গি প্রবাদেরই সম্পূর্ণ অনুরূপ—

১। রাজার বাড়ীর হাতি, নিত্য খায় লাথি।

২। এক খাবল খায় উপর দিকে চায়।

৩। খেতে দিয়ে কেড়ে নেয় তাতেই সন্তোষ।

৪। তলদা গাছে বলদা উঠে।

৫। হিলত লুডে বিলত লুডে,
লেজত ধৈল্লে ফাল্দি উঠে।

ইহাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই প্রবাদের রূপ অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হইয়া আছে।

আগেই বলিয়াছি, ধাঁধার যেমন একটি গোপনীয় অর্থ থাকে, তাহা বুদ্ধি দ্বারা বুঝিয়া লইতে হয়, তেমনই প্রবাদেরও একটি ব্যাখ্যা আছে, তাহাও বুদ্ধি দ্বারা বুঝিয়া লইতে হয়। কিন্তু তথাপি ইহাদের প্রয়োগের ক্ষেত্র পরস্পর স্বতন্ত্র। যে ক্ষেত্রে প্রবাদের প্রয়োগ হয়, সেই ক্ষেত্রে ধাঁধার প্রয়োগ হয় না। প্রাত্যহিক জীবনের কর্মব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে জীবনের সুকঠিন অভিজ্ঞতার কথা প্রবাদের ভাষায় ব্যক্ত হয়, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের অবকাশ যাপনের মুহূর্তে কেবলমাত্র মানসিক ক্রীড়াচ্ছলে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করিবার এবং উত্তর দিবার রীতি প্রচলিত রহিয়াছে। একদিকে ঘর্মাক্ত জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা, অন্যদিকে কর্মহীন জীবনের অবসর বিনোদনের কথা। সেইজন্য উভয়ের মধ্যে কতকগুলি সূক্ষ্ম বিষয়ে পার্থক্যও অনুভূত হয়।

প্রবাদের মধ্যে মানব-চরিত্রে তীব্র সমালোচনার কথা প্রকাশ পায় বলিয়া ইহার ভাষা যেমন তীব্র এবং প্রত্যক্ষ, ধাঁধা অবসর বিনোদনের সহচর বলিয়া তাহার ভাষা তেমন তীব্র, প্রত্যক্ষ এবং কঠিন নহে—বরং অনেক সময় কাব্য-ভাষার কোমলতায় সুস্নিগ্ধ, যেমন,

১। একগাছে তিন তরকারি,
দাঁড়ায়ে আছে লালবিহারী।—সজনে

২। লালবরণ ছয় চরণ পেট কাটিলে হাঁটে।—
আমপিঁপড়া

৩। রক্তে ডুবু ডুবু কাজলের ফোঁটা।—কুঁচ

৪। কালো বউয়ের কপালে চিক্।—মাসকলাই

৫। রাঙা মেয়ে হাটে যায়,
হাটে হাটে চাপড় খায়।—হাঁড়ি

ইহাদের মধ্যে ব্যঙ্গ কিংবা সমালোচনার ভাব কিছু নাই, তাই ভাষায় তীব্রতা কিংবা কোন আঘাতও নাই। ইহারা সহজ কাব্যধর্মী সরস ভাষায় রচিত। ইহাদের রচনায় কবিত্ব থাকিলেও বৈদগ্ধ্য নাই। কিন্তু প্রবাদের ভাষায় কবিত্ব অপেক্ষা বৈদগ্ধ্যের ভাব বেশি। ইহার মধ্যে শ্লেষবাক্যের যে প্রয়োগ হইয়া থাকে, তাহাতে অনেক সময় ইহার ভাবকে বিষাক্ত করিয়া তুলে; তবে ইহা সত্য, জীবন অভিজ্ঞতার কথাই ইহাতে কঠিন ভাষায় প্রকাশ পায়, কেবল কল্পনা-বিলাসিতার ভাব-স্বপ্ন তাহার লক্ষ্য থাকে না।

ধাঁধা কৌতুকের বিষয়, কিন্তু প্রবাদ কঠিন জীবনের সত্যোপলব্ধি; ইহার মধ্যে কৌতুকের কোন স্পর্শ থাকে না। ধাঁধার মধ্যে অনেক সময় নিছক কাব্যপাঠের আনন্দ পাওয়া যায়, ইহার গূঢ়ার্থ বুঝিতে না পারিলেও ইহার বহিরঙ্গ রূপের মধ্যে কাব্যরস থাকে, কিন্তু প্রবাদ যে সুগভীর সত্য প্রকাশ করে, তাহা উপলব্ধি করিয়া জীবন সম্পর্কে আমরা সচেতন হইয়া উঠি। প্রবাদ বাস্তব জীবন-দর্শন, কিন্তু ধাঁধা কল্পনার রঙিন ফসল। উভয়ের ভাব এবং ভাষায় এই সত্য প্রকাশ পায়।

প্রাচীন কালে ধাঁধার যেমন একটি সামাজিক আচারগত মূল্য ছিল, প্রবাদের কোন কালেই তাহা ছিল না। সমাজ-জীবনে ধাঁধার জন্ম এবং বিকাশ প্রাচীনতর; কিন্তু প্রবাদের জন্ম আরও পরবর্তী কালে সম্ভব হইয়াছে। ধাঁধা আদিম জীবনের ঐন্দ্রজালিক ধর্মবিশ্বাস হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রবাদ সর্বপ্রকার ভাবসংস্কার-মুক্ত মানুষের সুকঠিন সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতার ফল। সুতরাং গঠন-ভঙ্গিতে ইহাদের মধ্যে যে সাদৃশ্যই থাকুক না কেন, ইহাদের মধ্যে ভাবগত সুদূর ব্যবধান আছে।

প্রবাদে উচ্চ মননশীলতার পরিচয় আছে বলিয়া তাহা আধুনিক শিল্প-সাহিত্যেরও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, কিন্তু আধুনিক কালে সাহিত্যিক ধাঁধা নামক এক শ্রেণীর ধাঁধা জন্মলাভ করিলেও তাহা আধুনিক শিল্পসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত

হইতে পারে নাই। প্রাচীন সমাজ এবং প্রাচীন সাহিত্যই ধাঁধার জন্ম স্থান; কিন্তু প্রবাদ প্রাচীনকাল এবং প্রাচীন সমাজ-জীবন হইতে আগত হইলেও আধুনিক জীবনের মধ্যেও স্থান লাভ করিতে পারিয়াছে। তবে এই কথাও সত্য যে ইহার প্রয়োগ বর্তমানে হ্রাস পাইয়া আসিতেছে।

আধুনিক জীবনের ক্ষিপ্রতা কিংবা অবসরহীনতার মধ্যেও প্রবাদের ব্যবহার চলিতে পারে, কিন্তু আধুনিক জীবনের ব্যস্ততার মধ্যে ধাঁধার স্থান নিতান্ত সীমাবদ্ধ। যান্ত্রিক জীবনের প্রভাব যতই প্রসার লাভ করিবে, ধাঁধার ব্যবহার ততই লুপ্ত হইবে, কিন্তু প্রবাদ ইহার মধ্যেও আত্মরক্ষা করিয়া থাকিতে পারে। কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, প্রবাদ ইতিমধ্যেই আধুনিক শিল্পসাহিত্যের মধ্যেও স্থানলাভ করিয়াছে।

জীবনবোধের গভীরতার উপর প্রবাদের সৃষ্টি, কিন্তু কেবলমাত্র তাহার উপরি-স্তর অবলম্বন করিয়া ধাঁধা রচিত হইয়া থাকে। উভয়ের ক্ষেত্র স্বতন্ত্র বলিয়াই একের অভাব অন্যে পূরণ করিতে পারে নাই। সুতরাং যান্ত্রিক জীবনের প্রসারের ফলে আধুনিক কালে ধাঁধার প্রয়োগ এবং প্রচলন লুপ্ত হইয়া গেলেও প্রবাদের ব্যাপকতর ব্যবহার দ্বারাও ইহার স্থান কোনদিন পূর্ণ হইবে না।

এমন কতকগুলি ধাঁধা আছে, তাহাদিগের মধ্যে ধাঁধা এবং প্রবাদের গুণ প্রায় সমভাবেই বর্তমান বলিয়া অনুভব করা যায়। যেমন নিম্নোদ্ধৃত ধাঁধা দুইটির মধ্যে প্রবাদের গুণও প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া অনুভব করা যায়—

১। ছাই ভিন্ন শুতে না,
লাথি ভিন্ন উঠে না।—কুকুর

যখন ইহার অর্থ কুকুর, তখন ইহা ধাঁধা। কিন্তু যখন ইহার ব্যাখ্যা অপদার্থ কিংবা কুকুর প্রকৃতির ব্যক্তি, তখন ইহাকে প্রবাদ বলিয়াও গ্রহণ করা যায়। অনুরূপ আর একটি ধাঁধা,

১। বেঁকা লেজ,
ভাঙ্গি দিতে তের পেঁচ।—কুকুর (চট্টগ্রাম)

বাঁকা লেজকে সোজা করিয়া দিতে তেরটি প্যাঁচ দিতে হয়। এখানে বাঁকা লেজ শব্দ দুইটিকে যদি রূপক অর্থে ধরি তবেই ইহা ধাঁধা না হইয়া প্রবাদ হইবে। অধিকাংশ ধাঁধার মতই এই ধাঁধাটির গঠনও প্রবাদেরই অনুরূপ।

সুতরাং অনেক সময় প্রবাদ এবং ধাঁধার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য অনুভব করাও কঠিন বলিয়া বোধ হইতে পারে।

তথাপি সূক্ষ্ম ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, ধাঁধার গঠনভঙ্গিতে সাধারণভাবে কতকগুলি বৈশিষ্ট্যও আছে। ধাঁধার মধ্যে আলঙ্কারিক বা অনাবশ্যক পদ যত বেশি ব্যবহৃত হয়, প্রবাদে তত হয় না! সকল আলঙ্কারিকতা এবং অপ্রাসঙ্গিকতা বর্জন করিয়া একটি সুস্পষ্ট রূপ লাভ করাই প্রবাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু ধাঁধায় অনাবশ্যক অলঙ্করণের স্থান আছে। যেমন, নিম্নোদ্ধৃত ধাঁধাগুলির প্রথম পদটি সর্বদাই অপ্রাসঙ্গিক অলঙ্করণ মাত্র—

১। থাল ঝন্ ঝন্ থাল ঝন্ ঝন্ থাল নিল চোরে,
বৃন্দাবনে আগুন লাগছে কে নিভাইতে পারে?—রোদ

২। উঠান ঠন্ ঠন্ বৈঠক মাটি,
মা গর্ভতী পুতে ধরল ছাতি।—সুপারি গাছ

৩। আঁকা বাঁকা নদীটা গাইচরণে যায়,
হাজার টাকার কুলুপ ভেঙ্গে বুট ছোলা খায়।—ইঁদুর

প্রবাদে এই প্রকার অলঙ্করণের কোন স্থান নাই। সেইজন্য অলঙ্কৃত ধাঁধার সঙ্গে প্রবাদের পার্থক্য সুস্পষ্ট ভাবে অনুভব করিতে পারা গেলেও যে সকল ধাঁধা অনলঙ্কৃত এবং সংক্ষিপ্ত তাহাদের সঙ্গে অনেক সময় প্রবাদের পার্থক্য অনুভব করা কঠিন হইয়া উঠে।

১০

## সংস্কৃত শ্লোক ও বাংলা প্রবাদ

বাংলা লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে একমাত্র বাংলা প্রবাদের মধ্যেই কিছু কিছু সংস্কৃত শ্লোক এবং শ্লোকাংশের ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহার কারণ এবং সার্থকতা সম্পর্কে আলোচনা করা আবশ্যক।

আগেই বলিয়াছি, প্রবাদ জীবন-অভিজ্ঞতা প্রসূত উচ্চ মননশীলতার ফল। সেই জন্য সংস্কৃত পণ্ডিতদিগের পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ নির্বিচারে সংস্কৃত ভাষায় রচিত উদ্ভট প্রবাদ বাক্যসমূহ সর্বদাই তাহাদের পণ্ডিতী বাংলা ভাষায় কথোপ-কথনের মধ্যে ব্যবহার করিতেন। তাহা হইতেই সাধারণের সমাজেও তাহা প্রচার লাভ করিত। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ সমাজে ইহাদের প্রচার

হইবার জন্য ইহারা উচ্চারণ এবং ব্যাকরণের দিক হইতে নানা ভাবে বিকৃত হইয়াছে। ইহাদের প্রেরণায় এক শ্রেণীর বাংলা প্রবাদও সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়া প্রচার লাভ করিয়াছে। সাধারণ সমাজ পরিপূর্ণ সংস্কৃত শ্লোকটি অনেক ক্ষেত্রেই আনুপূর্বিক গ্রহণ করিতে পারে নাই, বরং তাহার পরিবর্তে ইহাদের কোন কোন অংশ মাত্র গ্রহণ করিয়া সমাজে প্রচার করিয়াছে এবং তাহাও অবিকৃত ভাবে করিতে পারে নাই। এইভাবে সংস্কৃত উদ্ভট কিংবা নীতিমূলক বহু শ্লোকের বহু খণ্ডাংশ বাংলা প্রবাদরূপে ব্যবহৃত হইতেছে, সকল প্রবাদ সংগ্রহেই ইহারা স্থান পাইয়া আসিতেছে। ইহাদের মধ্যে বাংলার পণ্ডিতসমাজে বহুল পঠিত সংস্কৃত উপাখ্যান গ্রন্থ 'পঞ্চতন্ত্র' 'হিতোপদেশ' এবং 'চাণক্যশ্লোক' 'উদ্ভট শ্লোক' ইত্যাদির বহু অংশ গৃহীত হইয়া আসিয়াছে। ইহারা কালক্রমে বাংলা প্রবাদের মধ্যেই স্বাঙ্গীকৃত হইয়া গিয়াছে। কয়েকটি নিদর্শন যথা—

১। দোষাবাচ্যা গুরোরপি।

২। দ্রব্যং মূল্যেন শুধ্যতি।

৩। ধর্মস্য সূক্ষ্মাঃ গতি।

৪। নরাণাং নাপিতো ধূর্তঃ।

৫। নরাণাং মাতুলক্রমঃ।

এই শ্লোকাংশগুলি সর্বদাই যে সংস্কৃতের যথাযথ রূপ এবং অর্থ দুই-ই সমান-ভাবে রক্ষা করিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা নহে—অনেক সময় প্রয়োগকালে শুদ্ধ ভাবেই পরিবর্তিত হয়, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অশুদ্ধ ভাবেও পরিবর্তিত হইয়া থাকে। যেমন,

১। অন্ন ভক্ষ্য ধনুর্গুণ।

ইহা 'হিতোপদেশে'র একটি সুপরিচিত শ্লোকের অংশ। সেখানে ইহার অর্থে কোন জটিলতা নাই। কিন্তু বাংলায় ইহা ব্যবহার কালে সংস্কৃত ভাষার বিশুদ্ধতা যেমন রক্ষা পায় নাই, তেমনই ইহার অর্থও কোনদিক হইতে রক্ষা পায় নাই। বাংলায় ইহার অর্থ 'দিন আনি দিন খাই' অবস্থা। কিন্তু সংস্কৃতে ইহার অর্থ স্বতন্ত্র। সংস্কৃত শ্লোকাংশ 'কা কস্য পরিদেবনা' বাংলা প্রবাদ রূপে যে ভাবে ব্যবহৃত হয়, তাহা 'কাকস্য পরিবেদনা।' ইহা দ্বারা ইহার অর্থেরও পরিবর্তন হইয়া থাকে। এই যে সংস্কৃত শ্লোকগুলিও তাহাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়া বাংলা প্রবাদ-রচনার স্বাভাবিক ধারা অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, তাহার মধ্যেই ইহাদের লোক-সাহিত্যের

ধারাও রক্ষা পাইয়াছে। এই গুণেই ইহারা সংস্কৃত শ্লোকাংশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলা লোক-সাহিত্যের মধ্যে স্থান লাভ করিবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে।

অনেক সময় অনেক বাংলা প্রবাদকে বিকৃত সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিতও করিয়া লওয়া হইয়াছে। অনেক সময় নিতান্ত হাস্যকর ভাষায় এই রূপায়ণ করিবার প্রয়াস দেখা গিয়াছে। সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার মিশ্র রূপায়ণের দৃষ্টান্তও নিতান্ত বিরল নহে। যেমন,

১। যস্মিন্ দেশে যদাচার, গামলা চড়ে গঙ্গা পার ;

২। মুখেন মারিতং জগৎ।

৩। গয়ংগচ্ছ রূপে চলা।

সংস্কৃত ভাষার প্রয়োগ দ্বারা বিষয়ের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়, এই বিশ্বাস হইতে অনেকগুলি সুপরিচিত বাংলা প্রবাদকে সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করিয়াও ব্যবহার করা হয়। কোন্ শ্রেণীর সমাজে প্রবাদের যথার্থ জন্ম এবং প্রয়োগ হইয়া থাকে, ইহা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। পণ্ডিতম্মন্য সমাজের মধ্যে বাংলা ভাষা পরিহার করিয়া সংস্কৃত ভাষা গ্রহণ করিবার প্রবণতা হইতেও ইহাদের জন্ম হইতে পারে। যেমন,

| বাংলা | সংস্কৃত |
|---|---|
| ১। এক চাঁদে জগৎ আলো। | ১। একশ্চন্দ্রস্তমোহন্তি। |
| ২। কুপুত্র যদিও হয়, কুমাতা কখনও নয় | ২। কুপুত্রাঃ কুত্রচিৎসন্তি ন কুমাতরঃ। |
| ৩। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। | ৩। কণ্টকেনৈব কণ্টকম্। |

নিম্নোদ্ধৃত সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রবাদটি বাংলা প্রবাদ-সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে, ইহাও বাংলা হইতে সংস্কৃতের অনুবাদ বলিয়াই মনে হয়—

বাঙ্গালা যদি মানুষা, হরি হরি প্রেতাস্তদাকীদৃশাঃ।
ইলিশো খলিশোশ্চৈব ভেট্কি মদ্গুর এব চ।
রোহিতো মৎস্যরাজেন্দ্রঃ পঞ্চ মৎস্যা নিরামিষাঃ।

সংস্কৃত শ্লোকের অংশ বিশেষ ব্যবহারের পরিবর্তে অনেক সময় সংস্কৃত কোন কোন শ্লোকের ভাব অবলম্বন করিয়াও বাংলা কতকগুলি প্রবাদ রচিত হইয়াছে। আচার্য সুশীলকুমার দে তাঁহার 'বাংলা প্রবাদে'র ভূমিকায় এমন কয়েকটি নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'জামাইয়ের জন্ত মারে হাঁস, গুষ্টি শুদ্ধ খায় মাস' এই প্রবাদটি 'জামাত্রর্থং শ্রপিতস্য সূপাদেরতি-

থ্যুপকারকত্বং' এই লৌকিক ন্যায়ের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। এই অনুমান সত্য হওয়াই সম্ভব। এই প্রকার 'অর্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্বতং ব্রজেৎ' ইহার সঙ্গে 'আকন্দে যদি মধু পাই, তবে কেন পর্বতে যাই' এই বাংলা প্রবাদটির ভাবগত ঐক্য দেখিয়া ইহাও মনে হইতে পারে যে ইহা উক্ত সংস্কৃত শ্লোকটিরই ভাবাবলম্বনে রচিত হইয়াছে।

অনেক হিন্দী প্রবাদও বাংলায় ব্যবহৃত হইতেছে, যেমন—

১। বাপ কা বেটা সিপাই কা ঘোড়া।

২। মারি ত হাতিয়ার লুঠ ত ভাণ্ডার।

কিন্তু যে ভাবে সংস্কৃত শ্লোকাংশগুলি বাংলা প্রবাদ রূপে ব্যবহৃত হইতেছে, সেই ভাবে হিন্দী প্রবাদগুলি বাংলায় ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ করে নাই। ইহারা সাধারণ হিন্দী ভাষাভাষীদিগের সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে কিংবা হিন্দী ভাষা সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে। সংস্কৃত টুলো পণ্ডিতদের সমাজ হইতে যেমন সংস্কৃত শ্লোকাংশগুলি বাংলা প্রবাদ রূপে স্বাঙ্গীকৃত হইয়াছে, হিন্দী প্রবাদ তেমন বিশেষ কোনও গোষ্ঠী দ্বারা বাংলায় প্রবর্তিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের তুলনায় ইহাদের সংখ্যাও অল্প।

বাংলা ভিন্ন অন্য ভাষার প্রবাদ ব্যবহারের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। সাধারণের বিশ্বাস ইহাতে বিষয়ের কিংবা বক্তব্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। বিশেষতঃ বাংলার যে সমাজ-জীবনে একদিন প্রবাদ ব্যাপক ভাবে প্রয়োগ হইত, তাহাতে বাংলা ভাষা গ্রাম্যতা হইতে যথাযথভাবে মুক্ত হইতে না পারিবার জন্য ভাবের গুরুত্ব প্রকাশ করিতে সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার হইত। সংস্কৃত পণ্ডিতগণও সেই উদ্দেশ্যেই বাংলা ভাষার পরিবর্তে সংস্কৃত ভাষাতেই গ্রন্থাদি রচনা করিতেন। সেই জন্যই রামায়ণ-মহাভারত অনুবাদক কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাসকে তাহারা 'সর্বনেশে' আখ্যা দিয়াছিলেন। তবে ক্রমে এই সকল সংস্কৃত শ্লোক কিংবা শ্লোকাংশগুলি বাংলায় পরিবর্তিত হইয়া বাংলা ভাষার শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে। উপরের আলোচনা হইতে দেখা যাইবে, সংস্কৃত শ্লোক কিংবা শ্লোকাংশগুলি নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাবে বাংলায় প্রবাদ রূপে ব্যবহৃত হইতেছে;

১। মূল সংস্কৃত ভাষায় সম্পূর্ণ শ্লোক।

২। মূল সংস্কৃত শ্লোকের অংশ।

৩। মূল সংস্কৃত শ্লোকের ভাষানুবাদ।

৪। মূল সংস্কৃত শ্লোকের ভাবানুবাদ।

৫। সংস্কৃত ভাষায় অনূদিত বাংলা প্রবাদ।

ইহার অর্থই হইতেছে যে প্রবাদ যে কেবলমাত্র মেয়েলী বা স্ত্রী সমাজেই প্রচলিত ছিল তাহা নহে, পুরুষের বহির্মুখী জীবনের সঙ্গেও ইহার সম্পর্কযুক্ত ছিল। কারণ, যে ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা কদাচ নারীর ক্ষেত্র নহে, তাহা পুরুষেরই ক্ষেত্র। সুতরাং বাংলা প্রবাদে সংস্কৃত শ্লোকের নানা ভাবে ব্যবহারের নিদর্শন হইতেই পুরুষের ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে ইহার কি সম্পর্ক ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার সত্ত্বেও শ্লোক বা শ্লোকাংশগুলিকে বাংলা প্রবাদ রূপে এবং বাংলার লোক-সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা এবং সংগ্রহে কেন স্থান দেওয়া হয়, এই সম্পর্কে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক বলিয়া মনে করি।

উক্ত সংস্কৃত শ্লোক এবং শ্লোকাংশগুলি ভাষায় সংস্কৃত হইলেও ইহারা প্রাণধর্মে বাংলা। বাংলা ও বাঙ্গালীর কথা, বাঙ্গালীর ভাবই ইহাদের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার বজ্র আঁটুনিও ইহাদের মধ্যে নাই; কারণ, যখনই প্রয়োজন হইয়াছে তখনই তাহা সহজ বাংলায় পরিবর্তিত হইয়াছে, সুতরাং ইহাদের মধ্যে ভাষাগত ব্যবধান লৌহ প্রাচীরের মত কঠিন এবং দুরতিক্রম্য হইয়া উঠিতে পারে নাই। এই সূত্রেই ইহাদিগকে বাংলা প্রবাদের ক্ষেত্রে সহজেই গ্রহণ করিতে পারা যায়।

১১

## লৌকিক প্রবাদ ও সাহিত্যিক প্রবাদ

মুখে মুখে যে সকল প্রবাদ প্রচলিত হয়, তাহা কালক্রমে লিখিত সাহিত্যের মধ্যেও প্রবেশ করে, কিন্তু লিখিত সাহিত্যের মধ্যে যখন তাহা স্থান লাভ করে, তখন সাহিত্যের প্রয়োজনে ইহার মৌখিকরূপ অনেক ক্ষেত্রেই এমন কি সর্বক্ষেত্রে বলিলেই চলে, কিছু কিছু পরিবর্তন লাভ করে, কিন্তু ইহার মূলভাবের কোন ব্যতিক্রম হয় না। প্রাচীনতম কাল হইতেই যে সকল প্রবাদ লিখিত সাহিত্যে স্থান লাভ করিয়া আসিতেছে, তাহাদের প্রত্যেকটিরই মৌখিকভাবেই উদ্ভব এবং প্রথম প্রচার হইয়াছিল।

ভারতীয় সাহিত্যে ঋগ্বেদের মধ্যেই প্রথম প্রবাদ ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায়। সুতরাং দেখা যায়, ঋগ্‌বেদের যুগ হইতেই সাহিত্যে প্রবাদের ব্যবহার

চলিয়া আসিতেছে। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে, ঋগ্বেদের যুগ হইতেই মৌখিক বা লৌকিক প্রবাদেরও ব্যাপক ব্যবহার হইত। কারণ, মৌখিক প্রচলিত সূক্তগুলিই একদিন ঋগ্‌বেদে লিখিত ভাবে সঙ্কলিত হইয়াছিল। সুতরাং পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদিগের কেহ কেহ যে মনে করেন, বাইবেলে ব্যবহৃত একটি প্রবাদই প্রাচীনতম সাহিত্যিক বা লিখিত প্রবাদ, ঋগ্বেদের প্রবাদের নিদর্শনগুলি তাহা অপ্রমাণিত করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ঋগ্বেদে ব্যবহৃত নিম্নোদ্ধৃত প্রবাদ দুইটি পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রাচীন সাহিত্যিক বা লিখিত প্রবাদ। সেই যুগের বহু মৌখিক প্রবাদ লিখিত না হইবার জন্য ক্রমে ব্যবহার হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ঋগ্বেদের প্রবাদ দুইটি এই :

১। নবৈ স্ত্রৈণানি সখ্যানি সন্তি
সালা বৃকাণাং হৃদয়ান্যেতা।

অর্থাৎ স্ত্রীজাতির সঙ্গে সখ্য হইতে পারে না, কিংবা নাই ; কারণ, তাহাদের হৃদয় নেকড়ে বাঘের হৃদয়।

২। কো বাং শয়ুত্রা বিধবেব দেবরং
মর্যং ন যোষা কৃণুতে সধস্থ আ।

অর্থাৎ বিধবা যেমন দেবরকে কিংবা নারী যেমন পুরুষকে শয্যায় ডাকিয়া আনে।

এই দুইটি প্রবাদকে সাহিত্যিক প্রবাদের প্রাচীনতম নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করা যায়। বাইবেলের নিম্নোদ্ধৃত প্রবাদটি ইহার অন্ততঃ দুই হাজার বছর পর সাহিত্যিক প্রবাদরূপে বাইবেলে স্থান পাইয়াছে—

**Wickedness proceedeth from the wicked.**

উদ্ধৃত প্রাচীন প্রবাদগুলি হইতে বুঝিতে পারা যাইবে, প্রবাদের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য তিন চারি হাজার বছরের মধ্যেও সমাজ-জীবনে কোনও পরিবর্তন লাভ করে নাই। প্রবাদ মানব-চরিত্রের যে কঠিন সমালোচক, তাহা ইহাদের মধ্য হইতেও বুঝিতে পারা যায়। নরনারী চরিত্রের শাশ্বত গুণের উপর ভিত্তি করিয়াই প্রবাদ রচিত হইয়াছে বলিয়া ইহারা সহজেই সাহিত্যে চিরন্তনত্ব লাভ করিতে পারে।

হাজার বছর পূর্বে বাংলা ভাষার যখন প্রথম জন্ম হইয়াছিল, তখনই তাহার মধ্যে সাহিত্যিক প্রবাদ রচনারও সূত্রপাত হইয়াছিল। ইহার অর্থ এই যে বাংলা ভাষার জন্মকাল হইতেই মৌখিক প্রবাদও ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে,

নতুবা সেই সময় হইতেই সাহিত্যে ইহাদের স্থান হইত না। 'বৌদ্ধগান ও দোহা'র মধ্যে যে ছয়টি প্রবাদ পাওয়া যায়, বাংলাভাষায় ইহারাই সর্বপ্রথম সাহিত্যিক বা লিখিত প্রবাদ। প্রবাদ কয়টি এই :

১। আপনা মাঁসে হারণা বৈরী।
২। গুরু বোব সে সীসা কাল।
৩। বর সুণ গোহালী কি মো দুঠ্ট বলন্দে।
৪। হাথেরে কাঙ্কণ মা লেউ দাপণ।
৫। দুহিল দুধু কি বেণ্টে সামায়।
৬। হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী।

ইহাদের মধ্যে কয়েকটি প্রবাদ মৌখিক ধারা অবলম্বন করিয়া স্বাভাবিক ভাবেই সামান্য পরিবর্তিত রূপে আজ পর্যন্ত মৌখিক ব্যবহৃত হইতেছে। তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, এই প্রবাদগুলির মৌখিক প্রচলন হইতেই লিখিত-ভাবে গৃহীত হইয়াছিল এবং লিখিতভাবে একটি বিশেষ রূপ লাভ করিবার পরও ইহার মৌখিক ধারা সমাজের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছে।

উপরি-উক্ত তৃতীয় প্রবাদটি অর্থাৎ 'বর সুণ গোহালী কি মো দুঠ্ট বলন্দে' এই প্রবাদটি বর্তমানে মৌখিকভাবে এইরূপে প্রচলিত আছে, যেমন, 'দুষ্ট বলদের চাইতে শূন্য গোয়াল ভাল।' চতুর্থ প্রবাদ অর্থাৎ 'হাথেরে কাঙ্কণ মা লেউ দাপণ' এই প্রবাদটিও 'হাতের কঙ্কণ দর্পণে দেখা' এইভাবে মৌখিক প্রচলিত আছে। তারপর পঞ্চম প্রবাদ অর্থাৎ 'দুহিল দুধ কি বেণ্টে সামায়' এই প্রবাদটিও 'দোয়া দুধ কি বাঁটে সামায়,' এইভাবে এখন পর্যন্ত মৌখিক প্রচলিত আছে। সুতরাং দেখা যায়, মৌখিক প্রচলিত কোনও প্রবাদ বা লৌকিক প্রবাদ যখন সাহিত্যে লিখিতভাবে প্রকাশিত হয়, তখন তাহার একটি আদর্শ স্থির হইয়া গেলেও, মৌখিকভাবে তাহা সমাজের মধ্য দিয়া যখন প্রচলিত হয়, তখন স্বাভাবিক-ভাবেই ইহাতে ভাষার সমসাময়িকীকরণ বা আধুনিকীকরণ করা হইয়া থাকে। প্রথম প্রবাদটি অর্থাৎ 'আপনা মাঁসে হরিণা বৈরী' আদিমধ্য এবং মধ্যযুগেও বড়ু চণ্ডীদাস ও কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কর্তৃক সাহিত্যিক প্রবাদরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন, 'আপনার মাসে হরিণী জগতের বৈরী (চর্যাপদ)।' 'হরিণ জগৎবৈরী আপনার মাংসে (মুকুন্দরাম)।' একই প্রবাদ সাহিত্যিক প্রবাদরূপে গৃহীত হইলে বিভিন্ন লেখক নিজের প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্নরূপে গ্রহণ করিতে পারে; মৌখিক ধারাটিও কালক্রমে ভাষার দিক হইতে

আধুনীকৃত হইতে পারে, কিন্তু কোনক্ষেত্রেই ইহাদের মধ্যে মূলভাবের কোন ব্যতিক্রম করা হয় না। ভাষার পরিবর্তনেও ভাবের কদাচ পরিবর্তন হয় না। অভিন্ন ভাবের উপরই ইহার রচনা বলিয়া ইহা প্রাচীন হইয়াও নবীন, সাহিত্যিক হইয়াও লৌকিক হইয়া থাকে।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামক গীতি-গ্রন্থখানি লোক-সাহিত্যের ভিত্তির উপর রচিত; সেইজন্য ইহাতে অসংখ্য প্রবাদের ব্যবহার হইয়াছে। যদিও লিখিতভাবেই ইহাদের ব্যবহার হইয়াছে, তথাপি ইহাদের মৌখিক বা লৌকিক রূপ বিশেষ কোনই পরিবর্তন করা হয় নাই। কারণ, ইহার ভাষা গ্রাম্য এবং রচনাও গ্রাম্য প্রকৃতির। সুতরাং লিখিতভাবে গৃহীত হইলেও ইহার মধ্যে সেকালে প্রচলিত লৌকিক প্রবাদগুলি অনেকটা অপরিবর্তিত ভাবেই আত্মরক্ষা করিয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে। সুতরাং ইহাদিগকেও লৌকিক প্রবাদ বলিয়া গ্রহণ করা যায়। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে ইহার আর দ্বিতীয় নিদর্শন নাই। একান্তভাবে লোকসংস্কার এবং লোক-সাহিত্যকে ভিত্তি করিয়া এমন গ্রন্থ আর দ্বিতীয় রচিত হয় নাই। তথাপি ইহার প্রবাদগুলিকে একটি বিশেষ ছন্দের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতে গিয়া ইহার বহিরঙ্গে কোথাও কিছু কিছু পরিবর্তন করা হইয়াও থাকিতে পারে। কিন্তু এই সম্পর্কেও বলা যায়, ইহার ছন্দও লৌকিক ছন্দ, লৌকিক প্রবাদও যে লৌকিক ছন্দের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র ছন্দ তাহার বিশেষ কিছু ব্যতিক্রম নহে। সুতরাং দেখা যায়, বাংলা সাহিত্যের আদিমধ্য যুগ পযন্ত অর্থাৎ আনুমানিক খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত লৌকিক প্রবাদ এবং সাহিত্যিক প্রবাদে বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা যায় নাই।

মঙ্গলকাব্য ও রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ রচনার যুগ হইতে সাহিত্যে যে অলঙ্কার ব্যবহারের নৈপুণ্য দেখা দিয়াছিল, তখন হইতেই লৌকিক প্রবাদগুলি ইহাদের গ্রাম্যরূপ পরিত্যাগ করিয়া অলঙ্কারসম্মত এবং সরস কাব্যভাষার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করে। তখন হইতেই প্রকৃতপক্ষে ভাবের কোন পরিবর্তন না করিয়াও ভাষার দিক দিয়া ইহাদের সঙ্গে সাহিত্যিক প্রবাদের ব্যবধান সৃষ্টি হইতে থাকে। তাহার ফলে লৌকিক প্রবাদের যে একটি সংক্ষিপ্ততার গুণ ছিল, তাহা অনেকক্ষেত্রেই ক্ষুণ্ণ করিয়া ইহাদিগকে সাহিত্যিক প্রবাদরূপে আকারের দিক দিয়া দীর্ঘতর করিবার প্রয়াস দেখা দেয়। পদ্যের মিলের জন্য তাহা অপরিহার্য হইল। তখন একই লৌকিক প্রবাদ বিভিন্ন কবি

বিভিন্নরূপে ব্যবহার করিতে লাগিলেন, তাহাতে ইহাদের লৌকিকরূপ অনেকটা আচ্ছন্ন হইয়া গেল। লৌকিক প্রবাদে যেমন আজও আছে,

জন জামাই ভাগনা,
তিন নয় আপনা।

কবিকঙ্কণ তাঁহার কাব্যে ইহাকে একটি সাহিত্যিক রূপ দান করিয়াছেন, তাহা এই—

জামাতা ভাগিনা জন আপনার নয়।

কিংবা লৌকিক প্রবাদ

বামন হয়ে চাঁদে হাত।

তাহা হইতে মুকুন্দরামকৃত সাহিত্যিক প্রবাদ—

বাড়ায়েছি চাঁদে হাত হইয়া বামন।
বামন হইয়া চাঁদ বাড়াইলি চাঁদে॥

লৌকিক প্রবাদটি এখানে ঈষৎ দীর্ঘায়িত হইয়াছে এবং লৌকিক ভাষাও ইহাদের মধ্যে শিল্পসম্মত ভাষায় পরিবর্তিত করিয়া সাহিত্যিক প্রবাদের রূপদান করা হইয়াছে।

সাহিত্যিক প্রবাদের সর্বোত্তম রূপকার ভারতচন্দ্র রায়। কারণ, ভারতচন্দ্রের মৌলিক প্রতিভা শব্দশিল্পীর প্রতিভা। যে কোন বস্তুই তাঁহার রচনায় সরস হইয়া উঠিয়াছে। লৌকিক প্রবাদগুলিকেও তিনি তাঁহার শিল্পীর যাদুদণ্ডস্পর্শে স্বচ্ছ এবং সরস করিয়া তুলিয়াছেন। তাহার ফলে কেবলমাত্র ভাব বা সত্যের গুণে নহে, রচনার গুণেও তাহার ব্যবহৃত সাহিত্যিক প্রবাদগুলি বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে।

লৌকিক প্রবাদ যখন লিখিতভাবে কোন কাব্যের মধ্যে প্রকাশ পায়, তখন ছন্দ এবং মিলের অনুরোধে ইহার বহিরঙ্গে কিছু কিছু পরিবর্তন অপরিহার্য হইয়া উঠে। কিন্তু যখন তাহা গদ্য ভাষার মধ্যে ব্যবহৃত হয় তখন তাহার লৌকিক রূপ পরিবর্তনের কোন আবশ্যক করে না। সেইজন্য বাংলা নাটকের সংলাপের ভাষায় যে সকল প্রবাদের ব্যবহার হইয়াছে, তাহাদের লৌকিকরূপ পরিবর্তিত হয় নাই। বরং ইহাদের এই লৌকিকরূপের ভিতর দিয়াই চরিত্রের বক্তব্যগুলি জীবন্ত হইয়া উঠিবার অবকাশ পাইয়াছে। কিন্তু গদ্যভাষার কৃত্রিমতা যতই বাড়িতে থাকে ততই লৌকিক প্রবাদগুলিকে ইহার মধ্যে স্থান দেওয়া কঠিন হইয়া পড়ে—কারণ, ইহাদের মধ্যে ভাষার সমতা রক্ষা পায় না। সেই

সকল ক্ষেত্রে বিদগ্ধ সাহিত্যিকগণ প্রবাদের ব্যবহার একেবারেই পরিত্যাগ করেন, তাহার ফলে তাহাদের ভাষা আরও কৃত্রিম হইয়া উঠে। সেইজন্য রামনারায়ণ, দীনবন্ধু, অমৃতলাল তাঁহাদের নাটক ও প্রহসনে যেভাবে লৌকিক প্রবাদের ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের পরবর্তী নাট্যকারগণ তাহা সেভাবে করিতে পারেন নাই। এমন কি, মধুসূদন দত্ত তাঁহার দুইখানি প্রহসন লোক-জীবন ভিত্তিক রূপে রচনা করিয়াছেন বলিয়া ইহাদের মধ্যেও ব্যাপকভাবে লৌকিক প্রবাদের ব্যবহার করিয়াছেন। এমন কি, তাঁহার একটি প্রহসনের শিরোনামায়ও একটি সুপ্রচলিত বাংলা প্রবাদ গ্রহণ করিয়াছেন।

## ১২

## সমাজ-চিত্র

প্রবাদে সমাজ-জীবনের যে চিত্র পাওয়া যায়, তাহা যেমন বাস্তব তেমনই প্রত্যক্ষ। প্রকৃত পক্ষে লোক-সাহিত্যের মধ্যে ইহাই একমাত্র বিষয় যাহার মধ্যে কল্পনা কিংবা ভাব-বিলাসিতার কোন অবকাশ নাই। জীবনের কঠোর সত্য কথা রূঢ়ভাবে ইহাতে প্রকাশ পায়। সেইজন্য ইহার মধ্য দিয়া সমাজ-জীবনের যে চিত্রটি প্রকাশ পায় তাহার একটি বিশেষ মূল্য আছে, লোক-সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এই মূল্যটির সন্ধান পাওয়া যাইবে না। সেই জন্য ইহার এই বিষয়টি একটু বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

প্রথমতঃ সমাজের একটি অংশ প্রবাদের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে, তাহা স্ত্রীসমাজ। পুরুষের বহির্মুখী সমাজ ইহার মধ্য দিয়া ততখানি প্রকাশ পাইতে পারে না। এমন কি, পুরুষের কথাও যখন ইহার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে, তখনও নারীর চক্ষে পুরুষের মূল্যই ইহার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। কারণ, স্ত্রীসমাজই প্রবাদ রচনা এবং প্রয়োগ বা ব্যবহার করিয়া থাকে। সুতরাং নারীর দৃষ্টিতে সমাজ বা পরিবারের যাহা মূল্য, তাহাই প্রবাদগুলির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে।

লোক-সাহিত্য কিংবা শিল্পসাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রে স্ত্রীসমাজের এই সার্বভৌম অধিকার কোথাও স্বীকার করা হয় নাই। সেইজন্য বলিয়াছি, প্রবাদে সমাজ-জীবনের যে একটি বিশেষ মূল্য প্রকাশ পায়, অন্যত্র তাহা কদাচ প্রকাশ পাইতে পারে না।

প্রবাদে স্ত্রীসমাজ যে আত্মনির্লিপ্ত হইয়া কেবলমাত্র পরের বা পুরুষের চরিত্রের সমালোচনা করিয়া থাকে—তাহা নহে, ইহাতে স্ত্রীসমাজ প্রধানতঃ আত্মসমালোচনা করিয়া থাকে। ইহা বাংলার স্ত্রীসমাজের আত্ম-নিরীক্ষা। যে শাশুড়ী নিজের বধূর প্রতি নিন্দাসূচক প্রবাদ প্রয়োগ করিয়া থাকে, সে নিজেও একদিন বধূরূপে তাহার নিজের শাশুড়ীর নিকট হইতে অনুরূপ নিন্দা ও গঞ্জনা সহ্য করিয়াছে। সুতরাং তাহার এই নিন্দার প্রবৃত্তির মধ্যে তাহার নিজের বধূ-জীবনের জ্বালার ভাবও প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। সে তাহার পুত্রবধূর মধ্যে একদিনকার নিজের রূপটিই প্রত্যক্ষ করে এবং সেদিনকার নিন্দা এবং লাঞ্ছনার জ্বালাটুকুর কথাও কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারে না। সেই মনোভাবের উপরই তাহার নিজের জীবনে প্রবাদগুলি প্রয়োগ করিবার প্রেরণা আসে। বাংলার লোক-সাহিত্যের আর কোনও ক্ষেত্রেই স্ত্রী-মনস্তত্ত্বের এই রূপটি এমন ভাবে উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে নাই। ইহা হইতে দেখা যায়, নারী যতই মমতাময়ী এবং কোমল প্রকৃতির হউক না কেন, তাহার একটি ভয়ঙ্কর হিংস্র সত্তাও আছে, তাহা তাহার ননদী শাশুড়ী সতীনের সঙ্গে আচরণে সহসা এক এক সময় মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।

ভাল কথা মনে হলো, আঁচাতে আঁচাতে,
ঠাকুরঝিকে নিয়ে গেল নাচাতে নাচাতে।

জলের ঘাটে কুমীরে ননদীকে টানিয়া জলে লইয়া গিয়াছে, এই কথা খাইয়া দাইয়া আঁচাইবার সময় বধূর মনে পড়িয়াছে। ইহার মধ্যে ননদীর প্রতি বধূর মনোভাবের যে হিংস্র পরিচয়টি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা সাধারণভাবে সাহিত্যের আর কোন বিষয়ের মধ্য দিয়াই প্রকাশ পাইতে পারিত না। শাশুড়ী সম্পর্কিত এই প্রবাদটিও এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে—

শাশুড়ী ম'ল সকালে,
খেয়ে দেয়ে যদি বেলা থাকে কাঁদব আমি বিকালে।

সকল সংস্কারের বন্ধন হইতে আকস্মিক ভাবে মুক্তি লাভ করিয়া বধূর মন এই প্রবাদের মধ্য দিয়া শাশুড়ীর প্রতি এই নিষ্ঠুর মনোভাবের পরিচয় প্রকাশ করিয়াছে। ইহা কেবল মাত্র কৌতুকের কথা নহে; ইহার মধ্য দিয়া যে নিষ্ঠুর পরিহাস প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা পারিবারিক জীবন-সম্পর্কের একটি মর্মান্তিক সত্য। ইহাকে আমরা ভুলিয়া থাকিলেও ইহা তাহার নিজের ক্রিয়া করিয়া চলিয়াছে।

সমাজ-জীবনের একটি প্রধান সংস্কার বিবাহ। বাংলা প্রবাদের মধ্য দিয়া বিবাহ বিষয়ে কি মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা কতকগুলি প্রাসঙ্গিক প্রবাদ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেখা যাইতেছে—

১। অধিবাসের গুঁতো সামলালে বিয়ে করা অল্প কথা।

অধিবাস হিন্দু বিবাহে একটি অবশ্য পালনীয় আচার। ইহা অত্যন্ত ব্যয় সাধ্য। এই ব্যয় বরপক্ষকে নির্বাহ করিতে হয়, ইহা ব্যতীত বরপক্ষের আর বিশেষ কোন ব্যয় নাই। অধিবাসের ব্যয়ের অভাবে অনেক দরিদ্র ব্যক্তি একদিন যে বিবাহ করিতে পারিত না কিংবা ঋণগ্রস্ত হইত, ইহা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে।

২। এক গাঁয়ে ঢোল বাজে আর এক গাঁয়ে বিয়ে।

ঢোল বাস্থ ও আড়ম্বর সহকারে বিবাহের অনুষ্ঠান হইত তাহা ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

৩। এক বিয়ে দেবতার বরে, আরেক বিয়ে কি গাছে ধরে।

বিবাহ বিধির নির্বন্ধ—ইহাই এই সমাজের বিশ্বাস, ইহা গাছে ফলে না যে তুলিয়া আনিলেই চলিতে পারে।

৪। এ বাড়ী বিয়ে ও বাড়ী বিয়ে,
হেংলা ম'ল এ'সে গিয়ে।

বিয়ে বাড়ীতে যে রবাহুতদিগেরও আহারের ব্যবস্থা থাকিত, ইহাতে এই সামাজিক উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই ভাবে—

৫। কনের আশা হবে বিয়ে, তিথির লাগি থাক্‌গে শুয়ে।

৬। কলা গাছের সঙ্গে বিয়ে।

বিবাহে জ্যোতিষ বিচারে যাহার পত্নীনাশের আশঙ্কা থাকে, তাহার সঙ্গে কলাগাছের বিবাহ হইবার পর কনের সঙ্গে বিবাহের রীতি প্রচলিত ছিল।

৭। কালা শুনে কাড়ার বাদ্যি,
বলে—আমার বিয়ের আদ্যি।

৮। কেউ যায় বিয়ে করতে, কেউ যায় সঙ্গে।

৯। ঘুরিয়ে নে পণের টাকা,
এমন বিয়েতে কাজ নাই বাবা।

ইহাতে পণপ্রথা প্রচলনের কথা যেমন শুনিতে পাওয়া যায়, তেমনই পণের টাকা ঘুরাইয়া দিয়া বিবাহ শেষ মুহূর্তে পণ্ড করিবার কথাও বলা হইয়াছে।

১০। এককালে ঠেকেছে তিন কাল গিয়ে,
তবু আবার করবে বিয়ে।

বৃদ্ধ বয়সেও বিবাহ করিবার রীতি ছিল, তবে তাহাতে সামাজিক নিন্দার কারণ হইত।

১১। জন্ম মৃত্যু বিয়ে, তিন বিধাতা নিয়ে।

১২। ঝড় গিয়ে ঝাঁপি, বয়স গিয়ে বিয়ে।

১৩। দেখে শুনে বড় ঘরে বিয়ে দিল বাপে,
এখন মরি জায়ের আর ননদের তাপে।

১৪। পচা মরিচের দর যেমন, দু'বার বিয়ের দশা তেমন।

১৫। প্রভু এলেন ধেয়ে, আজ হরের বিয়ে।

১৬। বড় বিয়ে তার দু পায়ে আল্‌তা।

১৭। বর-কনের দেখা নেই শুক্রবারে বিয়ে।

বিবাহের প্রস্তুতি আবশ্যক।

১৮। বাপ জানে না, মা জানে না, হোগলা বনে বিয়ে।

বিবাহ মাতাপিতার সম্মতি এবং জ্ঞাতসারে হইত।

১৯। বিয়েও হলো না, ধান ভানাও গেল না।

বিবাহে নারীর অর্থনৈতিক জীবনের উন্নতি হইত।

২০। বিয়ে করা বড় মজা, যতদুর পা তত দূর মোজা।

ব্যঙ্গার্থে ব্যবহৃত অর্থাৎ বিবাহ বিলাস নয়।

২১। বিয়ে নয় উদো মেলা, হাঁড়িশাকি বলে এই বেলা।

উদো মেলা —পাগলের মেলা।

২২। বিয়ে না হয় নাই করেছি, সঙ্গে ত বরের গেছি।

বরযাত্রী যাওয়ার রীতির প্রচলন ছিল।

২৩। বিয়ে ফাঁদতে কড়ি, ঘর বাঁধতে দড়ি।

বিবাহ ব্যয় সাপেক্ষ ব্যাপার ছিল।

২৪। বিয়ে ফুরোলে অধিবাস।

২৫। বিয়ে ফুরোলে ছাতনা তলায় লাথি।

ছাতনাতলায় বিবাহ হইত। বিবাহের পর ছাতনাতলার আর কোন আবশ্যক ছিল না।

২৬। বিয়ে ফুরোলে বাজনা, কিস্তি ফুরালে খাজনা।

২৭। বিয়ে বলে জুড়ে দে—ঘর বলে ভেঙ্গে দে।

বিবাহে দুই জনের মিলন হইলেও ঘর ভাঙ্গিয়া যাইত।

২৮। বিয়ে বাকি যতদিন, লেখাপড়া ততদিন।

বিবাহের পর আর লেখাপড়া হইত না।

২৯। বিয়ে-বাড়ীর কাম, ঘুরলে ফিরলে নাম।

৩০। বিয়ে বিয়ে করলে মন বিয়ে হতে কতক্ষণ।

৩১। বিয়ের কনে বলে—হাগব।

৩২। বিয়ের জল পেলে, কনে ওঠে বেড়ে।

৩৩। বিয়ের ডাকও পড়ল, হাগার কথাও মনে হ'লো।

৩৪। বিয়ের তিনদিন প'ড়ে থাক, তিন মাস পরে করো জাঁক।

৩৫। বিয়ের ফুল ফোটা।

৩৬। বিয়ের বাকি মাস পাঁচ ছয়, কাপড় তোলে হাত পাঁচ ছয়।

৩৭। বিয়ের সঙ্গে দেখা নাই, বেটির গড়ায় খাড়ু।

৩৮। বিয়ের সময় বলিদানের মন্ত্র।

৩৯। বিয়ে হবে কার? না, আমার,
পোঁদ ফাটবে কার না বাবার।

কন্যার বিবাহে পিতার বিপুল অর্থ ব্যয় হইত।

৪০। বিয়ে হলে ঘর চলে না।

সংসারের কাজের দায়িত্ব লইয়া ভাগাভাগির জন্য বিবাহের পর সংসার অচল হইয়া পড়িত, কিন্তু বিবাহের পূর্বে তাহা নিরুপদ্রবে চলিত।

উদ্ধৃত প্রবাদগুলি ছাড়াও বিবাহে পণপ্রথা, কন্যাবিক্রয়, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, দাম্পত্য জীবনের সম্পর্ক, পারিবারিক জীবনের নানা সম্পর্ক বিষয়েও বহু প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। প্রবাদগুলির মধ্যে যে সকল চিত্র এবং ইঙ্গিত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, তাহাদিগকে একত্র সঙ্কলন করিয়া তাহাদের ভিত্তিতে সেকালের সমাজের বিবাহ বিষয়ে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য জানিতে পারা যায়।

শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে সমাজ যে প্রচুর অর্থব্যয় করিত তাহাও কতকগুলি প্রবাদ হইতে জানিতে পারা যায়।

১। কড়ি থাকলে বেয়াইয়ের বাপের শ্রাদ্ধ হয়।
না থাকলে নিজের বাপের শ্রাদ্ধও হয় না।

২। কর গোবিন্দ বাপের শ্রাদ্ধ আরও বামুন আছে।

৩। কার শ্রাদ্ধ কেবা করে খোলা কেটে বামুন মরে।

৪। গ্রহণের শ্রাদ্ধ যতদূর হয়।

৫। ঝগড়াঝাঁটির হদ্দ, ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ।

৬। পেত্নীর শ্রাদ্ধ আলেয়া মোড়ল।

৭। শ্রাদ্ধ কতদূর গড়ায়।

৮। শ্রাদ্ধের চাল চড়ান।

৯। শ্রাদ্ধের দেনায় ভরে, বিয়ের দেনায় মরে।

১০। টাকা পয়সার শ্রাদ্ধ।

যে সমাজে প্রবাদগুলির প্রথম উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহাতে একদিন কড়ির প্রচলন ছিল, এমন কি, আধুনিক কালে এই মুদ্রা পরিবর্তিত হইলেও মুদ্রা অর্থে কড়ি শব্দটি সর্বদাই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

১। আগে দাও কড়ি, পিছে দিব বড়ি।

২। আগে দেখ, পরে লও, শেষে দাও কড়ি।

৩। আছে বেটি পড়ি, ছুঁলেই কড়ি।

৪। যার কড়ি তার জয়।

৫। যার কড়ি তার সম্বল,
মুখে হরি হরি বল।

সমাজ অদৃষ্টের উপর বিশ্বাস করিত।

১। অদৃষ্টে করলা ভাতে, বীচি কচ কচ করে তাতে।

২। অদৃষ্টের কিল পুতেও কিলোয়।

৩। অদৃষ্টের ফল কে খণ্ডাবে বল।

৪। আছে যথেষ্ট, নেই অদৃষ্ট।

৫। কপাল ছাড়া পথ নাই।

সমাজে কবিরাজের সম্মান যেমন ছিল, তেমই অসম্মানও ছিল।

১। কীর্তনীয়া গুঁড়া, কবিরাজের বুড়া।

২। নাপিত হলো কবিরাজ, ক্ষৌরি করে কে।

৩। লাথি চড়ে লাহি লাজ, আমার নাম কবিরাজ।

৪। খালি পেটে বদরিকা ভরা পেটে বেল,
কবিরাজ দেখে বলে এই রোগীত গেল।

আর্থিক অভাবের জন্য লোক ধার কর্জ করিত, কিন্তু ইহার জন্য তাহাদিগকে চূড়ান্ত লাঞ্ছনা এবং অপমান সহ্য করিতে হইত।

১। কর্জ করে খাওয়া, আর ভাঁটায় নাও বাওয়া।

২। কর্জ করে ভাত খায়, ভেটেল নৌকায় আসে যায়,
তার সুবিধা পায় পায়।

৩। কর্জ করে যে, কষ্ট পায় সে।

৪। কর্জ করে ঘি খায়, চিরকাল কষ্ট পায়।

৫। কর্জ যদি উনিশ টাকা, ছেলে মিঠা খাবে না এক টাকা।

কাজী সমাজে বিচারক ছিল, কিন্তু তাহার বিচারে স্বেচ্ছাচারিতা দেখা যাইত; সেইজন্য নানা প্রবাদে তাহার এবং তাহার বিচারের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হইত।

১। কাজির কাছে হিঁদুর পরব।

২। কাজির গরু খোদা রাখাল।

৩। কাজির গাইকোরাণে আছে কেতাবে নাই।

৪। কাজির বাড়ীর খানা, পাত কাটতে মানা।
মাংস বুটি বুটি, ডালের ভিরকুটি।

৫। কাজী সাহেবের দুই পুত,
একটি দানা একটি ভূত।

সমাজে কুটীরশিল্পের প্রচলন ছিল এবং তাহাদের মধ্যে বয়নশিল্পই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল। সেইজন্য তাঁত এবং তাঁতী সম্পর্কে অসংখ্য প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছিল। কিন্তু একান্তভাবে শিল্পকর্মে আত্মনিয়োগ করিত বলিয়া তন্তুবায় সমাজ বিষয়-বুদ্ধিহীন ছিল বলিয়া মনে হয়। সেইজন্য বোকা তাঁতীর গল্প যেমন বাংলার লোক-কথায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তেমনই তাঁতীর মূর্খতা সম্পর্কেও বহু প্রবাদ রচিত হইয়াছে—

১। তাঁতীকুলও গেল বৈষ্ণবকুলও গেল।

২। তাঁতী তাঁত গড়েতে খাবি খায়।

৩। তাঁতী তাঁত বুনক্কেই মন,
তাঁতী কৃষ্ণকথা শোন্।

৪। তাঁতিনীর চাওড় নাই, বঠেনীর চাওড়।

৫। তাঁতীর চুরি নলি-নলি, খোদার চুরি থান।

৬। তাঁতী রদন কাপড় ছেড়ে, আপন ক্ষতি আপনি করে।

৭। তাঁতী যদি বোষ্টম হয়, অন্তঃকরণ শুদ্ধ নয়।

সাধারণ লোকের নিকট ব্রাহ্মণের যে একটা খুব বেশি সম্মান ছিল, বাংলা প্রবাদগুলি হইতে তাহা মনে হয় না। এই বিষয়ে লোক-সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে প্রবাদের কোন পার্থক্য ছিল না।

১। কলির বামুন ঢোঁড়া সাপ,
যে না মারে তার পাপ।

২। কানা গরু বামুনকে দান,
বামুন বলে আন আন।

৩। কার শ্রাদ্ধ কেবা করে, খোলা কেটে বামুন মরে।

৪। তিন বামুন এক শুদ্দুর,
কোথা যাও নির্বংশের পুত্তুর।

৫। তিন বামুন এক শুদ্দুর,
তাকে দেখে ডরান রুদ্দুর।

৬। বামুনকে বস্ত্র দান, আলগা তার তানা।
বামুনকে তণ্ডুল দান, ভাঙ্গা ক্ষুদ দানা।
বামুনকে তৈজস দান মধ্যে তার ছেঁদা,
বামুনকে গরু দান সার তার লেদা।
বামুনকে হরিনাম ওজন তার কম,
এমরে পুরুত ঐ যজমানের যম।

৭। বামুন, গণক, কাউয়া,
তিন পরের খাউয়া।

৮। বামুন গরু ছাগল, তিনই দড়ির পাগল।

৯। বামুন গেল ঘর, ত লাঙ্গল তুলে ধর।

১০। বামুন ঘরে খাবে ভাত, গোবর দেবে আড়াই হাত।

১১। বামুন ঠাকুর, বামুন ঠাকুর, চাল চিবাতে পার।
নিজের নারি পরের পারি যত দিতে পার॥

এই প্রবাদগুলি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে সেকালে বাংলা প্রবাদ ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে প্রচলিত ছিল না, নিম্নতর সমাজের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তাহা না হইলে ব্রাহ্মণ সম্পর্কে এই সকল অপবাদের কথা শুনিতে পাওয়া যাইত না।

ছড়ায় কিংবা ব্রতকথায় সমাজ অধিক সন্তান কামনা করিলেও প্রবাদে অধিক সন্তান কদাচ কামনা করা হইত না।

১। অধিক সন্তান যার, অশেষ দুর্গতি তার।

তবে পুত্রসন্তান সর্বদাই কাম্য ছিল।

সমাজে বিধবা বিশেষতঃ বালবিধবাদিগের অশেষ দুর্গতি ছিল:

১। বিধবার একাদশী করলে আর ভাল কি,
না করলেই নিন্দা।
২। বিধবা হলে ব্যবস্থা বাড়ে।
৩। মূর্খ পুত, বিধবা মেয়ে।
৪। সধবা কপালে সিঁদুর পরে,
বিধবার কপাল চড়চড় করে।

সমাজে বেগার খাটিবার এবং খাটাইবার রীতি প্রচলিত ছিল। বেগার অর্থাৎ বিনা পারিশ্রমিকে শ্রম আদায় করা হইত। তাহা হইতে সমাজে নানা অসন্তোষ দেখা যাইত—

১। অরাজ্যে বামুন বেগার।
২। ভেট এলে বেগার এলে মুই পুতের মা।
পাইক এলে পেয়াদা এলে মুই কিচ্ছু না॥
৩। এককে আর দেখ্‌বে বেগার।
৪। গোপাল সিংহের বেগার।
৫। দিল্লীর ওপার, ত নেই বেগার।

সমাজে বৃদ্ধবয়সেও তরুণী স্ত্রী গ্রহণ করিবার রীতি ছিল। তাহাদিগকে 'বয়স কালের মাগ' বলিয়া বিশেষ সমাদর করা হইত, তাহার ফলে তাহাদের যথেচ্ছাচারিতায় পরিবার ধ্বংস হইয়া যাইত। যে সমাজে প্রবাদ প্রচলিত ছিল, তাহাতে 'নিকা' বা পরিত্যক্তা পত্নীর বা বিধবার পুনর্বিবাহের রীতি প্রচলিত ছিল, তাহাদিগকে 'নিকার মাগ' বলিয়া হীনচক্ষে দেখা হইত।

৩

## পারিবারিক চিত্র

বৃহত্তর সমাজ-জীবন অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর পারিবারিক জীবন গভীরভাবে প্রবাদে স্থান লাভ করিয়াছে। কারণ, অধিকাংশ প্রবাদই পারিবারিক জীবনের নানা সম্পর্কে জড়িত আত্মীয় স্বজনের চরিত্র অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে;

ইহারাই প্রধানতঃ প্রবাদের লক্ষ্য হইয়াছে। নারীর সংসার পরিবারকে লইয়াই; সেইজন্য যাহা নারীর রচনা কিংবা নারীসমাজ যাহার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া থাকে, তাহা কদাচ পরিবারকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না। বিশেষতঃ পারিবারিক জীবন ভিত্তিক প্রবাদগুলি লক্ষ্যবস্তু একান্ত নিকটে রাখিয়া রচিত বলিয়া ইহাদের বাস্তবগুণ সর্বাধিক প্রকাশ পাইয়াছে। তবে এই কথাও সত্য, যে সকল বিষয় কিংবা ব্যক্তির সঙ্গে নারীর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, পারিবারিক জীবনের একমাত্র তাহাই প্রবাদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। নারীজীবন নিঃসম্পর্কিত কোন বিষয় পারিবারিক জীবনের মধ্যে স্থান পাইতে পারে নাই। অথচ এই কথাও ত সত্য যে পরিবারের মধ্যে নারী এবং পুরুষ উভয়েরই স্থান আছে।

পারিবারিক জীবন-ভিত্তিক প্রবাদগুলির মধ্যে পুরুষ সম্পর্কে কোন প্রবাদ নাই তাহা সত্য নহে—তবে নারীর দৃষ্টিতে পুরুষের যে মূল্য তাহাই ইহাদের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে; অনেকক্ষেত্রে ইহাদের সম্পর্কে শ্রদ্ধার বিষয়ও যে কিছু নাই, তাহা নহে; কিন্তু নারী প্রবাদের মধ্য দিয়া শ্রদ্ধার দৃষ্টি লইয়া তাহাদিগকে দেখিতে পারে নাই, কেবলমাত্র অবিশ্বাস এবং ব্যঙ্গবিদ্রূপের দৃষ্টি লইয়াই তাহাদিগকে দেখিয়াছে। সেইজন্য পারিবারিক জীবন-ভিত্তিক প্রবাদ-গুলি একদেশদর্শী হইয়াছে,—পারিবারিক জীবনের পরিপূর্ণ চিত্র তাহাতে প্রকাশ পাইতে পারে নাই। বিভিন্ন আত্মীয় স্বজন সম্পর্কিত প্রবাদগুলি এইবার বিচার করিয়া দেখা যাইবে।—

প্রথমতঃ পিতা সম্পর্কিত প্রবাদগুলিই ধরা যাক—নিম্নোদ্ধৃত প্রবাদটির মধ্যে দেখা যাইবে বাপকেও বিশ্বাস করিতে নাই—

১। খাবি জেনে বসবি টেনে,
বাপে টাকা দিলেও নিবি গুণে।

এমন কি, বাপের নিকটও যাত্রা করিবে না—

২। চলা ভাল নয় এক ক্রোশ, বেটি ভাল নয় এক।
মাগা ভাল নয় বাপের কাছে, যদি বিধি রাখে টেক।

পিতার উপর নিজের দায়িত্ব ছাড়িয়া দেওয়া—

৩। চাপলে বোঝা বাপের ঘাড়।
৪। চাপের উপর চাপ, উসর নেইরে বাপ।
৫। বাপ খুড়া যতদিন দাওয়া মাড়া ততদিন।

বিবাহ ব্যাপারে পিতার অনুমতি প্রয়োজন হইত, সেখানে তাহাকে উপেক্ষা করা যাইত না, তাহাও প্রবাদে প্রকাশ পাইয়াছে—

৬। বাপ জানে না, মা জানে না, হোগলা বনে বিয়ে।

পিতৃশ্রাদ্ধের দায় বড় কঠিন ছিল—

৭। বাপ মা-মরা দায়।

৮। বাপের শ্রাদ্ধ।

পিতা-পুত্রে কলহও হইত—

৯। বাপে পোয়ে কোন্দল বাজে,
তা বিচারে অবোধ রাজে।

পিতা পুত্রের উপর অন্যায় প্রতাপও প্রকাশ করিতেন,

১০। বাপের উপরোধে সংসার পায়ে পড়ে।

পিতার দোষগুণ পুত্র এবং মাতার দোষগুণ কন্যা লাভ করিতেন।

১১। বাপের গুণে পো, মায়ের গুণে ঝি।

পিতার সব কথাই মানিয়া চলা যায় না—

১২। বাপের পুকুর বলে কি তাতে ঝাঁপ দিতে হবে?

পিতৃগৃহে কন্যাসন্তান প্রশ্রয় পাইয়া নষ্ট হয়—

১৩। বাপের বাড়ী পেলে পায়,
গুমরে কন্যা বসে খায়।

১৪। বাপের বাড়ী থাকে ঝি,
লোকে তাই বলে—ছি।

পুত্রের সম্মুখে পিতার দ্বিতীয়বার বিবাহ করা নিন্দনীয়—

১৫। বাপের বিয়ে খুড়োর নাচন।

১৬। বাপের বিয়ে দেখান।

পিতার পরই জননী-সম্পর্কিত প্রবাদগুলির উল্লেখ করিতে হয়।

কেবলমাত্র মায়ের সম্পর্কিত প্রবাদগুলিতে মায়ের উপর কোনও বক্রোক্তি কিংবা ব্যঙ্গের ভাব প্রকাশ পায় নাই, বরং তাঁহার সঙ্গে যাহারা অন্যায় আচরণ করিয়া থাকে তাহাদের উপর শ্লেষবাক্য আরোপ করা হইয়াছে। ইহাতে পারিবারিক জীবনে জননীর একটি যে বিশিষ্ট স্থান ছিল তাহা বুঝিতে পারা যাইবে—

১। অনেক দুর্ভাগ্য যার ঘরে নেই মা,
অনেক দুর্ভাগ্য যার নেই অন্ন ছা।

২। অশথের ছায়াই ছায়া, মার মায়াই মায়া।

৩। কিসের মাসী কিসের পিসী কিসের বৃন্দাবন,
মরা গাছে ফুল ফুটেছে মা বড় ধন।

৪। ঘরের মা ভাত পান না, পরের মায়ের জন্য কান্না।

৫। চিঁড়ে বল মুড়ি বল ভাতের বাড়া নয়,
মাসী বল পিসী বল মায়ের বাড়া নয়।

৬। ঝিয়ে চায় বর, মায়ে চায় ঘর।

৭। মাকে মামার বাড়ীর খবর দেওয়া।

৮। মার কাছে মামাবাড়ীর গল্প।

৯। মা নয় যে তাড়িয়ে দেব, বাপ নয় যে ভাত দেব না,
পরের মেয়ে রাখি কোথা।

১০। মা নেই যার জেঠী খুড়ী, ভাত নাই যার চিঁড়ে মুড়ি।

জননী বিষয়ক উদ্ধৃত প্রবাদগুলির দুইটি অংশ। একটিতে মাতৃবন্দনা আর একটিতে মায়ের প্রতি অবিচারকারীর তীব্র নিন্দা। কিন্তু মায়ের উপর কোথাও কোনও বক্রোক্তি, ব্যঙ্গ বা শ্লেষ প্রয়োগ করা হয় নাই। মাতৃবন্দনা-মূলক প্রবাদগুলি প্রকৃতপক্ষে প্রবাদ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, ইহারা ছড়ার লক্ষণাক্রান্ত; কেন যে ইহাদিগকে প্রবাদ না বলিয়া ছড়া বলিতে হয়, সেকথা পূর্বে একবার বলিয়াছি। যে প্রবাদগুলিব মধ্যে মায়ের প্রতি অন্যায় আচরণ-কারীর উপর বক্রোক্তি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই প্রকৃতপক্ষে প্রবাদ। কারণ, পূর্বে প্রবাদের যে সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিয়াছি, তাহাতে একথা বলিয়াছি, সোজাসুজি প্রশংসা বাক্য, কখনও প্রবাদ নহে,—শ্লেষ, বক্রোক্তি দ্বারা আঘাত করিবার ভাব প্রকাশ না পাইলে তাহা কদাচ প্রবাদ হইবে না, এখানেও তাহাই স্বীকার করিতে হয়। তবে 'অশ্বথের ছায়াই ছায়া, মার মায়াই মায়া',—ইহাকে প্রবাদ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, কারণ, ইহার প্রকাশভঙ্গির মধ্যে প্রবাদের গুণ অনুভব করা যায়।

সাধারণভাবে বিচার করিতে গেলে জননী বিষয়ক প্রবাদগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায় যে গৃহে কিংবা পরিবারে জননীর স্থান খুব সম্মানিত ছিল।

এইবার কন্যা বিষয়ক প্রবাদগুলি লইয়া আলোচনা করিব। কন্যা বিষয়ক ছড়াগুলি যেমন কাব্যরসে সরস, প্রবাদগুলি কিন্তু তেমন নহে। কারণ, কন্যা সম্পর্কিত কঠিন বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার বিষয়ই প্রবাদগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু ছড়াগুলির মধ্যে কল্পনার স্পর্শ আছে। বাস্তব জীবনের কঠিন অভিজ্ঞতার কথাই প্রবাদে প্রকাশ পায় বলিয়া প্রবাদ সহজে কাব্যধর্মী হইয়া উঠিতে পারে না, বরং তাহার পরিবর্তে গদ্যধর্মী হইয়া থাকে। কন্যাবিষয়ক প্রবাদগুলির মধ্যেও তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়।

কন্যার দুইটি রূপ; একটিতে সে কনে অর্থাৎ সেখানে কেবল তাহার বিবাহ কিংবা বরের সঙ্গে সম্পর্ক; অন্য একটিতে সে কন্যা, সেখানে তাহার মাতাপিতার সঙ্গে সে স্নেহমধুর সম্পর্কে আবদ্ধ। উভয় ক্ষেত্রে তাহার পরিচয় পরস্পর স্বতন্ত্র। যেখানে তাহার কনের পরিচয় অর্থাৎ তাহার বিবাহের সঙ্গে সম্পর্ক, সেখানে নিরাশার কথা শুনিতে পাওয়া যায়—

১ কনের বাপ বসে বসে চোখের জলে ভাসে,
বরের বাপ বসে আছে পাঁচশো টাকার আশে।

২ কনের বাপ কনে বাখনায় আমার মেয়েটি ভালো,
ধান-সিজানো হাঁড়ির চেয়ে একটু কিছু কালো।

৩ কনের মা কাঁদে আর টাকার পুঁটুলি বাঁধে।

উদ্ধৃত পদগুলির মধ্যে অর্থাৎ কন্যাবিষয়ক পদগুলিতে সামাজিক চিত্রটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। কারণ, সামাজিক অবস্থার ফলেই কন্যা-সন্তানের পিতা এবং মাতার এই প্রকার একদিন দুর্গতি দেখা গিয়াছিল।

কিন্তু পারিবারিক জীবনে কন্যার সঙ্গে মাতাপিতার যে সম্পর্ক তাহার একটি শাশ্বত পরিচয় আছে, তাহার কোন পরিবর্তন হয় না; সেইজন্য এই শ্রেণীর প্রবাদগুলির ভাবেরও কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু সমাজ-জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উপরি-উদ্ধৃত প্রবাদগুলির মূল্য হ্রাস পায়, ফলে ব্যবহারের দিক হইতে পরিত্যক্তও হয়। পণপ্রথার তীব্রতা হ্রাস পাইয়া পারিবারিক জীবনের উপর ইহার প্রত্যক্ষ বিষক্রিয়া আজ অনেকখানি হ্রাস পাইয়াছে, একদিন যাহা সত্য ছিল আজ আর তাহা সত্য নহে। একদিন পণপ্রথার দায়ে কন্যার পিতার ভদ্রাসন বিক্রয় করিতে হইত, কারণ, কন্যার বিবাহ দান অবশ্য পারিবারিক কর্তব্য ছিল, আজ কন্যা অনূঢ়া থাকিয়া গেলেও পিতা ভদ্রাসন বিক্রয় করা ত দূরে থাকুক, নূতন গৃহ নির্মাণ করিয়া তাহা দ্বারা

অর্থের সার্থকতা করিয়া থাকে। সুতরাং এই বিষয়ে বিগত শতাব্দীর চিন্তা-ধারার পরিবর্তন হইয়াছে বলিয়াই বিগত শতাব্দীতে ব্যবহৃত প্রবাদগুলির আর প্রয়োগ-ক্ষেত্র নাই। কিন্তু কন্যার সঙ্গে মাতাপিতার শাশ্বত সম্পর্কের কোন পরিবর্তন হইতে পারে না, সেইজন্য সেই বিষয়ক প্রবাদগুলির মূল্য চিরন্তন হইয়া আছে।

তবে প্রবাদের উদ্দেশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চরিত্রের সমালোচনা, চরিত্রের গুণোপলব্ধি নহে। সেইজন্য কন্যা সম্পর্কেও এই প্রকার উক্তি প্রবাদগুলিতে শুনিতে পাওয়া যায়—

১ যেমন কন্যা ভানুমতী, তেমন পাত্র মেধোতাঁতী।

২ যেমন কন্যা মুঞ্জোদরী, তেমন পাত্র গৌরহরি।

৩ যেমন কন্যা রেবতী, তেমন পাত্র গদা হাতী।

অর্থাৎ প্রবাদে চরিত্র সমালোচনার যে ধারা অনুসরণ করা হয়, কন্যা সম্পর্কেও তাহার কোন ব্যতিক্রম করা হয় নাই। তবে এখানেও কন্যা অর্থে বিবাহের কন্যা, মাতাপিতার গৃহবাসিনী কুমারী কন্যা নহে। প্রকৃতপক্ষে প্রবাদে কন্যা অর্থে বিবাহের পাত্রীই প্রধানতঃ বুঝাইয়াছে।

এবার পিতা-পুত্রেব সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

প্রবাদে পিতার প্রতি পুত্রের অশ্রদ্ধার কথা যত প্রকাশ পাইয়াছে, শ্রদ্ধার কথা কিন্তু তাহার তুলনায় কিছুই প্রকাশ পায় নাই।

১ নিজে পিন্ধিতে থাপি ধুতি, বাপের শ্রাদ্ধে দুই হাতি।

২ বাপ থাকতে বিদ্যমান, গয়ায় গিয়ে পিণ্ডদান।

৩ বাপে পুতে কোন্দল বাজে, তা বিচারে অবুধ রাজে।

৪ বাপের মুখে পাকনা দাড়ি, ছেলের রোজ মাথায় টেড়ি।

৫ বাপ ম'লো ভালো হ'লো, হু'টো হুঁকো আমার হ'ল।

কিন্তু পারিবারিক জীবনে পিতার প্রভুত্ব সর্বদা অক্ষুণ্ণ ছিল; পিতাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া পুত্র কিছুই করিতে পারিত না, কারণ, সে দিন কৃষিভিত্তিক সমাজের মধ্যে পিতা বর্তমানে পুত্রের কোন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছিল না।

১ বাপকা বেটা সিপাহীকা ঘোড়া, কুচ না হোবে তো থোড়া থোড়া।

২ বাপ খুড়া যতদিন, দাওয়া মাড়া ততদিন।

৩ বাপ জানে না, মা জানে না, হোগলা বনে বিয়ে।

৪ বাপ বড় বাপের নাম নেই, হিদে জোলার নাতি।

*৫ বাপ-মা মরা দায়।

৬ বাপের উপরোধে সংসার পায়ে গড়।

পুত্রের উপর পিতার প্রভুত্বের কথা যতদূর বলা হইয়াছে, সেই তুলনায় তাহার স্নেহ বাৎসল্যের কথা কিছুই বলা হয় নাই। ইহা হইতে মনে হইতে পারে পুত্রকে পিতা যত শাসন করিতেন, তত স্নেহ করিতেন না। পিতৃতান্ত্রিক পারিবারিক জীবনে ইহাই অনিবার্য ছিল। বিশেষত এই সমাজে পিতৃ-সম্পত্তি উত্তরাধিকারের যে প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহাতে পিতা ইচ্ছা করিলে পুত্রকে তাহার পিতৃ-সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিতে পারিতেন। সেই অনুযায়ীই পিতাপুত্রের সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল।

লোক-সাহিত্যের সকল বিষয়েই মামার একটি বিশেষ স্থান আছে। প্রবাদেও তাহার কোন ব্যতিক্রম নাই। ইহা বাংলার সমাজের উপর মাতৃ-তান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার প্রভাবের ফল বলিয়া মনে হইতে পারে।

তবে পারিবারিক জীবনে মামার সঙ্গে ভাগ্নের যে সম্পর্ক তাহার মধ্যে কোথাও গুরুত্ব নাই। বরং তাহার পরিবর্তে নিতান্ত হাস্যপরিহাস বা কৌতুকের সম্পর্কই বর্তমান আছে বলিয়া মনে হইতে পারে। মর্যাদার দিক দিয়া মামা পিতা কিংবা পিতৃব্যের সমকক্ষ; কিন্তু ভাগ্নের সঙ্গে তাহার পরিবর্তে এক পরিহাস-রসিকতার সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রবাদেও তাহারই অভিব্যক্তি দেখা যায়—

১ মামা বাপের জবানীতে শালা।

২ মামা ভাগ্নে জামাই শালা আর পোষ্যপুত,
ঘরে ঘরে বিরাজ করেন এই পাঁচটি ভূত।

৩ মামা ভাগ্নে যেখানে আপদ নাই সেখানে।

৪ মামা মামী ঝগড়া করে, নেকী পান্তা খেয়ে মরে।

৫ মামার জয়েই জয়।

৬ মামার নামে ধামা-ধামা, আমার নামে আধ ধামা।

৭ মামার বড় ভালবাসা, কলা খেয়ে দেয় খোসা।

৮ মামা শালা যে সংসারে, সে সংসার যায় ছারেখারে।

আমাদের সমাজে বিত্তশালী ব্যক্তিও কুলমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য দরিদ্রের সংসারে বিবাহ করিয়া থাকেন, তাহার ফলে স্ত্রীর পরিবারের অনেকেই নিজের

পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যান। স্ত্রীর ভ্রাতা বা শ্যালক ভগ্নিপতির সংসারে প্রবেশ করিয়া নানাভাবে প্রশ্রয় পাইয়া থাকে এবং তাহাতে নানা অনাচার করিবারও সুযোগ পায়। তাহার বিষয়ই মামা-বিষয়ক প্রবাদগুলির মধ্য দিয়া বিশেষভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে।

মামার ভগ্নী মাসী সম্পর্কিত প্রবাদগুলির মধ্যেও পারিবারিক জীবনে মাসীর কি স্থান তাহা বুঝিতে পারা যায়। একটি প্রবাদে সেই ভাবটি সুস্পষ্ট হইয়াছে—

বাপের বোন পিসি ভাত কাপড়ে পুষি,
মায়ের বোন মাসী কাদায় ফেলে ঠাসি।

অর্থাৎ পিসি সম্পর্কে পরিবারের যে দায়িত্ব মাসী সম্পর্কে তাহা নাই। সেইজন্য মাসীর চরিত্রও মাতুলের মতই গুরুত্বহীন।

১ মা না বিয়াল, বিয়াল মাসী,
ঝাল খেয়ে মল পাড়াপড়শী।

২ মা মরুক, মাসী জীউক।

৩ মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ।

৪ মায়ের পোড়ে না, মাসী পোড়ে, পাড়াপড়শীর ধবলা ওড়ে।

৫ মায়ের কাছে কিল চড়, মাসীর কাছে বড় আদর।

## প্রবাদ ও সমাজ-বিজ্ঞান

উপরের আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে সমাজ-বিজ্ঞানের আলোচনায় প্রবাদের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, লোক-সাহিত্যের অন্য কোন বিষয়েরই অনুরূপ ভূমিকা নাই। কারণ, লোক-সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় প্রবাদের ব্যবহারিক মূল্য অনেক বেশি। প্রবাদের মধ্যে কল্পনা কিংবা অতিরঞ্জনের স্পর্শ নাই, যাহা প্রত্যক্ষদৃষ্ট এবং রূঢ় হইলেও সত্য, তাহাই প্রবাদের বিষয়। সুতরাং মানবচরিত্র কিংবা সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ে প্রবাদ এক অতি নির্ভরযোগ্য তথ্য। সমাজ এবং ব্যক্তির অভিজ্ঞতার বিষয়ই প্রবাদে ব্যক্ত হয় বলিয়া, বিশেষতঃ ইহার সত্য বহুজন পরীক্ষিত বলিয়া সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ে ইহা অপেক্ষা মূল্যবান তথ্য আর কিছুই হইতে পারে না।

বাংলার সমাজ বা পারিবারিক জীবনে জামাতার যে কি স্থান তাহা প্রবাদে

যত প্রত্যক্ষভাবে জানিতে পারা যায়, ছড়ায় তত প্রত্যক্ষভাবে জানিতে পারা যায় না। ছড়ায় অনেক সময় অতিরঞ্জন এবং অতিরিক্ত সরস করিয়া প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি দেখা যায়, কিন্তু প্রবাদে তাহা প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ পায়। ছড়ায় শিশু মনের কৌতুক সৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায়, কিন্তু প্রবাদে পরিণত মনের বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন—

১। জামাই এল বাড়ীতে ভাত নেইক হাঁড়িতে।

২। জামাই যে মরদ মেয়ের খোঁপাতেই তার পরিচয়।

৩। জামাইয়ের গোদে শয্যা জুড়্‌ল, মেয়ে শোবে কোথা।

৪। জামাইয়ের বড় কোঁচার ফের, ডু'বুড়ি কড়ি সুতোর ফের।

৫। জামাইর ভাই গোঁজের আলা।

৬। জামাইয়ের লাগি পিটা বানাই,<br>এসে খায় জামাইয়ের ভাই।

৭। জামাই রোষে, আপনার মোষে।

৮। জামাই হারামখোর, আর বেরাল হারামখোর।

৯। জামাতা দশমো গ্রহঃ।

বাংলার প্রবাদে জামাই সম্পর্কে এইপ্রকার অশ্রদ্ধেয় উক্তি কেন শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার সুগভীর সমাজতত্ত্বমূলক কারণ আছে। ছড়ার আলোচনায় তাহা একবার ব্যাখ্যা করিয়াছি (বাংলার লোক-সাহিত্য, ২য় খণ্ড, ১৯৬৩, পৃ, ৪২৪-৩৮)। এখানে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং এই প্রবাদ-গুলির মধ্যে আপাতগ্রাম্যতা কিংবা রসিকতা যাহাই থাকুক না কেন, সমাজ-তত্ত্বের একটি বাস্তবধারা অনুসরণ করিয়াই তাহা বিকাশ লাভ করিয়াছে। ইহাদের উপরিস্তরে যে হাস্যতরল আবরণ আছে, তাহা উন্মোচন করিলে সমাজ-জীবনের এক সুগভীর সত্য উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িবে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের দেশে সমাজ-তত্ত্বের আলোচনায় এই প্রবাদ-গুলির কোন স্থান দেওয়া হয় না; কারণ, এই ধারায় আমরা কোনদিনই চিন্তা করিতে শিখি নাই। শ্যালক-ভগ্নিপতির সম্পর্কের মধ্যে পরিহাস-রসিকতা প্রচলিত আছে, তাহা আমরা জানি, কারণ, তাহা জীবনে আমরা আচরণ করি, কিন্তু কেন যে তাহা এই উভয় সম্পর্কের মধ্যে এমনভাবে প্রচলিত, তাহা কোনদিন আমরা চিন্তা করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত নই। এই হাস্যরসিকতার মূল কোথায়, ইহার তাৎপর্যই বা কি, প্রবাদগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে তাহা

বুঝিতে পারা যায়। প্রবাদগুলি সমাজ-জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল, সুতরাং সমাজ-বিজ্ঞানের ইহারাই জীবন্ত তথ্য। কারণ, প্রত্যক্ষক্ষেত্রে ব্যবহারের মধ্য দিয়া ইহারা নিত্য পরীক্ষিত হইতেছে। ইহারা কেবলমাত্র অনুমানাত্মক নহে, ইহারা জীবনে এবং সমাজে নিত্য প্রযুক্ত হইতেছে। কিন্তু আগেই বলিয়াছি, আমাদের সমাজ-বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি ইহাদের উপর এইভাবে আজও আকৃষ্ট হয় নাই।

## প্রবাদে রস ও রুচি

সামগ্রিকভাবে কোন জাতির এবং সমাজের রস, রূপ এবং নীতিবোধের পরিচয় পাইবার পক্ষে প্রবাদের মত আর কোন বিষয় নাই। সেইজন্য বিশেষ কোন জাতি কিংবা সমাজের মধ্য হইতে প্রবাদের যে সংগ্রহ সংকলিত হইবে, তাহা সামগ্রিক এবং নির্বিচার হওয়াই আবশ্যক, সংগ্রাহক কিংবা সঙ্কলয়িতার ব্যক্তিগত রুচি এবং নীতিবোধ দ্বারা তাহা কদাচ নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না। নাগরিক কিংবা পাশ্চাত্ত্য রুচিসম্পন্ন কোন সংগ্রাহক যদি প্রবাদগুলিতে গ্রাম্য জীবনের স্থূল রুচি এবং নীতিবোধ দেখিয়া শুচিবায়ুগ্রস্ত হইয়া পড়েন, তবে তাহা দ্বারা সংগ্রহ কিংবা সংকলন কিছুই সম্ভব হইতে পারে না। সংগ্রহ সর্বদাই নির্বিচার হওয়া আবশ্যক—তারপর তাহা হইতে সমাজতত্ত্ববিদ্ সমাজ-বিজ্ঞানের, ঐতিহাসিক ইতিহাসের, নৃতত্ত্ববিদ্ নৃতত্ত্বের, ভাষাতত্ত্ববিদ্ ভাষাতত্ত্বের এবং লোক-সাহিত্য সমালোচক সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ করিবেন। কোন সংগ্রহ সামগ্রিকভাবে একই বিষয়ে গবেষকের প্রয়োজনে না আসিতে পারে বরং তাহা বহু বিভিন্নমুখী বিষয়ে গবেষকের বিভিন্ন প্রকারের প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারে। সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইহাদের নির্বিচার সংগ্রহই আবশ্যক। সুতরাং তথাকথিত 'অশ্লীল' কিংবা 'গ্রাম্য' বা 'ইতর' বলিয়া কোন প্রবাদই পরিত্যক্ত হইতে পারে না। শ্লীলতা কিংবা অশ্লীলতা আপেক্ষিক শব্দ; এক সমাজে যাহা শ্লীল, অন্য সমাজে তাহাই অশ্লীল হইতে পারে। এমন কি, একই শব্দ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে।

প্রবাদগুলি হইতে সামগ্রিকভাবে বিশেষ কোন জাতির জীবনাচরণের মান সম্পর্কে আমরা জ্ঞানলাভ করিতে পারি, সুতরাং সংগ্রহ যদি খণ্ডিত হয়, তবে সামগ্রিকভাবে একটি জাতির রস এবং রুচিগত আদর্শ বুঝিয়া উঠিতে পারা

যায় না। সামগ্রিক ভাবে জানা বৈজ্ঞানিকের পক্ষে আবশ্যক, আংশিক জানায় তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। পাশ্চাত্ত্য দেশে অশ্লীল শব্দেরও অভিধান ( Dictionary of Slang ) সংকলিত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা সমাজতত্ত্ববিদের বৈজ্ঞানিক কৌতূহল নিবৃত্ত হইয়া থাকে। জাতির নির্বিচার প্রবাদ সংগ্রহ হইতেও তাহাই হইতে পারে।

এই বিষয়টি একটু বিশেষভাবে বুঝাইয়া বলিবার আবশ্যক হইয়াছে। কারণ, আমাদের দেশে বহু প্রবাদ সংগ্রহেই তথাকথিত 'অশ্লীল' প্রবাদ বর্জন করা হইয়া থাকে। একমাত্র আচার্য সুশীলকুমার দের সঙ্কলনই তাহার ব্যতিক্রম। এইজন্য আচার্য দে'কে কোন কোন সমালোচক নিন্দা করিয়াছেন ; কিন্তু আচার্য দে'র সঙ্কলনই বাংলা প্রবাদের আজ পর্যন্ত আদর্শ সঙ্কলন। তিনি কেবলমাত্র নাগরিক সাহিত্য রসিকের জন্যই তাঁহার সঙ্কলন প্রকাশ করেন নাই, তাঁহার সংগ্রহ যাহাতে সামগ্রিকভাবে বাঙ্গালীজাতির রস এবং রুচির নিদর্শন রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে নির্বিচার সংগ্রহের ভিত্তিতে সঙ্কলন করিয়াছেন—'শ্লীল' 'অশ্লীলে'র কথা বিবেচনা করেন নাই। কারণ, তিনি বুঝিয়াছিলেন, প্রবাদের মধ্য দিয়া জাতীয় জীবনের যে প্রকাশ দেখা যায়, তাহা কোনদিক দিয়া সঙ্কুচিত হইলে তাহার পরিপূর্ণ পরিচয় প্রকাশ পাইতে পারে না। ভাল, মন্দ, ছোট বড়, ইতর ভদ্র, গ্রাম্য-নাগরিক মিলিয়া যে বৃহৎ বাঙ্গালীজাতি তিনি তাহারই সামগ্রিক মানসিকতার একটি বাস্তব পরিচয় প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার সেই প্রয়াস ব্যর্থ হয় নাই। সেইজন্য এই ক্ষেত্রে তাঁহার সঙ্কলনকে আদর্শ মনে হইতে পারে।

## রসবচন, প্রিয়বচন

প্রবাদ-সংগ্রহে সাধারণতঃ যত প্রবাদ প্রকাশিত হয়, তাহাদের প্রত্যেকটিই যে প্রবাদ নহে, অথচ প্রবাদ বলিয়া মনে হইতে পারে, সে কথা আগে একবার বলিয়াছি। সূক্ষ্ম বিচারে প্রবাদের মধ্যে সাধারণতঃ অন্যান্য কি কি বিষয় স্থানলাভ করিয়া থাকে, তাহাদের কথা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এক শ্রেণীর রচনাকে ইংরেজিতে epigram বলে, বাংলায় epigram বলিতে রস-বচন বলা যায়, ইহারই একটি অংশকে ইংরেজিতে Priamel বলা হয় ; কারণ, নানাভাবেই বচনের মধ্যে রস-সঞ্চার করা যাইতে পারে।

Priamel শ্রেণীর রচনার মধ্যে বিশেষ এক প্রকার রসের সৃষ্টি করা হয়। তাহা এই যে আপাতসম্পর্কহীন কতকগুলি বিষয়, বস্তু কিংবা জীবজন্তুর তুলনামূলক ভিত্তিতে ইহাতে রসের সৃষ্টি হয়। যেমন, ইংরেজিতে শুনিতে পাওয়া যায়—

A dog, a woman, and a walnut tree
The more they are beaten the better they be.

বাংলায়ও শুনিতে পাওয়া যায়,

জরু, গরু আর গামছা,
মধ্যে মধ্যে থাম্‌ছা।

প্রকৃতপক্ষে ইহারা প্রবাদ নহে, কিন্তু ইহাদের গঠন-ভঙ্গির জন্যই ইহারা প্রবাদ বলিয়া ভ্রম হয় এবং সচরাচর প্রবাদ-সংগ্রহের মধ্যেই ইহারা স্থান লাভ করিয়া থাকে।

ইহারা যে কেন প্রবাদ হইতে পারে না, তাহা বিস্তৃত বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। কৌতুক সৃষ্টি করা ইহাদের উদ্দেশ্য, জীবন-অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি ইহাদের লক্ষ্য নহে। তবে কৌতুক সৃষ্টি করিবার বিশেষ একটি পদ্ধতি ইহাতে অবলম্বন হইয়া থাকে মাত্র। বিশেষ পদ্ধতিটির উপর লক্ষ্য রাখিয়া এই শ্রেণীর রস-বচনকে বিশেষ একটি নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। ইংরেজি Priamel শব্দটির সঙ্গে কতকটা সঙ্গতি রক্ষা করিয়া এই শ্রেণীর রস-বচনকে প্রিয়বচন বলা যায়। তবে এ কথাও সত্য এই সকল বচন সর্বদাই যে প্রিয় তাহা নহে।

### স্বাস্থ্যের বচন

স্বাস্থ্যরক্ষা-বিষয়ক প্রবাদ প্রত্যেক দেশেরই একটি বিপুল অংশ অধিকার করিয়া আছে। ইংরেজিতে ইহাদিগকে medical proverb বলা হইয়া থাকে। যেমন—

নিম নিসিন্দা যেথা,
রোগ থাকে না সেথা।

কিন্তু নিম নিসিন্দার যে গুণই থাকুক না কেন, তাহা কোনদিন ঘরে পুঁতিতে নাই—

নিম নিসিন্দা তেঁতুল তাল,
ঘরে পুঁতো না কোন কাল।

স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে নিম এবং নিসিন্দার যত প্রশংসা করা হইয়াছে, তেঁতুল এবং তালের ততই নিন্দা করা হইয়াছে

তাল তেঁতুল দই,
বৈদ্য বলে ওষুধ কই।
তাল তেঁতুল বাব্‌লা,
কি কররে দুধমুখী একলা।
তাল তেঁতুল মাদার,
তিনে দেখায় আঁধার।
তাল পাকলেই শাল।

অনিষ্টকারী খাদ্যের বিরুদ্ধে সমাজকে সতর্ক করিয়া দেওয়াই ইহাদের উদ্দেশ্য।

স্বাস্থ্যরক্ষার দিক হইতে এই সকল প্রবাদের ব্যবহারিক মূল্য কি তাহা বিচার করিয়া দেখিলে বলা যায় যে, ইহারা লৌকিক বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া রচিত হইয়াছে; তারপর চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি এবং প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে যখন এইসকল বিশ্বাস শিথিল হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন হইতেই ইহাদের প্রয়োগও সীমাবদ্ধ হইয়া আসিতে আরম্ভ করিয়াছে।

## খনার ও ডাকের বচন

কতকগুলি কৃষিবিষয়ক ছড়াকে খনার বচন এবং কতকগুলি জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ক ছড়াকে ডাকের বচন বলা হয়, সে কথা আগেও উল্লেখ করিয়াছি। তবে অনেক সময় খনার বচনের মধ্যেও কতকগুলি জ্যোতিষ বিষয়ক বচন শুনিতে পাওয়া যায়। তথাপি সাধারণতঃ যাহা দেখা যায়, তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, কৃষিবিষয়ক বচনগুলি খনার নাম এবং জ্যোতিষ বিষয়ক বচনগুলি ডাকের নামে চলে। এখন ইহাদিগকে প্রকৃত প্রবাদের অন্তর্ভুক্ত করা কতদূর সঙ্গত, তাহা বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক।

বাংলাদেশের সমাজ কৃষি-ভিত্তিক। সুতরাং কৃষিজীবন বা কৃষিকর্ম ইহার জীবন-চর্চার অন্তর্নিবিষ্ট। সুতরাং এই বিষয়ক সর্বজনগ্রাহ্য কোন বচন যদি

ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করিয়া বিকাশ লাভ করিয়া থাকে, তবে তাহাও বাংলা প্রবাদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। প্রবাদ যেমন ব্যবহারিক জীবনের অভিজ্ঞতা-লব্ধ সত্য, ইহাও তাহাই; বাঙ্গালীর জীবন-চর্চার একটি প্রধান বিষয় অর্থাৎ কৃষি-কর্ম; তাহা অবলম্বন করিয়া ইহা রচিত হইয়াছে এবং কৃষিকর্মের সঙ্গে যাহারা প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত, তাহাদের ব্যবহারিক জীবনে ইহাদের নিত্য প্রয়োজন হইয়া থাকে। তবে সাধারণভাবে প্রবাদের যে একটা বিপুল অংশ নারীর গার্হস্থ্য জীবন এবং তাহার পারিবারিক জীবনের সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত, খনার কিংবা ডাকের বচনে তাহাদের কোন উল্লেখ নাই। ইহাতে বহির্মুখী জীবনের কথাই প্রকাশ পায়, জীবনের অন্তর্মুখী কোন পরিচয় প্রকাশ পায় না। কিন্তু প্রবাদে জীবনের অন্তর্মুখী রূপেরই সন্ধান পাওয়া যায়। এইদিক হইতে ইহাদের সঙ্গে প্রবাদের পার্থক্য আছে। সুতরাং অনেক প্রবাদ-সংগ্রাহক খনার এবং ডাকের বচনকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করিয়া থাকেন।

এইশ্রেণীর বচন প্রায় সকলদেশের ভাষাতেই পাওয়া যায়। ইংরেজিতে ইহাদিগকে Weather proverbs বলা হইয়া থাকে। প্রত্যেক দেশেরই জলবায়ু এবং বিশিষ্ট আবহাওয়ার উপর নির্ভর করিয়া ইহারা রচিত হইয়া থাকে। সেইজন্য একদেশের এইশ্রেণীর বচনকে অন্যদেশে প্রয়োগ করা যায় না। বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা ইহাদের জলবায়ু এবং আবহাওয়া প্রায় অভিন্ন; সেইজন্য এই তিনটি প্রদেশে এই বিষয়ক প্রায় অনুরূপ বচন শুনিতে পাওয়া যায়।

অনেক সময় এই সকল বচনে কোন বিশেষত্ব থাকে না, কেবলমাত্র প্রকৃত ঘটনার বিবরণ থাকে। যেমন, 'আউস ধানের চাষ, লাগে তিন মাস।' কৃষি-বিষয়ক অভিজ্ঞতার উপর এই বচন রচিত হইয়াছে, এই অভিজ্ঞতার মধ্যে জটিলতা কিছু নাই, কিংবা ইহা বহুমুখী জীবন-অভিজ্ঞতারও ফল নহে। প্রাকৃত-বিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া ইহারা রচিত, ইহারা জ্ঞানের বিষয়, বুদ্ধির বিষয় নহে। এমন কি, প্রবাদের প্রকাশভঙ্গির মধ্যে যে একটি সরস সাহিত্যিক গুণ থাকে, ইহাদের মধ্যে তাহাও থাকে না। ইহাদের মধ্যে কোন বক্রোক্তি, শ্লেষ কিংবা অন্য কোন অলঙ্কারেরও ব্যবহার হয় না।

ডাকের বচনগুলিকে সাধারণতঃ জ্যোতিষ বচন বলা যায়। কিন্তু এই জ্যোতিষও শাস্ত্রীয় জ্যোতিষ নহে, বরং তাহার পরিবর্তে লৌকিক জ্যোতিষ।

তবে খনার বচনের মধ্যেও কোন কোন সময় জ্যোতিষের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। অনেক সময় ডাকের বচন ও খনার বচনগুলি একাকার হইয়া গিয়াছে বলিয়া জ্যোতিষ এবং কৃষিকর্ম বিষয়ক পদগুলির একত্র সংমিশ্রণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহাদের পরস্পর উদ্ভব এবং প্রকৃতি যে স্বতন্ত্র তাহা বুঝিতে পারা যায়।

স্বাস্থ্যের বচনগুলি সাধারণতঃ সকলেই মানিয়া চলিত, কারণ, কবিরাজ কিংবা বৈদ্যের চিকিৎসাতে যে সাধারণত কোন ফল হইত না, তাহা প্রচলিত প্রবাদগুলির মধ্যে বৈদ্যের প্রতি যে অশ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে।

তবে এই কথাও সত্য, স্বাস্থ্যের বচনগুলি যে-সকল বিষয় অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে বৈচিত্র্যের অভাব আছে, অর্থাৎ কেবলমাত্র নিতান্ত সাধারণ রোগেরই তাহাতে প্রতিকার হইতে পারে, কিন্তু কোন গুরুতর রোগের সমাধান তাহার মধ্যে থাকে না। নিম, নিসিন্দা, তেঁতুল, দধি এইপ্রকার সামান্য কয়েকটি বস্তুর গুণাগুণের উপরই স্বাস্থ্যের বচনগুলি প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ।

মুষ্টিযোগ বা টোট্‌কা চিকিৎসা নামে যে এক লৌকিক চিকিৎসা শাস্ত্র আমাদের সমাজে মুখে মুখে প্রচলিত আছে, স্বাস্থ্যের বচনগুলির মধ্যে মোটামুটিভাবে তাহাই প্রকাশ করা হইয়াছে, সুতরাং ইহাকে লৌকিক চিকিৎসা শাস্ত্র বলিতে পারা যায়। একত্রে খনা, ডাক এবং স্বাস্থ্যের বচনগুলিকে লৌকিক বিজ্ঞান বলিয়া উল্লেখ করা যায়—খনা কৃষিবিজ্ঞান, ডাক জ্যোতিবিজ্ঞান এবং স্বাস্থ্যের বচনগুলি স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

## লঘু বচন

মঙ্গলকাব্য কিংবা লোক-সাহিত্যে ব্রাহ্মণের স্থান খুব উচ্চে নহে; ইহার প্রধান কারণ, ব্রাহ্মণ-সমাজের বহির্ভাগেই ইহারা প্রধানতঃ উদ্ভূত হইয়া তাহার অন্তরাল দিয়াই ইহারা ক্রমবিকাশ লাভ করিয়াছে। সেইজন্য ব্রাহ্মণ সম্পর্কে কোনও সশ্রদ্ধ উল্লেখ প্রবাদে শুনিতে পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণের মধ্যেও ভট্টাচার্যের স্থান সর্বাপেক্ষা নিন্দিত। কারণ, তাঁহারাই যজমান করিতেন,

তাহাদের দারিদ্র্য ঘুচিত না, সেইজন্য লোভও তাহাদের কোনদিন নিবৃত্ত হইতে পারিত না। ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ সম্পর্কে এইপ্রকার অশ্রদ্ধেয় উল্লেখ প্রায় সর্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়—

ভট্চার্যির খুঁটের খুঁট, স্বস্ত্যয়নে সবংশে লুট।

ভেড়া মেরে ভট্টাচায।

বিদ্যাশূন্য ভট্টাচাযর পূজায় বড় ঘটা।

ভটচাযের পাভা আড়াল।

কায়স্থ জাতি লেখক বা করণিক ছিল। তাহাদের মধ্যে মূর্খ প্রায় ছিল না, প্রবাদে সর্বদা তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়—

কলমে কায়স্থ চিনি।

কায়েতের ঘরের বেড়ালটাও আড়াই অক্ষর পড়ে।

কায়েতের ছেলের কলমের আগে ভাত।

ব্রাহ্মণ যেমন বোকা ছিল, কায়স্থ তেমনই ধূর্ত ছিল বলিয়া প্রবাদে সর্বদাই উল্লিখিত হইয়াছে—

কাক ধূর্ত আর কায়েত ধূর্ত।

কায়েত মরে জলে ভাসে, কাক বলে কি ছলে ভাসে।

কায়েতের বুদ্ধি আঁতে, বাঁদরের বুদ্ধি দাঁতে।

কায়েতের হাড়া, বেগুনের খাড়া।

কায়স্থের সঙ্গ পরিত্যাজ্য বলিয়া বিবেচিত হইত—

কায়েত, কালসাপ, বেদোনারী,
এই তিনজনকে পরিহরি।

বৈষ্ণব সমাজও অত্যন্ত অশ্রদ্ধেয় ছিল, কারণ, এই বিষয়ে সকলেরই ধারণা ছিল যে 'জাত খোয়ালেই বোষ্টম্।'

ব্যবসায়ী সম্প্রদায়রূপে প্রবাদে মূর্খ বৈদ্যের সর্বত্র নিন্দা করা হইয়াছে; এমন কি, বিজ্ঞ বৈদ্যেরও যে প্রশংসা কোথাও শুনিতে পাওয়া গিয়াছে, তাহাও নহে। বৈদ্য সম্পর্কেই যেন কেমন একটি অশ্রদ্ধা এবং অবজ্ঞার ভাব ছিল। ইহা হইতে স্পষ্টতই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা এ'দেশের সমাজে সম্যক্ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। যথাযথ অনুশীলনের অভাবই হয়ত ইহার কারণ। অপেক্ষাকৃত মূর্খ এবং অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের উপরই এই ব্যবসায় পরিচালনার ভার পড়িয়াছিল। তাহা হইতেই এই ব্যবসায়ে যাহারা

লিপ্ত ছিল, তাহাদের প্রতি সমাজের বিদ্বেষভাবের জন্ম হইয়াছিল। সেই বিদ্বেষভাবই কতকগুলি কৌতুককর বচনের জনক।

চূর্ণ চিন্তা চালবাজি, তিন নিয়ে কবিরাজি।
নামে ধন্বন্তরি, কাজে যম।
মূর্খ বৈদ্য বেইমান, দুই ঠিক যমের সমান।

আধুনিককালে ডাক্তারদিগকে লইয়া যে দুই একটি প্রবাদ রচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও তাহাদের সম্পর্কে কোন সশ্রদ্ধ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে, দেশ দেশান্তরের প্রবাদ-সংগ্রহেও ডাক্তার বা অন্য কোন চিকিৎসকের প্রশংসাসূচক প্রবাদের সন্ধান পাওয়া যায় না। ইহার প্রধান কারণ মনস্তাত্ত্বিক হওয়া সম্ভব। কারণ, রোগ সম্পর্কিত সকল চিন্তা-ভাবনাই মানুষ পরিহার করিতে চায়; কারণ, তাহা অনভিপ্রেত; সেইজন্য ইহার সঙ্গে যাহাই জড়িত, যেমন ডাক্তার, ওষুধ, হাসপাতাল ইত্যাদি তাহা লোক-সাহিত্যের প্রায় সর্বত্রই পরিত্যক্ত হইয়াছে। এখানেও তাহাই হইয়া থাকিবে। সেইজন্য চিকিৎসক সম্প্রদায়ের কোন সশ্রদ্ধ উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না এবং যে কৌতুক বচনগুলি শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাও বিদ্বেষমূলক মনোভাবেরই ভাবান্তর মাত্র।

এই সকল জাতিবিষয়ক বচনগুলিকে কতদূর প্রবাদ বলিয়া উল্লেখ করা যায়, তাহাও বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। এইসকল রচনা যতখানি বিদ্বেষ প্রসূত ততখানি অভিজ্ঞতা-প্রসূত নহে। কতকটা কৌতুকের ভাবও ইহাদের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া থাকে। জাতি-বিদ্বেষের ভাবটি কৌতুকের ভাব দ্বারা প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। ইহা কতকটা মনস্তত্ত্বমূলক। বলাই বাহুল্য, এইশ্রেণীর প্রবাদ কখনও সর্বজনীন প্রয়োগের যোগ্য নহে, অন্ততঃ যাহারা ইহাদের লক্ষ্য, তাহারা ইহাদিগকে কদাচ ব্যবহার করিতে পারে না। ইহাদিগকে লঘু বচন বলা যাইতে পারে; কারণ, লঘুভাবে কোন না কোন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী ইহার লক্ষ্য হইয়া থাকে। লঘুভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মুসলমান সম্প্রদায়ের এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেও হিন্দুসম্প্রদায়ের রচিত এইশ্রেণীর বচনও শুনিতে পাওয়া যায়। যেমন,

নেড়ে নয় ইষ্টি, তেঁতুল নয় মিষ্টি।

কিংবা হিঁদুর পুজো, খড়ের বুজো।

লোক-সাহিত্যের কোন বিষয়ের মধ্যেই সাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয়

পাওয়া যায় না ; কারণ, লোক-সাহিত্য কোন সাম্প্রদায়িক ভিত্তিক রচনা নহে ; কেবলমাত্র প্রবাদের মধ্যেই ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়।

## পুরাণের বচন

বাংলাদেশের নিরক্ষর সমাজের মধ্যেও রামায়ণ মহাভারত এবং পুরাণের কাহিনী যে কত ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, প্রবাদগুলি হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ, রামায়ণ-মহাভারত এবং পুরাণের নানা ঘটনা এবং চরিত্রের ইহার মধ্যে উল্লেখ করা হইয়া থাকে এবং তাহা এমন ভাবে উল্লিখিত হয় যে তাহা হইতে সহজেই মনে হইতে পারে যে ইহাদের পৌরাণিক পটভূমিকা সকলের নিকটই সুপরিচিত।

কি ভাবে রামায়ণ-মহাভারত এবং পুরাণের কাহিনী নিরক্ষর সমাজেও এত ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়াছিল, এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে, সেকালের সমাজে লোক-শিক্ষার সাধারণ যে একটি পদ্ধতি ছিল, অর্থাৎ যাত্রা, পাঁচালী, কথকতা ইত্যাদি ইহাদের মাধ্যমেই নানা পৌরাণিক কাহিনী সমাজের নিম্নতম স্তর পর্যন্ত প্রচার লাভ করিয়াছিল। সেই জন্যই অতি সহজভাবেই নানা পৌরাণিক বিষয় প্রবাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। বিশেষতঃ রামায়ণের কাহিনী পারিবারিক জীবনের দায়িত্ববোধের উপর নির্ভর করিয়া রচিত বলিয়া তাহা হইতে প্রবাদের উপকরণ প্রভূত পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছে। কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, পারিবারিক জীবনের নানা বাস্তব সমস্যা অবলম্বন করিয়াই প্রধানতঃ বাংলা প্রবাদ রচিত হইয়াছে। রামায়ণের কাহিনী কিংবা চরিত্র তাহাতে রূপক হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে মাত্র।

মহাভারতের কাহিনীর সঙ্গে বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের সম্পর্ক তত নিবিড় ছিল না বলিয়া মহাভারতের বিশালতার তুলনায় তাহার সম্পর্কিত বাংলা প্রবাদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য বলিতে হয়। বরং ভাগবত পুরাণ বিষয়ে কিছু কিছু প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। কারণ, ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বাঙ্গালীকে অধিক আকর্ষণ করিয়াছিল।

রামায়ণ এবং ভাগবত ব্যতীত অন্যান্য পুরাণের প্রভাব বাংলার প্রবাদে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই মনে হইবে।

পৌরাণিক বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়া এক বিপুল-সংখ্যক বিশিষ্টার্থক

শব্দগুচ্ছ ( idiom ) রচিত হইয়াছে। তাহাদের উপর রামায়ণ এবং ভাগবতের প্রভাবই সর্বাধিক।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে এই যে যদিও রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ নিতান্ত সাধারণ নিরক্ষর সমাজের মধ্যে প্রচার লাভ করিয়াছিল, তথাপি ইহাদের মূল কাহিনী কিংবা চরিত্র কোথাও বিকৃত করিয়া লৌকিক স্তরে অবনমিত করা হয় নাই। তবে এই কথা সত্য, বাঙ্গালী চরিত্রের বিশেষত্ব অনুযায়ী ইহাদের বিশেষ কোন কোন অংশে হয়ত গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। রামায়ণের মধ্যে রাম-লক্ষণের সম্পর্ক কিংবা হনুমান এবং বানর সৈন্যদলের আচার আচরণ যতখানি গুরুত্ব লাভ করিয়াছে, সীতা চরিত্র তত গুরুত্ব লাভ করে নাই। মহাভারতের মধ্যেও কৃষ্ণচরিত্র যতখানি গুরুত্ব লাভ করিয়াছে, পাণ্ডব কিংবা কৌরবের চরিত্র সেই অনুযায়ী কিছুই গুরুত্ব লাভ করিতে পারে নাই। অনেক ক্ষেত্রেই শিবের বাহন ষাঁড় যত গুরুত্ব লাভ করিয়াছে, শিব নিজে তত গুরুত্ব লাভ করিতে পারেন নাই। লৌকিক সমাজের দৃষ্টি জীবনের লঘু স্তরেই বিচরণ করিয়াছে, তাহা উচ্চতর স্তরে নিবদ্ধ হইতে পারে নাই। অতএব রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের যে সামগ্রিক কোন রূপ কিংবা রসের ইঙ্গিত ইহাদের মধ্যে পাওয়া যাইবে, তাহা নহে—কেবলমাত্র তাহাদের আংশিক এবং লৌকিক রূপটিরই তাহাতে সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। তবে যতটুকু পাওয়া যাইবে, ততটুকুর মধ্যে কোন ভুল কিংবা বিকৃতি থাকিবে না।

## আইনের বচন

ইংরেজিতে এক শ্রেণীর প্রবাদকে legal proverbs বা আইনের বচন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি প্রবাদের উল্লেখ করা হইয়াছে, যেমন—

Ignorance of Law excuses no man.

An Englishman's house is his castle.

বাংলায় এই শ্রেণীর কয়েকটি প্রবাদের সন্ধান পাওয়া যায়, যেমন,—

১। টাকা টাকা কর তুমি মামলা কর নাই।
বল বল কর তুমি রোগে পড় নাই।

২। টাকা যার মামলা তার।

৩। দায়ের হ'লো মামলা,
আমলার থাই সামলা।

৪। মামলায় চড়লে ভূতে পায়,
জমানো কড়ি পাঁচ ভূতে খায়।

৫। মামলায় মরে হেরে গিয়ে,
ভেড়ার বদলে ঘোড়া দিয়ে।

৬। উকিল আর গাড়ির চাকা,
তেল চর্বি দিয়ে রাখা।

৭ উকিলের দালাল, ঘাপটি মেরে ফেলে জাল।

ইহারা প্রধানতঃ আইন-আদালত সংক্রান্ত প্রবাদ। ইহারা সর্বদাই যে পুরুষের বহির্মুখী জীবন অবলম্বন করিয়া পুরুষ কর্তৃক রচিত, তাহা নহে; কারণ, মামলা মোকদ্দমা প্রত্যক্ষ ভাবে পুরুষকে করিতে হইলেও তাহার ফলাফল পরিবারের স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সকলকেই ভুগিতে হয়। সেইজন্য ইহারা স্ত্রীসমাজেরও রচনা হইতে পারে। বিশেষতঃ এই সকল প্রবাদের মধ্যে যে ভাবে বক্তব্যটি প্রকাশ পায়, তাহা বিশেষভাবে মেয়েলী, সুতরাং ইহাদের মধ্যে মেয়েলী স্পর্শ আছে, তাহাই মনে করা স্বাভাবিক।

## মেয়েলী বচন

প্রবাদ বাংলার মেয়েলী ভাষার সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন। ইহার কারণ, অধিকাংশ প্রবাদই স্ত্রীসমাজের মধ্যে উদ্ভব লাভ করিয়া স্ত্রীসমাজেই বিকাশ লাভ করিতেছে—পুরুষের সমাজের সঙ্গে তাহাদের কোন সম্পর্কই নাই। সুতরাং প্রবাদের মধ্যে অবিমিশ্র মেয়েলী ভাষার সন্ধান পাওয়া যায়। তবে এই কথাও সত্য, এই ভাষা লোক-সাহিত্যের সাধারণ নিয়মানুযায়ী স্বাভাবিক ভাবেই পরিবর্তিত হইতে হইতে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, কোন প্রাচীন কিংবা অব্যবহার্য শব্দের ইহাতে কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। সেইজন্য অধিকাংশ প্রবাদই বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনাশ্রিত, পুরুষের বহির্মুখী জীবনাশ্রয়ী কোন প্রবাদের সন্ধান প্রায় পাওয়া যায় না। পুরুষের কর্মক্ষেত্র সাধারণতঃ যে সকল বিষয় পর্যন্ত বিস্তৃত যেমন, মামলা, মোকদ্দমা, উকিল, মোক্তার, আদালত,

ফৌজদারী, ঋণ, ডিগ্রিজারী ইত্যাদি বিষয় সংক্রান্ত প্রবাদ সামান্যই আছে। অথচ অন্তঃপুর জীবনের নানা খুঁটিনাটি বিষয়, পারিবারিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে নানা প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়।

সামাজিক জীবনের স্তর অনুযায়ী মেয়েলী ভাষারও কতকগুলি স্তর আছে। যেমন নিতান্ত নিম্ন শ্রেণীর মেয়েদের ভাষা, তারপর নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়েলী ভাষা, উচ্চ মধ্যবিত্ত মেয়েলী ভাষা, টোলো অধ্যাপকদিগের পরিবারের মেয়েদের ভাষা সর্বাংশেই এক নহে। কিন্তু সাধারণ ভাবে সংগৃহীত হইয়া যে সকল প্রবাদ সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এই স্তর বিভাগ অনুভব করা যায় না। মনে হয়, স্ত্রীসমাজে প্রচলিত একটি আদর্শ কথ্যভাষা ইহাদের মধ্যে গৃহীত হইয়াছে। ইহার কারণ; সংগৃহীত হইবার পর মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবার কালে ইহাদের কথ্য ভাষাগত অসাম্য অনেকখানি দূর হইয়া তাহা একটি অভিন্ন আদর্শমুখীন হইয়াছে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালের অনেক সংগ্রহে পূর্ব বাংলা, উত্তর বাংলা, কিংবা পশ্চিম সীমান্তবর্তী বাংলার কথ্য ভাষাগত রূপ অনেকখানি রক্ষা পাইয়াছে। তাহাতে ইহাদের ভাষাতত্ত্বগত মূল্যও রক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু পূর্ববর্তী অধিকাংশ সংগ্রহেই তাহা রক্ষা পাইতে পারে নাই।

বাংলার মেয়েলী ভাষার একটি কথ্য ভাষাগত আদর্শ রূপ আছে, এমন মনে করিতে পারা যায় না, তথাপি তাহার মধ্যেও যে কতকগুলি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য আছে, তাহাও অস্বীকার করিতে পারা যায় না। কারণ, রন্ধন কর্ম, পারিবারিক আত্মীয়তার সম্পর্ক, স্ত্রীজাতির আচার আচরণ ইত্যাদির মধ্যে সারা বাংলাদেশে কোন পার্থক্য নাই। এমন কি, অনেক সময় মুসলমান পরিবারের সঙ্গেও হিন্দু পরিবারের অনেক বিষয়েই সাদৃশ্য আছে। সুতরাং এই ভাবেই এই বিষয়ে সাধারণ একটি ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছে।

মেয়েলী ভাষা অত্যন্ত রক্ষণশীল, সেইজন্য প্রবাদের ভাষায় প্রাচীন শব্দ না থাকিলেও অনেক প্রাচীন বাগ্ভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা আমাদের বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশের ধারা অনুসন্ধান করিবার পক্ষে সহায়ক হইতে পারে।

## বুদ্ধির বচন

জ্ঞান আর বুদ্ধি যে এক নহে তাহা বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন করে না।

বই পড়িয়া মুখস্থ করিলে লোক জ্ঞানী হইতে পারে, কারণ, সংস্কৃতে আছে, 'আবৃত্তি সর্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী' কিন্তু বুদ্ধি প্রকৃতি-দত্ত, তাহা অর্জন করিবার উপায় নাই। অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি সাধারণ বুদ্ধিহীন হইতে পারেন। সমাজে ইহার দৃষ্টান্তের কোন অভাব দেখা যায় না। প্রবাদকে বুদ্ধির বচন বলা যায়, কিন্তু জ্ঞানেব বচন বলা যায় না। প্রবাদ নিরক্ষরের রচনা, অবশ্য নিরক্ষর হইলেই আমাদের দেশে যে জ্ঞানহীন হইবে, তাহা নহে। নানা সূত্রে মানুষ জ্ঞান অর্জন করিয়া থাকে, ইহার জন্য তাহাকে কেবলমাত্র বই পড়িতে হয় না, সুতরাং নিরক্ষর হইলেও আমাদের দেশে জ্ঞানী হইতে বাধা হয় নাই। কিন্তু বুদ্ধি স্বতন্ত্র গুণ, উপস্থিত বুদ্ধি কিংবা কূট বুদ্ধি, অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিরও থাকে না। তবে অনেক সময় জ্ঞানী ব্যক্তিও বুদ্ধিমান হইতে পারে, সেখানেই জীবনে চরম সাফল্য দেখা যায়।

প্রবাদকে কেন জ্ঞানের বচন বলিতে পারি না, তাহা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু তাহাকে কি বুদ্ধির বচন বলিতে পারি? এই কথা সত্য, বুদ্ধি ব্যতীত প্রবাদের ক্ষিপ্র প্রয়োগ যেমন অসম্ভব, তেমনই প্রবাদ রচনা, ব্যঞ্জনা, শ্লেষ বা বক্রোক্তির ব্যবহারও কদাচ সম্ভব হইতে পারে না। সমাজ সম্পর্কে সুতীক্ষ্ণ সচেতনতা এবং তাহার উপর ভিত্তি করিয়া সংক্ষিপ্ত অথচ সাধারণ ভাষায় ব্যঞ্জনা-ধর্মী রচনার প্রকাশও বিদগ্ধ ব্যক্তি ব্যতীত কিছুতেই সম্ভব নহে। সুতরাং এ কথা স্বীকার করিতেই হয় যে প্রবাদ জ্ঞানীর সৃষ্টি নহে, বরং বুদ্ধিমানের জীবন উপলব্ধির সরস অভিব্যক্তি। প্রবাদ রচনায় সহজাত বুদ্ধি এবং কৌশলের যত আবশ্যক, জ্ঞান এবং বিদ্যার তত আবশ্যক নাই। কারণ, বুদ্ধি সহজাত, কিন্তু জ্ঞান সহজাত নহে, তাহা পরিশ্রম করিয়া আয়ত্ত করিতে হয়।

কেবল মাত্র প্রবাদ নহে, লোক-সাহিত্যের সকল বিষয় রচনাতেই জ্ঞান অপেক্ষা বুদ্ধির প্রয়োজন বেশি। ইহাতেও তাহার ব্যতিক্রম হইবার কোন কথা নাই। তবে যে নিছক জ্ঞানের কথা প্রবাদ-সংগ্রহে স্থান লাভ করিয়া থাকে, তাহা কতকটা প্রবাদের যথাযথ বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির অভাব হইতেই হইয়া থাকে। দুইয়ে দুইয়ে চার, ইহা জ্ঞানের কথা, ইহা বুদ্ধির কথা নহে; সুতরাং ইহা প্রবাদ নহে, পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরিয়া থাকে, ইহাও জ্ঞানেব কথা, বুদ্ধির কথা নহে; ইহাও প্রবাদ নহে। সুতরাং জ্ঞানের কথা, নীতির কথা ধর্মের কথা কদাচ প্রবাদ নহে। বুদ্ধির কথাই প্রবাদ।

বাংলায় ডাকের বচন নামে যে কথাটি আছে, তাহার অর্থ জ্ঞানের বচন। তিব্বতীয় ভাষায় ডাক শব্দের অর্থ জ্ঞান ( wisdom ); সে কথা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। ( বাংলার লোক-সাহিত্য, ১ম খণ্ড, ১৯৬২, পৃঃ ১৯৯ )। বাংলায় ডাকের বচন বলিতে জ্যোতিষ বিষয়ক কতকগুলি লৌকিক ছড়া বুঝায়, ইহারাও প্রবাদ নহে, সেই সম্পর্কে যথাস্থানে আলোচনা করিয়াছি।

## জ্ঞানের বচন

কতকগুলি এমন বচন আছে, তাহাদের মধ্যে পরকে আক্রমণ বা ব্যঙ্গ করিবার কোন প্রবৃত্তি কিংবা পরের চরিত্র সমালোচনারও কোন প্রয়াস দেখা যায় না, ইহারা জ্ঞানলব্ধ বিষয়ের সহজ প্রকাশ মাত্র। যেমন,

১। আলো হাওয়া বেঁধো না
রোগ ভোগে সেধো না।

২। কফ পিত্ত বাই, তিন নাশে পটল, ভাই।

৩। আলোয় উঠে আলোয় ঘুমায়,
তার দুঃখ কেউ না ঘুচায়।

৪। ঔষধ না খায় যার নিকটে মরণ।

৫। আশা আশা পর দুখ,
নিরাশাই পরম সুখ।

৬। আশায় যে ভর করে,
অনাহারে সেই মরে।

৭। আশার শেষ নাই।

৮। কখনও খেয়ো না ওলে আর ঘোলে,
কখনও ভুলো না ঢেমনার বোলে।

উদ্ধৃত বচনগুলির মধ্যে প্রথম চারিটি বচনকে স্বাস্থ্যের বচন বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু সাধারণভাবে, ঔষধ, চিকিৎসা, চিকিৎসক ইত্যাদির সঙ্গে ইহাদের কোন যোগাযোগ নাই, রোগের কোন বিশেষ ব্যবস্থাও ইহাদের মধ্যে নাই। সাধারণ জ্ঞান হইতেই এই বচনগুলি সৃষ্টি হইয়াছে, চিকিৎসার বিশেষ কোন জ্ঞান হইতে তাহা হয় নাই। সুতরাং ইহাদিগকে জ্ঞানের বচন

বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। তবে এ কথাও সত্য যে অনেক সময় স্বাস্থ্যের বচনও জ্ঞানের বচন হইতে পারে।

শেষের দিকে যে কয়েকটি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা জ্ঞানী ব্যক্তির অর্জিত জ্ঞানেরই প্রকাশ। জীবন সম্পর্কে যাহাদের বহুমুখী জ্ঞান লাভ হইয়াছে, তাহারা এই উক্তিগুলি প্রকাশ করিতে পারেন। উক্তিগুলির মধ্যে কোন বক্র কটাক্ষ কিংবা ব্যঞ্জনা নাই, সাধারণভাবে সত্য কথা যে ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে, এখানে তাহাই পাইয়াছে।

জ্ঞানের বচন মাত্রই প্রবাদ কিংবা প্রবচন নহে। জ্ঞানের বচনে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায়, কিন্তু প্রবাদের মধ্যে এই বিষয়ে একদেশদর্শিতার পরিচয় প্রকাশ পাইয়া থাকে। 'নরা গজা বিশাশয়' অর্থাৎ নর এবং গজ বা হাতী ১২০ বৎসর পর্যন্ত বাঁচিতে পারে, ইহা প্রবাদের আকারে রচিত হইলেও সাধারণ জ্ঞানের উক্তি, ইহা মানুষ এবং হাতীর আয়ুঃসীমা যে ১২০ বৎসর এই জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া রচিত, ইহার মধ্যে আর কোন ব্যঞ্জনা প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু 'মরা হাতি লাখ টাকা।' ইহা প্রবাদের লক্ষণাক্রান্ত, কারণ, ইহা কেবলমাত্র হাতীর উপরই প্রযোজ্য নহে, ইহার মধ্য দিয়া যে একটি সুগভীর ব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে হাতী ব্যতীত অন্যের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হইয়া একটি বিশেষ অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু পূর্ববর্তী প্রবাদটিতে হাতী সম্পর্কে একটি সাধারণ জ্ঞান মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

### প্রজ্ঞার বচন

ইংরেজিতে যাহাকে revelation বলে বাংলায় তাহাকে প্রজ্ঞার উপলব্ধি বলিতে পারা যাইতে পারে। ইহা অন্তরের গভীরতম উপলব্ধি, জাগতিক জীবনের স্তর হইতে মহাপুরুষের মন যখন অন্তর্মুখী গভীরতর স্তরে প্রবেশ করে, সেখানে কোনও কোনও মুহূর্তে তাহার অচেতন বা অবচেতন মন হইতে যে অকস্মাৎ পূর্বাপর সম্পর্কবিহীন, সত্যোপলব্ধি অনুভূত হয়, তাহাকে revelation বলা যায়। ইহার প্রকৃত বাংলা প্রতিশব্দ কি হইতে পারে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না, তবে প্রজ্ঞার বচন কথাটি এই সম্পর্কে ব্যবহার করিতে পারি।

প্রজ্ঞার উপলব্ধি সত্যের উপলব্ধি, এই সত্য প্রত্যক্ষ জীবনের পার্থিব বা

জাগতিক সত্য নহে। কিন্তু বলাই বাহুল্য, প্রবাদের সঙ্গে বাস্তব বা পার্থিব জগতেরই সম্পর্ক, অপার্থিব জীবন কিংবা তাহার কোন অলৌকিক সত্যোপলব্ধির সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং প্রবাদ যেমন জ্ঞানের বচন নহে, তেমনই প্রজ্ঞার বচনও নহে। প্রজ্ঞা আত্মিক অনুভূতি কিংবা ধ্যানলব্ধ, কিন্তু প্রবাদের সত্য পার্থিব জীবনাচরণের নিতান্ত সঙ্কীর্ণতা এবং ক্ষুদ্রতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রবাদে বাস্তব জীবনের রূপ প্রত্যক্ষ করি, কিন্তু প্রজ্ঞার মধ্যে অলৌকিক অনুভূতির ভাস্বর আলোর স্পর্শ অনুভব করি। একটি প্রত্যক্ষ করিবার বিষয়, আর একটি অনুভব করিবার বিষয়।

প্রজ্ঞা জীবনের মহতী বাণীকে বহন করে, কিন্তু প্রবাদ দৈনন্দিন জীবনের সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং প্রবাদের মধ্যে জীবনের নিত্যকালীন সত্যের কোনও অনুভূতি প্রকাশ পায় না, যাহা প্রকাশ পায়, তাহা সর্বদাই দেশ কালের সীমায় ধরা পড়িয়া থাকে।

তথাপি প্রবাদের মধ্যে এমন কতকগুলি বচন সঙ্কলিত হইয়া থাকে, তাহাদের নিত্যকালীন মূল্যও প্রকাশ পায়, যেমন—

১। অহিংসা পরম ধর্ম।

২। যথা ধর্ম তথা জয়।

৩। সত্যের সমান ধর্ম নাই।

প্রকৃত পক্ষে ইহারা প্রবাদ নহে, ইহাদের গঠনভঙ্গির জন্য ইহা প্রবাদ বলিয়া ভুল হয় মাত্র এবং এই ভুল বশতঃই ইহারা সাধারণ প্রবাদ সঙ্কলনে গৃহীত হইয়া থাকে।

প্রজ্ঞার অনুভূতি সাধারণতঃ অলৌকিক, পার্থিব জীবন এবং জগৎকে অতিক্রম করিয়া ইহার লক্ষ্য। সেইজন্য ধর্ম এবং ঈশ্বর-বোধই ইহার লক্ষ্য হইয়া থাকে। জাগতিক জীবনের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার ভিতর হইতে ইহার সত্য আমরা উপলব্ধি করি না, বরং সুগভীর ধ্যান এবং একাগ্র সাধনার মধ্য দিয়া তাহা মহাপুরুষগণ উপলব্ধি করিতে পারেন। কিন্তু প্রবাদ মহাপুরুষের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ফল নহে, বরং তাহার পরিবর্তে নিতান্ত সাধারণ নরনারীর প্রাত্যহিক জীবনের নিতান্ত ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ বাস্তব অভিজ্ঞতার ফল। প্রজ্ঞার অনুভূতির মধ্যে দৈনন্দিন জীবন চর্চার তুচ্ছ অভিজ্ঞতার প্রকাশ হয় না।

## বৃদ্ধের বচন

'বৃদ্ধের বচন' বলিয়া বাংলায় একটি কথা আছে। অর্বাচীন সংস্কৃতে তাহাকেই বলা হয়, 'বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যম্।' অর্থাৎ বৃদ্ধের বচন গ্রহণযোগ্য। ইহার প্রকৃত অর্থ কি এবং ইহার সঙ্গে প্রবাদের সম্পর্ক কি, তাহাও আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

এখানে বৃদ্ধের বচন শব্দের অর্থ জীবন সম্পর্কে যাহার বহুদর্শিতা বা বিভিন্নমুখী অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহার জীবন-অভিজ্ঞতামূলক বাণী। যে মূল উদ্ভট শ্লোক হইতে এই শ্লোকাংশটি বাংলা প্রবাদরূপে গৃহীত হইয়াছে, তাহা এই—

বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যম্ আপৎকালে হ্যপস্থিতে।
সর্বত্রৈবং বিচারেণ আহারে ন চ মৈথুনে॥

উদ্ভট শ্লোকটির আথিক অর্থ ধরিয়া বিচার করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে এখানে বৃদ্ধকে প্রকৃত বৃদ্ধ অর্থেই গ্রহণ করা হইয়াছে, বৃদ্ধ অর্থে জ্ঞানী কিংবা জ্ঞানবৃদ্ধরূপে গ্রহণ করা হয় নাই। কিন্তু বাংলায় যে ভাবে বৃদ্ধের বচন বা 'বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যম্' রূপে কথাটি প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে বৃদ্ধকে অভিজ্ঞ ব্যক্তি কিংবা জ্ঞানী হিসাবেই গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে 'হিতবাদী' নামক বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকায় 'বৃদ্ধের বচন' নাম দিয়া সমসাময়িক বিষয় সম্পর্কে কিছু কিছু মন্তব্য প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হইত, তাহাতে 'বৃদ্ধ' শব্দ অভিজ্ঞ ব্যক্তি অর্থে ব্যবহৃত হইত।

বাংলা প্রবাদে বৃদ্ধের বুদ্ধি সম্পর্কে নানাপ্রকার কটাক্ষপাত করা হইয়াছে, যেমন,

১। বুড়ো হ'লে বাহাত্তুরে পায়,
বুদ্ধি সুদ্ধি গুলিয়ে যায়।
২। বুড়ো হ'লে বক চেনে না।
৩। বুড়ো হ'লে ভীমরতি হয়।
৪। বুড়ো দাদাকে গায়ত্রী শেখানো।
৫। বুড়ো দিয়ে জরা শোধ।
৬। বুড়ো নয় রসের গুঁড়ো।
৭। বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ।
৮। বুড়ো বাঁদরকে নাচ শেখানো।

৯। বুড়ো বাপের খুড়ো।

১০। বুড়ো ময়না।

বাংলা প্রবাদে বয়সের দিক হইতে যাহারা বৃদ্ধ, তাহাদের প্রতি কোন শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয় না, তাহাদের বুদ্ধিসুদ্ধির উপর নিদারুণ বিতৃষ্ণা প্রকাশ করা হয়, তবে ক্বচিৎ ইহার ব্যতিক্রমও আছে, যেমন, 'নিদানের সারথি, বুড়ো মানুষের ভারতী।' সুতরাং বৃদ্ধের বচন বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা আক্ষরিক অর্থে বৃদ্ধ নহে, বরং রূপক অর্থে বৃদ্ধ অর্থাৎ তাহার অর্থ পরিণত জীবনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি।

এমন কি, 'বৃদ্ধের বচন' কথাটি লৌকিক উক্তি কি না সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। মনে হয়, ইহা অর্বাচীন বাংলা বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ (idiom)। ইহার প্রাচীন কোন ব্যবহার পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ বাংলার সমাজে বৃদ্ধ বা 'বুড়ো'র যে স্থান তাহাতে তাহার বচনের প্রতি কোন শ্রদ্ধা প্রকাশ করা যাইতে পারে, তাহা কল্পনারও অতীত।

বুড়োর মত বুড়ীর প্রতিও অনুরূপ মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে—

১। বুড়ী কাছে গেলেই পাঁচিল পড়ে।

২। বুড়ী মরে কি চামড়াই ছেঁড়ে।

৩। বুড়ীর আগ দুয়ারেও ভয়, বুড়ীর পাছ দুয়ারেও ভয়
সকল কথার মুখে বুড়ী কামের হিসাব লয়।

সুতরাং বুড়া কিংবা বুড়ী বা বৃদ্ধ বাংলা প্রবাদে অশ্রদ্ধেয় চরিত্র ; তাই তাহার বচনও শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না। অতএব বৃদ্ধ অর্থে অভিজ্ঞ ব্যক্তিই মনে করিতে হইবে।

এখন বিচার করিয়া দেখিতে হয়, প্রবাদ কি জীবন অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি? এই বিষয় লইয়া পূর্বেও একবার আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে বলিয়াছি, পরিণত জীবনের সামগ্রিক অভিজ্ঞতাই প্রবাদ নহে, গোষ্ঠী বা ব্যক্তির স্বার্থের উপর লক্ষ্য রাখিয়া গোষ্ঠী বা ব্যক্তির প্রতি বিশেষ ভঙ্গিতে যে সরসবাক্য বা পদ ব্যবহৃত হয়, তাহাই প্রবাদ। সামগ্রিক জীবন-অভিজ্ঞতার তাহাতে কোন স্থান নাই। কিংবা প্রকৃত অভিজ্ঞতা যাহা, তাহাই নিখুঁতভাবেই যে ইহাতে প্রকাশ পায়, তাহাও নহে। সুতরাং বৃদ্ধের বচন মাত্রই প্রবাদ নহে, কিংবা বিজ্ঞ বা পরিণত জীবন অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তিও প্রবাদ নহে। প্রবাদের যে সকল দাবী আছে, তাহা 'বৃদ্ধের বচন' সামগ্রিকভাবে পূর্ণ করিতে পারে না।

## হিতবচন

যে সকল বচন সাধারণভাবে সমাজের হিতসাধন করিয়া থাকে, তাহাকেই হিতবচন বলা যাইতে পারে। প্রত্যেক প্রবাদই যে হিতবচন তাহা নহে, এবং হিতবচন হইলেই যে তাহা প্রবাদ হইবে, তাহাও সত্য নহে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়—

১। কায়া ছেড়ে ছায়ার পিছে, যে ছুটে তার জীবন মিছে।

২। কথার নাম মধুবাণী, যদি কথা কইতে জানি।

৩। কথাতে হাতী পায়, কথাতে হাতীর পায়।

৪। পাথরে তুলো না হাত, পরাজয় নির্ঘাত।

৫। গতর খাটাও, গতর খাটাও সোনার মত জ্বলে।
গতর পোষ, গতর পোষ, রাঙের মত গলে॥

৬। শরীরের নাম মহাশয়, যা' সহাও তাই সয়॥

এই সকল বচন সাধারণ উপদেশাত্মক—সামগ্রিকভাবে সমাজের কল্যাণকর প্রবাদের যে একটি বিশেষ প্রকাশভঙ্গি আছে, তাহা প্রধানতঃ এখানে অনুপস্থিত। ক্বচিৎ কোন কোন বচনে প্রবাদের বিশেষ ভঙ্গিটি রক্ষা পাইয়াছে। যেমন,

কথাতে হাতী পায়, কথাতে হাতীর পায়।

ইহার অর্থ ভাল করিয়া কথা বলিতে পারিলে তাহাতে যেমন সংসারে লাভ হয়, তেমনই তেমন করিয়া কথা বলিতে না পারিলে প্রাণ সংশয় হইতে পারে। কিন্তু তথাপি বক্তব্যটি এখানে উপদেশাত্মক এবং সমাজের হিতসাধনকারী। বলার ভঙ্গিটি মাত্র প্রবাদের অনুরূপ।

ইহারা প্রকৃত প্রবাদ কেন হইতে পারে না, তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইলে দেখা যায় যে, ইহাদের মধ্যে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ বা পরচ্ছিদ্রান্বেষণের ভাব কিছু নাই, ব্যক্তিস্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া ইহাদের মধ্যে পরকে লইয়া অকারণ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিবার কিংবা কৌতুক পরবশ হইয়া অন্যকে অযথা আক্রমণ করিবার মনোবৃত্তিও ইহাদের মধ্য দিয়া প্রকাশ পায় নাই। সাধারণ হিতবচন সহজ কাব্যভাষার মধ্য দিয়া ইহাদের ভিতর প্রকাশ পাইয়াছে।

হিতবচনকে প্রকৃতপক্ষে নীতিবচনও বলা যায়। কারণ, সমাজের হিতসাধন করা নীতিবচনেরও লক্ষ্য। সংস্কৃত কথাসাহিত্যের অন্তর্গত 'হিতোপদেশ' গ্রন্থের বহু সংস্কৃত শ্লোক কিংবা শ্লোকের অংশ বাংলা প্রবাদরূপে

গৃহীত হয়। বিশেষতঃ যে সকল উপদেশ গার্হস্থ্য জীবন অনুসরণ করিবার জন্য একান্ত আবশ্যক, তাহা সহজেই প্রবাদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে, প্রকৃতপক্ষে তাহাই হইয়াছে। 'সসর্পে গৃহে বাস', 'অন্ন ভক্ষ্য ধনুর্গুণ' ইত্যাদি হিতোপদেশের নীতিমূলক শ্লোক হইতেই বাংলা প্রবাদরূপে প্রচলিত হইয়াছে। অনেক শ্লোকের মধ্যেই প্রবাদের ধর্মটি প্রকাশ পাইয়াছে, এই কথা সত্য। মনে হয়, এইসকল শ্লোক পূর্বে দেশী ভাষায় প্রবাদরূপেই প্রচলিত ছিল। তারপর কাহিনীগুলি যখন সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইতে গেল তখন প্রবাদগুলিও প্রাদেশিক ভাষা হইতে সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহারা নীতিবাক্যই, প্রবাদবাক্যের প্রাণশক্তি ইহাদের মধ্যে সঞ্চারিত হইতে পারে নাই।

## সুবচন

সংস্কৃতে যাহাকে সদুক্তি বলা হয়, তাহাকেই বাংলায় সুবচন বলা যায়। ইহাকে বাংলায় সুভাষিতও বলা হয়। এখন সুবচন মাত্রই প্রবাদ কি না, তাহাও বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে।

সুবচন অর্থে উত্তম বচন মনে করা যাইতে পারে। সহজ বা সাদা বাংলায় যাহাকে ভালো কথা বলি, ইহা তাহাই। কিন্তু প্রবাদ সর্বদাই যে নিতান্ত ভালো কথা, তাহা নহে। যে কথা পরকে আঘাত কিংবা ব্যঙ্গ না করিয়া সহজভাবে ব্যক্তি বা সমাজের প্রীতিকর হইতে পারে, তাহাই সুবচন।

১। মন মানে না তীর্থ করে, মিছে কাজে ঘুরে মরে।

২। শরীরের নাম মহাশয়, যা সহাও তাই সয়।

৩। যা না দেখে রবি, তা' দেখে কবি।

৪। দশের মুখে জয়, দশের মুখে ক্ষয়।

৫। ফুল ঝরে ত কাঁটা ঝরে না।

৬। ভাব ফেলে ভাষায় তোষা,
শাঁস ফেলে ছোব্‌ড়া চোষা।

৭। বৃষ্টির জলও লুকায়, চোখের জলও শুকায়।

৮। পাপী যাবে গঙ্গাস্নানে, সাধু যাবে কোনখানে।

৯। মনের অগোচর পাপ নাই, মায়ের অগোচর বাপ নাই।

১০। মানুষের মন কুমোরের চাক,
পলকে দেয় আঠারো পাক।

ইহাদের মধ্যে শ্লেষ কিংবা ব্যঙ্গাত্মক মনোভাবের কোন অভিব্যক্তি নাই; সহজভাবে সমাজ, গোষ্ঠী বা ব্যক্তির সম্পর্কে সরস কতকগুলি বাক্য এবং পদ রচিত হইয়াছে। পদগুলি ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠীস্বার্থ প্রণোদিত নহে, কোন বক্রোক্তি কিংবা ব্যঙ্গাত্মক মনোভাবের অভিব্যক্তিও নহে। সমাজ-জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা-নির্ভর কতকগুলি সরস বাক্য এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে মাত্র।

ইহারা জ্ঞানের বচন বলিয়া তত মনে হইবে না, কারণ, নীরস জ্ঞানের প্রকাশের মধ্যেই ইহারা সীমাবদ্ধ নহে, ইহাদের প্রধান গুণ সরসতা, জ্ঞান-বিদ্যা-জীবন-অভিজ্ঞতা সব কিছু অতিক্রম করিয়াই ইহাদের সরসতার গুণ প্রকাশ পাইয়াছে। এই সরসতার গুণেই ইহারা আকর্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে।

'বৃষ্টির জলও লুকায়, চোখের জলও শুকায়'—ইহার প্রকাশভঙ্গির মধ্যে এমন একটি গুণ প্রকাশ পাইয়াছে, যাহা ইহার ভাবার্থকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছে। কেবলমাত্র ভাব-গভীরতার গুণে ইহাদের ব্যবহার হয় না, বরং বহির্মুখী সরসতার ভিতর দিয়াই ইহাদের আবেদন প্রধানতঃ প্রকাশ পায়।

## চাণক্য বচন

সংস্কৃত উপদেশাত্মক কতকগুলি উদ্ভট শ্লোক চাণক্য শ্লোক নামে পরিচিত, বলাই বাহুল্য ঐতিহাসিক চাণক্যের সঙ্গে ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই। ঐতিহাসিক চাণক্য কূটবুদ্ধি সম্পন্ন লোক ছিলেন বলিয়া এই সকল লৌকিক উপদেশাত্মক অর্বাচীন সংস্কৃত শ্লোকগুলি চাণক্যের নামেই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ইহাদের একটি বিপুল অংশ সামগ্রিক ভাবেই হোক, কিংবা আংশিকই হোক বাংলা প্রবাদরূপে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, যেমন, 'যঃ পলায়তি স জীবতি'।

সংস্কৃত 'হিতোপদেশ' কিংবা 'পঞ্চতন্ত্রে'র কতকগুলি উপদেশাত্মক শ্লোক কিংবা তাহাদের অংশ বাংলা প্রবাদরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। যেমন, 'দুষ্টা ভার্যা শঠং মিত্র ভৃত্যশ্চোত্তরদায়কঃ। সসর্পে চ গৃহে বাসঃ মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ।

সাধারণ ভাবে যে শ্লোকগুলি চাণক্য শ্লোক বা চাণক্য বচন নামে প্রচলিত, তাহাদের মধ্যে প্রধানতঃ কৌশল অবলম্বন করিয়া আত্মরক্ষা করিবার উপদেশ

দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে নীতি কিংবা ধর্মের কথা প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু সাধারণ 'হিতোপদেশ' কিংবা 'পঞ্চতন্ত্রে'র শ্লোকগুলিতে যে উপদেশ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাদের অনেকটা নৈতিক কিংবা ধর্মীয় মূল্য আছে, কেবল মাত্র কূটকৌশলে আত্মরক্ষার কথা নাই। নিতান্ত উপদেশাত্মক শ্লোকগুলির প্রবাদগত মূল্য কিছু নাই, ইহাদের রচনার মধ্যেও উচ্চাঙ্গের কোন শিল্প কৌশল প্রকাশ পায় না, অথচ প্রবাদের নীতিগত মূল্য বিশেষ কিছু নাই, অর্থাৎ প্রবাদ নৈতিক উপদেশাত্মক ( didactic ) রচনা নহে। এই দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে চাণক্য বচনের যে প্রবাদগত মূল্য আছে, 'হিতোপদেশ' 'পঞ্চতন্ত্রে'র উপদেশাত্মক শ্লোকগুলির তাহা নাই।

চাণক্য বচনগুলি যে এককালে বাংলায় প্রচলিত ছিল, তাহাও অনুমান করা যাইতে পারে। এ দেশে সংস্কৃত প্রভাবের যুগে যেমন 'গীত-গোবিন্দ' প্রমুখ অনেক প্রাদেশিক ভাষায় রচিত গ্রন্থ বাংলা হইতে সংস্কৃতে অনূদিত হইয়াছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন, তেমনই চাণক্য শ্লোক শ্রেণীর রচনা-গুলিও একদিন এই দেশীয় ভাষায় প্রচলিত ছিল, তারপর নূতন সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের হাতে পড়িয়া ইহারা সংস্কৃতে অনূদিত হইয়াছে, এমন মনে করা যাইতে পারে। সেই জন্য ইহাদিগকেও বাংলা প্রবাদের ক্ষেত্রে আলোচনা করা যাইতে পারে।

## 'কবীন্দ্র বচন'

সংস্কৃত সাহিত্যেও সুভাষিতাবলী সঙ্কলনের যে রীতি আছে, তাহাতেও বচন শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একটি উল্লেখ যোগ্য সংস্কৃত কবিতা-সংগ্রহের নাম 'কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়'। ইহাতে বিভিন্ন পরিচিত এবং অপরিচিত সংস্কৃত কবির রচনা হইতে উৎকৃষ্ট পদগুলির সঙ্কলন করা হইয়াছে। এইপ্রকার সঙ্কলন সংস্কৃতে আরও আছে, ইহাদের নাম যথা—'সুভাষিতাবলী', 'সূক্তি-মুক্তাবলী' 'সদুক্তি কর্ণামৃত' ইত্যাদি। ইহারা প্রধানতঃ সংস্কৃত নানা রসের পদসংকলন হইলেও ইহাদের কোন কোন কবিতার অংশের মধ্যে বাংলা প্রবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন 'কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়ে' ধর্মকীর্তি নামক কবির রচনায় এই শ্লোকটি পাওয়া যাইতেছে—

প্রিয়ে প্রয়াতে হৃদয়ং প্রয়াতম্
নি ·····চেতনয়া সহৈব।

নির্লজ্জ হে জীবিত ন শ্রুতং কিম্
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।

এই শ্লোকের শেষ পদটি বাংলায় প্রবাদরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অবশ্য এই পদটি সংস্কৃত মহাভারত হইতে আসিয়াছে, এই কথা সত্য এবং মহাভারতের বকরূপী ধর্মের সুপরিচিত কাহিনী হইতেই ইহা বাংলা প্রবাদে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে সংস্কৃতে যে সংকলনকে 'বচন সমুচ্চয়' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে ইহা স্থান পাইয়াছে। প্রবাদ অর্থে বচন শব্দটির এখানে সংস্কৃতেও সমর্থন পাওয়া যাইতেছে। উপরে যে সকল সংস্কৃত সংকলন গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিলাম, তাহাদের অনেকের মধ্যেই বহু প্রকৃত প্রবাদ না থাকিলেও সুবচন শ্রেণীর বহু পদের সন্ধান লাভ করিতে পারা যাইবে।

কালিদাস রচিত কাব্য-নাটকের কোন কোন সংস্কৃত শ্লোকের কোন কোন পদ সুভাষিত এমন কি, বাংলা প্রবাদরূপেও ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। যেমন 'রঘুবংশে'র পঞ্চম সর্গের একটি শ্লোক—

'অপি ক্রিয়ার্থং সুলভং সমিধ্‌কুশম্,
জলান্যপি স্নানবিধিক্ষমানি তে।
অপি সশক্ত্যা তপসি প্রবর্ত্তসে
শরীরমাদ্যম্ খলু ধর্মসাধনম্।'

উদ্ধৃত শ্লোকের শেষ পদটি বাংলা সুবচন বা প্রবাদরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। সংস্কৃতেও ইহা একটি উত্তম সুভাষিত।

বাংলাতেও ভারতচন্দ্র রচিত বহু পদ এমনই সুবচন বা প্রবাদে পরিণত হইয়াছে। ইহাতে যেমন একদিকে ভারতচন্দ্রের রচনার গুণ, আর একদিকে তাহার সত্যানুভূতির সার্থকতা প্রকাশ পাইয়াছে।

## শাস্ত্রের বচন

বাংলায় শাস্ত্রের বচন বলিয়া একটি কথা আছে। শাস্ত্রের বচন বলিতে কি বুঝায়, ইহা দ্বারা প্রবাদ বুঝাইতে পারে কিনা, তাহাও একটু বিচার করিয়া দেখিতে হয়।

হিন্দু সমাজ শাস্ত্রনির্ভর। শাস্ত্রের অনুশাসন মানিয়াই ইহার ব্যক্তি এবং

গোষ্ঠীর জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। সেইজন্ত শাস্ত্রের অনুশাসনকে শাস্ত্রের বচন বলা যায়।

কিন্তু শাস্ত্র শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণকে যেমন শাস্ত্র বলে, তেমনই সাংখ্যযোগ-তর্ক-পূর্বোত্তর মীমাংসাসূত্র, নীতিগ্রন্থ, ব্যাকরণ ইত্যাদিকেও শাস্ত্র বলা হয়। জ্ঞান অর্থেও শাস্ত্র শব্দ ব্যবহৃত হয়। শাস্ত্রজ্ঞান, শাস্ত্রকার, শাস্ত্রকোবিদ, ইত্যাদি শব্দ অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। লিখিতভাবে জ্ঞান বিষয়ক রচনা যাঁহারা প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই এই সকল বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন। তাহা ছাড়াও শাস্ত্রগণ্ড, বা শাস্ত্রে পল্লবগ্রাহী, শাস্ত্রচক্ষুঃ বা শাস্ত্রজ্ঞানদর্শী, শাস্ত্রচিন্তক বা শাস্ত্রচিন্তাকারী পণ্ডিত বা বিদ্বান, শাস্ত্রচোর বা অন্যকৃত শাস্ত্র নিজ বলিয়া প্রচারকারী ইত্যাদি তৎসম শব্দও বাংলায় প্রচলিত আছে। কিন্তু এই শ্রেণীর শাস্ত্রে যাহা সঙ্কলিত আছে, তাহা প্রবাদশ্রেণীর রচনা নহে, কিংবা প্রবাদের মত মৌখিক প্রচলিতও নহে; শাস্ত্রবাক্য সর্বত্রই লিখিতভাবেই প্রচার লাভ করে।

কিন্তু লিখিত শাস্ত্রের পরও একটি লৌকিক শাস্ত্র আছে, তাহার বাণী সর্বদাই মুখে মুখে প্রচার লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত শাস্ত্রের বচন বলিতে যাহা বুঝায়, মৌখিক শাস্ত্রের বচন তাহা নহে।

মৌখিক প্রচলিত নানা বিধিনিষেধ কিংবা ব্যক্তিগত আচার আচরণের কথাই মৌখিক শাস্ত্রের বিষয়।

১। পূর্ণিমা অমায় যে ধরে হাল,
তার দুঃখ চিরকাল।
তার বলদের হয় বাত
ঘরে তার না থাকে ভাত।

২। ভাদ্র মাসে রুয়ে কলা,
সবংশে মৈল রাবণ শালা।

খনা এবং ডাকের বচন নামক যে বাংলা বচনগুলি প্রচলিত আছে, তাহাদিগকে লৌকিক কৃষি এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রের বচন বলা যায়। উপরি-উদ্ধৃত বচনগুলিও তাহাই। কিন্তু তথাপি ইহারা উপদেশবাণী মাত্র, প্রবাদের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য ইহাদের মধ্য দিয়াও প্রকাশ পাইতে পারে নাই। কারণ, ইহাদের রচনার মধ্যে কোন ভাব কিংবা অর্থগত ব্যঞ্জনা নাই।

বাংলার লৌকিক শাস্ত্র বলিতে কৃষিশাস্ত্রই প্রধান। খনার বচনগুলি কৃষি-শাস্ত্রেরই বচন। ডাকের বচনগুলিও তেমনই লৌকিক জ্যোতিষ শাস্ত্রের বচন। তাহা ছাড়া কিছু কিছু স্বাস্থ্যের বচন প্রচলিত আছে, তাহাও চিকিৎসা শাস্ত্রের বচন বলিয়া উল্লেখ করা যায়। নৈতিক বচনগুলির সংখ্যা বাংলাতে খুব বেশি নাই, তাহাদের মধ্যে মাত্র কোন্ তিথি-নক্ষত্রে কোন কোন বস্তু আহার করিতে নাই, যাত্রাকালীন কি দেখিতে আছে, কি দেখিতে নাই, বিবাহের কন্যাবিচারে কি কি লক্ষণ শুভ এবং কি কি অশুভ লক্ষণ মনে করা হয়, তাহাদেরই উল্লেখ আছে।

কিন্তু ইহাদের রচনার মধ্যে কোন ব্যঞ্জনা প্রকাশ পায় না বলিয়া প্রবাদের যথার্থ স্বাদ ইহাদের ভিতর পাওয়া যায় না। এমন কি, যথার্থ শাস্ত্রবচন বলিতে ইহাদিগকেও বুঝায় না।

শাস্ত্রের বচন অলঙ্ঘনীয় বাক্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। শাস্ত্র অলঙ্ঘনীয় এই ভাব হইতেই ইহার উদ্ভব হইয়াছে। বলাই বাহুল্য, বাংলায় লৌকিক শাস্ত্রের বচন হিসাবে, যাহা উল্লেখ করিলাম তাহাদের এই গুণ নাই।

### ভবিষ্যতের বচন

ভাষার জন্মকাল হইতেই সাহিত্যে প্রবাদের ব্যবহার হইয়া আসিতেছে, তাহা নহে। ভাষা যতদিন পর্যন্ত সাহিত্যিক উপযোগিতা লাভ করিতে না পারিয়াছে, ততদিন পর্যন্ত তাহাতে প্রবাদের ব্যবহার প্রচলিত হয় নাই। সেই-জন্য আদিবাসীর অপরিণত ভাষায় প্রবাদের কোন প্রচলন নাই। যে জাতির কোন সুদৃঢ় সাংস্কৃতিক বনিয়াদ নাই, সেই জাতির মধ্যেও প্রবাদের বিকাশ লাভ সম্ভব নহে। তারপর জাতির সাহিত্য যখন মৌখিক স্তর হইতে লিখিত রূপ লাভ করে, তখন হইতেই তাহাতে প্রবাদের ব্যবহার সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ করে।

জাতির এক সুদৃঢ় সাংস্কৃতিক বনিয়াদের উপর একদিন বাংলা ভাষার জন্ম হইয়াছিল, সেইজন্য ইহার জন্ম মুহূর্তেই ইহার মধ্যে প্রবাদেরও আবির্ভাব দেখা গিয়াছিল। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদে যে কয়টি প্রবাদের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, শুধু মৌখিক ভাবেই নহে, লিখিত সাহিত্যের মধ্যেও প্রবাদের ব্যবহার সেদিন অত্যন্ত ব্যাপক হইয়া

উঠিয়াছিল। চর্যাপদের নিদর্শন কয়টি সামান্য, কিন্তু এই সামান্য নিদর্শনগুলি হইতেই সেই যুগেই যে ইহাদের ব্যাপক ব্যবহার হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

তারপর সমগ্র মধ্যযুগ ব্যাপিয়া বাংলা সাহিত্যের যে অনুশীলন হইল, তাহার মধ্যে যে সকল ধারা সংস্কৃত প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিয়া বাঙ্গালীর জন-জীবনের সান্নিধ্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে প্রবাদের ব্যবহার অব্যাহত রহিল। অবশ্য প্রবাদ মৌখিক ব্যবহারের বিষয়, মৌখিক ব্যবহারের মধ্যেই ইহার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা প্রকাশ পায়। কিন্তু তাহা যখন লিখিত আকারে সাহিত্যে প্রবেশ করে, তখন তাহার রূপের এবং তাহা হইতে রসেরও অনেকখানি পরিবর্তন হইয়া থাকে। সমগ্র মধ্যযুগ ব্যাপিয়া সাহিত্যে ইহার যে সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা ইহার স্বাভাবিক রূপ নহে, ইহার কৃত্রিম রূপ মাত্র। অর্থাৎ ধর্মমঙ্গলের কবি যখন লেখেন,

রোগ-ঋণ-রিপুশেষ দুঃখ দেয় র'য়ে,

তখন এই বিষয়ে মৌখিক যে প্রবাদটি প্রচলিত, প্রকৃত পক্ষে তাহাই এখানে বলেন না, বরং তাহার পরিবর্তে তাহার চৌদ্দ অক্ষরের বাঁধুনিতে বাঁধা কবিতার একটি কৃত্রিম পদের কথাই বলেন। প্রবাদের স্বাভাবিক বিকাশ এখানেই প্রথম বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং স্বাভাবিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হইবার যে অনিবার্য পরিণতি, ইহাকে তাহারও সম্মুখীন হইতে হয়। অর্থাৎ ক্রমে ইহার গতিপথ অবরুদ্ধ হইয়া যায়।

সুতরাং দেখা যায়, সাহিত্যের ভিতর দিয়া প্রবাদ কখনও বিকাশ লাভ করিতে পারে না, লোক-সাহিত্যের সকল বিষয়ই যেমন মৌখিক বিকাশ লাভ করে, প্রবাদও যতদিন পর্যন্ত মৌখিক প্রয়োগের ভিতর দিয়া অগ্রসর হয়, অর্থাৎ লোক-সাহিত্যের ধর্ম রক্ষা করে, ততদিন পর্যন্তই তাহা বিকাশ লাভ করে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেখা যায়, সাহিত্যের ভিতর দিয়া ইহার গতিপথ অবরুদ্ধ হইয়া পড়িলেও ইহার মৌখিক ধারাটিও যতদিন পর্যন্ত স্বাধীন ভাবে অগ্রসর হইতে থাকে, ততদিন পর্যন্ত ইহার ধারা বিনষ্ট হইতে পারে না। কিন্তু কালক্রমে লিখিত সাহিত্য মৌখিক সাহিত্য বা লোক-সাহিত্যকে প্রভাবিত করে, তাহার ফলে লোক-সাহিত্যের মৌলিক শক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়, নিজের বৈশিষ্ট্য আর তাহা রক্ষা করিতে পারে না।

মধ্যযুগের কবিদিগের মধ্যে ভারতচন্দ্রই তাঁহার রচনায় সর্বশেষ ব্যাপক ভাবে বাংলা প্রবাদের প্রয়োগ করিয়াছেন। অবশ্য এই কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কবিতার মধ্যে ব্যবহার করিবার প্রয়োজনে অনেক প্রচলিত প্রবাদেরই হয়ত তিনি অঙ্গ নূতন করিয়া বিন্যাস করিয়া লইয়াছিলেন এবং তাঁহার স্বরচিত বহু পদও রচনার গুণেই হউক কিংবা অর্থের গুণেই হউক, প্রবাদ রূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এই বিষয়ে তাঁহার যে প্রবণতা ছিল, সে যুগে তাহা আর কাহারও ছিল না।

তারপর উনবিংশ শতাব্দী বা বাংলার নবজাগরণের যুগের সাহিত্যেও প্রথম দিকে বাংলা প্রবাদের ব্যাপক প্রয়োগ দেখা গিয়াছিল। সেই যুগে প্রবাদ প্রয়োগের একটি নূতন ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা বাংলা নাটক-প্রহসন। নাটক প্রহসনে যে সংলাপ ব্যবহার করিতে হইল, তাহাতে কথ্য ভাষা ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া গেল এবং এই সূত্রেই বহু সংখ্যক বাংলা প্রবাদ বহিরঙ্গ রূপের দিক হইতে কোনভাবে পরিবর্তিত না করিয়াও সাহিত্যে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। এই বিষয়ে নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র ইঁহারা যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

কিন্তু এই ধারাও ক্রমে শুষ্ক হইয়া আসিতে লাগিল; কারণ, নাটকীয় সংলাপের ভাষা ক্রমে বাস্তব ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া কৃত্রিম হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রবাদের প্রয়োগের মধ্য দিয়া সংলাপের ভাষা ইহার বাস্তব ধর্ম এতকাল রক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু জাতীয় জীবনাচরণের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবার জন্য সাহিত্যের ভাষা কৃত্রিম হইয়া উঠিল এবং ক্রমে বাংলা নাটকীয় সংলাপের ভাষা সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের মতই কৃত্রিম রূপ লাভ করিল। ক্রমে সাহিত্যের প্রয়োগ-ক্ষেত্র হইতে বাংলা প্রবাদ নির্বাসিত হইতে লাগিল।

# প্রবাদ

১ অকৎ সকৎ ঘকৎ,
এই তিনটা দিবা পারিলে
মাগী থাকে ঠিকৎ।

[ উ - বা— অকৎ খাওয়া, সকৎ সখের জিনিস, ঘকৎ প্রেম—এই তিনটি জিনিস দিতে পারিলে মাগী বা স্ত্রী ঠিক থাকে। ]

২ অকম্মা ভাতার সেজার দোসর,
শেজাত্ করে খোসর খোসর।

[ উ-বা—অকম্মা অকর্মণ্য, ভাতার স্বামী, শয্যার দোসর মাত্র, শয্যায় শুইয়া কেবল এ পাশ ও পাশ করে।

৩ অকাজে বউড়ী দড়, লাউ কুট্‌তে খরতর।

[ দড় - দৃঢ়; লাউ কুটা সর্বাপেক্ষা সহজসাধ্য কাজ এই অর্থে। ]

*৪ অকাল কুষ্মাণ্ড।

৫ অকাল গেল সুকাল এল, খেলে কাঁটালের কোষ,
এখন কি বলে পালাবে বোন পো দিয়ে মাসীর দোষ।

৬ অকাল গেল সুকাল এ'ল পাকল কাঁটাল কোষ,
আজ বন্ধু ছেড়ে যাও দিয়ে আমার দোষ।

৭ অকালে খেয়েছ কচু, মনে রেখ কিছু কিছু।

৮ অকালে কি না খায়।

[ পা - আকালে ]

৯ অকালে না নোয় বাঁশ, বাঁশ করে ট্যাশ ট্যাশ।

১০ অকালে বাড়ে সকালে মরতে।

*১১ অকালের বাদলা।

*১২ অকালের বোধন।

১৩ অকালের তাল বড় মিষ্টি।

*১৪ অকূল পাথারে ভাসা।

*১৫ অকূলে কূল পাওয়া।

১৬ অকেজো নাপিতের বোঝাভরা ক্ষুর।

১৭ অকেজোর তিন কাজ বড়, ভোজন নিদ্রা ক্রোধ দড়।

*১৮ অক্কা পাওয়া।

*১৯ অক্ষরে অক্ষরে।

*২০ অগস্ত্য দোষ।

[ জনশ্রুতি এই যে অগস্ত্য মুনি ১লা ভাদ্র দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিয়াছিলেন, আর ফিরিয়া আসেন নাই। সেইজন্য মাসের ১লা তারিখ যাত্রার যে দোষ বর্তায়, তাহাকেই অগস্ত্য দোষ বলা হয়। ]

*২১ অগস্ত্য যাত্রা।

*২২ অগস্ত্যের পিপাসা।

২৩ অগুণ মানুষ গুণ না চিনে, মূষা না চিনে বিড়ালী,
অপ্রেম প্রেম না চিনে, কাঠ না চিনে কুড়ালী।

[ মূষা—মূষিক। ]

২৪ অগুরু চন্দন ফেলে চায় শেওড়া কাঠ।
কোকিলের ধ্বনি ফেলে বানরের নাট॥

২৫ অগ্নি ব্যাধি ঋণ, তিনের রেখো না চিন্।

*২৬ অগ্নি পরীক্ষা।

*২৭ অগ্নিশর্মা।

২৮ অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ ঘোষ ঠাকুরের পাটে।

*২৯ অগ্রপশ্চাৎ করা।

৩০ অঘটন ঘটায় বিধি।

[ পা—অঘটন আজো ঘটে। ]

৩১ অঘটন ঘটায় যত, বিদ্বে আর বল্‌ব কত।

৩২ অঘটির ঘটি হল, জল খেতে খেতে প্রাণটা গেল।

[ পা—আদেখ্‌লার। ]

৩৩ অচেনা পথ আর জঙ্গল সমান।

অজানা জল আর জানা শ্মশান॥

[ উভয়েই ভয়ের স্থান। ]

৩৪ অজগরের দাতা রাম।

[ অজগর এক জায়গায় স্থির হইয়া পড়িয়া থাকে, আহার সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে না, দাতা রামচন্দ্র তাহার আহার যুগাইয়া থাকেন। ]

*৩৫ অজাত পুত্রের নামকরণ।

[ স উদ্ভট 'অজাত পুত্র নামোৎকীর্তন', বাংলা প্রবাদ তু 'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।' ]

৩৬ অজাপুত্রং বলিং দদ্যাৎ।

[উদ্ভট সংস্কৃত শ্লোকের অংশ বাংলায় প্রবাদ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে—'অজা পুত্রং বলিং দদ্যাৎ দেবো দুর্বলঘাতকঃ।']

৩৭ অজাযুদ্ধে আঁটুনি সার।

[ ঐ—'অজা যুদ্ধে ঋষি শ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘডম্বরে। দাম্পত্য কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।' ]

৩৮ অজ্ঞানে করে পাপ জ্ঞান হলে মনস্তাপ।

৩৯ অজ্ঞানে করে পাপ, জ্ঞান হলে সারে।

সজ্ঞানে করে পাপ, সঙ্গে সঙ্গে ফেরে॥

[ অজ্ঞান অবস্থায় পাপ করিলে সেই পাপের সম্বন্ধে জ্ঞান হওয়া মাত্র তাহা সারিয়া যায়, অর্থাৎ তাহা হইতে মুক্তি হয়। কিন্তু যে সজ্ঞানে পাপ করে, তাহার কোন ভাবেই মুক্তি হয় না। ]

৪০ অজ্ঞানে বাপান্ত করে, জ্ঞানবানে কি তাই ধরে।

৪১ অজ্ঞানের কালে জানে না, অমানুষের কালে মানে না।

[ যে অজ্ঞান সে না জানিয়া ( অন্যায় ) করে, যে অমানুষ সে ( যাহা ন্যায় তাহা ) না মানিয়া অন্যায় করে। ]

৪২ অজ্ঞানের পাপ জ্ঞানে যায়, জ্ঞানের পাপ তীর্থে যায়।

৪৩ অতি আদরের দুলাই ঝি, তুরুকে নিলে করবে কি।

[ দুলাই দুলালী বা আদরের ; তরুক তুর্কী মুসলমান। ]

৪৪ অতি আশা সর্বনাশ।

৪৫ অতি আশা, বাঘের বাসা।

৪৬ অতি ক্ষুধা যার, হাড় কাঁটা তার।

৪৭ অতি খাতিরে পেট ডাগর।

৪৮ অতি চতুরের ভাত নেই, অতি সুন্দরীর ভাতার নেই।

[ তু—অতি বড় সুন্দরী না পায় বর, অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর। ]

৪৯ অতি চালাকের গলায় দড়ি, অতি বোকার পায়ে বেড়ি।

৫০ অতিদর্পে হতা লঙ্কা।

[ স প্রবচনের অংশ—'অতিদর্পে হতা লঙ্কা অতিমানে চ কৌরবাঃ। অতিদানে বলির্বধঃ সর্বমত্যন্তগর্হিতম্ ॥ ]

৫১ অতিদানে বলির পাতালে হইল ঠাঁই।

[ সা—প্র ]

৫২ অতি দীঘলি হয় রাঁড়ী, নির্বন হয় নাড়ামুড়ী।

[ ডাকের বচন ]

৫৩ অতি দোসর হয়, গালে তুলে দেয়, না ঢিক্‌লে ত নয়।

[ ঢিক্‌লে—গিল্‌লে ]

৫৪ অতি পিরীত যেখানে, অতিবিচ্ছেদ সেখানে।

[ পা—১। অতিপিরীতের শতেক জ্বালা। ২। অতি পিরীতের অনেক বিচ্ছেদ। ]

৫৫ অতি পিরীত যেখানে, কীর্তি ঘটে সেখানে।

৫৬ অতি পীরিতি বিষম জ্বালা।
কম পীরিতিই থাকে ভালা॥

৫৭ অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর,
অতি বড় বড় সুন্দরী না পায় বব।

[ পা—অতি বড় সুন্দরী না পায় বর, অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর। ]

৫৮ অতি বড় সোদর, তিন দিন করবে আদর।

৫৯ অতি বাড় বেড়োনা, ঝড়েতে উড়াবে।
অতি নিম্ন হয়োনা, ছাগলে মুড়াবে॥

[ নিম্ন—নীচ। ]

৬০ অতি বুদ্ধি পোঁদে দড়ি।

৬১ অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।

৬২ অতি ভাব যেখানে, নিত্যি যাবে সেখানে।
যদি যাবে নিত্যি ঘট্‌বে একটা কীর্তি॥

৬৩ অতি ভোখে ভোখ নাই, অতি রাগে রাগ নাই, রাগ করে ক্ষেমা।

[ ইহা একটি কাহিনীমূলক প্রবাদ : ভূমিকা দ্রষ্টব্য। ]

৬৪ অতি মন্থনে বিষ ওঠে।

৬৫ অতি মেঘে অনাবৃষ্টি।

৬৬ অতি রতিতে রণে বিরত,
তার দেহ সদাই সুস্থ।

[ ব্রহ্মচর্য পালনকারীর দেহ সর্বদা সুস্থ থাকে। ]

৬৭ অতি লোভে তাঁতী নষ্ট।

[পরবর্তী আরও দুইটি প্রবাদে জানিতে পারা যায়, তাঁতী তাঁত ছাড়িয়া হাল গরু কিনিয়া এবং জাল বুনিয়া জেলের ব্যবসায় করিতে গিয়া উচ্ছন্ন হইয়া গেল। তবে তাঁতী লোভ বশতঃই যে তাঁত ছাড়িয়াছিল, তাহা নহে, বিদেশী বণিকগণ এ'দেশে আসিয়া তাঁতীর বুড়া আঙ্গুল কাটিয়া দিয়াছিল বলিয়া তাঁহারা বাধ্য হইয়া নিজেদের ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছিল। ]

৬৮ অতি সাধ অতি বিষাদ।

৬৯ অতি সাধের পার্বতী, তার কপালে দুর্গতি।

৭০ অদন্তের দাঁত হল, কামড় খেতে প্রাণটা গেল।

৭১ অদন্তের হাসি বড় ভালবাসি।

[ প্রবাদ অপেক্ষা ছড়ার গুণ ইহাতে অধিক প্রকাশ পাইয়াছে। ]

৭২ অদৃষ্টে করলা ভাতে, বীচি কচ্‌কচ্‌ করে তাতে,
পড়ল বীচি বুড়োর পাতে॥

[ পা—গজ গজ করে। ]

৭৩ অদৃষ্টের কিল পুতেও কিলোয়।

[ পা—কপালের কিল বাপেও কিলোয়। ]

*৭৪ অদৃষ্টের পরিহাস।

৭৫ অদৃষ্টের ফল, কে খণ্ডাবে বল।

৭৬ অদ্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ।

[ স—উদ্ভট প্রবচনের অংশ ভিন্নার্থে বাংলায় ব্যবহৃত—'মাসমেকং নরো যাতি দ্বৌ মাসৌ মৃগশূকরৌ। অহিরেকং দিনং যাতি অদ্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ॥' সংস্কৃত হইতে বাংলায় ইহার অর্থের পরিবর্তন হইয়াছে; আমার 'অদ্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণ' (অবস্থা)। অর্থাৎ আমি দিন আনি দিন খাই। ]

৭৭ অদ্য যুদ্ধং ত্বয়া ময়া।

[ স—শ্লোকাংশ। পূর্ণ শ্লোকটির অর্থ—সাতটি সিংহ পাঁচটি ব্যাঘ্র ইতিপূর্বে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছি, আজকের যুদ্ধ তোমাতে এবং আমাতে। বীরত্বের অহঙ্কারসূচক উক্তি। ]

৮৭ অধিক খেতে করে আশা, তার নাম বুদ্ধিনাশা।

৭৯ অধিকং তু ন দোষায়।

[ স—বেশিতে দোষ নাই। ]

৮০ অধিবাসের গুঁতো সামলালে বিয়ে করা ত অল্প কথা।

৮১ অন্‌কি কামড়ালে চুলকোয় গা,
একটু তেল দে অমর্তর মা।
তেল আছে, নেই পলা, কাল এস দুপুরবেলা॥
[ অন্‌কি—এক প্রকার ক্ষুদ্র পোকা। পলা—পাত্র। ]

৮২ অনটনের দুনো ব্যয়।

*৮৩ অনধিকার চর্চা।

৮৪ অনন্তদেবের অনন্তলীলা, ছকু দাদার আঠারো লীলা।

৮৫ অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড়্‌চড়্‌ করে।

৮৬ অনাথের দৈব সখা।

৮৭ অনাথের নাথ বিধাতা।

৮৮ অনাবৃষ্টে রাজ্য মজে, পাপে মজে ধর্ম।
কোটালেতে চোর মজে, আলস্যে মজে কর্ম॥

৮৯ অনাহ্বানের নিমন্ত্রণ, আঁচালে বিশ্বাস।
[ পা—১। বেল্লিকের, কৃপণের, জোচ্চোরের বাড়ীর। ২। না আঁচালে বিশ্বাস নাই। ]

৯০ অনুরাগ বিনে গৌর আস্‌বে কেনে।

৯১ অনেক কাঠখড় লাগবে।
[ পা—পোড়াতে হবে। ]

৯২ অনেক কালের ছিল পাপ, ছেলে হল সতীনের বাপ।

৯৩ অনেক খাবে ত অল্প খাও, অল্প খাবে ত অনেক খাও।
[ দীর্ঘজীবী হইতে হইলে স্বল্পাহারী হইতে হয়, স্বল্পায়ু হইতে চাহিলে অপরিমিত ভোজী হইতে হয়। ]

৯৪ অনেক গর্জনে ফোঁটা বৃষ্টি।
[ পা—১। যত গর্জায় তত বর্ষায় না। ২। অনেক গর্জন বিন্দু বর্ষণ। ]

৯৫ অনেক জলের মাছ।
[ পা—গভীর বা অগাধ জলের মাছ। ]

৯৬ অনেক বোঝে, অল্প বোঝে না।

৯৭ অনেক দুর্ভাগ্য যার ঘরে নেই মা।
অনেক দুর্ভাগ্য যার নেই অন্ন ছা॥
[ তুঃ স—'মাতা যস্য গৃহে নাস্তি' ইত্যাদি। ছা—স শাব, এখানে ছেলেপিলে। ]

৯৮ অনেক যদি মাছ পায়, বেরালে কাঁটা বেছে খায়।
[ পা—মাছ সস্তা হ'লে বেড়ালেও কাঁটা বাছে। ]

৯৯ অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।
[ পা—অধিক সন্ন্যাসীতে ···। সন্ন্যাসী অর্থে গাজনের সন্ন্যাসী বা ভক্ত্যা ]

১০০ অনেক সন্তান যার পাপের সাজা তার।
[ বাংলার মেয়েলী ব্রতের প্রার্থনায় সর্বদাই বহু পুত্র-কন্যা কামনা করা হইয়াছে, কিন্তু কঠিনতর জীবন-অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত প্রবাদগুলিতে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। তু—দে ১২৯১। ]

১০১ অন্তরে না সহে ব্যাজ, বাহিরে বাড়ায় লাজ।

*১০২ অন্ধকার দেখা।
[ পা—১। চোখে অন্ধকার ··· সর্ষে ফুল দেখা। ]

*১০৩ অন্ধকারে ঢেলা মারা বা ঢিল ছোঁড়া।

*১০৪ অন্ধকারে লাউ কোটা।
[ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কোন কাজ করা। লাউ কোটা সহজসাধ্য বলিয়া অন্ধকারেও তাহা করা যায়, এই ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় না। দে—১ ]

১০৫ অন্ধের কিবা রাত্রি কিবা দিন।

১০৬ অন্ধের নড়ি, কৃপণের কড়ি।
[ পা— ··· লাঠি, যষ্ঠি ; ·· কাঙ্গালের ···। ]

১০৭ অন্ধকে দর্পণ।
[ পা—অন্ধের হাতে ···। ]

১০৮ অন্ন অধিক নাহি দান, তা ছাড়িয়া না দিহ আন।
[ ডাকের বচন ]

১০৯ অন্ন-কাঙালী যায় নগরে নগরে,
বস্ত্র-কাঙালী যায় বনে বনে।

১১০ অন্নচিন্তা চমৎকার, বস্ত্রচিন্তা নৈরাকার।
তার থেকে অধিক চিন্তা তামাক নাই যার॥

[ নৈরাকার—নিরাকার অর্থ সীমাহীন, 'শূন্যপুরাণে'র নিরাকার নিরঞ্জনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। ]

১১১ অন্নচিন্তা চমৎকারা, কালিদাস হয় বুদ্ধিহারা।

[ কালিদাস বাংলার লোক-সাহিত্যে বুদ্ধি মত্তার প্রতীক্। কিন্তু অন্নচিন্তায় কালিদাসও বুদ্ধিহারা হন। ]

১১২ অন্নচিন্তা চমৎকারা, ঘরে ভাত নেই জীয়ন্তে মরা।

[ উদ্ভট সংস্কৃত শ্লোকের অংশ। —'দরিদ্রস্য গুণাঃ সর্বে ভস্মাচ্ছাদিতবহ্নিবৎ। অন্নচিন্তা চমৎকারা কাতরে কবিতা কুতঃ॥' ]

১১৩ অন্ন দেখে দেবে ঘি, পাত্র দেখে দেবে ঝি।

[ গরম ভাতে ঘি দিতে হয়, সুপাত্রে কন্যা দান করিতে হয়। ]

*১১৪ অন্নপ্রাশনের অন্ন ওঠা।

১১৫ অন্নপূর্ণা যার ঘরে, সে কাঁদে অন্নের তরে।

[ সা—প্র ]

১১৬ অন্নবল নেই, অগ্নিবল আছে।

[ অগ্নিবল জঠরাগ্নির বল বা ক্ষুধা। ]

১১৭ অন্নবিনা চর্ম দড়ি, তৈল বিনা গায়ে খড়ি।

*১১৮ অন্ন ধ্বংস করা।

১১৯ অন্ন বিনা ছন্ন ছাড়া।

*১২০ অন্ন মারা।

১২১ অন্নের জ্বালা বড় জ্বালা, একদিনে কানে লাগে তালা।

১২২ অন্য লোকে ভুরা দেয়, ভাগ্যে আমি চিনি।

[ সা—প্র, ভারতচন্দ্র ; ভুরা—অপরিশোধিত গুড়। ]

১২৩ অন্যে পরে কা কথা।

[ অন্যের আর কথা কি! স বাক্যাংশ। ]

১২৪ অপচয় কোরো না অভাব হবে না।

১২৫ অপমানের পরাণ, সম্মানকে ডরান্।

১২৬ অপরং বা কিং ভবিষ্যতি।

[ দুর্ভাগ্যের চরম। স° শ্লোকাংশ—'ভোজনং যত্র কুত্রাপি শয়নং হট্টমন্দিরে। মরণং গোমতীতীরেঽপরং বা কিং ভবিষ্যতি'। ]

১২৭ অপার নদী কোথায় আছে ?

[ তু° নদী কি অপার থাকে ? কেহ কি নদী পার হইতে পারে না এমন হয় ? ]

১২৮ অপ্রবাসী অঋণী, পুণ্যবান্ তারে চিনি।

[ মহাভারতের যক্ষ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত সংস্কৃত প্রশ্নের বাংলা উত্তর। 'অঋণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে।'—মহাভারত ]

১২৯ অবলার মুখে বল।

[ পা— ··· মুখই বল। ]

১৩০ অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

১৩১ অবাক্ করলি রাধা, অম্বলে দিলি আদা।

[ পা—১। হদ্দ করলে পদ্মপিসি অম্বলে দিয়ে আদা।
২। কাল করলি ভবী ··· । ]

১৩২ অবাক্ করলে নাকের নথে,
কাজ কি আমার কানবালাতে।

১৩৩ অবাক্ করলে বেগুনে,
ফুঁ দিতে মুখ পুড়ে গেল তুষের আগুনে।

১৩৪ অবাক্ কলি অঘোরে, গুড়ছোলা খেলে গা ঘোরে।

১৩৫ অবাক্ কলি পাপে ভরা।

১৩৬ অবাক্ কলি বাক্ সরে না, গুড় দিয়ে মুড়ি পেট ভরে না।

১৩৭ অবাক্ কলি বোঝা ভার, গুপ্ত লীলা চমৎকার।

১৩৮ অবাক্ কলির অবতার, ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার।

১৩৯ অবাক্ কলির সৃষ্টি, গুড়ে নেই মিষ্টি।

১৪০ অবাক্ কিবা কলিকাল, মণ্ডায় লাগে বড় ঝাল।

১৪১ অবাক্ লোকের অবাক্ কথা,
চুল থাকতে পোড়ে মাথা।

১৪২ অবাক্ সৃষ্টি করলেন চুপে,
নাক নেই তার আতর গোঁপে।

১৪৩ অবিয়ন্তীর ঠুন্কোর ব্যথা।

[ অবিয়ন্তী—যে কোনদিন প্রসব করে নাই বা বন্ধ্যা, ঠুনকো এখানে প্রসূতির স্তন। অসম্ভব বিষয়। ]

১৪৪ অবুঝে বোঝাব কত, বুঝ নাহি মানে।
ঢেঁকিরে বোঝাব কত নিত্য ধান ভানে॥

১৪৫ অবোধারে মারে বোধায়, বোধারে মারে খোদায়।

১৪৬ অবোধের গোবধে আনন্দ।

[ পা—পাগলের গোবধেই আনন্দ। ]

১৪৭ অবোলা বলে বড়, অফলা ফলে দড়।

১৪৮ অব্রাহ্মণের দীর্ঘ ফোঁটা।

১৪৯ অভদ্রা বরষা কাল, হরিণী চাটে বাঘের গাল।
শোন্রে হরিণী, তোরে কই, সময় গুণে সবই সই॥

১৫০ অভাগা চোর যে বাড়ী যায়,
হয় কুকুর ডাকে নয় রাত পোহায়।

১৫১ অভাগার বাপ মরে ভাদ্র মাসে।
ভাগ্যবন্তের বাপ মরে পৌষ মাসে॥

[ ভাদ্র মাস গৃহস্থের পক্ষে চরম দুর্দশার মাস, যে ভাগ্যহীন তাহার দুর্দশার উপর দুর্দশা। পৌষ মাস গৃহস্থের স্বচ্ছল সময়, সৌভাগ্যের কাল। ]

১৫২ অভাগার ঘোড়া মরে, ভাগ্যবানের মাগ মরে।

[ পা— … বউ মরে। ]

১৫৩ অভাগার যমও নেই।

[ সা—প্র—'অভাগারে যমে ভয় পায়।' ]

১৫৪ অভাগারে পায় ভূতে, ঘর ছেড়ে বাইরে শুতে।

১৫৫ অভাগীর দুই পুত—একটা দানা, একটা ভূত।

[ পা—অভাগিনীর ···। দানার স্থলে 'কানা' বা 'বাঁদর'। ]

১৫৬ অভাগীর বকৃত।
জোয়ান দেখে ধরলাম ভাতার, সেও হাগে রক্ত॥

[ বকৃত—ভাগ্য, ভাতার সং ভর্তৃ স্বামী। ]

১৫৭ অভাগীর বকৃত ফাটা, তিন ঠাঁই তার ইঁদুর কাটা।

[ অভাগীর অদৃষ্ট তিন জায়গায় ইঁদুরে কাটা। ]

১৫৮ অভাগীর মুখ নড়ে চড়ে, লগির গুঁতা গালে পড়ে।

[ পা—লগির স্থলে চইর্, অর্থ অভিন্ন। ]

১৫৯ অভাগীর লগ্নে, চাঁদ যায় দখণে।

[ চাঁদ দক্ষিণে যায় অর্থ চাঁদ নিম্নস্থ হয়। জ্যোতিষের গণনায় উচ্চস্থ চাঁদ ভাগ্যের সূচক।

১৬০ অভাবে নাতজামাই ভাতার।

[নাৎনী এবং তাহার সঙ্গে সম্পর্কসূত্রে নাৎজামাইয়ের সঙ্গে ঠাকুমার যে হাসি-ঠাট্টার সম্পর্ক ( Jocking relationship ) আছে, ইহা তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। ]

১৬১ অভাবে স্বভাব নষ্ট মুখ নষ্ট বরণে।
ঝরায় ক্ষেত নষ্ট, স্ত্রী নষ্ট মারণে॥

[ বরণে—ব্রণে; পা—অভাবে স্বভাব নষ্ট দান অব্রাহ্মণে, যাচনে মান নষ্ট স্ত্রী নষ্ট মারণে। ]

১৬২ অভিমানী দুয়ো, নেটি পেটি সুয়ো।

[ দুয়ো দুর্ভাগ্যবতী বা যাহাকে দুর দুর করা হয়। সুয়ো সৌভাগ্যবতী। ]

১৬৩ অভুক্তা বরই, ভুক্তা বেল, ডাক বলে—পরাণ গেল।

[ বরই বদরী বা কুল। অভুক্ত অবস্থায় বরই বা কুল এবং ভুক্ত অবস্থায় বা ভরা পেটে বেল অনিষ্টকারী। ডাকের বচন। ]

*১৬৪ অভেদাত্মা হরিহর।

[ দুই বন্ধুর ঘনিষ্ঠতা বুঝাইতে হর এবং হরির অভেদত্বের উল্লেখ। ]

১৬৫ অভ্যাস না ছাড়ে চোরে, ঠুঁটা হাতেও সিঁদ করে।

[ পা—অভ্যাস দোষ না ছাড়ে চোরে, টুণ্ডা হাতেও সিং খোঁড়ে। টুণ্ডা—ঠোঁটা, সিং—সিঁদ। পূ—বা। ]

১৬৬ অভ্যাসে সয়, অনভ্যাসে নয়।

[ অভ্যাস করিলে সকলই সহ্য হয়, অভ্যাস না করিলে কিছুই সহ্য হয় না। ]

১৬৭ অমঙ্গলকে না ডাকলেও আসে।

১৬৮ অমানুষ মানুষ নিন্দে, বদ্‌না নিন্দে ঝারি।
জোনাকি পোকায় সূর্য নিন্দে, করুয়া নিন্দে কারি॥

[ অযোগ্য যোগ্যের নিন্দাকারী। বদনা মুসলমান সম্প্রদায় ব্যবহৃত অল্পমূল্যের জলপাত্র, ঝারি বহুমূল্য ভৃঙ্গার। করুয়া করুয়াল পাখী? কারি অর্থ দুর্বোধ্য, 'শিল্পকার্য' (?) দে ১৩৬। ]

১৬৯ অমানুষের বোল, তিত্ পরোলের ঝোল।

[ বোল বাক্য; তিত্ পরোল—তিক্ত পটোল ]।

*১৭০ অমাবস্যার চাঁদ।

[ অসম্ভব বস্তু। ]

১৭১ অমাবস্যার পিদ্দিম টিপ টিপ করে।

১৭২ অমৃতং বাল ভাষিতম্।

[ সং সদুক্তি। বালকের উক্তি অমৃত তুল্য। ]

*১৭৩ অমৃতে অরুচি।

১৭৪ অমৃত বা কি পদার্থ, খেয়ে দেখি না জল।

১৭৫ অম্বল কম্বল ডম্বল, তিন শীতের সম্বল।

*১৭৬ অম্বল চেখে বেড়ানো।

১৭৭ অম্বিকা নগর গেছে গানে
খাতড়া গেছে দানে
রাইপুর গেছে বানে।

[ বাঁকুড়া জিলার আঞ্চলিক প্রবাদ। অম্বিকানগরের রাজা সঙ্গীতে উৎসাহ দিয়া, খাতরার রাজা দান করিয়া এবং রাইপুর কাঁশাই নদীর বানে বিনষ্ট হইয়াছে।

১৭৮ অযাচন্তীর মান বাড়া।

[ অযাচন্তী যে যাচঞা করে না ]

১৭৯ অযোগ্যে দান আর অপমান সমান।

১৮০ অযোধ্যার রঘু, বাঁশ বনের ঘুঘু।

[ পা- বাঁশ বাগানের বা সুন্দরবনের ঘুঘু। ইহার তাৎপর্য বুঝিতে পারা যাইতেছে না। মনে হয়, ইহা কোন কাহিনী-মূলক প্রবাদ অর্থাৎ ইহার মূলে একটি কাহিনী ছিল। কাহিনীটি লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া ইহার তাৎপর্য বুঝিতে পারা যাইতেছে না। ]

১৮১ অরগুণ নেই, বরগুণ আছে, শিঙে নেই ডুগ্‌ডুগি আছে।

[ অরগুণ অন্তর্গুণ, বরগুণ বহির্গুণ ]

১৮২ অরাং বরাং ফুট কলাই, গায়ের গন্ধে ভূত পালায়।

*১৮৩ অরণ্যে রোদন।

[ সা. প্র. ; স. 'অরণ্যরোদন' ন্যায়।

*১৮৪ অরণ্যের ছরাত।

[ ছরাত নদী। দে ১৪৭ ]

১৮৫ অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্‌।

[ স. শ্লোকাংশ ; অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ। ]

*১৮৬ অর্থই অনর্থ।

[ স. অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্‌। ]

*১৮৭ অর্ধচন্দ্র।

[ গলা ধাক্কা, হস্ত অর্ধচন্দ্রের আকৃতি করিয়া ইহা প্রয়োগ করিতে হয় বলিয়া ইহার এই নাম। সংস্কৃত কথা-সাহিত্যে শব্দটির ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। ]

১৮৮ অর্ধেক আচার, অর্ধেক বিচার।

১৮৯ অর্ধেক সকল ঘরগোষ্ঠী, আর অর্ধেক মা ষষ্ঠী।

*১৯০ অর্ধেক রাত্রি।

১৯১ অরাজ্যে বামুন বেগার।

[ বেগার বিনা পারিশ্রমিকের শ্রমিক। ]

১৯২ অরাঁধুনীর হতে পড়ে রুই মাছ কাঁদে।
না জানি রাধুনী মোরে কেমন করে রাঁধে॥

[ পা—পুকুরের রুই মাছ জালে পড়ে কাঁদে, না জানি গেরস্তের বউ কেমন করে রাঁধে। দে ৫১৪৬ ]

১৯৩ অরুচির অম্বল, শীতের কম্বল।
বর্ষার ছাতি, ভট্টাচায্যির পাঁতি।

[ অরিহার্য এই অর্থে। পাঁতি স. পংক্তি, শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাপনা ]

*১৯৪ অলকাতিলকা সাজ।

[ অঙ্গরাগ বিশেষ। ইহাকে পূর্ণাঙ্গ প্রবাদ বলিয়া গ্রহণ করা কঠিন। দে ইহাকে প্রবাদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, ১৫৬। ইহা একটি অঙ্গসজ্জার বর্ণনার অংশ, প্রবাদের গুণ ইহাতে বিশেষ নাই। ]

১৯৫ অলক্ষ্মীর দ্বিগুণ ক্ষিধে।

[ পা—অলক্ষুণের...বা অলক্ষ্মীর হাড়ে ক্ষুধা। ]

১৯৬ অলক্ষ্মীর নিদ্রা বেশী, কাঙালের ক্ষুধা বেশী।

১৯৭ অলক্ষ্মী হাটের বাজনা সার।

[ ঢোলের ঘোষণা দিয়া হাট বসাইতে হইত। অলক্ষ্মীর হাটে ঢোলের বাজনাই সার, কোন বিকি কিনি হয় না। ]

১৯৮ অলাভের বাণিজ্য কচকচিই সার।

১৯৯ অল্প আগুনে তামাক যেমন,
ছোট লোককে খোসামোদ তেমন॥

[ অল্প আগুনে তামাক খাইয়া যেমন তামাকের যথার্থ স্বাদ পাওয়া যায় না, ছোট লোককে খোসামোদ করিয়াও কোন লাভ হয় না। ]

২০০ অল্প আগুনে শীত হরে, বেশী আগুনে পুড়িয়ে মারে।

২০১ অল্প জলের তিত পুঁটি, তার এত ছট্‌ফটি।

[ তু স—গণ্ডূষ জলমাত্রেণ শফরী ফরফরায়তে। উদ্ভট। শফরী—পুঁটি মাছ; তিত পুঁটি—ছোট পুঁটি খাইতে তিতো লাগে। ]

*২০২ অল্প জলের মাছ।

[ গভীর জলের মাছের বিপরীত। ]

২০৩ অল্প ধনে মহাজনী করে, খাতক থাকতে মহাজন মরে।

২০৪ অল্প বয়সে শোথে তরে, বেশি বয়সে শোথে মরে।

[ তু পোলার শোথে তরে, বুড়ার শোথে মরে। তরে আরোগ্য লাভ করে; শোথ রক্তশূন্যতাজাত রোগ, ইহাতে পা ফুলিয়া যায়। ]

২০৫ অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী।

২০৬ অল্প বৃষ্টিতে কাদা হয়, অনেক বৃষ্টিতে সাদা হয়।

২০৭ অল্প মারে কাঁদে বাঁদী, অল্প বোঝায় ফাটে চাঁদি।

[ পা—…অল্প রোদে পোড়ে চাঁদি। চাঁদি এখানে মস্তক। ]

২০৮ অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর।

২০৯ অলি অলি অলি,
দম্‌কা জ্বালে চৈতে পিঠে, নিভা জ্বালে পুলি।

[ চৈতে পিঠে পু বা প্রা উচ্চারণে চৈতা পিঠা। চালের গুঁড়ি দিয়া তৈরী পিঠা। কিংবা চিত্ত পিঠা। ]

২১০ অশথ কেটে বসত করি, সতীন কেটে আল্‌তা পরি।

[ সেঁজুতি ব্রতের ছড়া, তবে প্রবাদ রূপেও ব্যবহার হইতে কোন বাধা নাই। ]

২১১ অশথের ছায়াই ছায়া, মায়ের মায়াই মায়া।

[ তু ছড়া—'কিসের মাসী কিসের পিসী কিসের বৃন্দাবন ; আজ হতে জানিলাম মা বড় ধন।' লোক-সাহিত্যের মাতৃ-বন্দনা। ]

২১২ অশ্বতরী গর্ভ ধরে আপন মরণে।

[ সংস্কৃত কথাসাহিত্যে উল্লিখিত হইয়াছে যে প্রসবকালে অশ্বতরী বা খচ্চরী ( mule )র মৃত্যু হয়। কিন্তু আধুনিক জীব-বিজ্ঞানীরা বলেন, অশ্বতরী বা খচ্চরীর গর্ভ ধারণ করিবার কোন ক্ষমতাই নাই। কেহ কেহ অশ্বতরীকে কাঁকড়া বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

২১৩ অশ্বত্থমা হত ইতি গজ।

[ কাশীরাম রচিত মহাভারতের বৃত্তান্ত হইতে। ]

*২১৪ অষ্টরম্ভা।

[ অষ্টসিদ্ধির বিপরীত , ফাঁকি, শূন্য, কিছুই না এই সকল অর্থে ব্যবহৃত। ]

*২১৫ অষ্টম খষ্টম আগে মিটিয়ে নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার।

[ জাতকের রাশিচক্রের অষ্টম স্থান গুরুত্বপূর্ণ স্থান। তাহা মিটাইয়া নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার করিবার কথা বলা হইতেছে। ]

২১৬ অসৎ কর্মের বিপরীত ফল,
মশা মারতে গালে চড়।

২১৭ অসতী সতী নিন্দে, ঘৃত নিন্দে মাতওয়ালা।
বেশ্যা যে সে পুত্র নিন্দে, চোর নিন্দে কোতওয়ালা॥

২১৮ অসইরণ সইতে নারি, পোঁদ দিয়ে শিকেয় ঝুলে মরি।

২১৯ অসময়ে সকলই সই।

২২০ অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টাঃ।

[ স উদ্ভট শ্লোকাংশ—'অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টাঃ সন্তুষ্টা ইব পার্থিবাঃ। সলজ্জা গণিকা নষ্টা নির্লজ্জাশ্চ কুলস্ত্রিয়ঃ।' ]

২২১ অসার সংসারে সার শ্বশুরের ঘর।

[ সা প্র—ভারতচন্দ্র। সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকের অনুসরণে রচিত—'অসারে খলু সংসারে সারং শ্বশুর মন্দিরম্।' ]

২২২ অসারে জল সার।

[ যে জমিতে সার নাই, সেই জমিতে জল দিলেই সারের কাজ হয়। ]

*২২৩ আস্তিনে সাপ পোষা।

[ তু হিন্দী 'আস্তিন মে সাঁপ পালনা'। ]

২২৪ অস্থানে তুলসী, অপাত্রে রূপসী।

*২২৫ অস্থিত পঞ্চে পড়া।

[সমস্যায় পড়া ; পাটিগণিতের সমস্যামূলক অঙ্ক হইতে।]

২২৬ অসৎ সঙ্গের অশেষ দোষ।

*২২৭ অস্থির পঞ্চানন বা অস্থির পঞ্চম লোক।

[ অস্থির পঞ্চে হইতে অস্থির পঞ্চানন। ]

*২২৮ অহি-নকুল।

২২৯ আই-ঘর যাও, ভাই-ঘর যাও,
কাটনা কেটে ভাত খাও।

*২৩০ আইবুড়ো নাম খণ্ডান বা ঘোচান।

[ সাধারণ অর্থে বিবাহ করা। বিবাহ করিলেই আইবুড়ো নাম ঘুচে। ]

*২৩১ আইবুড়ো পথ বদলান।

[ ইহাও প্রকৃতপক্ষে প্রবাদ নহে, কেহ কেহ ইহাকে প্রবাদরূপে গ্রহণ করিয়াছেন. দে ১৮৭ ; ইহা একটি বিবাহ সম্পর্কিত আচার। বিবাহ করিতে যাইবার সময় যে পথ দিয়া যাওয়া যায়, ফিরিবার পথে তাহা পরি

ত্যাগ করিয়া অন্য পথ ধরিয়া আসার নাম আইবুড়ো পথ বদলান। কখনও কখনও প্রবাদ রূপেও ব্যবহৃত হইতে পারে।]

*২৩২ আইবুড়ো বট্ ঠাকুর।

২৩৩ আইল অন্তর শশা, যার যেমন দশা।

[খ ব—ক্ষেতের এক একটি আইল বা আলি বাদ দিয়া শশা রোপণ করিবার উপদেশ।]

*২৩৪ আইল কেটে খুনের দায়।

২৩৫ আইলে গেলে মান্নুর কুটুম,
লেইলে পুইলে গরুর কুটুম।

[আইলে আসিলে মান্নর মানুষের, লেইলে জিহ্বা দিয়া চাটিলে, পুইলে পুছিলে।]

২৩৬ আউলা চুলে রান্ধে।

২৩৭ আউলিয়া গাড়ে পড়ে, বসে থাকতে প্রাণে মরে।

[আউলিয়া আকুল হইয়া, গাড়ে গর্তে।]

২৩৮ আউলে বাঘ জালে পড়ে।

[আউলে যে আকুল হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।]

২৩৯ আউশ ধানের চাল, আর ঠাকুর ঝির গাল।

[আউশ ধানের চাল যেমন অখাদ্য, ঠাকুরঝির গালও বধূর পক্ষে তেমনই অসহ্য।]

২৪০ আউশেও যা পৌষেও তা।

২৪১ আউশে পৌষে মাগ মরা নির্বংশে।

২৪২ আউশে বিন্ধ্যাইছে কান,
শলা দিতে যায় পরাণ।

[আউশে সখে। পূ—ব]

২৪৩ আও যাও ঘর তোমরা, খানে মাঙ্গো দুশমন্ হাম্‌রা।

২৪৪ আক কাটতে ছুরি দিয়েচি নাকটি কেটেচে।

*২৪৫ আক ছেঁচতে কুকশিমের কথা।

২৪৬ আকন্দে যদি মধু পাই, তবে কেন পর্বতে যাই।

*২৪৭ আকরে টান।

[ আকরে সঞ্চিত ধনে কিংবা ফসলে। ]

*২৪৮ আক (খ) কাটা মানুষ।

[ সম্ভবতঃ আকাটা নিরেট। ]

২৪৯ আকাঠা নায়ের সাজ বেশি।

[ আকাঠা অসার কাঠের নৌকা। ]

২৫০ আকাঁড়া চালের মাঝের দোকান।

*২৫১ আকার-প্রকার।

*২৫২ আকার সদৃশ প্রাজ্ঞ।

২৫৩ আকাল গেল, সুকাল এল,
কত দোষ দিয়ে বোন্‌পো গেল।

২৫৪ আকাল গেল, সুকাল এল, খেলে কাঁঠালের কোষ।
এখন কি ব'লে পালাবে বোন্‌পো, দিয়ে মাসীর দোষ॥

[ পা—অকাল। ]

২৫৫ আকালে কিনা খায়, পাগলে কিনা কয়।

২৫৬ আকালে কিনা খায়, বিবাদে কি না যায়।

২৫৭ আকালের ঝারি, মায়ে আর ঝিয়ে মরি জল পিয়ে।

[ পা—১। 'কাঙ্গালের হয়েছে ঝারি, মায়ে আর পোয়ে পানি খেয়ে মরি।' ২। 'ছিল না জল হয়েছে ঝারি, মায়ে ঝিয়ে জল পিয়ে মরি।' ]

২৫৮ আকালের ভাত যুগের খোঁটা।

[ আকাল দুঃসময়, পাঠান্তর অকাল। ]

*২৫৯ আকাশ কুসুম।

[অসম্ভব জিনিস ; চর্যাপদে 'আকাশ ফুলিআ', স খপুষ্প।]

২৬০ আকাশ থেকে পড়ল এটা ঘুণে-খেকো চান্দ।
নিমাই মোড়ল না হইলে শান্তিপুর আন্ধ॥

[ আঞ্চলিক প্রবাদ; শান্তিপুরের নিমাই মোড়ল নামক কোন ব্যক্তি ইহার উপলক্ষ্য। ]

*২৬১ আকাশ পাতাল তফাৎ।

[ তু· আশমান জমিন ফারাক। ]

*২৬২ আকাশ-পাতাল ভাবা।

*২৬৩ আকাশ ভাঙিয়া পড়া।

*২৬৪ আকাশ বা আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া।

*২৬৫ আকাশে খুঁটি দেওয়া।

২৬৬ আকাশে গুড়গুড়ে পাখী, উড়লেই চিল হয় নাকি।

২৬৭ আকাশে থুতু ফেললে নিজের গায়ে পড়ে।

২৬৮ আকাশে ধুলো ছোঁড়ে, আপন চোখে এসে পড়ে।

*২৬৯ আকাশে ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরা।

[ অসম্ভব কাজ। ]

২৭০ আকাশে যত ঝড় ওঠে,
গোয়ালে তত গরু ছোটে।

*২৭১ আকাশে তোলা।

২৭২ আকাশের চাঁদে আর বানরের ভালে।
শ্বেত চামরে আর ঘোড়ার বালে॥

[ অসঙ্গত তুলনার কথা বলা হইতেছে, যেমন আকাশের চাঁদের সঙ্গে বানরের ললাটের কোন তুলনা হয় না ইত্যাদি। ]

২৭৩ আকাশের দীপ, করে টিপ্-টিপ্।

২৭৪ আঁকুড়া বাঁকুড়াবাসী, মুড়ি খায় রাশি রাশি।

*২৭৫ আঁকে কেটে ব্রহ্মোত্তর।

*২৭৬ আক্কেল গুড়ুম্।

*২৭৭ আক্কেল সেলামি।

[ বুদ্ধির দোষে অর্থ নাশ। ]

২৭৮ আক্কেলে সকল বন্দী, জালে বন্দী মাছ।
স্ত্রীর কাছে পুরুষ বন্দী, ছালে বন্দী গাছ॥

২৭৯ আক্কেলে আওয়াইল্লা, বেআক্কেলে যাওয়াইল্লা।

[ বুদ্ধির জোরে যাহা অর্জন করিলাম, বুদ্ধির দোষে তাহা হারাইলাম। ]

২৮০ আক্কেলে খাইয়া মাটি, বাপে পুতে কামলা খাটি।

[ পূ-ব প্রা· কামলা অর্থ মজুর। ]

২৮১ আখ আর সরষে, না পিষলে রস কিসে।

২৮২ আখক্ষেত থাকতে সেলামালি নেই।

[ আখক্ষেত থাকিলে কাহারও খোসামুদ করিবার প্রয়োজন হয় না। সেলামালি মুসলমান পদ্ধতিতে অভিবাদনে 'সেলাম আলেকুম।' ]

২৮৩ আখ গাছটি দিয়ে মারলেও মিষ্টি লাগে না।

২৮৪ আখ গাছটির লোভে, গুড়পেয়েটি গেল।

[ গুড়পেয়ে অর্থ, গুড়ের নাদা। ]

২৮৫ আখ ছেঁচতে কুক্‌সিমের বাত।

[ কুক্‌সিম কুকুরশোঁকার গাছ ; কাটিয়া গেলে রক্তপাত বন্ধ করিবার জন্য এই গাছের রস ব্যবহার করা হয়। ]

২৮৬ আখ দিতে পারে না, গুড়ের নাদা ধ'রে দেয়।

২৮৭ আখবাড়ীর কুক্‌সিমে, তার রসের নেই সীমে।

২৮৮ আখ হোক মিষ্টি, শেকড নয় ইষ্টি।

২৮৯ আখের চেয়ে সোঁদল মিঠে।

[ সোঁদাল লাঠির মত লম্বা শক্ত পাঁপড়িবিশিষ্ট সোনালী রঙ্গের ফুলগাছ বিশেষ ; cursia fistula। ]

*২৯০ আগ চুল ধরে টানা।

*২৯১ আগ ডালের বাঁদর।

২৯২ আগ্‌ দরশন দুখানি চরণ, পাছ দরশন ঝুঁটি,
সুখ দরশন হাস্যবদন বুকে মাজায় খুঁটি।

২৯৩ আগ নাঙলা যেদিকে যায়, পাছ নাঙলা সেদিকে ধায়।

[পা—আগ লাংলা যেদিকে যায়, পাচ লাংকতি সেদিকে যায়, লাঙ্‌লা—লাঙল। ]

২৯৪ আগ নায়ে দরখাস্ত, পাছ নায়ে বরখাস্ত।

*২৯৫ আগা পাছতলা।

[ অগ্রপশ্চাৎ। ]

২৯৬ আগাছার বড় বাড়।

২৯৭ আগিয়ে দিয়ে দখিন পা, যথা ইচ্ছা তথা যা।

[ যাত্রাকালে ডান পা প্রথম ফেলিতে হয়। খ ব। ]

২৯৮ আগুন খায়, আঙ্‌রা হাগে।

২৯৯ আগুন চাপা থাকবার নয়।

[ পা—ছাই চাপা …। ]

*৩০০ আগুন দেওয়া চরকিবাজি।

*৩০১ আগুন নিয়ে খেলা।

[ রূপক অর্থে ব্যবহৃত, গাজনে আগুন লইয়া প্রকৃতই যে খেলা হয়, তাহার নাম ফুলখেলা। ]

৩০২ আগুন পোহাতে গেলে ধোঁয়া সইতে হয়।

৩০৩ আগুন বেটা কুড়ে, মানুষ দেয় না ছেড়ে।
রোদ বেটা রাজা, মানুষ করে তাজা॥

*৩০৪ আগুন লাগলে কুয়ো খোঁড়া।

৩০৫ আগুনে আগুন নেভে না।

*৩০৬ আগুনে ঘি ঢালা।

[ তু ভস্মে ঘি ঢালা। ]

৩০৭ আগুনের ফিন্‌কি শেষ হয় না।

৩০৮ আগুনের ফুলকি,
যার চালে পড়বে, তার ভিটেয় ঘুঘু চরাবে।

৩০৯ আগুনে হাত দিলে,
ইচ্ছাতেও পোড়ে, অনিচ্ছাতেও পোড়ে।

৩১০ আগু লাথ, পিছু বাত।

৩১১ আগুরি ম'রে জলে ভাসে,
লোকে বলে কোন ছলে ভাসে।
[ আগুরি উগ্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের লোক। মৃত্যু হইলেও তাহাকে বিশ্বাস নাই। ]

৩১২ আগে আপন সমান কর, শেষে পরকে গিয়ে ধর।

৩১৩ আগে এক পণ, পরে দেড় দিস্তে।

৩১৪ আগে কয় রাধাকৃষ্ণ, বেরাল ধরলে টেঁও-টেঁও।

৩১৫ আগে কাজী, পরে হাজী, শেষে পাজী।
[ কাজী মুসলমান বিচারক, হাজী, যে মক্কা হইতে হজ করিয়া ফিরিয়াছে। ]

৩১৬ আগে কাট্ পাঁঠা, তবে নাচবি বেটা।

৩১৭ আগে খায় না বাগে-বাগে, পরে খায় সবার আগে।

৩১৮ আগে খেশ, বাদে দরবেশ।
[ খেশ পোষাক। ]

৩১৯ আগে গরু ওষুধ খায় না, মরণকালে জিহ্বা মেলে।

৩২০ আগে গেলেও ভেড়ের ভেড়ে,
পাছে গেলেও ভেড়ের ভেড়ে।
[ ভেড়ের ভেড়ে পশ্চিম বাংলার গ্রাম্য গালি। ]

৩২১ আগে গেলে বাঘে খায়, পাছে গেলে সোনা পায়।
[ পা—টাকা পায়। ]

৩২২ আগে ছিলাম ছোঁচা বেরাল, ধর্মে দিয়েছি মন।
তুলসীমালা গলায় দিয়ে যাচ্ছি বৃন্দাবন॥
[তু—'ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী, রাধাকৃষ্ণ বল মন। আমি বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী এইচি বৃন্দাবন॥ —দীনবন্ধু। ]

৩২৩ আগে জামাই কাঁঠাল খান্ না।
শেষে জামাই ভোঁতাও পান্ না॥
[ তু—বললে জামাই খান্না, মাগ্লে জামাই পান না। জামাই সম্পর্কিত বাঙ্গালীর মনোভাবের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। ]

*৩২৪ আগে তিতা, পাছে মিঠা।

৩২৫ আগে তুলা দিয়ে সহাই, পরে লোহা দিয়ে বহাই।

৩২৬ আগে থাকে উল্লা তুল্লা, পরে হয় উদ্দিন।
তলের মহম্মদ উপরে যায়, কপাল ফেরে যদ্দিন॥

৩২৭ আগে দর্শনডারি, শেষে গুণ বিচারি।
[ পা—দর্শনধারী, পিছে ··· । ]

৩২৮ আগে দাও কড়ি, পিছে দেব বড়ি।

৩২৯ আগে দাম, পরে কাম।

৩৩০ আগে দুখ, পরে সুখ।

৩৩১ আগে দেখ, পরে লও, শেষে দাও কড়ি।

৩৩২ আগে দেয় জলের ছিটা, পরে খায় লগির গুতা।
[ পা—লগির চৈরের, পূ—বা। ]

৩৩৩ আগে দেয় না একটু দুধ, পরে দেয় গাই বাছুর।

৩৩৪ আগে না পারলে রাখতে, এখন এলে ঢাকতে।

৩৩৫ আগে না বুঝিলে বাছা, যৌবনের জোরে।
এখন কাঁদিতে হল নয়নের ঝোরে॥
[ সা—প্র। ]

৩৩৬ আগে পা পরে গা
মাথায় দিয়ে নাইতে যা।
[ গায়ে তৈল মাখিবার স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতির বর্ণনা—আগে পায়ে তৈল মাখিয়া পরে গায়ে মাখিতে হয়; সর্বশেষে মাথায় তৈল দিয়া স্নান করিতে যাইতে হয়। ]

৩৩৭ আগে ফাঁসি, পরে বিচার।
[ পা—ফাঁসির পর বিচার। ]

৩৩৮ আগে পাছে লণ্ঠন, কাজের বেলায় ঠন্-ঠন্।

৩৩৯ আগে বেশ্যে, পরে দাস্যে, মধ্যে মধ্যে কুট্টনী।
সর্ব কর্ম পরিত্যজ্য এখন বোষ্টমী॥
[ স—'আদৌ বেশ্যা পুনদাসী পশ্চাদ্ ভবতি কুট্টনী।
সর্বোপায় পরিক্ষীণা বৃদ্ধা নারী পতিব্রতা॥' ]

৩৪০ আগে ভাল ছিল জেলে জাল বুনে।
কি কাল করিল জেলে এঁড়ে বাছুর কিনে ॥

[ তাঁতী সম্পর্কেও এই কথা বলা হইয়াছে, যেমন, 'আগে ভাল ছিল তাঁতী তাঁত বুনে; কি কাল করিল তাঁতী হাল গরু কিনে।' তাঁতী সম্পর্কেই ইহা প্রযোজ্য হইতে পারে, জেলে সম্পর্কে নহে। কারণ, তাঁতীকেই ঐতিহাসিক কারণে তাঁত ছাড়িতে হইয়াছিল। ]

*৩৪১ আগে ভাগে।

৩৪২ আগে যায়, পরে পায়।

৩৪৩ আগের ধাপে পা দাও, সিঁড়ির আগায় তবে যাও।

৩৪৪ আগের বিবি আগে সুরতি, মাঝের বিবি সুযা।
শেষের বিবির নাঙ-খাটানী ঠারে ভাঙে গুয়া ॥

৩৪৫ আগে ভাত আগে পানি, এমন দাওয়াই আমিও জানি।

৩৪৬ আগে রামনাম, পাছে সব কাম।

৩৪৭ আগে সঞ্চয়, পরে ব্যয়।

৩৪৮ আগে সামলা ধাক্কা, পরে যাবি মক্কা।

৩৪৯ আগে-হাঁটুনী, পান-বাটুনী, বউয়ের ধাই।
এই তিনের কাজের যশ নাই ॥

৩৫০ আগে হাঁটে, পাঁঠা কাটে, সল্‌তে উস্‌কোয়, দই বাঁটে।
ভাণ্ডারী, কাণ্ডারী, রাঁধুনী বামন,
যশ পায় না সাত জন ॥

৩৫১ আগে হাতে দিয়ে খোলা, এখন হলে মন ভোলা।

[ হাতে খোলা দেওয়া—হাতে ভিক্ষাপাত্র তুলিয়া দেওয়া বা সর্বস্বান্ত করিয়া পথে বাহির করিয়া দেওয়া। তু—'এখন কি ক'রে আর হলে মন ভোলা। বিদায় করেছ আগে হাতে দিয়ে খোলা।' ] —ঈশ্বর গুপ্ত।

৩৫২ আঙ্‌রারও দোষ, কামারেরও দোষ।

*৩৫৩ আঙুল ঘুরিয়ে পাঁচিল দেওয়া।

*৩৫৪ আঙুল ফুলে কলাগাছ।

*৩৫৫ আঙুল মটকে গাল দেওয়া।

*৩৫৬ আঁচড় কামড় সার।

৩৫৭ আঁচলে সোনা থাকলে বচনে দেখা যায়।

*৩৫৮ আচাভুয়ার বোম্বাচাক।

[ আচাভুযা—স অত্যদ্ভুতক, আশ্চর্যজনক। 'স্তন খাইতে চাহে শিশু কান্দে আচাভুয়া।'—গোরক্ষ বিজয়; বোম্বাচাক ভস্তচক্র বা ধূম্রচক্র। 'অসম্ভব বিষয়ের দুর্বোধ্য অন্ধকার।'—দে ২৯২। ]

৩৫৯ আচার ভ্রষ্ট, সদা কষ্ট।

৩৬০ আচাড়ে কড়া, বিচারে এড়া।

৩৬১ আচারে গগন ফাটে, কুকুরে হাঁড়ি চাটে।

৩৬২ আচারে রাঁধে, বিচারে খায়।

৩৬৩ আচারে লক্ষ্মী, বিচারে পণ্ডিত।

৩৬৪ আচারে লক্ষ্মী, বিচারে জাত,
অনাচারে হাভাত হাভাত।

৩৬৫ আছলাম ভালা হোইয়া বইয়া
নষ্ট করলাম বৈদ্য ছুঁইয়া।

[ হোইয়া শুইয়া, বইয়া বসিয়া। ]

৩৬৬ আছাড় খেয়ে পড়ে গেল জন পাঁচ সাত।
যার যেখানে ব্যথা তার সেখানে হাত॥

৩৬৭ আছি ঘরে, নেই দেশে।

৩৬৮ আছে কাজ, ত সকাল সকাল সাজ।

৩৬৯ আছে গরু, না বয় হাল. তার দুঃখ সর্বকাল।

৩৬৯ক আছে গরু না যায় হালে, দুঃখু না যায় চির কালে

৩৭০ আছে বস্তু নিয়ে বিচার।

৩৭১ আছে বেটী পড়ি, ছুঁলেই কড়ি।

৩৭২ আছে যথেষ্ট, নেই অদৃষ্ট।

৩৭৩ আজ আমাদের রাঁধন-বাড়ন, কাল আমাদের খাওন।
আজও থাকন, কালও থাকন, পরশু আবার যাওন॥

৩৭৪ আজ আমীর, কাল ফকির।

৩৭৫ আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলে,
কোন্ ঘাটে মুখ ধুয়েছিলে।

৩৭৬ আজকের মাগ তুমি, কেঁদো না কেঁদো না।
চাল চিবিয়ে খাব আমি, রেঁধো না রেঁধো না॥

[ পা—'আহ্লাদের মাগ তুমি রেঁধো রেঁধো না রেঁধো না। চিঁড়ে খেয়ে থাকব শুয়ে ভেবো না ভেবো না।' ]

৩৭৭ আজ খেতে কাল নেই।

৩৭৮ আজ খেয়ে নেড়া নাচে, কালকে গোবিন্দ আছে।

৩৭৯ আজ ঘর, কাল পাঁদাড়।

[ পাঁদাড—পিছনের দরজা, এই দরজার দিকে আবর্জনা ছাই-পাঁশ ফেলা হয় বলিয়া আবর্জনা ফেলিবার স্থানও বুঝায়, কানাচ। 'পাদাড়ে ফুলিছে শ্যাল'—ঈশ্বর গুপ্ত। ]

৩৮০ আজ থাকব গপ্পে-সপ্পে, কাল থাকব শুয়ে।
পরশু করব নাওয়া-ধোয়া, পরদিন যাব খেয়ে॥

৩৮১ আজ পেলেও পেলাম, কাল পেলেও পেলাম।

৩৮২ আজ নগদ, কাল ধার।

৩৮৩ আজ নয় কাল।

[ হচ্ছে হবে এই ভাব। ]

৩৮৪ আজ বাদে কাল।

[ পা. আজ নয় কাল। ]

৩৮৫ আজ বুঝলি না, বুঝবি কাল,
পোঁদ চাপড়াবি, পাড়বি গাল।

৩৮৬ আজ বেণে, কাল পোদ্দার।

৩৮৭ আজ মরে লক্ষ্মণ, ওষুধ দেব কখন।

[ তু—'আজ মরে লক্ষ্মণ, ছ'মাসের পথ ওষুধ।' ]

৩৮৮ আজ মরলে কাল দু'দিন।

[ পা—'আজ মরলে কাল দু'দিন হ'বে, মরলে কুল কি সঙ্গে যাবে?' ]

৩৮৯ আজ মুচি, কাল শুচি।

৩৯০ আজ রাজা, কাল ভিখারি,
ফুটানি করে দিন দু'চারি।

৩৯১ আজ রেঁধেছে কে? এড়ানে।
তবে যে ভাল হয়েছে? বড় বউয়ের নাড়ানে॥

[ এড়ানে—যে কাজ এড়াইয়া যায়। কর্মবিমুখ। ]

৩৯২ আজ রোজে, কাল ঠিকে।

৩৯৩ আজড়াইয়া খায়, আর গজরাইয়া গায়।

৩৯৪ আজলি আজুলি কয় ছেলে,
ভাতার নিয়ে নয় ছেলে।

৩৯৫ আজু গোঁসাই আর কি!

[ রামপ্রসাদের প্রতিদ্বন্দ্বী আজু গোঁসাই সে যুগে বহু বৈষ্ণব পদ রচনা করিয়া জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন। এখানে আজু গোঁসাইয়ের মত উদাসী বৈষ্ণব বলিয়া মনে করা হইয়াছে। তিনি আধ পাগলা লোক ছিলেন, তথাপি মুখে মুখে সঙ্গীত রচনা করিয়া রামপ্রসাদের শাক্ত সঙ্গীতের জবাব দিতেন। ]

*৩৯৫ক আট আনার ফলার করে দু'টাকার ঘটি হারানো।

*৩৯৬ আট কপালে।

[ আত্ত বা হত কপাল বা ভাগ্য যাহার। ]

৩৯৭ আট-কাজলা, বিছে-লেজা, পালের আগে চলে খোঁজা।
ছয় মোটা, দুই সরু, এই দেখে কিনবে গরু॥

[ ক্রয়যোগ্য সুলক্ষণযুক্ত গরুর বর্ণনা। দেহের আট জায়গা কাজল বা কালো রঙ, ছয় জায়গায় অর্থাৎ চারি পা ও দুই শিঙ্ মোটা, লেজ ও গলা সরু হওয়া আবশ্যক। ]

৩৯৮ আট্‌কাট্‌ নয় জোড়া, ডাক রে শিকদেরের ঘোড়া।

৩৯৯ আঁটকুড়ে বেগুন, আর দরবেশে খদ্দের।

৪০০ আটখানার পাটখানাও হয়নি।

[ আটখানি জিনিস তৈরী করিতে হইবে, তাহাদের মধ্যে পাটখানি বা প্রথমখানিই এখনও তৈরী হয় নাই। পাট—প্রথম। ]

*৪০১ আটঘাট বাঁধা।

৪০২ আঁট নায়ের ঠাট বেশী।

[ আঁট নাও—এক প্রকার নিকৃষ্ট শ্রেণীর নৌকা। ]

৪০৩ আঁটাআঁটি হলেই লাঠালাঠি।

*৪০৪ আটাপেষা করা।

*৪০৫ আটার মধ্যে ঘুণ পেষা।

*৪০৬ আটানো ছেলে।

[ মাতৃগর্ভ হইতে যে শিশু অষ্টম মাসেই ভূমিষ্ট হয়, সমস্ত জীবন রুগ্ন এবং দুর্বল থাকে। ]

৪০৭ আঁটি চোষাই সার।

৪০৮ আঁটুনি-কস্‌নি সার।

৪০৯ আটে-কাটে দড় বড় শক্ত মেয়ে যেই।
পাড়া পড়শীর বুকে ব'সে ঘর করছি সেই॥

৪১০ আটে-পিটে দড়, তবে ঘোড়ার ওপর চড়।

[ আটে-পিটে—আষ্টে-পৃষ্ঠে, পা—আটে-কাটে। ]

৪১১ আটে-পিটে নোয়া, নিত্যি নিত্যি খোয়া।

৪১২ আটে দশে লাঙ্গলত্‌ খিল।
দুইহে চাইরহে মাউগক্‌ কিল॥

[ খিল—লাঙ্গলে ব্যবহৃত বাঁশের পেরেক, দুইহে চাইরহে অর্থাৎ দুই চার দিন পর পর। আট দশ দিন পর পর লাঙ্গলে খিল দিবে, দুই চার দিন পর পর স্ত্রীকে প্রহার করিবে। উ—ব ]

*৪১৩ আঠার মাসে বছর।

৪১৪ আড় দিক যার ঠিক নেই, সুতো ধরে হাতে।

৪১৫ আড় নয়নে বাঁকা ভুরু, সেজন হয় নাটের গুরু।

৪১৬ আড়াআড়ি পাড়া, মাঝের ঢেঁকিতে বারা।

[ বারা—ধান ভানা ; পা—মাঝের, মোল্লার। ]

৪১৭ আড়াই আঙুল দড়ি, সৃষ্টি জুড়ে বেড়ি।

[ ইহা একটি ধাঁধা, দে ইহাকে প্রবাদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, দে ৩৪৩। ধাঁধার উত্তর প্রদীপ। তু—'একখানি খেড়ে ঘরখানি বেড়ে।' ধাঁধা ( প্রদীপ )। ]

৪১৮ আড়াই কড়ার কাসুন্দি, হাজার কাকের গোল।

৪১৯ আড়াই টাকা গচ্ছা যাক, নিজের কথা ওপরে থাক।

*৪২০ আড়াই দিনের বাদশাহী।

৪২১ আড়া কাঁদে, পাড়া কাঁদে চালের বাতা ধ'রে।
ভাইয়ের বউ অভাগী কাঁদে চোখে মরিচ ভ'রে॥

[ ইহাও প্রবাদ নহে ; দে ইহাকে প্রবাদরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার পূর্ববর্তী সংগ্রহেও ইহা প্রবাদ বলিয়াই স্থান পাইয়াছে। ইহা প্রকৃতপক্ষে বিবাহ সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত কন্যা-বিদায়ের গান ( bridal farewell song )। ]

*৪২২ আড়াল থেকে ঢিল মারা।

৪২৩ আড়ালে ব'সে ভাত খায়, তবু বেটীর রোজা থায়।

[ থায়—থাকে। ]

৪২৪ আড়ালে রাজার মাকেও ডান বলে।

*৪২৫ আড়ি পাতা।

৪২৬ আড়ে নেই ফাড়ে আছে।

*৪২৭ আড়ে হাত লাগা।

[ তু—আড়ে হাতে লওয়া। আড়ে হাতে—শক্ত হাতে, জোর করিয়া। ]

৪২৮ আঁত পাওয়া ভার।

[ তু—আঁতের টান্। আঁতে ঘা লাগা। ]

৪২৯ আতকা আতকা চুলের বাড়ি লোকে বলে কি ?
আমোদ আলী বিয়ে করে মামদ আলীর ঝি।

৪৩০ আতরওয়ালীর বাঁদী ভাল, তবু মেছুনীর পদ্মিনী নয়।

৪৩১ আতর নিতে বোক্‌না আনা।

৪৩২ আতি চোর, পাতি চোর, হ'তে হ'তে সিঁদেল চোর।

৪৩৩ আতীরও ভাঙ্গে পাও
সুজনেরও ডুবে নাও।

[ আতীর—হাতির ( পূ. ব. ); হাতিরও পা পিছলায়, সুজনেরও নৌকা ডুবে। ]

*৪৩৪ আঁতুড় আগলানো।

[ অনন্যকর্মা হইয়া একটি নিতান্ত তুচ্ছ বিষয়ে নিবিষ্ট হইয়া থাকা। সূতিকাগৃহে সদ্যোজাত শিশুকে সর্বক্ষণ সতর্ক প্রহরায় রক্ষা করা হইতে। ]

*৪৩৫ আঁতুড়ে খোকা।

[ নিতান্ত শিশুপ্রকৃতির বা পরনির্ভর ব্যক্তি। ]

*৪৩৬ আঁতুড়ে ছেলেকে নুন খাইয়ে মারা।

৪৩৭ আতুরে নিয়মো নাস্তি।

[ স—উদ্ভট শ্লোকের অংশ ;—'আতুরে নিয়মো নাস্তি বালে বৃদ্ধে তথৈব চ। ]

৪৩৮ আঁতে তেতো, দাঁতে নুন, পেট ভরে তিন কোণ।
এবেলা ওবেলা শৌচে যায়, তার কড়ি কি বৈদ্যে খায়॥

[ স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক প্রবাদ ; ইহার আরো অনেক পাঠান্তর আছে—'কাণে কচু নাভিত তেল, কবিরাজ ফিরিয়া গেল।' কিংবা 'আঁখে হরিতকী, দাঁতে নুন, খালি যার এক চৌথা কোণ। খাও গরম, শোও বাঁও, কাহে গাঁওমে বৈদ্য বৈঠাও।' ]

৪৩৯ আঁতে পড়্‌ল ঘা, ড্যামডেমিয়ে চা।

[ আঁত—অন্ত্র। ]

*৪৪০ আতে পুতে চাষ।

[ আঁতে—নিজে এবং পুতে বা পুত্রে মিলিয়া চাষ করিলে চাষে সুফল পাওয়া যায়। আতে—আত্মে বা নিজে। ]

৪৪১ আত্ম কোঁদলে পর সেয়ানা।

*৪৪২ আত্মবন্মন্যতে জগৎ।

[ স—শ্লোকাংশ—'আশ্রমাস্তর্গতা বেশ্যা ঋষ্যশৃঙ্গো ঋষেঃ সুতঃ। তপস্বিনস্তু তা মেনে আত্মবন্মন্যতে জগৎ।' ]

৪৪৩ আত্ম রেখে ধর্ম।

৪৪৪ আত্ম সুখ পরবৈরাগ্য।

[ পা—আত্মসুখী পরবৈরাগী। ]

৪৪৫ আত্মানং সততং রক্ষেৎ।

[ স শ্লোকাংশ—'আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি। ]

৪৪৬ আদর কাজের বেলা, তারপর অবহেলা।

*৪৪৬ক আদর দিয়ে মাথায় তোলা।

৪৪৭ আদর বিবির চাদর গায়, ভাত পায় না, ভাতার চায়।

[ ইহার প্রথমাংশ ছড়া এই ভাবে অনেক সময় ছড়ার অংশ লইয়াও প্রবাদ রচিত হইয়া থাকে। কারণ, উভয়েই লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত এবং উভয়েরই রচনার আঙ্গিক অনেকক্ষেত্রে অভিন্ন। ]

৪৪৮ আদরমণি সাধের ঝি, বাজনা হল না।
তিন কাহারে তুলে নে গেল, দেখতে পেলাম না॥

[ প্রবাদের ভাব থাকিলেও ইহার গঠনের ভঙ্গি ছড়ার নিজস্ব। ]

*৪৪৯ আদরে গায় দরদ।

*৪৫০ আদরে গোবরে থাকা।

*৪৫১ আদরে বাঁদর।

৪৫২ আদরে ভোজন, কি করে ব্যঞ্জন।

৪৫৩ আদরের কলা, তার খোসাটাও ভালা।

৪৫৪ আদরের কুটুম, থোড়ের ব্যঞ্জন,
নাই নাই করি' পাতে ঢালন।

৪৫৫ আদরের কুটুম ভেরাণ্ডার কাঠি।
ইঁদুরে নিয়ে গেল আধখান্ কাটি॥

৪৫৬ আদা আন্‌তে মুড়ি ফুরোয়।
[ তু—নুন আন্‌তে পান্তা ফুরায়। ]

৪৫৭ আদা আর কাঁচকলা, পাখী আর সাত নলা।
[ আদা আর কাঁচকলা এক সঙ্গে সিদ্ধ হয় না বলিয়া ইহারা পরস্পর স্বাভাবিক শত্রু বলিয়া মনে করা হয়। ]

৪৫৮ আদা, ওষুধের আধা।

৪৫৯ আদা খেলে গাঁটটা ফেলে।

৪৬০ আদা চুরণীর মনে কামড়।
[ যে স্ত্রীলোক আদা চুরি করিয়াছে, তাহার দোষী মন তাহাকে দংশন করে। দে ইহার অর্থ অস্পষ্ট বলিয়াছেন, ৩৮১। ]

*৪৬১ আদা জল খেয়ে লাগা।

৪৬২ আদা বেচে গাধা, মিঠে বেচে হারামজাদা।
[ আদার ব্যবসায়কে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ব্যবসায় বলিয়া মনে করা হইয়াছে। তু—আদার ব্যাপারী। ইহা শুকাইয়া গিয়া ওজনে কমিয়া যায় বলিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই ব্যবসা করে না। মিষ্টির ব্যবসায় ভেজাল দিয়া লাভ করা যায় বলিয়াও মিষ্ট ব্যবসায়ী নিন্দনীয়। ]

৪৬৩ আদাড় গাঁয়ে শিয়াল বাঘ, কুকুর ব্রহ্মচারী।
কত পোয়াতীর কানা ছেলে নাম বংশীধারী॥

*৪৬৪ আদায় কাঁচকলায়।
[ ৪৫৭ দ্রষ্টব্য ]

৪৬৫ আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবরে কাজ কি।

৪৬৬ আদা শুকালেও ঝাল যায় না।

৪৬৭ আদি অন্ত ভুজসি, ইষ্টদেবতা যেহ পূজসি ॥
মরণের যদি ডর বাসসি, অসম্ভব না খায়সি ॥
[ ডা. ব. । ]

৪৬৮ আদি অন্ত পাওয়া ভার।

*৪৬৯ আদুরে গোপাল।

৪৭০ আদুরে বউ নেঙ্‌টা হয়ে নাচে।

৪৭১ আদেখ্‌লায় দেখছে, পুঁটি-মাছ লেখছে।

৪৭২ আদেখ্‌লা হাটে গেল, কলা দেখে হেসে ম'লো।

৪৭৩ আদেখ্‌লার হলো গাই, চালুনি নিয়ে দুইতে যাই।

৪৭৪ আদেখা পাপ, আঁধারের সাপ।

৪৭৫ আন্তি কইলে দেবতা তুষ্ট,
আন্তি কইলে মানুষ রুষ্ট।
[ আন্তি কইলে—আদি কথা বলিলে। ]

৪৭৬ আদিকাণ্ডের কথা, বললে পাবে ব্যথা।
[ অতীত জীবনের কথা বলিলে ব্যথা পাইবে। ]

৪৭৭ আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ো।

৪৭৮ আদেইখলার ঘটি অইছে,
ঢোকে ঢোকে জল খাইছে।
[ আদেখ্‌লার ঘটি হইয়াছে ঢোকে ঢোকে জল পান করিতেছে। ]

৪৭৯ আধ গাগরী জল, করে ছলছল।

৪৮০ আধ-শাশুড়ী আধ-বধূ, মনে বিষ মুখে মধু।

৪৮১ আধসের চালও গেল, ছাগীও গাভীন হ'ল না।

৪৮২ আধসের চালের ফেনফেনি বেশি।
কেঁটি কুকুরের ঘেঁটঘেঁটি বেশি ॥

৪৮৩ আধসের হিসাবে ঠিকে, তায় তামাক আর টিকে।

৪৮৩ আধা কইলে গাধাও বোঝে, সব কইলে কে না বোঝে।

*৪৮৫ আধ কড়ি।

[ অকিঞ্চিৎকর মূল্য। ]

৪৮৬ আধা খায় নিরামিষ, তারে বলে হবিষ্য।

*৪৮৭ আধা খেঁচড়া।

[ পা—আদা খেঁচড়া; তবে আদার সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয় না; বিশৃঙ্খল ভাবে অসম্পূর্ণ। ]

*৪৮৮ আঁধার ঘরের মাণিক।

৪৮৯ আঁধার ঘরে সাপ, সকল ঘরেই সাপ।

৪৯০ আঁধারে আনে জ্যোৎস্নায় যায়।

তার নরক হাতে হাতে পায়॥

৪৯১ আঁধারে ছাঁ খাওয়া।

[ সাপের কিংবা বেরালের। ]

৪৯২ আধেক বাঘ আধেক ফেউ,

তারে চিনতে পারে না কেউ।

[ ফেউ—ফেরু, শৃগাল। জনশ্রুতি এই যে বাঘের পিছনে থাকিয়া এক প্রকার সঙ্কেতসূচক শব্দ করে। কিন্তু কেহ মনে করেন, ফেউয়ের শব্দ শৃগালের আপৎকালীন শব্দ ( distress call )। ]

৪৯৩ আন্ কথায় কান ভার, ভেজাল কথায় মন বেজার।

৪৯৪ আন্ কাপাস, নে' তুলো।

[ কাপাস আনিতে বলা হইল, তুলা আনিয়া দিল। ]

৪৯৫ আন চিত্ত রাধার মুন,

শাকে বালি দুধে নুন।

[ রাধার মন অন্যমনস্ক, শাকে নুন দিতে হইবে, কিন্তু তাহাতে বালি দিয়াছে এবং দুধে নুন দিয়াছে। ]

৪৯৬ আন্ মাগীর আন্ চিন্তে, দুয়ো মাগীর ভাতার চিন্তে।

[ পা—আন্ মাগীর আন্ চিন্তা, বুড়ো মাগীর ভাতার চিন্তা। ]

৪৯৭ আন্‌লায় কাপড়, টেনাও সাজে।

৪৯৮ আন্ শুনতে কান।

৪৯৯ আন্ সতীন তবু সয়, বোন-সতীন কভু নয়।

[ তু—'সবার চাইতে অধিক কালো কন্যা বোন সতীনের ঘর'।—ছড়া ]

৫০০ আন্-সতীনে নাড়ে-চাড়ে, বোন-সতীনে পুড়িয়ে মারে।

৫০১ আনহি বসত, আনহি চাষ, বলে ডাক—তার বিনাশ।

[ এক জায়গায় বাড়ী, এক জায়গায় ক্ষেত, ডাক বলে তাহার বিনাশ অনিবার্য। ডা. ব.। ]

৫০২ আনাগোনা হাসি, ভাল নয় গো মাসী।

*৫০৩ আনা, নেওয়া, খাওয়া।

৫০৪ আনাড়ীর ঘোড়া লয়ে বুদ্ধিমানে চড়ে।
ধনবানে কেনে বই জ্ঞানবানে পড়ে।

৫০৫ আনাড়ীর মার দুনিয়ার বার।

৫০৬ আনারস বলে—কাঁঠাল ভাই, তোর গা বড় খস্‌খসে।

৫০৭ আন্ধার ঘরে যাপ ( আবর্জনা )
সারা ঘরেই সাপ।

৫০৮ আপ ভালা ত জগৎ ভালা।

*৫০৮ক আপ্‌কে ওয়াস্তে।

৫০৯ আপন আপন পর পর, যে না চেনে সে বর্বর।

৫১০ আপন কর্মে বড় চাড়, পরের কর্মে মন ভার।

*৫১১ আপন কুচ্ছ আপনি গাওয়া।

৫১২ আপন কুকুর পথ্যি পায় না।

৫১৩ আপন কোটে কুকুরও বড়।

[ কোট— গড় ? তু—মঙ্গলকোট। ]

৫১৪ আপন কোটে পাই, চিঁড়ে কুটে খাই।

৫১৫ আপন কোলে ঝোল টানে।

৫১৬ আপন গাঁয়ে কুকুর রাজা

৫১৭ আপন ঘরের ধোঁয়ায় আপন চোখ কানা।

৫১৮ আপন চেয়ে পর ভাল, পরের চেয়ে জঙ্গল ভাল।

৫১৯ আপন চোখে সোনা বর্ষে, পরের চোখে রূপা।
যত লোকে কথা কয় গাপা আর গুপা॥

৫২০ আপন ছিদ্র জানে না, পরের ছিদ্র খোঁজে।

৫২১ আপন দোষে খেয়েছি মাটি,
বাপে পুতে কামলা খাটি।

[ পা—আক্কেলে খাইয়া মাটি··· । ]

৫২২ আপন দোবে ডুবল তরী, পরের ঘাড়ে দোষের ঝুড়ি

৫২৩ আপন দোষ ঝুড়ি ঝুড়ি, পরের দোষে দিই তুড়ি।

৫২৪ আপন ধন পরকে দিয়ে,
দৈবকী বেড়ায় মাথায় হাত দিয়ে।

[ নিজের সন্তান, শ্রীকৃষ্ণকে নন্দালয়ে পাঠাইয়া দিয়া দৈবকী নিজে মাথায় হাত দিয়া বেড়ায়। ইহারই বিকৃত রূপ ৫২৯ দ্রষ্টব্য। ]

৫২৫ আপন ধন পরকে দিয়ে, মর এখন পাত কুড়িয়ে।

৫২৬ আপন ধান পেকেছে, এখন মারুক খরা।

৫২৭ আপন ধান বিশ পসুরি, পরের ধান এক পসুরি।

৫২৮ আপন পাঁঠা লেজে কাটি।

৫২৯ আপন পাঁজি দিয়ে পরকে,
দৈবজ্ঞ বেড়ায় পথে-পথে।

[ ৫২৪ নং প্রবাদ দ্রষ্টব্য। এখানে প্রকৃত পাঠ 'ধনের' স্থলে 'পাঁজি' এবং দৈবকীর স্থলে দৈবজ্ঞ হইয়াছে। ]

৫৩০ আপন পুত ধ'রে এনে ঝোলে ভাতে খায়।
পরের পুত ধ'রে এনে জুলু-জুলু চায়॥

৫৩১ আপন পুত লাঙলের গাদা, পরের পুত শাহজাদা ;

৫৩২ আপন পোলা খায়, ঘর পানে চায়।
পরের পোলা খায়, বন পানে চায়॥

৫৩৩ আপন বুদ্ধি ছিল ভাল, পর বুদ্ধিতে পাগল।
বাঁচাতে গিয়ে হাঁসের ডিম, গলায় পড়ল ছাগল ॥

৫৩৪ আপন বুদ্ধিতে তর, পর বুদ্ধিতে মর।

৫৩৫ আপন বুদ্ধিতে ফকির হই, পর বুদ্ধিতে বাদশা নই।

৫৩৬ আপন বুদ্ধিতে ভাত, পর বুদ্ধিতে হা-ভাত।

৫৩৭ আপন বোন ভাত পায় না, শালীর তরে মোণ্ডা।

৫৩৮ আপন ভাগ্যে নাই ঠাঁই, দাদার শ্বশুরবাড়ী যাই।

৫৩৯ আপন ভাল পাগলেও বোঝে।

৫৪০ আপন মান আপন ঠাঁই।

৫৪১ আপন শাশুড়ী সেলাম না পায়,
নানীর শাশুড়ীর পিড়া বায়।

৫৪২ আপন হাত জগন্নাথ, পরের হাত এঁটোপাত।

৫৪৩ আপনা-আপনি বেড়াই বাছা, আপনার বলে কুঁদে।
রাজা পাত্র সাধু মহাজন, সকলই আমার পোঁদে ॥

৫৪৪ আপনা বুঝ পাগলেও বুঝে।
ভুখ লাগলে খাইতে খুঁজে ॥

৫৪৫ আপনা যদি মাইরা যায়।
আবার আইয়া ফিরা চায় ॥

৫৪৬ আপনাকে আগে সামাল কর, পরে গিয়ে পরকে ধর।

৫৪৭ আপনাকে না বিবি আঁটে, খাবলা-খাবলা শিন্নি বাঁটে।

৫৪৮ আপনার আছে ত খাও, নইলে ফেল্‌-ফেলিয়ে চাও।

৫৪৯ আপনার আছে ত সবই আছে,
আপনার নাই ত কিছুই নাই।

৫৫০ আপনার আঁটে না, পরকে দেবে।

৫৫১ আপনার আথাল শুঁকে না চায়,
পরের আথালে গন্ধ পায়।

৫৫২ আপনার আপনার কিছু নয়, জগৎ কেবল মায়াময়।

৫৫৩ আপনার আপনি, ডোর আর কপনি।

৫৫৪ আপনার কথা পরকে কই, সাধাসাধি করতে পথে বই।

৫৫৫ আপনার কথা পাঁচ কাহন, পরের কথা এক কাহন।

৫৫৬ আপনার কামার, আপনার খাঁড়া।
যেখানে পড়াবি, সেখানেই পড়া॥

*৫৫৭ আপনার গণ্ডা বুঝিয়া নেওয়া।

৫৫৮ আপনার গরু বামুনেও চরায়।

*৫৫৯ আপনার গায়ে হাত দিয়ে কথা বলা।

৫৬০ আপনার গুণে রেখে পরের নিন্দা গাও।
নিজের দোষ আছে কিনা চিন্তা কইরা চাও॥

৫৬১ আপনার ঘর আঁধারে আলো,
প'ড়ে মরি সেও ভালো।

৫৬২ আপনার ঘরে সবাই রাজা।

৫৬৩ আপনার ঘরে ধন, মেলে সর্বক্ষণ।
পরের ঘরে ধন, ব'সে দিন গোণ॥

৫৬৪ আপনার ঘোল কেউ টক্ বলে না।

৪৬৫ আপনার চরকায় তেল দাও।

৫৬৬ আপনার ছাগল বেঁধে রাখি,
পরের ছাগল ছেড়ে দিই।

[ পা—'আপনার বা নিজের পাগল বেঁধে রাখি। সম্ভবতঃ 'পাগলই ক্রমে ছাগল' হইয়াছে। ]

৫৬৭ আপনারটা ষোল আনা, পরেরটা কিছু না।

৬৬৮ আপনারটিতে খোদার দোহাই,
পরেরটিতে আন্ না খাই।

*৫৬৯ আপনার ঢাক আপনি বাজানো।

৫৭০ আপনার ঢাকা থাক্, তোর বিকিয়ে যাক্।

৫৭১ আপনার দেখলে পরের হয়।
পরের দেখলে ঝোড়ের হয়॥

৫৭২ আপনার ধনে আপনি চোর।

৫৭৩ আপনার নয় ঠাকুর, পরে করবে কি।

৫৭৫ আপনার পানে চায় না শালী,
পরকে বলে টেবো গালি।

৫৭৬ আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারা।

৫৭৭ আপনার পোঁদে ন' মন গু,
পরকে বলে, তোর পোঁদে থু।

৫৭৮ আপনার বগলে গন্ধ নেই, পরের বগলে গন্ধ।

৫৭৯ আপনার বেলা আঁটা-আঁটি, পরের বেলা দাঁতকপাটি।

৫৮০ আপনার বেলা কাঁটালে আর ক্ষীরে,
ঠাকরুণ খায় পুঁই-ডাঁটা আলুনি,
তায় ভাঙ্গা পাতরে বেড়ে।

৫৮১ আপনার বেলা চাপন-চোপন,
পরের বেলা ঝুরঝুরে মাপন।

৫৮২ আপনার বেলায় ছ' কড়ায় গণ্ডা,
পরের বেলা তিন কড়ায় গণ্ডা।

৫৮৩ আপনার বুদ্ধি শুভঙ্করী, পরের বুদ্ধিতে ডুবে মরি।

৫৮৪ আপনার বেলা মালা-মালা,
পরের বেলায় আধ-মালা।

*৫৮৫ আপনার মন দিয়ে পরের মন জানা।

৫৮৬ আপনার মন্দ, পরের ভালা, তারে কয় বোকার শালা।

৫৮৭ আপনার মাথা আপনি খায়।

৫৮৮ আপনার মান আপনি রাখি,
কাটা কান চুল দিয়ে ঢাকি।

৫৮৯ আপনার মা রাঁধুনি, বারো মাস সুখ।

৫৯০ আপনার মুখ আপনি দেখ।

*৫৯১ আপনার মুতে আপনি আছাড় খাওয়া।
[ পা—পুতের মুতে আছাড় খাওয়া। ]

৫৯২ আপনার রাখ, পরের চাখ।

৫৯৩ আপনার রান্না ভাল লাগে তিন জনের।
আপনার, কুকুরের, ঠাকুরের॥

৫৯৪ আপনার হাতে পড়লে হাঁড়ি,
ভাত রেখে আমানি বাড়ি।

৫৯৫ আপনার হারা, আর স্ত্রীর মারা।

৫৯৬ আপনি করলে লীলা খেলা,
পাপ লিখলে পরের বেলা।

৫৯৭ আপনি গিন্নী স্বয়ম্বরা, কি বিলায় মোর খই কলা।

৫৯৮ আপনি গেলে ঘোল পায় না,
বেঁশোকে পাঠায় দুধের তরে।

৫৯৯ আপনি চোর যেই, বাপকে বিশ্বাস নেই।

৬০০ আপনি থাকতে নেই ঠাঁই, বউয়ের সঙ্গে সাতটা ধাই।

৬০১ আপনি নাচে আপনি গায়
একটি লোকের সম্প্রদায়।

৬০২ আপনি নাচে, আপনি গায়,
আপনার ঢাক আপনি বাজায়।

৬০৩ আপনি নেঙাই, পরকে ভেঙাই।

৬০৪ আপনি পাগল, ভাতার পাগল, পাগল তার চেলা।
এক পাগলে রক্ষা নেই, তিন পাগলের মেলা॥

৬০৫ আপনি পায় না জা'গা, কুত্তা আনে বাঘা।

৬০৬ আপনি পায় না, পরকে বিলায়।

৬০৭ আপনি পায় না, শঙ্করাকে ডাকে।

৬০৮ আপনি বড় ভালো, তাই পরকে বলে কালো।

৬০৯ আপনি আর কপনী।

৬১০ আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

*৬১১ আপনি ভাল ত জগৎ ভাল, তারি মান থাকে।
আপনি মন্দ ত জগৎ মন্দ, কে তার মান রাখে॥

৬১২ আপনি মরে জ্ঞাতির হাঁড়ি ফেলানো।

৬১৩ আপনি যেমন জগৎ তেমন।

[ তু—'আত্মবন্মন্যতে জগৎ।' ]

৬১৪ আপনি যেমন ঢেমন, জগৎ দেখি তেমন।

৬১৫ আপনি রইলেন ড'র পানিতে,
পোলাকে পাঠালেন চর।

৬১৬ আপনি রাঁধি, আপনি কাঁদি,
আপনার খাটি-পাটি আপনি বাঁধি।

৬১৭ আপনি রাঁধি, আপনি খাই,
আপনি তার বলিহারি যাই।

৬১৮ আপনি রাঁধি আপনি বাড়ি, মোর সোয়ামী খায়।
পাড়াপড়শী মাগীগুলা চোখ পাকিয়ে চায়॥

৬১৯ আপনি সয় না তুলা এক পোয়া,
পরের মাথায় দেয় দু' মন লোহা!

৬২০ আপি আপি আপি, দু'পা দে' চাপি'।

৬২১ আপোলার পোলা হইছে,
চুমা দিতে পোলা মরছে।

[ নিঃসন্তানের পুত্র লাভ হইয়াছে, কিন্তু পুত্রকে আদর করিয়া চুমো খাইতে পুত্র মরিয়াছে। ]

৬২২ আপ্তচ্ছিদ্র ন জানাতি, পরচ্ছিদ্র পদে পদে।

৬২৩ আপ্ত রেখে ধর্ম, তবে পিতৃলোকের কর্ম।

৬২৪ আপাত মধুর পরিণাম বিষ।

৬২৫ আপ-রুচি খানা, পর-রুচি পরনা।

৬২৬ আফিমিয়া ভালা গাঁজাই চোর।

[ মূল অর্থ অস্পষ্ট, অনুরূপ ওড়িয়া প্রবাদের পাঠ এইরূপ :

আফিমিয়া চোর গঞ্জিকা ভোল
ধূমা পত্রিকা ঘরে নিত্য গোল।

অর্থাৎ আফিংখোর চুরি করে, গাঁজাখোর ভুলো স্বভাবের হয়, তামাকখোর হল্লা করে; এখানে আফিম খাওয়া ভাল। ]

৬২৭ আফিমে ভালা, গাঁজাই চোর।
গুড়ুকওয়ালার ঘরে সদাই সোর ॥
[ অহিফেনসেবী সৎ গাঁজা খোর চোর আর তামাক খোরের ঘরে সর্বদাই সোর গোল হইয়া থাকে। ]

৬২৮ আবর তাঁতী গোবর খায়, মাগের বোলে মরতে যায়।

৬২৯ আবাগীর বেটা ভূত।

*৬৩০ আবাতি কাঁঠালের ভোঁতা।
[ আবাতি—অপক্ক কাঁঠালের ভোঁতাই সার। ]

*৬৩১ আবাতিকালে অনন্তের ব্রত।
[ আবাতিকাল—অপরিণত বয়স। অনন্তচতুর্দশী ব্রত পরিণত বয়স্কা সধবা কিংবা বিধবারা করিয়া থাকে, ইহা কুমারী-ব্রত নহে। ]

৬৩২ আবাতি পাকলে মিঠা কম।
[ অপরিপক্ক অবস্থায় পাকিলে ফলের মিষ্টতা হয় না। ]

৬৩৩ আবার ডোমকে ধারে মদ।

৬৩৪ আবালে না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে ঠ্যাশ্ ঠ্যাশ্।

*৬৩৫ আবাহনও নেই, বিসর্জনও নেই।

*৬৩৬ আবোল তাবোল।

৬৩৮ আভরা কলসীর ঢক্‌ঢকানি বেশি।

৬৩৯ আম, আমড়া, কুঁজড়া ধান, এই তিন দিয়ে বর্ধমান।

৭৪০ আম-কাঁঠালের বাগান দিলাম, ছায়ায় ছায়ায় যেও।
উড়কি ধানের মুড়কি দিলাম, পথে পথে জল খেও ॥
[ ছড়া। দে ইহাকে প্রবাদের মধ্যে স্থান দিয়াছেন, দ্র ৫২৯; রবীন্দ্রনাথ ছেলে ভুলানো ছড়ার মধ্যে ইহাকে ঘুম পাড়ানী গান বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। পূর্ববর্তী কোনও কোনও প্রবাদ-সংগ্রহেও ইহা স্থান লাভ করিয়াছে। ]

৬৪১ আম খাওয়া নিয়ে কথা, আঁটি নিয়ে কি মাথাব্যথা ॥

৬৪৩ আম খেয়ে খায় পানি, পোঁদ বলে—আমি না জানি।

[স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রবাদ ; আম খাইয়া জল পান করিতে নাই, তাহা লইলে পেট নামে।]

*৬৪৩ আমড়া কাঠের ঢেঁকি।

[অসার পদার্থ।]

*৬৪৪ আমড়াগাছি করা।

[আমড়া গাছকে আমগাছ বলিয়া ধোঁকা দিবার চেষ্টা হইতে আমড়াগাছ করা অর্থে ধোঁকা দেওয়া বুঝায়।]

৬৪৫ আমড়া গাছে আম হয় না।

৬৪৬ আমড়া, চালতা, তাল, আবালবৃদ্ধ ভাল।

৬৪৭ আমড়াতলায় যদি আম পাই,
আমতলায় কেন যাই।

৬৪৯ আমড়ায় আর আমে, জামরুলে আর জামে।

৬৪৯ আমতলায় আম মাহাঙ্গা।

৬৫০ আম না থাকলে আমড়া চোষে।

৬৪১ আম না হতে আমসত্ব।

৬৫৩ আম ফলে থোলো-থোলো, তেঁতুল ফলে বাঁকা।
ভদ্দর লোকের ঘরে কেবল রাঁড়ের হাতে শাঁখা॥

৬৫৪ আম ফুরোলে আম্‌সী খাবে।

৬৫৫ আম ফেলে আঁটি চোষা।

*৬৫৬ আমতা আমতা করা।

৬৫৭ আমরা বড় চুলের গোষ্ঠী,
আঁট্‌লে-সাঁট্‌লে কুলের আঁট্‌টি।

৬৫৮ আমরা বেদের জাত, মাঠে ফেলি টোল।
বৃষ্টি-বাদল হ'লে পরে ব'সে বাজাই ঢোল॥

৬৫৯ আমরি, আমরি, বালাই যাই,
গুড় দিয়ে তোর গাল চেটে খাই।

৬৬০ আমরি, মিন্‌সে লোক হাসালে,
গোঁফ রেখেছে তোবড়া গালে।

৬৬১ আম শুকোলে আম্‌সী, বয়স গেলে কাঁদতে বসি।

৬৬২ আম শুকিয়ে আমসী, জল শুকিয়ে পাঁক।
বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী, আগুন ম'রে খাক্‌॥

৬৬৩ আম শুনতে জাম শুনেছে, চাঁদ লিখতে ফাঁদ লিখেছে।

৬৬৪ আমানি খেয়ে দাঁত ভেঙেছে, সিঁদূর পরবি কিসে।
[ ছড়ার অংশ। দে এবং তাঁহার পূর্ববর্তী কোন সংগ্রাহক ইহাকে প্রবাদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। দে ৫৫২ ]

৬৬৫ আমায় না দিয়ে ননী, কত ধন বাঁধবে, ধনী।

৬৬৬ আমার আমার যত কর, চিনির বলদ ব'য়ে মর।

৬৬৭ আমার এমনি গুণ, চূণকে বানাই নুন।

৬৬৮ আমার এমনি হাতযশ,
এ পাড়ায় যদি ওষুধ খাওয়াই,
ও পাড়ায় মরে গণ্ডাদশ।

৬৬৯ আমার কি কপালের পাপ,
লাথি মারে সতীনের বাপ।

৬৭০ আমার কি হোল গো খোদা,
আমি মিছে করে ন্যাকড়া বেঁধে
পা করেছি গোদা।

. আমার গোলার ধান কেবি পোকায় খায়,
আমারই হালা-হমন্দি উপাস যায়।
[ কেবি পোকা এক প্রকার ধান খেকো পোকা; হালা হমন্দি—শালা সম্বন্ধী। ]

৬৭২ আমার ছেলে ছেলেটি খায় শুধু এতটি,
বেড়ায় যেন গোপালটি।
ওদের ছেলে ছেলেটা, খায় দেখ এতটা,
বেড়ায় যেন বাঁদরটা॥

৬৭৪ আমার জিনিস আমার নয়।

৬৭৫ আমার ঠাকুর এড়া।
কিল খান্ চোদ্দ বুড়ি, কড়ি দেন দেড়া॥

৬৭৬ আমার ঠাকুর খান কি? ঘি-ভাত।
না পেলে? শুধু ভাত॥

৬৭৭ আমার দই আমার চিঁড়া,
তোর কেন এত মাথার কিরা।

৬৭৮ আমার দইয়ের এমনি গুণ,
এক সের দইয়ে তিন সের নুন।

৬৭৯ আমার ধান পায়রায় খায়,
আমার রাম বাণিজ্যে যায়।

৬৮০ আমার নাও খান
তোমার পাও খান।

৬৮১ আমার নাম আক্কেল রাজ, লাথি চড়ে নাই লাজ।

৬৮২ আমার নাম নিতাই, এক খাই এক থিতাই।

৫৮৩ আমার নাম ময়না, তবুও ত হয় না।

৬৮৪ আমার নাম যমুনা দাসী, পরের খেতে ভালবাসি।
পরকে দিতে জ্বরে গা, পরের নিতে সরে গা॥
[ জ্বরে গা—গায়ে জ্বর হয়, জ্বর শব্দ এখানে ক্রিয়াপদ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ]

৬৮৫ আমার নাম রণরঘু, ভিটাতে চরাই ঘুঘু।

৬৮৬ আমার নাম রাম দত্ত, আমি জানি সকল তত্ত্ব।

৬৮৭ আমার পেটের ছাও, আমারে খেতে চাও।

৬৮৮ আমার পেঁড়ো ডুবলেও এক হেঁটো।

৪৮৯ আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায় আমারি আঙিনা দিয়া।
[ বৈষ্ণব পদাবলীর পদ, প্রবাদরূপে ব্যবহৃত। ]

৬৯০ আমার বিয়ে যেমন তেমন,
দাদার বিয়ে রায়বেঁশে।

৬৯১ আমার কথা শোন্
ঘরদোর ভেঙে ফেলে নোটে শাক বোন্।

৬৯২ আমার ভাই রাবণ রাজা, আমি শূর্পণখা।
ধরা মাঝে এমন জোড়া পারিস্ যদি দেখা॥

৬৯৩ আমার মন করছে খাজনা খাজনা,
রেখে দে তোর হরি-ভজনা।

৬৯৪ আমারে মারিয়া যাবে কই,
তোমার তরে আছে লোহার মই।

৬৯৫ আমার হ'ল বুকে ঘা, আমারে বলে রসুন খা'।

৬৯৬ আমার হাগা পেলে জাগিয়ে দিও।

৬৯৭ আমায় মারবে কামারে,
তোমায় মারবে চামারে।

৬৯৮ আমিই বা কই, সরকারে বা লেখে কি।

৬৯৯ আমি এমনি দম লাগাই,
ভেল্‌কিতে ভেড়া বানাই,
দিনের বেলা তারা দেখাই।

৭০০ আমিও কানা দাদাও চক্ষে দেখে না।

৭০১ আমিও ফকির হলাম, দেশেও আকাল এল।

৭০২ আমিও মাঝি হলেম, গাঙও বাঁকা হল।

৭০৩ আমি কই ফলের কথা, ও কয় জলের কথা।

৭০৪ আমি করি আপন আপন, গোপালে ভাবে পর

৭০৫ আমি করি ভাই ভাই, দাদার কিন্তু মনে নাই।

৭০৬ আমি কাঁদি পিরীতের ছন্দে,
হরিদাস বাবাজী কাঁদে কি সম্বন্ধে।

৭০৭ আমি কি তেমনি চাঁপা রাই।
যমের হাতে খূর্প দিয়ে তুবেবা ঘাস ছোলাই॥

৭০৮ আমি কি নেড়ী ভেড়ী,
আমার পাঁচখানা কাপড় ধোপার বাড়ী।

৭০৯ আমি কি নাচন জানি না ?
জাইন্যা নাচন করি না।

৭১০ আমি কি বলি বেহাইকে মার।
খাজনা যাতে আদায় হয় তাই শুধু কর॥

৭১১ আমি কি ভেসে এসেছি।
কাল সকালে কেলে সোনার কোলে বসেছি॥
[ সা প্র—দীনবন্ধু 'জামাই বারিক'। ]

৭১২ আমি খাই ভাতারের ভাত, তোর কেন গালে হাত।
[পা—কেউ খায় ভাতারের ভাত, কেউ দেয় গালে হাত।]

৭১৩ আমি ঘর-ভাঙানী সই, পরের মন্দকারী নই।
কথা কই আপন রেখে, গুছি দিই দু'দিক থেকে॥
[ গুছি দেওয়া—কথার বেলায় একের কথা অন্যের নিকট গুছাইয়া বলিয়া দেওয়া। অন্য অর্থেও 'গুচি দেওয়া'র ব্যবহার আছে। ]

৭১৪ আমি ছাড়ি ত কম্‌লী ছাড়ে না।
[ কাহিনীমূলক হিন্দী প্রভাবের বাংলা অনুবাদ—'হাম ছোড়তা, তব হি কমলী নেহি ছোড়তা।' কাহিনীটি দুই প্রকারে শুনিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ ভালুককে কম্বল বলিয়া জড়াইয়া ধরিবার কাহিনী, দ্বিতীয়তঃ, জলে নিমজ্জমান ব্যক্তির গায়ে জড়ানো কম্বল পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ রক্ষা করিবার কাহিনী। ]

৭১৫ আমি জানি না, দাদায় জানে, তবু শালারা বেঁধে আনে।

৭১৬ আমি জানি না চুল বাঁধতে,
আমায় বলে আরেক বাড়ী রাঁধতে।

৭১৭ আমি, ঠাকুর, হাবাগোবা, ফুল নাও থাবা-থাবা।

৭১৮ আমি বেহায়া পেড়েছি পাত,
কোন্ বেহায়া দেয় না ভাত।
[ পা—…না দেবে…। ]

৭১৯ আমি ভানি পরের বারা, আমার বারা যায় দখিনপাড়া।

[ বারা—ঢেঁকিতে চাল কোটা। ]

৭২০ আমি মরি আপন জ্বালায়, সবাই এসে আগুন উস্‌কায়।

৭২১ আমি যদি কই, ভেঙে পড়ে দই।

[ কই—বলি। ]

৭২২ আমি যার করি আশ, সেই করে সর্বনাশ।

৭২৩ আসি যাই ভাইয়ের নায়ে,
ভাইয়ে জানি যায় কার নায়ে।

৭২৪ আমি যে ভেবে মরি, তুমি কার নায়ে যাবে চড়ি'।

*৭২৫ আমের আনা, মাছের কোনা।

[ আমের মুকুল এক আনা পরিমাণ ফলে পরিণত হয়, মাছের ডিমও এক কোনা পরিমাণ মাছে পরিণত হয়। ]

৭২৬ আমে বান, তেঁতুলে ধান।

৭২৭ আমে দুধে এক হয়, আদাড়ের আঁটি আদাড়ে যায়।

*৭২৮ আয় বুঝে ব্যয়।

*৭২৯ আয় কিল ঘাড়ে।

[ বিপদ ডাকিয়া আনা। ]

৭৩০ আয় বৃষ্টি ঘোর করে, যাক শালাদের মাগ ম'রে।

৭৩১ আয় হরশে, মোরে ধরসে।

*৭৩২ আয়ে ছুতার, ব্যয়ে কামার।

৭৩৩ আয়েশ লুকোবি বয়েস লুকোবি,
গাল ভাঙা তোর কোথায় থুবি।

৭৩৪ আর আটটা গরু মেলে, হারানো গরুটি মেলে না।

৭৩৫ আর একবার সাধিলেই খাইব।

৭৩৬ আরও ক'দিন থাকো বাছা, বুঝবে ক'জন সিধা সাচা।

৭৩৭ আর কাঠে আগুন নেই, মাদার কাঠে আগুন।

[ পা—আর কাঠে জ্বলে না, শিমূল কাঠ জ্বলে। ]

৭৩৮ আর কাজে নয়কো দড়, লাউ কুটতে ফালা দেন।

[ তু—'অকাজে বউড়ী দড়, লাউ কুটতে খরতর' ৩। ]

৭৩৯ আর কি আছে সেদিন, এখন এক খিলি পান দু'দিন।

৭৪০ আর কি ছকুর সেকাল আছে।

[ ছকুর সুকালের নিদর্শন স্বরূপ প্রবাদ, 'এবার ছকুর ছ'খান লাঙ্গল।' ছকু কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি নহে, বরং যে কোন সাধারণ ব্যক্তির প্রতিনিধি মাত্র। ]

৭৪১ আর গাব খাব না, গাবতলা দিয়ে যাব না।
গাব খাব না খাব কি, গাবের মতন আছে কি॥

[ পাকা গাব গ্রাম্য ছেলেপিলের খাদ্য। গাবতলা চালতাতলা ইত্যাদি বাংলা ছড়ায় রহস্যজনক স্থান, সেখানে যাওয়া নিষিদ্ধ। তু—'গালফোলা গোবিন্দের মা, চাল্‌তাতলা যেও না।' ]

৭৪২ আর মাগ যেমন তেমন, বয়সকালের মাগ মাথার রতন।

৭৪৩ আর রাজ্যে বামুন নেই, কাশী ঠাকুর চিঁড়ে খাও।

[ বাংলা ছড়ায় একজন কাশীনাথ ভট্টাচার্যের নাম এবং তাহার বুদ্ধির কথা শুনিতে পাওয়া যায়—'কাশীনাথ ভট্টাচার্য বড় বুদ্ধিমান পাঞ্জী দেখ্যা কয়্যা দিছে ···॥ ছড়ার ও প্রবাদের কাশী ঠাকুর অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। ]

৭৪৪ আরশিতে মুখ দেখা।

[ আরশি, আরশী, আরসি, আরসী, স আদর্শ, প্রা আ আরিস্‌; দর্পণ, মুকুর। ]

৭৪৫ আরশুলা আবার পাখী, খই আবার জলপান।

[ আরসলার পা শলার মত কাটা কাটা বলিয়া (?); তেলা পোকা। ইহা কীট বা পতঙ্গ, পাখী নহে, তথাপি উড়িতে পারে, সে'জন্য পাখি বলিয়া মনে হইতে পারে। যে যাহা নয় তাহার দাবীদারের উপর ব্যঙ্গোক্তি। তু—'আরসলা আবার পাখি, ডেপুটি আবার হাকিম। ]

৭৪৬ আর সওদা যেমন তেমন, চাই খোপাবাঁধা দড়ি।

৭৪৭ আরা-কাটা তোতা-কাটা সমান।

[ আরা—করাত ; করাতে কাটাও যাহা, তোতা পাখীর ঠোঁটে কাটাও তাহাই। ]

৭৪৮ আরে ও গোপালের নাতি।
এনেছিলে দুর্গামূর্তি, করবেই ত এই কীর্তি!

৭৪৯ আরে পাগলা নাও ডুবাইস্ না।
পাগলে কয়, আর ভালা মনে করছত॥

৭৫০ আরে মোর তুমি,
তোমার জন্যে চাল ভিজিয়ে চিবিয়ে মরি আমি।

৭৫১ আরে মোল্লা বাড়ীর বিলাইও ( বিড়াল ) মোল্লা।

৭৫২ আরের দাঁত আর ছিরে বুড়োর মাড়ি।

[ আরের—অপরের। ]

৭৫৩ আরের মন আর দিকে, চোরের মন বোঁচকার দিকে।

৭৫৪ আরের সঙ্গে যেমন তেমন, পীরের সঙ্গে মস্করীকরণ।

৭৫৫ আল্গা কাছায় পোঁদ বাড়ে।

*৭৫৬ আল্গা চুলে খোঁপা বাঁধা।

৭৫৭ আল্গা পেলে সন্ন্যাসীও মাতে।

৭৫৮ আল্গা বেতের বাঁধন, নড়ে-চড়ে খসে না।

৭৫৯ আল্তার সুটি আর তুলোর মাকাটি।

[ 'সুটি'—গুণহীন বস্তু, দে ৬২৯ ; মাকাটি শব্দের অর্থ দুর্বোধ্য, দে কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। ]

৭৬০ আলস্য হেন ধন থাকতে, দুঃখের অভাব কি।

*৭৬১ আলাই-বালাই মাথায় পড়া।

[ আলাই বালাই—আপদ বিপদ। হিন্দি 'আলৈয় বলৈয়!' ]

৭৬২ আলা এলে ডালা এলে মুই পুতের মা।
পাইক এলে পেয়দা এলে মুই কিছু না॥

*৭৬৩ আলালের ঘরের দুলাল।

৭৬৪ আলি আলি আলি,
যেখানে যাই সেখানেই শুধু ভাঙ্গা বালি।
[ প্রথম পদটি ছড়ার লক্ষণাক্রান্ত অর্থহীন, রচনায় ঝোঁক সৃষ্টি করিবার জন্য বা বাক্যালঙ্কারে ব্যবহৃত হইয়াছে। ভাজা বালি—তপ্ত বালি, দুর্ভাগ্যের সূচক। ]

৭৬৫ আলি দিবি কি পালি দিবি সকল ঘরে পোঁচড়া দিবি।
[ আলি পালি সমার্থক শব্দ, আলি দেওয়া—আল দেওয়া, আলপনা দেওয়া। দে ইহার অর্থ 'পঙক্তি' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ৬৩৫ ]

৭৬৬ আলি লো বাঁশপাতা, বিয়ের রাতে কইলি কথা।

৭৬৭ আলুনা আলুনা খাও, ফোঁটা পানে চাও।
[ আলুনা বা নুন ব্যতীত। ফোঁটা—গৃহিণীর ললাটে সিঁদুরের ফোঁটা অর্থাৎ গৃহিণীর মুখের দিকে তাকাইয়া নুন ছাড়া রান্না খাও। 'ভাত খাও' পাঠান্তর। ]

*৭৬৮ আলো-আঁধারি লাগা।

৭৬৯ আলোচাল দেখলে ভেড়ার মুখ চুলকায়।

*৭৭০ আলোচাল আর কাঁচা তেঁতুল।

৭৭১ আলোচাল বাসকের গুঁড়ি, আপন গরবে ফাঁপা টুরি।
[ টুরি শব্দের অর্থ দুর্বোধ্য; দে কোন ব্যাখ্যা করেন নাই, দে ৬৪০। ]

৭৭২ আলোচাল, বেঁড়ে কলা, খাও না ঠাকুর, এই বেলা।
[ বেঁড়ে শব্দের প্রয়োগ এখানে দুর্বোধ্য। ইহার অর্থ লেজশূন্য। লেজশূন্য কলা কি তাহা বুঝিতে পারা যায় না। বেঁড়ে শব্দের অর্থ বেঁটেও হইতে পারে। তাহা হইলে ছোট ছোট এক প্রকার নিকৃষ্ট কদলী। ]

*৭৭৩ আলোয় পালোয়।

৭৭৪ আলোতে কিঞ্চিৎ ভাল প্রমাদ আঁধারে।

*৭৭৫ আলোর নীচেই আঁধার।
[ ··· অন্ধকার। তু—প্রদীপের নীচেই ··· প্রদীপের

নীচেই অধিকতর সার্থক ; আলো এখানে প্রদীপ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। 'চেরাগের নীচেও' ··· ব্যবহার ]

৭৭৬ আলো হাওয়া বেঁধো না, রোগভোগ সেধো না।

[ স্বাস্থ্যরক্ষা মূলক প্রবাদ। ]

৭৬৭ আল্লা আছে যার সহায়,
কি করিবে হাজার দুষমনে তায়।

৭৭৮ আল্লা, কিসের মধ্যে ফেল্‌লা।

৭৭৯ আল্লা, তোমার মেহেরবানি।
তুমি দরিয়া শুকাইতে পার, পাহাড়েতে পানি॥

৭৮০ আল্লা, ভাত-কাপড়ে একেবারেই মারলা।

৭৮১ আল্লার নামে ধরছি পারি,
জানি না আর বাঁচি মরি।

৭৮২ আল্লার মার দুনিয়ার বার।

৭৮৩ আল্লায় দিলে মোল্লায় নেয়।

৭৮৪ আল্লার দেওন অফুরানি, বান্দার দেওন কুয়ার পানি।

৭৮৫ আশমানের হচে গতিক খারাপ
দুহে চারে হচে দুন।
সংসারের গতিক দেখিলে
মাথাত্‌ ধরে ধুন॥

[ আশমান—আকাশ, হচে—হচ্ছে, গতিক—অবস্থা, দুয়ে-চারে—দু'চার দিন পর পর, দুন—দ্বিগুণ, মাথাত্‌—মাথায়, ধরে ধুন—ঘুরে যায়। উ-ব ]

৭৮৬ আশা আর ফুঁ আছে, দুধ আর বাটি নেই।

[ দুধ খাইবার আশা আছে, ফুঁ দিবার শক্তি আছে, কিন্তু দুধও নাই, বাটিও নাই। ]

৭৮৭ আশা আর বাসা, ছোট করে মরে চাষা।

[ চাষার উচ্চাশা থাকা এবং তাহার বাসগৃহটি বৃহৎ করিয়া নির্মাণ করা আবশ্যক। কৃষিকর্মের গুণকীর্তন করা হইয়াছে। ]

৭৮৮ আশা আশা, পরম দুখ, নিরাশাই পরম সুখ।

[ তু স—'আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।' নীতিবাচক সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকের বাংলা অনুকরণ। তু 'আশা হতে নিরাশা ভাল।' ]

৭৮৯ আশা করেছেন কাও, পাকলে খাবেন ডাঁও।

[ কাও—কাক, কাওয়া, কাউয়া; ডাঁও—ডেওয়া বা ডেউয়া এক প্রকার মনুষ্যের অখাদ্য অথচ দেখিতে খাদ্য বলিয়া ভ্রম হইতে পারে এমন ফল। দে—ইহাকে মাদার ফল বলিয়াছেন, কিন্তু তাহা সত্য নহে। ]

৭৯০ আশা করে বসে আছি, ধানচাল মিশায়ে বাছি।

৭৯১ আশা, গাঙ্ পারে বাসা।

৭৯২ আশা বৈতরণী নদী।

[ যতদিন পর্যন্ত না মানুষ বৈতরণী নদী পার হয়, অর্থাৎ মানুষের মৃত্যু হয়, ততদিন পর্যন্ত তাহার আশা থাকে। ]

৭৯৩ আশায় আমার পড়ল ছাই, এখন বল কোথায় যাই।

৭৯৪ আশায় আশায় জীবন গেল, সুদিন আর নাহি এল।

৭৯৫ আশায় খেলেছি পাশা।

৭৯৬ আশার জল সিঁচে মরি রুই কাতলা কি পুঁটি ধরি।

৭৯৭ আশায় দিলাম কুলমান, শেষে দেখি নাই স্থান।

৭৯৮ আশায় পুড়ালাম বাসা, আশায় মুড়ালাম দাড়ি।
ভিক্ষা দাও গো কাঙাল আমি যাচ্ছি বাড়ী-বাড়ী॥

৭৯৯ আশায় মরে চাষা।

৮০০ আশায় যে ভর করে, অনাহারে সেই মরে।

*৮০১ আশার অর্ধেক ফল।

৮০২ আশার চেয়ে নিরাশা ভাল, হয়ে গেল ত হয়ে গেল।

৮০৩ আশার শেষ নেই।

৮০৪ আশী ব'লে একাশী হল।

৮০৫ আশীর্বাদ করি মাথার কাটে,
মেগে খাওগে চেত্‌লার হাটে।

[মাথার কাট—মাথার তেলের ময়লায় অর্থাৎ মাথায়। এখানে চেতলা কথাটি উল্লেখযোগ্য। চেতলা শব্দটি দ্বারা ইহার আঞ্চলিক ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ইহাকে আঞ্চলিক প্রবাদ বলা যায়।]

৮০৬ আশে-পাশে কড়ি, তবে বেটার বিয়ে জুড়ি।

৮০৭ আশ্বিন মাসে কুঠে পাঁঠাতেও কড়ি।

[কুঠে পাঁঠা—কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত পাঁঠা। আশ্বিন মাসে অর্থাৎ দুর্গাপূজার সময় বলিদানের সময় যে কোন রকম পাঁঠার মূল্য বাড়িয়া যায়।]

৮০৮ আষাঢ় মাস, চাষার আশ।

*৮০৯ আষাঢ়ান্ত বেলা।

[আষাঢ়ের দিন দীর্ঘ, কিছুতেই যেন বেলা পড়িতে চায় না, তাহা হইতে দীর্ঘস্থায়ী অর্থে।]

৮১০ আষাঢ়ে উৎপত্তি, শ্রাবণে যুবতী, ভাদ্রে পোয়াতী।
আশ্বিনে বুড়া, কাতিকে দেয় উড়া॥

[এখানে শস্যের কথা বলা হইতেছে মনে হয়।]

*৮১১ আষাঢ়ে গল্প।

[বর্ষাকালে ঘরের বাহির হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া ঘরে বসিয়া যে সকল উদ্ভট গল্প বলিয়া সময় কাটান হইত, তাহা হইতে।]

৮১২ আষাঢ়ে না হ'ল সূত, হা সূত যো সূত।
ষোলতে না হল পুত, হা পুত যো পুত॥

[বর্ষাকালে বাইরের কোন কাজ থাকে না বলিয়া মেয়েরা ঘরে বসিয়া সূতা কাটিবার সুযোগ পায়, ষোল বছর বয়সে অর্থাৎ প্রথম বয়সে নারী পুত্র সন্তান লাভ করিলে সেই পুত্র জননীর বার্ধক্যে উপার্জনশীল হইতে পারে।]

৮১৩ আষাঢ়ে পান, চাষাড়ে খায়,
গুয়াবনে পান গড়াগড়ি যায়।

৮১৪ আষাঢ়ে মাটি, চাষাড়ে ঘরের বেটী।

[ পা—···দরিদ্রের বেটি। চাষীর মেয়ের সঙ্গে আষাঢ় মাসের মাটির তুলনা করা হইতেছে। ]

৮১৫ আষাঢ়ে যে না খাটালে পর, মিছে তার ঘর তুয়ার।

[ যে ব্যক্তি আষাঢ় মাসে জন না খাটায় অর্থাৎ কৃষিকর্মে হাত না দেওয়ায়, তাহার ঘর তুয়ার মিথ্যা ]

*৮১৬ আসন টলা।

*৮১৭ আসন্নকালে বিপরীত বুদ্ধি।

[ পা—আপৎ কালে ]

৮১৮ আসল ঘরে মশাল নেই, ঢেঁকিশালে চাঁদোয়া।

৮১৯ আসলের খোঁজ নেই, সুদের খবর।

৮২০ আসলের চেয়ে সুদ মিষ্টি।

৮২১ আসা আর যাওয়া. কুচ নেহি পাওয়া।

[ বাংলা প্রবাদের মধ্যে কখনও কখনও হিন্দী শব্দের ব্যবহার হয়, সম্ভবতঃ জোর বা emphasis দিবার জন্য। ]

৮২২ আসি বললেই বাসি হয়।

৮২৩ আসুক না আসুক বর. তবু সিঁথি প'রে মর।

[ কুলীন সমাজ-জীবনের চিত্র হইতে। ]

৮২৪ আসুন মশায়, বসুন ঘাটে।

পা ধোও গে গেড়ের খাটে, জল খাও গে মাঠে বাটে।

[ প্রথম দিনে অতিথিকে খাটে বসাইয়া অভ্যর্থনা, দ্বিতীয় দিবসে গেড়ে বা গর্তের জলে পা ধুইবার কথা বলা হয়, তৃতীয় দিনে মাঠে ঘাটে গিয়া জলপান করিতে বলা। তু°। স—'হবির্বিনা রবির্যাতি' ইত্যাদি। 'মাছ ও অতিথি তিন দিনেই বিষ'—এই প্রবাদের সমর্থনে। ]

৮২৫ আস্কে খায়, তার ফোঁড় গণে না।

[ আস্কে—একজাতীয় ফোঁড়যুক্ত পিঠা। ]

৮২৬ আস্তেও একা যেতেও একা, কার সঙ্গে কার দেখা।

[ পা—এসেছি একা বা নেংটা, যাব একা বা নেংটা··· ]

*৮২৭ আস্‌তে যেতে গলা কাটা।

৮২৮ আস্‌তে যেতে হ'ল বেলা,
তোমার কাজে কি আমার হেলা।

*৮২৯ আসে যায় না।

৮৩০ আসলেন বাবু বসলেন ঘরে, প্রাণ গেল তোয়াজ করে।

৮৩১ আসেন লক্ষ্মী দোলায় চড়ে,
কুলার বায়ে বালাই উড়ে।

*৮৩২ আস্তাকুড় ঘুরে এসে বিছানায় পা তোলা।

*৮৩৩ আস্তাকুড়ে চাঁদের আলো।

*৮৩৪ আস্তাকুড়ে সোনার চাঙ্গর।
[ চাঙ্গর—বৃহৎ বা স্থূল পিণ্ড বা খণ্ড। ]

৮৩৫ আহাম্মক যে হয়, পেছনে কথা কয়।

৮৩৬ আহাম্মক এক, যে পরের মালে করে টেঁক।
আহাম্মক দুই, যে পরের চালে তোলে পুঁই।
আহাম্মক তিন, যে ঋণ ক'রে দেয় ঋণ।
আহাম্মক চার, যে মধ্যস্থ করে খায় মার।
আহাম্মক পাঁচ, যে পরের পুকুরে দেয় মাছ।
আহাম্মক ছয়, যে একের কথা আরে কয়।
আহাম্মক সাত, যে শ্বশুরবাড়ী খায় ভাত।
আহাম্মক আট, যে মাগকে পাঠায় হাট।
আহাম্মক নয়, যে ঘর থাকতে পরের ঘরে রয়।
আহাম্মক দশ, যে মাগীর কথায় বশ॥

*৮৩৭ আহার ওষুধ দুই হওয়া।

৮৩৮ আহার করবে ঘি দুধ, তবে হবে মজবুদ।
[ সং—আয়ুর্বৈ ঘৃতম্; 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতম্ পিবেৎ।' ]

৮৩৯ আহার করবে ধীরে ধীরে, কোনো দিক না চাবে ফিরে।

৮৪০ আহার নিদ্রা ভয়, যত কর তত হয়।
[ পা—নিদ্রাস্থলে মৈথুন। ]

৮৪১ আহ্লাদী পুতুল।

[বাংলা দেশের এক শ্রেণীর মাটির পুতুল, অনুরূপ আকৃতি ও প্রকৃতিবিশিষ্ট মানুষ, প্রধানতঃ বালক বালিকা।]

৮৪২ আহ্লাদী যায় মরতে, তিন কুল যায় ধরতে।
ও আহ্লাদী মরিস্‌নি, লোক-হাসানো করিস্‌নি॥

৮৪৩ আহ্লাদী লো ঝি, তোকে ঝোড়া ঢাকা দি।
তোকে উদ্‌ বেরালে খাউ, মোর মনের দুঃখ যাউ॥

[‘খাউ’ এবং ‘যাউ’—স্বার্থে ক-বিভক্তিহীন প্রয়োগ প্রাচীনতার দ্যোতক।]

৮৪৪ আহ্লাদী বউয়ের গলার চোটে,
শ্বশুর ভাসুর মাচায় ওঠে।

৮৪৫ আহ্লাদী লো ঢেপের খই, এত আহ্লাদ পেলি কই।

[ঢেপের খই—শালুক ফুলের বীজ হইতে খই তৈরী হয়, তাহাই ঢেপের খই।]

৮৪৬ আহ্লাদে আটখানা, লেজা মুড়ো দশখানা।

৮৪৭ আহ্লাদে গলা যায়, নেঙ্‌টা হয়ে পথে ধায়।

৮৪৮ আহ্লাদে ফুট্‌কড়াই।

[ফুট-কড়াই—একজাতীয় মটর, ভাজিবার কালে ফাটিয়া যায়; ‘তপ্ত বালিতে কড়াই চড়বর করিয়া ফুটিবার ন্যায় আনন্দের উত্তেজনায় অত্যধিক বাক্‌স্ফূর্তি।’ —জ্ঞানেন্দ্রমোহন।]

৮৪৯ আহ্লাদের চাঁদ,
বুড়া কয়—বুড়ী লো, মোরে কোলে ক’রে রাঁধ॥

*৮৫০ আহ্লাদের প্রহ্লাদ।

৮৫১ আহ্লাদের বিবি, দোষ নেই তার গুণই সবই।

৮৫২ ইঙ্গিতে বুঝলে মন কাজ হতে কতক্ষণ।

৮৫৩ ইচা মাছের মাথায় গু।

৮৫৪ ইচ্ছা আছে যার, পথ আছে তার।

৮৫৫ ইচ্ছা আছে লাজে বাধে, আড়ালে আড়ালে কাঁদে।

*৮৫৬ ইচ্ছা পুত্রের মায়ের আদর।

৮৫৭ ইচ্ছার বোঝা ভার নয়।

৮৫৮ ইজ্জতের কুঁকড়ী, ডিম পাড়ে ছ'কুড়ি।

৮৫৯ ইজ্জতের দাম লাখ টাকা।

৮৬০ ইট্‌টি পড়লে পাট্‌কেলটিও পড়ে।

৮৬১ ইট পায় না ঘুটে কাটে॥

৮৬২ ইট্ মারলে পাটকেলটিও খেতে হয়।

৮৬৩ ইটা, দুনিয়ার মিঠা।

৮৬৪ ইটে নেই, ভিটে নেই, চৌধুরীর পুত।

৮৬৫ ইটে নেই, ভিটে নেই, বাইরে মর্দানি।

৮৬৬ ইতরের মরণ কাতরে, ডাইনের মরণ চাতরে।

[ চাতর—বিস্তৃতজাল, বড় ফাঁদ। ]

*৮৬৭ ইতি করা।

৮৬৮ ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ ন পূর্ব ন পর।

৮৬৯ ইত্তিপিত্তি পুড়িয়ে দেয় লাউ গাছের গোড়ে।

*৮৭০ ইঁচড়ে পাকা।

৮৭১ ইঁদারার জল নালায় যায়, ঘোলা হয়ে উজান ধায়।

৮৭২ ইঁদুর গর্ত খুঁড়ে মরে, সাপ এসে দখল করে।

৮৭৩ ইঁদুর জানে না বেরাল কানা।

৮৭৪ ইঁদুর বড় সাঁতারু, তার মাথা ভরা জট।

৮৭৫ ইঁদুর বলে—চামচিকে সই, আয় দু'জনে একত্র শুই।

৮৭৬ ইঁদুর বলে—বিড়াল মাসী, তোরে বড় ভালবাসি।

*৮৭৭ ইঁদুর মারতে ঘর পোড়ান।

*৮৭৮ ইঁদুরের কলে পড়া বা ফেলা।

৮৭৯ ইঁদুরের কাছে কোরান কি পুরাণ কি।

৮৮০ ইনাম পেলাম রাজসভায়, কৈফিয়ত দিতে প্রাণ যায়।

*৮৮১ ইন্দ্রের শচী।

[ সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের প্রতীক। ]

৮৮২ ইয়ারের কথা বেদের বচন।

৮৮৩ ইয়া জানে বিয়া জানে, পিস্‌শ্বাশুড়ীর নাম জানে না।

*৮৮৪ ইয়ারের টেক্কা।

৮৮৫ ইয়্যার ঠেস্‌সা উয়্যার ঠেসসি, তাতকে যাহে কামের কিস্‌সি।

*৮৮৬ ইলাহি কাণ্ড।

৮৮৭ ইলিশ কাঁচকলা দিয়ে গিলিস।

৮৮৮ ইলিশঃ খলিশশ্চৈব ভেট্‌কির্মদ্‌গুর এব চ।
রোহিতো মৎস্য রাজেন্দ্রঃ পঞ্চ মৎস্যা নিরামিষাঃ॥

৮৮৯ ইল্লির ধুন্‌ধমনি বিল্লির ঘাড়ে।

৮৯০ ইষ্ট কথায় তুষ্ট মন।

৮৯১ ইষ্টকালয় শ্যামা নারী, বটছায়া, কূপ বারি।

[ স. উদ্ভট শ্লোক হইতে—কূপোদকং বটছায়া শ্যামা স্ত্রী চেষ্টকালয়ম্। শীতকালে ভবেদুষ্ণং গ্রীষ্মকালে চ শীতলম্। সর্বদা কাম্য এই অর্থে। ]

৮৯২ ইষ্ট যেই কৃষ্ণ সেই, দুয়ে কিছু ভেদ নেই।

৮৯৩ ইষ্ট রুষ্ট হলে হয় সবংশে নিধন।
ইষ্ট তুষ্ট হলে হয় বৈকুণ্ঠে গমন॥

[ সা প্র ]

৮৯৪ ইষ্টানিষ্ট বোধ নাই, যারে পাই তার সঙ্গে যাই।

৮৯৫ ইষ্টি কুটুম কাকা, সকল কুটুম টাকা।

৮৯৬ ইষ্টিসেন, কেশব সেন, উইল্‌সেন।
তিন সেনেতে জাত মারলেন॥

[ উইলসেন—সেকালের ইংরেজ হোটেলওয়ালা। ]

*৮৯৭ ইস্‌ পার কি উস্‌ পার।

*৮৯৮ ইসারায় দিশাহারা।

৮৯৯ ইস্কাবনের টেক্কা, দেখতে শুনতে বাঁকা।

*৯০০ ইস্তক কাবার।

*৯০১ ইস্তক জুতা সেলাই নাগাদ চণ্ডী পাঠ।

৯০২ ইহকাল—পরকাল।

*৯০৩ ঈদের চাঁদ।

[ রমজান ঈদের চাঁদকেই বুঝায়। ]

৯০৪ ঈশান কোণের মেয়ে, ঝড় ওঠে বেগে।

৯০৫ ঈশ্বর ঈশ্বর করে যেই, তার ঘরে ভাত নেই।

৯০৬ ঈশ্বর যদি করেন, কর্তা যদি মরেন,
তবে ঘরে বসেই কেত্তন শুন্‌ব।

৯০৭ ঈশ্বরে করে কাম, মানুষের বদনাম।

৯০৮ ঈশ্বরের দাস, তার সর্বনাশ।

৯০৯ ঈশ্বরের বিধি, ফলবেই গো দিদি।

৯১০ ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য।

৯১১ উই আকাশে ওড়ে, পাখীতে খায় ধ'রে।

৯১২ উই, ইঁদুর, কুজন, ভান ভাঙে তিন জন।

৯১৩ উইয়ের পোঁদে পালক হলে আকাশ ছুঁতে চায়।
যাদুরে ধেচুয়া ধ'রে ত্রিভুবন দেখায়॥

[ ধেচুয়া—ফিঙে। ]

৯১৪ উকিল আর গাড়ির চাকা, তেল চর্বি দিয়ে রাখা।

৯১৫ উকিলের দালাল, ঘাপটি মেরে ফেলে জাল।

৯১৬ উকুন হলে নখে মারি।

৯১৭ উকুন মারি, শকুন মারি না।

*৯১৮ উকুনের তাপে মাথা মুড়ান।

*৯১৯ উচল মুড়ায় চড়া।

[ পাহাড়ের চূড়ায় উঠা। ]

৯২০ উচান বাড়ি পড়লে ভয়, পড়লে বাড়ি সব সয়।

[ উচান উদ্যত, বাড়ি আঘাত। ]

৯২১ উচিত কথা কইতে গেলে, তেলে-বেগুনে উঠে জ্বলে।

৯২২ উচিত কথা কবলো মাসি, এতে তোমার বাড়িতে আসি আর নাই আসি।

৯২৩ উচিত কথায় দেবতা তুষ্ট, উচিত কথায় মানুষ রুষ্ট।

৯২৪ উচিত কথায় বন্ধুও বিগড়ায়।

৯২৫ উচিত বলিতে পাড়ে গালি, পোয়ে ঝিয়ে হয় বেয়ালি।
কান্দনা শুনিয়া বাহির হয়, নাটে গীতে ধাইয়া যায়।
এ নারীতে যাহার বাস, তাহার কোন্ জীবনের আশ॥
ভাল খায়, আয় না বুঝে, বোল্ বলিতে উত্তর যুঝে।
ভাল বলিতে রোষ করে, তাহার স্বামী কেন থাকে ঘরে॥
রৌদ্রে রান্ধে কাঠে খড়ে, বর্ষাকালে চাল আঁচড়ে।
শুদা হাতে কাড়ে লবণ, গুরু গেরাসে করে ভোজন।
এক বলিতে দু'বোল বলে, স্বামীর শয্যা পায়ে টালে।
কিছু বলিতে পাড়ে গালি, তার স্বামী কেন নহে ভিখারী॥
অতিথ দেখিলে কুপিত হয়, দাসদাসীরে প্রবল কয়।
না বুঝে প্রাণের হাসিকান্না, সে গৃহিণীর কেন ঘরকন্না॥
গৃহিণী হইয়া রূপে ভোলে, স্বামীর পিঁড়ি পায়ে ঠেলে।
ঘর নাশে অল্পকালে, ফুট ভাষে ডাক গোয়ালে॥
প্রভাতকালে নিদ্রা যায়, বাসি শয্যা সূর্য ন পায়।
উদয় হৈলে ছড়া, সাঁঝ হৈলে ভাড়া,
তা গৃহিণীর ধরিয়া মুখ পোড়া॥
ঘরে স্বামী বাহিরে বইসে, চারিপাশে চায় মুচকি হেসে।
হেন স্ত্রায়ে যাহার বাস, তাহার কেন জীবনের আশ॥
ওড়ন কাড়ে, বলে সানে, তারে লয়ে ঘর কেনে॥
পিঙ্গল আঁখি, চপল মতি, ওষ্ঠ ডাগর, অলক্ষণ অতি।
পেট পিঠ উচ্চ ললাট, দেখ যদি ছাড়িহ বাট।
দেওর বধে স্বামী মারে, ডাক বলে—কাজ কিবা তারে॥

যে নারী রিনে নিদ্রা যায়, গালি দিলে রোষ ধরিয়া যায়।

চেড়ী পো কাহাকে না পুছে
ডাক বলে—বিভা কইলে মিছে॥
যে গৃহিণী আউদড়মুণ্ডী, খায়-দায় না পালে হাণ্ডী।
ফেলায় খায়, চায় প্রচুর, বলে ডাক—নিকালহ দূর॥

৯২৬ উঁচু নজর, তাজে ভারি, লোকের কথা তুচ্ছ করি।

৯২৭ উঁচু হবে ত নীচু হও।

৯২৮ উঁচু হলে ঝড়ে ভাঙবে, নীচু হলে ছাগলে খাবে।

*৯২৯ উচোট খেয়ে প্রণাম।

[ পা—উচোটে পড়ে সঙ্কটে প্রণাম। ]

৯৩০ উচ্ছে খাবে কচি, পটোলের খাবে বীচি।

৯৩১ উচ্ছের কচি, পটোলের বীচি, শাকের ছা, মাছের মা।
এইগুলি বেছে খা'॥

৮৩২ উজাড় বনে শিয়াল রাজা।

*৯৩৩ উজানের কই।

৯৩৪ উজো কথায় গুঁজো বেজার,
গরম ভাতে ঠুঁটো বেজার।

৯৩৫ উট্‌কপালী চিরুণ দাঁতী, গোদা পায়ে মারবে লাথি।

৯৩৬ উট্‌কপালী, চিরুণ দাঁতী, খড়মপায়া, অধিকবাতী।

[ অশুভ লক্ষণযুক্ত স্ত্রী। ]

৯৩৭ উট্‌কপালী সিঁদূর চায়, খড়মঠেঙী ভাতার খায়।

[ ঐ ; খড়ম ঠেঙী—খড়মের মত ঠেঙ বা পা যাহার এমন স্ত্রী ; যাহার পায়ের পাতা মাটিতে সম্পূর্ণ পড়ে না ; কেবল অগ্রভাগ এবং গোড়ালি মাত্র মাটি স্পর্শ করে। ]

৯৩৮ উটের পিঠে কুঁজ, উট জানে না।

৯৩৯ উটের পেটে জলের জালা, তবু তেষ্টায় ঝালাপালা।

৯৪০ উঠন্ত মূলো পত্তনেই চেনা যায়।

৯৪১ উঠল বাই ত কটক যাই।

৯৪২ উঠল বাই, দিনেকে ধাই, চল্ চাচা, মক্কা যাই।

*৯৪৩ উঠ্‌তে বস্‌তে।

৯৪৪ উঠলে ঢেঁকি, বসলে পাট,
সাত পাথর আমানি যত পার ভাত।

৯৪৫ উঠসার কিস্তিতে মাত্
[ দাবা খেলায় ভাষা। বোড়ে উঠিবার জন্য যে কিস্তি হয়। ]

৯৪৬ উঠানই পৃথিবীর শেষ।

৯৪৭ উঠান সমুদ্র পার হওয়া।

৯৪৮ উঠানে ধানের সাড়া, ঘরেতে নবান্ন বাড়া।

৯৪৯ উঠানে না আসতে বউ,
শয্যায় বর এসে শোও।

৯৫০ উঠি উঠি করে শুই, উঠতে লাগে দিন দুই।

*৯৫১ উঠি কি পড়ি।
[ তু. পড়ি কি মরি। ]

৯৫২ উঠে-ধান খুঁটে খায়।
[ সদ্য উদ্‌গত ধান খুঁটিয়া খায়। ]

৯৫৩ উঠে-ধানের পথ্যি হয় না।

৯৫৪ উঠে পড়ে লাগলে পরে,
সিদ্ধি আসবে আপনি ঘরে।

৯৫৫ উড়কি ধানের মুড়কি আর সরু ধানের চিঁড়ে।
[ ছড়ার অংশ। ]

৯৫৬ উড়তে না পেরে পোষ মানে।

৯৫৭ উড়তে পারে না ফরফর করে।

*৯৫৮ উড়ন চণ্ডে।
[ যে টাকা পয়সা উড়াইয়া দেয় বা অপব্যয় করে। পা—
উড়ন চড়ে, উড়ন পেকে, উড়ো মার্কণ্ডে। ]

৯৫৯ উড়ু সম্পর্কে গুড়ুর নাতি,
মাড় ভাত খেয়ে মরল তাঁতী।

[ উড়ু—উড়ো ; গুড়ু—পাইক—দে ৮০১। ]

৯৬০ উড়ে এল চিল, জুড়ে বস্‌ল বিল।

*৯৬১ উড়ে এসে জুড়ে বসা।

৯৬২ উড়ে, নেড়ে, গলায় দড়ে, কথা কইবে এ তিন ছেড়ে।

৯৬৩ উড়ে যায় পাখী, তার ডানা গুণে রাখি।

*৯৬৪ উড়ো কথা।

৯৬৫ উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ।

*৯৬৬ উড়ো চিঠি।

*৯৬৭ উড়ো তর্ক।

*৯৬৮ উড়ো পাখীকে পোষ মানান।

৯৬৯ উতর থেকে এল ময়না পাখা নাড়ি' নাড়ি'।
ফুল গাছে বসে ময়না করে চতুরালি ॥

[ ইহাকে প্রবাদ বলা কঠিন : ছড়ার লক্ষণাক্রান্ত। ]

৯৭০ উত্তরের মানুষ ভিতরে বুদ্ধি, দখিনের মানুষ সাদা।
পূবের মানুষ চাঁদ সওদাগর, পশ্চিমের মানুষ গাধা ॥

*৯৭১ উতোর গাওয়া।

*৯৭২ উত্তম মধ্যম দেওয়া।

৯৭৩ উত্তমে উত্তম মিলে অধম অধমে।
কোথায় মিলন হয় অধমে উত্তমে ॥

[ সা. প্র ]

৯৭৪ উত্তরে বাগ, দক্ষিণে রাখ।

৯৭৫ উত্তুরে মেয়ে, পূবে নেয়ে।

৯৭৬ উত্তুরে লোক পরিপাটি,
দেখলে লাগে দাঁত কপাটি।

৯৭৭ উদ খেতে ক্ষুদ নেই, নেউলে বাজায় শিঙে।

৯৭৮ উদ্ বিড়ালী উদ্ খা, স্বামী রেখে সতীন খা'।
[ মেয়েলী ব্রতের ছড়া। প্রবাদ রূপেও ব্যবহৃত হইতে পারে। ]

৯৭৯ উদরী, বাতুড়ী, যক্ষ্মা, এ তিনে নেই রক্ষা।

৯৮০ উদারী উদারী বলি তোরে, সোয়ামী ধার দিবি মোরে ?
ধানে পারি, চালে পারি,
সোয়ামী ধার কি দিতে পারি ॥
[ উদারী—উদার স্ত্রীলিঙ্গে। ]

৯৮১ উদূখলে ক্ষুদ নেই, চাটগাঁয়ে বরাত।

৯৮২ উদে মাছ ধরে, খাটাশে ভাগ করে।

*৯৮৩ উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে।

*৯৮৪ উধারে আঁধার।

৯৮৫ উননে উথলে ভাত, সব সর সর।

৯৮৬ উননে চড়ে না হাঁড়ি, কথায় রাজা বাদশা মারি।

৯৮৭ উননমুখো দেবতা, তার ঘুঁটের ছাই নৈবেদ্য।

৯৮৮ উননমুখো হেড়ে হ্যাংলা
ভেড়ের ভেড়ে বেড়ে ক্যাংলা।

৯৮৯ উপবাসী প্রাণ, করে আনচান।

৯৯০ উপর দিকে তাকিয়ে থুতু ফেললে নিজের গায়েই পড়ে।

*৯৯১ উপর চাল।

*৯৯২ উপর চালাক।

*৯৯৩ উপর-পড়া হওয়া।

*৯৯৪ উপরি আয়।

৯৯৫ উপরি মেরে ফাঁপরে, ভাতার মেরে দেশান্তরে।

৯৯৬ উপর থেকে পড়ে গেল জন পাঁচ-সাত,
যার যেখানে ব্যথা তার সেখানে হাত।

৯৯৭ উপরে ঘেরা মধ্যে ফাঁক, দেখেছি কত লাখ লাখ।

৯৯৮ উপরে চিকণ-চাকণ, ভিতরে খ্যাড়।

৯৯৯ উপরে বাবুয়ানা, ভেতরে খড়ের বেনা।

*১০০০ উপরোধে ঢেঁকি গেলা।

১০০১ উপস্থিত ত্যাগ করা নয়।

১০০২ উপায়ের গন্ধ নেই, শুধুই খরচ।

*১০০৩ উপুড় ক'রেই কাট, আর চিৎ ক'রেই কাট।

১০০৪ উপুড় হস্ত করে না।

[ পা—হস্ত বা হাত উপুড় করে না। ]

১০০৫ উপোস করলে যাবে দিন, ধার করলে হবে ঋণ

১০০৬ উপোস ক'রে ধর্ম, কোদাল পেড়ে কর্ম।

*১০০৭ উপোসী ছারপোকা।

১০০৮ উপোসের কেউ নয়, পারণের গোঁসাই।

১০০৯ উপোসের নাগর, পারণের ঠাকুর।

*১০১০ উভয় সঙ্কট।

১০১১ উভে নেই ফেরে আছে।

১০১২ উরত বেয়ে রক্ত পড়ে, চোখ গেল রে বাবা।

১০১৩ উলুই, গুড়ান বা উলুই-চণ্ডী হওয়া।

১০১৪ উলুবনে আগুন লাগলে ছড়ছড়িয়ে যায়।
যে ছেলেটি বাপ ডাকবে, আমার সাথে আয়॥

*১০১৫ উলুবনে মুক্তা ছড়ান।

*১০১৬ উলুবনে সাঁতার।

১০১৭ উলোর পাগল, গুপ্তিপাড়ার বাঁদর,
হালিশহরের ত্যাঁদড়।

১০১৮ উলোর মেয়ের কুলুজি, অগ্রদ্বীপের খোঁপা।
শান্তিপুড়ের হাত নাড়া, গুপ্তিপাড়ার চোপা॥

*১০১৯ উল্টা উৎপত্তি।

*১০১৯ক উল্টা বাউল।

১০২০ উল্‌কি কালি কি ধুলে যায়।

১০২১ উল্‌টা বুঝলি রাম।

১০২২ উল্‌টালে যা পাল্‌টালেও তা।

১০২৩ উল্‌টে চোরা গেরস্থকে বাঁধে।

১০২৪ উল্‌টে চোরা মশান গায়।

১০২৫ উস্‌কো মাটিতে বেরাল হাগে।

[ 'উল্‌কো—কোপান, শক্ত মাটির বিপরীত। ]

*১০২৬ উস্থুন কুড়োয় জাল ফেলা।

[ বর্ষার যে জল চাল বাহিয়া নীচে ঝর ঝর করিয়া পড়ে ; কুঁড়ো—সেই জল যাহাতে ধরিয়া রাখা হয়। ]

১০২৭ উস্থুলের আবার দণ্ড কি।

*১০২৮ ঊনকুটি চৌষট্টি।

[ যাহাতে কিছু বাদ পড়ে না। ]

*১০২৯ ঊনপঞ্চাশ হওয়া।

১০৩০ ঊন-পাজুরে বরাখুরে।

[ ঊন পাজুরে—যাহার পাঁজর কম ; বরাখুরে—যে গোরুর বরাহের মত ক্ষুর। অশুভ লক্ষণযুক্ত। ]

১০৩১ ঊন পেলেই ঊনচল্লিশে ধরে।

১০৩২ ঊন বর্ষায় দুনো শীত।

১০৩৩ ঊন ভাতে দুনো বল, ভরা ভাতে রসাতল।

[ পা— ... অতি ভাতে ... ]

*১০৩৪ ঊনিশ বিশ।

১০৩৫ ঊষা-যোগে যে জন যায়, ডাক বলে—সিদ্ধি সে পায়।

[ ডা ব—ঊষাকালীন যাত্রার মাহাত্ম্য ]।

১০৩৬ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।

[ চার্বাকোক্তি ; স. শ্লোকের অংশ ]

*১০৩৭ ঋণ-ছেঁচড়ার পার্বণ লাভ।

১০৩৮ ঋণ দাতার ভয় বেশি।

১০৩৯ ঋণ দিব বান্ধা লইয়া, সকল পাব ঘরে বসিয়া।
লাভে মূলে যত ধন, ঘরে বসিয়া তার মিলন॥

১০৪০ 'ঋণ রিপু রোগ শেষ দুঃখ দেয় র'য়ে।'
[ সা প্র—ধর্মমঙ্গল, ঘনরাম চক্রবর্তী ]

১০৪১ ঋষ্যা চিনি মোছে, বামুন চিনি গোঁছে।
[ ঋষ্যা—গোঁফ যুক্ত মাছ বিশেষ; তপসী মাছ?—দে।
গোঁছে—কাছায় ]।

১০৪২ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি এলেন যেন কৃষ্ণের দূত।

১০৪৩ এ আলে পানি, ও আলে পানি,
কেমনে যাব নাহি জানি।

১০৪৪ এই করে পাকালাম কেশ, জলে ভাসে জোড়া সন্দেশ।

১০৪৫ এই ডুমুর গর্ব কর, পাকলে ডুমুর খ'সে পড়।

১০৪৬ এই তো কলির সন্ধ্যে!

১০৪৭ এই দিনও যায়,
খ্যাড় দিয়ে যে চুল বাঁধে সেও ভাতার পায়।

১০৪৮ এই পিণ্ডি জনম শোধ।

১০৪৯ এই ফুরালে খাবে কি, ঘরে ত নেই আইবুড়ো ঝি।

১০৫০ এই বরাতের এই কথা, ঘটে দাও বেলপাতা।

১০৫১ এই বেড়া ঘেরা কার লাগি? ঝিয়ের লাগি।
তারে গিয়ে দেখ হাটখোলা॥

১০৫২ এই বেরাল বনে গেলে বাঘ হয়।

১০৫৩ এই বেলা নাও ঘর ছেয়ে, আকাশে মেঘ দেখ চেয়ে।

১০৫৪ এই যদি গোরাচাঁদ তবে কালাচাঁদ কেমন।

১০৫৫ এই যে দন্ত জোরমন্ত, পড়লে হবে বুড়ী।
এই যে কেশ দেখতে বেশ, পাকলে শণের নুড়ি॥

১০৫৬ এই যে শেখ ফরিদের কারখানা
বাড়ে সয় কমে না।

১০৫৭ এই হাতটি সব জানে, মাছ আনতে কাঁটা আনে।

১০৫৮ এও জানি সেও জানি, কিছু নেইক বাকী।
সতীনে দিলে সোনার গয়না, মোরে দিলে ফাঁকি॥

১০৫৯ এও বিশ্বাস পায়, হাটে চোখও বেচা যায়।

১০৬০ এক আঁচড়ে চেনা যায়।

১০৬১ এক আঙুলে তুড়ি লাগে না।

১০৬২ এক আলের শশা, যার যেমন দশা।

১০৬৩ এক এক ক'রে দিন গেল, গোলার ধান গোলায় র'ল।

১০৬৪ এক এক গুলি, দো দো চিড়িয়া।

১০৬৫ এক একাদশী ছাড়াই, ত্রিশ রোজা বাড়াই।

[ হিন্দুর মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করা লইয়া ভাবনা ]।

১০৬৬ এক ওয়াকিবহাল, সাত নবিশিন্দা।

[ ওয়াকিবহাল—বিজ্ঞ, নবিশিন্দা—শিক্ষানবিশ। একজন জ্ঞানী সাতজনকে শিক্ষা দিতে পারে ]।

১০৬৭ এক কড়ার মুরদ নাই, ভাত মারবার গোঁসাই।

[ পা—এক কড়ার মুরদ নাই, সাত কড়ার আলাপ। ]

১০৬৮ এক কথায় এক কি, আহ্লাদের ঢেঁকি।

১০৬৯ এক কথায় পণ্ডিতী যায় না, এক ঝড়ে বর্ষা যায় না।

১০৭০ এক করতে আর হয়।

১০৭১ এক কাটে ধারে, আর এক কাটে ভারে।

১০৭২ এক কাঠি বাজে না।

*১০৭৩ এক কাঠি সরেস।

১০৭৪ এক কান কাটা শহরের বার দিয়ে যায়।
দু' কান কাটা শহরের ভেতর দিয়ে যায়॥

১০৭৫ এক কানে শোনে, অন্য কানে বেরোয়।

১০৭৬ এক কালে অনুরাগী, আর এক কালে বৈরাগী॥

১০৭৭ এক কালে বিলাসিনী, শেষ কালে তপস্বিনী।

১০৭৮ এক কালে ঠেকেছে তিন কাল গিয়ে,
তবু আবার করবে বিয়ে।

১০৭৯ এক কিল দিয়ে শ' কিল খায়,
ছুঁচ চুরি করতে কুড়ুল হারায়।

১০৮০ এক কূল ভাঙে ত আর এক কূল গড়ে।

১০৮১ একেকে আর, দেখবে বেগার।

*১০৮২ এককে একুশ করা।

*১০৮৩ এক কেঁড়ে দুধে এক ছিটে চোনা।

*১০৮৪ এক ক্ষুরে মাথা মুড়ান।

১০৮৫ এক খায় আর চায়, চাইতে চাইতে পাতাল যায়।

১০৮৬ এক খায়, এক থিতায়।

*১০৮৭ একগঙ্গা জলে।

*১০৮৮ একগলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বলা।

১০৮৯ এক গরু যার, মুখ পুড়ে তার।

১০৯০ একগাছ তৃণ দু'গাছ হল, সোনার সংসার তলে গেল।

[ যৌথ পরিবার পৃথক্‌ হইয়া যাইবার ফল। ]

১০৯১ এক গাছের ছাল আর গাছে জোড়া লাগে না।

১০৯২ এক গাঁজার তিন ধর্ম, তোতা পেঁচা কুম্ভকর্ণ।

১০৯৩ এক গাঁয়ে ঢেঁকি পড়ে, আর গাঁয়ে মাথা ধরে।

১০৯৪ এক গাঁয়ে ঢোল বাজে, আর গাঁয়ে বিয়ে।

১০৯৫ এক গাঁয়ের কুকুর, আর গাঁয়ের ঠাকুর।

*১০৯৬ একগালে চূণ, এক গালে কালি।

১০৯৭ একগুণ ছেলের তিনগুণ বিক্রম।

১০৯৮ একগুণ দেবে, সাতগুণ পাবে।

১০৯৯ একগুণ রামায়ণ, তার তিনগুণ ভ্যাবায়ন।

*১১০০ একগুলিতে দুই বাঘ।

*১১০১ এক গোয়ালের গরু।

১১০২ এক ঘর পাপে, চল্লিশ ঘর তাপে।

১১০৩ এক ঘরে তিন ঘরণী, কেঁদে মরে রাঁধুনী বামনী।

১১০৪ এক ঘরে তিনজন চতুর, একজন মলে পাঁচজন ফতুর।

১১০৫ এক ঘা'তে গাছ পড়ে না।

১১০৬ এক ঘা মেরে সাত ঘা জিরোয়।

*১১০৭ এক চক্ষু হরিণ।

[বৌদ্ধ জাতকে একচক্ষু হরিণের একটি কাহিনী আছে, সংস্কৃত কথাসাহিত্যেও অনুরূপ কথার সন্ধান পাওয়া যায়। একদিকে দেখিতে পায় না বলিয়া সহজেই ব্যাধ কর্তৃক হত হয়, পলাইতে পারে না]।

১১০৮ এক চক্ষু কানা যার
একশ বাহান্ন বুদ্ধি তার।

১১০৯ একচাকায় রথ চলে না।

১১১০ এক চাঁদে জগৎ আলো।

১১১১ এক চায়, আর পায়, ভাঙা নৌকা দু'হাতে যায়।

১১১২ একচালার আবার পরচালা।

১১১৩ একচির পান দু'চির হল, সোনার পাটে ভাগ বসল।

১১১৪ এক চুমুকে সমুদ্র পান।

১১১৫ এক চেনে এক দিনে, আর এক চেনে একুশ দিনে।

১১১৬ এক চোখে কাঁদা, আর চোখে হাসা।

*১১১৭ এক চোখো।

১১১৮ এক চোখো মাসী, কারে ভালবাসি।

১১১৯ এক চোর যে পথে যায়, সাত চোর সে পথে ধায়।

১১২০ এক ছাগী তিন ভাগী।

১১২১ এক ছাড়া দুই নেই।

১১২২ এক ছাড়া নেই গতি, সেই মোর প্রাণপতি।

১১২৩ এক ছিলিম যেমন তেমন, দু'ছিলিমে মজা।
তিন ছিলিমে উজীর আমীর, চার ছিলিমে রাজা॥

[পা—উজীর নাজীর]।

১১২৪ এক ছেলে তার ফুলের শয্যে,
পাঁচ ছেলে তার কাঁটার শয্যে।

১১২৫ এক ছেলে তার সোনাদানা,
পাঁচ ছেলে তার পোঁদে টেনা॥

১১২৬ এক ছেলের মা, ভয়ে কাঁপে গা।

*১১২৭ এক ছাঁচে ঢালা।

১১২৮ একজন চরকা কাটুনী, তিনজন তার খি-ধরণী।

১১২৯ একজন ধরলে গান, সবাই তার ধরে তান।

১১৩০ একজনা কীত্তুনে, সবজনা বেতুনে, গান হবে কেমনে।

১১৩১ এক জনে মন ওঠে না, পাঁচজন করে আনাগোনা।

১১৩২ একজনে রাখলে মন, সুখ হয় বিলক্ষণ।

১১৩৩ একজনে সুখ নাই, দুই জন কোথা পাই।

১১৩৪ এক জন্মে দিলে, আর জন্মে মিলে।

১১৩৫ এক জায়গায় ওঁচলা মাটি, আর জায়গায় ষাঁড়।

১১৩৬ এক জায়গায় খাল কেটে,
আরেক জায়গায় খাল ভরায়।

১১৩৭ এক জায়গায় থাকলে,
হাঁড়িতে হাঁড়িতে ঠেকাঠেকি হয়।

১১৩৮ এক জোয়, আর সাত পোয়।

১১৩৯ এক ঝাড়ের বাঁশ,
কোনটিতে দুর্গার কাঠামো, কোনটিতে হাড়ীর ঝুড়ি।

১১৪০ এক ঝিকরে মাছ বেঁধে না, সেই বা কেমন বঁড়শি।
এক ডাকেতে সাড়া দেয় না, সেই বা কেমন পড়শী॥

১১৪১ এক টাকায় পুকুর কিনে তিন টাকায় কাটায়।

১১৪২ এক টাকায় পোদ চৌধুরী,
লাখ টাকায় বামুন ভিখারী।
[ পোদ পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়, নিম্নবঙ্গের কৃষিজীবী সম্প্রদায় ]।

১১৪৩ একটা পেট তবু কুকুর মরে,
খেতে না পেয়ে দুয়ার ধরে।

১১৪৪ একটি ইঁদুর যদি নড়ে, চোরের প্রাণ ধড়ফড়ে।

১১৪৫ একটি ভাত টিপলে, হাঁড়ি শুদ্ধ ভাতের খবর মেলে।

১১৪৬ একটি হাতী, একটি ঘোড়া, থৈ থৈ করে গাছের গোড়া।

১১৪৭ একটু হলুদ নিতে এসে, বলে বাড়ীর গিন্নী যে সে।

১১৪৮ এক ঠগ, দুই ঠগ, তিন ঠগের মেলা।
ঠগের গুরু যজ্ঞেশ্বর, রামচন্দ্র তার চেলা॥
[ আঞ্চলিক প্রবাদ ; যজ্ঞেশ্বর এবং রামচন্দ্র বিশেষ কোন অঞ্চলের ঠক প্রকৃতির ব্যাক্তি ছিল, তাহা হইতে। ]

১১৪৯ এক ডালে দুই পাখী, গায়ে গায়ে মাখামাখি।

*১১৫০ এক ঢিলে দুই পাখী।

১১৫১ এক তাড়ি তেল, ঢেলে দিলেই গেল।

১১৫২ এক তোলো কচুশাক, এক তোলো পানি।
বাপে পুতে সলা করে পেয়েছ রাঁধুনী।

১১৫৩ একদিন করে মজা, ছ'মাস খায় ঝিঙে ভাজা।

১১৫৪ একদিনকার জ্বরে, সব দেখলে পরে।

১১৫৫ একদিন ঘি-রুটি, একদিন দাঁত-ছিরকুটি।

১১৫৬ একদিন মদের জোরে, সাতদিন মাথা ঘোরে।

১১৫৭ এক দুখের দুখী আমি, গাঙের কূলে বাড়ী।
এক দুখের দুখী আমি, ছেলে বয়সে রাঁড়ী॥
এক দুখের দুখী হই, আমি ধার করি।
এক দুখের বুড়া আমি, শেষে বিয়া করি॥

১১৫৮ এক দেয় বর দেখে, আর দেয় ঘর দেখে।

১১৫৯ এক দেশের বুলি, আর দেশের গালি।

১১৬০ এক দোর মোদা, হাজার দোর খোলা।
[ মোদা—বন্ধ, মুদ্রিত হইতে। ]

*১১৬১ এক ধ্যান, এক জ্ঞান, এক মনপ্রাণ।

*১১৬২ এক নিঃশ্বাসে সাতকাণ্ড রামায়ণ।

১১৬৩ এক নৌকায় চড়ি সবে, যেখানে যার যেতে হবে।

*১১৬৪ এক পথ মেরে সাত পথ করা।

*১১৬৫ এক পথের পথিক।

১১৬৬ এক পয়সা নেই থলিতে, লাফিয়ে বেড়ায় তবু গলিতে।

*১১৬৭ এক পয়সা মা বাপ।

১১৬৮ এক পয়সার চড়ুই পাখী চণ্ডীমণ্ডপে বাসা।

১১৬৯ এক পয়সার মুরদ নেই, পাগড়ি বাঁধে তেড়া।

১১৭০ এক পশলা জল হল, নদী নালা ভেসে গেল।

*১১৭১ এক পা জলে, এক পা স্থলে।

*১১৭২ এক পাঁঠা তিনবার কাটা।

১১৭৩ এক পা দু'পা বামুন বাড়ী কদ্দূর।

*১১৭৪ এক পা গঙ্গাজলে।

১১৭৫ এক পারে না, আরেক চায়।
হেলে ধরতে পারে না কেউটে ধরতে যায়॥

*১১৭৬ এক পালি ধানে মহাভারত।

১১৭৭ একপায়ে জুতো, খায় মুচির গুঁতো।

১১৭৮ এক পুত পুত নয়, এক চোক চোখ নয়,
এক কড়ি কড়ি নয়।

১১৭৯ এক পুত অন্ধের নড়ি।

১১৮০ এক পুত যার, বাপের ঠাকুর তার।

১১৮১ এক পুতের আশ, নদীকূলে বাস, ভাবনা বারমাস

১১৮২ এক পুতেরও আশ নাই,
এল ক্ষেতেরও আশা নাই।

১১৮৩ এক পুতের আশা, গঙ্গাপারে বাসা।

১১৮৪ এক পো চালের পরমান্ন, গাঁশুদ্ধ নেমন্তন্ন।

১১৮৫ এক বউ ফালাইয়া দিলাম, চাউল চাবানোর ডরে,
আরেক বউ আইয়া খালি আস্তা বারাই গিলে।

*১১৮৬ এক বনে দুই বাঘ।

১১৮৭ একবরে ভাতারের মাগ চিংড়ি মাছের খোসা।
দোজবরে ভাতারের মাগ নিত্যি করেন গোসা॥
তেজবরে ভাতারের মাগ সঙ্গে ব'সে খায়।
চার বরে ভাতারের মাগ কাঁধে চ'ড়ে যায়।

১১৮৮ এক বিয়ের মাগ নাড়ে চাড়ে,
দোজবরের মাগ পুড়িয়ে মারে।

১১৮৯ একবয়ের মাগ হেলাফেলা,
দোজবরের মাগ গলার মালা।

১১৯০ এক বাড়ীতে সাত কর্তা, করে কেবল বেগুন ভর্তা।

১১৯১ একবার থালায়, একবার মালায়।
[ পা—থালায় মালায় ]।

১১৯২ একবার যায় যোগী, দু'বার যায় ভোগী,
তিনবার যায় রোগী।
[ শৌচ কর্মের স্বাস্থ্য সম্মত বিধি। ]

১১৯৩ একবার হল নুনে ফেলে, তারপর হল ছেলের সনে।
দেখে গেছ সেই, আর নিয়ে বসেছি এই ॥
[ গৃহিণীর চারিবার ভোজনের তালিকা ]।

১১৯৪ একবার হাগি, তিনবার ফিরে চাই।

*১১৯৫ একবারের রোগী, আর বারের রোজা।

১১৯৬ এক বিছানায় শোয়, গায়ে গা লাগে না।
[ কালিদাস তাঁহার 'রঘুবংশে' ইহাকে অসিধার ব্রত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ]

১১৯৭ এক বিয়ে দেবতার বরে, আরেক বিয়ে কি গাছে ধরে।

১১৯৮ এক বিয়েন না দিলে লজ্জা যায় না।

১১৯৯ এক বীজে দু'ফল ফলে না।

১২০০ এক বুঝা যায় পড়লে, আর বুঝা যায় মরলে।

১২০১ এক বুড়ীর নানা দোষ, নাকের উপর হল খোস।

১২০২ এক বুড়োর তিন মাগ,
যার দিকে না চায় সেই করে রাগ।

১২০৩ এক বুদ্ধি ভাল, দুই বুদ্ধি আরো ভাল।

১২০৪ এক বেঁড়ে যার, সকল গাঁ তার।

১২০৫ এক বেলা ভাগে, এক বেলা ঠিকে।

১২০৬ এক বেল্লিক একাই হাজার,
একেলা করে গাঁ উজার।
থাকতে কয়না মুখে কথা,
বাইরে গেলেই ঠেঙা-গুঁতা॥

১২০৭ এক বোকা কেতো কামার,
এক বোকা ভাসুর আমার,
আর এক বোকা তুই।

[ভাসুর ভাদ্রবধূর সম্পর্ক পরস্পর পরিহারের (avoidace-এর) সম্পর্ক; তাহা হইতে উভয়ত নানা জটিল মনস্তত্ত্বের সৃষ্টি হয়, বধূর এই মনোভাবের অভিব্যক্তি তাহারই অন্যতম নিদর্শন।]

১২০৮ এক ব্যঞ্জন ভাত, তাও নুনে বিষ।

১২০৯ এক ভাল মরলে, এক ভাল সরলে।

১২১০ এক ভরি সোনা, সেক্‌রা ত্রিশ জন।

১২১১ এক ভস্ম আর ছার, দোষগুণ ক'ব কার।

১২১২ এক মন হলে সমুদ্র শুকায়।

১২১৩ এক মনে ডাকলে পরে,
ঠাকুর আপনি আসে ঘরে।

১২১৪ এক মাগীর সাত কাম,
ধান কাটে আর চোষে আম।

১২১৫ এক মাঘে জাড় পালায় না।

১২১৬ এক মাণিকে সাত সাগর আলো।

১২১৭ এক মায়ের এক পুত, খায় দায় যেন যমের দূত।

১২১৮ এক মাসে তিন গ্রহণ,
মরে রাজা কি মরে দেওয়ান।

১২১৯ এক মুখ সোনা দিয়ে ভরা যায়,
পাঁচ মুখ ছাই দিয়েও ভরে না।

১২২০ এক মুখে তিন কথা, শুনে লাগে মাথা ব্যথা।

১২২১ এক মুখে দুই কথা, ছেপ্ ফেলে ছেপ্ গেলা।

*১২২২ এক মুরগী ক'বার জবাই।

১২২৩ এক মেগোর পাতে ভাত, দুই মেগোর গালে হাত।

*১২২৪ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

*১২২৫ এক যাত্রায় পৃথক ফল।

১২২৬ এক যুক্তির পাড়া, গাছে বিয়য় ঘোড়া।

১২২৭ এক যে ছিল গেরস্তের বউ কবাটের আড়ে,
নাচতে নাচতে পড়ল গিয়ে ভাশুরের ঘাড়ে।

১২২৮ এক রত্তি ছুঁড়ী, তার রকম দেখে মরি।

১২২৯ এক রত্তি ছেলের বার বুড়ি কথা।

১২৩০ এক রত্তি দড়ি, সকল ঘর বেড়ি।

১২৩১ এক রত্তি মানুষ নয়, সাত রত্তি আলাপ।

*১২৩২ এক রসের রসিক।

১২৩৩ এক রাত্রির দেখা, তুমি প্রাণসখা।

১২৩৪ এক রাস্তায় হাঁটে,
কেউ ভালয় যায় কেউ হোচট খায়।

১২৩৫ এক রেক চালের ক্ষিদে কি এক কুন্‌কোয় যায়।

১২৩৬ এক লক্ষ পুত্র তোর সওয়া লক্ষ নাতি।
কেহ না রহিল আর বংশে দিতে বাতি॥

*১২৩৭ একলষেঁড়ে।
[ আত্মসুখী। ]

১২৩৮ এক লাউয়ের বীচি।
কেউ বা করে কচর কচর, কেউ বা আছে কচি॥

১২৩৯ একলা গেলেও আগে যাই না,
নুন দিয়ে খেলে শুধু ভাত খাই না।

১২৪০ একলা ঘরের মেকলা, খেতে বড় সুখ।
মরতে গেলে ধরতে নেই, এই বড় দুখ॥

১২৪১ একলা ঘরের গিন্নী হব,
চাবিকাঠি ঝুলিয়ে নাইতে যাব।

১২৪২ একলা মায়ের ঝি, গরব করব না ত কি।

১২৪৩ একলা মায়ের সাধের বৌটি।
চুল নেই তার দড়ির ঝুটি॥

১২৪৪ একতা ঘরের গিন্নী হলি নাকি মা।
নিঃশ্বাসকে বিশ্বাস নেই, নড়ছে ছুটো পা॥

*১২৪৫ একলা ঘরের গিন্নী হব।

১২৪৬ একলার চেয়ে দোকলা ভাল।

১২৪৭ এক লাঠিতে সাত সাপ।

১২৪৮ এক লোউয়ের বাঁধন, তার নেই ঘিন্।
আড়া পাড়ার লোকেদের মুখখানা চিন্॥

১২৪৯ একশ আট কলা রুয়ে।
থাক গেরস্ত ঘরেশুয়ে॥
[খ ব। পা—তিনশ ষাট; চাষা।]

১২৫০ এক শয্যার সাথী, সঙ্গে কাটাই রাতি।

*১২৫১ এক শান্‌কির ইয়ার।

১২৫২ এক কলসী জল তুলে কাঁকালে দিলে হাত।
এই মুখে খাবে তুমি বাগ্‌দিনীর ভাত॥

১২৫৩ এক সাথে এলাম পাঁচ ভাই, শেষে দেখি ঠাঁই ঠাঁই।

১২৫৪ এক সাজে এলাম ভাই।
কারো পরণে সাড়ি জরী, কারো পরণে ন্যাতাও নাই

১২৫৫ এক সিউনি জল সেঁচে কাঁকালে দিলে হাত।
এই মুখে খাবে তুমি বাগ্‌দিনীর ভাত॥

*১২৫৬ এক সূর্যে ধান শুকিয়ে খাওয়া।

১২৫৭ এক সের চালে পাঁচখান পিটে,
যার কথা শুনি তার কথা মিঠে।

১২৫৮ এক হইলে গৃহস্থালী, আর নইলে চূণকালি।

১২৫৯ এক হাটে কি মায়ে ঝিয়ে চোর।

১২৬০ এক হাটে দুই দর।

১২৬১ এক হাঁটে পেঁয়াজ বেচলাম, চাচা মোল্লা হলে কবে।

[ আকস্মিক উন্নতির দাবীতে বিস্ময় প্রকাশ। ]

১২৬২ এক হাটে বেচতে পারে,
আর এক হাটে কিন্‌তে পারে।

[ অতিরিক্ত বুদ্ধিমান লোকের কর্ম। ]

*১২৬৩ এক হাত দুই মুখ।

*১২৬৪ এক হাত গলায় এক হাত পায়ে।

১২৬৫ এক হাত গাছে সাত হাত লাউ।

[ তু. 'বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি।'
অসম্ভাব্যতার নিদর্শন। ]

১২৬৬ এক হাত নড়ে না, দু'হাত নড়ে।

[ তু. 'এক হাতে তালি বাজে না।' একজনে ঝগড়া হয় না, ঝগড়া হইতে হইলে দুইজনের আবশ্যক হয়।

*১২৬৭ এক হাত পায়, এক হাত মাথায়।

[ একদিকে অনুরোধ অন্যদিকে শাসন। ]

*১২৬৮ এক হাত লওয়া।

[ অপমানিত করা বা অপ্রতিভ করা। সব সময় 'প্রতিশোধ লওয়া' না ও হইতে পারে।—দে ১০৬৮ ]।

১২৬৯ এক হাতী, এক ঘোড়া।
থৈ থৈ করে গাছের গোড়া॥

১২৭০ এক হাতে ছড়াও দু হাতে কুড়াও।

[ এক হাতে যদি দান কর, তবে দুই হাতে তাহার ফল লাভ করিবে। ]

১২৭১ এক হাতে ঢাল, এক হাতে তরওয়াল, লড়ব কিসে।

[ কঠিন দায়িত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিবার কৌশল মাত্র। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ যখন যুদ্ধ-ব্যবসায়ী ছিল, তখন এই শ্রেণীর প্রবাদের জন্ম হইয়া থাকিবে। ]

১২৭২ এক হাতে তালি বাজে না।

[ ঝগড়া বিবাদে মাত্র একজনের দোষ থাকে না, দুইজন ইহার জন্য দায়ী থাকে। ]

১২৭৩ এক হাতে দেওয়া, এক হাতে নেওয়া।

[ নগদ কারবার। ]

১২৭৪ এক হারাই খুঁজে, এক মারাই বুঝে।

[ হারাইয়ের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিয়া মারাই শব্দ আসিয়াছে, ইহার অর্থ মার খাই হইতে পারে, অর্থ ইচ্ছা করিয়া অন্যকে দিয়া প্রহৃত হই, এই অর্থ।]

১২৭৫ এক হেঁসেলে তিন রাঁধুনী,
পুড়ে মরে তার ফেন গালুনী।

[ পা—পাথালে ; পাথালে ( উননে ) হওয়াই অধিকতর সার্থক। ]

*১২৭৬ এক সূর্যে রোদ পোয়ানো।
এক ক্ষুরে মাথা কামানো।

[ একাত্মতার ভাব প্রকাশক। ]

*১২৭৭ একাই একশ।

[ কর্মদক্ষ ব্যক্তি ; যিনি একশত লোকের কাজ একাই করিতে পারেন। অনেক সময় ব্যঙ্গার্থেও ব্যবহৃত হয়। ]

*১২৭৮ একাক্ষর মন্ত্র।

[ ওঁ বা প্রণব একাক্ষর মন্ত্র। 'ক্রীং' আড়াই অক্ষর মন্ত্র। নিঃসঙ্গতা বুঝাইতে। ]

১২৭৯ একা কাঁদি, একা হাসি, গরম রেঁধে খাই বাসি।

[ দায়িত্ব জ্ঞানহীন স্বেচ্ছাচারিতা কিংবা নিঃসঙ্গতার ভাব ব্যঞ্জক। ]

১২৮০ একা গেল জল আনতে, সাথে নিয়ে এল প্রাণকান্তে।

১২৮১ একা ঘরের একা ভাই, খেতে বড়ো সুখ,
মরতে এ'লে ধরতে নেই, তাই বড়ো দুখ।

১২৮২ একা ছিলাম ঘরের মাথার ঠাকুর।
সতীন এল আস্তাকুড়ের হলাম কুকুর ॥

*১২৮৩ একাদশে বৃহস্পতি।

[ সঞ্চারে বৃহস্পতি যখন জাতকের জন্মলগ্ন হইতে একাদশ স্থানে আসেন, তখন তাঁহার ধনবৃদ্ধি হয় বলিয়া জ্যোতিষ শাস্ত্রে উল্লিখিত হয়। অপ্রত্যাশিত ধনপ্রাপ্তি বুঝাইতে ইহার প্রয়োগ হয়। ]

১২৮৪ একাদশীর ঠাকুরাণী, ডুব দিয়ে খান পানি।

[ গোপনে অন্যায়কারী। ]

১২৮৫ একা দুধে ক্ষীর ছানা ননী।

[ একই ব্যক্তির বিভিন্ন গুণ বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়, যেমন একই দুধ হইতে ক্ষীর, ছানা এবং ননী হইয়া থাকে। ]

*১২৮৬ একা নদী বিশ ক্রোশ।

[ দূরত্ব বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। নদীপথে দূরত্ব বেশি না থাকিলেও তাহা অতিক্রম করা স্থলপথের চাইতে কষ্টসাধ্য এবং অনিশ্চিত সেই অর্থে। ]

১২৮৭ একান্ন পাপও পাপ, বাহান্ন পাপও পাপ।

[ একান্ন পীঠস্থান হইতে এখানে একান্ন শব্দটি আসিয়াছে। ]

০২৮৮ একা না বোকা বা একা না ভেকা।

[ বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র 'একা' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য। ]

১২৮৯ একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসর।

[ রামায়ণের কাহিনী ভিত্তি করিয়া যে সকল প্রবাদ রচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ইহা সুপরিচিত। ইহা বাংলা দেশে রামায়ণ কাহিনীর জনপ্রিয়তার নিদর্শন। সাহিত্যিক প্রবাদে ইহা এই ভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে—
১। একে রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব তার মিতে।
২। একে রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব হলো সেনা। ]

*১২৯০ একার কাজ দোকর করা।

[ দ্বিগুণ পরিশ্রম করা ]

১২৯১ একাশ্বইরা হালা খাইতে লইতে ভালা
ক্ষেতে গেলে এক একটি পালা।

[ পূঃ বঃ প্রাদেশিক। একাশ্বইরা—একেশ্বর-এর ঈশ্বর হইতে। হালা—শালা, এখানে গালি। পালা—খুঁটি, এখানে নিষ্কর্মা।]

১২৯২ এ কি কাগী বগী ভস্ম।

[ 'কাগী বগী ভস্ম নয়।' কাগী—কাকী, বায়সী, বগী—বকী। অর্থাৎ ইহা নিতান্ত তুচ্ছ জিনিস নয় এই অর্থে। ]

১২৯৩ এ কি বিধির বিবেচনা, লোহা দিয়ে পেটে সোনা।

[ অযোগ্য দ্বারা যোগ্যের শাসন।]

১২৯৪ এ কি বিধির লীলা খেলা, কাকের গলায় তুলসীমালা।

[ অযোগ্যের যোগ্যতার অভিনয়। তু—ময়ুর-পুচ্ছধারী দাঁড়কাকের কাহিনী। কাক-চরিত্রে সর্বদা প্রতারণার অভিযোগ করা হইয়া থাকে। ]

১২৯৫ একি মোর জ্বালা, মেয়ে চামকাটা ডালা।
কানে দুটো ঘুরঘুরে, গলায় মতির মালা॥

[ চামকাটা শব্দটির বাংলার খেলার ছড়ায় বহুল প্রয়োগ দেখা যায়; যেমন, 'ইকির মিকির চাম চিকির। চামকাটা মোচনদার॥' কিংবা 'চামকাটে' মজুমদার, 'চাম কাট্‌তে হলো বেলা।' ইত্যাদি। কিন্তু শব্দটির অর্থ দুরূহ। যাহা দ্বারা চাম বা চর্ম কাটা যায়? বা যে চর্ম বা চাম কাটে—চামার বা চর্মকার। ]

১২৯৬ একি হল জ্বালা।
যমুনায় জল আনতে গেলে বাঁশী বাজায় কালা॥

[ বহুল প্রচলিত লোক-সঙ্গীতও অনেক সময় প্রবাদে পরিণত হয়, ইহা তাহারই অন্যতম নিদর্শন। ]

১২৯৭ একুশ কোঁড়া গুণে খান, ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যান।

[ তু'—'হাতির শুঁড়ে আসেন যান, হাম্বা রবে মূর্ছা যান।' 'ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যান'ও স্বাধীন প্রবাদরূপে ব্যবহৃত হয়। পা—একুশের স্থলে বিবিধ সংখ্যা যেমন আশি, একশ, পাঁচশ ; কোঁড়া ( চাবুক ) র স্থলে জুতা ইত্যাদি। ]

১২৯৮ একুশ ভাতারের ঘর করে, গর্বে ভুঁয়ে পা না পড়ে।

[ বাইশ শব্দের অর্থ সাধারণতঃ বহু, তাহা হইতে একুশ শব্দটিও সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে বলিয়া মনে হয়। ]

১২৯৯ এ-কুল ও-কুল দু'কুল গেল।

[ পা—এ-কুলও গেল, ও কুলও গেল। কুল—বংশ তাহার স্থলে কূল—তীর অর্থেও এখানে ব্যবহৃত হয়। নিজকুল এবং কৃষ্ণকুল এই অর্থে।

১৩০০ একেই ত থড়ফড়ে বুড়ী,
তার ওপর ঢোলের তুড়ি।

[ পা—মৃদঙ্গের টুরি ।]

১৩০১ একেই নাচুনী বুড়ী, তায় নাতনীর বিয়ে।

[ পা—একেই নাচুন্তা বুড়ী তায় আবার মৃদঙ্গের টুরি ।]

১৩০২ এক কাটে ধারে, আর কাটে ভারে।

১৩০৩ এক কাটে ভারে, আর কাটে ধারে।

[ ইহার বিভিন্ন পাঠান্তর আছে। দে ১০৯৪। ]

১৩০৪ একে গুন্ গুন্ দুয়ে পাঠ।
তিনে গোলমাল, চারে হাট॥

[ পা—গুন্ গুনের স্থলে ঝুণুঝুণু। একজন পড়িলে গুন্‌গুন্, দুইজনে পড়িলে পাঠ, তিনজনে পড়িলে গোলমাল এবং চারজন বসিয়া একত্র পড়িলে হাট বসিয়া যায় ।]

১৩০৫ একে গোরা গা, তায় পোয়ের মা।

[ একে গৌরবর্ণা, তায় পুত্রসন্তানবতী ; দৈহিক সৌন্দর্য ও সন্তান ভাগ্যে সৌভাগ্যবতী। ]

১৩০৬ একে চায় আরে পায়; এক খায়, এক থিতায়।

[ পা—দ্বিতীয় পদ, 'ভাঙ্গা নৌকা দুহাতে বায়।' একজন লাভবান হয়। থিতায়—স্থিতি লাভ করে। ]

১৩০৭ একে ছেঁড়া কাঁথা, তায় শত তালি।

১৩০৮ একে ছেঁড়া তায় কালো, বাঁচার চেয়ে মরণ ভালো।

১৩০৯ একে ত উমা, তায় তুষের ধুমা।

[ উমা—গরম, উষ্ণ হইতে। ধুমা—ধোঁয়া। ]

১৩১০ একে ত জেলের পো, তায় পোঁদে গু।

১৩১১ একে ত নাচুনী কালী, তাতে মৃদঙ্গের তালি।

[ তু—'একে ত নাচুন্যা বুড়ী তায় মৃদঙ্গের টুরি।' নাচুনী কালী—চৈত্র সংক্রান্তির গাজন উৎসবের সময় বাংলা দেশের প্রায় সর্বত্রই কালীর নাচ প্রচলিত আছে। ঢাকায় ইহাকে বলে কালীকাচ। ]

১৩১২ একে ত মধুপর্কের বাটি, তায় আবার কাত।

[ মধু পর্কের বাটি আকারে অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইয়া থাকে, বিশেষ কিছু জিনিষ ইহাতে ধরে না, তারপর ইহা কাত হইয়া পড়িলে ইহাতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। ]

১৩১৩ একে ত হনূমান, তায় আবার রামের বাণ।

১৩১৪ একে ধরে যারে, দশে বেড়ে তারে।

[ তু—'বিপদ কখনও একা আসেনা।' যাহাকে একবার বিপদ অসিয়া আক্রমণ করে, তাহাকে পর পর আরও বিপদ আসিয়া আক্রমণ করে।]

১৩১৫ একেন পাপ, শতেন পাপ।

[ এক পাপকর্মও পাপ, শত পাপকর্মও পাপ ] ]

১৩১৬ একে বউ নাচনী, তায় খেমটার বাজনি।

১৩১৭ এ' কেবল তুষ কাঁড়ানো।

[ তুষে চাউলের কোন অংশ থাকে না, সুতরাং ইহা কাঁড়াইলে বা পরিষ্কার করিতে গেলে কেবল পরিশ্রমই সার হয়, কোন ফল লাভ হয় না। ]

১৩১৮ একে বাধা, দুয়ে বিধি, তিনে হয় কার্য সিদ্ধি।

[ একা কাজ করিতে গেলে বাধা আসে, দুইজনে মিলিয়া কার্য করাই বিধি বা নিয়ম, তিনজন হইলে কার্য সিদ্ধি হয়। ]

১৩১৯ একে বাপ, তায় বয়সে বড়।

[রামনারায়ণ তর্করত্নের 'নবনাটকে' ইহা সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়, অতঃপর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'গোড়ায় গলদে' ইহা ব্যবহার করেন। সুতরাং সাহিত্যিক রচনার অন্তর্গত। ইহার কোন মৌখিক রূপ আছে বলিয়া জানা নাই। হাস্যরসাত্মক উক্তি, প্রকৃতই প্রবাদ কিনা সন্দেহের বিষয়। ]

১৩২০ একে বাবা সত্যপীর,
পরকে তরাবেন কোথা নিজেই অস্থির।

১৩২১ একে বেরাল কালো,
তায় গাঙ-সাঁতারে এলো।

[ পা—পাঁশগদাতে গেল। একে কালো রঙের বিড়াল, তায় ছাই গাদাতে গিয়া তাহার উপর আরও কালির রঙ লাগাইল। ]

১৩২২ একে বেরাল কালো,
পাঁশ গড়াগড়ি দিয়ে আরো রূপ বেরিয়ে প'লো।

১৩২৩ একে মনসা, তায় ধুনার গন্ধ।

[ মনসা সর্পের প্রতীক, সর্প গর্তে বাস করে এবং গর্তের মুখে ধুনা জ্বালাইয়া দিলে সর্পের শ্বাস রোধ হইয়া মৃত্যু হয়। সেই জন্য ধুনার গন্ধে মনসা অধীর হইয়া উঠেন।

স্নতরাং মনসা পূজায় ধূপ দান নিষিদ্ধ। কিন্তু হরিদত্তের মনসা-মঙ্গলে মনসাপূজায় ধূপ দিবার কথা আছে। ভারতের অন্যত্র সর্প পূজায় ধূপ দেওয়া হয়।]

১৩২৪ একে মরে জেদে, আরে মরে বাদে।

১৩২৫ একের ঘা, অপরের ব্যথা।

[ কপট সহানুভূতির ভাব।]

১৩২৬ একে রাঁড়ের ভাত, তায় মশুরের ডাল।

৩২৭ একে শনি, তায় রন্ধ্রগত।

[ লগ্ন হই অষ্টম স্থানে শনির অবস্থিতিকে রন্ধ্রগত শনি বলে, ইহা জাতকের প্রাণহানির কারক। বাংলার সমাজে জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রভাবের ইহা অন্যতম নিদর্শন। ]

১৩২৮ একে শালুক, তায় তরঙ্গ।

[ শালুক জলের উপর অল্প বাতাসেই আন্দোলিত হয়, জলের তরঙ্গ উঠিলে সেই আন্দোলন আরও দ্রুত হয়। ]

১৩২৯ একে শোনাও দরদ, যে দরদ নেয়।

বেদরদীকে দরদ শোনালে দুনা দরদ দেয়॥

১৩৩০ এখন আবার ফুঁ ফুটছে।

[ ফুঁ শব্দের একটি পাঠান্তের 'বোল', মনে হয়, এখানে 'ফু' অর্থও বোল বা কথা।]

১৩৩১ এখন জানলে না জানবে পরে,

গাঁতি জলে মরবে ঘরে।

*১৩৩২ এখন তখন।

১৩৩৩ এখন তোমার পড়েচে পাশা,

গড়িয়ে নিও ঝুমকো খাসা।

১৩৩৪ এখন বাদশাজীর মতন চাল

শেষে হাটখোলাতে কাঁড়বে চাল।

*১৩৩৫ এখানেও ঘাসজল, ওখানেও ঘাসজল!

১৩৩৬ এখানেও থোড় দেখি তোরে,
গাঙপার হলি কেমন করে ?

[ নদী পার হইয়া নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়া দেখা গেল, এখানেও নিত্য পরিচিত থোরের ব্যঞ্জন রান্না হইয়াছে। আক্ষেপের সুরে তাই এ কথা বলা হইয়াছে। আশায় নিরাশার ভাব। ]

১৩৩৭ এখানে নয়, ওখানে ছয়।

১৩৩৮ এখানে বাড়ি, ওখানে বাড়ি, বুড়োবুড়ির ঠারাঠারি।

১৩৩৯ এ গাঁয়ের মাতব্বর কে ?—ছিলাম ত আমি।
এ গাঁয়ের বেকার কে ?—পয়সা পেলেই ত নামি।

১৩৪০ এগিনা নষ্ট করে ছিমছাম পানি।
ঘর নষ্ট করে কান-ভান্‌জানি ॥
[ এগিনা—আঙ্গিনা, ছিমছাম পানি—গুড়িগুড়ি বৃষ্টি। ]

১৩৪১ এগোলেও নির্বংশের বেটা, পিছলেও ভেড়ের ভেড়ে।

১৩৪২ এগুলে রাম, পেছুলে রাবণ।

[ স্বর্ণ মৃগ বেশধারী মারীচর অক্ষেপ ; তাহা হইতে উভয় সঙ্কটের মধ্যবর্তী মানুষ। ]

১৩৪৩ এঙ ( অ্যাং ) যায়, বেঙ ( ব্যাঙ ) যায়,
খল্‌সে বলে—আমিও যাই।

[ তু—কানাও বলে হরিণ যায়। ]

*১৩৪৪ এঁচড়ে পাকা।

[ অকালপক্ক। ]

১৩৪৫ এটা ছেড়ে ওটা ধরি, হাত ফস্‌কে পড়ে মরি।

১৩৪৬ এটা ধরি, না ওটা ধরি, হাতের পাঁচ ছাড়তে নারি।

[ হাতের পাঁচ—হাতের পাঁচ আঙ্গুল হইতে। যাহা হাতের মুঠিতে আছে এই অর্থে। ]

১৩৪৭ এঁটে ধরলে চিঁচি করে, ছেড়ে দিলে লঙ্কা মারে।

১৩৪৮ এঁটে মেলে, থোড় মেলে না।

[ এঁটে কলাগাছের শাস, তরকারী রূপে খাদ্য।

*১৩৪৯ এঁটো কাঁটা খেয়ে পিত্তি রক্ষা।

১৩৫০ এঁটো খায় মিঠার লোভে, যদি এঁটো মিঠা লাগে।

১৩৫১ এঁটো কুড়ের পাত স্বর্গে যায় না।

১৩৫২ এঁড় ( অ্যাঁড় ) বীচি বলে—রোদ পোহাব।

[ এঁড় বীচি—অণ্ডকোষ। ]

১৩৫৩ এড়ায় পর্বত, বাঁধে সরষে।

[ পর্বত অনায়াসে অতিক্রম করে, কিন্তু সরষেতে বাধা পায়। ]

*১৩৫৪ এড়িয়ে গড়িয়ে।

[ আলস্য সহকারে। ]

১৩৫৫ এঁড়ে আনতে বেঁড়ে পলায়।

১৩৫৬ এঁড়ে গরু তেড়ে গুঁতোয়।

১৩৫৭ এড়েও দেয়না, বেড়েও মারে।

১৩৫৮ এঁড়ে গরু, না, টেনে দো।

[ এঁড়ে গরু দোহাইতেছে, কিন্তু দুধ দিতেছে না, দোহনকারীকে টানিয়া বা জোরে দোহন করিবার পরামর্শ দেওয়া হইতেছে। অসম্ভব স্থান হইতে ফল প্রাপ্তির আশায় দুস্তর প্রয়াস। ]

১৩৫৯ এঁড়ে ছেলের কেঁড়ে ডাগর।

[ এড়ে ছেলে—যে শিশুর শৈশব অবস্থাতেই জননী পুনরায় গর্ভ ধারণ করিয়া থাকে, তাহার ফলে মাতৃস্তন্য হইতে বঞ্চিত হইয়া যে রুগ্ন ও কাঁদুনে হইয়া পড়ে। কেঁড়ে—দুগ্ধাধার, এখানে উদর। ]

*১৩৬০ এঁড়ে ডাক ডাকা।

[ তোষামুদ করা। ]

*১৩৬১ এড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা।

[ ছাড়িয়া দিয়া পুনরায় ধরিবার চেষ্টা। ]

১৩৬২ এড়ে ম'লো, এড়ের পোকাও ম'লো।

১৩৬৩ এড়ে পেটে বাছুর হল বলদের নাতি।

[ অসম্ভব বিষয়। তু—'বলদ বিআয়ল গবিআ বাঁঝে। অর্থাৎ বলদ বিয়াইল, গাভী বাঁঝা রহিল।'—বৌদ্ধগান। ]

*১৩৬৪ এড়ে লাগা।

[ ১৩৪২-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। তবে কেবল মাত্র শিশু সম্পর্কে প্রযোজ্য, বয়স্ক ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য নেহ। ]

১৩৬৫ এত এত মহারথী, তারা পায় না এক রতি।
তিনি এমন ভুঁইঞা, আসেন গামলা লইয়া।

১৩৬৬ এত ক'রে করি ঘর, তবু মিন্‌সে বাসে পর।

১৩৬৭ এত কলাই ভাতে, ছোট্‌ঠাকুরের পাতে।

১৩৬৮ এত কাল ধরে পড়ালাম 'ক', শেষে বললি দন্ত্য 'স'।

১৩৬৯ এত কাল নয় ততকাল
দাসীর পাতে কেন ক্ষীরের তাল।
দুধ বা নট—
বেড়ালের বা এঁটো।

১৩৭০ এতকালে এত খেনু, বেগুন পোড়ায় হাড় পেনু।

১৩৭১ এত খাই অত খাই, তবু গায়ে গতর নাই।

১৩৭২ এত খাটছিস, খাবে কে ?

১৩৭৩ এত টাকাই যদি ঋণ, আর এক টাকার ঘি কিন্।

[ 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ'—ইহা হইতেই ঋণ করিবার সঙ্গে ঘৃতের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। ]

১৩৭৪ এত ডাল দিয়েছে ভাতে,
তবু নেই বট্ ঠাকুরের পাতে।

১৩৭৫ এত তুলো ধুনবে কে ?

[ অনর্থক দুশ্চিন্তা অর্থে। ]

১৩৭৬ এত ধানে এত চাল, গিন্নী বিনে আলথাল।

[ পা—কত ধানে কত চাল। ]

১৩৭৭ এতদিন ছিল না খোঁজ খবর,
ভাগের বেলা এসে জোর-জবর।

১৩৭৮ এতদিনে সব শেষ, এখন ছেড়ে চললাম দেশ।

১৩৭৯ এত বড় গাছটি, ফল নেই একটি।
[ ধাঁধা রূপেও ব্যবহার হয়। অসার বা নিষ্কর্মা পুরুষের সম্পর্কে প্রযোজ্য। ]

১৩৮০ এত বড় বেটা, নাম তার খোশাল।
[ পূ ব—খোশাল্যা। ফার্সি খুসি আনন্দিত, তাহার সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয় না। দে ১১৫৮। অসার অর্থে খোসা তাহার সঙ্গে আল প্রত্যয় যুক্ত হইয়া খোশাল হইয়াছে মনে হয়।

১৩৮১ এত বড় হয়েছিলাম ঠাকুরের ভাতে।
একদিন ত খেলাম না ঠাকুরাণীর হাতে।

১৩৮২ এ ত মূলোবাড়ী নয়, এ যে বেগুনবাড়ী।
[ মূলা গাছকে একেবারেই উৎপাটন করিয়া তাহার ফল লাভ করিতে হয়, কিন্তু বেগুন গাছকে যত্ন করিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়া এবং বাড়াইয়া তুলিয়া তাহার ফল লাভ করিবার প্রয়োজন হয়। এই ভাব হইতে। দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার 'নীলদর্পণ' নাটকে উপমাটি ব্যবহার করিয়াছেন।

১৩৮৩ এত যদি ছিল মনে, তবে সাগর বাঁধালি কেনে।

১৩৮৪ এত রঙ্গ দেখলাম আমি বলাইয়ের ঘরে এসে।
মেনী বেরাল তুলো পেঁজে কলাবনে ব'সে।

১৩৮৫ এত সুখ কপালে ছিল, গাড়ুর উপর গামছা হল।

৩১৮৬ এত সুখ কপালে, তবে কেন কাঁথা বগলে।

১৩৮৭ এদিক ওদিক দু'দিক রাখা।

*১৩৮৮ এদিক ওদিক হওয়া।

১৩৮৯ এদিক নেই ওদিক আছে।
[ পা—অতিরিক্ত দ্বিতীয় পদ—'তেল নেই সম্বরা আছে'।

১৩৯০ এদিক আঁস্তাকুড়, ওদিকে বট্ ঠাকুর।

[ যাইবার পথ দুই দিক হইতেই বন্ধ এই ভাব হইতে। উভয় সঙ্কট অর্থে ব্যবহৃত।

১৩৯১ এদোপোটা খায় দায়, নেদো পেটার নামে যায়।

১৩৯২ এ না টিপ কে না পরে,
কপালের গুণে টিপ ঝলমল করে।

১৩৯৩ এনে দাও কাছে মারি, বাপের পুণ্যে নড়তে নারি।

[ অক্ষম ব্যক্তির আস্ফালন। ]

১৩৯৪ এ পিঠ ও পিঠ দু'পিঠ সমান।

[ পা—এ পিঠও যা ও পিঠও তা। তু—গুয়ের দু পিঠই সমান। ]

১৩৯৫ এ বলে—আমায় দেখ, ও বলে—আমায় দেখ।

১৩৯৬ এ বাড়ী বিয়ে, ও বাড়ী বিয়ে, হেঙলা ম'ল এসে গিয়ে।

[ এসে গিয়ে—আসা যাওয়া করিয়া। এ বাড়ী ও বাড়ীর বিয়েতে আসা যাওয়া করিয়াই হ্যাংলার মৃত্যু ঘটে। ]

১৩৯৭ এবার ছকুর ছ'খান লাঙল ।

[ ছকু— ছ' কড়ি হওয়া সম্ভব। কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে, সাধারণ ব্যক্তি অর্থে বুঝাইয়াছে। ]

১৩৯৮ 'এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে।'

[ সা প্র—'আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে। এবে বুড়া তবু কিছু গুড়া আছে শেষে ॥'—'অন্নদা-মঙ্গল' ভারতচন্দ্র। ]

১৩৯৯ এমন ওষুধ, ডাকলে সাড়া দেয়।

১৪০০ এমন কথায় মুখে ছাই,
আমি কি কারো মাথা তামাক খাই।

১৪০১ এমন করলে শেষে, রইতে দিলে না দেশে।

১৪০২ এমন গাঁয় বাস করি
একঘর স্যাকরা নেই যে
এক জোড় মল পরি।

১৪০৩ এমন ঘরে ঘর করি, হরি বকতে প্রাণে মরি।

১৪০৪ এমন কুটুম কই বা পাই,
কাঁটাখান্ থুয়ে লেজাখান্ খাই।

১৪০৫ এমন ছাইও ভাল মানুষে খায়,
পান্তা ভাতে ঘি ভেসে যায়।

১৪০৬ এমন ঠাঁই বসবে, কেউ না বলে—উঠ।
এমন কথা বলবে, কেউ না বলে—ঝুট ॥

১৪০৭ এমন দিন হবে কবে, প্রাণবন্ধু কথা কবে।

১৪০৮ এমন দিনও যায়,
খড় দিয়ে যে চুল বাঁধে সেও ভাতার পায়।

১৪০৯ এমন দেখিনি বাপের বাপে, মেয়ে হয়ে বলদে চাপে।

১৪১০ এমন ধন পেলে, নরকে যাই স্বর্গ ফেলে।

১৪১১ এমন পদার্থ ছেড়ে, মালা জপে কোন্ ভেড়ের ভেড়ে।

১৪১২ এমন বউ করলে সই
কেঁদে সুখ হোল কই।

১৪১৩ এমন বউ যার ঘরে থাকে,
তরে যায় সে ঘোর বিপাকে।

১৪১৪ এমন ভাত বাড়ে যে বেরাল ডিঙতে পারে না।
[ প্রচুর অর্থে। ]

১৪১৫ এমন সুন্দরীর হাবা বর, দুঃখে প্রাণ জর-জর।
[ তু—সুন্দরীএ পায় না বর। ··· ]

১৪১৬ এমন সুন্দরের মুখে ছাই, জাতি-কুলের ঠিক নাই।

১৪১৭ এমনি আমার হাতযশ,
এ পাড়ায় ওষুধ খাওয়াই, ও পাড়ায় মরে গণ্ডা দশ।

১৪১৮ এমনি করেছে বিধি।
ঘোল খাবেন রামকৃষ্ণ কড়ি দেবেন নিধি।

১৪১৯ এমনি যায় না মাস, আবার দু'দিন বেশি।

১৪২০ এ মা, ও মাসী, তবে কেন উপবাসী।

১৪২১ এয়সা দিন নেহি রহেগা।

[ হিন্দী প্রবাদ হওয়া সত্ত্বেও বাংলায় বহুল প্রচলিত। আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর বাণীর অন্তর্ভুক্ত। ]

১৪২২ এয়োতির পুত খেল্‌তে যায়।

[ এয়োস্ত্রীর পুত্রের মৃত্যু হইলে, তাহার মৃত্যু হইয়াছে, ইহা বলিতে নাই, তাহার পরিবর্তে বলিতে হয়, খেলিতে যায়। ইংরাজীতে ইহাকে euphemism বলে। ]

১৪২৩ এয়োর না পড়ল সিঁথায় পানি,
রাঁড়ীর হল চাল-চাবানি।

[ সিঁথিতে সিঁদুর পড়িতে না পড়িতেই চাল চিবোনো সার হইল, অর্থাৎ বিধবা হইল। ]

১৪২৪ এয়ো স্ত্রী, শতেক শ্রী।

[ পা—এয়োস্ত্রীর ··· ]

১৪২৫ এর কথা ওরে, ধরা পড়লে মরে।

১৪২৬ এর চেয়ে কিবা আছে কলির কথা।
ভাতার না হতে হল প্রসবের ব্যথা॥

১৪২৭ এরণ্ডও গাছ, পুঁটিও মাছ।

১৪২৮ এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে।

[ ভাষা সংস্কৃত হওয়া সত্ত্বেও বাংলায় বহুল প্রচলিত প্রবাদ। এরণ্ড গাছও গাছ বলিয়া চলিয়া যায়। তু. 'দূর্বাবনে খাটাস বাঘ।' ]

১৪২৯ এর দেখি ভিরকুটি, খেতে চান্ দুধ রুটি।

*১৪৩০ এর মুণ্ডু ওর ঘাড়ে।

[ তু. 'উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে।' ]

*১৪৩১ এ রোগের এই ওষুধ।

১৪৩২ এল তলা বেল তলা।
সেই বুড়ীর কুল তলা।

[ পা—এলতলা বেলতলা শেষকালে শেওড়াতলা। ]

১৪৩৩ এল ভাই, এল পানি, কি করবে ওঝা গেয়ানী।

১৪৩৪ এল ডাউরী মল বাউরী।

১৪৩৫ এলাচি না দারুচিনি, খেলে পরে তবে চিনি।

*১৪৩৬ এলাহি কাণ্ড।

[ পা—এলাহি কারখানা। ] বিশাল অর্থে।

১৪৩৭ এলে লক্ষ্মী গেলে বালাই।

১৪৩৮ এলোচুলে তেল দেয় না।

*১৪৩৯ এলো শ্রাদ্ধের গুঁতো দক্ষিণা।

১৪৪০ এ সংসার ধোঁকার টাটি।

১৪৪১ এসেচেন এক বড়মানুষের বেটী
দানে এনেচেন ফুটো ঘটী।

১৪৪২ এসেছি যে কাজে, কই না তা লাজে।

১৪৪৩ এসে যায় শিক্ষায় নীত, তারে বলি পুরোহিত।

১৪৪৪ এ' হাতটি সব জানে,
মাছ থাকতে কাঁটা টানে।

*১৪৪৫ এস্‌পার কি ওস্‌পার।

১৪৪৬ এসো যেও—পাত পেড়ো না।

১৪৪৭ ঐ রোগেই ঘোড়া মরে।

[ পা—ওই রোগেই ত ঘোড়া মরে। ইহা কাহিনীমূলক প্রবাদ। কাহিনীটি এই—এক ব্যক্তি তাহার এক বন্ধুর নিকট নিজের ঘোড়াটি গচ্ছিত রাখিয়া বিদেশে গেল। বন্ধু ঘোড়াটি বিক্রয় করিয়া তাহার অর্থ আত্মসাৎ করিল। বিদেশ হইতে ফিরিয়া ঘোড়ার মালিক যখন তাহার ঘোড়াটি ফেরৎ চাহিল, তখন বন্ধু জানাইল যে ঘোড়াটি মরিয়া গিয়াছে, ইহাকে সে ভাগাড়ে ফেলিয়া দিয়া আসিয়াছে। ঘোড়ার মালিক এই কথা বিশ্বাস করিতে চাহিল না। তখন বন্ধুটি ঘোড়ার মালিককে ভাগাড়ে লইয়া চলিল, সেখানে এক মড়া গরুর কঙ্কাল

দেখাইয়া বলিল, এই তোমার ঘোড়ার কঙ্কাল, তুমি দেখিয়া লও। কিন্তু ঘোড়ার মালিক গরুর কঙ্কালে শিঙ দুইটি দেখাইয়া বলিল, ঘোড়ার শিঙ হইল কেমন করিয়া? তখন বন্ধুটি বলিল, এই যোগেই ত ঘোড়া মরে। অর্থাৎ ঘোড়ার যখন শিঙ উঠে তখনই তাহার মৃত্যু হয়, ইহাই তাহার বক্তব্য। ]

১৪৪৮ ওই ওই ওই, কার কথা কই।
বউ বলে—আন্, ঝি বলে—রান্।
টানাটানি হয় লয়ে শ্বাশুড়ীর প্রাণ।

১৪৪৯ ওই রঙ্গের রঙ্গী বউ, পাকল মাথার কেশ।
বউ বড় ভাগ্যবতী, তার গঙ্গা বয় সন্দেশ॥

১৪৫০ ও কথা কারে কও, বীজধান নে' ঘরে যাও।

১৪৫১ ওখানে কে গা? আমি সর্বময়ী,
দাঁড়িয়ে কেন গো? না দু'টি খুদের জন্যে।

*১৪৫২ ওক্ত বুঝে হাত মারা।
[ তু—সময় বুঝে কোপ মারা। ]

১৪৫৩ ওগো জ্যেঠা!—কি করবে বেটা।

*১৪৫৪ ওজন বুঝে চলা।
[ তু—আপন বুঝে চলা। ]

১৪৫৫ ওঝা আনলাম মাকে, ভাল করতে।
ওঝা চায় মাকে বিয়ে করতে॥

*১৪৫৬ ওঝার ঘাড়ে ভূত।
[ পরোপকারীর বিপদ। ]

১৪৫৭ ওঝা পাইলে কামুর ( কামড় ) দিস্।

*১৪৫৮ ওঝার বেটা বনগরু।
[ তু—'বিশ্বকর্মার পুত চিকা ( ছুঁচা )।' যোগ্য ব্যক্তির অযোগ্য পুত্র। ]

১৪৫৯ ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে, নেকড়ায় আগুন দিয়ে।
[ পা—কাঠের আগুন দিয়ে। ]

*১৪৬০ ওঠ বলতে ওঠা, বোস বলতে বসা।

[ ক্রীতদাসের আচরণ । ]

*১৪৬১ ওড় গাঁয়ের ডাঙ্গা।

[ আঞ্চলিক প্রবাদ। কোন কারণে বিশেষ অঞ্চলের ডাঙ্গা কোন কিছুর জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। যেমন ডাকাতে কালাদীঘি—'ইন্দিরা', বঙ্কিমচন্দ্র। কিংবা অস্তিত্বহীন গ্রামের ডাঙ্গা। ওড় যাহা উড়িয়া গিয়াছে অর্থাৎ নাই। ]

১৪৬২ ওড়ন কাড়ে বলে সানে।
তাকে লইয়া ঘর কেনে॥

[ ঘোমটা ফেলিয়া সঙ্কেতে কথা বলে, তাহাকে লইয়া ঘর করা সম্ভব নহে। ]

১৪৬৩ ওদা ধানের চাল দড়, গোদা পায়ের লাথ দড়।

[ ওদা—ভিজা, বর্ষাকালে উৎপন্ন ধান বা আউস ধান। ]

১৪৬৪ ওদা ধানের বারা বাঁধে, তারে কয় বাঁধুনী।
ওদা ধানের ভাত রাঁধে তারে কয় রাঁধুনী॥

[ ওদা বা বর্ষাকালের ভিজা ধানে চাল কোটা অত্যন্ত কষ্টকর। ]

১৪৬৫ ওদের বউ নথ পরেছে, সাত সাঙ্গাতে বয়।
নাকে কেমন রয়, না, ওরাই শুধু কয়॥

১৪৬৬ ওদের বাড়ীর কথা বলো না বাপা,
এবেলা খেয়ে ফের ওবেলা হ্যাপা।
আমার বাড়ী দিব্যি তোফা
আজ খাবি কাল খাবি॥

১৪৬৭ ওদোলের বেদোল, শুকটা দিলে শিদোল।

১৪৬৮ ও ভাই থম্‌থম্‌,
উলুবনে আছে যে সেই বা কিসে কম॥

১৪৬৯ ওরে আমার অক্রূর খুড়ো।

১৪৭০ ওরে আমার কে রে, শেজে-মুতোনেরে।

১৪৭১ ওরে আমার ননী।
সাধ গিয়েছে খেতে তোর উলুবেড়ের ফেণী॥

১৪৭২ ওরে আমার ষোল কড়া,
ঘরে ভাত নেই বেগুন পোড়া।

১৪৭৩ ওরে আমার শ্রীপঞ্চমী।

১৪৭৪ ওরে আমার হরে।
কে নেবে আমার সারের পেতে,
কে নেবে আমায় ধ'রে।
[ সারের পেতে—চুবড়ি, ঝাঁকা। ]

১৪৭৫ ওরে পাগল খাবিনে, না, হাত ধোব কোথা?

১৪৭৬ ওরে আমার হীরে,
কি সাধ গিয়েছে খেতে ছুতোর কোটা চিঁড়ে॥

১৪৭৭ ওরে ওরে ভাইরে, কেউ কারো নই রে।

১৪৭৮ ওরে নোলা, ভাজনা খোলা।
এটা নোলা, পরের ঘর, ওরে নোলা সামাল কর।

১৪৭৯ ওরে ভাই কালু।
কারো পাতে মাগুর মাছ, কারো পাতে আলু॥

১৪৮০ ওল কচু মান, তিনই সমান।

১৪৮১ ওল খেয়ে করেছি গোল, ঠাকুর ঝি তুই তেঁতুল গোল্

*১৩৮২ ওল খেয়ে গোল।

১৪৮৩ ওল ধরেছে নিজের গুণ।

১৪৮৪ ওল বলে—মানকচু ভায়া তুমি নাকি লাগ।

১৪৮৫ ওলাউঠার নাড়ী, মৌলবীর দাড়ি।
জঙ্গলের গাই, তিনে বিশ্বাস নাই॥

*১৪৮৬ ওলা বাস্তে মলের দায়।
[ ওলা—ওলাওঠা, মল—দাস্ত। ]

১৪৮৭ ওলে আর ঘোলে, প্রত্যয় যেও না রমণীর বোলে।

১৪৮৮ ওলো আমার কলমি-লতা, জল শুকোলে রইবি কোথা।

[ স্বামী বিহনে স্ত্রীর দুর্ভাগ্যের আশঙ্কা। ]

১৪৮৯ ওলো গোদী, গোদের পানে চেয়ে কথা ক'।

১৪৯০ ওলো দাসী সর্বনাশী বুক জ্বলে দেখ আসি।
যত পাড়া প্রতিবাসী হাসি হাসি মুখ লো।

১৪৯১ ওলো রঙ্গী, তোর ঘর পুড়ছে, পুড়ুক গিয়ে ঘর।
আমার রঙ্গ পুড়বে না ত, তা'তে কিবা ডর॥

১৪৯২ ওহে ও বনমালী,
তোমার সারকুড়েতে রেওত ফেলে
তলাতে বেরুল বালি।

*১৪৯৩ ওষুধ করা।

১৪৯৪ ওষুধ ধরেছে।

*১৪৯৫ ওষুধ ফেলে খলে কামড়।

১৪৯৬ ওষুধের চেয়ে পথ্যি ভাল।

১৪৯৭ ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে।

১৪৯৮ ঔষধ না খায় যার নিকটে মরণ।

১৪৯৯ ঔষধার্থে সুরাপান, মাত্রা থাকলেই মাত্রাজ্ঞান।

১৫০০ কংস গেল রসাতল, ধর্মের রহিল বল।

*১৫০১ কংস মামার আদর।

*১৫০২ কংস রাজার বংশধর।

*১৫০৩ কংস রাজার বদ্ ফরমাস।

*১৫০৪ 'ক' অক্ষর গোমাংস।

['ক' অক্ষর গোমাংসবৎ যাহার নিকট পরিত্যাজ্য, নিরক্ষর। ]

*১৫০৫ 'ক' অক্ষর জ্ঞান নেই, ব্রহ্ম বিচার।

১৫০৬ কই গো তোমার চূড়ো বাঁশী, আমরা সবাই উপবাসী।

১৫০৭ কইতে কইতে মুখ বাড়ে, খাইতে খাইতে পেট বাড়ে।

[ পা— · · দিতে দিতে হাত বাড়ে। ]

১৫০৮ কইতে জান্‌লে ঘাটি না, বস্‌তে জান্‌লে উঠি না।
[পা—বল্‌তে, ঘাটিনা—ঘাট বা পরাজয় স্বীকার করি না।]

*১৫০৯ কই বা ফকির কই দরগা, কই বা ছাত, কই বা বরগা।

১৫১০ কইবার কথা নয়, তবু কথা কইতে হয়।
[পা— ··· না কইলেও নয়।]

১৫১১ কই মাছের প্রাণ, অল্পেতে না যান্।

১৫১২ কইরা দেখছি থাকে না
মনের চিন্তা যায় না।

১৫১৩ কইলে কথা নাড়াচাড়া, না কইলে পেট ভরা।।

১৫১৪ কইলে জাত যায়, নইলে না।

*১৫১৫ ককাই কাতিক।
[কাতিকের মত স্বপুরুষ।]

*১৫১৬ কখন্ আছে কখন্ নেই।

১৫১৭ কখনো কুলায় তেঁতুল পাতায়,
কখনো কুলায় না মান পাতায়।

১৫১৮ কখনো খেও না ওলে আর ঘোলে।
কখনো ভুলো না ঢেমনার বোলে॥
[পা—···তালে আর ঘোলে।]

১৫১৯ কখনো দিন কখনো রাত বড়।
[ইহা এই হিন্দী প্রবাদটির অনুবাদ বলিয়া মনে হয়—'কভী কে দিন বড়ে, কভী কী রাত বড়ী।' সকল সময় সমান নয়।]

১৫২০ কখনো দিলে না এক কড়া ফুল,
হেগে ভরালে গাঙের কূল।

১৫২১ কখনো নেই ষষ্ঠীপূজা, একবারেতেই দশভুজা।

১৫২২ কখনো বা মানুষেতে ঝোলে-ভাতে খায়।
কখনো বা চাল চিবোতে ফেকো উড়ে যায়॥

১৫২৩ কখনো বা লাল গামছা, লোকে দেখে ফিরে।
কখনো ছেঁড়া গামছা, গণ্ডা দশ গিরে ॥

*১৫২৪ ক-খ'র সঙ্গে কোমরা-কোমরি।
[ কোমরা-কোমরি—ধ্বস্তাধ্বস্তি। বিস্তার পরিচয় দেওয়া। ]

১৫২৫ কাঁচ খুকী, কুলোয় শুয়ে তুলোয় দুধ খান।

১৫২৬ কচি পাঁঠা, পাকা মেষ, দইয়ের আগা ঘোলের শেষ।
শাকের ছা, মাছের মা, ডাক বলে,—বেছে খা' ॥

*১৫২৭ কচু কাটতে কাটতেই ডাকাত।

*১৫২৮ কচু কাটা করা।

*১৫২৯ কচু পাতে বজ্রাঘাত।

*১৫৩০ কচু পোড়া খাওয়া।

*১৫৩১ কচুবনে খটাশ বাঘ।
[ পা—দূর্বাবনে খাটাস বাঘ। ]

*১৫৩২ কচুবনের কালাচাঁদ।

১৫৩৩ কচুর নামেই গলা চুলকোয়।

১৫৩৪ কচুর বেটা ঘেঁচু, বড় বাড়েন ত মান।

১৫৩৫ কচ্ছপ যখন জলে থাকে, ডেঙায় ডিমে নজর রাখে।

*১৫৩৬ কচ্ছপের কামড়।
[তু—কাঁঠালের আঠা। যাহা হইতে মুক্ত হওয়া কঠিন।]

*১৫৩৭ কঞ্চি খবরদার।
[ তু—'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়।' এইজন্য বাঁশ অপেক্ষা কঞ্চিকেই অধিক ভয় পাওয়া আবশ্যক। ]

*১৫৩৮ কঞ্চিতে বংশলোচন জন্মান।
[ বংশ-লোচন—বংশ-রোচনা, সাধারণ বাঁশের মধ্যে একপ্রকার ক্ষীর জাতীয় পদার্থ জন্মায়, তাহা ঔষধের কাজে লাগে। কঞ্চিতে জন্মায় না; সুতরাং কঞ্চিতে তাহা জন্মানোর কথায় হীন বংশে মহৎ ব্যক্তির জন্ম বুঝায়। ]

১৫৩৯ কটি ছেলে, না, পুড়িয়ে খাব।

[ এক কথা শুনিয়া আর এক কথার জবাব দেওয়া। অসংবদ্ধ প্রলাপ। ]

*১৫৪০ কড়ায় গণ্ডায় আদায় করা।

১৫৪১ কড়িও ছয় বুড়ি, দইও চাপ্ চাপ্।

*১৫৪২ কড়ি কপালে মানুষ।

*১৫৪৩ কড়িকাঠ গোণা।

[ পা—কড়ি বরগা বা বরগা গোণা। ]

১৫৪৪ কড়ি কৃষ্ণ দুই ভাই, কড়ি হলে কৃষ্ণ পাই।

[ অর্থ থাকিলেই কৃষ্ণ লাভ হয়। কিন্তু বৈষ্ণব দর্শনে এ কথা স্বীকৃত হয় নাই; 'চৈতন্য-চরিতামৃত' কার বলিয়াছেন, 'বিদ্যা, মান, কুল, ধনে কিছু নাহি করে। প্রেমধন আতি বিনে না পাই কৃষ্ণেরে।' ]

১৫৪৫ কড়িতে বুড়ার বিয়া,
কড়ি-লোভে মরে গিয়া।

*১৫৪৬ কড়ি তোমার, ভোগ আমার।

*১৫৪৭ কড়ি দিয়ে কানা গরু কেনা।

*১৫৪৮ কড়ি দিয়ে কিনব দই,
গয়লানী মোর কিসের সই।

১৫৪৯ কড়ি দিয়ে চিনি নারী, নারী দিয়ে নর।

১৫৫০ কড়ি দিয়ে বিয়ে করলাম, জুড়ে রইল ঘর।
আমার পুত, আমার ক্ষেত, আমিই হলাম পর॥

১৫৫১ কড়ি দিলে বাঘের দুধও মিলে।

*১৫৫২ কড়ি দিয়ে হেঁটে নদী পার।

১৫৫৩ কড়ি ধুয়ে কড়ির জলও দেয় না।

১৫৫৪ কড়ি পেলে ছড়ি মেলে।

১৫৫৫ কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে।

[ কড়ি দ্বারা কি না হয়, তাহা বুঝাইতে। ]

১৫৫৬ কড়ি ফট্‌কা চিড়া দই, বন্ধু নাই কড়ি বই,
কড়িতে বাঘের দুধ মেলে।
[ সা প্র—ভারতচন্দ্র, 'বিদ্যাসুন্দর কাব্য।' ]

১৫৫৭ কড়ির কেনা হাঁস, ঠেঙ্‌ অবধি মাঁস।

১৫৫৮ কড়ির জিনিস পড়িস্‌ না।

১৫৫৯ কড়ির লোভে কুড়েরও আঙ্গুল চোষে।
[ অর্থ দ্বারা কি না হয়, ইহা বুঝাইতে। ]

১৫৬০ কড়ি লবে গুণে, পথ চলবে জেনে।

*১৫৬১ কণ্টকেনৈব কণ্টকম্‌।
[ পঞ্চতন্ত্রের শ্লোক—'শত্রুমুন্মূলয়েৎ প্রাজ্ঞস্তীক্ষ্ণং তীক্ষ্ণেণ শত্রুণা। ব্যথাকারং সুখার্থায় কণ্টকেনৈব কণ্টকম্‌॥ ]

১৫৬২ কণ্ঠায় তেঁতুল দিলে দই হয়।
[ আকণ্ঠ ভোজনের ফল। ]

*১৫৬৩ কণ্ঠীবদল।
[ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিবাহ প্রথা; সহজ উপায়ে বিবাহ। ]

১৫৬৪ কতই বা কবুতর, কতই বা মন্তর।
[ পীরের দরগায় উৎসর্গীকৃত পায়রাই বা কয়টি· মন্ত্রই বা কি। ]

১৫৬৫ কতকের ঢেঁকি, না বাবলা কাঠ।

১৫৬৬ 'কতক্ষণ জলের তিলক রহে ভালে।
কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে॥'
[ সা প্র—কাশীরাম। তু—'কতক্ষণ জলের তিলক রয় ভালে। কতক্ষণ রয় শিলা শূন্যেতে ফেলিলে।'—ঘনরাম ]

১৫৬৭ কতগণ্ডা এল গেল, বাকি রয়েছে ধনা।
[ ধনা—ব্যক্তি বিশেষের নাম। ]

১৫৬৮ কত জলে কত মশুরি ভেজে।
[ ব্যবহারিক বা সাংসারিক বুদ্ধি। ]

১৫৬৯ কত দুঃখের নীলমণি, জানে তা দিদি রোহিণী।

*১৫৭০ কত দুধে কত জল।

১৫৭১ কত ধানে কত চাল, গিন্নী বিনা আল-থাল।
[ পা—সেই ধানে সেই চাল। আলথাল—এলোথেলো, এলোমেলো। ]

১৫৭২ কত ব্রত করলি যশী,
এখন বাকি ভূমি একাদশী।

১৫৭৩ কত ভাত কে দুধ দিয়ে খায়।

১৫৭৪ কত মণি প'ড়ে আছে চিন্তামণির নাচ দুয়ারে।
[ পা—নাছ দুয়ার, নাছ—পথ, সদর দরজা। ]

১৫৭৫ কত রঙ্গ দেখালি, মাসী।

১৫৭৬ কত রবি জ্বলে রে, কেবা আঁখি মেলে রে।
[ কাহিনীমূলক প্রবাদ। দুই অলস ব্যক্তি এক গৃহে নিদ্রা যাইতেছিল। এমন সময় ঘরে আগুন লাগিল। আগুনের উত্তাপে জাগিয়া উঠিয়া চোখ না খুলিয়াই প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছে, আজ আকাশে কয়টি সূর্য উঠিয়াছে? দ্বিতীয় ব্যক্তিও চোখ না খুলিয়াই জবাব দিল, কে চোখ খুলিয়া তাহা দেখে? ]

১৫৭৭ কত রম্ভা ভবিষ্যতি, আরো কিবা আছে গতি।
[ পা—অপরং বা কিং ভবিষ্যতি। ]

১৫৭৮ কত শত গেল রথী, শেওড়াতলার চক্কোত্তী।
[তু—মোগল পাঠন হদ্দ হোল, ফার্সী পড়ে তাঁতী। পা—ভৈরবতলার চক্রবর্তী। ]

১৫৭৯ কত সন্ধ্যে ভাতার পায়, শোবার বেলা গয়না চায়।

১৫৮০ কত সাধ যায় রে চিতে, ফোগলা দাঁতে মিশি দিতে॥

১৫৮১ কত সাধ যায় রে চিতে, বেগুন গাছে আঁকশি দিতে।

১৫৮২ কত সাধ যায় রে চিতে, মলের আগে চুটকি দিতে।

১৫৮৩ কত সাধ যায় রে প্রাণে, ঝুমকো ঢেঁড়ি পরব কানে।

*১৫৮৪ কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।

১৫৮৫ কথা কইতে জানলে হয়
কথা ষোল ধারে বয়।

১৪৮৬ কলা, কড়া, কারসাজি, তিন ‘ক’তে কবিরাজি।

[ পা—তিনে করে ……। ]

১৫৮৭ কথা কয় যেন মা গোঁসাই, পদ পুরাণ কিছু নাই।

১৫৮৮ কথাটা কইলে ব্যথাটা করে, বিনয়েতে কি না করে।

১৫৮৯ কথাতে সাউ শুঁড়ি, কথাতে ছুঁড়ি বুড়ি।

১৫৯০ কথাতে হাতী পায়, কথাতে হাতীর পায়।

*১৫৯১ কথা দিয়ে কথা নেওয়া।

[ পা—কথা দিয়ে কথা বার করা। ]

*১৫৯২ কথা দেওয়া।

*১৫৯৩ কথা নাই বার্তা নাই।

*১৪৯৪ কথা পাঁকে পোঁতা বা পুঁতে রাখা।

১৫৯৫ কথা বলব কি জিব নেড়ে,

জিব নিল কাকে কেড়ে।

১৫৯৬ কথা বার্তায় সুপারিশ, মাঠা আনতে গলা বিষ।

*২৪৯৭ কথা বেচে খাওয়া।

*১৪৯৮ কথা রাখা।

১৫৯৯ কথায় কথা বাড়ে, জলে বাড়ে ধান।

বাপের বাড়ী থাকলে মেয়ের বাড়ে অপমান॥

১৬০০ কথায় কথা বাড়ে, ভোজনে পেট বাড়ে।

১৬০১ কথায় কথা বাড়ে, মথনে বাড়ে ঘি।

বাপে পুত বাড়ায়, মায়ে বাড়ায় ঝি॥

[ বাপে ছেলেকে প্রশ্রয় দিয়া নষ্ট করে, মায়ে মেয়েকে প্রশ্রয় দিয়া নষ্ট করে। বাড়ায়—বাড়াইয়া দেয়, বিনাশের পথে অর্থে। ]

*১৬০২ কথায় কথায়।

১৬০৩ ‘কথায় কারো ঘটে না অভাব’।

*১৬০৪ কথায় গুছি দেওয়া।

১৬০৫ কথায় চিঁড়ে ভিজে না।

১৬০৬ কথায় টলার চেয়ে পায়ে টলা ভাল।

[ পা—কথা টলার…পা টলা… । ]

*১৬০৭ কথায় ধন্য, কাজে শূন্য।

*১৬০৮ কথায় বলে।

১৬০৯ কথায় বার্তায় সুপারিশ, মাঠা নিস্ ত ছালা আনিস্।

[ পা—…মাঠা আন্‌তে ছালা নিস্। ]

১৬১০ কথায় মন ভেজে, চিঁড়ে ভেজে না।

১৬১১ কথায় মোড়ল চিনি, দাতা চিনি দানে।
গোঁয়ার চিনিতে পারি কর্কশ বচনে ॥

*১৬১২ কথায় শুধু চাঁদে হাত।

*১৬১৩ কথার কথা।

*১৬১৪ কথার কথা কাজের নয়।

১৬১৫ কথার গুণে তরি, কথার দোষে মরি।

*১৬১৬ কথার গুণে বার্ত্তা নষ্ট।

১৬১৭ কথার ঘা সয় না।

১৬১৮ কথার চোটে খাদের কেঁচো মোচর দিয়ে ওঠে।

[ পা…মোড় দিয়ে… । ]

*১৬১৯ কথার তুবড়ি।

১৬২০ কথার দই কথার চিঁড়ে, না খাও ত আমার কিরে।

১৬২১ কথার দোষে কার্য নষ্ট, ভিক্ষায় নষ্ট মান।
গিন্নীর দোষে গৃহ নষ্ট, লক্ষ্মী ছেড়ে যান।

*১৬২২ কথার ধুকড়ি বা ধোকড়।

১৬২৩ কথার নাম মধুবাণী, যদি কথা কইতে জানি।

১৬২৪ কথার নেই মাথা, বেঙে খায় চিঁড়ে দই।

*১৬২৫ কথার পিঠে কথা।

*১৬২৬ কথার পেঁচাপেঁচি, কাজের আঁচাআঁচি।

*১৬২৭ কথার ভট্টাচার্যি।

১৬২৮ কথার মত কথা কয়, এক কথাতেই জ্বর হয়।

*১৬২৯ কথার মত কথা।

*১৬৩০ কথার মানুষ।

*১৬৩১ কথার মারপেঁচ।

*১৬৩২ কথার মার বড় মার।

*১৬৩৩ কথার হাত পা বাহির করা।

১৬৩৪ কথা শুনে হরি ভক্তি উড়ে যায়।

[ পা—দেখে শুনে…। ]

*১৬৩৫ কথার শ্রাদ্ধ।

*১৬৩৬ কদম গাছের কানাই।

১৬৩৭ কদম গাছের কানু,
দিন নাই রাত নাই কেবল বাজায় বেণু।

*১৬৩৮ কদম ছাঁট চুল।

১৬৩৯ কদম তলায় বেজায় ল্যাটা,
কাপড় টানে স্যাকুল কাঁটা।

১৬৪০ ক'দিন পিরাত থাকে ঢাকা,
ক'দিন হাতে থাকে টাকা।

১৬৪১ 'ক' দেখে কেঁদে আকুল।

[ কৃষ্ণ ভক্ত প্রহ্লাদের কাহিনী হইতে। কৃষ্ণ ভক্তির জন্য প্রহ্লাদের বিদ্যা লাভ হইল না, তাহা হইতে পাঠে অমনোযোগী ছেলে।

*১৬৪২ কদমে চলা।

১৬৪৩ কদ্দিন বা বইব হাল, আবার লাঙল আর জোয়াল।

*১৬৪৪ কনে-দেখা মেঘ।

[ অস্তায়মান সূর্যের রঙ হালকা মেঘের ভিতর দিয়া পৃথিবীর উপর প্রতিফলিত হইলে প্রত্যেক বস্তুকেই উজ্জ্বল দেখায়। কনের গায়ের রঙও তখন উজ্জ্বল হয়। ]

১৬৪৫ কনের আশা হবে বিয়ে, তিথির লাগি থাকগে শুয়ে।

১৬৪৬ কনের ঘরের মাসী বরের ঘরের পিসি।

১৬৪৭ কনের বাপ ব'সে ব'সে চোখের জলে ভাসে।
বরের বাপ ব'সে আছে পাঁচ শ' টাকার আশে॥

১৬৪৮ কনের মা মেয়ে বাখনায়—আমার মেয়েটি ভালো।
ধান সিজানো হাঁড়ির চেয়ে একটু কিছু কালো।

১৬৪৯ কনের মা কাঁদে, আর টাকার পুঁটলি বাঁধে।

১৬৫০ কন্যে মাছি, যেখানে থাক সেইখানে আছি।

১৬৫১ কপটপ্রেমে লুকোচুরি, মুখে মধু বুকে ছুরি।

১৬৫২ কপ্‌নি-পোঁদার কুবুদ্ধি সার।
[ কপনি-পোঁদা—কৌপীনধারী, সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব। ]

১৬৫৩ কপালও খুজলান্‌, সেলামও করেন।
[ পা—কপালও চুলকান, সেলামও বাজান। ]

*১৬৫৪ কপাল গুণে গোপাল ঠাকুর।

১৬৫৫ কপাল গুণে গোপাল তাঁতী,
যত নায়ক সব ফোগলা-দাঁতী।

১৬৫৬ কপাল গুণে গোপাল মেলে।

১৬৫৭ কপাল ছাড়া পথ নেই।

*১৬৫৮ কপাল ঠুকে লাগা।

১৬৫৯ কপাল থুয়ে পাছায় চন্দন।

*১৬৬০ কপাল-পোড়া।

*১৬৬১ কপাল-ফোফরা।

১৬৬২ কপাল বিগুণ যার, কপালে আগুন তার।

১৬৬৩ কপাল ভাঙলে জোড়া লাগে না।

১৬৬৪ কপাল ভাল ত সব ভাল।

১৬৬৫ কপাল যদি মন্দ হয়, দুর্বাক্ষেতে বাঘের ভয়।

১৬৬৬ কপালে লিখিতং ধাতা, খণ্ডাবে কোন্‌ গু-খেকোর ব্যাটা।

১৬৬৭ কপাল যার নড়া দশা, কুবুদ্ধি হয় সর্বনাশা।

১৬৬৮ কপাল সাথে সাথে ফিরে।

১৬৬৯ কপালে আছে বাঁদী, সুখের লাগি কাঁদি।

১৬৭০ কপালে আছে বিয়ে, কাঁদলে হবে কি।

১৬৭১ কপালে আছে ঘি
না খেয়ে করি কি।

১৬৭২ কপালে ছিটে-ফোঁটা, তুম্ব ঝুলি হাতে।
মাইরি দিদি, তোর মাথা খাই, কিছু নেইক তাতে॥

[ তুম্ব—সন্ন্যাসীর জলপাত্র, লাউয়ের খোলে তৈরী, gourd vessel। ]

১৬৭৩ কপালে তোর ঝেঁটা, কি করবি রে বেটা।

১৬৭৪ কপালে থাকলে গু, কাকেও এনে দেয়।

১৬৭৫ কপালে থাকলে শাক বেয়েও গু আসে।

১৬৭৬ কপালে থাকলে বাপের ঘরেও ছেলে হয়।

১৬৭৭ কপালে দীর্ঘ ফোঁটা, দর্শনী চোদ্দ টাকা।

১৬৭৮ কপালে না থাকলে দেখি,
টেকোটা পড়ে ভাঙে ঢেঁকি।

১৬৭৯ কপালে নেইক ঘি, ঠক্ঠকালে হবে কি।

১৬৮০ কপালে নেই সুখ, বিধাতা বিমুখ।

[ পা—···নাইকো···এমনই বিধাতা বিমুখ। ]

*১৬৮১ কপালে পুরুষ।

[ পা—চাঁদ-কপালে। ]

১৬৮২ কপালে যদি জুটলো ভাত, আলুনা ব্যঞ্জন ছেঁড়া পাত।

১৬৮৩ কপালীর কপাল ফেরে,
অভাগার মাগ মরে।

১৬৮৪ কপালে যার মৃত্যু লেখা, তার ঘরে বাঘ দেয় দেখা।

[ কাহিনীমূলক ধাঁধা। পূর্ব বাংলার জন্মষষ্ঠীর ব্রতকথায় কাহিনীটি শুনিতে পাওয়া যায়। এক ব্যক্তিকে বিবাহের রাত্রে বাঘে খাইবে বলিয়া বিধাতাপুরুষ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। অতঃপর বিবাহ-রাত্রে বাসরঘরে কি ভাবে বাঘের আবির্ভাব হইল, তাহার কহিনী বর্ণিত হইয়াছে।]

*১৬৮৫ কপালের এমনি ফের।
বিয়ে করতে যাব, না, কাটি শঙ্কর ঘোষের খেড় ॥

১৬৮৬ কপালের দোষে ভাত না মিলে,
ভিটারে দোষে রাত পোহাইলে।
[ পা—ভিটাকে দোষ দিয়া। ]

*১৬৮৭ কপালের নাম গোপাল।

১৬৮৮ কপালের লিখন না যায় খণ্ডন।

*১৬৮৯ কপালের লেখা।

১৬৯০ কফন চোরের বেটা মেক মারা।

[ কফনচোর—কবর হইতে মৃতদেহের আচ্ছাদনী-বস্ত্রের অপহরণকারী; ঘৃণ্যতম অপরাধী; তাহার পুত্র ততোধিক ঘৃণ্য অপরাধে অপরাধী এই অর্থে। মেক—পেরেক; যে মৃতদেহের গুহ্যদেশে পেরেক বিদ্ধ করিয়া দেয় সে মেক মারা। ]

১৬৯১ কফ পিত্ত বাই, তিন নাশে পটোল, ভাই।

১৬৯২ কবিওয়ালার শাল দোশালা, পুরুতের পাঁচ হাতি।

১৬৯৩ কবিরাজের বাতের রোগী, পৈতাওয়ালা আসল যোগী।

*১৬৯৪ কবুল জবাব।

১৬৯৫ কবে মরবে কেবল তাই শুধু জানি না।
[ সব-জান্তার উক্তি। ]

১৬৯৬ কবে হবে পো, নেকড়া-কানি তুলে থো।

১৬৯৭ কমলি নাহী ছোড়তা।

[ নদীর জল দিয়া এক ভালুক ভাসিয়া যাইতেছিল। এক ব্যক্তি তাহা কম্বল মনে করিয়া সাঁতরাইয়া গিয়া জাপ্টাইয়া ধরিল। ভালুকও তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। তীরে দাঁড়াইয়া কেহ কম্বলটি ছাড়িয়া দিবার পরামর্শ দিল। কিন্তু কম্বল তাহাকে ছাড়িল না। ]

১৬৯৮ কম বৃষ্টিতে কাদা, বেশি বৃষ্টিতে সাদা।

*১৬৯৯ কমলে কণ্টক।

*১৭০০ কম্বলে আল্‌কাতরা।

*১৭০১ কম্বলের লোম বাছা।

১৭০২ কয় কথা আপনি, নেই করে তখনি।

১৭০৩ কয়লা ধুলেও ময়লা যায় না।

[ পা—কয়লা ছাড়ে না ময়লা। ]

১৭০৪ কয়লার ব্যাপারীর মুখ কালা।

১৭০৫ কয়লার ময়লা ছোটে যখন আগুন ছোঁয়।

১৭০৬ কয় শুভঙ্কর, মজুদ গোণ।

[ শুভঙ্কর বলেন, যে অর্থ মজুদ করিয়াছ, তাহা গুণিয়া রাখ। ]

১৭০৭ কয়েদীর আবার বালাখানা।

[ বালাখানা—পাকা বাড়ীর উপরের কোঠা। এখানে সাধারণ অর্থে অট্টালিকা। ]

১৭০৮ কর গে যা' তুই কর্তাগিরি, ক্ষুদে ব'সে আছে।

১৭০৯ 'কর গো-আদর দেখে যাই,'
'গেলে আদর করতে চাই।'

১৭১০ কর গোবিন্দ, বাপের শ্রাদ্ধ, আরো বামুন আছে।

১৭১১ করতে এসেছেন কোলাকুলি, কাজ নেই আর খোলাখুলি।

১৭১২ করতে পার আজ যা, কালের জন্য রেখো না তা।

১৭১৩ করব কি গুরুর পদসেবা, পদ দেখে বলি—আর না বাবা।

১৭১৪ করবে ক্ষেতি, দেখবে নিতি।

১৭১৫ কর যদি তাড়াতাড়ি, ভুল হবে বাড়াবাড়ি।

১৭১৬ করলে কত তেঁতে ঠার, বললে এক হল আর।

১৭১৭ করিনি ত ডরি কেন।

*১৭১৮ করে খাওয়া।

১৭১৯ ক'রে হাট, ঘরে গিয়ে নাট।

১৭২০ করি ত তারি না, করি ত মরি।

১৭২১ কর্জ ক'রে করে খাওয়া, আর ভাঁটায় নাও বাওয়া।

[ অলস প্রকৃতির লোকের কাজ ; ক্ষণস্থায়ী সুযোগ অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। ]

১৭২২ কর্জ ক'রে ভাত খায়, ভেটেল নৌকায় আসে যায়,
তান সুবিধা পায় পায়॥

১৭২৩ কর্জ করে যে, কষ্ট পায় সে।

১৭২৪ কর্জ যদি উনিশ টাকা,
ছেলে মিঠা খাবে না এক টাকা।

*১৭২৫ কর্তব্যো নাতি সঞ্চয়ঃ।

*১৭২৬ কর্তব্যো মহদাশ্রয়ঃ।

১৭২৭ কর্তা কইছেন পুঙ্গির ভাই,
আনন্দের আর সীমা নাই।

[ পুঙ্গির ভাই—গালি, পূ ব প্রা। ]

১৭২৮ কর্তা পান্ না, তাই খান্ না।

১৭২৯ কর্তা বড় ভাগ্যবান্ জানায় সকলেরে।
এক তোলা গুড়ুক তরে মাথা খুঁড়ে মরে॥

১৭৩০ কর্তা যা ঘি খান্ তা এক আঁচড়েই মালুম।

১৭৩১ কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।
নিজের ইচ্ছায় ধর্ম॥

*১৭৩২ কর্তার পাতে মাছের মুড়ো।

১৭৩৩ কর্তার পাদে গন্ধ নেই।

[ পা—গিন্নীর, গায়ে। ]

*১৭৩৪ কর্মণা বাধ্যতে বুদ্ধিঃ।

*১৭৩৫ কর্মের গতিকে ঝোল বৃদ্ধি।

১৭৩৬ কলকাতার ছিষ্টি, গুড়ে নেই মিষ্টি।
তেঁতুলে নেই টক, কলকাতার ঢপ॥

*১৭৩৭ কল্‌কে না পাওয়া।

১৭৩৮ কল্‌কেপোড়া দিয়ে দাগ, সতী করে নিজের মাগ।

*১৭৩৯ কল্‌কে বেচে লাখ টাকা।

*১৭৪০ কলম চালানো।

*১৭৪১ কল টেপা।

*১৭৪২ কলম পেষা।

*১৭৪৩ কল্‌মির ঝাড়।

[ বহু দূর শাখা প্রশাখা বিস্তৃত পরিবার। ]

১৭৪৪ কলমে কায়স্থ চিনি, গোঁফে রাজপুত।
বৈদ্য চিনি তারে যার ওষুধ মজবুত॥

*১৭৪৫ কলমের খোঁচা।

১৭৪৬ কলসীর জল গড়াতে গড়াতেই শেষ।

১৭৪৭ কলসীর ভিতর বঁধু রেখে, কুমীর বলে টানি।

১৭৪৮ কলা কাটে, খোসায় বাধে।

১৭৪৯ কলাক্ষেতে গলাপানি, ছাগলের হাঁটু পানি।

*১৭৫০ কলা খাওয়া।

[ পা—কলা-পোড়া খাওয়া। আশায় নিরাশ হওয়া। ]

১৭৫১ কলা খেল যত বান্দব, রাজ্য পেল রামচন্দর।

*১৭৫২ কলা গাছের সঙ্গে বিয়ে।

[ জ্যোতিষ বিচার অনুযায়ী যে ব্যক্তির পত্নীনাশের দোষ আছে, কিংবা যাহার পর পর দুই স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে, তাহাকে পুনরায় বিবাহ করিবার পূর্বে কলা গাছের সঙ্গে প্রথমে বিবাহ দিয়া তাহার পত্নীনাশ দোষ খণ্ডন করা হইত। কুলীন কন্যাদের আইবুড় নাম ঘুচাইবার জন্য ইহা করা হইত। ]

*১৭৫৩ কলা দিয়ে পোলা ভোলানো।

*১৭৫৪ কলা দেখানো।

[ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানো, প্রবঞ্চিত করা। ]

১৭৫৫ কলাপাত, কাঠের আঁটি, এই নিয়ে বৈদ্যবাটি।

১৭৫৬ কলাপাতে না এগুতেই পুঁথি লেখার সাধ।

*১৭৫৭ কলাপোড়া খাওয়া।

*১৭৫৮ কলা বউ।

[ একান্ত লাজুক প্রকৃতির বধূ। দুর্গা প্রতিমার পার্শ্বস্থিত নব পত্রিকা হইতে। ]

১৭৫৯ কলাবতী বউ আমার কত কলা জানে।
কলার মোচাকে দেখে ভাতার ব'লে টানে ॥

১৭৬০ কলায় দলা, হলুদে ছাই,
বউরে সেবিলে পুতেরে পাই।

*১৭৬১ কলার ভেলায় সাগর পার।

১৭৬২ কলার মধ্যে আঠ্যা,
মানুষের মধ্যে বাট্যা।

১৭৬৩ 'কলিকালে নারীর কুটুম্বে বড় ভাব'।

[ সা প্র· ধর্মমঙ্গল, ঘনরাম চক্রবর্তী। ]

১৭৬৪ কলিকালের পোলাপান,
বাপেরে কয় তামুক আন্।

১৭৬৫ কলিকালের ব্রাহ্মণ যেচে লয় দান।
আপনি ত মজে আর মজায় যজমান।

১৭৬৬ কলিকালের মুন্সী মোল্লা নামে হবে দড়।
না মানবে কোরাণ-কেতাব, ইজ্জৎ করবে বড়।

*১৭৬৭ কলির অবতার।

১৭৬৮ কলির কথা কই গো দিদি, কলির কথা কই।
গিন্নীর পাতে টক আমানি, বউয়ের পাতে দই ॥

*১৭৬৯ কলির কৃষ্ণ।

১৭৭০ কলির জাগ্রত তিন দেবতা,
আগুন বিছুটি কিল-গুঁতা।

১৭৭১ কলির বউ ঘর ভাঙানী।

১৭৭২ কলির বামুন ঢোঁড়া সাপ, যে না মারে তার পাপ।

*১৭৭৩ কলির ব্রাহ্মণ।

১৭৭৪ কলির হল ঘোর।
যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর॥

১৭৭৫ কলুর ঘুম ঘানি গাছে, যদি ঘুম চোখে আছে।

১৭৭৬ কলুর ছেলে, গয়লার গাই,
গেরস্থের পুষতে নাই।

১৭৭৭ কলুর ছেলে গায় ভাল ঘানি গাছে শুয়ে।
কলুর বলদ ঘানি টানে চোখে ঠুলি দিয়ে॥

*১৭৭৮ কলুর বলদ।
[ পা—কলুর চোখ-ঢাকা বলদ। ]

*১৭৭৯ কলের পুতুল।

*১৭৮০ কল্কে না পাওয়া।

১৭৮১ কল্লার ঘাড় বল্লায় ভাঙে।

১৬৮২ কষ্ট দিয়ে দান, পিত্তি মেরে খাওয়ান।
করা না করা দুই সমান॥

১৭৮৩ কষ্ট বই ইষ্ট নেই।

১৭৮৪ কষ্ট বিনা কেষ্ট মেলে না।

১৭৮৫ কষতে কষতে বাঁধন ছেঁড়ে।

১৭৮৬ কসবী কেস্‌কি জরু, ভেড়ুয়া কিস্‌কা শালা।

১৭৮৭ কসাইয়ের কালী।
[ অনেক হিন্দু কসাই দোকানে একটি কালী প্রতিমা স্থাপন করিয়া রাখে। বৃথা মাংসের পরিবর্তে তাহার সম্মুখে উৎসর্গীকৃত পাঠার মাংস বিক্রয় হয় বলিয়া দাবী করে। ]

১৭৮৮ কসাইয়ের কুকুর নাড়ীভুঁড়িতেই তুষ্ট।

১৭৮৯ কংশের রাজ্যে হরিনাম নিষিদ্ধ।

১৭৯০ কাউয়া কি চিনে না ঘাউয়া কাঁঠাল।

১৭৯১ কাকঃ কাকঃ পিকঃ পিকঃ।

১৭৯২ কাক কাল, কোকিল কাল, কাল ফিঙের বেশ।
তা' হতে অধিক কাল তোমার মাথার কেশ ॥
[ প্রকৃত পক্ষে ইহা ছেলে খেলার ছড়া। দে ইহাকে প্রবাদের মধ্যে স্থান দিয়াছেন। ]

*১৭৯৩ কাক কাঁকুড় জ্ঞান।

১৭৯৪ কাক কোকিল একই বর্ণ, কিন্তু স্বরে ভিন্ন ভিন্ন।
[ পা—কাক সকলের মাংস খায়, কাকের মাংস কেউ খায় না। ]

১৭৯৫ কাক খায় সবার মাংস, কেউ না খায় কাকের মাংস।

১৭৯৬ কাক খেলে কাঁঠাল, আর বকের মুখে আঠা।

*১৭৯৭ কাক চিল বস্‌তে না পাওয়া।

*১৭৯৮ কাক জোৎস্না।

১৭৯৯ কাক ধূর্ত্ত আর কায়েত ধূর্ত্ত।

*১৮০০ কাকতালীয় ন্যায়।

*১৮০১ কাক-নিদ্রা।

*১৮০২ কাক-বন্ধ্যা।

*১৮০৩ কাক ভুশুণ্ডী।
[ পা—ভুশুণ্ডী কাক। ]

১৮০৪ কাক মনে করে—আমি বড় সেয়ানা।

১৮০৫ কাক মরল ঝড়ে,
পেঁচা বলে—আমার শাপ লাগল হাড়ে-হাড়ে।

১৮০৬ কাক মরে ঝড়ে, ফকিরের কেরামৎ বাড়ে।
[ পা—ঝড়ে কাক মরে, ফকিরের কেরামত বাড়ে। ]

*১৮০৭ কা কস্য করিবেদনা।

*১৮০৮ কাক-পক্ষী জান্‌তে না পারা।

*১৮০৯ কাক-স্নান।

১৮১০ কাক হয়ে কোকিলের মত ডাকতে করে আশা।
বামন হয়ে চাঁদে হাত, ছার কপালের দশা ॥

১৮১১ কাল হলেন কোকিল পাখী, শেয়াল হলেন চন্দ্রমুখী,
স্বর্গের বলি রাজা হলেন বেঙ।
( অবশেষে ) বামনের হাত হতে পুচ করলেন চেঙ।

১৮১২ কাকা আর আমি একা,
চোর আর লাঠি দু জন।
[ চোর ধরিবার অক্ষমতার ব্যাখ্যা। ]

১৮১৩ কাঁকালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে কে ?
কাল মঙ্গলবার করবে যে।
ও ত তবু দাঁড়িয়ে আছে,
আমার শুনে কাঁকাল ভেঙে গেছে ॥

১৮১৪ 'কাঁকুড়ী বাঁকুড়ী পরমেশ্বরী,
গড় থেকে বেরোও মা গড় করি।'
'মাথায় ব্যথা গায়ে জ্বর,
বাইরে থেকেই কর গড।'
[ কাহিনীমূলক প্রবাদ। চতুর কাঁকড়া ও ধূর্ত শৃগালের কথোপকথন। পা—কাঙ্গুড়ী, বাঙ্গুড়ী ···। ]

১৮১৫ কাকে এলে শেখাতে, কাঁচকলা দিয়ে কান বেঁধাতে।

১৮১৬ কাকে করে বাসা, কোকিলে করে বাস।

১৮১৭ কাঁকে কলসী চড়ক পাক. গিন্নী হবার বড় জাঁক।

১৮১৮ কাকে কলসী পানিকে যায়, হেটমুণ্ডে কাহকো না চায়,
যেন যায় তেন আইসে, বলে ডাক, গৃহিণী সেই সে।

১৮১৯ কাকে কান নিয়েছে শুনে কাকের পিছনে ছোটা।

১৮২০ কাকে খায় কাঁঠাল, বকের মুখে আঠা।

১৮২১ কাকে নিয়ে গেল কান, কাকের পিছে ধাবমান।

১৮২২ কাকে নূতন গু খেতে শিখেছে।

১৮২৩ কাকেই বা বকবো ভালো,
ভাতারকে ভাত দিয়ে হাগতে গেল।

১৮২৪ কাকেরও ডিম সাদা হয়, বিদ্বানের ছেলেও গাধা হয়।

*১৮২৫ কাকের উপর কামানের চোট।

*১৮২৬ কাকের ছা, বকের ছা।

১৮২৭ কাকের ডাকে মূর্চ্ছা যায়, রাত্রে নদী পার হয়।

[ কাহিনী মূলক প্রবাদ। ব্যভিচারিণী নারী রাত্রে নদী পার হইয়া যায়, কিন্তু ভীতা বলিয়া ছলনা করিবার উদ্দেশ্যে কাকের ডাক শুনিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়ে। ]

১৮২৮ কাকের পারা, বকের পারা।

[ পারা—পায়ের দাগ। কুশ্রী হস্তাক্ষরকে বলা হয়। ]

*১৮২৯ কাকের পিছে ফিঙে লাগা।

১৮৩০ কাকের বাসায় কোকিল হল, দিন পেয়ে সে উড়ে গেল।

১৮৩১ কাকের বাসায় কোকিলের ছা,
জাত-স্বভাবে কাড়ে রা।

*১৮৩২ কাকের ভাত রাখা।

১৮৩৩ কাকের মাংস কাকে খায় না।

১৮৩৪ কাকের মুখে কি কোকিলের রা।

*১৮৩৫ কাকের মুখে কৃষ্ণ কথা।

*১৮৩৬ কাকের মুখে সিঁদুরে আম।

*১৮৩৭ কাকের লুকানো।

[ পা—কাকের রাখা। ]

১৮৩৮ কাকের সঙ্গে গিয়ে হাতীও পাঁকে পড়ে।

১৮৩৯ কাগ রা'য় গেল বউ শেয়াল রা'য় এল
জেতের বউ তাই সব সামলে গেল।

১৮৪০ কাগজ না পত্র, কুশল সর্বত্র।

*১৮৪১ কাগজে কলমে।

*১৮৪২ কাগা-বগা ক'রে খাওয়া, বলা বা কাজ করা।

১৮৪ কাগার শত্রু বগা, বগার শত্রু বাঘা।
বাঘার শত্রু সিঙ্গি, সিঙ্গির শত্রু শেয়াল।
শেয়ালের শত্রু মহাকাল॥

১৮৪৪ কাগে করুন্দে হবে
ধূলোয় লুটিয়ে যাবে।
[ করুন্দে—রোগ বিশেষ। ]

১৮৪৫ কাঙলা, আপন সামলা।

১৮৪৬ কাঙলা, ভাত খাবি?
না, হাত ধুয়ে বসে আছি।
[ পা—না, পাত পেতে ব'সে আছি। ]

১৮৪৭ কাঙাল কুঠে বেণে, বেচে শুঁঠ আর ধনে

১৮৪৮ কাঙালকে দেখায় শাকের ক্ষেত।

১৮৪৯ কাঙাল গরীব গায়ে লাগে না,
ভাঙা খড়ম পায়ে লাগে না।

১৯৫০ কাঙাল দেখলে পেরতও ছেপ ফেলে।
[ পেরত—প্রেত ; ছেপ—থুথু। ]

১৮৫১ কাঙাল দেখে করো না হীন,
কাঙাল হতে হবে একদিন।

১৮৫২ কাঙাল বলে ধন পাই,
ধন বলে—আশমানে ধাই।

১৮৫৩ কাঙাল বাঙাল খচ্চে, তিন নিয়ে নচ্চে।

১৮৫৪ কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখাতে নেই।

১৮৫৫ কাঙালী মেরে কাছারি গরম।

১৮৫৬ কাঙালে করো না দয়া,
কাঙাল জানে আঠারো মায়া।

১৮৫৭ কাঙালের কথা বাসি হলে মিষ্টি হয়।

১৮৫৮ কাঙালের কথা, ভাল হলেও তিতা।

*১৮৫৯ কাঙালের কর্কট রাশি।

*১৮৬০ কাঙালের ঘোড়া-রোগ।

১৮৬১ কাঙালের ছেলের জাঙালে মরণ।

১৮৬২ কাঙালের ছেলের রাঙাই নাম।

*১৮৬৩ কাঙালের ঠাকুর ব্যাধি।

[ কাঙালের নিজেরই খাইবার সংস্থান নাই, সেখানে সে গৃহে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া যখন নিত্যপূজা করিবার স্বপ্ন দেখে। ]

১৮৬৪ কাঙালের চুনো ব্যয়, পান্তা ভাতে লবণ ক্ষয়।

১৮৬৫ কাঙালের ধন হ'লে, কুকুর ছাও কিনে।

১৮৬৬ কাঙালের বউ লুটের বিল।

[ তু.—হিন্দী—'আবরকি জোরু সব কি ভোজাই।' ]

১৮৬৭ কাঙালের যড় ঝাল, সাধুর নেই জঞ্জাল।

১৮৬৮ কাঙালের বাড়ী হাতীর পারা।

[ পারা—পায়ের দাগ বা পদচিহ্ন। অসম্ভব বিষয়। ]

১৮৬৯ কাঙালের মরণ বিটকেল, ম'রে করে দাঁত সিট্‌কেল।

১৮৭০ কাঙালের মুড়কিই সন্দেশ।

১৮৭১ কাঙালের রাঙই সোনা,
মাচা বেঁধে শোয় বালাখানা।

১৮৭২ কাঙালের শশাও ধন।

১৮৭৩ কাচঃ কাচো মণির্মণিঃ।

*১৮৭৪ কাচ কাঞ্চনে সমান জ্ঞান।

*১৮৭৫ কাঁচপোকার তেলাপোকা ধরা।

[ পা—কাঁচপোকার আরশুলা ধরা। ]

১৮৭৬ কাচ, মন, মাটির বাসন, ভাঙলে জোড়া যায় না তেমন।

*১৮৭৭ কাঁচা আলে পা দেওয়া।

*১৮৭৮ কাঁচা কড়ি।

[ তু.—কাঁচা পয়সা। Cash money ]

১৮৭৯ কাঁচা খাই, ডাঁসা খাই, আর খাই পাকা।

*১৮৮০ কাঁচা খেকো দেবতা।

[ ভয়ঙ্কর বা malignant প্রকৃতির দেবদেবী। মনসা, শীতলা প্রভৃতি। ]

১৮৮১ কাঁচা গাঁথুনি, দুনো খাটুনি।

*১৮৮২ কাঁচা গুয়ে ঢিল মারা।

১৮৮৩ কাঁচা তেঁতুল যেমন তেমন, পুরান তেঁতুল বিকারে।

*১৮৮৪ কাঁচা পয়সা।

*১৮৮৫ কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরা।

১৮৮৬ কাঁচা বাঁশে লাগ্‌ল রে ঘুণ,
তোর পীরিতি জনমের আগুন।

*১৮৮৭ কাঁচা মাটিতে পা দেওয়া।

*১৮৮৮ কাঁচা শরায় পা দিয়ে বেড়ানো বা নৃত্য করা।

১৮৮৯ কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকায় করে ট্যাঁস ট্যাঁস।

১৮৯০ কাঁচে কাঞ্চনে সমান দর।

[ পা—কাঁচের মূল্যে কাঞ্চন। ]

১৮৯১ 'কা চিন্তা মরণে রণে।'

[ ভবভূতি রচিত সংস্কৃত শ্লোকের অংশ—'যদি কৃষ্ণপক্ষে চিন্তা, ভক্তিস্তৎপদ পঙ্কজে। দুর্গমে গহনেবাপি কা চিন্তা মরণে রণে॥ ]

*১৮৯২ কাছা-আল্‌গা, কাছা-খোলা বা কাছা-ঢিলে।

১৮৯৩ কাছা উঁচু কোঁচা টান্, তার বাড়ি বর্ধমান।

১৮৯৪ কাছা খুলতে দেরি হয়, কপাল খুলতে দেরি নয়।

*১৮৯৫ কাছা গলায় করা।

[ চরম বিপন্ন অবস্থার সূচক। মহাগুরু নিপাতের আচার ]

১৮৯৬ কাছা দিতে কোঁচা আঁটে না,
কোঁচা দিতে কাছা আঁটে না।

*১৮৯৭ কাছা-ধরা। কাছায় হাগা।

১৮৯৮ কাছারিই বা কই, কান মলেই বা কই।

১৮৯৯ কাছারি গেলেই খালাস।

১৯০০ কাছিমে ডিম পাড়ে, গোসাপে খায়।

১৯০১ কাছে আছে ইসে মূল
ভয় রাখিনে এক চুল।

১৯০২ কাছে থাকে যতক্ষণ, আমার আমার ততক্ষণ।
পথে গেলে পোড়ে মন, বাড়ী গেলে ঢন্‌ঢন্‌॥

১৯০৩ কাছে পেলে কামার, ফাল তাতিয়ে নে।

১৯০৪ কাছে ভাল বল যারে, পাছে মন্দ বল তারে।

১৯০৫ কাছের গোড়ায় শোয়, কানের গোড়ায় কয়।
তার কথা কি কখন লঙ্ঘন হয়॥

১৯০৬ কাজ আট্‌কালে বুদ্ধি যোগায়।

১৯০৭ কাজই কাজ শেখায়।

১৯০৮ কাজও নেই, কামাইও নেই।

১৯০৯ কাজ কর যত পার, ভাত খাও ত আমারে মার।
[ কাজ কর, কিন্তু ভাত খাইও না, অসঙ্গত আব্দার। ]

১৯১০ কাজকর্মে আমি নেই ঠাকুরঝি।
চেপে চেপে ভাত বেড়ো, আমি বাল্‌সে পোয়াতী॥
[ বাল্‌সে—পাঠান্তর কাঁচা, প্রথম পোয়াতী। ]

১৯১১ কাজকর্মে যেমন তেমন, কলারে আঁট বড়।

১৯১২ কাজ করবে গোপনে, অন্যে যেন না শোনে।
যদি না পার একা, দুয়ে মিলে কর তা।
দুয়ের বেশি যদি হয়, সে কাজ আর গোপন নয়॥

*১৯১৩ কাজ গুছানো।

১৯১৪ কাজ নেই আমার প্রসাদ পাওয়ায়,
গতর গেল পাথর ধোওয়ায়।
[ পা—···ঠাকুর প্রসাদ পেয়ে, গতর যাবে পাথর ধুয়ে। ]

১৯১৫ কাজ নেই করবার, বাল নেই ছেঁড়বার।

১৯১৬ কাজ নেই ত করি কি, গলায় একগাছ দড়ি দি।

১৯১৭ কাজ নেই বউ কাজ করে, ধানে চালে এক করে।

১৯১৮ কাজ নেই যার, লাগে না কপাল তার।

১৯১৯ কাজ পড়লে নেড়েও বাপের ঠাকুর।

[ পা—ডোমও ]

১৯২০ কাজল বলে আজল ভাই
আমি গৌর মুখে চাঁদ।
কালা মুখে গেলে আমি
জলে দিব ঝাঁপ॥

১৯২১ কাজ সারলে বাড়ু শালা।

[ পা—ফুরুলে : বাড়ু—পাঠান্তর বাড়ই, বারুই বা বারুজীবী। ]

১৯২২ কাজ সেরে বসি, শত্রু মেরে হাসি।

১৯২৩ কাজী বিচারে ঘরে ঘরে পূজা,
কাজির ঘরেই চৌদ্দ পূজা।

*১৯২৪ কাজীর কাছে হিঁদুর পরব।

১৯২৫ কাজীর গরু খোদা রাখাল।

[ পা—মোল্লার গরু… ]

১৯২৬ কাজীর গাই, কোরাণে আছে, কেতাবে নাই।

[ পা—খাতায় আছে, গোয়ালে নাই। ]

১৯২৭ কাজীর বাড়ী খানা, পাত কাটতে মানা।
মাংস বুটি বুটি, ডালের ভিরকুটি॥

*১৯২৮ কাজীর বিচার।

১৯২৯ কাজী হয় পাজী, পাজী হয় কাজী।

১৯৩০ কাজে এড়া, ভোজনে দেড়া,
সে থাক গিয়ে বৈষ্ণব পাড়া।

১৯৩১ কাজে কম, খেতে যম।

১৯৩২ কাজে কম ভোজনে ভারি, বাস তার ঠাকুরবাড়ী।

১৯৩৩ কাজে কুড়ে, ভোজনে দেড়ে, বচনে মারে তেড়ে ফুঁড়ে।

[ পা—…পুড়িয়ে পুড়িয়ে। ]

*১৯৩৪ কাজের কথা।

*১৯৩৫ কাজের কাজী।

১৯৩৬ কাজের কাজী নয়, ভোজের বাজি।

১৯৩৭ কাজের গুরু কামাই।

*১৯৩৮ কাজের ঢেঁড়স।

১৯৩৯ কাজের তাড়া কেমন,
না, পেটের ছেলে ভুঁয়ে পড়ে যাবে এমন।

১৯৪০ কাজের নাম নেই, বউ-কিলানোর যম।

১৯৪১ কাজের নামে নেই কাজী, অকাজ পেলেই রাজি।
[ পা—···অকাজে সবাই রাজি। ]

১৯৪২ কাজের নামে অষ্টরম্ভা, মুখে বুলি লম্বা লম্বা।

১৯৪৩ কাজের বউয়ের ঘোমটা খাট।

১৯৪৪ কাজের বেলা কাজী, কাজ ফুরালেই পাজী।

১৯৪৫ কাজের বেলা গলার মালা,
কাজ ফুরালেই ঢেম্‌না শালা।

১৯৪৬ কাজের বেলা ভাগে, খাবার বেলা আগে।

১৯৪৭ কাজের মধ্যে আড়াই, খাই শুই আর বেড়াই।

১৮৪৮ কাজের মধ্যে চাষ, রোগের মধ্যে কাশ।

১৯৪৯ কাজের মধ্যে দুই, খাই আর শুই।

১৯৫০ কাজের সময় কুড়ে হবে, নেবার সময় নিতে যাবে

*১৯৫১ কাঞ্চন-কৌলিন্য।
[ যে কৌলিন্য কেবল ধন-সম্পত্তির উপর নির্ভরশীল, চারিত্র গুণের উপর নহে। ]

১৯৫২ কাট-খোট্টার কথা কড়া।

*১৯৫৩ কাটলেও রক্ত নেই, কুটলেও মাংস নেই।

*১৯৫৪ কাটা কইয়ের ছট্‌ফটানি।

*১৯৫৫ কাটা কান চুল দিয়ে ঢাকা।
[ অপমান গোপন করা। ]

*১৮৫৬ কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে।

১৯৫৭ কাঁটা গাছে জল দিলে কাঁটা বেড়ে যায়।
সর্পকে খাওয়ালে দুগ্ধ বিষ উগড়ায়॥

*১৯৫৮ কাঁটা গাছের তলায় বাস।

১৯৫৯ কাটা চাল দোয়ানে মরে না।
[ ঘরের চাল যদি একবার কাটিয়া দুই ভাগ করা হয়, তবে তাহা আর জোড়া লাগানো যায় না। দোয়ানে মরে না—জোড়া লাগাইলে মিশে না। ]

*১৯৬০ কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা।
[ কণ্টকেনৈব কণ্টকম্। ]

*১৯৬১ কাঁটা বন দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া।

১৯৬২ কাঁটা বিনা কমল নাই, কলঙ্ক বিনা চাঁদ নাই।

*১৯৬৩ কাঁটা মুণ্ডুর দাঁত খামটি।

*১৯৬৪ কাটায় কাটায়।

১৯৬৫ কাটি পাশ পেড়ে, ভুঁয়ে রক্ত না পড়ে।

১৯৬৬ কাঠ কাটতে গেল সেধো হাতে ক'রে দা'।
কোঁচে ক'রে নিয়ে এল কাঠবিড়ালীর ছা॥

১৯৬৭ কাঠ-কাটুনে, লোহা-পিটুনে, বেণে বিষম জাত।
তাদের সঙ্গে পিরীতে ঘর পোড়ে রাতারাত॥

১৯৬৮ কাঠ কাটে কুড়ুলিয়া, হালিয়ার বিষ।

১৯৬৯ কাঠকুটো আনে চুলোর মুখ,
শাশুড়ী আনে বউয়ের মুখ।

১৯৭০ কাঠকুড়ানীর মেয়ে রাজা আনলে ঘরে।

*১৯৭১ কাঠ খড়।

১৯৭২ কাঠ খেলে আঙড়া হাগতে হয়।

*১৯৭৩ কাঠ-খোট্টা।

*১৯৭৪ কাঠ বিড়ালীর বাগান ভাগ।

*১৯৭৫ কাঠ বিড়ালীর সাগর বাঁধা।

*১৯৭৬ কাঁঠাল খেয়ে লাগল আঁঠা, তেল দিয়ে ঘুচাও লেঠা।

১৯৭৭ কাঁঠালটি আমায় দাও, বীচি গুণে কড়ি নাও।

*১৯৭৮ কাঁঠালের আঁঠা।

*১৯৭৯ কাঁঠালের আমসত্ব।

*১৯৮০ কাঠে কাঠে পড়া।

*১৯৮১ কাটে খড়ে আগুন দেওয়া।

১৯৮২ কাঠের ঘোড়া জল খায় না।

১৯৮৩ কাঠের ঘোড়া হোক জল খেলেই হোল।

১৯৮৪ কাঠের ঘোড়া জল খায় না,
সোনার লাগামেও চলে না।

১৯৮৫ কাঠের পোকা কাঠেই চরে।

১৯৮৬ কাঠের বেরাল হোক, ইঁদুর ধরলেই হল।

১৯৮৭ কাঠের ভেতর পিঁপড়ে বলে, চিনি নইলে খাবুনি।
চিন্তামণি চিন্তা ক'রে যোগান তারে আপুনি॥

*১৯৮৮ কাঁড়া চালে তিন ঘা পাড়।

১৯৮৯ কাঁড়ায় তেল নেই আলায় খিরখিটি।

১৯৯০ কাতরা চোখের ঘুম, লেছড়া কাঁথার উম।

*১৯৯১ কাতলা-ফেলার দেশ।

১৯৯২ কাত হয়, তবু লাথ সয়।

১৯৯৩ কাঁথখান্ কাঁথখান, বট্‌ঠাকুর কি পাঁকাল মাছ খান।
খান খান খান, খান পাঁচ ছয় খান,
এখন একটু তেল পেলে নাইতে যান॥

*১৯৯৪ কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘি ভাত খাওয়া।

১৯৯৫ কাঁদলে চোখই যায়, শোক যায় না।

১৯৯৬ কাদা-উড়োর কাছে কি ধুলো-উড়ো।

১৯৯৭ কাদা মাখা সার হল, মাছ ধরা হল না।

১৯৯৮ কাদা মেখে ধোয় কাদা,
তারে কে না বলে গাধা।

*১৯৯৯ কাদায় জলে ( বা কাদায় ) গুণ ফেলা

*২০০০ কাদার খুঁটি।

২০০১ কাঁদি কাঁদি মন করছে, কেঁদে না আত্তি মিটছে।
রাজাদের হাতী মরেছে,
তার গলা ধ'রে কেঁদে আমি ॥

২০০২ কাঁদে পরাণ কাছিমের লাগি, নাম রটেছে বৈরাগী।

২০০৩ কাদের সাপ।
[ কাহিনীমূলক প্রবাদ। অন্যমনস্কতাহেতু অপ্রাসঙ্গিক জবাব। ]

২০০৪ কাঁধে কুঁড়ুল বনময় খোঁজা।

২০০৫ কান কাটা।

২০০৬ কান কাটা কই তালগাছ বায়,
কালামুখ নিয়ে দরবারে যায়।
[ নির্লজ্জ। ]

২০০৭ কান কাঁদেন সোনারে, সোনা কাঁদেন কানেরে।

২০০৮ কান কামড়ানি, মাথা ব্যথা, ছেপ তলায় না।
আধ ফোটা চালের ভাত একটি এড়ায় না ॥
[ অসুস্থতা সত্ত্বেও অপরিমিত আহার করা। ]

*২০০৯ কান খাড়া করিয়া রাখা।

*২০১০ কান ঘুরিয়ে নাক দেখানো।

২০১১ কান টানলে মাথা আসে।

২০১২ *কান থাকতে কালা।

২০১৩ কান থাকতে কালা চোখ থাকতে অন্ধ।
ঘুরে ঘুরে ভেবেই সারা পদ্মের নাহি গন্ধ।

*২০১৪ কান পাতলা মানুষ।

*২০১৫ কান ভাঙানো,

*২০১৬ কান ভারি করা।

*২০১৭ কান মন্ত্র দেওয়া।

২০১৮ কান যায় যথায়, মন যায় তথায়।

*২০১৯ কান শুন্‌তে ধান শোনা।

২০২০ কান-সল্লা, ভিতর বুঁদে, দীঘল-ঘোমটা নারী।
পানা পুকুরের শীতল জল, বড় মন্দকারী॥
[ যে নারী কানে কানে শলা বা পরামর্শ দেয়, ভিতরে বুঁদ হইয়া থাকে, দীর্ঘ ঘোমটা দেয়, সে পানা পুকুরের শীতল জলের মত অহিতকারিণী। ]

*২০২১ কানা কড়ি।
[ অচল মুদ্রা অর্থে ]

*২০২২ কানা কড়ির কেনা গোলাম।

২০২৩ কানা ক'বার নড়ি হারায়।

*২০২৪ কানা কলসীর জল।

*২০২৫ কানাকানির পর জানাজানি।

২০২৬ কানা কালা কুঁজো খোঁড়া, গোদের অন্ত নাই।
তিনশো বিরাশী বুদ্ধি, যার এক চোখ নাই॥

২০২৭ কানা কি বুঝে চাঁদের আলো?

২০২৮ কানা কুকুর মাড়েই তুষ্ট।

২০২৯ কানা কুঁজো খোঁড়া, তিন অসতের গোড়া।

২০৩০ কানা কুঁজো ডেঙরা, হারামজাদা লেঙড়া।

২০৩১ কানা খোঁড়া কুঁজো, তিন চলে না উজো।
[ উজো—ঋজু বা সোজা। ]

২০৩২ কানা খোঁড়া, ভাগের ঠাকুর।

২০৩৩ কানা খোঁড়া, একগুণ বাড়া।

২০৩৪ কানা খোঁড়ার হাজার দোষ, কুঁজোর নেই অন্ত,
একশো বিয়াল্লিশ দোষ উঁচু যার দন্ত।

২০৩৫ কানা গণক বললেন গুণো, হয় পুত্র নয় কন্যে।

২০৩৬ কানা গরু বামুনকে দান,
বামুন বলে—আন্‌ আন্‌।

*২০৩৭ কানা গরুর চেনা পথ।

*২০৩৮ কানা গরুর ভিন্ন গোঠ।

[ পা—কুড়ে গরুর ··· ···। ]

২০৩৯ কানা ঘোড়া এসে বলে, আমার কত বল

২০৪০ কানা ঘোড়া ব'লে কিছু কম খায় না।

২০৪১ কানা চোখে কুটো পড়ে,
খোঁড়া পা খানায় পড়ে।

২০৪২ কানা চোখে ঘুমও যা চেতনও তা।

*২০৪৩ কানা চোখে চশমা।

২০৪৪ কানা চোখে দিয়ে কাজল,
আপন রূপে আপনি পাগল।

[ পা—পুতের ··· ···। ]

*২০৪৫ কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন।

২০৪৬ কানাতে কানা, বুড়ীতে বুড়ী, বড় সেয়ানা।

২০৪৭ কানা দেখতে পায় না, কাঙাল দেখতে চায় না।

২০৪৮ কানা পুত পোষে, রাজা-বেটী শোষে।

[ পুত্র কানা হইলেও মাতাপিতাকে প্রতিপালন করে, কিন্তু রাজার ঝিও বাপকে শোষণ করিয়া আদায় করে। ]

২০৪৯ কানা পুতের নানা রোগ।

[ পা—অতিরিক্ত আর এক পদ—'চোখে ছানি পায়ে গোদ।' ]

২০৫০ কানা বক শুকনো গেড়ে,
খায় না খায় আছে প'ড়ে।

[ পা— ··· গাড়ে। ]

*২০৫১ কানা বিড়ালের দই রেখে কাপাস খাওয়া।

২০৫২ কানা বেগুন ডোগলা খদ্দের!

২০৫৩ কানা ব্রাহ্মণ শূদ্রের দুনা।

[ পা—কানা বামুনও শূদ্রের দুনো। ]

২০৫৪ কানা, মনে মনেই জানা!

*২০৫৫ কানা মাছি।

[ রাত্রে মাছি চোখে দেখিতে পায় না, যেখানে সেখানে উড়িয়া বসে, তাহা হইতে তদনুযায়ী একটি শিশুর খেলা। এই খেলার ছড়া, 'কানা মাছি ভো ভো, যারে পাবি তারে ছো।' ]

*২০৫৬ কানা মুরগী, গোবদা ছুরি।

*২০৫৭ কানা মেঘ।

[ জল হারা মেঘ। কিংবা যে মেঘ ফুটা হইয়া বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া বিশ্বাস। তু— 'কানা মেঘারে তুইন আমার ভাই ... ...।' ]

২০৫৮ কানা মেঘের বৃষ্টি, সর্বত্র নয় দৃষ্টি।

২০৫৯ কানা সোনা ভনা
পথ পায় না তিন জনা।

২০৬০ কানার পা গর্তেই পড়ে।

২০৬১ কানার পাতেই বেড়াল পড়ে।

২০৬২ কানায় কি চোখ রাঙায়।

*২০৬৩ কানায়ে ভাগনে।

*২০৬৪ কানার বেটা পদ্মলোচন।

*২০৬৫ কানার মধ্যে ( বা কানার দেশের ) রূপসী।

*২০৬৬ কানার মা।

*২০৬৭ কানার স্বপ্ন দেখা।

*২০৬৮ কানার হাতে লাঠি।

*২০৬৯ কানা শুক্কুর।

[ শুক্রাচার্যের এক চক্ষু কানা ছিল, এই প্রসিদ্ধি হইতে। পা— কানা শুক্র। ]

*২০৭০ কানি মুড়ি দিয়ে চিনি খাওয়া।

২০৭১ কানী, কত করবি কর,
তবু না কাতর হবে চাঁদ সদাগর।

২০৭২ কানু ছাড়া গীত নাই।

২০৭৩ কানে কচু, চোখে তেল, তার বাড়ী না বৈদ্য গেল।

২০৭৪ কানে কচু নাভিত তেল, কবিরাজ ফিরিয়া গেল।

২০৭৫ কানে কাঠি নাকে তেল,
আর মাঝে মাঝে খাবে বেল।

২০৭৬ কানে কলম গুঁজে, দুনিয়ায় খোঁজে।

২০৭৭ কানে কলম গুঁজে হলেন মুন্‌শী।

*২০৭৮ কানে খাটো।

*২০৭৯ কানে তালা লাগা।

২০৮০ কানে দিয়েছি তুলো, পিঠে বেঁধেছি কুলো।
[ পা—অতিরিক্ত এক পদ 'তোরা যত পারিস বল, যত পারিস কিলো।' ]

*২০৮১ কানে পোকা পড়া।

*২০৮২ কানে শুনে কালা, চোখে দেখেও কানা।

২০৮৩ কানে শুনে কালা হও, চোখেদেখে কানা হও।

*২০৮৪ কানের কাছে কানাইয়ের বাসা।

২০৮৫ কানের গুরু, নাকের কে।

২০৮৬ কানের জল জল দিলেই বেরোয়।

২০৮৭ কানের জন্যেতে সোনা গড়াগড়ি যান।

*২০৮৮ কানের পোকা বার করা বা হওয়া।

২০৮৯ কানের সোনা কান কাটে।

২০৯০ কানে কালা হও, চোখে কানা হও

২০৯১ কানে হাত না দিয়েই বলে, কান নিয়ে গেল চিলে।

২০৯২ কান্দে পোলায় দুধ খায়,
না কান্দে পোলায় শুইয়া নিদ্রা যায়।

২০৯৩ কাপড় কিনবে কাদা পায়,
গরু কিনবে কাপড় গায়।

*২০৯৪ কাপড় দিয়ে আগুন ঢাকা।

২০৯৫ কাপড় নেই, তার কাছা।

২০৯৬ কাপড় হলে পচা, আঙ্গুল হয় খোঁচা।

*২০৯৭ কাপড় চোপড়ে বাবু।

*২০৯৮ কাপড়ের তলা থেকে চিম্‌টি কাটা।

২০৯৯ কাপড়ের দাগ যায় ধুলে, মনের দাগ যায় ম'লে।

২১০০ কাম আপনা, ভাত পরের।

২১০১ কামরূপেতে কাক মরেছে, কাশীধামে হাহাকার।

২১০২ কামলা আপনি সামলা।

[ কামলা রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাবধান হইবার জন্য উপদেশ। ]

*২১০৩ কামাখ্যার ডাকিনী।

২১০৪ কামাতে পারে না নাপিত, ধামাভরা ক্ষুর।
কামাতে কামাতে যায় রঘুনাথপুর।

*২১০৫ কামানো মাথায় ক্ষুর বুলানো।

২১০৬ কামায় সাধু, ওড়ায় নাধু।

২১০৭ কামায়ে টুপিওয়ালা খায়ে ধুতিওয়ালা।

*২১০৮ কামারকে ইস্পাত ফাঁকি।

*২১০৯ কামারকে ছুঁচ বেচা।

২১১০ কামার গড়বে যা,' মনে মনে জানে তা'।

২১১১ কামর বুড়োলে লোহা শক্ত।

*২১১২ কামারের আগুন, চামারের টান।

*২১১৩ কামারের কাছে লোহা চুরি।

২১১৪ কামারের কাছে লোহা জব্দ।

*২১১৫ কামারের কুমোর বৃত্তি।

[ পা—অতিরিক্ত এক পদ, 'কামার বলে এ কি বিপত্তি।' অনাধিকার চর্চা অর্থে। ]

২১১৬ কামারের দা কামার খারাপ বলে না।

২১১৭ কামারের বাড়ীর বেরাল ঠক্‌ঠকিতে ভয় পায় না।

২১১৮ কামালে জমালে বর,
নিকুলে-পুছুলে ঘর।
[ জমালে—জামা পরিলে এই অর্থে ব্যবহৃত বলিয়া মনে হয়। ]

২১১৯ কামে হুজ কথায় রস
চাইর পায়ে লড়া দশ।

২১২০ কায়া ছেড়ে ছায়ার পিছে,
ছুটে যে তার জীবন মিছে।

২১২১ কায়েত, কালসাপ, বেদো নারী,
তিন জনকে পরিহরি।

২১২২ কায়েত ম'রে জলে ভাসে,
কাক বলে, ফিকিরে আসে।
[ তু—'আগুরি মরে জলে ভাসে, লোকে বলে ছলে ভাসে।' ]

২১২৩ কায়েত মরে সেয়ানে, বেণে মরে দেয়ানে,
জোলা মরে তাঁতে।
কাঙালী বাঙালী মরে মাছে আর ভাতে॥

২১২৪ কায়েতে কলম চিনে, নাপিতে চিনে লোম,
সুতারে কাঠ চিনে, আইলসায় চিনে ঘুম।

*২১২৫ কায়েতের ঢেঁকি।
[ পা— ··· মূর্খ বা নিষ্কর্মা অর্থে। ]

২১২৬ কায়েতের ঘরের বেরালটাও আড়াই অক্ষর পড়ে।

২১২৭ কায়েতের ছেলের কলমের আগায় ভাত।

২১২৮ কায়েতের ছোট, বেদের বড়।
[ কায়স্থ পরিবারের ছোট ছেলেমেয়েরাও জীবিকা অর্জনে কিংবা সাংসারিক কাজকর্মে সাহায্য করিতে পারে, কিন্তু বেদের পরিবারের কেবল মাত্র যাহারা বয়সে বড়, তাহারাই উপার্জনক্ষম হয়। ]

২১২৯ কায়েতের বুড়া হীরার ধার,
নাপিতের বুড়া ছারের ছার।
বাদিয়ার বুড়া না বহে ভার,
ভাটের বুড়া কথায় সার॥

২১৩০ কায়েতের বুদ্ধি আঁতে, বাঁদরের বুদ্ধি দাঁতে।

২১৩১ কায়েতের বুদ্ধি, ঘণ্টার বাড়ি।

২১৩২ কায়েতের মড়া কাকেও ঠোকরায় না।

২১৩৩ কায়েতের মড়া জলে ভাসে,
কাক বলে, কি ফিকিরে আছে।

২১৩৪ কায়েতের মূর্খ, কলুর বলদ।

*২১৩৫ কায়েতের হাড়া, বেগুনের খাড়া।

২১৩৬ 'কার আগুনে কেবা মরে, আমি জাতে কলু।'
'মা আমার কি পুণ্যবতী, বলছে—দে উলু।'
[ কাহিনীমূলক প্রবাদ। সতীদাহপ্রথা ভিত্তিক কাহিনী। কলু জাতীয়া এক রমণীকে ধরিয়া আনিয়া এক ব্যক্তির চিতায় পোড়ানো হইতেছে, তাহার পুত্র ইহা সমর্থন করিতেছে। 'উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে'—এই অর্থে। ]

২১৩৭ কার আঙিনায় কে বা নাচে।

২১৩৮ কার কপালে কে বা খায়।

২১৩৯ কার খাই কার না খাই, দুপুর রাতে ঘর না পাই।

২১৪০ কার খাই কার না খাই, পরের দায়ে বাঁধা যাই।

২১৪১ কার গোয়ালে কে সাঁজাল দেয়।
[ সাঁজাল—সন্ধ্যা বেলায় গোয়ালের ধোঁয়া। ]

২১৪২ কার ঘরের সোনা কার ঘরে গড়ায়।

*২১৪৩ কার ঘাড়ে দুটো মাথা!

২১৪৪ কার দুঃখ কেবা বোঝে, যার যার সে পেটে গোঁজে।

২১৪৫ কার বা গোয়াল, কে বা দেয় ধোঁয়া।

২১৪৬ কার ভাগ্যে কার ভোগ, বিধি করে উদ্যোগ।

২১৪৭ কার মনে কি আছে কে জানে।

২১৪৮ কার শ্রাদ্ধ কেবা করে, খোলা কেটে বামুন মরে।

২১৪৯ কার সাধ্য কেবা মারে, খোদা থাকে রাজি যারে।

২১৫০ কার সোনা কে বা পরে।

*২১৫১ কার হাঁড়িতে কত চাল।

*২১৫২ কারে পড়লে আল্লার নাম।

২১৫৩ কারে পড়লে বাঘা ফড়িংও খায়।

২১৫৪ কারো ঘর পোড়ে, কেউ আগুন পোহায়।

২১৫৫ কারো জলে যশ, কারো দুধে ঠস্।

[ কেহ জল মিশানো দুধ বিক্রয় করিয়া যশোলাভ করে, কেহ বা খাঁটি দুধ বিক্রয় করিয়াও অপযশ পায়। ]

২১৫৬ কারো দুধে চিনি, কারো শাকে বালি।

২১৫৭ কারো ধেয়ে-ধেপে বারো, কারো রয়ে ব'সে তেরো।

২১৫৮ কারো পাতা-চাপা কপাল,
কারো পাথর চাপা কপাল।

২১৫৯ কারো পোঁদে বাঁশ যায়, কেউ পাবে পাবে গোণে।

[ পাবে পাবে—গাঁটে গাঁটে। ]

২১৬০ কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ।

২১৬১ কারো ভাত যায় সোঁতে, কেউ পাত নিয়ে কোঁথে।

২১৬২ কারো মন্দ কেউ করে না, যার মন্দ সেই করে।

২১৬৩ কারণ বই কার্য নাই।

২১৬৪ কাতিকে ওল, মার্গে বেল, পৌষে কাঞ্জি, মাঘে তেল।
ফাগুনে আদা, চৈত্রে তিতা,
বৈশাখেতে নিম নালিতা।
জ্যৈষ্ঠে ঘোল, আষাঢ়ে দই, শ্রাবণে চূড়ান্ত খই।
ভাদ্রে তাল, আশ্বিনে শশা।
ডাক বলে—এই বারোমাসা।

২১৬৫ কাতিকের শুষে হাতি পড়ে।

২১৬৬ কার্যের সাক্ষী করণ, পুণ্যের সাক্ষী মরণ।

২১৬৭ কাল এল নেড়ী, আজ ভাঙ্‌ল হাঁড়ি।

*২১৬৮ কাল ঘাম।

২১৬৯ কাল ছিলাম ব'সে স্বর্ণ পিঁড়ে,
আজ বসেছি আঁস্তাকুড়ে।

*২১৭০ কালনেমির লঙ্কাভাগ।

২১৭১ কাল বললে ধরে কাল।

২১৭২ কাল যায়, না জল যায়।

২১৭৩ কাল রাম রাজা হবে, আজ বনবাস।

*২১৭৪ কাল সাপ বুকে রাখা।

*২১৭৫ কাল সাপিনী।

২১৭৬ কালস্য কুটিলা গতিঃ।

২১৭৭ কাল হয়েছে হত, কালের মুখে মোত।

২১৭৮ কালা আমার গলার মালা।

*২১৭৯ কালা পানি।

*২১৮০ কালা পাহাড়।

২১৮১ কালা পুরুত, তোতলা যজমান।

২১৮২ কালা বলে—গায় ভাল, কানা বলে—নাচে ভাল।

*২১৮৩ কালা বাজার।

২১৮৪ কালা বলে, হাত পা নাড়ে, চাকী ত বাজায় না।

২১৮৫ কালা বামুন, রাইঙ্গা চাঁড়াল
আর নিদাড়্যা মুসলমান।
তিন শালাই এক সমান।

২১৮৬ কালাই মোদ্দে মুসুরী, সাগই মোদ্দে শাশুড়ী।

২১৮৭ কালার কানে শোলার বুজো,
কালা বলে, মোর লক্ষ্মী পূজো।

২১৮৮ কালো শুনে কাড়ার বাত্তি,
বলে, আমার বিয়ের বাত্তি।

২১৮৯ কালি কলম কশি, তিন নিয়ে দপ্তরে বসি।

২১৯০ কালি কলম পাত, যেমন তেমন হাত।

২১৯১ কালি কলম মন, লেখে তিন জন।

২১৯২ কালি দিয়া নিজের গালে,
বসে আছে ছারকপালে।

২১৯৩ কালি নেই কলম নেই, বলে—আমি মুন্‌শী।

*২১৯৪ কালির আঁচড়।

২১৯৫ কালির অক্ষর নেইক পেটে, চণ্ডী পড়েন কালীঘাটে।
[ পা—কালির আঁচড়; ইহাই অধিকতর সার্থক পাঠ। ]

২১৯৬ কালী কালী বনমালী, শেখ পরাণে জয়ধর আলি।

*২১৯৭ কালীঘাটের কাঙালী।

*২১৯৮ কালীঘাটের চণ্ডীপাঠ।

*২১৯৯ কালীর দোহাই দিয়ে পাঁঠা খাওয়া।

২২০০ কালীর শোভা করে অসি,
শিবের শোভা শিরে শশী।

২২০১ কালে আবজায়, তুলে বেচে,
তার বাড়া কি ফসল আছে।
[ কালে আবজায়—সময় মত; কেহ কেহ আবজায় শব্দে আবাদ করে বা চাষ করে অর্থ ধরিয়াছেন। কিন্তু কালে আবজায় এক কথা, ইহার অর্থ সময় মত। সময় মত যে ফসল তোলা হয়, তাহার মত ফসল আর হয় না। ]

২২০২ কালে কালে এত কাল
ছাতু ভিজে এত ঝাল।

২২০৩ কালে কত দেখব আর, ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার।
বেরালের কপালে টীকে, বাঁদর বেড়ায় হলুদ মেখে॥

২২০৪ কালে কালে কতই হবে, কিছুই এমন নাহি রবে।

২২০৫ কালে কালে কতই হল, পুলিপিটের লেজ গজাল।

২২০৬ কালে কালে কলিকালে আর কত হবে।
ছুঁচোর মনে সাধ হয়েছে গঙ্গাসাগর যাবে।

২২০৭ কালে কালে কোলা বেঙ্ সাপ ধরে খায়,
কালে কালে বাঁদী বেটি মাথায় চ'ড়ে যায়।

২২০৮ কালে কালে গুড়েরও তার গেল।

২২০৯ কালে কালে দেখব কত,
দেখে দেখে হ'লাম হত।

২২১০ কালে বাণুও পণ্ডিত হল।
[ বাণু—বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। ]

২২১১ কালের নেই কালাকাল।

২২১২ কালের কোমল চরণপাত, লোহার মত শক্ত হাত।

২২১৩ কালো কাজলের মাটি, তার লাগি ছ'মাস খাটি।
রাঙা ধুতুরার ফুল, তার নাই এক কড়া মূল॥

২২১৪ কালো কাপড় মাথায় চুল,
বাড়ী কোথায়, না, ভাটাকুল।

২২১৫ কালো রুক্ষ মাথা,
লক্ষ্মী বলেন, থাকব কোথা।

২২১৬ কালো ছোঁড়া, ঠকের গোড়া।

২২১৭ কালো, জগৎ আলো।

২২১৮ কালো জল খাব না, কালো রূপ চা'ব না।

২২১৯ কালো নয়রে কেলে সোনা, ইচ্ছা করে কত জনা।

২২২০ কালো পাঁঠা ধলো পাঁঠা, ছাল ছাড়ালে একই পাঁঠা।

*২২২১ কালো বাজার।

২২২২ কালো বামুন, কটা শূদ্দুর, বেঁটে মোছলমান।
ঘরজামাই, পুষ্যি পুত্র, পাঁচ বেটাই সমান।

২২২৩ কালো বামুন, কটা শূদ্দুর, বেঁটে মুসলমান,
তিন ব্যাটাই সমান।

২২২৪ কালো বামুন, কটা শূদ্দুর, বারেন্দ্র আর পুষ্যি পুত্তুর।

২২২৫ কালোয় কালোয় ধলো হয় না।

২২২৬ কালোর উপর রঙ নেই।

২২২৭ কালোর গুণ বুঝলি না, সুন্দর নিয়ে ধুয়ে খা'।

২২২৮ কালো রে কুঁচলে, তুমি কেন আমায় ছেঁচলে।

[ ইহা একটি ধাঁধা। তাল গাছের নীচে একটা বেঙ ছিল, তাহার উপর একটি তাল পড়িল। এই অবস্থায় বেঙের উক্তি। ]

২২২৯ কালো রে কেদেরার মাটি,
তার জন্য ছ'মাস খাটি।

২২৩০ কালো শীষে ধানের কিসে।

২২৩১ কালো হাঁড়ি কেয়াপাত, তবে দেখবি জগন্নাথ।

২২৩২ কালো হি বলবত্তরঃ।

২২৩৩ কাশীতেই ভূতের বাসা।

[ পা—'কাশীতেই ভূত বেশী।' ]

*২২৩৪ কাশীতে ভূমিকম্প।

[ শিবের ত্রিশূলাগ্রে কাশী অবস্থিত, সেইজন্য কাশীতে ভূমিকম্প হয় না, এই প্রকার জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। সুতরাং অসম্ভব বিষয় অর্থে। ]

*২২৩৫ কাশীর কেশেল।

[ কেশেল—কাশীর অধিবাসী। ]

*২২৩৬ কাশীর ষাঁড়।

*২২৩৭ কাষ্ঠ লৌকিকতা।

*২২৩৮ কাষ্ঠ হাসি।

২২৩৯ কাষ্ঠের উপর রাখে পাও,
বান্দী বান্দী ছাড়ে রাও।

২২৪০ কাস্তে ভেঙে করতাল গড়ায়।

২২৪১ কাহার বড় বাড় বাড়েন ত মেথর।

*২২৪২ কিংখাপ কেটে ছুরির ধার পরখ।

২২৪৩ কি অপূর্ব সৃষ্টি, মা তেতো ছাঁ মিষ্টি।
[ ধাঁধা। ]

২২৪৪ কি কথা বললে, হায়, শুনে হাসি পায়।
লেজকাটা কুকুর হ'য়ে বাঘ হতে চায়।

২২৪৫ কি করতে কি হ'লো, কারে মারতে কে ম'লো।

২২৪৬ কি করবে কাতিকের চাষে, ভাত পাই না ভাদ্র মাসে।

২২৪৭ কি করবে কীর্তনীয়া লয়েছে বেতন,
কর্তার ইচ্ছায় কর্ম তাই উলুবনে কেত্তন।

২২৪৮ কি করবে তেলে ঝালে, কি হয় না দমকা জ্বালে।

২২৪৯ কি করবে পুতে,
নিত্যি সে ত কান-ভাঙনীর কাছে যায় শুতে।

২২৫০ কি করবে ভাল গরু, কি করবে সারে।
দেবতা না দিলে চাষা কি করতে পারে॥

২২৫১ কি করলাম ভাইরে, রামায়ণ গেয়ে।
বার আনা কামালাম তিন টাকা খেয়ে॥

২২৫২ কি খাওয়ালি মুড়কি মুড়ি, পাগল মোরে করলি ছুঁড়ী

২২৫৩ কি খেতে কি নেই, বেন্নন খেতে ঝাল নেই।

২২৫৪ কি ছাঁই বেরালে মেরেছে।

২২৫৫ কি ছিনু কি হনু, ধনের গৌরবে মনু।

২২৫৬ কি জানি কি লেখাজোখা,
এক এক পোদ এক এক টাকা।

*২২৫৭ কিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্য।

২২৫৮ কিঞ্চিল্লিখনং বিবাহ কারণম্।

২২৫৯ কি দিব কি দিব খোঁটা, গয়াতে মরেছে বাপ বেটা।

২২৬০ কি দিব কি দিব ছুতা, ভাশুরে মেরেছে গালে গুঁতা।

২২৬১ কিনতে ছাগল, বেচতে পাগল।

২২৬২ কিনে খায়, হাগতে ডরায়।

২২৬৩ কি বলব তোমারে, লাজ লাগে আমারে।

২২৬৪ কি বলব ভাশুর ঘরে,
নইলে তোর ছেলে মোর ছেলে মারে।

২২৬৫ কি বলবো মরে আছি।

[ কাহিনীমূলক প্রবাদ—তু.—'নিমতলার ঘাটও চিনি কাশী মিত্তিরের ঘাটও চিনি, কিন্তু ঠেকেছি মরে।' এক মাতালকে মৃত বলিয়া শববাহকেরা তাহাকে লইয়া শ্মশানে চলিয়াছে। তাহারা পথচারীদিগকে ঘাটে যাইবার পথ দেখাইয়া দিতে বলিতেছে, ইতিমধ্যে মাতালের কিছু জ্ঞান হইয়াছে, তাহার উক্তি। ]

২২৬৬ কিবা আল্লার কুদ্‌রতি, পথে যেতে পেলাম রুটি।

২২৬৭ কিবা ছেলের মুখের হাঁই, তবু হলুদ মাখেন নাই।

২২৬৮ কিবা জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ, যেই বুঝে সেই শ্রেষ্ঠ।

২২৬৯ কিবা দেশের গুণ,
একই গাছে পান সুপারি, একই গাছে চূণ।

২২৭০ কিবা বাছার মুখের ছাঁই,
তবু হলুদ মাখেন নাই।

[ ছাই—ছাঁদ। ]

২২৭১ কিবা বাছার মূর্তি, বর্ধমানের কুত্তী।

২২৭২ কিবা বাবুর আশা, শিয়রে ঘুঘুর বাসা।

২২৭৩ কিবা বিয়ার বিয়া, আবার চিৎ বাজনা।

[ বিবাহোপলক্ষে এক ব্যক্তি ঢোল বাজাইতে গিয়া হঠাৎ পিছলাইয়া পড়িয়া গেল। সমবেত জনতার সম্মুখে সে হাস্যাস্পদ না হইবার জন্য সে মাটিতে চিৎ হইয়া পড়িয়া গিয়াও বাজাইয়া চলিল। তাহার সহবাদ্যকর তাহা ব্যাখ্যা করিয়া উক্ত কথা বলিল। কাহিনীমূলক প্রবাদ। ]

২২৭৪ কিবা বিয়ার বিয়া, সাতটা জ্বেলেছে দীয়া।

২২৭৫ কিবা মুখের ঠাট।
মুখ দেখতে তবু আছে আয়না সাত আট॥

২২৭৬ কিবা মেয়ের ছিরি, বাঁশ বনের প্যারী।

২২৭৭ কিবা মেয়ের মেয়ে, রূপ পড়ে বেয়ে।

২২৭৮ কিবা রঙ্গের একাদশী, তাতে আবার মুগের রাশি।

২২৭৯ কিবা রঙ্গের গান, ঠমকে যায় প্রাণ।

২২৮০ কিবা রোগ, তায় ধনে-পল্‌তা।

২২৮১ কি মজার শ্বশুর বাড়ী, যার আছে পয়সা-কড়ি।

২২৮২ কিমাশ্চর্যম্ অতঃপরম্।

২২৮৩ কিরপিনের ভুনা ব্যয়,
পন্থা ভাত ও লবণের ক্ষয়।

২২৮৪ কিল আর তেল, পড়লেই গেল।

২২৮৫ কিল, কনি, তেল,
হাতেতে পড়লেই গেল।

২২৮৬ কিল কনুই মুষ্টি, তবে জামায়ের তুষ্টি।

২২৮৭ কিল খায়, গুঁতা খায়, গালে খায় ঠোনা।
ঘরের কোণে ব'সে খায় তবুও বামনা।

*২২৮৮ কিল খেয়ে কিল চুরি।

২২৮৯ কিল খেয়ে গেলাম আমি দাদার ঘর।
দাদার কিলায় বেলা আড়াই প্রহর।

২২৯০ কিলদগড়ী ওঠ্ ওঠ্, জামাই এল, কিলে কোঠ্।

[ কিলদগড়ী—কিল খাইয়া খাইয়া যে মেয়ের পিঠে দাগ পড়িয়া গিয়াছে। কিলে কোঠ শব্দের অর্থ স্পষ্ট নহে। তবে চিঁড়া কোটার মত কিলিয়ে কোটা অর্থ বুঝাইতে পারে। ]

২২৯১ কি লব গোঁসাইয়ের নাম,
কেবল আসে ভাতারের নাম।

*২২৯২ কিলেয়ে কাঁঠাল পাকানো।

২২৯৩ কিলের চোটে বিলের মাছ ওঠে।

২২৯৪ কিলের চোটে ভূত পালায়, তুষ ওড়ে কুলোর ঘায়।

২২৯৫ কিলের ডরে বাঁদর নাচে।

২২৯৬ কিলের ডরে সবাই রাজি, কিলের নাম বাবাজী।

২২৯৭ কি শাক রেঁধেছিস্ খেঁদী, পাট শাকের ঝোল।
খেঁদা নাকের ঘড়ঘড়ানি পাড়ায় গণ্ডগোল।

২২৯৮ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

২২৯৯ কিয়ৎ কি কাম করিল্, জোঁয়াই ভাতারী হইল।
[ জোঁয়াই—যে স্ত্রীলোক জামাইকে স্বামী করিয়াছে। ]

২৩০০ কিসে আর কিসে, তামায় আর সীসে॥

২৩০১ কিসে নেই কি, ধনুকে তিন চড়া।

২৩০২ কিসে নেই কি, পান্তাভাতে ঘি।

২৩০৩ কিসের মাসী, কিসের পিসী,
কিল ছাড়া কি ভাতে বসি।

২৩০৪ কিসের মাসী, কিসের পিসী, কিসের বৃন্দাবন।
মরা গাছে ফুল ফুটেছে, মা বড় ধন॥
[ ইহা ছেলে ভুলানো ছড়া, প্রবাদ নহে—তবে প্রবাদরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। ]

*২৩০৫ কিস্তি মাত্।

২৩০৬ কি হ'তে কি হ'ল, ছাতু মাখতে গু হ'ল।

২৩০৭ কি হবে আর লোকের শাপে,
পুড়ে মরবে নিজের পাপে।

*২৩০৮ কীচক বধ করা।

*২৩০৯ কীটস্য কীট।

*২৩১০ কীর্তন ছাড়া দশা।

*২৩১১ কীর্তনীয়ার অভাব নেই।

২৩১২ কীর্তনীয়ার গুঁড়া, কবিরাজের বুড়া।

*২৩১৩ কীর্তনের পর বাতাসা।

২৩১৪ কীর্তির্যস্য স জীবতি।

২৩১৫ কুকাটনী খড়ি খাবার যম।

২৩১৬ কুকাষ্ঠ যদিও থাকে চন্দনের বনে।
কখনো সুগন্ধি নয় চন্দনের গুণে।

*২৩১৭ কুকুর কাঁধে করে শিকার করা।

২৩১৮ কুকুর কি জানে তুলসী বন, ঠেঙ-তুলে মুত্‌তে মন।

২৩১৯ কুকুরকে চায় তেল চাটাতে,
কুকুর ধায় কাঁটা কুটাতে।

২৩২০ কুকুরকে দিলেও পিটে পায়েস,
ছাড়ে না তবু গুয়ের আয়েস।

২৩২১ কুকুরকে নাই দিলে মাথায় চড়ে।

২৩২২ কুকুরকে পিঁড়েয় বসালেও গু খায়।

২৩২৩ কুকুর যখন ডাকে তখন কামড়ায় না।

২৩২৪ কুকুর রাজা হলেও জুতা খায়।

২৩২৫ কুকুর হল শেয়ালের শত্রু, বাঘের শত্রু ফেউ।

২৩২৬ কুকুরে ঘি-ভাত দিলে বমি ক'রে মরে।
গাবুরে পিঁড়া দিলে চিৎ হয়ে পড়ে॥

২৩২৭ কুকুরে মানুষ কামড়ায়,
মানুষে আর কোন্ কুকুর কামড়ায়।

২৩২৮ কুকুরের ওজর আছে ত চাকুরের ওজর নেই।

২৩২৯ কুকুরের কামড় হাঁটুর নীচে।

*২৩৩০ কুকুরের ঘুম।

২৩৩১ কুকুরের পেটে ঘি জরে না।

২৩৩২ কুকুরের বিয়েয় লাখ টাকা খরচ।

*২৩৩৩ কুকুরের মার আড়াই প্রহর।

২৩৩৪ কুকুরের মুগের পথ্যি, কুকুর বলে, কি বিপত্তি।

২৩৩৫ কুকুরের লেজ ঘি দিয়ে ডললেও সোজা হয় না।

২৩৩৬ কুকুরের সঙ্গে কি তুলসীর ঝগড়া।

*২৩৩৭ কুঁচকি কণ্ঠা খাওয়া।
[ আকণ্ঠ ভোজন।]

*২৩৩৮ কুঁচের সঙ্গে সোনার ওজন।

২৩৩৯ কুছ কুছ নিন্দে ঘুষকী বাদল,
পেচক নিন্দে কাকের বোল।
মাদার নিন্দে কাঁঠালের কোষ,
অমানুষের আলাপে বড় দোষ ॥

২৩৪০ কুঁজড়া, কাওয়ারী, মুর, এ তিন নিয়ে মেদিনীপুর।

২৩৪১ কুজনের কথা, শুনলে পাবে ব্যথা।

২৩৪২ কুজনের নাহি লাজ নাহি অপমান।
সুজনকে এক কথা মরণ সমান ॥

২৩৪৩ কুঁজী, না, ওই ত পুঁজি।

২৩৪৪ কুঁজোরও ইচ্ছা করে চিৎ হয়ে শুতে।
গামছারও ইচ্ছা করে ধোপার বাড়ী যেতে ॥

২৩৪৫ কুটুমের মধ্যে শালা, গয়নার মধ্যে বালা।
সাজের মধ্যে মালা, বাসনের মধ্যে থালা ॥

২৩৪৬ কুটোটি নাড়ে না। বা, কুটো কেটে ছ'টো করে না।

২৩৪৭ কুটোতে কুটো টানে ( বা, আটকায় )।

*২৩৪৮ কুঠে পাঁঠায় কড়ি।

২৩৪৯ কুঠে মুরগীর ঠোঁটে বল।

২৩৫০ কুঠের পাতে খেও না, বেওর কাছে যেও না।
[ বেও—ব্যাধি বিশেষ। ]

২৩৫১ কুড়িয়ে নিতে রত্নচয়, সকলেই নত হয়।

২৩৫২ কুড়ি পেরোলেই বুড়ী।

*২৩৫৩ কুড়ুলে নমস্কার।

২৩৫৪ কুড়ুলটা একটু দেবে কি? ঘরে নেই তার দেব কি?
না কর কেন, ওই ত দেখি। তোর গরজে দেব নাকি?

২৩৫৫ কুড়ুলের পরখ বন কেটে।

২৩৫৬ কুড়ে কৃষাণ অমাবস্যা খোঁজে।

২৩৫৭ কুড়ে গরু বিচালি খাবার যম।

২৩৫৮ কুড়ে গরুর এঁটুলি সার।

২৩৫৯ কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ।

২৩৬০ কুড়ে গরুর রাঙা পালান।

২৩৬১ কুঁড়ে ঘরে চাঁদের হাট।

২৩৬২ কুঁড়ে ঘরে বাস, খাট পালঙ্গের আশ।

*২৩৬৩ কুঁড়ে ঘরে হাতি ঢোকান।

২৩৬৪ কুড়ে পাঁঠা কামে দড়।

২৩৬৫ কুড়ে পাটুনীর মুখে আঁটুনি।

২৩৬৬ কুড়ে ভাতারের পাট্‌কেল শিথান।

২৩৬৭ কুড়ে যোগী ধ্যানে দড়।

২৩৬৮ কুড়ের পাটকেল শিথান।

[ কুড়ে—অলস। অলস ব্যক্তির দুর্দশা সার। শিরঃস্থান হইতে। ]

২৩৬৯ কুড়ের বাক্যে পুড়ে মরি।

*২৩৭০ কুড়ের বাথান বৈদ্যনাথ।

*২৩৭১ কুড়ের বাদশা।

*২৩৭২ কুড়ের শিয়রে গঙ্গা।

২৩৭৩ কুড়ে রে, বায় বয়, দোরটা দিলে ভাল হয়।

*২৩৭৪ কুঁড়ো খেয়ে ভুঁড়ো।

*২৩৭৫ কুণ্ডলী পাকানো।

*২৩৭৬ কুঁড়ো পাথর ঠাসা।

২৩৭৭ কুঁতিয়ে ম'ল দৈবকী, নাম পাড়াল যশোদা রাণী।

২৩৭৮ কুত্তার লোম যায় মিঠা খেয়ে,
কুত্তা তবু যায় হাটে ধেয়ে।

২৩৭৯ কুঁদুলে কড়াইশুটি, চুলে নেইক দড়ির ঝুঁটি।

২৩৮০ কুঁদুলে নারী কোঁ-কোঁ করে,
কোঁদল নইলে থাকতে নারে।

২৩৮১ কুঁদলে বউয়ের লম্বা গলা, কথা যেন তার কুচির শলা।

২৩৮২ কুঁদের মুখে বাঁক থাকে না।

*২৩৮৩ কুন্‌কী হাতী।

*২৩৮৪ কুন্‌কীর কপালে পো হয় না।

*২৩৮৫ কুনো ব্যাঙ।

২৩৮৬ কুপুত্র যদিও হয়, কুমাতা কখনো নয়।

*২৩৮৭ কুপো কাত্‌।

*২৩৮৮ কুবেরের ভাণ্ডার।

*২৩৮৯ কুব্জার মন্ত্রণা।

*২৩৯০ কুমড়ো কাটা বট্‌ঠাকুর।

*২৩৯১ কুমড়োর জালি বা জাওয়ালি।

*২৩৯২ কুমীরের পিঠে চড়ে বাঁদরের নদী পার।

*২৩৯৩ কুমীরের সান্নিপাত।

*২৩৯৪ কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করে জলে বাস করা।

২৩৯৫ কুমোর নষ্ট হাঁড়ি ফাটা, তেলী নষ্ট মাথায় ছাতা।

২৩৯৬ কুমোরের হাপরে কত কি পোড়ায়।
কোনোটা বা থাকে ভাল, কোনোটা বা ফেটে যায়॥

*২৩৯৭ কুম্ভকর্ণের নিদ্রা।

২৩৯৮ কুম্ভকার ধূম্রাকার, ধূম্রাকারে মেঘাকার,
মেঘাকারে জলাকার।

২৩৯৯ কুয়া হয় আমের ভয়, তাল তেঁতুলের কিছুই নয়।

২৪০০ কুয়াসা হয় রোদ ওঠে, তার বড় চড়চড়ানি।
বৌ হয়ে গিন্নী হয়, তার বড় ফরফরানি॥

*২৪০১ কুয়ো খুঁড়ে বেঙ ভর্তি করা।

*২৪০২ কুয়ো খুঁড়ে স্নান করা।

২৪০৩ কুয়োর বেঙ সাঁতারে পড়েছে।

২৪০৪ কুয়োর সঙ্গে লড়াই করলে কলসীর মাথা ফাটে।

*২৪০৫ কুরুক্ষেত্র।

[ পা—কুরুক্ষেত্র হওয়া, বা কুরুক্ষেত্র বাধান। ]

*২৪০৬ কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ।

২৪০৭ কুল আর জল, নীচে করে স্থল।

২৪০৮ 'কুল উদ্ধার করল গুঁজা পুতে'
'বুঝ্যা নিবে টান্যা নিতে।'

[ কাহিনী-মূলক প্রবাদ। এক ব্যক্তি তাহার কুঁজো পুত্রকে বিবাহ করাইয়া বৌ ঘরে আনিয়া বলিল, আমার কুঁজো ছেলে আমার কুল উদ্ধার করিল। কন্যাটি অন্ধ ছিল ; কন্যার পিতা ইহা শুনিয়া বলিল, টানিয়া লইবার সময় ইহা বুঝিতে পারিবে। ]

২৪০৯ কুল কলাই পথের বালাই।

*২৪১০ কুল কাঠের আগুন।

২৪১১ কুলগাছ থাকলে অনেকে নাড়া দেয়।

২৪১২ কুল ত নয় কুলের আঁটি, নরম নয় দাঁতে কাটি।

২৪১৩ কুল পাড়ে, পরে খায়, কাঁদতে কাঁদতে ঘরে যায়।

২৪১৪ কুল নিয়ে কি ধুয়ে খাব, চুল নিয়ে কি পেতে শোব।

২৪১৫ কুলীন যেথা হয জাতি, কোঁদল সেথা হয দিবারাতি।

২৪১৬ কুলুই চণ্ডীর পূজায় নৈবেদ্যের চূড়া।

*২৪১৭ কুলে কালি বা কাঁটা দেওয়া।

*২৪১৮ কুলে বাতি দেওয়া।

*২৪১৯ কুলের ধ্বজা।

*২৪২০ কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় করা।

*২৪২১ কুলোয় শুয়ে তুলোয় করে দুধ খাওয়া।

*২৪২২ কুশপুত্তলিকা দাহ।

২৪২৩ কুশো কেশে বেনা, অভাবে সন্না।
টাকা পয়সা কড়ি, অভাবে গড়াগড়ি॥

২৪২৪ কুসংবাদ বাতাসের আগে যায়।

*২৪২৫ কুস্থানাদপি কাঞ্চনম্।

*২৪২৬ কূপমণ্ডুক।

২৪২৭ কূলে কূলে তরী যায়, সবাই মাঝি হতে চায়।

২৪২৮ কৃত্তিবেসে কাশীদেসে আর বামুন ঘেঁষে,
এই তিন সর্বনেশে।

*২৪২৯ কৃপণস্য ধনং নষ্টম্।
[ তু—বর্বরস্য ধনক্ষয়ম্ ]

২৪৩০ কৃপণস্য ধনং যাতি বহ্নি তস্কর পার্থিবে।

২৪৩১ কৃপণের ধনক্ষয়, চুরি না হয় ত ডাকাতি হয়।

২৪৩২ কৃপণের ধনক্ষয়, রাজা বহ্নি তস্করে হয়।

*২৪৩৩ কৃপণের ধন।

২৪৩৪ কৃপণের ধন তেড়তের ফল।
[ তেড়ত—এক প্রকার সুদীর্ঘ গাছের ফল, উচ্চ হইতে পতনের ফলে ইহার ফল নষ্ট হয়, মানুষের ভোগে আসে না।]

২৪৩৫ কৃপণের ধন দ্বিগুণ ব্যয়, তবু কৃপণ সুজন নয়।

২৪৩৬ কৃপণের ধন বর্বরে খায়, কৃপণ করে হায় হায়।

২৪৩৭ কৃষ্ণকথা মধুর বাণী, তুমি বল আমি শুনি।

২৪৩৮ কৃষ্ণ কেমন ? যার মনে যেমন।

২৪৩৯ কৃষ্ণকথা কয় না বকে, মধু হয় না বোলতার চাকে।

*২৪৪০ কৃষ্ণ পাওয়া।

*২৪৪১ কৃষ্ণের জীব।

২৪৪২ কে আছ গো পুতন্তী, স্নান কর কে বটন্তী।

২৪৪৩ কে আছ এমন হিতু, অদিনে খাওয়াবে ছাতু।

২৪৪৪ কেউ করে দান ধ্যান, কেউ করে হাঁতা।
হাড়ীর কোদালে তার কাটা যায় মাথা॥

২৪৪৫ কেউ গাড়ী চড়ে, কেউ হেঁটে মরে।

২৪৪৬ কেউ চুরি ক'রে তরে যায়,
কেউ দেখতে গিয়ে সাজা পায়।

*২৪৪৭ কেউটে সাপের লেজ মাড়ানো।

২৪৪৮ কেউ ঠেকে শেখে, কেউ দেখে শেখে।

২৪৪৯ কেউ নাচে ধনে জনে, কেউ নাচে বোঁচা-কানে।

২৪৫০ কেউ বড়, কেউ ছোট, যে যেমন পায়।
আড়ার উপর খাড়া দিয়ে বেঁড়ে কি না খায়॥

২৪৫১ কেউ ভেনে-কুটে মরে, কেউ ফুঁ দিয়ে গাল ভরে।

২৪৫২ কেউ মরে, কেউ হরি-হরি বলে।

২৪৫৩ কেউ মরে বিল ছেঁচে, কেউ খায় কই।

[ পা—কেউ বা মারল বিলের মাছ, কেউ বা খেল কই, হু হু বেটা পেয়াদা মল খেয়ে চিঁড়ে দই। তু—যার ধন তার নয় নেপোয় মারে দই। ]

২৪৫৪ কেউ যায় পাল্‌কি চড়ে, কেউ যায় কাঁধে করে।

২৪৫৫ কেউ যায় বিয়ে করতে, কেউ যায় সঙ্গে।

২৪৫৬ কেউ খায় শশা, কেউ মারে মশা।

২৪৫৭ কেউ শুঁড়ি কেউ হাঁড়ি, কেউ খায় না কারুর বাড়ী।

২৪৫৮ কেউ কেটা নয়।

[ তুচ্ছ বা অবজ্ঞা করিবার নহে। ]

২৪৫৯ কে করলে ব্রহ্মহত্যা, কার প্রাণ যায়।

২৪৬০ কে কার ঝাড়ে বাঁশ কাটে।

[ কে কার ধার ধারে এই অর্থে। ]

২৪৬১ কে কারে ধরে, আপনা আপনি মরে।

২৪৬২ কেঙলা, আপন সামলা।

[ পা—কামলা, অর্থাৎ কামলা Jaundice রোগাক্রান্ত ; তাহাই উচ্চারণ-বিকৃতিতে কেঙ্‌লা বা কাঙাল অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। নতুবা কেঙ্‌লা বা কাঙালের সাম্‌লাইবার কি আছে ? ]

২৪৬৩ কেঙলা, ভাত খাবি, না,
পায়ে ব্যথা, হাঁ করব কি ক'রে।

*২৪৬৪ কেঁচে গণ্ডূষ করা।

[ পা—কেঁচে পত্তন করা। নূতন করিয়া আবার আরম্ভ করা। ]

২৪৬৫ কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোয়।

*২৪৬৬ কেঁচো দিয়ে কাতলা ধরা।

*২৪৬৭ কেঁচোও মাথা তুলে।

২৪৬৮ কেঁচোয় যদি মাথা তুলে,
কেউ কি তারে কেউটে বলে।

*২৪৬৯ কেটে জোড়া দেওয়া।

[ অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়। ]

২৪৭০ কেতাব নেই, কোরান নেই, মনু খোন্দকার।

[ তু—ঢাল নাই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার। ]

২৪৭১ কে তোমারে গড়েছে।
অষ্ট অঙ্গ হনুর মত লেজ দিতে ভুলেছে॥

*২৪৭২ কেত্তন ছাড়িয়ে দশা।

*২৪৭৩ কেঁদে কঁকিয়ে।

*২৪৭৪ কেঁদে কেটে এক করা।

২৪৭৫ কেঁদে কেটে মরবি, না, কাটনা কেটে পরবি।

২৪৭৬ কেঁদে কেন মর, আপনি বুঝিয়া দেখ কার ঘর কর।

[ ছেলেখেলার ছড়ার একটি অংশ। কন্যা পতিগৃহে যাত্রাকালে জননীকে সান্ত্বনা দিতেছে। এককালে ইহা কন্যার বিদায়কালীন সংগীত ( bridal farewell song ) এর অংশ ছিল। ]

*২৪৭৭ কেঁদে জেতা।

*২৪৭৮ কেঁদে মাটি ভিজানো।

*২৪৭৯ কেঁদে হাট বসানো।

২৪৮০ কেঁদো না মা জননী, কাঁদিনি মা, আমার মুখই এমনই।

[ পা—কাঁদছ কেন… ]

২৪৮১ কেবা কারে মারে, আপনি আপনি মরে।

২৪৮২ কেবা জানে গাঁই গুঁই, উদ্‌নারাণের ভাই মুই।
কোদাল পাড়ি ভাত খাই,
পাহাড় লাগিস্ ত লেগে যাই ॥

[উদনারাণ—উদয়নারায়ণ, কোন বিশেষ অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তি বা ভূস্বামী হইবেন। আঞ্চলিক প্রবাদ। পাহাড় লাগা—মল্লযুদ্ধ করা বা সাধারণভাবে লড়াই লাগা অর্থে।]

২৪৮৩ কেমন করে থাকি ঘরে, কালার বাঁশী আকুল করে।

২৪৮৪ কেমন কেমন করছে গা, চাল খোলাটা ভেজে খা'।
ভাল বলেছিস্ ঘরদেবী মা, ভাত খোরাটা বেড়ে খা ॥

২৪৮৫ কে মরে কোন্ রঙ্গে, কানী মরে দু'চোখের রঙ্গে।

*২৪৮৬ কেল্লা ফতে।
[পা—কেল্লা মার দিয়া।]

*২৪৮৭ কেশেড়াকে আবার ধনুক কাঁড়।
[কেশেড়া—বাঁকুড়া জিলার কোন গ্রামের অধিবাসী, আঞ্চলিক প্রবাদ।]

*২৪৮৮ কেষ্ট-বিষ্টুর মধ্যে একজন।

*২৪৮৯ কেষ্টা বেটাই চোর।

[তু—যত দোষ নন্দ ঘোষ। সা প্র—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতার বহু প্রচলন হইতে আধুনিক নূতন প্রবাদের জন্ম।]

২৪৯০ কেহ নাচে পাইয়া হক,
কেহ নাচে না পাইয়া হক,
কেহ নাচে হক না হক,
কেহ নাচে শতদল শতদল।

*২৪৯১ কৈফিয়ৎ কাটা।

২৪৯২ কৈবর্ত করুণাময়, যা করেন তাই হয়।

*২৪৯৩ কৈ মাছের প্রাণ।

*২৪৯৪ 'কোকিল পুড়িয়ে খাওয়া।

[ গান শিখিবার প্রাণান্তকর চেষ্টা। কোকিলের কণ্ঠস্বর লাভ করিবার উদ্দেশ্যে যেন কোকিল পুড়িয়ে খাওয়া। ]

২৪৯৫ কোকিলে করয়ে বাস, কাকে করে বাসা।

২৪৯৬ কোকিলের বউ, ছেলে ধরতে জানে না।

২৪৯৭ কোকিলের রব শুনে পেঁচার হল হাসি।
ঘুরঘুরে বলে আমি উলটে দেব ফাঁসি।

[ ঘুরঘুরে—এক প্রকার পোকা ]

২৪৯৮ কোঁচড়ে কি কড়ি বেঁধে বেড়ায়।

২৪৯৯ কোঁড়ের আগুন ফেলবি কোথা।

২৫০০ কোণ পেলে দোন চায়।

[ দোন—'শস্য পরিমাপক পাত্র'—দে; কিন্তু দ্বিগুণ অর্থও সম্ভব। ]

২৫০১ কোন সাইত্তে বাড়াইলাম পাও,
খেয়া ঘাটে নাইরে নাও।

২৫০২ কোণে ছুঁচো ত্রিরাত্র করে, তার উঠানে দোয়া গাই।

[ ত্রিরাত্র করা—তিন দিন তিন রাত্রি উপবাস করা। ]

২৫০৩ কোথাও কিছু নেই, নমাজের ধুদ্ধুড়ি।

২৫০৪ কোথাও যাইনি, ঘরেই আছি।

২৫০৫ কোথাকার কে, আমড়া ভাতে দে'।

২৫০৬ কোথাকর জল কোথায় মরে।

[ পা— ··· গড়ায়। ]

২৫০৭ কোথা থেকে এল গজা কৃষ্ণপুর বাড়ী।
ছত্রিশ বছর বয়স তবু উঠল না গোঁফদাড়ি॥

২৫০৮ কোথা থেকে এল শাঁখ, শাঁখের মেকমেকানি দেখ।

[ পা—'আন্‌তে বললাম বামুন এনে বসেছে শেখ; শেখের মেকমেকানি দেখ।' দে ইহাকে পাঠান্তর বলিয়াছেন ( ২০৪৩ ); কিন্তু ইহা স্বতন্ত্র প্রবাদ হওয়াও সম্ভব; কিংবা ইহা বিকৃত পাঠ।

২৫০৯ কোথায় কপচায় রাম রাজা, কোথায় কপচায় ফিঙে।
সোনা বাঁধা নৌকা ফেলে কেবল তালের ডিঙে।

২৫১০ কোথায় গাঁ, তার আবার ভাগ।

২৫১১ কোথায় ধানহাটা, কোথায় মাঁসকাটা।
[ ধানহাটা ও মাসকাটা উভয়েই গ্রামের নাম। আঞ্চলিক প্রবাদ। ]

২৫১২ কোথায় বিষয়, তার আবার বিচার।

২৫১৩ কোথায় রাজা ভোজ, কোথায় গঙ্গারাম তেলী।
[ তু—'কহাঁ ভোজ কহাঁ গঙ্গা তেলী।'—মারাঠী প্রবাদ; গঙ্গারাম তেলী ঐতিহাসিক চরিত্র; ভোজ কাহিনীর চরিত্র। ]

*২৫১৪ কোথায় রাজা রামকৃষ্ণ, কোথায় ভজা জেলে।
[ রাজা রামকৃষ্ণ—নাটোরের রাজা ]

*২৫১৫ কোথায় যাব।
[ অসহায় অবস্থার অভিব্যক্তি। ]

*২৫১৬ কোথায় লাগে।

২৫১৭ কোথায় হরিদ্বার, কোথায় গঙ্গাসাগর।

২৫১৮ কোথা রাণী ভবানী, কোথা পাড়ার শেজ-মুতনী।
[ পা—কোথা ঘুঁটে কুড়ানী, কোথা ফুল জেলেনী।]

২৫১৯ কোথা রাম রাজা হবে, না, কোথা রাম বনে যাবে।
[ পা—কই রাম রাজা হয়, না, কই রাম বনে যায়। পূ প্রা। ]

২৫২০ কোথা রামুর কাঠকাটা, বড়ি ভিজল আট কাটা।
[ পা—'কিবা রামুর' অথবা 'রামুর কিবা।' ]

২৫২১ কোঁদল আর ফেন, ক্রমে হয় ঘন।

২৫২২ কোঁদলে জাত নষ্ট, রোগে রূপ নষ্ট।

২৫২৩ কোঁদলে মান নষ্ট, আর শুধু মনের কষ্ট।

*২৫২৪ কোঁদলের ধুকড়ি।

*২৫২৫ কোদালে কুড়ুলে মেঘ।

২৫২৬ কোদালে বুক টানে, না পিঠ টানে।

২৫২৭ কোনও কাজে মুরদ নেই, বাজারের পরামাণিক।

২৫২৮ কোনও কালে দেখিনি ডুলি,
আগেই গিয়ে দু পা তুলি।

২৫২৯ কোনও কালে ছিল না গাই, চালুনি নিয়ে দুইতে যাই

২৫৩০ কোন্ কালে নেইক গাই, চালুনি নিয়ে দুইতে যাই।
[ পা—গাই ছিল না হ'ল গাই ধুচনী …। ]

২৫৩১ কোন্ কালে নেই ষষ্ঠী পূজা, একেবারে দশভুজা।

২৫৩২ কোন্ কালে খেয়েছে ঘি, হাত শুঁকে দেখ কি।

২৫৩৩ কোনকালে বউ রূপসী।
জাড়কালে বউয়ের জাড়কাটা, গরম কালে ঘামাচি॥

২৫৩৪ কোন কালে বা চুরি করেছি,
ঘরে ভাত নেই তাই এসেছি।

২৫৩৫ কোন কালে হবে পো, নেকড়াকানি তুলে থো'।
[ পা— … নূপুর গড়ে …। ]

২৫৩৬ কোন্ ঘাটের জল খাও?

২৪৩৭ কোন দিকে সূর্য উঠেছে।

২৫৩৮ কোন দিকে হাওয়া বইছে।

২৫৩৯ কোন্ পুরুষকে কুমীরে খেলে, ঢেঁকি দেখলে ভয়।

২৫৪০ কোন্ বউকে বলব ভাল, ভাত চাপিয়ে হাগতে গেল।

২৫৪১ কোন্ বা রঙ্গের কালজিরা,
তার লেগে আবার মাথার কিরা।

২৫৪২ কোন্ বা ষাঁড়, তা আবার ধানক্ষেতে শোয়।

২৫৪৩ কোন্ বা সুখের রাঁড়ী, তায় নালতা শাকে বড়ি।

২৫৪৪ কোন্ বা রঙ্গের বিয়া, চিৎবাদ্য দিয়া।
[ তু—'কিবা বিয়ার বিয়া আবার চিঁৎ বাজনা'। ]

২৫৪৫ কোমর-আহুড়ের মাথায় পাগড়ি।

[ কোমর আদুরে—যাহার কোমরে বস্ত্র নাই। ]

*২৫৪৬ কোমর বেঁধে লাগা।

*২৫৪৭ কোমর ভাঙা সাপ।

২৫৪৮ কোম্পানিকা মাল, দরিয়ামে ডাল।

*২৫৪৯ কোম্পানির কাগজ।

*২৫৫০ কোল আঁধার।

[ 'সন্ধ্যার পরই যে অন্ধকার'—দে। আবার কেহ বলিয়াছেন, পশ্চাদ্দিক হইতে আলো আসিলে কোলের কাছে ( সম্মুখে ) নিজের ছায়া পড়ার জন্য যে অন্ধকার সৃষ্টি হয়। শেষোক্ত ব্যাখ্যাই সমীচীন মনে হয়। ]

*২৫৫১ কোলটানা ছ।

[ ছ অক্ষরটি লিখিবার সময় নিজের দিকে টানা অর্থে ব্যবহৃত। তু—কোলে ঝোল টানা। ]

২৫৫২ কোল না পেলে বোল ফোটে না।

২৫৫৩ কোল পাতলা ডাগর গুছি,
লক্ষ্মী বলেন, ওইখানে আছি।

২৫৫৪ কোল পায় না, পিঠ চায়।

*২৫৫৫ কোলপোঁছা ছেলে।

[ সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। ]

*২৫৫৬ কোলের মাণিক।

*২৫৫৭ কোল-সোহাগী।

২৫৫৮ কোলে ছেলে, শহরে ঢেঁড়রা।

*২৫৫৯ কোলে ঝোল টানা।

২৫৬০ কোলে নেই কাচা,
ঢেঁকী তুল্যা নাচা।

*২৫৬১ কোলে ব'সে কাপড় কাটা।

২৫৬২ কোলে মরে, তবু পোষানি দেয় না।

[ নিজ ছেলেকে মানুষ করিতে পারে না, অথচ অন্যকেও প্রতিপালনের ভার দেয় না। ]

২৫৬৩ কোলের ছেলে গলে, মাটির ছেলে বলে।

[ ছেলে কোলে কোলে থাকিলে রুগ্ন হয়, মাটিতে চলিলে সুস্থ থাকে। ]

*২৫৬৪ কোলের ছেলে চিনা যায় না।

[ গভীর অন্ধকার অর্থে ]

*২৫৬৫ কোলের ছেলে ফেলে পেটের ভরসায় থাকা।

[ পেটের—গর্ভের। বর্তমানকে অবহেলা করিয়া ভবিষ্যতের প্রতি নির্ভরশীলতা। ]

২৫৬৬ কোলের মাগকে কিলিয়ে কি।

*২৫৬৭ কোষ্ঠীতে লেখে না, বা কোষ্ঠীতে নাই।

২৫৬৮ কৌরব মরে, গৌরব ক'রে।

২৫৬৯ ক্বচিৎ ক্বচিৎ ব্যাভিচারী, ছাগীর মুখে যথা দাড়ি।

[ নিয়মের ব্যতিক্রম বুঝাইতে। ]

*২৫৭০ ক্বচিৎ কাণী পতিব্রতা।

২৫৭১ ক্রুদ্ধ হইয়া চণ্ডালে শাপে,
খণ্ডাইতে না পারে ব্রহ্মার বাপে।

২৫৭২ ক্রোধ হিংসা যেবা করে, আপনি আপনি কেঁদে মরে।

২৫৭৩ ক্রোশ অন্তর ধুয়ে পা, যেথা ইচ্ছা সেথা যা'।

২৫৭৪ ক্ষমার বড় গুণ নাই, দানের বড় পুণ্য নাই।

২৫৭৫ ক্ষিদে থাকলে নুন দিয়ে খাওয়া যায়।

২৫৭৬ ক্ষিদে পেলে কি দু'হাতে খায়?

[ স—'বুভুক্ষিতঃ কিং দ্বিকরেণ ভুংক্তে।' ক্ষুধার্ত ব্যক্তি কি দুই হাতে খায়? বাংলায় সাহিত্যিক প্রবাদ রূপে ব্যপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। ]

২৫৭৭ ক্ষিদেয় না খেলে খাওয়াবে কে।

২৫৭৮ ক্ষিদের চেয়ে টাক্‌না নেই।

[ ত—ইংরেজ—'Hunger is the best sauce. 'ক্ষিদে' দ্রষ্টব্য। ]

২৫৭৯ ক্ষিদের চোটে পাট্‌কেলে কামড়।

২৫৮০ ক্ষিদের নেই চাট্‌নি, ঘুমের নেই শয্যা।

২৫৮১ ক্ষিদে লেগেছে নিধির বাড়ী যা'।

*২৫৮২ ক্ষীণে কস্যাস্তি গৌরবম্।

[ চাণক্য শ্লোক হইতে। ]

*২৫৮৩ ক্ষীরের ভেতর হীরের ছুরি।

*২৫৮৪ ক্ষীরের হাঁড়ির মাছি।

[ বিষ্ঠা কীটের বিপরীত। ]

২৫৮৫ ক্ষুদ কুঁড় যে না বাছে, তার অন্ন আছেই আছে।

২৫৮৬ ক্ষুদ কুঁড়া দিয়ে ভাত খেত, মুখটি ক'রে সোনা।
এখন ঘি মাখিয়ে মুড়ি খাচ্ছে,
তার কোলে কোলে চোনা।

[ চোনা—এক জাতীয় মিষ্ট দ্রব্য। ]

২৫৮৭ ক্ষুদ খেতে পয়সা নেই, মদ খেতে চায়।

২৫৮৮ ক্ষুদ খেতে মুখ নেই, টুপিতে জরির কাজ।

২৫৮৯ ক্ষুদ খেয়ে পুঁজি করে, দু'পুরুষে খরচ করে।

২৫৯০ ক্ষুদ গলে না বউয়ের ডরে,
বেবাক ক্ষুদই উথলে পড়ে।

২৫৯১ ক্ষুদ পায় না, মলুকারে কাঁদে।

[ মলুকারে—মলুকার জন্য, মলুকা—কাতান বা পরিষ্কৃত চাল। ]

*২৫৯২ ক্ষুদ মাগতে পেছনে ভাঁড়।

২৫৯৩ ক্ষুদ জাউ খেয়ে ভরালুম পেট।
সুবর্ণ ফলুক দাদার ক্ষেতে।

[ একটি মেয়েলী ব্রতের ছড়ার অংশ। প্রবাদ রূপেও ব্যবহার্য। ]

*২৫৯৪ ক্ষুদে ননদ।

*২৫৯৫ ক্ষুদে পিঁপড়ের কামড়।

*২৫৯৬ ক্ষুদে মঙ্গলবার।

*২৫৯৭ ক্ষুদের জাউ পায় না, ক্ষীরের জন্মে কাঁদে।

*২৫৯৮ ক্ষুদে রাক্ষস।

২৫৯৯ ক্ষুধায় চায় না সুধা, পিরীতে চায় না জাতি।
ঘুমে চায় না খাট-পালঙ্গ, বাহ্যে চায় না বাতি॥

*২৬০০ ক্ষুধায় কি সুধা, নিদ্রায় কি কাদা।

২৬০১ ক্ষুধার অন্নে কি করে ব্যঞ্জনে।

২৬০২ ক্ষুধা, রুচি, লবণ, সঙ্গে তিন ব্যঞ্জন।

২৬০৩ ক্ষুঁয়া-তাঁতীর তসরে হাত।
[ ক্ষুঁয়া—খুঞা, নিকৃষ্ট বস্ত্র। ক্ষুঁয়া-তাঁতী—নিকৃষ্ট শ্রেণীর বস্ত্র বয়নকারী।

২৬০৪ ক্ষুঁয়া-তাঁত, বেয়াল্লিশ হাত।

*২৬০৫ ক্ষুরে দণ্ডবৎ।

২৬০৬ ক্ষুরের ধার, ছুঁতে মাছি কাটে।

২৬০৭ ক্ষেত ছাড়ায় পেতি,
পুতে ( পুত্র ) ছাড়ায় দুর্গতি।
[ পেতি—অভাব ]

২৬০৮ ক্ষেত তুষ্ট মইয়ে, ভোজন তুষ্ট দইয়ে।

২৬০৯ ক্ষেত পাছারে ( জব্দ ) মইয়ে
জামাই-পাছারে দৈয়ে।

২৬১০ ক্ষেতে আরজে, কপালে ফলে।
[ আরজে—আরজি বা দরখাস্ত করে। ]

*২৬১১ ক্ষেতে ক্ষেতে ধান্য, পথে পথে নবান্ন।

২৬১২ ক্ষেতে ছাড়ায় পেরতী, পুতে ছাড়ায় দুর্গতি।
[ ২৬০৭ দ্রষ্টব্য। ]

২৬১৩ ক্ষেতে দিলাম বেড়া, বেড়ায় খায় ক্ষেত।
[ বেড়ায় ক্ষেত খাওয়া—রক্ষকের ভক্ষক হওয়া। ]

২৬১৪ ক্ষেতের কোণা, বাণিজ্যের সোনা।

২৬১৫ ক্ষেতের চাষে দুঃখ নাশে।

২৬১৬ ক্ষেতের হুড়ো, বাড়ীর চূড়ো।

২৬১৭ ক্ষেপার চৌদ্দ ক্ষেপীর আট।
এই নিয়ে কাল কাট॥

২৬১৮ ক্ষেত্রে কর্ম বিধীয়তে।

২৬১৯ ক্ষেত্রের দৌলতে চাষা নয়ত ফকির।

২৬২০ ক্ষেপই হারে, জনম হারে না।

২৬২১ খই খেতে ভেমো নড়ে, চাল খেতে আলগ্ করে।

*২৬২২ খইয়ে বন্ধন।

[ বা. খইয়ে বন্ধনে পড়া। জনশ্রুতিতে তাঁতী নির্বোধ; তাঁতী তাঁতের যন্ত্রের মধ্য দিয়া হাত চালাইয়া খাইবার উদ্দেশ্যে দুই হাতে খই লইল। কিন্তু দেখা গেল, খইও মুখে দিতে পারিতেছে না, দুই হাতও খুলিতে পারিতেছে না, ইহাই খইয়ে বন্ধন। ]

*২৬২৩ খইয়ে রাঁড়।

[ অনাচারী বিধবা অর্থাৎ যে বিধবা খই খাইয়া একাদশীর উপবাস করে। খইয়ে রাঁড়ের দেশ—অনাচারী বিধবার দেশ। ]

২৬২৪ খচ্চরের জাঁক হল, পূর্বপুরুষ ঘোড়া ছিল।

২৬২৫ খঞ্জনের নাচ দেখে চড়ুয়ের নাচ।

২৬২৬ খট্‌মটিয়ে হাঁটে নারী কট্‌মটিয়ে চায়।
মাসেক খানের ভিতর তার সিঁথির সিঁদুর যায়॥

[ প্রচলিত গাজীর ছড়ার অংশ। ]

২৬২৭ খটরমটর জুতা পায়, দেখ লো দিদি, কেবা যায়।
ভাবরঙ্গীর ভাতার যায়॥

*২৬২৮ খড়্‌কে কেটে বন উজাড়।

*২৬২৯ খড়দার মা-গোঁসাই।

[ ২৪ পরগণা জিলার খড়দহে নিত্যানন্দের শ্রীপাট; নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবী দেবী তাহার সর্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন। তাহা হইতে। ]

২৬৩০ খড় পচে, খড়কে পচে, কথা পচে না।

২৬৩১ খড় বলে—না থাকলে চালে,
ভাসত সবাই কোনকালে।
[ পা— ···যদি না থাকি চালে, ]

*২৬৩২ খড়ম পায়ে দিয়ে গঙ্গা পার।

*২৬৩৩ খড়ি ওঠা কিংবা খড়ি উড়া।
[ তু—'মোর গায়ে উড়ে খড়ি, তোর গায়ে চুয়া।' —ঘনরাম। ]

*২৬৩৪ খড়ি পাতা।
[ ঐন্দ্রজালিক গণনার পদ্ধতি। ]

২৬৩৫ খড়ে-নাড়ায় আগুন দিয়ে,
পেত্নী বসে আল্‌গোছ হয়ে।

*২৬৩৬ খড়ে বড়ে জড়ানো।

২৬৩৭ খড়ের আগুন, যেমন জ্বলে তেমনি নেভে।

*২৬৩৮ খড়ের কার্তিক।

*২৬৩৯ খড়ো ঘরে ঝাড় টাঙানো।

*২৬৪০ খয়ের খাঁ।

*২৬৪১ খর আঁচে আস্‌কে, ধিকি আঁচে পুলি।
[খর—প্রখর, আঁচ—তাপ, আসকে—এক জাতীয় পিঠা।]

*২৬৪২ খরচের খাতায় লেখা।

২৬৪৩ খর নদীতে চড়া পড়ে।

২৬৪৪ খরতর নারী ঝর ঝর ঝারি
চোর নফর পড় পড় ঘর।
তাক্‌ জাতি দূরত সর॥
[ খরতর—মুখরা, ঝর ঝর ঝারি —ছিদ্রবহুল জলপাত্র, পড় পড়—পড়ো পড়ো, তাক্‌ জাতি—তার থেকে। ]

*২৬৪৫ খরচের খাতায় নাম লেখানো।

*২৬৪৬ খরিদের মুখে ব্যাপারী।

২৬৪৭ খল পড়শী, দুশমন ভাই, চোরা বন্দী, হুঁদিয়া গাই।
[ হুঁদিয়া—হুঁদে, যে গরু দুইবার সময় লাথি দেয়। ]

২৬৪৮ খল পড়শী, নাতান ভাই, তার সাথে বসতি নাই।
[ নাতান—অপদার্থ। ]

২৬৪৯ খল যায় রসাতল।

২৬৫০ খল শাশুরীর বউ ভালা,
খল হাকিমের রাইয়ত ভালা।

২৬৫১ খল্‌সে মাছ দিয়ে আজ রঁাধলাম ঝোল।
সতীন আমার রাগ করেছে, মাথা ধ'রে তোল॥

*২৬৫২ খসে পড়া।

২৬৫৩ খল্‌সে মাছের ঝোল, ইলিশ মাছের কোল।

২৬৫৪ খসম চোর, বিবি বাঁদীর বাদী।

২৬৫৫ খা খা খা, যদ্দিন না হয় ছা,
শো শো শো, যদ্দিন না হয় পো।

২৬৫৬ খাই আর ভেল্‌কাই, চড়ি আর চাবকাই।

২৬৫৭ খাই কি না খাই? না খাই ভাল।
যাই কি না যাই? না যাই ভাল।

২৬৫৮ খাই খাই খেয়ে মরি,
মহাপ্রাণী শীতল করি।

২৬৫৯ খাই দাই ওড়াই কম্বল,
ম'রে গেলে ঢু ঢু সম্বল।

২৬৬০ খাই দাই কাঁসি বাজাই, রগড়ের ধার ধারি না।

২৬৬১ খাই দাই ডুগ্‌ডুগি ( বা বগল ) বাজাই।

২৬৬২ খাই দাই ভুলিনি, তত্ত্বকথা ছাড়িনি।

২৬৬৩ খাই না খাই আছি ভালো,
ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো।

২৬৬৪ খাই না খাই, দেখে মরি।

২৬৬৫ খাই না, ছুঁই না, মুখ বলে—আঁচা।

২৬৬৬ খাই না খাই না অনিচ্ছা, এক কাঠা চাল এক উচ্ছে।
[ পা—খাব খাব না··· । এক কাঠার স্থলে 'তিন রেক।' ]

২৬৬৭ খাই না খাই সকালে নাই,
হোক না হোক দু'বার যাই।

২৬৬৮ খাইবার আছি, গাইবার নাই।

২৬৬৯ খাইশ আছে রুচ নাই,
দাড়ি আছে মুছ নাই।
[ খাইশ—খাওয়ার ইচ্ছা। ]

২৬৭০ খাইয়েপরিয়ে রাখলাম দাসী, তবু সে হল পাড়াপড়শী।

২৬৭১ খাউনী নয় বউ রে, বড় খোরাটা কই রে।
[ খোরা—খাইবার মৃৎ পাত্র। ]

২৬৭২ খাওনে চিনি কাঙ্গাল, খড়মে চিনি বাঙ্গাল।

২৬৭৩ খাওয়া-দাওয়ার গন্ধে জামাই আসে আনন্দে।
[ 'চাম্পাফুলের গন্ধে, জামাই আসে আনন্দে।'—ছড়ার অংশ। ]

২৬৭৪ খাওয়াটা পরের, পেট্‌টা ত নিজের?

২৬৭৫ খাওয়াবে দুধেভাতে, আঁচাবে গুয়ে মুতে।

২৬৭৬ খাওয়ার সময় যমেও ছোঁয় না।

২৬৭৭ খাওয়াবে হাতীর ভোগে, দেখবে বাঘের চোখে।

২৬৭৮ খাওয়া লওয়া চিমড়ীর, নাম পড়ে টিপসীর।

২৬৭৯ খাওয়া নয় গর্ত বুঁজোনো।

২৬৮০ খাওয়া না খাওয়া আমার ইচ্ছে।
[ পা—না খাম না খাম তালের বড়া
না খাম না খাম গা।
আমার জন্যে তিন তের গণ্ডা তুলে রেখে খা। ]

*২৬৮১ খাঁচায় পুরে খোঁচা মারা।

২৬৮২ খাঁচার ইচ্ছা খাঁচা আছে,
বাছা আমার উড়ে গেছে।

২৬৮৩ খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে।
কাল করল তাঁতী এঁড়ে বাছুর কিনে॥
[ পা—'কাল হলো তার হাল গরু কিনে'। কিংবা 'অকাজ করল তাঁতী বেঁড়ে ( এঁড়ে ) কিনে। ]

২৬৮৪ খাজনাও নেবে, খেসারতও নেবে।

২৬৮৫ খাজনার চেয়ে বাজনা বেশী।
[ জমিদারের পুণ্যাহ উপলক্ষে যে বাদ্যভাণ্ড বাজিত, তাহার উল্লেখ করা হইতেছে। ]

২৬৮৬ খাট ভাঙলে খুরো আছে, তার ভাল আরো আছে।

*২৬৮৭ খাট ভাঙলে ভূমিশয্যা।

২৬৮৮ খাঁটি সোনা হলে আগুন উস্‌কোতে হয় না।

২৬৮৯ খাটে খাটায় দুনো পায়, বসে খাটায় আধা পায়।
[ খনার বচন। ইহার অবশিষ্ট অংশ 'ঘরে বসে পুছে বাত, তার কপালে হাভাত।' ]

২৬৯০ খাটে খাটায় লাভের গাঁতি,
তার অর্ধেক মাথায় ছাতি।
ঘরে ব'সে পুছে বাত, তার কপালে হা ভাত।

২৬৯১ খাটে মজুর কাটে নাড়া, তার মেগের নথনাড়া।

২৬৯২ খাটো কাপড় বেড়ে আঁটে না।

২৬৯৩ খাটো পেটে আই-ঢাই,
মোটা পেটে দিলেই নাই।

২৬৯৪ খাটো ভাতার দেওর হেন সাজে।

*২৬৯৫ খাড়া কুমড়ায় বিবাদ।

*২৬৯৬ খাণ্ডব দাহন করা।

*২৬৯৭ খাতায় নাম লেখানো।
[ পা—বাজারে নাম লেখানো। পতিতা নারী হিসাবে নাম সরকারী পঞ্জীভূক্ত ( register ) করা। ]

*২৬৯৮ খাতির জমা।

*২৬৯৯ খাতির নদারৎ।

[ ফারশী, স্পষ্টবাদী অর্থে। ]

*২৭০০ খাতিরে পাতিল ভাঙা।

২৭০১ খাতিরের বাপের নাম খেসারত।

[ খাতির করিলে খেসারৎ দিতে হয় এই অর্থে। ]

২৭০২ খাদ দিতে পারে না, পুকুরের নিন্দা।

২৭০৩ খাদের জল খাদেই যায়,

দু'দিনে কেবল চোখ পাকায়।

*২৭০৪ খাঁদা নাকে নোলক ঝোলান বা তেলক পরা।

*২৭০৫ খাঁদা নাকে নথ, গোদা পায়ে মল।

*২৭০৬ খানকী, তার মান কি।

২৭০৭ খানকীর আবার জাতের বিচার।

*২৭০৮ খানকীর পিরীত।

[ ক্ষণভঙ্গুর অর্থে। ]

২৭০৯ খান্ ত ডাল খিচুড়ী, গপ্পে মারেন দই।

২৭১০ খানা কেটে নোনা জল ঘরে আনা।

[ পা—খাল···। তু—খাল কেটে কুমীর আনা। ]

*২৭১১ খানা থেকে খালে পড়া।

*২৭১২ খানা পিনা।

২৭১৩ খানার মধ্যে পানি, আপনার মধ্যে নানী।

[ খানা—খাইবার জিনিস। ]

২৭১৪ খাপছাড়া তলোয়ার, জল ছাড়া পলোয়ার।

ঢাল ছাড়া খেলোয়ার॥

[ পলোয়ার—পলো, বাঁশ দিয়া তৈরী মাছ ধরিবার সরঞ্জাম। ]

২৭১৫ খাব ত খাব, পেট ভরে খাব,

যাব ত যাব, রাজ্য ছেড়ে যাব।

২৭১৬ খাব না, কি খাব—খাব না;

না'ব না, কি না'ব—নাব না।
হাগি না, কি হাগি—হাগব ॥

২৭১৭ খাব না খাব না অনিচ্ছে, তিন রেক চাল এক উচ্ছে।

২৭১৮ খাব না খাব না ত্যালের পিঠে,
উঠেগেল সাত খানা মিঠে।

২৭১৯ খাব না খাব না, পেটে বিষ,
খেতে বসলে না পায় দিশ।

২৭২০ খাবার আছে চা'বার নেই, দেবার আছে নেবার নেই।

*২৭২১ খাবার কুটুম।

*২৭২২ খাবার বেগুন, আর বেচবার বেগুন।

২৭২৩ খাবার বেলা দড়, কাজের বেলা জড়সড়।

২৭২৪ খাবার বেলায় আগে বসে,
কাজের বেলায় সবার শেষে।

২৭২৫ খাবার বেলায় নবার মা, ছেলে ধরতে কেউ না।

২৭২৬ খাবার বেলায় মস্ত হাঁ, উলু দেবার বেলায় মুখে ঘা।

২৭২৭ খাবার সময় কুড়ে পাথর।

[ খাইতে বসিয়া আর উঠিতে চাহে না, পাথরের মত অচল হইয়া থাকে। ]

২৭২৮ খাবার সময় বারো ভাই,
ছেলে নেবার সময় কেহ নাই;

*২৭২৯ খাবার সময় শোবার চিন্তা।

২৭৩০ খাবি জেনে, বসবি টেনে,
বাপে টাকা দিলেও নিবি গুণে।

[ পিতাকেও বিশ্বাস নাই এই অর্থে। ]

২৭৩১ খায় আর জুলজুলুতে চায়।

২৭৩২ খায় আর তের দিনে মাস গণে।

২৭৩৩ খায় কন্যার জিহ্বা বেশী, নায়রী কন্যার শোক বেশী।

[ নায়রী—পিতৃগৃহ বা জ্ঞাতি গৃহবাসিনী। ]

২৭৩৪ খায় ছুতানাতা, বড়মানুষী কথা।

২৭৩৫ খায়-দায় আইলের মধ্যে,
শুয়ে থাকে আইলের বাহিরে।

২৭৩৬ খায়-দায় করে বড়াই, সে কুটুমে কাজ নাই।

২৭৩৭ খায়-দায় পাখীটি, বনের পানে আঁখিটি।
[ইহার গঠন ভঙ্গি ধাঁধার অনুরূপ; সুতরাং ইহা লৌকিক ধাঁধা বলিয়াই মনে হয়।]

২৭৩৮ খায় ধান, উগ্‌ড়ায় পিঠে।
[উছড়ায়—উগড়ায়, বমি করে।]

২৭৩৯ খায়, না করে পুঁজিপাটা, তার কপালে মারি ঝাঁটা।

২৭৪০ খায় না কেবল নাকের তলে গোঁজে।

২৭৪১ খায় না খায় সকালে নায়, হয় না হয় দু'বার যায়।
[প্রাতঃস্নান করা, দিনে দুইবার শৌচে যাওয়া স্বাস্থ্যের লক্ষণ।]

২৭৪২ খায় না, দেয় না, সঞ্চয় করে,
তার ধন খায় চোরে আর পরে।

*২৭৪৩ খায়না, শোঁকে।

*২৭৪৪ খায় ভাত, উগবে নাটমন্দির।

২৭৪৫ খায় মাগীর গলা বেশি,
না খায় মাগীর ফোঁপানি বেশি।

২৭৪৬ খায় মালসাট মেরে, ওঠে হাঁটু ধরে।

২৭৪৭ খায় লয় চাঁদ রায়ের, নাম লয় কেদার রায়ের।

২৭৪৮ খায় না মদন বাসি গুঁড়ি, ছানায় মণ্ডায় গড়াগড়ি।

২৭৪৯ খায় লয় ডাইনে শোষে,
ভাগ্যে নাই আমার কর্মদোষে।

*২৭৫০ খাল কেটে কুমীর আনা।

*২৭৫১ খাল পার হয়ে কুমীরকে কলা দেখানো।

২৭৫২ খালি কলসীর বাজনা বড়।

২৭৫৩ খালি পেটে বদরিকা, ভরা পেটে বেল।
কবিরাজ দেখে বলে—এই রোগী ত গেল॥

২৭৫৪ খালি থুয়ে সারা বাড়ী, সীমার গোড়ে পাড়াপাড়ি।

২৭৫৫ খালি খালি ওঠে হাই, মরে বুঝি বৌয়ের ভাই।
হাই ওঠার বড় জ্বালা, মরে বুঝি শ্বশুরের শালা।

২৭৫৬ খালি পেটে খাবে কুল, ভরা পেটে খাবে মূল।
[ কুল—বদরি; ২৭৫৩ সংখ্যক প্রবাদে বলা হইয়াছে খালি পেটে বদরি বা কুল খাওয়া নিষিদ্ধ; কিন্তু এখানে খালি পেটে কুল খাইতে বলা হইতেছে। এখানে কোন ভ্রম আছে বলিয়া মনে হয়। ]

২৭৫৭ খালে জল ত নালায় জল।

২৭৫৮ খালো বেটি খা,
ঝি পুত না হইতে খা।

*২৭৫৯ খাস্ তালুকের প্রজা।

*২৭৬০ খাস মহল।

*২৭৬১ খাস্ বাগানে আলকুশী।

২৭৬২ খাস্নে কেনরে, দাঁতে পোকা,
বিলাস্নে কেনরে ওরে বাবা।

২৭৬৩ খাসীর তেল বাড়ে, খোন্দকারের আয় বাড়ে।

*২৭৬৪ খিচুড়ি পাকানো।

২৭৬৫ খিড়কি দিয়ে হাতী গলে, সদরে বাঁধে ছুঁচ।

*২৭৬৬ খিড়কির দোর দিয়ে হাতী চড়া।

২৭৬৭ খিদের নেই চাটান, ঘুমের নেই শয্যা।

২৭৬৮ খিদের বড় টাকনা নেই।

২৭৬৯ খিদের বাড়া গরজ নাই,
যা পাই তাই খাই।

২৭৭০ খিড়কি সদরে লাগিয়ে কাঠি, তবে দিই সিঁধকাঠি।

২৭৭১ খুচরা কাজের মুজরা নাই।

*২৭৭২ খুঁচিয়ে ঘা করা।

২৭৭৩ খুঁজি খুঁজি নারী, যে পায় তারি।

২৭৭৪ খুঁট আখুরে গাঁয়ের বালাই।

[ যাহার খুঁটিয়া খুঁটিয়া অক্ষর পড়িতে হয়। অর্থাৎ লেখাপড়া বিশেষ কিছুই জানে না। ]

২৭৭৫ খুঁটি না থাকলে ঘর পড়ে।

*২৭৭৬ খুঁটি হয়ে বসে থাকা।

*২৭৭৭ খুঁটে খাওয়া।

*২৭৭৮ খুঁড়িয়ে বড় হওয়া।

২৭৭৯ খুঁয়ে তাঁতী বেয়াল্লিশ হাত,
খুঁয়ে তাঁতীর তসরে হাত।

[ খুঁয়ে—খুঞা বা নিকৃষ্ট শ্রেণীর বস্ত্রবয়নকারী। তু—'খুঞা তাঁতী হয়ে দেহ তসরেতে হাত।' সা প্র, ভারতচন্দ্র। ]

২৭৮০ খুন করলে খুনে, পরের কথা শুনে।

*২৭৮১ খুন চড়া।

*২৭৮২ খুন চাপা।

*২৭৮৩ খুরে দণ্ডবৎ।

[ ক্ষুরে দ্রষ্টব্য। ]

*২৭৮৪ 'খুলিল মনের দ্বার, না লাগে কপাট'।

[ সা প্র, ভারতচন্দ্র ]

*২৭৮৫ খেউড় গাওয়া।

[ অশ্লীল কথা বলা, চলতি কথায় খিস্তি করা। তু—খেউড় জেতা—কুৎসিত বিষয়ক প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করা, খেউড়ের উতোর—অশ্লীল জবাব। উনবিংশ শতাব্দীর অশ্লীল গান খেউর হইতে। ]

২৭৮৬ খেঁকশেয়ালি, যুদ্ধের সময় বাঘ।

২৭৮৭ খেঁকি কুকুরের ঘেউ ঘেউ সার।

২৭৮৮ খেজুর গাছ তেলপানা হয়েছে।

[ তেলপানা—তেলের মত পিচ্ছিল অর্থাৎ কণ্টকহীন। ]

*২৭৮৯ খেজুর গাছে পাছা ঘসা।

২৭৯০ খেটে খেলে ভাতের অভাব।

*২৭৯১ খেতাবী খুড়ো।

[ পা—কেতাবী অর্থাৎ বইয়েই যাহার নাম পাওয়া যায়, প্রকৃত জগতে যাহার কোন অস্তিত্ব নাই। ]

২৭৯২ খেতে আনলাম মূলো, পোঁদে হল শূলো।

২৭৯৩ খেতে আহ্লাদ, পরতে আহ্লাদ,
বাঁদরামিতে কিসের আহ্লাদ।

২৭৯৪ খেতে-খেতে গলা বাড়ে, হাঁটতে হাঁটতে নলা বাড়ে।

[ নলা—নলের মত সরু পায়ের হাড়। বাড়ে শব্দের অর্থ এখানে শক্ত হওয়া। ]

২৭৯৫ খেতে খেতে লোভ বাড়ে,
কাঁদতে-কাঁদতে শোক বাড়ে।

[ তু—'খায় কন্যার জিহ্বা বেশি, নায়র কন্যার শোক বেশি।' ]

২৭৯৬ খেতে গেলে ছাড়িস নে, বাঁচতে গেলে নাড়িস নে।

২৭৯৭ খেতে গেলে হাঁস ফাঁস, দিতে গেলে সর্বনাশ।

২৭৯৮ খেতে-দেতে ছল বল, দিন-দিন যায় পোঁদের তল।

২৭৯৯ খেতে দেয় না পেটে ভাত, ঠেলা দেয় চোদ্দ হাত।

২৮০০ খেতে না জানলে মরে, বসতে না জানলে নড়ে।

২৮০১ খেতে না পারলেও হাঁকাই আছে।

২৮০২ খেতে পায় না পচা পুঁটি, পেতে চায় ঘি-রুটি।

২৮০৩ খেতে পায়না মূলে, বীজ রেখেছে তুলে।

২৮০৪ খেতে পায়না শাক-সজনা,
ডাক দিয়ে বলে—ঘি আন্ না।

২৮০৫ খেতে পারি না, শকে না, মুখে দিলে থাকে না।

২৮০৬ খেতে পেলে ফকির ভালা,
খেতে না পেলে ফকির শালা।

২৮০৭ খেতে বড় দরদ, আনবার নয় মরদ।

২৮০৮ খেতে বললে মারতে ধায়, রাগী লাভ এইরূপে যায়।

২৮০৯ খেতে বসলে কিসের দায়, পাকা ধান কি জলে যায়।

২৮১০ খেতে ভাল ভাজা চাল, দেখতে ভাল মুড়ি।
রসকে ভাল এক ছেলের মা, টস্‌কে ভাল ছুঁড়ী॥
[ রসকে—রসের বা উপভোগের জন্য ; টস্‌কে—সোহাগের বা আদর করিবার জন্য।]

২৮১১ খেতে যদি হয় সাধ, সকলই পরসাদ॥

২৮১২ খেতে সাধ, দিতে বাদ।

*২৮১৩ খেদা করা।
[ হাতী ধরিবার জন্য ফাঁদ তৈরী করা।]

২৮১৪ খেদাই নে, তোর উঠান চষি।

২৮১৫ খেঁদী কি বলতে দোব ?
সোনা দিয়ে নাক বাঁধিয়ে দোব।

২৮১৬ খেয়া পার হলে পাটনী শালা।

*২৮১৭ খেয়ার কড়ি।

*২৮১৮ খেয়ে-খেয়ে কুমীর ( বা হাতী ) হওয়া।

*২৮১৯ খেয়ে-খেয়ে যেন শ্যামের খুঁটি।

২৮২০ খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, ঝেঁতলায় গোবর।
[ ঝেঁতলা—মাদুর। ]

২৮২১ খেয়ে-দেয়ে পড়ল মনে, হুঁকোটা রয়েছে বাঁশবনে।

২৮২২ খেয়ে দেয়ে বাঁচলে তার নাম ধন।
মরে ধরে বাঁচলে তার নাম জন॥
[ পা—খেয়ে পরে যা থাকে ধন। বেঁচে মরে যা থাকে জন॥ ]

২৮২৩ খেয়ে দেয়ে বেয়ে পড়ে,

তবে পাড়-পড়শীকে মনে পড়ে।

২৮২৪ খেয়ে-দেয়ে যায় শুতে,
বিধি নে' যায় মূলো চুরি করতে।

২৮২৫ খেয়ে-দেয়ে হল জ্বর, পাড়া পড়শী ছেলে ধর।

২৮২৬ খেয়ে বাঁচলে কামাই, মেয়ে বাঁচলে জামাই।

২৮২৭ খেয়ে মাগীর গলা বাড়ে, ব'সে ব'সে ডা'ন ঝাড়ে।

২৮২৮ খেয়ে মুতে; মুতে খায়, তার কড়ি বৈদ্য না পায়।

২৮২৯ খেয়ে হাগে, শুয়ে জাগে, তার গত্তি কভু না লাগে।

২৮৩০ খেলতে জানলে কানাকড়ি দিয়েও খেলা যায়।

২৮৩১ খেলাম ত চার বার, না খেলাম ত দিন চার।

২৮৩২ খেলাম ভাত, ফেললাম পাত।

২৮৩৩ খেলাম বা না খেলাম, মালসা ত একটা ভাঙলাম।

২৮৩৪ খেলেও জাত যায়, না খেলেও পয়সা যায়।

২৮৩৫ খেলে জাত যায় না, ফুকরালে জাত যায়।

২৮৩৬ খেলে ডোমনী, ত ডাক্ বামনী।
[ পা— ···ঢেম্‌নি···। ঢেমনা সাপে কামড়াইলে বৈদ্য না ডাকিয়া ব্রাহ্মণ ডাকিয়া শ্রাদ্ধের আয়োজন করিতে হয়; কারণ, তাহাতে আর বাঁচিবার কোন আশা থাকে না। ]

২৮৩৭ খেলে দেলে বাঁধলে পুড়া, কলা দেখালে বদলা বুড়া।
[ খাইল, দাইল, ছাঁদা বাঁধিল, কিন্তু তাহার বদলে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইল। উপকারীর অপকার করিল এই অর্থে। ]

২৮৩৮ খেলেন দই রমাকান্ত, বিকারের বেলা গোবর্ধন।

২৮৩৯ খেলে পরে কুঁচকি কণ্ঠা, লড়তে নারে আড়াই ঘণ্টা।
[ কুঁচকি হইতে কণ্ঠা পর্যন্ত সমান করিয়া খাওয়া, অর্থাৎ অপরিমিত ভোজন। ]

২৮৪০ খেলে বিষ, না খেলে নির্বিষ॥

২৮৪১ খেলে শালা, না খেলে বোনাই।

২৮৪২ খোঁজার চেয়ে সোজা ভাল।

২৮৪৩ খোঁজে খোঁজে চৌকিদারি।

*২৮৪৪ খোঁটার জোর।

[ তু—মামার জোর। সুপারিশের জোর অর্থে। ]

২৮৪৫ খোঁটার জোরে মেড়া লড়ে।

২৮৪৬ খোঁড়া এসেছে নাচতে, কানা এসেছে দেখতে।
ধনে-বেচা বেণে এসেছে আফিঙের ভাও জানতে॥

২৮৪৭ খোঁড়া কি জগন্নাথের সেথো।

[ সেথো—সাথী। জগন্নাথ করহীন। ]

*২৮৪৮ খোঁড়াকে খড়ম।

*২৮৪৯ খোঁড়া, না, পা মোড়া।

২৮৫০ খোঁড়া ডাক্তার বুড়ো বেয়াই,
কোনো দিকে সুখ নাই।

২৮৫১ খোঁড়ার পা খোবোরে পড়ে।

২৮৫২ খোদাকে না দেখা যায়, আক্কেলে তারে চেনা যায়।

২৮৫৩ খোদা যব দেগা, ছপ্পর ফোঁড়কে দেগা।

২৮৫৪ খোদায় জন দিছে যারে,
ধন দিছে না তারে।

২৮৫৫ খোদার এমন কল, নারকেলের ভেতর জল।

*২৮৫৬ খোদার ওপর খোদকারী।

২৮৫৭ খোদার কাম হাতে,
ঘাড়ে ধইরা জাতে।

২৮৫৮ খোদার কি লীলা খেলা,
এক বেটায় বিয়া করে আরেক বেটার ঝিলা।

*২৮৫৯ খোদার খাসী।

[ তু—ধর্মের ষাঁড়। ]

২৮৬০ খোদার নাও দোয়ায় চলে।

*২৮৬১ খোঁয়াড়ি ভাঙা।

[ নেশাখোরের নেশা কাটিয়া গেলে শরীরের ক্লান্তি দূর করিবার জন্ম পুনরায় নেশা করা। ]

২৮৬২ খোঁয়াড়ে পড়লে হাতী, চামকিতেও মারে লাথি।

২৮৬৩ খোরা খোরা খোরা।
সতীনের মাকে ধরে যেন নেয় তিন মিনসে গোরা॥

[ সেঁজুকি ব্রতের মেয়েলী ছড়া। গোরায় ধরিয়া লইবার কথা হইতে পর্তুগীজ জলদস্যুর বিষয় জানা যায়।]

*২৮৬৪ খোল নলচে বদলানো।

*২৮৬৫ খোলা ভাঁটি।

*২৮৬৬ খোলে ডোঙ্গায় ভেসে যাওয়া।

২৮৬৭ খোশ খবরের ঝুটাও ভাল।

*২৮৬৮ খোস মেজাজে।

২৮৬৯ খোশমেজাজী বাবু হলে চিড়িয়াখানায় শখ।

২৮৭০ খোসের তেল নেই, কলাবড়ার সাধ।

২৮৭১ খ্যান্‌খেনে জ্বরে আর ঘ্যান্‌ঘেনে ভাতারে।
আর কিছু না করুক, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারে॥

২৮৭২ গঙ্গা গঙ্গা, না জানি কত রঙ্গা-চঙ্গা।

২৮৭৩ গঙ্গা গঙ্গা ভাগীরথী, পাপ নেই এক রতি।

*২৮৭৪ গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা।

*২৮৭৫ গঙ্গাজলে গোবরগোলা।

[ উগ্র শুচিবাই অর্থে। ]

২৮৭৬ গঙ্গাজলে ববলে।

[ গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া যে মিথ্যা কথা বলে। ]

২৮৭৭ গঙ্গা তু'কূল ভাঙে না।

*২৮৭৮ গঙ্গামণ্ডল বিকিয়ে যাওয়া।

২৮৭৯ গঙ্গা মড়া আলেন না।

[ আলেন না—পরিত্যাগ করেন না। ]

২৮৮০ গঙ্গা মাগো, পার কর, এস যাদু ভর কর।

*২৮৮১ গঙ্গা মুখো পা।

*২৮৮২ গঙ্গায় বা গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেওয়া।

২৮৮৩ গঙ্গায় নাইলে চারপো পুণ্যি, নদীতে নাইলে আধা,
পুকুরে নাইলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ গোড়েয় নাইলে মাধা।

২৮৮৪ গঙ্গায় ময়লা ফেললে গঙ্গার মাহাত্ম্য যায় না।

২৮৮৫ গঙ্গায় সারি গাইলে গঙ্গা হয় না তুষ্ট।
তুষ্টের গুণ গাইলে দুষ্ট হয় না শিষ্ট॥

২৮৮৬ গঙ্গায়ও মলুম, ভূতও হলুম।

২৮৮৭ গঙ্গাযাত্রা করা।

২৮৮৮ গঙ্গার জল গঙ্গায় র'ল, পিতৃপুরুষ উদ্ধার হ'ল।

*২৮৮৯ গঙ্গার দিকে পা!

[ তু—গঙ্গামুখো পা ; গঙ্গায় এক পা। ]

২৮৯০ গঙ্গার পশ্চিম কূল, বারাণসী সমতুল।

*২৮৯১ গঙ্গার আবার গঙ্গালাভ।

২৮৯২ গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ।

[ পা—গজকচ্ছপী। পৌরাণিক কাহিনী হইতে। বিভাবসু ও সুপ্রতীক দুই ভ্রাতা, পরস্পর পদস্পরকে গজ এবং কচ্ছপ হইবার অভিশাপ দিল। একই সরোবরের জলে এবং তীরে উভয়ে গজ এবং কচ্ছপ রূপে বাস করিয়া পরস্পর কলহ করিয়া দীর্ঘদিন কাটাইল। অবশেষে গরুড় উভয়কেই ভক্ষণ করিয়া তাহাদের মধ্যে দীর্ঘ কলহের অবসান ঘটান। ]

২৮৯৩ গজপৃষ্ঠে যে বা যায়, কেউ দেখে সে ডরায়।

*২৮৯৪ গজভুক্ত কপিত্থবৎ।

[ হাতীর কদবেল খাইবার মত। হাতী কদবেল খাইলে উপরের খোলাটা তেমনই থাকে। ]

*২৮৯৫ গজেন্দ্র গমন।

২৮৯৬ গড় করি পিটে, দাঁত ছেড়ে দে।

২৮৯৭ গড় করি মেয়েদের পায়, ধানভানা চাল ঠাকুরে খায়।

২৮৯৮ গড়তে চায় ঠাকুর, গড়ে বসে কুকুর।

২৮৯৯ গড়তে পারে না একখান, ভেঙে করে সাতখান।

*২৯০০ গড়িমসি করা।

২৯০১ গড়ের বাদ্য।

[ ফৌজের বাদ্য বা গোরার বাজনা। ]

*২৯০২ গড্ডালিকা-প্রবাহ।

২৯০৩ গণক যদি গণে ঠিক, তবে কেন মাগে ভিক।

*২৯০৪ গণেশ উল্টানো।

২৯০৫ গণ্ডস্যোপরি পিণ্ডকঃ সংবৃত্তঃ।

*২৯০৬ গণ্ডে পিণ্ডে খাওয়া।

*২৯০৭ গণ্ডারের চামড়া।

২৯০৮ গণ্ডূষো জলমাত্রেণ শফরী ফরফরায়তে।

*২৯০৯ গতরকুড়ী।

[ গা খাটাইতে অনিচ্ছুক, অলস। ]

*২৯১০ গতরখাকী

[ গাত্র-খাদিকা, গালি। ]

২৯১১ গতর খাটাও, গতর খাটাও সোনা ফললে জ্বলে,
গতর রাখো গতর রাখো রাং গল্‌লে গলে।

২৯১২ গতর খাটাও গতর খাটাও, সোনার মত জ্বলে।
গতর পোষ গতর পোষ, রাঙের মত গলে॥

*২৯১২ক গতর জমা।

[ আলস্য। ]

*২৯১৩ গতর পোষা।

*২৯১৪ গতর নড়ে না।

২৯১৫ গতর থাকলে ভাত কাপড়।

*২৯১৬ গতরে ছ'মাস।

*২৯১৭ গতরে শুঁয়োপোকা ধরা।
[ পা—মাওড়া পোকা ]

*২৯১৮ গতরের মাথা খাওয়া।

২৯১৯ গতরের নাম আদরমণি, গতর থাকতে খাই ননী।

২৯২০ গতরের নাম রতন, সবাই করে যতন।

২৯২১ গতরের নাম পরশমণি।

২৯২২ গতর নেই চোপায় দড়, নেঙ্গে খায় তার পালি বড়।

২৯২৩ গতস্য শোচনা নাস্তি।

*২৯২৪ গদাই লস্করী চাল।

*২৯২৫ গন্ধমাদন আনা।

২৯২৬ গব্য থাকলে আগে পাছে, কি করে তার শাকে মাছে

*২৯২৭ গয়ং গচ্ছ রূপে চলা।

২৯২৮ গয়লা আশী বছরেও সাবালক হয় না।

২৯২৯ গয়লাতে গাড়া খোঁড়ে পাড়ার মারতে গাই।
সেই গাড়াতে প'ড়ে মরে গয়লার সাত ভাই॥

২৯৩০ গয়লার গুণে ঘি, মায়ের গুণে ঝি।

২৯৩১ গয়লার চোঙা, উপুড় করলেই নেই।

২৯৩২ গয়লার দই গয়লায় বাখনায়।

২৯৩৩ গয়লার ধর্ম কেঁড়ের বাইরে।

*২৯৩৪ গয়ার পাপ বিদায় করা।

২৯৩৫ গরজ পড়লে খোঁড়াও লাফায়।

*২৯৩৬ গরজ বড় বালাই।

২৯৩৭ গরজ ভারি, খরচ কম।

২৯৩৮ গরজী যেমন, আহাম্মক তেমন।

২৯৩৯ গরজে গয়লা ঢেলা বয়।

২৯৪০ গরজে ধান ভানে মরদে।

২৯৪১ গরজে নাতজামাই ভাতার।

২৯৪২ গরজে লোহা বয়, অগরজে সোনাও নয়।

*২৯৪৩ গরজের পা মাথার ওপর দিয়ে।

২৯৪৪ গরব করে যৌবন ভরে, কাঁদতে হবে অঝোর ঝরে।

*২৯৪৫ গরবিণী রাই।

[ স্বামী-সোহাগিনী অর্থে। ]

২৯৪৬ গরবের গরবিণী, এই পরেন নাকে নথ, এই পরেন কাণে।

২৯৪৭ গরম ভাতে বেরাল ভোতা।

২৯৪৮ গরীবকে দিলে তোলা থাকে।

২৯৪৯ গরীব খেতখান নিন্দ না,
টানের খেতখান ছাইড় না।

২৯৫০ গরীব মানুষ ফড়িং খায়, পাল্‌কি চ'ড়ে বাহ্যে যায়।

২৯৫১ গরীবের কথা বাসি হলে মিষ্টি হয়।

*২৯৫২ গরীবের ঘোড়ারোগ।

২৯৫৩ গরীবের কিসের মরণ,
কোন মতে চক্ষু বুইজ্জা থাকন।

২৯৫৪ গরীবের রাঙই সোনা।

২৯৫৫ গরু কালো বলে কি দুধও কালো হবে।

২৯৫৬ গরু কিন্‌বে আগে পাছে, পুকুর কাটবে বাড়ীর নাছে।

*২৯৫৭ গরু-খোঁজা করা।

*২৯৫৮ গরু চোর।

২৯৫৯ গরু জরু ঘোড়া, এক এক ঘাড়মোচড়া।

২৯৬০ গরু জরু ধান, রাখ বিদ্যমান।

২৯৬১ গরু জরু ধান, না দেখলেই যান।

২৯৬২ গরু জরু পাটুনী, মাঝে মাঝে পিটুনী।

২৯৬৩ গরুর শত্রু কা, খুঁচিয়ে করে ঘা।

২৯৬৪ গরুকে জিজ্ঞাসি হাল নাহি বয়।

[ গরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোন কৃষক হাল বায় না। নিজের ইচ্ছামত হাল বাহিয়া থাকে। ইহা এই লৌকিক

প্রবাদের একটি ইচ্ছাকৃত সাহিত্যিক রূপ মাত্র বলিয়া মনে হয়,—গরুর ইচ্ছায় হাল বয় না। ]

*২৯৬৫ গরুড় মূর্তি।

[ পা—গরুড় পক্ষীর মত থাকা। ]

*১৯৬৬ গরুড়-শয়ন।

[ বিনতার গর্ভজাত যে ডিম্বের মধ্যে গরুড়ের জন্ম হয়, তাহা সহস্র বৎসরে ফুটিয়াছিল। তেমনি সুদীর্ঘ সময় ধরিয়া শয়ন করিয়া থাকা। ]

২৯৬৭ গরুতে খেলে বাড়ে, ছাগলে খেলে মুড়িয়ে খায়।

২৯৬৮ গরুতে না চিনে হাল, মানুষে না চিনে কাল।

২৯৬৯ গরু তোরে বেচব না,
এখানেও ঘাস-জল সেখানেও ঘাস-জল।

*২৯৭০ গরু না বিয়তে ঘিয়ের দর।

২৯৭১ গরু বিকায় ঠাটে, কাপড় বিকায় পাটে।

২৯৭২ গরু মরবে ধরবে তুলে, মানুষ মরবে ধরবে চেপে।

২৯৭৩ গরু মেরে গোলোকে বাস, গঙ্গা স্নানে সর্বনাশ।

*২৯৭৪ গরু মেরে জুতো দান।

[ পা—কেটে। ]

২৯৭৫ গরু যার গোবর তার।

২৯৭৬ গরুর ইচ্ছায় হাল বয় না।

২৯৭৭ গরুর দোষে গয়লা নষ্ট।

২৯৭৭ক গরুর পিরীত চেটে, মানুষের পিরীত সেঁটে।

*২৯৭৮ গরুর বাঁটে গোবর দেওয়া।

২৯৭৯ গরুর মধ্যে এঁড়ে, জাতের মধ্যে নেড়ে।
খাওয়ালে দাওয়ালেও মারে তেড়ে॥

*২৯৮০ গরুর হাঁচি।

[ তু—'সাপের হাঁচি বেদেয় চিনে'। লঙ্‌সাহেব অর্থ করিয়াছেন, ছোটলোকের খোসামুদ। ]

২৯৮১ গরু হারালে পাওয়া যায়।

২৯৮২ গরু-হাল বেচে ভাতার, গড়ায় মাগের গলার হার।

২৯৮৩ গর্জন আছে, বর্ষণ নেই।

২৯৮৪ গর্জন নেই, বর্ষণ সার।

*২৯৮৫ গর্তের সাপ খুঁচিয়ে বের করা।

*২৯৮৬ গর্ভযন্ত্রণা।

*২৯৮৭ গর্ভস্রাব।

[ গালি বিশেষ। অপদার্থ অর্থে ]

২৯৮৮ গর্ভে ঋণে বিষয়ে কুক্কুর-রতি-রসে।
প্রবেশে পরম সুখ, প্রাণ যায় শেষে॥

[ সা প্র। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিবায়ন' কাব্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার মূলে কোন লৌকিক প্রবাদ থাকা সম্ভব। ]

*২৯৮৯ গলগ্রহ।

২৯৯০ গল্প করা অল্প নয়, তালগাছটা খড়কে হয়।

২৯৯১ গল্প হাজারীর বাড়ী, টাকায় ষোল খান শাড়ি।

২৯৯২ গল্পের গরু গাছে ওঠে।

২৯৯৩ গলা টিপলে দুধ বেরোয়।

[ পা—গাল…। ]

২৯৯৪ গলা দিয়া নামলে আর মনে থাকে না।

[ উপকারীর উপকার ভুলিয়া যাওয়া। ]

*২৯৯৫ গলা ধ'রে বলতে যাওয়া।

২৯৯৬ গলা নেই গান গায়, বিনা সম্বলে পথ বায়।

২৯৯৭ গলা নেই গান গায় মনের আনন্দে।
মাগ নেই শ্বশুর বাড়ী যায় পূর্বের সম্বন্ধে॥

*২৯৯৮ গলাফুলো পায়রা।

*২৯৯৯ গলায় আঙুল দিয়ে কাশ তোলা।

*৩০০০ গলায় কলসী বেঁধে ডুবে মরা।

[ পা—গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলে মরা। ]

৩০০১ গলায় কাঁটা বাঁধলে দড়, বেড়ালের পায় গড় কর।

*৩০০২ গলায় গলায় পিরীত।

[ পা—...ভাব। ]

*৩০০৩ গলায় গামছা দিয়ে টেনে আনা।

*৩০০৪ গলায় ছুরি দেওয়া।

৩০০৫ গলায়-দড়ে জাত, অন্ত পাওয়া ভার।

*৩০০৬ গলায় দড়ি।

*৩০০৭ গলায় পড়া।

৩০০৮ গলায় পড়েছে ঢোল, বাজালে সিদ্ধি।

৩০০৯ গলায় প'ড়ে বজায় সিদ্ধি, বিপদে যায় বুদ্ধি শুদ্ধি।

*৩০১০ গলায় পা দেওয়া।

৩০১১ গলার নীচে গেলে আর মনে থাকে না।

*৩০১২ গলার মাদুলি ক'রে রাখা।

*৩০১৩ গলার ফাঁসি।

৩০১৪ গলার হারও ভার হয়।

*৩০১৫ গহনার নৌকা।

[ পূর্ববঙ্গের যাত্রীবাহী ভাড়ার নৌকা, গহনা বা গয়নার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। ]

*৩০১৬ গা করা।

৩০১৭ গা কেন ঘামে? তোদের বাড়ীর কামে।

*৩০১৮ গা ঝাড়া দেওয়া।

*৩০১৯ গা ঢাকা দেওয়া।

*৩০২০ গা তোলা।

৩০২১ গাঁ ঢুক্‌তে ভেটে রায়, একগুণ ব্যাপারে দু'গুণ পায়।

৩০২১ক গাইও বুড়ো, বিয়ানও শেষ।

[ পা—'আর বিয়ান দেস্ কি না দেস্' অতিরিক্ত পদ।]

৩০২২ গাই কিনবে ঝাঁপড়ী, বউ আনবে ফেঁতড়ী।

[ পা—...ঝান্‌রী...ফেদরী। কিংবা...খেঁকড়া...নেকড়ী। ]

৩০২৩ গাই কিনবে দুয়ে, বলদ কিনবে বেয়ে।

৩০২৪ গাই গয়লায় ভাব থাকলে,
এক হাঁটু জলেও আধসের দুধ।

৩০২৫ গাইতে গাইতে গায়েন, বাজাতে বাজাতে বায়েন।

৩০২৬ গাই নেই ত বলদ দো'।

৩০২৭ গাই বাছুরে ভাব থাকলে, বনে গিয়ে দুধ দেয়।

৩০২৮ গাইয়ের ঘরে এঁড়ে, গিন্নীর ঘরে ঝি।
কপালে তোর নেই যদি, আমি করব কি ॥

৩০২৯ গাইয়ের বেটী, বউয়ের বেটা,
তবে জানবে কপাল গোটা।

*৩০৩০ গা করা।

*৩০৩১ গা কেমন করা।

৩০৩২ গা গড়ানে ঘন পা, যেমন মা তেমন ছা।

[ খনার বচন। গড়ানে জমিতে ঘন ঘন করিয়া চারা রোপণ করিতে হয়। গড়ানে জমি বলিতে বিশেষভাবে চাষ করিয়া তৈরী করা জমি বুঝায়। ]

*৩০৩৩ গা গুলানো।

*৩০৩৪ গা ঘামানো।

*৩০৩৫ গাঙ পার হয়ে ভেলায় লাথি।

৩০৩৬ গাঙ মরলেও রেক মরে না।

৩০৩৭ গাঙে গাঙে দেখা হয়, বোনে বোনে দেখা নয়।

৩০৩৮ গাঙে ঢেউ দেখে, পারে নাও ডুবায় কে?

৩০৩৯ গাঙের মধ্যে ঢেউ দেখে নৌকা ডুবায় কূলে।

৩০৪০ গাছ আগে না ফল আগে?

৩০৪১ গাছ কেটে কোঁদল করা।

*৩০৪২ গাছকোমর বাঁধা।

[ কাজের সময় মেয়েদের শাড়ীর আঁচল কোমরে বাঁধা অর্থে। ]

*৩০৪৩ গাছগাছালি ঘন সবে না, গাছ হবে তার ফল হবে না।

[ খনার বচন। ]

*৩০৪৪ গাছ থেকে পড়া।

৩০৪৫ গাছ পড়বার আগে, গাছের বাঁদর ভাগে।

*৩০৪৬ গাছ-পাঁঠা।

৩০৪৭ গাছ রুইলে বড় কর্ম, মণ্ডপ দিলে বড় ধর্ম।

৩০৪৮ গাছকে ফল ভারি নয়।

[ পা—গাছকে কি ফল ভারি হয়? গাছ হইতে ফল ভারি নয় এই অর্থে। ]

৩০৪৯ গাঁ ছাড়ে না কুকুর, মাছ ছাড়ে না পুকুর।

*৩০৫০ গা ছুঁয়ে বলা।

[ শপথ করা। ]

৩০৫১ গাছে উঠতে পারে না, বড় ছানাটি আমার।

৩০৫২ গাছে ওঠে পড়তে, জামিন দেয় মরতে।

*৩০৫৩ গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।

৩০৫৪ গাছে গরু চরান্, মুখে ধান শুকান্।

৩০৫৫ গাছে চড়লে সাত দেবতা দেখায়।

[ মিথ্যা প্রবঞ্চনা করার পদ্ধতি। ]

*৩০৫৬ গাছে চড়িয়ে আছাড় দেওয়া।

[ পা—কাঁধে চড়িয়ে আছাড় দেওয়া ]

৩০৫৭ গাছে তুলতে সবাই আছে।

৩০৫৮ 'গাছে তুলে দিয়ে বঁধু, কেড়ে নিলে মই।'

*৩০৫৯ গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়া।

[ পা—চড়িয়ে······। ]

*৩০৬০ গাছে না উঠতেই এক কাঁদি।

*৩০৬১ গাছে ফলে ?

৩০৬২ গাছে ফলের ভর ধরে, না ফলে গাছের ভর ধরে।

*৩০৬৩ গাছে ফুল, শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

[ তু—উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ। ]

৩০৬৪ গাছে বসে কাক হাগে, বলে—দেখিনি।

৩০৬৫ গাছের গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা।

৩০৬৬ গাছেরও খায়, তলারও কুড়ায়।

৩০৬৭ গাছের চেয়ে ফল ভারি।

৩০৬৮ গাছে যদি মানুষ পড়ে,
একটা বনও টাইন্যা ধরে।

[গাছ হইতে যখন মানুষ পড়িয়া যায়, তখন হাতের কাছে কিছু পাইলেই তাহা টানিয়া ধরে। তু—'Drowning man catches at a straw.' ]

*৩০৬৯ গাছের চেয়ে ফলের আদর।

৩০৭০ গাছের তেঁতুল কুমীরে খায়।

[ অসম্ভব বিষয় অর্থে। তু—'রুখের তিন্তরী কুম্ভীর খাই।' ]

৩০৭১ গাছের পরিচয় ফলে।

৩০৭২ গাছের ফল গাছকে ভারি নয়।

৩০৭৩ গাছের মিঠা কেবা খায়, মুখের মিঠা কে না পায়।

৩০৭৪ গাছের শত্রু কা', খুঁচিয়ে করে ঘা।

[ তু—গরুর শত্রু...... । ]

*৩০৭৫ গাছেরও পাড়া, তলারও কুড়ানো।

৩০৭৬ গাছের শত্রু লতা, মানুষের শত্রু কথা।

৩০৭৭ গাজনে উঠলে, বাপকে শালা বলে।

৩০৭৮ গাজনের নেই ঠিকানা,
ডাক দিয়ে বলে—ঢাক বাজা না।

৩০৭৯ গাঁও নষ্ট করে কানা, পথোর নষ্ট করে পানা।

[ কানা—অন্ধ, পখোর—পুকুর, পানা—কচুরি পানা, শেওলা। ]

*৩০৮০ গাঁজাখুরি গল্প।

৩০৮১ গাঁজা খেলে পাঁজা বাড়ে, গর্দানে বাড়ে জোর।
বাপ-দাদার নাম ডুবিয়ে ডাকে গাঁজা খোর॥

৩০৮২ গাঁজা, গুলি, অন্নভাঙ্গা, তিন নিয়ে ফরাসডাঙ্গা।

৩০৮৩ গাঁজা গেরুয়া গোঁফ দাড়ি, এই তিনে সাধু ভারি।

৩০৮৪ গাঁজা তাড়ি প্রবঞ্চনা, তিন নিয়ে সরশুনা।

[ আঞ্চলিক প্রবাদ। সরশুনা কলিকাতার নিকটবর্তী বেহালা অঞ্চলের সংলগ্ন দক্ষিণাংশ। প্রাচীন গ্রাম। প্রতাপাদিত্যের আমলে বসন্ত রায়ের রাজধানী ছিল বলিয়া জনশ্রুতি। ]

৩০৮৫ গাঁজার নাম রাজভোগ, তেড়ে মারে অন্তরের রোগ।

৩০৮৬ গাঁটে গিরায় কড়ি নেই, বাকি শহরে সায়র।

*৩০৮৭ গাঁটের কড়ি।

৩০৮৮ গাঁটের কড়ি দিয়ে মদ খাই, লোকে বলে মাতাল।

৩০৮৯ গাড়ি, ঘোর রে ঘোর।
এইখানে পেয়েছি আমি গণ্ডগোলের ওর॥

৩০৯০ গাড়ি, চলেন ত রথ, না চলেন ত আগুলেন পথ।

৩০৯১ গাড়ির ওপর নাও, নাওর ওপর গাড়ি।

৩০৯২ গাঁ ঢুকতে ভেটে রায়, এক গুণ ব্যাপারে দু'গুণ পায়।

৩০৯৩ গাঁতে আঁটে না গুই সাপ, তার লেজে বাঁধা কুলো।

*৩০৯৪ গাতে যাইতে সাপ সিধা।

*৩০৯৫ গা তোলা।

৩০৯৬ গা থম্‌থম্ গা থম্‌থম্ গা থম্‌থম্ করে।
কে, নেবে মোর শাকের পেতে, কে নেবে গো ধরে॥

[ পেতে—চুব্‌ড়ি। ]

৩০৯৭ গাধাকে পরালে বাঘের ছাল, বাঘ থাকে না চিরকাল।

৩০৯৮ গাধাকে সাজ পরালে ঘোড়া হয় না।

*৩০৯৯ গাধা পিটিয়ে ঘোড়া।

*৩১০০ গাধা ( গাদা ) বোট।

[ যে নৌকায় মাল গাদা বা বোঝাই করা হয় সেই অর্থে। ]

৩১০১ গাধা সকল বইতে পারে, ভাতের কাঠি বইতে নারে।

৩১০২ গাধা সেই জল খায়, তবে ঘুলিয়ে খায়।

*৩১০৩ গাধার টুপি।

৩১০৪ গান জানি না, মান জানি না, খাই একপাত দোক্তা।
প'ড়ে আছি শিমুল গাছের তক্তা॥

৩১০৫ গান শুনব অক্রূর-সংবাদ, পয়সা দেব একটি।

*৩১০৬ গান্ধার শুনে চাঁপাকলার খোঁজ।

৩১০৭ গাঁ নষ্ট কাণায়, পুকুর নষ্ট পানায়।

[ পা—ঘরের শত্রু কানা, পুকুরের শত্রু পানা। বা গ্রাম নষ্ট কানায়, বিল নষ্ট পানায়। ]

৩১০৮ গাঁ নেই তার সীমানা।

[ তু—স—'নাস্তি গ্রামঃ কুতঃ সীমা নাস্তি বিদ্যা কুতো যশঃ'। ]

৩১০৯ গানের আগে গুন্‌গুনি, ঝড়ের আগে স্থুন্‌স্থুনি।

৩১১০ গা ফাটা, কান ফাটা. দাদ গায়ে যার।
সদাই বিরস মন, সুখ নেই তার॥

৩১১১ গাঁ বড় তার মাঝের পাড়া, নাক বড় তার নথ নাড়া।

৩১১২ গাঁ বেড়ায় ধোপানী, তোলা জলে নায়।

*৩১১৩ গামছা-মোড়ার দল।

[ ঠেঙ্গারের দল। গলায় গামছা জড়াইয়া ফাঁস আঁটিয়া মানুষ মারিত, কিংবা পরিচয় গোপন করিবার জন্য গামছা মুড়ি দিয়া নরহত্যা করিত। ]

৩১১৪ গাঁয় আধা, থাঁয় আধা, মোড়লের মা একলাই আধা।

৩১১৫ গাঁয়ে যদি দল হয়,
ছিনাল বৈতালেরও মান হয়।
[ছিনাল—ভ্রষ্টা, বৈতাল—নিকৃষ্ট লোক। গ্রামে দলাদলি থাকিলে গ্রামের নিকৃষ্ট লোকগুলিরও মূল্য হয়।]

৩১১৬ গায়ক বড় তার ছু'হাতে মন্দিরা।

*৩১১৭ গায়ে আঁচ না লাগা।

*৩১১৮ গায়ে গায়ে আঁচড়টি না লাগা।

৩১১৯ গায়ে ওড়ে খড়ি, কলপ দেওয়া দাড়ি।

*৩১২০ গায়ে কাঁটা দেওয়া।

*৩১২১ গায়ে গায়ে শোধ।

৩১২২ গায়ে গু মাখলেও যমে ছাড়ে না।

*৩১২৩ গায়ে জ্বর আসা।

*৩১২৪ গায়ে থুথু দেওয়া।

৩১২৫ গায়ে নেই চাম, রামকৃষ্ণ নাম।
[পা—রাধাকৃষ্ণ……।]

৩১২৬ গায়ে নেই ছাল-বাক্‌লা, মদ খায় আক্‌লা-আক্‌লা।

৩১২৭ গায়ে নেই রস, বাঁধে গণ্ডা দশ।

*৩১২৮ গায়ে জ্বর আসা।

*৩১২৯ গায়ে পড়া।

*৩১৩০ গায়ে পড়ে ভাব করা।

*৩১৩১ গায়ে প'ড়ে ঝগড়া করা।

*৩১৩২ গায়ে ফু দিয়ে বেড়ান।

*৩১৩৩ গায়ে মাখা।

৩১৩৪ গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।

৩১৩৫ গাঁয়ে যদি থাকে বল, মুড়ি-কোদাল যায় রসাতল।

৩১৩৬ গায়ে নেই ছাল চামড়া, খুঁটে খায় কাঁচা আমড়া।

৩১৩৭ গায়ের কালি ধুলে যায়, মনের কালি ম'লে যায়।

৩১৩৮ গায়ের গন্ধে ভূত পালায়, মাথায় ফুলেল তেল।

৩১৩৯ গায়ের গন্ধে ঘুম আসে না, মাথায় ফুলেল তেল।

৩১৪০ গাঁয়ের গুণে গ'ড়ে গরুও বিকায়।

*৩১৪১ গায়ের জ্বালা মেটান।

৩১৪২ গায়ের জোরে হার যথা, মনের জোরে জয় তথা।

৩১৪৩ গাঁয়ের নাম তেঘরে, তার উত্তরপাড়া দক্ষিণপাড়া।
[ তিনটি মাত্র বাড়ী যে গ্রামে, তাহার উত্তর পাড়া-দক্ষিণ পাড়া ভাগ অর্থহীন। তেঘরে—তিনটি বাড়ী যেখানে। ]

৩১৪৪ গায়ের মলা ঝিনুকে চাঁছে, মাথার উকুন বাদরে বাছে। মা'কে ব'লো—ভাল আছে।

*৩১৪৫ গায়ের মাস ছিঁড়ে খাওয়া।

৩১৪৬ গাঁয়ের মেধো, ভিন্ গাঁয়ের মধুসূদন।

*৩১৪৭ গাঁয়ের মেয়ে সিক্নি-নাকী।

*৩১৪৭ক গায়ে গায়ে হাত দিয়ে কথা বলা।

*৩১৪৮ গায়ের রক্ত জল হওয়া।

*৩১৪৯ গায়ে হাত তোলা।

*৩১৫০ গায়ে হাত বুলানো।

৩১৫১ গালকে মাল হারে, বোঁচা কানে ছুরি হারে।
[ গল্প বলিতে দক্ষ ব্যক্তির নিকট কিংবা গালাগালির নিকট মল্ল বা যোদ্ধাও হারিয়া যায়। ]

৩১৫২ গাল-গল্প কোঠাবাড়ী, বাজার খরচ চোদ্দ বুড়ি।

৩১৫৩ গালফুলো গোবিন্দের মা, চাল্‌তা-তলায় যেও না।
[ প্রচলিত ছড়া, প্রবাদ নহে। দে ইহাকে প্রবাদ বলিয়া ধরিয়াছেন। দে ২৫১৭। ]

*৩১৫৪ গাল বাড়িয়ে চড় খাওয়া।

৩১৫৫ গালে কেন কালি? না, রেঁধেছি এক পালি।

*৩১৫৬ গালে চূণকালি।

*৩১৫৭ গালে মুখে চড়ানো।

*৩১৫৮ গা সওয়া।

৩১৫৯ গাঁ সম্পর্কে পাড়া উজাড়।

৩১৬০ গাঁ সুদ্ধ মারে, দোহাই দেব কারে।

৩১৬১ গাঁ সুবাদে মুচি মিন্‌সে মামা।

৩১৬২ গিন্নী আছিলাম কালে,
জল বিলাইছি খাবলা খাবলা
তেল বিলাইছি নালে॥

[খাবলা খাবলা—মুঠি মুঠি। নালে—জলের স্রোতের মত। পূ বা প্রা।]

৩১৬৩ গিন্নী পায় না ভাত, কুকুরে নাড়ে ঘাড়।

৩১৬৪ গিন্নী ভাঙলে জা'ড়, ফেলগে বাড়ীর বা'র।
মেয়ে ভাঙলে কাঁসি, পড়ল একটা হাসি।
বউ ভাঙলে শরা, গেল পাড়া-পাড়া॥

৩১৬৫ গিন্নী হবার সাধ, কাঁখে কলসী বড়ই বাধ।

৩১৬৬ গিন্নীর ওপর গিন্নীপনা, ভাঙা পিঁড়েয় আল্‌পনা।

৩১৬৭ গিন্নীর গায়ে গন্ধ নেই।

৩১৬৮ গিন্নীর পাপে গেরস্ত নষ্ট।

৩১৬৯ গিন্নীর হাতে রাঙা পলা, বউয়ের হাতে সোনার বালা।

৩১৭০ গিয়া তিন কাল, শেষে এই হাল।

*৩১৭১ গিল্‌টি কাজে পালিশ করা।

৩১৭২ গীত গায় কে লো রাই, আমার দেওরের ভাই।
গায় কেমন?
আপনা' রস, পরের বেরস,
ভেড়া থেকে কিঞ্চিৎ সরস।

৩১৭৩ গু খাইনে গন্ধ ব'লে, লোহা খাইনে শক্ত ব'লে

৩১৭৪ গুটিপোকা গুটি ধরে, নিজের ফাঁদে নিজে মরে।

৩১৭৫ গুড় অন্ধকারেও মিষ্টি লাগে।

৩১৭৬ গুড় খায় ত পাটালি হাগে।

*৩১৭৭ গুড় ঢাললেই মিষ্টি।

৩১৭৮ গুড় দিয়ে খেলে গুণচটও মিষ্টি লাগে।

*৩১৭৯ গুড় ব্যাঘ্র।

[ গুরু চণ্ডালী ভাষা অর্থে ব্যবহৃত। লঙ্ সাহেব ইহার ভিন্ন অর্থ দিয়াছেন। কিন্তু মনে হয়, শব পোড়া মড়াদাহের মত ইহাও গুরুচণ্ডালী দোষের নিদর্শন। ]

৩১৮০ গুঁড়া লোহা পাঁজা করলেই অনেক দেখায়।

৩১৮১ গুড়ের গন্ধে পিঁপড়ে আসে।

৩১৮২ গুড়ের ঘরে ডেঁয়ে কর্তা।

*৩১৮৩ গুণ ক'রে ভেড়া বানান।

৩১৮৪ গুণ জ্ঞান ছ'মাস, কপালের ভোগ বার মাস।

৩১৮৫ গুণ থাকলে কাঁদে, চুল থাক্‌লে বাঁধে।

৩১৮৬ গুণ থাকে ত কাঁদি, নুন থাকে ত রাঁধি।

৩১৮৭ গুণ নেই, পালান আছে।

৩১৮৮ গুণ যার আছে পেটে, সে কখনো চ'টে ওঠে।

৩১৮৯ 'গুণ হইয়া দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায়।'

[ সা প্র—ভারতচন্দ্র। ]

*৩১৯০ গুণে কড়ি জলে ফেলা।

*৩১৯১ গুণে গেঁথে বরা পাগলা।

*৩১৯২ গুণে ঘাট নেই।

৩১৯৩ গুণে নুন দিতে নেই।

৩১৯৪ গুণের আদর গুণীতে, ফুলের আদর ভোমরাতে।

৩১৯৫ গুণের আর সীমা নাই, আরে মোর ভাগ্‌নে কানাই।

৩১৯৬ গুণের কথা বলব কত, কুম্ভকর্ণ নিদ্রাগত।
শেজে-মুতো, রাতকানা, দুর্বাক্য বিষের পানা॥

*৩১৯৭ গুণের বালাই নিয়ে মরা।

[ এখানে গুণ ব্যঙ্গার্থে ব্যবহৃত। ]

*৩১৯৮ গুণের মধ্যে চোখঠারা, না, চোখ টেরা।

৩১৯৯ গুঁতোয় পড়লে আমন ধানের খই ফোটে।

৩২০০ গুঁতোয় বিড়াল গাছে উঠে।

*৩২০১ গুরু দশা।

*৩২০২ গুরুনিন্দা অধোগতি।

*৩২০৩ গুয়েমুতে মানুষ হওয়া।

*৩২০৪ গুলে খাওয়া।

*৩২০৫ গুল দেওয়া।

*৩২০৬ গুল মারা।

[ধাপ্পা দেওয়া।]

*৩২০৭ গুপ্ত বৃন্দাবন।

[বৃন্দাবনের মত পবিত্র স্থান, অথচ যাহার এই বিষয়ে বাহ্যিক স্বীকৃতি নাই। স্থানের নাম রূপেও ব্যবহৃত হইয়াছে।]

৩২০৮ গুপ্তিপাড়ার মাটি, বাঁদর গড়ে খাঁটি।

৩২০৯ গু মাড়িয়ে গেলেও দরবার মাড়িয়ে যেতে নেই।

৩২১০ গুয়া পানের জন্য দুর্গোৎসব বাকী থাকে না।

*৩২১১ গুয়ে ঢেলা মারা।

৩২১২ গুয়ে বলে—গোবর দাদা, তোর গায়ে কেন গন্ধ।

৩২১৩ গুয়ে বলে—গোবর দাদা, মানুষের নাম কি বনমালী।

৩২১৪ গুয়ে বলে—গোবরা ছেলের বনমালী নাম করবে।
চুপ্ কর চুপ্ কর, হাগী দিদি শুনলে হেসে মরবে॥

*৩২১৫ গুয়ে বসিয়ে দেওয়া।

[তু—পথে বসিয়ে দেওয়া; তাহা হইতেও নিকৃষ্ট অবস্থায় ফেলা।]

*৩২১৬ গুয়ে হাত।

[অনিচ্ছাকৃতভাবে অনভিপ্রেত স্থানে প্রবেশ।]

*৩২১৭ গুয়ের এ পিঠ আর ও পিঠ।

৩২১৮ গুরু করবে জেনে, জল খাবে ছেনে।

৩২১৯ গুরু গরু আগুন, পায় আর বাড়ে দ্বিগুণ।

৩২২০ গুরু ঘাঁটায়ে বিদ্যা পায়, মূর্খ ঘাঁটায়ে মার খায়।

*৩২২১ গুরু চাণ্ডালী।

৩২২২ গুরু ছেড়ে গোবিন্দ ভজে, সে জন নরকে মজে।

[ গোবিন্দ বা শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও গুরু বড় এই অর্থে। ইহা হইতে গুরুবাদের প্রভাব বুঝিতে পারা যায়। ]

*৩২২৩ গুরু দশা।

৩২২৪ গুরু ধরে শিষ্যের পায়, গুরু শিষ্যে স্বর্গে যায়।

৩২২৫ গুরু নাম সত্য, যে জানে মাহাত্ম্য।

৩২২৬ গুরু পুরুতে হল দ্বন্দ্ব, কারে বলি ভাল মন্দ।

৩২২৭ গুরু বোবা, শিষ্য কালা।

[ চর্যাপদে ব্যবহৃত প্রবাদ। ]

*৩২২৮ গুরুমারা বিদ্যা।

৩২২৯ গুরু মিলে লাখে লাখ, শিষ্য নাহি মিলে এক।

৩২৩০ গুরু মুতে দাঁড়িয়ে, শিষ্য মুতে পাক দিয়ে।

৩২৩১ গুরুর কথা না শোনে কানে,
প্রাণটা যাবে হেঁচ্‌কা টানে।

*৩২৩২ গুরুলঘু জ্ঞান।

[ পা—লঘুগুরু জ্ঞান; ইহারই অধিক প্রয়োগ দেখা যায়। ]

৩২৩৩ গুরুশিষ্য, চৌতার, যার ভজন সেই পায়।

[ চৌতার—চারি তার, চারি তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র। ]

*৩২৩৪ গুল দেওয়া।

[ পা—গুল মারা। ]

৩২৩৫ গুলি, খিলি, মতিচুর, এই তিন নিয়ে বিষ্ণুপুর।

[ আঞ্চলিক প্রবাদ। ]

৩২৩৬ গুলিখোরের কিবা ঢঙ, দেখতে যেন চুঁচড়োর সঙ।

[ বারোয়ারি পূজা উপলক্ষে চুচুড়ার সঙ্‌ প্রসিদ্ধি লাভ

করিয়াছিল, কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় 'কলিকাতায় বারোইয়ারি পূজা' প্রবন্ধে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। ]

*৩২৩৭ গুলে খাওয়া।

*৩২৩৮ গুষ্টির পিণ্ডি।

[ পা—……মাথা। ]

৩২৩৯ গৃহস্থ বলে ছু বিয়েন, পাড়াপড়শী বলে সাত বিয়েন।

*৩২৪০ 'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।'

৩২৪১ গৃহিণী লক্ষ্মীরূপিণী, বাম হলে কালভুজঙ্গিনী।

*৩২৪২ 'গৃহিণী সচিবঃ সখী।'

৩২৪৩ গেছলাম তোর বাপের দেশ,
দেখে এলাম তোর মায়ের বেশ।

৩২৪৪ গেছে গেছে টাকাটা, শিখলাম ত টোকাটা।

[ টোকা—এখানে অর্থ খোঁচা, ইহার অন্য অর্থ কৃষকের মাথায় দিবার পাতা ও বাঁশে তৈরী ছত্র বিশেষ। ]

৩২৪৫ গেছো ইঁদুর পোঁদে চেনা যায়।

*৩২৪৬ গেঁড়ি ভাঙা কেউটে।

৩২৪৭ গোড়ের চেঙ কি স্বর্গ দেখে।

[ গেড়ে—স গর্ত, গাড়, গেড়। চেঙ্—সাপের মত মাথা একপ্রকার নালায় ডোবায় ধান ক্ষেতে নিতান্ত সহজ লভ্য নিকৃষ্ট শ্রেণীর মাছ। ]

৩২৪৮ গেঁয়ো যুগীর ভিক্ মেলে না।

[ পা—……যুগী ভিক্ পায় না। ]

৩২৪৯ গেরণের চাঁদ সবাই দেখে।

[ গেরণের—গ্রহণের। কেহ বিপদে পড়িলে সকলেই তামাসা দেখে। ]

৩২৫০ গেরস্থ কাওরার শূয়রে কড়ি।

[ কাওরা—নিম্ন জাতি বিশেষ। ইহাদের সম্পর্কে এই সরকারি বিবরণ পাওয়া যায়—'……a sub-caste

of Dom. They are most numerous in 24-Parganas, Howrah and Hooghly. They are also considered to be a sub-caste of Haris. They are swineherds by profession'...... ]

৩২৫১ গেরস্থ বলে—প্রাণে ম'লাম,
ছাগল বলে—আলুনি খেলাম।

৩২৫২ গেরস্থে অলক্ষ্মী পায়, চাল কুটে পিটে খায়।
[ পা—গৃহস্থে ভূতে...... । ]

৩২৫৩ গেরস্থে গেরস্থে মেলা, খাসী কেটে ফেলা।
গরীবে গরীবে মেলা, শাক সিজিয়ে গেলা॥

৩২৫৪ গেরস্থের ওজন বুঝে, তিন বোঁচকা বাঁধে চোরা।

৩২৫৫ গেরস্থের গরু দেখে চোরে পাকায় দড়ি।

৩২৫৬ গেরস্থের ভিটার দোষে, মুততে ব'সে হাগা আসে।

৩২৫৭ গেরোর ওপর গেরো, আগের গেরো আল্‌গা।

৩২৫৮ গেল গেল দাঁতটা, তবুও আছে জাতটা।

৩২৫৯ গেল যে, গঙ্গার হাটী, আছে যে, লোহার কাঠি।

৩২৬০ গো কন্যা বসুমতী, তিন ঘাটে কর্মগতি।

৩২৬১ গোকুলে নেই সুবল সখা, কেঁদে ম'ল শূর্পণখা।

*৩২৬২ গোকুলে বাড়ছে।

*৩২৬৩ গোকুলের ষাঁড়।
[ তু—ধর্মের ষাঁড়। স্বেচ্ছায় অসংযত বিচরণকারী ধর্মের ষাঁড় শব্দটি অধিক সার্থক, সেইজন্য অধিকতর প্রযোজ্য। ]

৩২৬৪ গোঁগা ছেলের নাম তর্কবাগীশ।

*৩২৬৫ গো-গ্রাসে খাওয়া।
[ পা—গেলা। অর্থাৎ গলাধঃকরণ করা। ]

৩২৬৬ গোছ কাটলে জমি খালাস।
[ গোছ—গুচ্ছ হইতে; এই অর্থে গুছি শব্দও প্রচলিত আছে। ]

*৩২৬৭ গো-জন্ম ঘুচে গন্ধর্ব জন্ম।

[ হিন্দু গৃহস্থের একটি অবশ্য পালনীয় আচার এই যে, গরু মরিয়া গেলে ইহাকে ভাগাড়ে নিক্ষেপ করিবার কালে ইহার মুখে দূর্বা ঘাস এবং জল দিয়া বলিতে হয় 'গো জন্ম ঘুচে গন্ধর্ব জন্ম হোক।' তাহা হইতে প্রবাদের সৃষ্টি। দুর্দিন গিয়া সুদিন আসুক এই অর্থে। ]

*৩২৬৮ গোঁজামিল দেওয়া।

*৩২৬৯ গোড়া কেটে আগায় জল।

[ সা প্র—'গোড়ায় কাটিয়া আগায় জল।'—ভারতচন্দ্র রচিত সাহিত্যিক প্রবাদ হিসাবে বহুল প্রচলিত। ]

৩২৭০ গোড়া কেটে জলের ঝারা,
মাথায় পা দিয়ে পায়ে ধরা।

[ ঝারা—ধারা হইতে। বৈশাখ মাসে তুলসী গাছের উপর ফুটা হাঁড়িতে যে জল দিবার রীতি প্রচলিত আছে, তাহাকে ঝারা বলে। তু—'উপরে বিচিত্র ঝারা।' —বিজয় গুপ্ত। ]

*৩২৭১ গোড়ায় কোপ মারা।

[ সমূলে উচ্ছেদ করা। ]

*৩২৭২ গোড়ায় গলদ।

[ তু—বিসমিল্লায় গলদ। ]

*৩২৭৩ গোডিম এখনো ভাঙেনি।

[ 'পক্ষীদিগের ডিম হইতে বাহির হইবার পর যে অবস্থা' তাহা গোডিম। —জ্ঞানেন্দ্রমোহন। শিশুর ছয় মাস বয়স পর্যন্তও গোডিম অবস্থা বলা হয়। ]

*৩২৭৪ গোড়ে গোড় দেওয়া।

*৩২৭৫ গোত্র হারিয়ে কাশ্যপ।

[ তু—হারিয়ে মারিয়ে কাশ্যপ। ]

*৩২৭৬ গোদা পায়ে আলতা, থ্যাদা নাকে নথ।

৩২৭৭ গোদা মামা নমস্কার, বাপু তোমার বচনেই পুরস্কার।

*৩২৭৮ গোদা পায়ে মল।

[ পা—······আল্‌তা। ······পাশুলি। ]

*৩২৭৯ গোদা পায়ে লাথি।

*৩২৮০ গোদার গোদ-নিন্দা।

[ তু—চালুনির ছুঁচ নিন্দা। ]

*৩২৮১ গোদের ওপর বিষফোঁড়া।

[ স—গণ্ডস্য উপরি বিস্ফোটকঃ বা পিণ্ডকঃ। প্রাকৃতেও বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। ]

৩২৮২ গোদেরে ক'য়ো না গোদ, পিরীতে ক'য়ো পানিফোট।

[ পানিফোট—পানিস্ফোটক বা জল বসন্ত। ]

৩২৮৩ গোনের নেয়ে, বেগোনে মরে ধেয়ে।

গোনের নেয়ে—যে নেয়ে সাধারণতঃ গুণ টানিয়া নৌকা চালাইতে অভ্যস্ত। বেগুণে—গুণ টানা ব্যতীত। ]

*৩২৮৪ গোপাল সিংহের বেগার।

[ পা—'হরিনাম করা না গোপাল সিংহের বেগার।' বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহ তাঁহার রাজ্যের প্রজাদের ধরিয়া জোর করিয়া হরিনাম লওয়াইতেন। ]

৩২৮৫ গো পো, চোখে থো।

[ গরু এবং পো বা পুত্রকে সর্বদা চোখে চোখে রাখিবার আবশ্যক হয়। ]

*৩২৮৬ গোঁফ-খেজুরে।

চূড়ান্ত অলস। গোঁফের উপর পাকা খেজুরটি পড়িয়া থাকা সত্ত্বেও যে তাহা মুখের ভিতর পূরিয়া দিবার ক্লেশ স্বীকার করে না। ]

৩২৮৭ গোঁফ দেখলেই শিকারী বেরাল চেনা যায়।

[ পা—'শিকারী বেরালের গোঁফ দেখলেই চেনা যায়।' ]

৩২৮৮ গোঁফ নেইকো কোনো কালে,
দাড়ি রেখেছেন তোবড়া গালে।

৩২৮৯ গোঁফ রাখতেও ইচ্ছা, ঝোল খেতেও ইচ্ছা।

*৩২৯০ গোঁফে তা দিয়ে বুদ্ধি পাকান।

৩২৯১ গোঁফের বাহার বলিহারি, চেপ্‌টা নাকে চটক ভারি।

৩২৯২ গোবধের সময় খুড়ো কর্তা।

*৩২৯৩ গোবর-কুড়ে পদ্মফুল।

[ পা—'গোবরে পদ্মফুল'। কুড়—কুণ্ড হইতে, গোবরের গাদা অর্থে। তু—সার কুড় বা সারের কুণ্ড। ]

*৩২৯৪ গোবর-গণেশ।

[ তু—জড় ভরত। এখানে গোবরের সঙ্গে গণেশের সম্পর্ক কি করিয়া হইল, তাহা বিবেচ্য। গণেশ তাহার স্থূল বপুর জন্য নিষ্ক্রিয় এই ভাব হইতে ইহা আসিয়া থাকিবে। ]

৩২৯৫ গোবর গাদা উঁচু হলেই কি,
রাজবাড়ী নীচু হলেই কি।

*৩২৯৬ গোবর দিয়ে ঘাস এলান।

[ এলান—খাওয়ান। ঘাসের সঙ্গে গোবর মিশিলে সেই ঘাস গরু কদাচ খায় না। ]

৩২৯৭ গোবরে ধুতুরা ফুল, হাটে নে' গেলে তিন কড়া মূল।

*৩২৯৮ গোবরে পদ্মফুল।

[ 'গোবর কুড়ে পদ্মফুল' দেখ। ]

৩২৯৯ গোবরে পোকা গোবর খোঁজে, বেঙ খোঁজে ডোবা।
সিংহাসনে বসালেও রাজা হয় না ধোবা॥

৩৩০০ গোবরে-পোকা পদ্মমধু খেতে সাধ।

৩৩০১ গোবরে-পোকা পিদ্দিম নেভাবার আঁধি।

[ আঁধি—চোখ অন্ধকারকারী ধূলো ঝড়। ]

৩৩০২ গো-ভাগাড়েই শকুনি পড়ে।

[ তু—শকুনির দৃষ্টি ভাগাড়ে। ]

৩৩০৩ গো-ভাগ্য নেই, এঁটুলি ভাগ্য আছে।

*৩৩০৪ গোমড়াকে মুচির পার্বণ।

৩৩০৫ গোয়া না হয় যদ্দূর, ঠ্যাং মেলে তদ্দূর।

৩৩০৬ গোয়ালপাড়ার নৌকা হাটখোলার নীচে ডোবে।

৩৩০৭ গোয়ালে দুধাল গাই, গোলায় যার ধান।
পুকুরেতে মাছ ভরা, টাকায় নেই টান।
পুত যার লেখে-পড়ে, খায় দুধ ভাত।
কলিকালে মানুষ নয়, সেই জগন্নাথ॥

*৩৩০৮ গোঁয়ার গোবিন্দ।

[ গোঁয়ার—গ্রামনর হইতে, কিংবা গর্ভরূপ গাবর তাহা হইতে। গোবিন্দ শব্দের এখানে কোন বিশেষ অর্থ নাই। ]

*৩৩০৯ গোঁয়ারের মরণ খোঁয়াড়ে।

[ খোয়াড়ে—কারাগারে। ]

৩৩১০ গোর দিয়ে এলেও তিন রুটি, ব'সে খেলেও তিন রুটি।

[ গোর দিয়ে—কবর দিয়া আসিলে বা কোন সৎকাজ করিলে। ]

*৩৩১১ গোলা খা' ডালা।

[ গোলা বা কামানের গোলা খাইয়া ফেলিলাম এই অর্থে উর্দু ভাষার প্রয়োগ। নিজের কৃতিত্ব প্রকাশ করিবার জন্য ভণ্ড ফকির কামানের ফাঁকা আওয়াজের সামনে দাঁড়াইয়া মূর্খ শিষ্যদিগকে বুঝাইতেছে যে সে কামানের গোলা খাইয়া ফেলিয়াছে। পা—'গুলি খা ডালা।' ইহা গুলিখোরের উক্তি হওয়াও স্বাভাবিক। ]

৩৩১২ গোলা নেই তার লক্ষ্মীবার।

[ লক্ষ্মীবার—লক্ষ্মী পূজার বার বা বৃহস্পতিবার। গোলা বা ধানের গোলা। ]

৩৩১৩ গোলাপ জল দিয়ে ছোঁচান।

[ ছোঁচান—শৌচকর্ম করা। ]

৩৩১৪ গোলাপ-বাগে কুকুর-শোঁকা।

[ কুকুর শোঁকা—একপ্রকার নিকৃষ্ট গাছের নাম।]

৩৩১৫ গোলাপ-বাগে কুকুর হাগে।

*৩৩১৬ গোলাপে কাঁটা।

[ কমলে কণ্টক হইতে। ]

৩৩১৭ গোলাম যদি বাদশা হয়, রাত্রিকালেও ছাতা বয়।

৩৩১৮ গোলার ধান ইঁদুরে খায়,
পোঁদে কুঁড়ো মেখে চাল্‌কি কবলায়।

[ চালকি—চালবিক্রেতা। তু—চায় লয় চালকি ঘরে, কড়ি চাইলে তারে মারে।—কবিকঙ্কণ। কবলান—স্বীকার করা। ]

*৩৩১৯ গোলে-মালে চণ্ডীপাঠ।

*৩৩২০ গোলে হরিবোল।

[ গোলমালের মধ্যে কাজে ফাঁকি দিয়া দায়িত্ব হইতে মুক্তিলাভ। ]

*৩৩২১ গোল্লায় যাওয়া।

*৩৩২২ গোষ্ঠীর মাথা।

[ পা—···পিণ্ডি। ]

*৩৩২৩ গোসাঘর।

৩৩২৪ গোঁসাই ঠাকুর মরে, মানরক্ষার তরে।

৩৩২৫ গোঁসাই দণ্ডবৎ, গরু চুরি করলে পরে দক্ষিণমুখী পথ।

[ দক্ষিণমুখী—দক্ষিণদিকের অধিপতি যম, এই অর্থে দক্ষিণদিকে মৃত্যুর দিকে। গরু চুরি করিলে মৃত্যু অনিবার্য এই অর্থে। ]

৩৩২৬ গোঁসাইয়ের চেয়ে কসাই ভাল।

*৩৩২৭ গোস্বামী মতে।

৩৩২৮ গোলোক তুল্য ধাম, রামতুল্য নাম॥

*৩৩২৯ গৌরচন্দ্রিকা।

[ ভূমিকা বা সূচনা। গৌরচন্দ্রিকা দ্বারা পদাবলী কীর্তনের সূচনা হয় এই অর্থে। ]

৩৩৩০ গৌর হ'তে বাকি কি।

[ গৌরাঙ্গ দেবের আবির্ভাব হইতে অথবা সন্ন্যাসী হইতে। ]

*৩৩৩১ গৌরবে বহুবচন।

৩৩৩২ গৌরী লো। ঝি, তোর কপালে বুড়ো বর আমি করব কি।

[ ছেলেখেলার ছড়া, তথাপি প্রবাদরূপে ব্যবহারের যোগ্য। ]

*৩৩৩৩ গৌরীসেনের টাকা।

[ অপব্যয়ের অর্থ। গৌরীসেন নামক কোন ব্যক্তি নির্বিচার দান করিবার খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, তাহা হইতে। ]

৩৩৩৪ গ্রহণের শ্রাদ্ধ যতদূর হয়।

*৩৩৩৫ গ্রন্থকীট।

[ Book-Worm এই ইংরেজি বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছের বাংলা অনুবাদ। প্রকৃতপক্ষে বাংলার নিজস্ব শব্দগুচ্ছ নহে। ]

*৩৩৩৬ ঘটকালি করতে গিয়ে বিয়ে ক'রে আসা।

৩৩৩৭ ঘট গড়তে পারে না, মেটের বায়না চায়।

[ মেটে—মাটির কলসী। ]

*৩৩৩৮ ঘটি কেনা গঙ্গাস্নান।

৩৩৩৯ ঘটি গড়তে ভাঁড় হল।

৩৩৪০ ঘটি ছিল না ঘটি হলো,
জল খেয়ে খেয়ে বাচ্চা মলো।

৩৩৪১ ঘটিটাই নেয় কি বাটিটাই নেয়।

৩৩৪২ ঘটি ভাঙলে কাঁসারী পায়,
ঝি রাঁড় হলে বাপের বাড়ী যায়।

*৩৩৪৩ ঘটিরাম ডেপুটি।

[ দীনবন্ধুর রচনা হইতে। দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত অযোগ্য ব্যক্তি। ]

৩৩৪৪ ঘটির তলায় দিয়ে আঠা, যোগে-যাগে কাল কাটা।

*৩৩৪৫ ঘটে পটে পূজা।

৩৩৪৬ ঘড়া চিনা যায় ময়দানত্, কুটুম চিনা যায় নিদানত।

[ ঘড়া—ঘোড়া, নিদানত্—দুঃসময়ে। ]

*৩৩৪৭ ঘড়িক্কে ঘোড়া ছোটা।

[ ঘড়িক্কে—ঘড়িতে ঘড়িতে বা ঘণ্টায় ঘণ্টায়। ছোটা—ছুটে। অর্থাৎ ঘণ্টায় ঘণ্টায় মত পরিবর্তন করা ]

৩৩৪৮ ঘণ্টা গরুড় খাড়া থাকেন, কাচেন কাপের কাচ।

[ ঘণ্টা গরুড়—ঘণ্টায় অঙ্কিত গরুড়। দে ইহার অর্থ করিয়াছেন, 'অকর্মণ্য খোসামুদে ব্যক্তি'। কিন্তু ইহার অর্থ অলস, নিষ্ক্রিয় বা অকর্মণ্য হওয়াই সম্ভব। তু—'চিত পুত্তলী' বা চিত্রিত পুত্তলী ; খোসামোদে হইবার ভাব দেখা যায় না। কাচেন—অভিনয়ার্থ রূপ সজ্জা গ্রহণ করিয়া নাচেন, এখানে সঙ্ সাজিয়া নাচেন। কাপ—কৌতুক, এখানে 'ছলনা' ( দে ) নয় বলিয়া মনে হয়। ]

৩৩৪৯ ঘণ্টা নেড়ে দুর্গোৎসব, ইতুপূজায় ঢাক।

*৩৩৫০ ঘণ্টার গরুড় যথা।

*৩৩৫১ ঘন দুধের ফোঁটা, বড়মাছের কাঁটা।

৩৩৫২ ঘন ঘন খবর লয়, বিয়াইনে নি সাদী বয়।

[ বিয়াইনে বা বৈবাহিকা পুনরায় বিবাহ করিবেন কিনা সেই সংবাদ লইয়া থাকে। ]

৩৩৫৩ ঘর আর বর, মাঘ ফাগুনে কর।

[ মাঘ এবং ফাল্গুন মাসে গৃহ নির্মাণ এবং বিবাহ উভয়ই প্রশস্ত। ]

৩৩৫৪ ঘরকন্না করতে গেলে ঘটিবাটির সঙ্গে ঝগড়া হয়।

৩৩৫৫ ঘর করবে গুটি গুটি, পুকুর দেবে একটি।

*৩৩৫৬ ঘর করবে ঝুপড়ি, বউ করবে থুপড়ি।

[ থুপ্‌ড়ি শব্দের অর্থ স্পষ্ট নহে। অন্যত্র আছে, 'বউ আন্‌বে ফেঁওড়ী বা ফেদরী'। প্রত্যেকটি শব্দেরই অর্থ

অস্পষ্ট। সুতরাং ইহা হইতে গৃহস্থের কোন্ বধূ আদর্শ তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না।]

৩৩৫৭ ঘর করেছে, দুয়ার নাই।

[ইহা 'ডিম' সম্পর্কিত একটি ধাঁধাও হইতে পারে। তু—ঘর আছে, দুয়ার নাই—ডিম (ধাঁধা)।]

৩৩৫৮ ঘরকী মুরগী দাল বরাবর।

[হিন্দী ধাঁধা, বাংলায়ও প্রযুক্ত। ঘরের মুরগী ডালের মত।]

৩৩৫৯ ঘরগিন্নী কেউ নয়, পরে মারেন দই।

৩৩৬০ ঘরচোরে পার নেই।

[পা—ঘরচোরকে এঁটে ওঠা দায়।]

৩৩৬১ ঘর ছাইতে পোয়াল নাই, পাকা সেতখানা।

[সেতখানা—পায়খানা।]

৩৩৬২ ঘরজামাই আধা চাকর সর্বলোকে বলে।
বাপ-দাদার নাম নেই, ফল্নীর জামাই বলে॥

৩৩৬৩ ঘরজামাই আনলাম কামাই খাবার আশে।
থক্ দে'রে, ঘরজামাই গেঁটের কড়ি নাশে॥

৩৩৬৪ ঘরজামাই সোয়ামী যার, কানের সোনা নিন্দে তার।

৩৩৬৫ ঘরজামাইয়ের নাম নেই, লোকে বলে ফলনীর জামাই।

৩৩৬৬ ঘরজামায়ে পোড়ার মুখ, মরা বাঁচা সমান সুখ।

৩৩৬৭ ঘরজামায়ে ভাতার যার, কানের সোনা নিন্দে তার।

*৩৩৬৮ ঘরজ্বালানে পরভুলানে।

*৩৩৬৯ ঘর তুল্তে দড়ি, বিয়ে করতে কড়ি।

*৩৩৭০ ঘর থাকতে বাবুই ভেজে।

৩৩৭১ ঘর দেখে দেয়, আর বর দেখে দেয়।

৩৩৭২ ঘরদোর নেই যার, আগুনে কি ভয় তার।

৩৩৭৩ ঘর নষ্ট বড় ভাই পাগল।

[পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান যদি উচ্ছৃঙ্খল হয়, তবে পরিবার বিনষ্ট হয়।]

*৩৩৭৪ ঘর নেই তার উত্তর শিয়র।

৩৩৭৫ ঘর নেই দুয়ার বাঁধে, মাগ নেই ছেলের জন্য কাঁদে।

৩৩৭৬ ঘর পড়লে ছাগলে মাড়ায়।
রাঁড় হলে সবাই এসে সাঙ্গা করতে চায়॥

৩৩৭৭ ঘর পুড়িয়ে খেলে কাঠের আকাল কি।
কর্জ ক'রে খেলে টাকার আকাল কি॥

*৩৩৭৮ ঘর পোড়া, আলো দান।

৩৩৭৯ ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘে ডরায়।
[ পা—···মেঘ দেখলে ভয় পায়। ]

৩৩৮০ ঘরপোড়ার কাঠ, যা পাই তাই লাভ।

*৩৩৮১ ঘরপোড়ার আগুনে টিকে ধরান।
[ পা—ঘরপোড়ার কাঠে টিকের আগুন। ]

*৩৩৮২ ঘরপোড়ার কাঁসা আদায়।

৩৩৮৩ ঘর পোড়ে, ফিঙে ধোঁয়া খায়।

৩৩৮৪ ঘর ফাঁদবে ছাইবে না, ধার দেবে ত চাইবে না।

৩৩৮৫ ঘর বলে—নাম হোক্,
টোকা মাথায় দিয়ে থাকতে হোক্।

৩৩৮৬ ঘর বলে—ভেঙে দে', বিয়ে বলে—জুড়ে দে'।

৩৩৮৭ ঘর বাঁধো খাটো, গরু কেনো ছোট।
বউ করো কালো, তাই গেরস্থের ভালো॥

*৩৩৮৮ ঘর বার করা।

*৩৩৮৯ ঘর বাসি দোর বাসি, গিন্নী করেন পঞ্চগ্রাসী।

৩৩৯০ ঘর ভাল তাই কথা রয়, নিত্যি বউয়ের ছেলে হয়।

৩৩৯১ ঘরভেদী লঙ্কা ধায়, নায়ে আঁটে না শুয়ে যায়।

*৩৩৯২ ঘরভেদী বিভীষণ।
[ ঘর ভেদী—গৃহে বিভেদ সৃষ্টিকারী। ]

*৩৩৯৩ ঘরভেদে রাবণ নষ্ট।

৩৩৯৪ ঘরমুখো বাঙালী, রণমুখো সেপাই।

৩৩৯৫ ঘর-যাওনী স'রে পড়ে, দুয়ার-ধরণী প'ড়ে মরে।

৩৩৯৬ ঘর যে সে হয় পর, পর যে সে হয় ঘর।

৩৩৯৭ ঘর সর্বস্ব ঘরে, নেকা আজুলী ভারে।

[ পা…আদুলী বা আদুরী…। ঘর যাহার সর্বস্ব সে ঘরেই থাকে, নেকা আদুরী ভারে এখানে কাঁধে কাঁধে থাকে। ]

৩৩৯৮ ঘর সর্বস্ব তোমার, চাবিকাঠিটি আমার।

৩৩৯৯ ঘর স্থির আগে করে, ঘরণী স্থির তার পরে।

*৩৪০০ ঘরামির ঘর আল্‌গা।

[ পা—হুঁদা। 'ঘরামি গৃহনির্মাণকারীর নিজের ঘরের চালে ফুটা। আলগা শব্দের অর্থে বাঁধন নাই বুঝাইতেছে।' অনুরূপ অর্থে পূ. বা. প্র.—'ছাপরবন্দের টুলি উদাম। ]'

৩৪০১ ঘরামির ভাঙা ঘর, বত্তির বউয়ের নিত্যি জ্বর।

*৩৪০২ ঘরামির মটকা আদুল।

[ মটকা—ঘরের দুইটি চাল যেখানে উপরের দিকে একত্র মিলিত হয়। আদুল—খোলা। ]

৩৪০৩ ঘরে আখা বাইরে রান্ধে,
অল্প কেশ ফুলাইয়া বান্ধে।
ঘন ঘন চাহে উলটি ঘাড়,
এ গৃহিণীতে ঘর উজাড়।

[ বচন। ]

*৩৪০৪ ঘরে আগুন দিয়া খাড়ু দেখানো।

*৩৪০৫ ঘরে আড়া, ঘাটে পাতরা।

[ আড়া—ধান মাপিবার পাত্র। একত্র প্রয়োজনীয় জিনিস বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত। ]

৩৪০৬ ঘরেও ঢোকে, পাও কাঁপে।

৩৪০৭ ঘরে কেন আলো।
গিন্নী গেছেন বনভোজনে, সবাই আছে ভালো॥

৩৪০৮ ঘরে ঘরে চুরি, তাই ত প্রাণ ধরি।

৩৪০৯ ঘরে চাল যার, দোয়াড়ে মাছ তার।

[ পা—'যার ঘরে' ভাত, তার দোয়াড়ে মাছ।' দোয়াড়ে স্থলে ডোবায়। ঘরে চাল থাকিলে মাছও হয় এই অর্থে। দোয়াড়ে শব্দটি দ্বারে বা দুয়ারের বিকৃতিও হইতে পারে। কিংবা ইহার অর্থ মাছ থাকিবার গর্ত ( পূ. বা আথাইল ) বুঝাইতে পারে। ]

৩৪১০ ঘরেতে নাহিক অন্ন, তার নাম দাতা কর্ণ।

৩৪১১ ঘরে থাকতে নানা বিধি, খেতে দেয় না দারুণ বিধি।

৩৪১২ ঘরে নাই ইন্দি, ভজরে গোবিন্দি।

৩৪১৩ ঘরে নাই গুটা বান্ধ, পাগড়ি বান্ধে তেড়া।

৩৪১৪ ঘরে নাই, তাই খাই খাই।

৩৪১৫ ঘরে নাটি, তাই বড় খাঁই।

[ খাঁই—খাইবার জন্য অতিরিক্ত লোভ। তু—নাইয়ের ঘরে খাঁইয়ের বাসা। যেখানে অভাব, সেখানেই অতিরিক্ত লোভ। ]

৩৪১৬ ঘরে নাই সম্ভাবনা, বাইরে তাই বাবুয়ানা।

৩৪১৭ ঘরে নেই অষ্টরম্ভা, বাহিরেতে কোঁচা লম্বা।

৩৪১৮ ঘরে নেই আথ, দুয়ারে বাজে ঢাক।

[ আথ—সম্ভবত আঁক, আলপনা অর্থে। নতুবা 'আথ' শব্দের এখানে কোন সার্থকতা নাই। ]

৩৪১৯ ঘরে নেই ইন্দী, ভজরে গোবিন্দি।

৩৪২০ ঘরে নেই এক কড়া, তবু নাচে গায়ে-পড়া।

৩৪২১ ঘরে নেই খড়, ঢেঁকশালে পরচালা।

[ তু—'আসল ঘরে মশাল নাই ঢেঁকিশালে চাঁদোয়া'। ]

৩৪২২ ঘরে নেই খরচি, জোলাপ খেয়ে মরছি।

[ খরচি—খরচ অর্থাৎ অর্থ ব্যয় করিবার সামর্থ্য। দে 'জাল বুনিবার কাঠি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু ইহার সঙ্গে জোলাপ খাওয়ার কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে

করা যাইতে পারে না। জোলাপ খাওয়ার অর্থ পাকস্থলী শূন্য করিয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা।]

৩৪২৩ ঘরে নেই ঘটী-বাটি, কোমরে মেলাই চাবি-কাঠি।

৩৪২৪ ঘরে নেই চাউল পাত, চড়িয়ে দে' ঘি-ভাত।

৩৪২৫ ঘরে নেই চেরাগ, মশজিদে দেয় চেরাগ।

৩৪২৬ ঘরে নেই দশটি পথে পথে ফষ্টি।

৩৪২৭ ঘরে নেই দু'কড়া, উঠোনময় কুঁকড়া।

৩৪২৮ ঘরে নেই ধান এক সলি, আড়াই হাত মরাই তুলি।

[সলি—ধানের গ্রাম্য হিসাব, এক 'কিলো'র কিছু বেশি।]

৩৪২৯ ঘরে বাজে ফুটো তবলা, লোকে বলে নবদ বাজে।

[নবদ—নহবৎ।]

৩৪৩০ ঘরে নেই ভাজাভুজা, নিত্য করেন গোঁসাই পূজা।

৩৪৩১ ঘরে নেই ভাত, কোঁচা তিন হাত।

৩৪৩২ ঘরে নেই ভাত, ধর্মের উপোস।

[ধর্ম—ধর্মঠাকুর বা ধর্মরাজ ঠাকুর, সূর্য দেবতা।]

৩৪৩৩ ঘরে নেই ভুজা ভাণ্ড, ছোঁড়ার নাম ভুগ্‌গোরাম।

[পা—...ফুটা ভাঁড়...। 'দেশে নাই যা, ছেলে চায় তা।' 'দেশে নাই যা বউয়ের সাধ তা।' 'যা নেই দেশে পেতে, তাই চায় বাছা খেতে।' ভুজা—ভোজ্য, খাইবার যোগ্য।]

৩৪৩৪ ঘরে নেই যা, বাছা মাগে তা।

৩৪৩৫ ঘরে পান পরশ তুল্য, বাহিরে এলাচ চায়।

[পরশ তুল্য—পরশ পাথরের মত দুর্লভ।]

৩৪৩৬ ঘরে বসিয়ে মাইনে দেয়, এমন মনিব কোথা পায়।

*৩৪৩৭ ঘরে ব'সে রাজা উজীর মারা।

*৩৪৩৮ ঘরে ব'সে রাজার মাকে ডাইনী বলা।

[পা—'আড়ালে রাজার মাকে সবাই ডাইনী বলে।']

৩৪৩৯ ঘরে বাইরে এক মন, তবে হয় কৃষ্ণভজন।

৩৪৪০ ঘরে ভাত না থাকলে শালগ্রামের সোনা বেচে খায়।

৩৪৪১ ঘরে ভাত নেই চোপায় দড়।

৩৪৪২ ঘরে ভাত নেই দোরে চাঁদোয়া।

৩৪৪৩ ঘরে সজ্‌নে সেজে, মিন্‌সে তা-ও না বোঝে।

৩৪৪৪ ঘরে ভাত নেই, নাঙে ঢেলায়।

[ নাঙ্‌—লাঙ্‌, উপপতি। ঢেলায় শব্দের অর্থ ঢলায় বা ঢলাঢলি করে। উপপতির সঙ্গে ঢলাঢলি করে। তু—'হাড়ী ত ভাত নাই নিতি আবেশী'—চর্যাপদ ]

৩৪৪৫ ঘরে ভাত নেই, যত্নে ঘাট নেই।

[ ঘাট—কম। ]

৩৪৪৬ ঘরে যে ভাত সেজে না, তা ত আর লোকে বোঝে না।

৩৪৪৭ ঘরে নাই ভিজা ভাং, কাড়া বাজায় ধাং ধাং।

[ কাড়া—বাদ্যযন্ত্র। ]

৩৪৪৮ ঘরের আপদ বিয়ের ঘরকে যা।

[ বিয়ের ঘরকে—বিবাহের ঘরে অর্থাৎ বরযাত্র হইয়া। তু—'যে আছে ঘরের শত্রু, সেই যাক বরযাত্র।' ]

৩৪৪৯ ঘরের ইঁদুর কাটে বেড়, কেউ কখনো পায় না টের।

৩৪৫০ ঘরের ইঁদুর বাস কাট্‌লে, ধরে তারে কে।

[ পা—···বান···। বাঁধ বা বন্ধন। 'বান' শব্দই অধিকতর সার্থক। বাস—বস্ত্র। তু—'ঘরের ইঁদুর কাটলে বান্‌, কি ক'রে আর যায় কুলান।' ]

*৩৪৫১ ঘরের কড়ি দিয়ে নায়ে ডুবে মরা।

*৩৪৫২ ঘরের কড়ি দিয়ে বিদায় করা।

৩৪৫৩ ঘরের কথা পরকে কয়, তারে কয় পর।
চৈত্র মাসে কাঁথা গায়, তারে কয় জ্বর॥

৩৪৫৪ ঘরের কাঠ উইয়ে খায়, কাঠ কুড়াতে বনে যায়।

*৩৪৫৫ ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান।

[ পা—ঘরের ভাত খেয়ে পরের··· । ]

৩৪৫৬ ঘরের গরু ঘরের ঘাস খায় না।

*৩৪৫৭ ঘরের গাছা, পেটের বাছা, পুকুরের মাছা।

[ গাছা—এখানে গাছ, প্রদীপাধার নহে। যেমন, মাছা—মাছ। একান্ত আপনার বস্তু বুঝাইতে। ]

৩৪৫৮ ঘরের গুণে মেঝের মাটি, কথায় কথায় ঝিকরে উঠি।

[তু—'মেজ বউ মেঝের মাটি সকল কথায় ঝাঁঝের মাটি।' ঘরের গুণে বা পরিবারের জন্য মেঝের মাটিও কথায় কথায় ঝঙ্কার দিয়া উঠে। ]

৩৪৫৯ ঘরের গুণে সিজায় মাটি, যে আসে সে বিয়ায় বেটী।

[ সিজায়—সিদ্ধ হয়। মাটি যাহা স্বভাবতঃই সুশীতল, তাহাও তপ্ত হয় এই অর্থে। ঘরের—পরিবারের। ]

*৩৪৬০ ঘরে ছেলে ঘরে ফেরা।

*৩৪৬১ ঘরের ঢেঁকি কুমীর।

[ ঢেঁকি—গৃহস্থের অপরিহার্য বস্তু, তাহাও যদি কুমীর বা শত্রু হইয়া উঠে, তবে তাহার যে অবস্থা হয়, তাহাই বুঝাইবে। ]

*৩৪৬২ ঘরের ধন ফেলে পরের ধন আগলান।

৩৪৬৩ ঘরের পাপ বুড়ী, পেটের পাপ মুড়ি।

[ পা—বাড়ীর পাপ বা শত্রু…। ইহাতে অকর্মন্যা বৃদ্ধাদের সম্পর্কে পারিবারিক মনোভাব ব্যক্ত হইতেছে। মুড়িও পেটের পক্ষে অনিষ্টকর ইহাও বক্তব্য। ]

৩৪৬৪ ঘরের ভাত দিয়ে শকুনি পোষে,
গোয়ালের গরু ঢেঁকে বসে।

*৩৪৬৫ ঘরের ভাত বেশি ক'রে খাওয়া।

*৩৪৬৬ ঘরের ভাতে পরের ছেলে।

*৩৪৬৭ ঘরের মধ্যে আধঘরা।

৩৪৬৮ ঘরের মধ্যে তিন জন, হেগে গেল কোন্ জন।

৩৪৬৯ ঘরের মা ভাত পান না, পরের মায়ের তরে কান্না।

*৩৪৭০ ঘরের লোহা কামারের দোকানে।

[ পা—ঘরের সোনা সেকরার… ]

*৩৪৭১ ঘরের শত্রু বিভীষণ।

[ পা—ঘরসন্ধানী…বা ঘরের সন্ধান যে দেয়। ]

৩৪৭২ ঘরের ষাঁড়ে পেট ফাঁড়ে।

৩৪৭৩ ঘরে শুধু শাক-সজনা, বাইরে তবু বাবুয়ানা।

৩৪৭৪ ঘষলে পাথর ক্ষয়ে যায়।

[ পা—ঘষতে ঘষতে পাথরও… ]

৩৪৭৫ ঘষে মেজে রূপ, আর ধ'রে বেঁধে সোহাগ।

৩৪৭৬ ঘা গেল, ঘাড়ের পোকাও গেল।

*৩৪৭৭ ঘাট মানা।

*৩৪৭৮ ঘাঁটি আগলানো।

*৩৪৭৯ ঘাটে এসে নাও ডোবান।

৩৪৮০ ঘাটে গেছল জায়ের মা, দেখে এল বাঘের পা।
সে দেখলে, আমি শুনলাম, মরি বর্তি বাঘ দেখলাম॥

৩৪৮১ ঘাটের না' ঘাটে, মাঝি বেটা হাটে।

*৩৪৮২ ঘাড় পাতা।

*৩৪৮৩ ঘাড় ভাঙ্গা।

৩৪৮৪ ঘাটের লাথি, হাটের কিল, যার কপালে যেমন মিল।

*৩৪৮৫ ঘাড়ে কেন কাত, ওই এক জাত।

*৩৪৮৬ ঘাড়ে পড়া।

*৩৪৮৭ ঘাড়ে ভূত চাপা।

*৩৪৮৮ ঘাড়ে হাগা।

[ তু—মুখে মোতা। ]

*৩৪৮৯ ঘাড়ের উপর কটা মাথা।

[ পা—কার ঘাড়ে কটা মাথা। ]

*৩৪৯০ ঘানি টানতে গাঁ সুদ্ধ ডাকা।

*৩৪৯১ ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়া।

[ ম্যালেরিয়া জ্বরের ইহাই লক্ষণ। বিপদ হইতে পরিত্রাণ অর্থে। ]

৩৪৯২ ঘায়েই মাছি বসে।

*৩৪৯৩ ঘায়ে লঙ্কার গুঁড়ো।

[ তু—কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা। ]

৩৪৯৪ ঘা শুকায়, কথা শুকায় না।

৩৪৯৫ ঘা শুকোলেও চিহ্ন থাকে।

*৩৪৯৬ ঘাসকাটা।

[ পা—ঘোড়ার ঘাস কাটা। অর্থকরী কোন কাজ না করা। ]

৩৪৯৭ ঘাসের বীচি খাই না।

[ পা—আমরা কি ঘাস খাই ? ]

৩৪৯৮ ঘি আগুনের কাছে রাখলে উনায়।

*৩৪৯৯ ঘি আদুড়, ঘোল ঢাকা।

[আদুড়—আদুল বা খোলা। মূল্যবান্ জিনিস সামলাইয়া না রাখিয়া অকিঞ্চিৎকর জিনিসের প্রতি সতর্কতা।]

৩৫০০ ঘি কোথায় পড়ল ? ডালেই পড়ল।

[ পা—ঘি কোথায় পড়্ল, না যজ্ঞিতে। ]

৩৫০১ ঘি খাচ্ছেন, দুধে আঁচাচ্ছেন।

৩৫০২ ঘি খেয়ে ছেলে উনায়, কুঁড়ো খেয়ে ছেলে দুনায়।

[ উনায়—হ্রাস পায়, এখানে রোগা হয়। দুনায়—দুনা বা দ্বিগুণ হয় বা মোটা হয়। কুঁড়ো—ক্ষুদের কুঁড়ো বা জাউ। ]

৩৫০৩ ঘি দিয়ে ভাজ নিমের পাত,
নিম ছাড়ে না আপন জাত।

*৩৫০৪ ঘি পড়ল যজ্ঞে।

[ যজ্ঞে—যথাস্থানে অর্থে। ]

৩৫০৫ ঘি-ভাত খেতে ঠোঁট পুড়ল।

৩৫০৬ ঘিয়ে আয়ু বৃদ্ধি, দুগ্ধে বাড়ে বল,
অন্নে শরীর পুষ্ট, শাকে বাড়ে মল।

*৩৫০৭ ঘুঘু অথবা বাস্তু ঘুঘু।

[ ধূর্ত অর্থে। ]

*৩৫০৮ ঘুঘু চরানো।

[ অতি ধূর্ত লোকের কাজ, যে ঘুঘুর মত ধূর্তকেও চরাইয়া খাইতে পারে। ]

৩৫০৯ ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি।

৩৫১০ ঘুঘু বারে বারে ধান খেয়ে যাও, ফাঁদ ত চিন না।

৩৫১১ ঘুঁটে কাঠ কুড়াতে গেনু, মহীপালের গীত পেনু।

[ মহীপালের গীত—বাংলাদেশে অধুনালুপ্ত গীতিকা। পাল রাজবংশের রাজা মহীপালের কীর্তিগাথা অবলম্বন করিয়া রচিত। অন্যত্রও ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন, 'ধান ভান্‌তে মহীপালের গীত।' ষোড়শ শতাব্দীর কবি বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন, 'যোগীপাল ভোগীপাল মহীপাল গীত। শুনিতে সকল লোক আনন্দিত॥'—চৈতন্যভাগবত। ]

৩৫১২ ঘুঁটে কুড়ানী ছিল, পেল রাজপুত্তুর বর।
মুড়ি মুড়কি দেখে বলে—কি গাছের ফল॥

৩৫১৩ ঘুঁটে-কুড়ানীর বেটা ভাঙা গাঁয়ের মোড়ল।

৩৫১৪ ঘুঁটে-কুড়ানীর বেটার উড়ান গায়।

৩৫১৫ ঘুঁটে-কুঁড়ানীর বেটার নাম চন্দনবিলাস।

৩৫১৬ ঘুঁটে-কুড়ানীর বেটা সদর নায়েব।

[ জমিদারী প্রথা প্রবর্তিত থাকিবার কালে বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন জমিদারের কর্মচারী। ]

৩৫১৭ ঘুঁটে-কুড়ানীর বেটা স্বর্গে যায়।

৩৫১৮ ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে, সবার একদিন আছে শেষে।

*৩৫১৯ ঘুড়ির প্যাঁচ।

৩৫২০ ঘুণাক্ষরে না বলা।

[ অজ্ঞাতসারেও না বলা। ঘুণের অক্ষর—লেখা ( ? )-র মত। ]

৩৫২১ ঘুন্‌সিতে কি করে, মুদোয় প্রাণ হারে।

[ ঘুনসি—সূতোয় পাকানো দড়ির মত কোমরের বন্ধনীরূপে ব্যবহৃত হয়। মুদো—স মুদ্রা হইতে তাবিজ।]

৩৫২২ ঘুম নেই চোরের, ঘুম নেই ঢেমনের।
ঘুম নেই ধনীর, ঘুম নেই নির্ধনীর॥

[ ঢেমন—স্ত্রী-পুরুষের অবৈধ প্রণয়সংঘটক। পূর্ব বঙ্গে 'ঢেম্‌না' রূপেও ব্যবহৃত। ]

৩৫২৩ ঘুম নেই রোগীর, ঘুম নেই ভোগীর।
ঘুম নেই যোগীর, ঘুম্‌ নেই শোকীর॥

৩৫২৪ ঘুমে চিনে না মুরদারের খাট।
প্রেমে চিনে না জাত কি অজাত।

[ মুরদা—শব। ]

*৩৫২৫ ঘুম না হওয়া।

৩৫২৬ ঘুম পাড়ানি মাসিপিসি।

৩৫২৭ ঘুমন্ত বাঘ চিইও না।

৩৫২৮ ঘুমন্ত বাঘে শিকার ধরে না।

৩৫২৯ ঘুম মানে না ঢেলা বাড়ি, ক্ষিধে বাছে না চিঁড়ে মুড়ি।

[ ঢেলা বাড়ি—ঢেলাপূর্ণ ক্ষেত অর্থাৎ যে ক্ষেত চাষ করিবার পূর্বে কোপাইয়া বা লাঙ্গল দিয়া ঢেলা করিয়া রাখা হইয়াছে। ]

৩৫৩০ ঘুরিয়ে নে' পণের টাকা,
এমন বিয়েতে কাজ নেই, কাকা।

৩৫৩১ ঘুরে ফিরে বারো, ঘরে ব'সে তেরো।

৩৫৩২ ঘুরেও ক্ষুতুর বাপ।
ফিরেও ক্ষুতুর বাপ॥

৩৫৩৩ ঘুলিয়ে খায় গাধা, নাম হারামজাদা।

৩৫৩৪ ঘুষ পেলে আমলা তুষ্ট।

৩৫৩৫ ঘুষকি বাত, হারামজাদ।

*৩৫৩৬ ঘুষের টাকা ফুস্।

৩৫৩৭ ঘৃণা লজ্জা ভয়, তিন থাকতে নয়।

৩৫৩৮ ঘৃত ত্যাজ্য করে মাছি, ঘা দেখলেই ঘটে রুচি।

*৩৫৩৯ ঘেঁটু পূজোতে চিনির নৈবেদ্য।

[ঘেঁটু—খোস-পাঁচড়ার লৌকিক দেবতা। পশ্চিম বাংলার কোন কোন জিলায় তাহার পূজার প্রচলন আছে। সাধারণতঃ রাখাল বালকগণ বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া গান গাহিয়া পূজার ব্যয় সংগ্রহ করে।]

*৩৫৪০ ঘেঁটু পূজোতে ঢোল সানাই।

*৩৫৪১ ঘোঙা উল্‌টানো।

ঘোঙা—শামুকের খোলা। ইহা উল্টাইয়া গেলে শামুক আর চলিতে পারে না। অচল হওয়া অর্থে।]

৩৫৪২ ঘোড়া চিনি কানে, দাতা চিনি দানে।
মানুষ চিনি হাসে, মণি চিনি ভাসে॥

৩৫৪৩ ঘোড়া, জোড়া, পান, না ফিরালেই যান্।

[জোড়া—শাল, জোড় হইতে? পান শব্দ কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না। ফিরাইলে—ফিরাইয়া না লইলে এই অর্থে ব্যবহৃত মনে হয়। তবে পান ফিরাইয়া দেওয়ার অর্থ বিশিষ্ট ব্যক্তির অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা, না ফিরানো অর্থ গ্রহণ।

৩৫৪৪ ঘোড়া জোড়া রোড়া, তিন নয় ক থোড়া।

[পা—⋯বোড়া, এই পাঠই সঙ্গত মনে হয়, নতুবা রোড়া শব্দের অর্থ অস্পষ্ট। দে নুড়ি, কাঁকর অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।]

*৩৫৪৫ ঘোড়াটাও 'টা', শরাটাও 'টা',

*৩৫৪৬ ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া।

*৩৫৪৭ ঘোড়া দেখলেই খোঁড়া।

[ঘোড়া দেখিলে হাঁটিয়া যাইবার অনিচ্ছা, নতুবা অনিচ্ছা নাই।]

*৩৫৪৮ ঘোড়া না হতেই চাবুক।

৩৫৪৯ ঘোড়া নাই চাবুক আছে।

৩৫৫০ ঘোড়া পাগল হয়, ঘোড়সওয়ার পাগল নয়।

*৩৫৫১ ঘোড়া-ভেড়ার এক দর।

৩৫৫২ ঘোড়া হলে চাবুকের অভাব হয় না।

[ তু—গাই কিন্‌লে দোনার অভাব হয় না। দোনা—দোহন করিবার পাত্র। ]

*৩৫৫৩ ঘোড়ায় জিন দিয়ে আসা।

৩৫৫৪ ঘোড়ায় নাদে, ঘাসীকে কিলোয়।

৩৫৫৫ ঘোড়ার কামড় ছাড়ে না।

৩৫৫৬ 'ঘোড়ার খুরে উড়ে গেল পলাসী পরগণা।'

*৩৫৫৭ ঘোড়ার গোয়ালে ভেড়া ঢোকা।

*৩৫৫৮ ঘোড়ার ঘাস কাটা।

*৩৫৫৯ ঘোড়ার চাল চালা।

[ দাবা খেলায় ঘোড়ার চালের একটু বিশেষত্ব আছে, ইহা আড়াই ঘর চলে ; তাহা হইতে। ]

*৩৫৬০ ঘোড়ার ডিম।

৩৫৬১ ঘোড়ার পেট, গাধার পিঠ, খালি থাকে কদাচিৎ।

*৩৫৬২ ঘোড়াশালার বাঁদর।

[ ঘোড়ার গায়ের উকুন বা পোকা বাছিবার জন্য আগে ঘোড়াশালে বাঁদর রাখা হইত, তাহা হইতে। ]

৩৫৬৩ ঘোড়া হলে চাবুক আটকায় না।

*৩৫৬৪ ঘোমটার ভিতর খেম্‌টা নাচ।

*৩৫৬৫ ঘোর কলিকাল।

*৩৫৬৬ ঘোর কীর্তনে মৃদঙ্গ ভঙ্গ।

৩৫৬৭ ঘোরে ফেরে আওয়ালিয়া, তার নাম দাওয়ালিয়া।

[আওয়ালিয়া—আউলিয়া সম্প্রদায়ের ফকির বা দরবেশ। 'এলোমেলো ভাবে' (দে ২৮৫৩) অর্থ এখানে গ্রহণযোগ্য

বিবেচিত হয় না। 'দাওয়ালিয়া' শব্দের অর্থ 'দেউলিয়া' হওয়া সম্ভব। 'দাও' (শস্যচ্ছেদক হইতে ইহার উৎপত্তি (দে, ঐ) বলিয়া মনে হয় না।]

৩৫৬৮ ঘোল কুল কলা, তিনে নষ্ট গলা।

*৩৫৬৯ ঘোল খাওয়ানো।

*৩৫৭০ ঘোল মূত্র সমান জ্ঞান।

[ তু—ঘোলে অম্বলে এক করা। ]

*৩৫৭১ ঘোলের হাঁড়িতে পোঁদ ডুবিয়ে বসা।

৩৫৭২ ঘোষ বোস মিত্র, এরা কুলের অধিকারী।
অভিমানে বালীর দত্ত যান গড়াগড়ি॥

৩৫৭৩ ঘোষকে নেড়ে ভাল।

[ ঘোষকে—ঘোষ হইতে। ]

৩৫৭৪ ঘোষাল রসাল বড়, বন্দ্যঘটি সাদা।

৩৫৭৫ 'ঘ্রাণেন অর্ধ ভোজনম্'।

৩৫৭৬ চক্‌চক্ করলেই সোনা হয় না।

[ ইহা 'All that glitters is not gold' এই ইংরেজি প্রবাদটির বাংলা অনুবাদ বলিয়া মনে হয়। ]

*৩৫৭৭ চক্করে বোড়া।

[ ভয়ঙ্কর হিংস্র; গায়ে চক্রবিশিষ্ট বোড়া সাপ—তাহার মত প্রকৃতি যাহার। ]

৩৫৭৮ 'চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।'

*৩৫৭৯ চক্রের চক্রী চক্রপাণি।

*৩৫৮০ চক্ষু কর্ণে ছ' মাসের পথ।

*৩৫৮১ চক্ষু কর্ণের বিবাদ ঘোচান।

*৩৫৮২ চক্ষু চড়কগাছ।

*৩৫৮৩ চক্ষু ছানাবড়া।

*৩৫৮৪ চক্ষুদান।

[ চক্ষুদান করা চুরি করা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ]

৩৫৮৫ চক্ষু বিনা যেমন অঙ্গ, ভক্তি বিনা সাধুসঙ্গ

*৩৫৮৬ চক্ষুলজ্জা।

*৩৫৮৭ চক্ষের তারা।

*৩৫৮৮ চক্ষের পুতলি।

৩৫৮৯ চটক পাখীতে কিবা পর্বত নেয় তুলি।
ঢোলের মত ডিম পাড়ে খোড়লের বাদুড়ী॥

৩৫৯০ 'চটকস্য মাংসং ভাগশতম্'।

[ তুচ্ছ পরিমাণ বস্তুরও শতভাগ। তু—এক রতি সোনা, দেশ জুড়ে সেঁকড়া। ]

*৩৫৯১ চটি জুতার আবার ফিতে।

৩৫৯২ চড়কা পিঁড়ি, চড়ক ধুতি,
রান্ধে বাড়ে না লাগে কাতি।
স্বামীর সেবা, সাঁঝে বাতি, ডাক বলে—লক্ষ্মীর স্থিতি॥
রৌদ্রে কাঁটাকুটায় রান্ধে, খড় কাঠ বর্ষাকে বান্ধে।
আয়ে ব্যয় করে, শাশুড়ী পুছে, সর্বকালে স্বামীকে পূজে।
অতিথ দেখিয়া লাজে মরে, তবু তার পূজা করে।
ফুট ভাষে ডাক গোয়ালে—এ গৃহিণীতে ঘর না টালে॥
কাঁখে কলসী পানিকে যায়, হেঁটমুণ্ড কা'কেও না চায়।
যেন যায় তেন আইসে, ডাকে বলে—গৃহিণী সে॥

[ ডাকের নামে প্রচলিত বচন বা সুভাষিত। চড়কা··· কাতি—উঁচু পিঁড়িতে বসিয়া পবিত্র শুভ্র বস্ত্র পরিয়া পরিচ্ছন্নভাবে যে রাঁধা বাড়া করে।···'কাতি শব্দের অর্থ দা, স কর্তিকা হইতে; দে 'কাছা' অর্থ ধরিয়াছেন, কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে। 'দা দ্বারা হাত পা না কাটিয়া'—এই অর্থ বুঝাইতে পারে। ]

*৩৫৯৩ চড়কে রামনাম।

[ চড়কে শিব নাম কর্তব্য, সেখানে রামনাম করিলে স্থানের ঔচিত্য রক্ষা পায় না। ]

৩৫৯৪ চড়কের ঢাকে কাঠি পড়লে,

পিঠফোঁড়া সন্ন্যাসীর পিঠ চুলকোয়।

*৩৫৯৫ চড় চাপড়, গায়ের কাপড়।

*৩৫৯৬ চড়-চাপড়ের মানুষ।

৩৫৯৭ চড়টা মারলে চাপড়টা খায়।

*৩৫৯৮ চড় মেরে গড় করা।

*৩৫৯৯ চড় মেরে চড় খাওয়া।

*৩৬০০ চড়ান খোলার কামাই নাই।

[ যে খোলা বা ভাজিবার পাত্র উনুনের উপর চড়ানো হইয়াছে, তাহা খালি যাইতে পারে না; একটা রান্না হইয়া গেলে আরেকটা তাহাতে রান্না করিবার আয়োজন করা হয়। কর্মব্যস্ততা বুঝাইতে। ]

৩৬০১ চড়ার শোভা বালি।

*৩৬০২ চড়ুকে হাসি।

[ পা—চড়কীর হাসি। চড়ক উৎসবের সময় পিঠে বাণ ফুঁড়িয়া চড়ক গাছে উঠিয়া শূন্যে আবর্তিত হইবার সময় সন্ন্যাসী বা ভক্ত্যার মুখে যে তথাকথিত ভক্তিপ্রসূত এবং দৈহিক জ্বালা গোপনকারী কৃত্রিম হাসি দেখা যায়। ]

৩৬০৩ চড়ুকে পিঠ চুলকায়।

[ চড়কের সময় পিঠে বাণ ফুঁড়িবার জন্য সন্ন্যাসীর যেন পিঠ চুলকায়। ]

৩৬০৪ চড়ুয়ের পেটে জন্মাবে নর, দেবতা হবে বনের বানর।

[ মানুষ নিতান্ত ক্ষুদ্রাকৃতি বা Liliputian হইবে। বনের বানর হনুমান হিন্দুর দেবতা, তবে এখানে বানরকে নিকৃষ্ট বংশোদ্ভব মনে করা হইয়াছে। ]

৩৬০৫ চড়ের ঘায়ে তুচ্ছ, ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা।

৩৬০৬ চণ্ডী, সপিণ্ডী, কুশণ্ডী, তিন নিয়ে বামুন ডি।

[ বামুনডি কোন গ্রামের নাম কিংবা সাধারণ অর্থে ব্রাহ্মণের বসতিও বুঝাইতে পারে। মৌজা বামুনডি, ব্রাহ্মণডিহি, বা ব্রাহ্মণের বসতি ( Settlement of the

Brahmins ) ; চণ্ডীপাঠ, শ্রাদ্ধ, বিবাহ যজমানী ব্রাহ্মণের কাজ। ]

৩৬০৭ চতুরালী ক'রে কয় জামায়ের ভূতে।
চল সোয়ামী, ঘরে যাই কাঁথার ভিতর শুতে॥
[ জামায়ের ভূত—জামাই-ই ভূত এই অর্থে। ]

*৩৬০৮ চতুরে ফতুর।

*৩৬০৯ চতুরের সঙ্গে চতুরালী।

*৩৬১০ চতুর্দশীর চৌদ্দ-শাক।

*৩৬১১ চতুর্ভুজ হওয়া।

*৩৬১২ চ'তে গুরু, ম'তে শিষ্য।
[ কোন সঙ্কেত অর্থ জ্ঞাপক। ]

৩৬১৩ 'চন্দনং ন বনে বনে'।

৩৬১৪ চন্দ্র সূর্য অস্ত গেল, জোনাকির পোঁদে বাতি।
বাঘ পালাল, বেড়াল এল ধরতে এবার হাতী॥

৩৬১৫ চন্দ্র সূর্য অস্ত গেল, জোনাকির পোঁদে বাতি।
বিস্তর করলে পেটের পুত, কি করবে মোর নাতি।

৩৬১৬ চন্দ্র সূর্য অস্ত গেল জোনাকি ধরে বাতি।
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ গেল, শল্য হল রথী॥

৩৬১৭ চন্দ্র সূর্য অস্ত গেল, জোনাকির পোঁদে বাতি।
ময়ুর গেল, ছাতার এল, ফুলিয়ে বুকের ছাতি॥

৩৬১৮ চন্দ্র সূর্য অস্ত গেল, জোনাকির পোঁদে বাতি।
মোগল পাঠান হদ্দ হল ফারসী পড়ে তাঁতী॥

৩৬১৯ চ বৈ তু হি।

[ দে ইহাকে বাংলা প্রবাদ রূপে গ্রহণ করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, পদপূরণে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাকে বাংলা প্রবাদ বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত হয় না। ]

৩৬২০ চরকা আমার ভাতার পুত, চরকা আমার নাতি।
চরকার দৌলতে আমার দোরে বাঁধা হাতী॥

[ছড়া, প্রকৃত পক্ষে প্রবাদ নহে।]

*৩৬২১ চরকি ঘোরান।

[পা—চরকি বাজি করা। চালাকি করা।]

*৩৬২২ চরণবাবুর জুড়ি।

৩৬২৩ চরণামৃত চরণামৃত, না জানি কি অমৃত,
খেয়ে দেখি, না জল।

*৩৬২৪ চরে বরে খাওন, আথালে এসে নাদন।

[আথাল—এখানে গৃহ অর্থে ব্যবহৃত। তু- 'আথাইলের ধন পাথাইলে শুকায়'—গোপীচন্দ্রের গীত। দে ইহাকে গোয়াল অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। (দে ২৯০২) তাহা ঠিক নহে।]

*৩৬২৫ চর্বিত-চর্বণ।

৩৬২৬ চলতে জানে না লাফডিঙরা,
পথকে বলে হেটাটিঙরা।

[লাফ ডিঙরা—যে লাফাইয়া লাফাইয়া পথ চলে। হেটাটিঙরা—এখানে অসমান অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হইলেও ইহার ব্যুৎপত্তি এবং ব্যবহার অজ্ঞাত।]

৩৬২৭ চলতে পারে না, তার কামান ঘাড়ে।

*৩৬২৮ চল বলতেই কাঁধে ঝুলি।

৩৬২৯ চল চল সহচরী।
রথের পথে শয়ন করি।

*৩৬৩০ চলন সই।

৩৬৩১ চললেই চল্লিশ বুদ্ধি, না চললেই হতবুদ্ধি।

৩৬৩২ চলা ভাল নয় এক ক্রোশ, বেটী ভাল নয় এক।
মাগা ভাল নয় বাপের কাছে, যদি বিধি রাখে টেঁক॥

*৩৬৩৩ চষে বেড়ানো।

৩৬৩৪ চাইলাম জিরা, পাইলাম হীরা।

৩৬৩৫ চাইলেই কি পাবে,
খাস বাগানের আম নয় ত চোকলা কেটে খাবে।

৩৬৩৬ চাইলে জিরে, পেলে হীরে।

*৩৬৩৭ চাউলেই আউল।

[ আউল—আকুল অর্থে ব্যবহৃত বলিয়া মনে হয়। দে 'উচ্ছৃঙ্খল অথবা আউল সম্প্রদায় অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন (দে ৩৪১১) ; কিন্তু ইহাদের এখানে কোন অর্থ হয় না। ]

৩৬৩৮ চাউল দিহ যত তত জল দিহ তিন চার স্মৃত।
ভাত উথলাইলে দিহ কাঠি, তবে জ্বাল করিহ ভাটি।
তুলিয়া দেখ ফাটা ভাত, ফেন ঝরিবে পাত-পাত।
তবু যদি হয় চাউল, ডাকে তবে বলিহ বাউল॥

[ বাউল শব্দ এখানে 'বাতুল' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ]

৩৬৩৯ চাকতি যেথা বলবতী, যুক্তি হয় না ফলবতী।

[ চাকৃতি রূপার চাকতি বা টাকা ]

*৩৬৪০ চাকা ছাড়া রথ, শাস্ত্র ছাড়া মত।

*৩৬৪১ চাকুরী, না, কুকুরী।

[ পা … গুখুরী। ]

*৩৬৪২ চাকুরী তালপাতার ছাউনি।

[ চাকুরির অস্থিরতা অর্থে। ]

৩৬৪৩ চাকুরী মেঘের ছায়া, মিছে কর তার মায়া।

৩৬৪৪ চাকুরীর মুখে ছাই, ছাড়িতে না পারি, ভাই।

৩৬৪৫ চাকুরে কুকুরে সমান।

৩৬৪৬ চাকা যত জেরবার, তত তার শোর্‌শার্‌।

৩৬৪৭ চাকের মধু কি মিষ্টি হইত,
মৌমাছির খোঁচা না যদি রইত।

৩৬৪৮ চাখতে চাখতে হল শেষ, খাওয়া কি আর হল বেশ।

৩৬৪৯ চাখনা নাই, দেখনাই সার।

৩৬৫০ চাচা আপনা চাচী পর, চাচীর মেয়েকে বিয়ে কর।

[ পা— … তার বেটিরে … । ]

৩৬৫১ চাচা আপন বাঁচা।

[ পা— … আপন প্রাণ বাঁচা। ]

৩৬৫২ চাচাই বল, কাকাই বল, কলাটি পাঁচ কড়া।

[ পা— … মামাই …। ]

৩৬৫৩ চাচা বড় ভাগ্যবান্, ডোলে গরু শামুকে ধান।

৩৬৫৪ চাচা মরে সেও ভাল, তবু পরের কাস্তে না হারায়।

৩৬৫৫ চাটলে চিতী, কামড়ালে বোড়া।

*৩৬৫৬ চাটা দূর্বা প'ড়ে থাকা।

৩৬৫৭ চাটি নাই যার
আগে শুয়া তার।

[ পা—পাটি…… ]

*৩৬৫৮ চাটি বাটি গুটানো।

৩৬৫৯ চাড় পড়লেই ফিকির বেরোয়।

[ তু—Necessity is the mother of invention ]

*৩৬৬০ চাঁড়ালের গদ্দি কুড়ালের কোপ্।

৩৬৬১ চাঁড়ালেরে চিনি, বামুনেরে লবণ।

৩৬৬২ চাতক রইল মেঘের আশে, মেঘ ঝরল অন্য দেশে।

৩৬৬৩ চাঁদ-কপালে দীর্ঘ ফোঁটা, মুখে তার সরষে-বাটা।

*৩৬৬৪ চাঁদ চাঁদ চাঁদা, মিথ্যে কেন কাঁদা।

*৩৬৬৫ চাঁদ দেখ্তে মশাল জ্বালা।

৩৬৬৬ চাঁদ দেখে কুকুর চেঁচায়, চাঁদের কিবা আসে যায়।

*৩৬৬৭ চাঁদ ধরা ছেলে।

[ পা—চাঁদ পাওয়া ছেলে। ভাগ্যবান্ অর্থে। ]

৩৬৬৮ চাঁদ মিঞার পোঁদও পোদ, চাঁদার পোঁদও পোঁদ।

*৩৬৬৯ চাঁদ মুখের সর্বত্র জয়।

৩৬৭০ চাদরের বাইরে ঠেঙ দেখে, মশার কামড় ধরে ছেঁকে

৩৬৭১ চাঁদেও গেরণ ধরে।

*৩৬৭২ চাঁদে কলঙ্ক।

৩৬৭৩ চাঁদের আশীর্বাদ, ক্ষয় বৃদ্ধি বাঁধা।

৩৬৭৪ চাঁদের কাছে জোনাকি পোকা,
ঢাকের কাছে টেমটেমি।

৩৬৭৫ চাঁদের গায়ে ছেপ ফেললে আপন গায়ে লাগে।

৩৬৭৬ চাঁদের দিন, বুধের দশা।

[ জ্যোতিষিক বিচারে পরম শুভ যোগ। ]

*৩৬৭৭ চাঁদের সভা, মধ্যে তারা।

*৩৬৭৮ চাঁদের হাট।

*৩৬৭৯ চাপ পড়লেই বাপ।

৩৬৮০ চাপলে বোঝা, বাপের ঘাড়ে।

৩৬৮১ চাপে গোবর, উশাশে নাগর।

[ পা— ... আগলায় ...। উশাশে—প্রা অবকাশ হইতে শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু এখানে অবকাশ অর্থের কোন সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।]

৩৬৮২ চাপের ওপর চাপ, উসর সেই রে বাপ।

[ উসর—অবসর, অবকাশ। ]

৩৬৮৩ চামড়া ফাটে চামড়া ফাটে,
দই দুধ হলে আর একটু আঁটে।

৩৬৮৪ চামের শরীর কামে ক্ষয় না।

৩৬৮৫ চার কড়ার চড়ুই, চণ্ডীমণ্ডপে বাস।

৩৬৮৬ চার কড়ার চেটাই নেই, চণ্ডীমণ্ডপে বসা।

৩৬৮৭ চার কড়ার পিটে খেয়ে বাপকে বলে শালা।

*৩৬৮৮ চার চোখে চাওয়া।

৩৬৮৯ চার চোখে বাঘে খায় না।

[ বাঘের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হইয়া গেলে বাঘে আর আক্রমণ করে না, এই জনশ্রুতি হইতে। ]

*৩৬৯০ চার পেয়ের ধারাই এই।

[ চারপেয়ে—চতুষ্পদ। ]

৩৬৯১ চার পোতায় এক ঘর।

[ পোতা—ভিত। ]

৩৬৯২ চার ফেললেই কি মাছ আসে ?

*৩৬৯৩ চারটে হাত বেরনো।

[ পা—সোনার চার হাত বার করা। প্রলোভন দেওয়া অর্থে। ]

*৩৬৯৪ চারটিখানি কথা।

৩৬৯৫ চারিদিকে দিয়ে বেড়া, তবে ধর চাষের গোড়া !

৩৬৯৬ চারি দিকে ফাঁক, তবু যায় না ঝাঁক।

৩৬৯৭ চারি শাস্ত্র পড়ে যদি মুচলমানের বালা।
তবু না ছাড়িবে তারে ত্যাল খ্যাড় ক্যালা॥

*৩৬৯৮ চারের ওপর চার দিয়ে ছিপ ফেলা।

*৩৬৯৯ চাল কলা খেকো বামুন।

*৩৭০০ চাল কেটে উঠানো।

৩৭০১ চালপিটুলি খেয়ে বাছার দাঁতে পড়লো খেকো,
দুধ না হলে ভাত ওঠে না, পিতল-বাঁধা হুঁকো।

৩৭০২ চাল ভরা কুমড়ো পাতা, লক্ষ্মী বলেন, আমি তথা।

*৩৭০৩ চাল কুমড়ি করা।

[ চালের উপর হইতে কুমড়ার মত গড়াইয়া নীচে ফেলিয়া দেওয়া। প্রহারে জর্জরিত করা অর্থে। ]

৩৭০৪ চাল চিঁড়ে গুড়, তিন নিয়ে দিনাজপুর।

*৩৭০৫ চাল চিঁড়ে বেঁধে নিয়ে যাওয়া।

৩৭০৬ চাল চিত্তির চটে গেছে, কাঠামো হয়েছে সার।
ভোলানাথ, ভজতে তোমায় ভক্তি নেইক আর॥

[ মালদহের গম্ভীরা গানের পদ হইতে। ]

৩৭০৭ চাল ছড়ানো যায়, জল ছড়ালে কুড়ানো দায়।

৩৭০৮ চাল ডাল একজনার, গৌরাঙ্গ আর জনার।

[ পূজার উপকরণ এক জনের, বিগ্রহের মালিক আর একজন। ]

৩৭০৯ চালতা বেচুনী দোলায় চড়ে,
কোথায় কোন্ দেশ জিজ্ঞেস করে।

৩৭১০ চাল থেকে পড়ল বিছে, এই সত্য এই মিছে।

৩৭১১ চাল না চুলো, ঢেঁকি না কুলো।
বিধাতা করেছে দোর বুলো-বুলো॥
[ দোর বুলো বুলো—যে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায়। ]

৩৭১২ চালান ছুঁচের বিচার করে।

৩৭১৩ চাল নেই চুলো নেই, হাটের মাঝে রাজত্ব।

৩৭১৪ চাল নেই, ডাল নেই, অগ্রে ভোজন।
কাঁথা নেই, কাপড় নেই, মধ্যে শয়ন।

৩৭১৫ চাল নেই ডাল নেই, খিচুড়ি পাকাই।

৩৭১৬ চাল নেই তার ধুচ্‌নী নাড়া,
নাক নেই তার নথ নাড়া।

৩৬১৭ চাল নেই, তার ভাতে ভাত।

*৩৭১৮ চাল চিঁড়ে বেঁধে যাওয়া।

*৩৭১৯ চালশে ধরা।

৩৭২০ চালাকে চালাকে কাডাল খায়।
বব্বরের মুখে আডা দেয়।
[ কাডাল—কাঁঠাল। পূ ব প্রা। ]

৩৭২১ চালুনি ক'রে ঘোল বিলান।
[ চালুনি ঘোল বিলায়; অসম্ভব কাজ অর্থে। ]

৩৭২২ চালুনি বলে—ছুঁচ তোর পোঁদে কেন ছেঁদা
আপন দোষ দেখে না যার সর্বাঙ্গেই বেঁধা॥

৩৭২৩ চালুনির পোঁদ ঝর ঝর করে,
চালুনি ছুঁচের বিচার করে।

৩৭২৪ চালে খড় নেই ঘরে বাতি, বিছানা নেই পোহায় রাতি।

৩৭২৫ চালে খড় নেই, বাড়ে মাটি নেই।
[ বাড়—ঘরের বাহিরের অংশ। গৃহহীন অর্থে। ]

*৩৭২৬ চালে তেঁতুলে।

*৩৭২৭ চালে নেই চাম, ব্রজবল্লভ নাম।

৩৭২৮ চালে ফলে কুষ্মাণ্ড, হরির মা'র গলগণ্ড।

*৩৭২৯ চালে মাত্।

[ চাল—দাবাখেলার চাল। মাত—পরাজিত। ]

৩৭৩০ চালের ছনও থাক, রাজার মনও থাক।

৩৭৩১ চালের জল কখনো উজান যায় না।

[ চাল—ঘরের চাল ঢালু, সুতরাং ইহার জল সর্বদাই নীচে ঝরিয়া পড়ে, উজানে যাইতে পারে না। ]

৩৭৩২ চালের দর কত, না, মামার ভাতে আছি।

৩৭৩৩ চালের বাতায় মাণিক থুয়ে, উলুবনে বেড়ায় হাতড়িয়ে।

৩৭৩৪ চাষ ক'রে খাচ্ছিল আবদুল, ছিল ভাল।
চৌকিদারি নিয়ে আবদুল পরাণে ম'ল॥

৩৭৩৫ চাষা কি জানে কর্পূরের গুণ,
শুঁকে-শুঁকে বলে সৈন্ধব নুন।

৩৭৩৬ চাষা কি জানে মদের সোয়াদ।

৩৭৩৭ চাষা যদি করে হিত, করতে করতে বিপরীত।

৩৭৩৮ চাষার এগার মাস দুঃখ।

৩৭৩৯ চাষার চাষ, অন্যের হাবিলাস।

৩৭৪০ চাষার কুটুম কলমীলতা।

৩৭৪১ চাষার কেবল এগার মাস দুঃখ, আর সকল মাস সুখ।

৩৭৪২ চাষার গদ্দি কাস্তের ঠোক্কর।

৩৭৪৩ চাষার চাষ দেখে এসে চাষ করলে গোয়াল।
ধানের সঙ্গে খোঁজ নেই, বোঝা বোঝা পোয়াল॥

৩৭৪৪ চাষার ছেলে পাশা খেলে, নিত্য বলে দশ।

৩৭৪৫ চাষার বলদ, চ'ষে খেলেও বয়স যায়,
ব'সে খেলেও বয়স যায়।

৩৭৪৬ চাষার বুদ্ধি বড় সরু।
আপনার গরুকে বলে—গুখেকোর বেটার গরু ॥

৩৭৪৭ চাষার মুখ না আখার মুখ।

৩৭৪৮ চাষার হাতে শালগ্রামের দশা।
[ পা— ··· মরণ। ]

৩৭৪৯ চিক্কণ কাপড়ের নেকড়া, দাঁত পড়লেই বুড়োর চোকড়া।

৩৭৫০ চিঙড়ি মাছ খেয়ে রবিবার নষ্ট।
[ রবিবার নিরামিষ খাইবার কিংবা সূর্যের নামে উপবাস করিবার দিন। অকিঞ্চিৎকর বস্তুর প্রতি লোভের জন্য মহৎ আদর্শের বিনষ্টি। ]

৩৭৫১ চিটে গুড় আর চিনির পানা, যার যেমন সম্মাননা।
[ পা— ··· যার যেমন মান। ]

৩৭৫২ চিচিং ফাঁক।
[ আরব্যোপন্যাসের আলিবাবা ও চল্লিশ চোরের গল্প হইতে। গোপনীয় বিষয়ের উদ্ঘাটন অর্থে। ]

*৩৭৫৩ চিঁড়ে-কাঁচকলার পিরীত।

৩৭৫৪ চিঁড়ে চেটাই ঝেঁতলা, এই তিন নিয়ে চেতলা।
[ আঞ্চলিক প্রবাদ। চেতলা কালীঘাটের পশ্চিম সংলগ্ন অঞ্চল, কলিকাতার অন্তর্ভুক্ত। ]

*৩৭৫৫ চিঁড়ে দই পেকে ওঠা।

৩৭৫৬ চিঁড়ে বল, মুড়ি বল, ভাতের বাড়া নয়।
পিসী বড়, মাসী বল, মায়ের বাড়া নয় ॥
[ পা—ভাজা···ভুজি···সমান। পিঠা বল পুলি বল···। 'আতি খাও পাতি খাও ভাতের সমান নয়, পরের মাকে মা বল, মায়ের সমান নয়। রূপান্তর—'দুগ্ধ মিঠা চিনি মিঠা আর মিঠা ননী, তার চাইতে অধিক মিঠা মা বড় জননী।' 'কিসের মাসী কিসের পিসী কিসের বৃন্দাবন, মরা গাছে ফুল ফুটেছে মা বড় ধন।' ]

*৩৭৫৭ চিঁড়ের বাইশ ফের।

[ দুই পাল্লায় ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বার বার চিঁড়া ওজন করিয়া ওজন বাড়াইবার অপচেষ্টা। লঘু বিষয়কে গুরুত্ব দান করা অর্থে। ]

৩৭৫৮ চিংড়ি মাছ খেয়ে সোমবার নষ্ট।

[ বাংলার মেয়েরা সোমবার সোম বা চন্দ্রের নামে উপবাস করিয়া থাকে। সামান্য জিনিসের লোভে মহৎ বিষয়ের পরিবর্জন। ]

৩৭৫৯ চিংড়ি মাছ, গায়ে রক্ত নেই।

[ রক্তশূন্য বা দুর্বল মানুষ অর্থে। ]

৩৭৬০ চিংড়ি মাছ পিছে হাঁটে।

৩৭৬১ চিটে গুড় আর চিনির পানা, যার যেমন মান॥

৩৭৬২ চিৎ করলে ডোঙা, উপুড় করলে পোঙা।

[ তু—নড়ল ডোঙা ত ডুবল পোঙা। ]

৩৭৬৩ চিৎপাতের কড়ি উৎপাতে যায়।

[ অসদুপায়ে অর্জিত অর্থ অপব্যয়ে যায়। ]

৩৭৬৪ চিৎ বাজনা বা চিৎ বাদ্য।

[ চিৎ হইয়া পড়িয়া গিয়াও বাজনা বাজানো। কাহিনী-মূলক প্রবাদ, কাহিনী অন্যত্র দ্রষ্টব্য। ]

৩৭৬৫ চিৎ বাদে উপুড় জানে না।

৩৭৬৬ চিৎ হইয়া ছেপ ফেলাইলে নিজের বুকে পড়ে।

[ পূ. ব. প্রা। ছেপ—থুথু। ]

৩৭৬৭ চিৎ হলে দুই বীচি, উপুড় হলে দুই পাছা।

৩৭৬৮ চিতার মুখে গীতা, মন-হরষে কথা।

*৩৭৬৯ চিতেন কেটে বাহবা লওয়া।

*৩৭৭০ চিত্রগুপ্তের খাতা বা খতিয়ান।

৩৭৭১ চিনন্ত লোকের কোঁচায় কাজ কি।

৩৭৭২ চিনি খেয়ে মিনি, কুঁড়ো খেয়ে ভুঁড়ো।

*৩৭৭৩ চিনি খেয়ে মেনী হওয়া।

*৩৭৭৪ চিনির পুতুল।

[ তু—ক্ষীরের পুতুল। পা—মুনের পুতুল। ]

*৩৭৭৫ চিনির বলদ।

[ যে অর্থে চিনির পুতুল, সেই অর্থে চিনির বলদ নহে। প্রথম ক্ষেত্রে চিনি দিয়া নির্মিত পুতুল, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে চিনির ভারবাহী বলদ। চিনির বলদ মারফতী গানে গূঢ়ার্থে ব্যবহৃত, যেমন 'মন তুমি চিনির বলদ চিনি বই চিন না চিনি।' ]

৩৭৭৬ চিনির ভেতর বাহির সমান মিঠে।

৩৭৭৭ চিনিস্ বা না চিনিস্, ঘুঁজি দেখে কিনিস্।

[ খনার বচন। ঘুঁজি—শিঙ্। শিঙ দেখিয়া গরুর গুণাগুণ বিচার করিবার কথা বলা হইয়াছে। ]

৩৭৭৮ চিনি হওয়া ভাল নয়, মন চিনি খেতে ভালবাসি।

[ গূঢ়ার্থবাচক, শাক্ত সঙ্গীত—রামপ্রসাদ। ]

৩৭৭৯ 'চিন্তা জ্বরো মনুষ্যাণাম্।'

[ তু—চিতাচিন্তার্দ্বয়ো মধ্যে চিন্তা নাম গরীয়সী। চিন্তা তু সজীবং দহেৎ চিন্তা দহতি নির্জীবম্। ]

৩৭৮০ চিন্তের মা'র চিন্তে—হাটের লোক শোয় কোথা।

*৩৭৮১ চিপটেন কাটা।

*৩৭৮২ চিপসার ধন উইয়ে খায়।

[ চিপ্‌সা—কৃপণ। ]

৩৭৮৩ চিম্‌টি কাটলে খাম্‌চি খায়।

৩৭৮৪ চিমটির হাতে ক্ষীর, খাও রে মাণিকপীর।

৩৭৮৫ চিমড় মেয়ের কামড় বেশি।

৩৭৮৬ চিরকাল সমান যায় না।

৩৭৮৭ চিরদিন সমান না যাই,
আজ যে রাজা মহারাজা,
কাল সে ভিক্ষা চাই।

[ ঝাড়গ্রাম মহকুমার বাঁশ-পাহাড়ী হইতে সংগৃহীত। ]

*৩৭৮৮ চিরাগের নীচে অন্ধকার।

[ পা—চেরাগ। ]

৩৭৮৯ চিলটা পড়লে কুটোটা নিয়ে ওঠে।

*৩৭৯০ চিলকে বিল দেখানো।

*৩৭৯১ চিলের ছোঁ।

৩৭৯২ চিলের ডরে বিলে গেলাম, বিলে মাছরাঙাকে পেলাম।

*৩৭৯৩ চিলের মুখে মাছ।

*৩৭৯৪ চিলের মুত।

*৩৭৯৫ চুঁচুড়ার সঙ্।

*৩৭৯৬ চুনো পুঁটি নয়, একেবারে কাতলা।

*৩৭৯৭ চুনো পুঁটির ( বা পুঁটি মাছের ) ফরফরানি।

৩৭৯৮ চুনো পুঁটি রাঘব বোয়ালের খাদ্য।

৩৭৯৯ চুরি ত চুরি, আরো জারিজুরি।

৩৮০০ চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা।
যদি পড়ে ধরা, তবে হাতে পায়ে দড়া॥

৩৮০০ক চুল কাটলে হয় ডালে-পালে,
নাক কাটলে নয় কোনও কালে।

*৩৮০১ চুল্‌কে ঘা করা।

*৩৮০২ চুল চিরে ভাগ বা বিচার করা।

৩৮০৩ চুল থাকে ত বাঁধি, গুণ থাকে ত কাঁদি।

৩৮০৪ চুল ধরতে মূল নেই।

৩৮০৫ চুল নাই বেটি চুলের লাগ্যা কান্দে।
কচু পাতা চিপা দিয়া মুইড়া খোঁপা বান্ধে॥
[ পূ. ব. প্রা। প. ব. নিম্নে দ্রষ্টব্য। ]

৩৮০৬ চুল নেই তার টেরিকাটা।

৩৮০৭ চুল নেই তার পেটো পাড়া।

৩৮০৮ চুল নেই মাগী চুলেরে কাঁদে।
কচু পাতার চিপলা দিয়ে ডাগর খোঁপা বাঁধে॥

৩৮০৯ চুল যেন ঝাঁটার মুড়ি, মাথা বাঁধবার হুড়োহুড়ি।

৩৭১০ চুলের টিকি দেখা ভার।

৩৮১১ চুলের নামে খোঁজ নেই, তার বোঝা পাঁচ ছয় দড়ি।

৩৮১২ চুলের শত্রু টাক, পেঁচার শত্রু কাক।

*৩৮১৩ চুলের সাঁকো ক্ষুরের ধার।

৩৮১৪ চুলের সেরা চাঁচর চুল, কুলের সেরা ব্রহ্মকুল।

*৩৮১৫ চুলোচুলি করা।

*৩৮১৬ চুলোয় যাওয়া।

৩৮১৭ চুলোর ওপর ক্ষীর, মন নয় স্থির।

*৩৮১৮ চূড়োর ওপর ময়ূর পাখা।

৩৮১৯ চূণ খেয়ে গাল পোড়ে, দই দেখলে ভয়ে মরে।

৩৮২০ চূর্ণ চিন্তা চালবাজি, তিন নিয়ে কবিরাজী।

*৩৮২১ চেঙ্ দিয়ে চিতল মাছ ধরা।

*৩৮২২ চেঙ্ দোলা করা।

*৩৮২৩ চেঙমুড়ী কাণী।

[ মনসা তাচ্ছিল্য ভাবে। চেঙ্ মাছের মত মুড় বা মাথা যাহার সেই সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া। ]

*৩৮২৪ চেঙড়া বৈদ্য, লেংড়া গাই, টেঙরা মাছ, ডেঙরা ভাই।

*৩৮২৫ চেঙ্ড়ার মুতে আছাড় খাওয়া।

*৩৮২৬ চেটায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা।

৩৮২৭ চেটার পো চেটায় থাকলেই ভাল।

৩৮২৮ চেতনেতে অচেতন, পিরীতে যার টানে মন।

৩৭২৯ চেনা বামুনের আবার পৈতা।

৩৮৩০ চেপে ধরলে চিঁ চিঁ করে,
ছেড়ে দিলে তুড়ি লাফ মারে।

৩৮৩১ চেয়ে চেয়ে চোখের ক্ষয়, পর-ভরসা কিছুই নয়।

*৩৮৩২ চেলার চেলা, গু ফেলা।

৩৮৩৩ চেষ্টা অন্তে দুঃখ খণ্ডে।

৩৮৩৪ চেষ্টায় কি না হয়, সাগরে বাঁধ বাঁধা যায়।

৩৮৩৪ চেষ্টার অসাধ্য কাজ নেই।

৩৮৩৬ চৈত মাসে চৈত কামড়ি, বোশেখ মাসে ঝেঁতলা মুড়ি।

৩৮৩৭ চৈত মাসে খরাণে, কাঁঠাল খোঁজে পরাণে।

*৩৮৩৮ চৈতন চুটকি।

৩৮৩৯ চৈতা গুরু মৈতা শিষ্য।

৩৮৪০ চৈতার বৌয়ের টাকা।

[ পূর্ব বাংলার বিশ্বাস অনুযায়ী বৌ কথা কও পাখী 'চৈতার বৌ গো, টাকা দাও গো' বলিয়া ডাকে। জনশ্রুতি এই যে এক শাশুড়ী তাহার বধূর নিকট কিছু টাকা রাখিয়াছিলেন, শাশুড়ীকে প্রবঞ্চিত করিবার জন্য বৌ পাখী হইয়া উড়িয়া গেলে শাশুড়ীও পাখী হইয়া তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল এবং ক্রমাগত টাকা দাও টাকা দাও বলিয়া ডাকিতে লাগিল। ]

৩৮৪১ চৈতে কুয়া, ভাদরে বান, নরের মুণ্ড গড়াগড়ি যান।

[ কুয়া—কুয়াসা। ]

৩৮৪২ চৈতে গিমা তিতা, বৈশাখে নালিতা মিঠা,
জ্যৈষ্ঠে অমৃত ফল।
আষাঢ়ে খই, শাওনে দই,
ভাদরে তালের পিঠা, আশ্বিনে শশা মিঠা,
কার্তিকে খল্‌সের ঝোল।
আগনে ওল, পৌষে কাঞ্জি, মাঘে তেল,
ফাল্গুনে চূড়ান্ত বেল।

[ খাদ্যের বারমাসীর একটি খণ্ডিত অংশ মাত্র। ]

*৩৮৪৩ চৈতের গীত বৈশাখে।

৩৮৪৪ চৈতের রোদ পুতকে, ভাদরের রোদ ভূতকে।

[ শিশুকে তৈল মাখাইয়া চৈত্র মাসের রৌদ্র সেবন করাইবে, ভাদ্র মাসের রৌদ্র অনিষ্টকর। ]

৩৮৪৫ চৈতের লাউ থোক বিক্রি।

[ পা—চৈতা লাউ থাব্বা বিকি। পূ ব প্রা ]

৩৮৪৬ চোঁ কর আর চাঁ কর, কালা তোরে ছাড়ব না।

*৩৮৪৭ চোখ কপালে তোলা।

*৩৮৪৮ চোখ কান বুজিয়ে থাকা বা বুজে থাকা।

৩৮৪৯ চোখ কানা করে, তবু দেশ কানা করে না।

৩৮৫০ চোখ কানা ব'লে কি ঘুমের ঘাট আছে।

*৩৮৫১ চোখ গেল পাখী।

[ইহার ডাকের স্বরে চোখ গেল কথাগুলি শুনিতে পাওয়া যায় বলিয়া মনে করা হয়। কেন যে এই পাখীর চোখ গেল, এই বিষয়ে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে।]

৩৮৫২ চোখকে বলি—দেখ্, কানকে বলি—শোন্,
মুখকে বলি—চুপ্।

৩৮৫৩ চোখ থাক্ তোর মা-বাপ, চোখ থাক্ তোর খুড়ো।
এমন করে বে' দিয়েছেন তামাক খেকো বুড়ো॥

৩৮৫৪ চোখ খোল্লো, দাঁত-গজা, সে লোকটি নয়ক সোজা।

৩৮৫৫ চোখ চায়, সে পায়, চোখ বোজে সে হারায়।

*৩৮৫৬ চোখ টন টন করা।

*৩৮৫৭ চোখ টাটানো।

*৩৮৫৮ চোক টেপা।

[পা—চোখ টেপাটেপি করা।]

৩৮৫৯ চোখঠারে, বুড়ো মারে।

৩৮৬০ চোখঠারে বুঝে যেই, আসল সেয়ানা সেই।

*৩৮৬১ চোখ থাকতে কানা।

৩৮৬২ চোখ থাকতে হয় রে কানা,
যে জন প্রেমের ভাব জানে না।

৩৮৬৩ চোখ দিয়েছেন বিধি, দেখ নিরবধি।
মন্দ ভাবে চাও, চোখের মাথা খাও।

*৩৮৬৪ চোখ দেওয়া।

৩৮৬৫ চোখে দেখেনি যারে, মন শোচে না তারে।

*৩৮৬৬ চোখ পাকানো।

*৩৮৬৭ চোখ নাচা।

*৩৮৬৮ চোখ ফোটা।

*৩৮৬৯ চোখ বুজে থাকা বা চোখ বোজা।

*৩৮৭০ চোখ বুলানো।

৩৮৭১ চোখ বুজলেই সব আঁধার, চোখ চাইলেই সব আমার।

*৩৮৭২ চোখে মুখে কথা কওয়া।

৩৮৭৩ চোখ যা দেখে না, মন তা মানে না।

*৩৮৭৪ চোখ লাগা।

৩৮৭৫ চোখ সব দেখে, কুটা পড়্‌তে দেখে না।

*৩৮৭৬ চোখে অঞ্জন, দাঁতে লবণ, পেট ভরিব তিন কোণ।
ভাত খাইব গুলি গুলি, তবে হয় দেহের উলী।
একেবারে না দিও ভরা, আছুক লাভ মূলে হারা॥
[ স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রবাদ। ]

*৩৮৭৭ চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো।

৩৮৭৮ চোখে চোখে যতক্ষণ, প্রাণ পোড়ে ততক্ষণ।

*৩৮৭৯ চোখে চোখে রাখা।

৩৮৮০ চোখে দেখলে শুনতে চায়,
এমন বোকা আছে কোথায়।

*৩৮৮১ চোখে ধুলো দেওয়া।

৩৮৮২ চোখের আড়ালে মনের আড়াল।

৩৮৮৩ চোখের আড়াল হলেই মনের আড়াল।

৩৮৮৪ চোখের কাজল গালে হল।

৩৮৮৫ চোখের চামড়া ( বা পরদা ) নেই।

*৩৮৮৬ চোখের ছুপাতা এক করা।

৩৮৮৭ চোখের ছুয়ার দিয়ে যায় না, গোজলার ছুয়ার দিয়ে যায়।

৩৮৮৮ চোখের দোষে সব হলদে।

*৩৮৮৯ চোখের বালি।

*৩৮৯০ চোখের মাথা খাওয়া।

৩৮৯১ চোখের মুখের ভঙ্গি দেখে মন বুঝে যেই।
সুবোধ তাহাকে ব'লে গণ্য করে সেই॥

*৩৮৯২ চোখে সরষে ফুল দেখা।

*৩৮৯৩ চোখে সাঁতার পানি।

*৩৮৯৪ চোঙার বাঁদর।

*৩৮৯৫ চোদ্দ চাকার রথ দেখান।

*৩৮৯৬ চোদ্দ পোওয়া হওয়া।

৩৮৯৭ চোদ্দ শাকের মধ্যে ওল পরামাণিক।

৩৮৯৮ চোপোর দিন গেল্ অ্যালোরে ম্যালোরে
জোনাকে শুকাছে ধান।
আন্‌গে বেটী ছামগাইনলা
তোর বাপে কুটুক ধান॥

[ চোপোর—চৌপহর অর্থাৎ সমস্ত দিনমান, অ্যালোরে ম্যালোরে—বৃথা, জোনাকে—জ্যোৎস্নায়, ছামগাইন—ধান কুটিবার উদূখল। ]

৩৮৯৯ চোরকে দেখায় ভাঙা বেড়া।

৩৯০০ চোরকে বলে চুরি করতে,
গেরস্থকে বলে সাজাগ থাকতে।

৩৯০১ চোর খোঁজে আঁধার রাত।

৩৯০২ চোর গাড়ে শিকড় পাথরের উপর।

৩৯০৩ চোর গরুকে বাউরী বাগাল।

[ বাউরী জাতীয় বাগাল বা রাখাল অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির হয়। দুষ্ট গরুকে শায়েস্তা করিবার জন্য তাহারই প্রয়োজন। ]

৩৯০৪ চোর চায় ভাঙা বেড়া।

৩৯০৫ চোর চোট্টা হারামজাদ, তিন নিয়ে মুর্শিদাবাদ।

৩৯০৬ চোর, ছিনাল, চোপায় দড়, আগে যায় শীতলার মাড়।

৩৯০৭ চোর ডাকাতের ভয়, পেটে পুরলে হয়।

*৩৯০৮ চোরদায়ে ধরা পড়া।

*৩৯০৯ চোর ধরে চুরির দায়ে পড়া।

*৩৯১০ চোর দিয়ে চোর ধরা, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা।

৩৯১১ চোর, না, ছেঁওড়া। চোর, না ছেঁচর। চোর, না, চণ্ডাল।

৩৯১২ চোর পালালে বুদ্ধি হয়।

৩৯১৩ চোর ভাল ত বেকুব ভাল না।

৩৯১৪ চোর মজে সাত ঘর মজিয়ে।

৩৯১৫ চোর মরে সাত ঘর জড়িয়ে।

৩৯১৬ চোর মরে কাশে, বামুন মরে আশে।

৩৯১৭ চোর যদি যায় সাধুর কাছে,
স্বভাব যায় তার পাছে পাছে।

৩৯১৮ চোর শূয়রের একই পথ।

৩৯১৯ চোর সন্ন্যাসী তুম্ব নাড়ে।

৩৯২০ চোর সেবক, চোরা গাই, খল পড়শী, দুষ্ট ভাই।
দুষ্টা নারী, পুত্র জুয়ার, বলে ডাক—কর পরিহার॥

৩৯২১ চোরা গাই, বাঁঝী ছাগলী, ঘরে আছে দুষ্টা নেহলী।
খল পড়শী, পো মুরুখ, ডাক বলে—এ বড় দুখ॥

*৩৯২২ চোরা গাইয়ের সঙ্গে কপিলার বন্ধন।

৩৯২৩ চোরা চায় ঈদ পরব।

৩৯২৪ চোরা থুয়ে নিচোরায় ধরে, চোরা নাচে আপন ঘরে।

৩৯২৫ চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।

*৩৯২৬ চোরা কারবারি।

*৩৯২৭ চোরা-বাজার।

*৩৯২৮ চোরা-বালি।

৩৯২৯ চোরা বেরাল লেজ চাটে।

৩৯৩০ চোরা মরে মরে, সাত ঘর ডোবাই মরে।

৩৯৩১ চোরার পার্বণ কুলি ধেয়ে যায়।

৩৯৩২ চোরার পো চোরা, কিছু কইলাম না।
কইলেও না, বাকি থুইলেও না॥

৩৯৩৩ চোরার পো চোরারে ছেইচা চোরার নাতি।
দিন দুপুরে করলি চুরি মাথায় দিয়ে ছাতি।
[ ছেইচা চোরা—ছিঁচকে চোর, পু বা প্রা। ]

৩৯৩৪ চোরা সেই দেশী, চোরা বিদেশী।
চোরা খায় মেলার মাঝে বসি।

৩৯৩৫ চোরে কামারে দেখা নেই, সিঁধ কাঠি গড়া।

*৩৯৩৬ চোরে-থেকো দোয়া গরু।

৩৯৩৭ চোরে চোরে আলি।
এক চোরে বিয়ে করে আর এক চোরের শালী॥

৩৯৩৮ চোরে নিলে গরু সর্বত্র ঘাস।

*৩৯৩৯ চোরে চোরে মাস্তুতো ভাই।

৩৯৪০ চোরেই চোর ধরতে পারে।

*৩৯৪১ চোরের আবার পুরুত।

৩৯৪২ চোরের এক রাত, গেরস্থের শতেক রাত।

৩৯৪৩ চোরের উপর বাটপাড়ি।
[ চোরের আবার বাটপাড়ের ভয়। ]

*৩৯৪৪ চোরের ওপর রাগ ক'রে ভূঁয়ে ভাত খাওয়া।

*৩৯৪৫ চোরের ওপর সিঁদেল।

৩৯৪৬ চোরের কথায় কোথা কে করে প্রত্যয়।

৩৯৪৭ চোরের কিল মথনে যায়।

৩৯৪৮ চোরের কিল সীমাতেও নাই, সহিতেও নাই।

৩৯৪৯ চোরের কৌপীনটাও লাভ।

*৩৯৫০ চোরের চন্দ্র নিন্দা।

*৩৯৫১ চোরের দশ দিন, সাধুর একদিন।

৩৯৫২ চোরের ধন বাটপাড়ে খায়।

৩৯৫৩ চোরের 'না', ছিনালের 'মা'।

*৩৯৫৪ চোরের পোঁদে পাকা ফল।

*৩৯৫৫ চোরের বাড়ী বালাখানা।

৩৯৫৬ চোরের বাড়ী দালান হয় না।

৩৯৫৭ চোরের মন পুঁই আদাড়ে।

৩৯৫৮ চোরের মন পুঁই বাদাড়ে।
গৃহস্থ জানতে পারলেই সেখানে গিয়ে লুকাতে পারে।

৩৫৫৯ চোরের মন বোঁচকা পানে।

৩৯৬০ চোরের মন ভাঙা বেড়ায়,
ছিনালের মন আড়ায় পাড়ায়।

৩৯৬১ চোরের মন বোঁচকার তন, বা বোঁচকার দিকে।

৩৯৬২ চোরের মায়ের কান্না, উগ্‌রবারও নয়, ফুক্‌রবারও নয়।

৩৯৬৩ চোরের মায়ের কুরকুটি, অন্ধকার ঘুরঘুটি।

৩৯৬৪ চোরের মায়ের বড় গলা, খেতে চায় সে দুধ কলা।

*৩৯৬৫ চোরের মুখ চাঁদ পানা।

৩৯৬৬ চোরের রাত্রিবাসই লাভ।
[ পা—চোরের লাভ রাত্রি বাস। ]

৩৯৬৭ চোরের সঙ্গে রাগ করে,
ভুঁইয়ে ভাত খাওয়া যায় না।
[ পা—মাটিতে। ]

৩৯৬৮ চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা, শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল।

*৩৯৬৯ চৌকিদারি ঝকমারি।

৩৯৭০ চৌকিদারের ছেলের বিয়ে রোশন চৌকি বাজনা।
দেড় বুড়ি যার ঘরে নেই, তিন বুড়ি তার খাজনা॥

*৩৯৭১ চৌকিদারের শ্বশুর বাড়ী।

*৩৯৭২ চৌঘরি মাত্‌।

৩৯৭৩ চোধুরী চৌধুরী বড় নাম, ছাগলে চিবায় পোঁদের চাম।

*৩৯৭৪ ছ'-আঙুলের আঙুল।

*৩৯৭৫ ছ আনার কাপড়ে ন আনার দশি।

*৩৯৭৬ ছ' কড়া ন'কড়া করা।

*৩৯৭৭ ছক্কাই পাঞ্জাই করা বা ছকা বাজি করা।

৩৯৭৮ ছ'ঘর ন'ঘর ভাগ্যে পাই, মাতুল দেখে দূরে পালাই।

*৩৯৭৯ ছত্রিশ জগতের কান্ত।

৩৯৮০ ছ'বুড়ির ঘোড়া ন'বুড়ি খায়,
কখনো চলে কখনো চালায়।

*৩৯৮১ ছ বুড়ির ফলে অমৃতী হারানো।

*৩৯৮২ ছ'মাস আগে বন্ধুর নিতা, নালতা শাকে গিমা তিতা।

৩৯৮৩ ছ' মাস ধ'রে ব'সে রইলাম, বিয়ে মোর রইল।
উড়ে এসে জুড়ে বসেছে, বিয়ে তার হইল।

*৪৯৮৪ ছ' মাসের ধনই ধন, দশমাসের পুতই পুত।

৩৯৮৫ ছ' মাসের থাকতে ভাত, কাদা খায়, কি বরাত।

*৩৯৮৬ ছ' মাসের পেট এক ঢেঁকুরেই খালি।

*৩৯৮৭ ছয়কে নয় নয়কে ছয়। অথবা, ছয় নয় বা নয় ছয় করা।

৩৩৯৮৮ ছয় চোখে ক্ষয়।

৩৯৮৯ ছয় না, নয় না, মধ্যে মধ্যে ঘুরি।

৩৯৯০ ছরত ছয় ভাই, ছরত বিনা নাই ঠাঁই।

৩৯৯১ ছ'রুটি তের পুতরা, খা' পুতরা ধুল-গুজরা।
ঘন ঘন আসনা, তাই ত মন খেচড়া॥

*৩৯৯২ ছল ক'রে জল আনা।

৩৯৯৩ ছল দুর্বলের বল।

*৩৯৯৪ ছলে বলে কৌশলে।

৩৯৯৫ ছলে বলে বামনা খায়, পরকালের কাজ গুছায়।

*৩৯৯৬ ছাই খুঁড়তে আগুন।

*৩৯৯৭ ছাইচাপা আগুন।

৩৯৯৮ ছাইতে না জানি, গোড় চিনি।

৩৯৯৯ ছাই পায় না মুড়কি জলপান।

*৪০০০ ছাই পেড়ে কাটা।

*৪০০১ ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো।

*৪০০২ ছাই-ভস্ম।

৪০০৩ ছাই মাখলে যদি সন্ন্যাসী হয়,
চালকুমড়া কেন বাকি রয়।

৪০০৪ ছাইয়ের কুকুর ছাইয়ে লুটায়।

*৪০০৫ ছাগ বলিদানের ব্যাপার।

৪০০৬ ছাগল-ইচ্ছা ঘাড়ে কোপ।

*৪০০৭ ছাগল তাড়ানো বৃষ্টি।

*৪০০৮ ছাগল দিয়ে মাড়া দেওয়া।

৪০০৯ ছাগল দিয়ে যদি হাল হৈত, গরু লাগত না।

*৪০১০ ছাগল দিয়ে যব মাড়ানো।

৪০১১ ছাগল পায়রা পোষে হাঁস, সীমার মাঝে রোয় বাঁশ।
নিতি নিতি অপরাধ করে,
ডাক বলে—মো কি সহিবু তারে॥

৪০১২ ছাগল পালে পাগলে, হাঁস পালে অন্ধে,
রাইত হইলে দুয়ারে বসে কান্দে।

৪০১৩ ছাগল পোষে পাগলে, হাঁস পোষে অন্ধে।
ফিরে না এলে সন্ধ্যেবেলায় দুয়ারে ব'সে কান্দে॥

৪০১৪ ছাগল বলে, প্রাণে মলেম, গৃহস্থ বলে আলুনি খেলেম।

৪০১৫ ছাগলে কি না খায়, পাগলে কি না গায়।

৪০১৬ ছাগলে বিয়ায়, শিয়ালে খায়।

*৪০১৭ ছাগলের কল্যাণে মোষ মানা।

৪০১৮ ছাগলের কান নাড়া, গরুর কাশ।
বেরালের হাঁচি করে সর্বনাশ॥

৪০১৯ ছাগলেরে ধরে মুতেতে,
পাড়া বেড়ানীরে ধরে ঘুরতে।

৪০২০ ছাগলের শিঙে দশী-লাগানো।

*৪০২১ ছাগুলে বুদ্ধি।

৪০২২ ছাঁচ কাট, ভাঙ মাথা, ছাড়ব না বড়াইয়ের কথা।

৪০২৩ ছাঁচের জলে খাবি খায়, সমুদ্দুর পার হতে চায়।

৪০২৪ ছাজা, বাজা, কেশ ; এই তিনে বাংলা দেশ।

৪০২৫ ছাড়ন্ত শনি, পড়ন্ত রৌদ্র।

৪০২৬ ছাডায় বাড়ে চুলার মুখ
হরিয়ে আনে বউয়ের মুখ।

[ ছাডা—কাঠ খড়ি ; হরিয়ে—শাশুড়ীতে ]

*৪০২৭ ছাতা দিয়ে মাথা রাখা।

৪০২৮ ছাতার বলে—গাঁ আমার।

*৪০২৯ ছাতারে কেত্তন বা ছাতারের নৃত্য।

[ ছাতার—একজাতীয় পাখী ]

৪০৩০ ছাতারে পাখী নৃত্য করে, ডুমুর গাছে ব'সে।
কালো পেঁচা রাজা হবে, লোকে মরে হেসে॥

৪০৩১ ছাতারের নৃত্য দেখে ময়ূর পাখী হাসে।

৪০৩২ ছাতারের মুখ ভাতারের আধা জলপান।

৪০৩৩ ছাতু খাও নাতু খাও ভাতের তুল্য নাই,
পরের মাকে মা বল্‌লেও মায়ের তুল্য নাই।

*৪০৩৪ ছাতুর হাঁড়িতে বাড়ি পড়া।

[ বাড়ি—আঘাত ]

৪০৩৫ ছাঁদন দড়ি, গোদা বাড়ি, এখন তুমি কার।
যখন যার কাছে থাকি তখন আমি তার॥

*৪০৩৬ ছাঁদা গরুর বাঁধা দুধ।

*৪০৩৭ ছাঁদা বাঁধা।

*৪০৩৮ ছাপ্পর ছাড়া ঘর, লক্ষ্মীছাড়া নর।

*৪০৩৯ ছায়াতে ভূত দেখা।

*৪০৪০ ছার কপালে নোড়ার ঘা।

৪০৪১ ছার খেলে তোমরা, আগুন মরে জাড়ে।

৪০৪২ ছারত কুশলে থাক, ক'রে খাব কামাই।
বিস্তর করলে পেটের পুত, কি করবে জামাই ॥
[ ছারত—শরীর ]

*৪০৪৩ ছারপোকার কামড়।

৪০৪৪ ছাল নাই তার বাঘা কুত্তা নাম।

৪০৪৫ ছাল নেই, বাল নেই, কুকুরের নাম বাঘা।
[ পূ ব প্রা। ]

৪০৪৬ ছালার মুখ, খুললেই মুশকিল।

*৪০৪৭ ছায়া মাড়ানো।

৪০৪৮ ছিঁচ কাঁদুনে নাকে ঘা, রক্ত পড়ে চেটে খা।

*৪০৪৯ ছিঁচকে চোর।

*৪০৫০ ছিটকে ইদুর ঢোল কাটে।

*৪০৫১ ছিটে বেড়ার ঘর।

৪০৫২ ছিঁড়ল দড়া ত ছুটল ঘোড়া।

৪০৫৩ ছিঁড়লে মালা গাঁথতে আছে।

৪০৫৪ ছিঁড়লে সুতো না যায় গাঁথা, গাঁট দেবে তার কত।
ঘুচল আলাপ তোর সনে মোর এ জনমের মত ॥

৪০৫৫ ছিঁড়ি কুটি নিজের সুতো, মারি ধরি নিজের পুত।

৪০৫৬ ছিঁড়ে কুটে কাটুনী, পুড়ে ঝুরে রাঁধুনী।

৪০৫৭ ছিনাল মেয়ের কল, গুঁড়ি পিঁপড়ার বল।

৪০৫৮ ছিনালের চাল, রাঁধে মোরগ বলে ডাল।

*৪০৫৯ ছিনিমিনি খেলা।

*৪০৬০ ছিনে জোঁক, কাঁঠালের আঠা।

*৪০৬১ ছিপে মাছ খেলিয়ে তোলা।

*৪০৬২ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।

*৪০৬৩ ছিয়াত্তুরে কাঙালী।

৪০৬৪ ছিরিও নেই, ছাঁদও নেই।

৪০৬৫ ছিল ঢেঁকি হল শূল, কাটতে কাটতে নির্মূল।

৪০৬৬ ছিল দুধ হল দই, ছিল ধান হল খই।
৪০৬৭ ছিল রাণী ব'সে, শোয়ালে বৈদ্যি এসে।
৪০৬৮ ছিল না কথা, হল গাল,
আজ না হয় ত হবে কাল।
*৪০৬৯ ছিলম ছাড়া সাপ।
[ পা—ছলম…… ]
৪০৭০ ছিল যত নাড়াবুনে, হল সব কীর্ত্তুনে,
কাস্তে ভেঙে গড়ায় করতাল॥
৪০৭১ ছিল রোগী বসে, শোয়ালে বদ্যি এসে।
৪০৭২ ছিলাম বালুচরে, উঠলাম নায়,
বাঁধল লটঘটি, যা করে খোদায়।
৪০৭৩ ছিলাম ভাল শুয়ে ব'সে, কাল করল বৈদ্য এসে।
*৪০৭৪ ছুঁচ কিনতে শাবল হারান।
*৪০৭৫ ছুঁচ খুঁজতে মশাল জ্বালা।
৪০৭৬ ছুঁচ চলে না বেটে চালায়।
[ বেটে—রজ্জু। ]
৪০৭৭ ছুঁচ গড়তে পারে না, বন্দুক বায়না নেয়।
৪০৭৮ ছুঁচ বলে—চালুনি, তোর পোঁদে কেন ছেঁদা।
*৪০৭৯ ছুঁচ সোনার হলেই বা কি।
৪০৮০ ছুঁচ সোহাগা সুজন, ভাঙ্গা গড়ে তিন জন।
৪০৮১ ছুঁচ হয়ে সেঁধোয়, ফাল হয়ে বেরোয়।
*৪০৮২ ছুঁচের কাজে কুড়ুল লাগানো।
*৪০৮৩ ছুঁচের পোঁদে কুড়ুল চালানো।
৪০৮৪ ছুঁচের মুখ আর ছুঁচল হয় না।
৪০৮৫ ছুঁচো মাখে চন্দন গায়, এ দুঃখ কি রাখা যায়।
*৪০৮৬ ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ।
৪০৮৭ ছুঁচো যদি আতর মাখে, তবু কি তার গন্ধ ঢাকে।
*৪০৮৮ ছুঁচোর কীর্ত্তন।

৪০৮৯ ছুঁচোর গায়ে আতর দিলে,
বোট্‌কা গন্ধ যায় কি চলে।

৪০৯০ ছুঁচোর গন্ধে রক্ষা নেই, বোটকা গন্ধ কয়।

৪০৯১ ছুঁচোর গু ওষুধে লাগে, ছুঁচো গিয়ে পর্বতে হাগে।

*৪০৯২ ছুঁচোর গু পর্বত।

৪০৯৩ ছুঁচোব গোলাম চামচিকে, তার মাইনে চোদ্দ সিকে।

*৪০৯৪ ছুঁচোর ঘরে আতস বাজি।

*৪০৯৫ ছুঁচোর ছেলে বুঁচো।

৪০৯৬ ছুঁচোর মত পোদ, বন্দুকের মত আওয়াজ।

৪০৯৭ ছুঁচোর সঙ্গে বাস, তার গায়ে ছুঁচোর বাস।

*৪০৯৮ ছুঁচোর সাগরেদ চামচিকে।

*৪০৯৯ ছুঁৎ মার্গ।

৪১০০ ছুঁড়ী নেয় না পোঁদের কাছে,
ছোঁড়া বলে—সোহাগ আছে।

৪১০১ ছুঁড়ী ফুলের কুঁড়ি, বুড়ী শণের নুড়ি।

৪১০২ ছুতোর পাড়ায় ছিলাম আমি, চিঁড়েয় ছিলেম রত।
এখন চিম্‌সে পোঁদে মাস লেগেছে, মণ্ডা লাগছে তেতো।

৪১০৩ ছুতোর-বাড়ী দিলে কাঠ, আন্‌তে আন্‌তে জান ফাট।

S১০৪ ছুতোরের তিন মাগ ভানে কোটে খায়।
তত তার থাকে নাক যত তার যায়॥

*৪১০৫ ছুরি আর কাটারি।

৪১০৬ ছেঁওড়ে ক'রো না দয়া, ছেঁওড় জানে আঠারো মায়া।

৪১০৭ ছেঁচো কাটো ভাঙো মাথা,
তবু না ছাড়িব বড়াইয়ের কথা।

৪১০৮ ছেঁচড় লোকের আঁচড়ে বড়।

*৪১০৯ ছেঙু চেঙড়ার কেত্তন।

৪১১০ ছেঁড়া কচুর পাত।
এক মাগকে ভাত দেয় না, আবার মাগের সাধ।

৪১১১ ছেঁড়া কাঁথা রোগের ঘর, রোগকে ভাবিস নাক পর।
*৪১১২ ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা।
৪১১৩ ছেঁড়া কাপড়, রুক্ষ মাথা, দুঃখ বলে—আর যাব কোথা।
*৪১১৪ ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধা।
*৪১১৫ ছেঁড়া নেকড়ার পুতুল।
৪১১৬ ছেঁড়া পাত জোড়া লাগে না।
৪১১৭ ছেঁড়া পাতে বাজ পড়ে না।
*৪১১৮ ছেঁড়া লেঠা।
*৪১১৯ ছেড়ে কথা কওয়া।
*৪১২০ ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা।
৪১২১ ছেড়ে দিলে কেঁদে বাঁচি।
৪১২২ ছেঁদা ঘটি, চোরা গাই, পাপ পড়শী, ধূর্ত ভাই।
মূর্খ ছেলে স্ত্রী নষ্ট, এই ছয়টি বড় কষ্ট॥
*৪১২৩ ছেঁদা ভাঁড়ে জল রাখা।
৪১২৪ ছেঁদো কথা, মাথার জটা, খুলতে গেলেই বিষম লেঠা।
৪১২৫ ছেপ চলে না মণ্ডা খা'।
*৪১২৬ ছেপ দিয়ে লেপ ঢাকা।
*৪১২৮ ছেলে আমার তোতাপাখী।
৪১২৯ ছেলে আর বুড়ো, আস্ত আর গুঁড়ো।
৪১৩০ ছেলেকে নাই, বুড়োকে থাঁই।
*৪১৩১ ছেলে খাওয়ার ভান।
৪১৩২ ছেলে ছেলে করবি,
এমন ছেলে দেব যে জ্বলে পুড়ে মরবি।
৪১৩৩ ছেলে দিয়েছে পোঁদে বাঁশ, বাকি রয়েছে নাতি।
৪১৩৪ ছেলে ধর তুমি ভাই, আমি তোমার ভাত খাই।
*৪১৩৫ ছেলে নয়ত বাঁশের গোড়া।
৪১৩৬ ছেলে নয় ত, পুঁতলে গাছ হয়।
৪১৩৭ ছেলে নয়, পরশপাথর।

৪১৩৮ ছেলে নষ্ট হাটে, বউ নষ্ট ঘাটে।

৪১৩৯ ছেলে না হবার এক জ্বালা,
ছেলে হবার শতেক জ্বালা।

*৪১৪০ ছেলে পড়ান, গরু চরান।

*৪১৪১ ছেলে-পিলে যখন, ঝোঁক-ঝক্কি তখন।

৪১৪২ ছেলে বড় হ'লে মায়ের দুঃখ ঘোচে।

৪১৪৩ ছেলে বাড়ে না বাপ-মার দোষে,
বাপ-মা বলে—অল্পবয়সে।

৪১৪৪ ছেলেবেলায় অনেক ক'রে শিখেছিলাম 'ক'।
এখন তারে ঠাউরে বলি হলহলে 'হ'॥

৪১৪৫ ছেলে মারে কাপড় ছেঁড়ে, আপন ক্ষতি আপনি করে।

*৪১৪৬ ছেলে মুখে বুড়ো কথা।

৪১৪৭ ছেলে মেয়ে পুষ্যি, এও যমের কুষ্যি।

৪১৪৮ ছেলে যেন আটাশে, বুড়ো যেন বাতাসে।

৪১৪৯ ছেলে হাগে ত'রতে, বুড়ো হাগে ম'রতে।

*৪১৫০ ছেলে যেন হীরের টুকরো।

৪১৫১ ছেলের ঘরে ছেলে হয়েছে, তবু ছেলে ছেলে রয়েছে।

৪১৫২ ছেলের চেয়ে ছেলের গু ভারি।

৪১৫৩ ছেলের পয়সা হলে কুকুরের বাচ্ছা কেনে।

৪১৫৪ ছেলের ফুঁয়ে পাহাড় ওড়ে।

৪৪৫৫ ছেলের বুদ্ধি ঠোঁটে, বুড়োর বুদ্ধি পেটে।

৪১৫৬ ছেলের মত হাত পা, বুড়োর মত কথা।

৪১৫৭ ছেলের মুখে বুড়োর কথা, শুনে লাগে মাথাব্যথা।
ছেলের হাড়ে বুড়োর চামে গ'ড়ে দেছে দারুণ যমে॥

৪১৫৮ ছেলের মুখে গরম দুধ, কেন খাবে সে ঠাণ্ডা দুধ।

৪১৫৯ ছেলের সঙ্গে দেখা নেই, হাজামের সঙ্গে দোস্তি।
[ হাজাম—মুসলমানী মতে যে সুন্নত করায়। ]

৪১৬০ ছেলের হাতে কলা দিলে, ঝানু বুড়োর মন মিলে।

৪১৬১ ছেলের হাতে ফল দেখলে কাকেও ছোঁ মারে।

*৪১৬২ ছেলের হাতে মোয়া।

৪১৬৩ ছেলে হলে দামাল, ঘর দোর সামাল।

*৪১৬৪ ছোট কলসীর বড় কানা।

৪১৬৫ ছোটকাজের সবাই মোড়ল।

৪১৬৬ ছোট কাঁটাটি ফোটে পায়, তুলে ফেল নইলে দায়

*৪১৬৭ ছোট চাবিতে বড় তালা খোলা।

৪১৬৮ ছোট ছিলাম যখন তখন শুতে পারতাম না কাছে
বেড়াতাম নাছে-নাছে।
এখন আমার হয় যে মনে, সন্ধ্যে হবে কতক্ষণে॥

৪১৬৯ ছোট ছেলে বড় হলে কি করবে মায়।
বর্ষা বাদল শুকিয়ে গেলে কি করবে নায়॥

৪১৭০ ছোট ছোট কামড়ে
সব ভাতই হামুরে।

৪১৭১ ছোট বড় খেঁকি, দাঁত পাতলে একই।
[ পাতলে—দেখিলে। ]

৪১৭২ ছোট মাগ পাটরাণী, বড় মাগ ধানভানানী।

৪১৭৩ ছোটমোট বেটীরা এত ঠমক জানে।
কলাতলায় নেঙটি রেখে ডগা ধরে টানে॥

*৪১৭৪ ছোট মুখে বড় কথা।

৪১৭৫ ছোটলোকের কড়ি হলে বুদ্ধি হয় নট।
গাধা হয়ে পাহাড়ে ওঠে, পাহাড়কে দেখে ছোট॥

৪১৭৬ ছোটলোকের কথা, কচ্ছপের মাথা।

৪১৭৭ ছোটলোকের ছেলে যদি জমিদারি পায়।
কানের গোড়ায় কলম গুঁজে খেমটা নাচায়॥

৪১৭৮ ছোটলোকের বিষ হাতে
বড়লোকের বিষ দাঁতে।

৪১৭৯ ছোটলোকের রীতের দোষ।

৪১৮০ ছোট সরাটি ভেঙে গেছে, বড় শরাটি আছে।

*৪১৮১ ছোট হাজরী।

৪১৮২ ছোঁড়া তীর ফেরে না।

[ তু—'ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার।'—বিদ্যাপতি ]

৪১৮৩ ছোঁড়া, না, নাটের গোড়া।

*৪১৮৪ ছোলা দাঁতে গোলা মিশি।

৪১৮৫ জগতে ভাল কে, যার মনে লাগে যে।

৪১৮৬ জগৎ জুড়ে জাল ফেলেছে, পালিয়ে বাঁচবি কোথা।

*৪১৮৭ জগৎশেঠ আর কি!

*৪১৮৮ জগদ্দল পাথর।

*৪১৮৯ জগন্নাথ দেখ্‌তে পুঁইমাচা দেখে।

[ কাহিনীমূলক প্রবাদ—জনশ্রুতি এই এক স্ত্রীলোক জগন্নাথ দর্শনে যাত্রা করিয়া সারা পথ তাহার বাড়ীর পুঁই মাচাটির কথা ভাবিয়াছিল। পুরীতে গিয়া জগন্নাথ বিগ্রহের স্থলে পুঁই মাচা দেখিল। ]

৪১৯০ জগন্নাথে গেলে, হাড়ীর ঝাঁটা খেলে।

*৪১৯১ জগন্নাথের আট্‌কে বাঁধা।

*৪১৯২ জগাইমাধাই।

[ পাপিষ্ঠ অর্থে। বৃন্দাবন দাস-কৃত 'চৈতন্যভাগবতে'র কাহিনী হইতে। ]

*৪১৯৩ জগাখিচুড়ি।

৪১৯৪ জঙলা কভু পোষ না মানে,
মন সদা তার কেওড়াবনে।

৪১৯৫ জঙলাপাখীর ডিমও লাভ।

*৪১৯৬ জটায়ু পক্ষীর রথ গেলা।

*৪১৯৭ জটিলা কুটিলা।

[ কুটিল স্বভাবা স্ত্রী। ]

৪১৯৮ জড় কাটে তলে তলে, উপরে তবু জল ঢালে।

৪১৯৯ জড়ভরত।

৪২০০ জড়ের বাঁশ পড়ে না।

৪২০১ জনক হইতে স্নেহ জননীর বাড়া।
মার কাছে পুত্র যায় বাপে দিলে তাড়া॥

৪২০২ জন জামাই ভাগনা, তিন নয় আপনা।

৪২০৩ 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'।

৪২০৪ জননী কি পুণ্যবান্।
রত্নগর্ভে এ সন্তান॥

৪২০৫ জন-বল বড় বল, জনের সঙ্গে কি ধনের বল।

৪২০৬ জনম দুখিনী সীতা, নাই মাতা নাই পিতা।

৪২০৭ জনে জনে পরামাণিক, গরু মরে ঘাসের তরে।

৪২০৮ জন্ম গেল কর্ম করতে, হাঁটু গেল গড় করতে।

৪২০৯ জন্ম গেল ছেলে খেয়ে, আজ বলে ডা'ন।

৪২১০ জন্ম মাত্রে, বলে ডাক, পো এড়িয়ে পোয়াতী রাখ।

৪২১১ জন্ম মৃত্যু বাণী, তিন নাহিক জানি।

৪২১২ জন্ম মৃত্যু বিবাহ, তিন না জানেন বরাহ।

৪২১৩ জন্ম মৃত্যু বিয়ে, তিন বিধাতা নিয়ে।
[ পা—নির্বন্ধকে। ]

৪২১৪ জন্ম হয়নি মৃত্যু হল, পিরীত নেই তার বিচ্ছেদ এল।

৪২১৪ক জন্ম হোক যেমন তেমন, কর্ম হোক মানুষের মতন।

৪২১৫ জন্মে গোদার মাগ নেই, পুতের কিরা কাড়ে।

*৪২১৬ জন্মেই জ্যেঠা।

৪২১৭ জন্মে দেখেনি লোহার মুখ, কোদালকে বলে গুণ ছুঁচ।

৪২১৮ জন্মের মধ্যে কর্ম নিমুর চৈত্র মাসে রাস।

৪২১৯ জন্মে হয়নি ঘেঁটুপুজো, একেবারে দশভুজো।

৪২২০ জপ তপ কর কি, মরতে জানলে ডর কি।

৪২২১ জপ নেই তপ নেই, ভস্ম মাখা গায়।

৪২২২ জপের সঙ্গে খোঁজ নেই, ফটিকে রাঙা থোপ।

*৪২২৩ জমি অভাবে উঠান চষা।

*৪২২৪ জমি বাপের নয় দাপের।

*৪২২৫ জমিদারি লাটে ওঠা।

*৪২২৬ জমীদার ভেটেরাখানা।

৪২২৭ জয়কালে ক্ষয় নেই, মরণকালে ওষুধ নেই

*৪২২৮ জয় কেতে।

[ কেতে—যে কাত হয়। যে পক্ষ জয়লাভ করে তাহার সমর্থক। ]

৪২২৯ জয় রাধে বল না, পেট ভরলেই হ'লো।

৪২৩০ জয়ের কালে ক্ষয় নাই
মরার কালে ঔষধ নাই।

*৪২৩১ জরদগব।

*৪২৩২ জরাসন্ধ বধ করা।

[ পৌরাণিক কাহিনী। ]

৪২৩৩ জল আগুন মন, বশে যতক্ষণ।

৪২৩৪ জল আর তেল, ঢেলে দিলেই গেল।

৪২৩৫ জল উঁচু, জল নীচু।

৪২৩৬ জল উঁচুর দল।

[ মো-সাহেবের দল। ]

৪২৩৭ জল এগোয়, না, তেষ্টা এগোয়।

৪২৩৮ জল কাটে, বাতাস কাটে,
কচুগাছ দেখলে ফুঁপিয়ে ওঠে।

*৪২৩৯ জলকে জল দুধকে দুধ।

৪২৪০ জল কেটে শেওলায় বাঁধে।

৪২৪১ জল খেয়ে জলের বিচার।

*৪২৪২ জল ঢালা মার।

৪২৪৩ জল, জঙ্গল, আঁধার রাত, এঁড়ে গরু, নেড়ে জাত।

৪২৪৪ জল জল ইন্দ্রের জল, বল বল বাহুর বল।

৪২৪৫ জল জোলাপ জোচ্চোরি, তিন নিয়ে ডাক্তারি।

*৪২৪৬ জল দিয়ে জল বের করা।

৪২৪৭ জল দিয়ে ভাত মাখি, বেরালের আর ভয়টা কি ?

৪২৪৮ জল দেখলে মুত সরে, সতীন দেখলে রীষ চড়ে।
[ রীষ—ঈর্ষা। ]

৪২৪৯ জল না খেয়ে থাকবে তুমি, না মরি ত দেখব আমি।

*৪২৫০ জল নেড়ে জেঁাকের বল বোঝা।

*৪২৫১ জলবৎ তরলম্।

৪২৫২ জল শুকালে কি করবে বাঁধে,
রাত গেলে কি করবে চাঁদে।

*৪২৫৩ জল সওয়া।

*৪২৫৪ জলাঞ্জলি দেওয়া।

৪২৫৫ জলেও নামন নেই, সাঁতারও শিখন নেই।

*৪২৫৬ জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ।

৪২৫৭ জল জল বাঁধে।

*৪২৫৮ জলে জল মিশানো।

*৪২৫৯ জলে ডুবো ধান, তেলে ডুবা ছেলে।

৪২৬০ জলে তেলে মিশ খায় না।

*৪২৬১ জলে দাঁড়িয়ে তৃষ্ণায় মরা।

৪২৬২ জলে না পড়লে সাঁতার শেখে না।

৪২৬৩ জলে পাথর পচে না।

*৪২৬৪ জল পানি।

*৪২৬৫ জলে ফেলা।

*৪২৬৬ জলস্পর্শ না করা।

*৪২৬৭ জলে বাস ক'রে কুমীরের সঙ্গে বাদ।

৪২৬৮ জলে স্রোত থাকলেও কুকুরে লেহে।

৪২৬৯ জলেই জল বাধে।

*৪২৭০ জলের আলপনা। জলে আঁক কাটা। জলের তিলক।

৪২৭১ জলের ওপর তেলের ফোঁটা।

৪২৭২ জলের কাছে স্বপন কইও,
ভালমন্দ ডুবাইয়া থুইও।

৪২৭৩ জলের কুমীর ডাঙায় এল।

৪২৭৪ জলের গতি নীচের দিকে।

*৪২৭৫ জলের ছিটেয় গ'লে যাওয়া।

৪২৭৬ জলের তল মাপা যায়, মনের তল মাপা দায়।

*৪২৭৭ জলের রেখা খলের পিরীত।

৪২৭৮ জলের শত্রু পানা, মানুষের শত্রু কানা।

৪২৭৯ জহুরী না হলে কি জহর চেনে।

৪২৮০ 'জাগরণে ভয়ং নাস্তি'।

৪২৮১ জাগরণে লক্ষ্মীর কৃপা, নিদ্রায় লক্ষ্মী হন বিরূপা।

৪২৮২ জাগা ঘরে চুরি নেই।

*৪২৮৩ জাগ্রত দেবতা।

৪২৮৪ জা-জাউলী আপনাউলী, ননদমাগী পর।
শাশুড়ী মাগী পেলে পরে হব স্বতন্তর॥

৪২৮৫ জাড় জাড় জাড়, বুড়োর ভাঙে-ঘাড়।
জোয়ানের ভাঙে ঠেঙ, ছেলেকে করে কোলা বেঙ॥

*৪২৮৬ জাত আন্দাজ ধারা।

৪২৮৭ জাত ইচ্ছায় পাত, বীজ ইচ্ছায় ভাত।

৪২৮৮ জাতও গেল, পেটও ভরল না।।

৪২৮৯ জাত-কাকের ছা, বাসায় করে রা।

*৪২৯০ জাত খোয়ালেই বোষ্টম্।

*৪২৯১ জাত-গয়লার কাঁজি-ভক্ষণ।

৪২৯২ জাত যেমন তার স্বভাব তেমন তেঁতুলতলায় ঘর,
মিন্‌সে তা-ধিনা-ধিন কর।

৪২৯৩ জাত গুণে তাঁত বাজায়, না খেতে পেলে পেট বাজায়।

* ৪২৯৪ জাত ত আমার বাক্সের ভেতর।

*৪২৯৫ জাত বিনতি ঝগড়া।

৪২৯৬ জাত-বেহারা ঘাড়ে চড়ে।

৪২৯৭ জাত বোষ্টমের ভেকে কি করে?

৪২৯৮ জাত-ব্যবসা নরের ভূষা, আর সব ফাসাফুসা।

৪২৯৯ জাত-ভিখারির ভেকে কি কাজ।

৪৩০০ জাত মারল তিন সেন—
কেশব সেন, ইষ্টিশেন আর উইলসেন।

৪৩০১ জাত-স্বভাবে মৃগী বাই, এ রোগের ওষুধ নাই।

*৪৩০২ জাত হারায়ে কাত।

৪৩০৩ জাত হারায়ে বোষ্টম।

৪৩০৪ জাতে জাত টানে, গাঁতে গাঁত টানে।
গোদে সাতপুরুষ টানে॥

৪৩০৫ জাতে জাতে হালি,
এক জাতে বিয়া করে
আরেক জাতের শালী।

৪৩০৬ জাতের গরু মাথা সরু।

৪৩০৭ জাতের মেয়ে গাঁতে মরে।

৪৩০৮ জান না ক জানবে,
গেঁতির ওপর পোঁদ দিয়ে ব'সে ব'সে কাঁদবে॥

৪৩০৯ জান না ক জানবে,
ছেঁড়া কানি গায়ে দিয়ে পথে পথে কাঁদবে॥

৪৩১০ জান বাচ্চা এক গাড়।

৪৩১১ জানি না শ্বশুর, বার অবার, মঙ্গলবারের এধার ওধার।
[খনার বচন]

৪৩১২ জানলেই ভয়, না জানলে নয়।

৪৩১৩ জানিস কত রঙ্গঠাট, ঘাটকে অঘাট অঘাটকে ঘাট।

৪৩১৪ জানিনে পারিনে নেইকো ঘরে।
এ তিন ওজরে দেবতা হারে॥

৪৩১৫ জানিনে, পারিনে, নেইক ঘরে,
এ তিন কথায় দেবতা হারে।

৪৩১৬ জানু, ভানু, কৃশানু, শীতের পরিত্রাণ।
[ জানু—হাঁটু ; ভানু—রৌদ্র, কৃশানু শব্দের অর্থ অস্পষ্ট, কেহ কেহ ঘৃত, কেহ তন্বী স্ত্রী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন তু—'তাম্বূলং তপনং তৈলং তুলা তন্বী তনুনপাৎ। হেমন্তে যে ন সেবন্তে তে নরাঃ বিধি বঞ্চিতাঃ।' মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ব্যবহৃত সাহিত্যিক প্রবাদ। ]

৪৩১৭ জানেন না ক খ, করতে আসেন সরকারি।

৪৩১৮ জানে না শোনে না বামন, চানার ক্ষেতে বুনে আমন।

৪৩১৯ জানে না শোনে না মূলে, মাগকে ডাকে ঠাকরুণ ব'লে।

৪৩২০ জানে বাঁচলে মহব্বত রয়।

৪৩২১ জানো না যৌবনের ভরে, কাঁদতে হবে অঝোর ঝরে।

*৪৩২২ জাবর কাটা।

*৪৩২৩ জামাই আদর করা, বা, জামাই আদরে রাখা।

৪৩২৪ জামাই আসে কামাইয়া, ছাতি ধর নামাইয়া।
[ ছড়ার লক্ষণাক্রান্ত। ]

৪৩২৫ জামাই এল কামাই ক'রে, বসতে দাও গো পিঁড়ে।
জলপান করতে দাও গো সরু ধানের চিঁড়ে॥

৪৩২৬ জামাই এল বাড়ীতে, ভাত নেইক হাঁড়িতে।

৪৩২৭ জামাই এলে খাই ভালা।
বোঝা যায় হিসাবের বেলা॥

৪৩২৮ জামাই যে মরদ, মেয়ের খোঁপাতেই পরিচয়।

৪৩২৯ জামাইয়ের গোদে শয্যা জুড়ল, মেয়ে শোবে কোথা।

৪৩৩০ জামাইয়ের জন্য মারে হাঁস, গুষ্টিশুদ্ধ খায় মাস।

৪৩৩১ জামাইয়ের বড় কোঁচার ফের,
ছুঁবুড়ি কড়ি সুতোর ফের।

*৪৩৩২ জামাইয়ের ভাই গোঁজের আলা।

৪৩৩৩ জামাইয়ের লাগি পিঠা বানাই,
এসে খায় জামাইয়ের ভাই।

৪৩৩৪ জামাই রোষে, আপনার মোষে।
[ মোষে—মুষ, চুরি করা—দে (৩৪৪৩) ; কিন্তু ইহা দ্বারা অর্থ স্পষ্ট হয় না। ]

৪৩৩৫ জামাই হারামখোর, আর বেরাল হারামখোর।

৪৩৩৬ জামাইও ভাল না, পাঁচ ব্যন্নন ছাড়া খায় না।
ঝিও ভাল না, তিন ব্যন্নন ছাড়া রাঁধে না॥

৪৩৩৭ 'জামাতা দশমো গ্রহঃ'।

৪৩৩৮ জামাই ভাতি পোঁদে লাথি।

৪৩৩৯ জায়গা জেনে বসি, জমি জেনে চষি।

*৪৩৪০ জাল গুটানো।

৪৩৪১ জাল ছেঁড়া পলো ভাঙা, এ মাছ শক্ত তুলতে ডাঙা।

*৪৩৪২ জাল পাতা।

৪৩৪৩ জাহাজ ডুবিয়ে ডোঙ্গায় চড়া,
জিলিপি ফেলে তালের বড়া।

*৪৩৪৪ জাহাজী ( বা মানোয়ারী ) গোরা।
[ জাহাজ চড়িয়া আসা গোরা সৈন্য। মানোয়ারী-Man-of-war বা যুদ্ধজাহাজ সংক্রান্ত ]

*৪৩৪৫ জাহাজের কাছে জেলের ডিঙি।

*৪৩৪৬ জাহাজের পিছে নঙ্গর।

৪৩৪৭ জাহাজের মাস্তুলের ভর কি জেলের ডিঙিতে সয়।

৪৩৪৮ জিতলেও ঘরের ভাত, হারলেও ঘরের ভাত।

৪৩৪৯ জিব পুড়ল আপ্ত দোষে,
কি করবে আমার হরিহর দাসে।

*৪৩৫০ জিব বেরিয়ে পড়া।

*৪৩৫১ জিবে জল সরা বা আসা।

*৪৩৫২ জিবে দাঁতে সম্বন্ধ।

*৪৩৫৩ জিলিপির প্যাঁচ।

৪৩৫৪ জিহ্বারে দিও না নাই, জিহ্বা বলে আরো খাই।

৪৩৫৫ জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি।

*৪৩৫৬ 'জীব' বলতে লোক নেই।

*৪৩৫৭ জীয়ন কাঠি মরণ কাঠি।

*৪৩৫৮ জীয়ন্ত মাছে পোকা পড়ান।

৪৩৫৯ জীয়ন্তে এঁটো খাব, মরলে কাঁধে যাব।

৪৩৬০ জীয়ন্তে দিলে না টুঁড়ে জল,
মরলে দেবে বেনাগাছি জল।

৪৩৬১ জীয়ন্তে না দিলে তুড়ি, ম'লে দেবে বেনাগাছ মুড়ি'

৪৩৬২ জীয়ন্তে না দিলে তুড়ি
মলে দেবে বেনা ঝোড়ে॥

৪৩৬৩ জীয়ন্তে না দিলে ভাত দলাটা,
মলে দেবে কীর্তন পালাটা।

*৪৩৬৪ জীয়ন্তে মরা।

*৪৩৬৫ জুতো মেরে গরুদান।

*৪৩৬৬ জুতো মেরেছে, অপমান করেনি।

*৪৩৬৭ জুতো সেলাই থেকে চণ্ডী পাঠ।

*৪৩৬৮ জুতোর আবার পাখনা।

৪৩৬৯ জেগে যে ঘুমায়, তারে জাগানো দায়।

*৪৩৭০ জেতের ওপর বাটা চড়ানো।

৪৩৭১ জেনে শুনে খেলে গু, কাজ কি পরে সিঁটকে মু'।

৪৩৭২ জেনে শুনে মিছে বলে,
তার দোলা নরকে দোলে।

*৪৩৭৩ জল ঘুঘু।

৪৩৭৪ জেলের ঝি, না জেলের হাসি কি।

*৪৩৭৫ জেলের পাছায় হাঁড়ি।

৪৩৭৬ জেলের পোঁদে টেনা, নিকারির কানে সোনা।

৪৩৭৭ জ্যেষ্ঠঃ পুত্রঃ সুখো নাস্তি।
৪৩৭৮ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম পিতা।
৪৩৭৯ জোঁকের গায়ে জোঁক বসে না।
*৪৩৮০ জোঁকের মুখে নুন পড়া।
৪৩৮১ জোছনাতে ফটিক ফোটে, চোরের মায়ের বুক ফাটে
৪৩৮২ বর একটি গান বল।
তা যদি না করতে পার
ভগ্নী এনে হাজির কর।
তা যদি না করতে পার
আমার ভগ্নীর পায়ে ধর।
৪৩৮৩ জোড়া ভুরু, নাটের গুরু।
*৪৩৮৪ জোড়ের পায়রা।
*৪৩৮৫ জোনাক পোকার আঁধারে শোভা।
৪৩৮৬ জোনাকি পোকা মাণিক নিন্দে, খাদ নিন্দে পুকুর।
গেরস্থেরে গরু নিন্দে, খোঁটা নিন্দে মুগুর॥
*৪৩৮৭ জো পেলে ঘাতে মারণ।
৪৩৮৮ জো পেলে জোলায় বোনে।
*৪৩৮৯ জোয়ার ভাটার গঙ্গা।
৪৩৯০ জোয়ার মাত্রেই ভাটা আছে।
*৪৩৯১ জোয়ারের গু।
*৪৩৯২ জোয়ারের জল কতক্ষণ।
৪৩৯৩ জোয়ারের পানি নারীর যৌবন।
[ পা—নারীর যৌবন জোয়ারের পানি ।]
*৪৩৯৪ জোর যার মুল্লুক তার।
৪৩৯৫ জোরের লাঠি নির্জোরেই বাজে।
৪৩৯৬ জোলাকে নমাজ সয় না।
৪৩৯৭ জোলাপ নিল রামসুন্দর, হেগে ম'লো পেঁচো।
*৪৩৯৮ জো হুকুম।

*৪৩৯৯ জৌ ঘরে আগুন লাগা।

৪৪০০ জৌ ঘরে থাকে যে, আগুনের ভয় রাখে সে।

*৪৪০১ জ্ঞাতির শত্রু জ্ঞাতি।

৪৪০২ জ্ঞাতি শত্রু পথে পথে, মক্কায় পারে নাক যেতে।

৪৪০৩ জ্ঞাতি শত্রু সব খান্, কুকুরেও হয় না গঙ্গা স্নান।

৪৪০৪ জ্ঞানের পাপ তীর্থে খণ্ডে,
অজ্ঞানের পাপ কোথায় খণ্ডে ?

*৪৪০৫ জ্যায়সা কা ত্যায়সা।

৪৪০৬ জ্যোৎস্নার ফিনিক ফুটে, চোরের মায়ের বুক ফাটে

৪৪০৭ জ্বরকে ডরাই না, কাঁপুনিকে ডরাই।

৪৪০৮ জ্বর না ডর, কাঁপে থরথর।

*৪৪০৯ জ্বরুরা দেখে জামীরের ভরা।

৪৪১০ জ্বরে আর পরে, খেতে না পেলেই ধায় রড়ে।

৪৪১১ জ্বরে কি করে, বাতিকে পুড়িয়ে মারে।

৪৪১২ জ্বরে পায়, না পরে পায়।

৪৪১৩ জ্বরো ভিটায় তোলে ঘর, যে আসে তারই জ্বর।

৪৪১৪ জ্বরো রুগী স্বপ্ন দেখে, চিঁড়ে আর তেঁতুল মাখে।

৪৪১৫ জ্বরো রুগীর অম্বলে রুচি।

[ পা—জ্বরো রুগী টকের স্বপ্ন দেখে। ]

*৪৪১৬ জ্বলন্ত আগুনে ঘি।

৪৪১৭ জ্বালা দিতে নেই ঠাঁই, জ্বালা দেয় সতীনের ভাই।

*৪৪১৮ জ্বালার ওপর জ্বালা।

*৪৪১৯ জ্বালার ওপর পালার বাড়ি।

*৪৪২০ ঝকমারির মাশুল।

৪৪২১ ঝগড়াঝাঁটির হদ্দ, ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ।

৪৪২২ ঝগড়াটে না ঝগড়া ক'রে,
ম্যাদার গাছে পোঁদ ঘ'ষে মরে।

4423 ঝগড়াটে লোক যারা ঝগড়া নাহি পায়।
বেনাগাছে চুল জড়িয়ে কোঁদল ভেজায়।
৪৪২৪ ঝড় গিয়ে ঝাঁপি, বয়স গিয়ে বিয়ে।
৪৪২৫ ঝড়ে কাক মরে, ফকিরের কেরামতি বাড়ে।
৪৪২৬ ঝড়ে পড়ল কলা, বউ বলে—এই বেলা।
*৪৪২৭ ঝড়ের আকার ঝগড়া।
*৪৪২৮ ঝড়ের আগে।
৪৪২৯ ঝড়ের আগে উড়ি ছোটে।
*৪৪৩০ ঝড়ের আগে হাল ছাড়া।
*৪৪৩১ ঝড়ের আগে এঁটো পাত।
*৪৪৩২ ঝড়ের আগে কলাগাছ।
*৪৪৩৩ ঝড়ের মুখে শুকনো পাতা।
৪৪৩৪ ঝড়ের সময় খই ভাজে।
*৪৪৩৫ ঝড়ো কাক।
৪৪৩৬ ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়া পড়ে,
যার যা' আধার সে তা' ধরে।
*৪৪৩৭ ঝাঁকের কই।
৪৪৩৮ ঝাঁকের কই ঝাঁকে যায়।
৪৪৩৯ ঝাঁঝরি বলে ছুঁচকে—তুমি বড় ফুটো।
*৪৪৪০ ঝাঁটা দিয়ে বিষ ঝাড়ানো।
*৪৪৪১ ঝাল ভাত খাওয়া।
৪৪৪১ক ঝাল ভাতের কান্না।
৪৪৪২ ঝাড় ঝাড় উচ্ছের ঝাড়, ঝাড়ে মূলে তেতো তার।
*৪৪৪৩ ঝাড় বুটা কেটে মুন্‌সীয়ানা খরচ করা।
*৪৪৪৪ ঝাড়া হাত-পা।
*৪৪৪৫ ঝাড়ের কঞ্চি।
*৪৪৪৬ ঝাড়ের দোষ।
৪৪৪৭ ঝাড়ের বাঁশ পড়ে না।

৪৪৪৮ ঝাড়ের সব সমান, কেউ দেয়ালগিরি, কেউ লাণ্ঠান।

*৪৪৪৯ ঝামা ঘষে দেওয়া!

[ পা—নাকে ঝামা ঘসা ]

৪৪৫০ ঝারি চোখ, উনান ঘর, বাঁদী চোর, বউ মুখর।

*৪৪৫১ ঝাল খাওয়া।

*৪৪৫২ ঝাল ঝাড়া।

৪৪৫৩ ঝাল দেখেছ, না, কড়ি দেখেছ।

*৪৪৫৪ ঝাল মরিচের লাল চামড়া।

*৪৪৫৫ ঝিকে মেরে বউকে শেখানো।

৪৪৫৬ ঝিঙা ফুল ফুটল দাদা, বৌদিদিকে খেদাড় দাদা।
ধানের ফুল ফুটল দাদা, বৌদিদিকে আনলে দাদা॥

[ ঝিঙা ফুল ভাদ্র মাসে বা অভাবের সময় ফোটে; সুতরাং তখন বৌদিদিকে বাপের বাড়ী পাঠাও, ধানের ফুল ফুটলে অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসের সুদিনে তাহাকে আনিবে। ]

৪৪৫৭ ঝি জব্দ শিলে, বউ জব্দ কিলে।
পাড়াপড়শী জব্দ হয় চোখে আঙুল দিলে॥

*৪৪৫৮ ঝিঙে নাড়া করা।

*৪৪৫৯ ঝিঙে ফুল ফোটা।

৪৪৬০ ঝি দিলেও জামাই নয়, মা দিলেও বাপ নয়।

৪৪৬১ ঝি নষ্ট ঠাটে পাটে, বউ নষ্ট হাটে ঘাটে।

*৪৪৬২ ঝিনুক দিয়ে সাগর ছেঁচা।

৪৪৬৩ ঝিনুক মাত্রেই মুক্তা হয় না।

৪৪৬৪ ঝিপি ঝিপি জলে বাবা প'ড়ে গেলরে,
আমড়া পোড়া মুড়ি, বাপ, কে খাবি রে।

[ বাঁকুড়া জেলার শালতোড়া হইতে সংগৃহীত। ছড়ার লক্ষণাক্রান্ত। ]

৪৪৬৫ ঝি মেরে বউয়ের শিক্ষা, বউ মেরে নেই রক্ষা।

৪৪৬৬ ঝিয়ে চায় বর, মায়ে চায় ঘর।

[ তু—'কন্যা কাময়তে রূপং মাতা বিত্তম্‌··· ।' ]

৪৪৬৭ ঝিয়ের জ্বালা বুকের খোঁচা,
পুতের জ্বালা ভূতের বোঝা।

৪৪৬৮ ঝিয়ের সাধ এলঞ্চা, বউয়ের সাধ মালঞ্চা,
আমার সাধ রাই।
সবার সাধ রাঁধতে গিয়ে হাঁড়িকুঁড়িই নাই ॥

৪৪৬৯ ঝির ঝি, করবে কি।

*৪৪৭০ ঝুলোঝুলি করা।

*৪৪৭১ ঝেড়ে কাপড় পরানো।

৪৪৭২ ঝাঁকের মাথায় কাজ করে, শেষকালেতে বুঝতে পারে

*৪৪৭৩ ঝোপ বুঝে কোপ।

*৪৪৭৪ ঝোল ভাত খাওয়ানো।

*৪৪৭৫ ঝোল পালানো।

*৪৪৭৬ ঝোলে অম্বলে এক করা।

৪৪৭৭ ঝোলে ঝালে অম্বলে, বেগুন সব ঠাঁই চলে।

*৪৪৭৮ ঝোলের লাউ, অম্বলের কদু।

[ তু—'লাউয়ের নামই কদু, ঘাড়ের নামই গর্দনা।' ]

৪৪৭৯ টক্‌ কাঁজি, নুনের ক্ষয়, কৃপণের দ্বিগুণ হয়।

৪৪৮০ টক্‌, ঝাল, কড়া ভাতার।

৪৪৮১ টক্‌ পালঙের শাক, দু'ভাগ ক'রে রাখ।

৪৪৮২ টক্‌ টেঁসো আটি সারা, শস্যশূন্য আঁস্‌ ভরা।

৪৪৮৩ টকের জ্বালায় দেশ ছাড়লাম, তেঁতুল তলায় বাস।

৪৪৮৪ টকের জ্বালায় পালিয়ে এসে তেঁতুল তলায় বাসা।

*৪৪৮৫ টক্কর দিয়ে চলা।

[ পা—মেরে··· ]

৪৪৮৬ টনক নড়া।

৪৪৮৭ টস্‌ টস্‌ টস্‌, আমানি পাথর দুই, ভাত গণ্ডা দশ।

৪৪৮৮ টাক, প্রকৃতি, গোদ, মরণে হয় শোধ।

৪৪৮৯ টাকাও দিলাম আশী, বিয়েও করলাম দাসী

৪৪৯০ টাকা টাকা কর তুমি, মামলা কর নাই।
বল বল কর তুমি, রোগে পড় নাই॥

৪৪৯১ টাকা টাকা টাকা,
গোপলা হল গোপাল জ্যেঠা, মঙ্গলা হল কাকা॥

*৪৪৯১ক টাকা করা।

*৪৪৯১খ টাকাটা সিকেটা।

৪৪৯২ টাকা, তুমি যাও কোথা? পিরীত যথা।
আসবে কবে? বিচ্ছেদ যবে॥

৪৪৯৩ টাকা, তুমি যারে বাঁকা, তার বৃথাই জনম রাখা।

৪৪৯৪ টাকা থাকলে মেড়াকান্ত, দেশের মধ্যে বুদ্ধিমন্ত।

৪৪৯৫ টাকা থাকলে রামা শ্যামা, শরা দেখে দুনিয়াখানা।

৪৪৯৬ টাকা দিয়ে টাকা ফাঁদে, হাতী দিয়ে হাতী বাঁধে।

৪৪৯৭ টাকা দিলে, কানা ছুঁড়ী বিয়ে করতে হুড়োহুড়ি।

৪৪৯৮ টাকা দিয়ে চিনি নারী, নারী দিয়ে নর।

৪৪৯৯ টাকা দেখতে গোল, থাকলে গোল, না থাকলেও গোল।

৪৫০০ টাকা ধর্ম টাকা কর্ম টাকা হি পরমন্তপং!

৪৫০১ টাকা না হয় যাক, নিজের কথা থাক।

৪৫০২ টাকা পয়সা গাঙ্গে দিয়ে ভেসে যায় কি।
[অর্থ সুলভ নহে এই অর্থে।]

৪৫০৩ টাকা বেটা বড় বেটা, টাকা বেটা পাথরকাটা।

৪৫০৪ টাকায় টাকা আসে।

৪৫০৫ টাকায় নিভায় মনের জ্বালা, আপন বাপে ডাকে শালা।

৪৫০৬ টাকা যার, মামলা তার।

৪৫০৭ টাকা যায় কুটুমবাড়ী, কুটুম হয় ছাড়াছাড়ি।

*৪৫০৮ টাকার-কুমীর।

৪৫০৯ টাকার নাম ভাগ্যধর, আপন বানায় পরের ঘর।

৪৫১০ টাকার নাম ময়নার ছা', মিছায় করে সাচার রা।

৪৫১১ টাকার নাম মহাশয়, যা কহাও তাই কয়।

[ তু—শরীরের নাম মহাশয় যা সহাও তাই সয়। ]

৪৫১২ টাকার নামে কাঠের পুতুলও হাঁ করে।

*৪৫১২ টাকার মানুষ।

৪৫১৩ টাকার বলে দুনিয়া চলে।

*৪৫১৪ টাকার বস্তার উপর বসে থাকা।

৪৫১৫ টাকা হলে বাঘের দুধও মেলে।

*৪৫১৬ টাঙ্গন ঘোড়ার বাচ্ছা।

৪৫১৭ টাঙ্গন ঘোড়া খায় যা, বেতো ঘোড়াও চায় তা।

৪৫১৮ টাটকা কড়ির ঝাট্‌কা জবাব॥

*৪৫১৯ টাটে বসান।

৪৫২০ টাটের নৈবিদ্যি, কাঠের চিঁড়ে।
পেট ভ'রে খা,' আমার কিরে।

৪৫২১ টান্ দড়ি খাড়া ছেঁড়ে।

৪৫২২ টান্ দিয়ে বাঁধলে টস্ করে ছেঁড়ে।

৪৫২৩ টান্‌বার যে সে না টান্‌লে,
লাভ ত নেই কেবল কাঁদলে।

৪৫২৪ টান্‌লে পাই, না টান্‌লে ছাই।

*৪৫২৫ টানা-পোড়েন।

*৪৫২৬ টারে-টোরে।

*৪৫২৭ টাল সামলানো।

*৪৫২৮ টিকটিকি হয়ে ডুমুর গিল্‌তে যাওয়া।

৪৫২৯ টিকটিকির দৌড় বাদার গোড়া।

৪৫৩০ টিকি দেখা যায় না।

৪৫৩১ টিকে ধরাবার জামিন চাই।

৪৫৩২ টিটির পাখী চায় গাঙ শুকাতে।

৪৫৩৩ টিনে গুঁজে গৃহস্থ, চোটে পাট নাশ।

৪৫৩৪ টিপ্-টিপ্ জল পড়ে, পাথরের ক্ষয় করে।

৪৫৩৪ক টিপ্ টিপ্ টিপের ফোঁটা টেরিকাটা চুম,
কোথায় নেই কি বকুল ফুল।

৪৫৩৫ টিপটিপার ঘানি, আধা তেল আধা পানি।

*৪৫৩৬ টিপ্পনী কাটা।

৪৫৩৭ টিপ্ বোঝে না, টাপ্ বোঝে না, সেই বা কেমন মেয়ে।
ধার বোঝে না, চর বোঝে না, সেই বা কেমন নেয়ে॥

৪৫৩৮ টিপ্ মারা বসে খায়, বড়্গলা দরবারে যায়।

*৪৫৩৯ টু শব্দ না করা।

*৪৫৪০ টুইয়ে দেওয়া।

*৪৫৪১ টুকনি সাধা।

৪৫৪২ টুন্‌টনির হয় না গরুড়ের পাখা।

৪৫৪৩ টুনী কথা ক'স্‌নে, টুনী কথা ক'স্‌নে।
বরযাত্রীর জুতো কুকুরে নেয়, টুনী কিসে কথা না কয়॥

[ কাহিনীমূলক প্রবাদ। এক কন্যা অত্যন্ত মুখরা। মাতাপিতার আশঙ্কা বিবাহ-বাসরে বা ছাতনা তলায় বসিয়াও হয়ত কথা বলিবে। মাতাপিতা তাহাকে বার বার বলিয়া দিলেন, বিয়ের সময় সে যেন চুপ করিয়া থাকে। এদিকে কনের পীড়িতে বসিয়া সে দেখিল, কুকুর বরযাত্রীর জুতা লইয়া যাইতেছে। সে তৎক্ষণাৎ কথা বলিয়া উঠিল। ]

*৪৫৪৪ টুপ্ ভুজঙ্গ হওয়া।

[ মদ খাইয়া জ্ঞানশূন্য হওয়া। ]

*৪৫৪৫ টেকো মাথায় ক্ষুর বুলানো।

*৪৫৪৬ টেক্কা বা টেক্কা দেওয়া।

*৪৫৪৭ টেণ্ডায় মেণ্ডায়।

৪৫৪৮ টেনে বুনতে কুলায় না।

*৪৫৪৯ টেপা গোঁজা।

*৪৫৫০ টেপা মোড়ল।

৪৫৫১ টেরা চোখ, মাথায় টেরি, পিঠে কুঁজ, গলায় গড়গড়ি।
দু'চোখ ডাঁসা, এক চোখ কানা, বজ্জাতের এই নিশানা

*৪৫৫২ টো টো করা।

*৪৫৫৩ টোকলা সাধা।

*৪৫৫৪ টোকাপানা মাথাটি, খালুই পানা পেটটি।

*৪৫৫৫ টোপ ফেলে মাছ ধরা।

৪৫৫৬ টোল খুলব পণ্ডিত আন।
গাঁ উজাড় মুসলমান॥

৪৫৫৭ ট্যাং ট্যাং ট্যাং।
তার ভেঙে দিয়েছি ঠ্যাং॥

*৪৫৫৮ ট্যাঁক গড়ের মাঠ।

*৪৫৫৯ ট্যা ফো করা।

*৪৫৬০ ট্যাকে গোঁজা।

*৪৫৬১ ট্যাশ ফিরিঙ্গি।
[ ট্যাশ—ইংরেজি trash হইতে। তাচ্ছিল্যার্থে ]

*৪৫৬২ ঠকচাচার দরবার।

৪৫৬৩ ঠক বাছতে গাঁ উজাড়।

৪৫৬৪ ঠকের মুখে বকের গু।

৪৫৬৫ ঠন্ ঠন্ মদন গোপাল, মাগ ছেলে নেই, পোড়াকপাল

৪৫৬৬ ঠাঁই গুণে কালি, ঠাঁই গুণে কাজল।

৪৫৬৭ ঠাকরুণ গো ঠাকরুণ,
তুমি কোট চালতা, আমি কুটি লাও।
আর গতরখাকী বউকে বল—ধান কুটতে যাও॥

৪৫৬৮ ঠাকরুণের গর্ভ চমৎকার,
বিইয়েছেন এক বাঁদর-অবতার।

৪৫৬৯ ঠাকুরও দোলে ওঠেন।

৪৫৭০ ঠাকুরকে দেখিয়ে কলা, নৈবিদ্যি নে' ছুটে পালা।

৪৫৭১ ঠাকুর ঘরে কে ? না, আমি কলা খাইনা।

৪৫৭২ ঠাকুর ছোট, নৈবেদ্য বড়।

৪৫৭৩ ঠাকুর জামাই, চাকরি কামাই, মাসে দু'দিন এসো।
ঠাকুরঝিকে যেমন তেমন, আমায় ভালবেসো॥

৪৫৭৪ ঠাকুর পায় না ঘোলের পানি,
বাসুয়া চায় দই একখানি।

৪৫৭৫ ঠাকুরবাড়ীর প্রসাদ মারো, বাজারের ভাও জান কি।

৪৫৭৬ ঠাকুরে করলে হেলা, রাখালে মারে ঢেলা।

৪৫৭৭ ঠাকুরের চেয়ে ঠাকুরের নাম বড়।

৪৫৭৮ ঠাকুরের ঠাকুরালি, মজুরের মজুরালি।

৪৫৭৯ ঠাকুরের সেবা দিতে গেলে সূতোর খেই হারায়।

৪৫৮০ ঠাটঠমকে বিকায় ঘোড়া।

৪৫৮১ ঠাটের ঠাকুর নাটের গোঁসাই।

৪৫৮২ ঠাণ্ডা লোহা গরম লোহা কাটে।

*৪৫৮৩ ঠাণ্ডি গারদ।

৪৫৮৪ ঠারা ঠারীর ঘর।
কারো কখনো মাথাব্যথা, কারো কখনো জ্বর।

৪৫৮৫ ঠারে-ঠোরে উনিশ বিশ, দাদার কড়ি দিদিকে দিস।

৪৫৮৬ ঠারে-ঠুরে বুঝতে নারে, বাঙ্গাল আর বলব কারে।
দু'চার লাথি পড়লে ঘাড়ে, তবে বাঙ্গাল বুঝতে পারে॥

৪৫৮৭ ঠিক দুপুর বেলা, ভূতে মারে ঢেলা,
বলা কতই জানে খেলা।

*৪৫৮৭ক ঠিকে ভুল হওয়া।

৪৫৮৮ ঠিকের জমি, নিকের মাগ।

৪৫৮৯ ঠুকরে-ঠাকরে আনাবে, তেমাথায় হাঁড়ি জ্বালাবে।

*৪৫৯০ ঠুঁটো জগন্নাথ।

*৪৫৯১ ঠুঁটোর বাঁদর।

৪৫৯২ ঠেকবি যখন, শিখবি তখন।

৪৫৯৩ ঠেকলে বাঘে সাঁতরে ঘাস খায়।

৪৫৯৪ ঠেকারে-গেদারে—ছুঁড়ী, পথ থাকতে কানা—বুড়ী।

৪৫৯৫ ঠেকিয়াছে এইবার কায়েতের ঘায়।
বোনাই বাবার বাবা হার মেনে যায়॥

৪৫৯৬ ঠেকে ঠ'কে হল যেই মূর্খের ভূত।
দেখে শুনে হল সেই পণ্ডিতের পুত॥

৪৫৯৭ ঠিকে চাকুরি, নিকের মাগ,
কখন আছে, কখন নেই।

৪৫৯৮ ঠেকে শিখন, দেখে শিখন, বেকুবের কথা চিকণ।

*৪৫৯৯ ঠেকে শেখার চেয়ে ভাল দেখে শেখা।

৪৬০০ ঠেঙ্গাড়ের গদ্দি খোঁজে ঝোপ।

৪৬০১ ঠেঁটা লোকের মুখে আঁট, বাইরে থেকে কাটে গাঁট।

*৪৬০২ ঠেঁটার জন্য ঝেঁটা।

৪৬০৩ ঠেলাঠেলির ঘর, খোদার রক্ষা কর।

৪৬০৪ ঠেলা দিয়ে গঙ্গায় ফেলা।

*৪৬০৫ ঠেলার চোটে বাবা বলা!

৪৬০৬ ঠেলায় প'ড়ে ঢেলায় সেলাম।

*৪৬০৭ ঠেলার নাম বাবাজী।

*৪৬০৮ ঠোঁট কাটা কাক।

*৪৬০৯ ঠোঁট কাটা মানুষ।

৪৬১০ ঠোঁট চাটলে তৃষ্ণা মেটে না।

*৪৬১১ ঠোঁট সেলাই ক'রে থাকা।

৪৬১২ ঠোঁটে ঠেকান্, খান্ না।

৪৬১৩ ঠোঁটের বলও বল, দাঁতের বলও বল।

৪৩১৪ ডবল পয়সা দমে ভারি, কড়ি নাই মালে কড়ি।

৪৬১৫ ডাইনে আন্‌তে বাঁয়ে নেই।

৪৬১৬ ডাইনে উঁচু বাঁয়ে উঁচু, লাভ হয় কিছু কিছু।

৪৬১৭ ডাইনে ফণী, বামে শিয়ালী।
দহি লে' দহি লে' বলে গোয়ালী।
তবে জানিবে যাত্রা শুভালি॥

৪৬১৮ ডাইনে বাঁয়ে চিনির নৈবেদ্য।

৪৬১৯ ডাইনে বাঁয়ে জোড়া পাঁঠা।

*৪৬২০ ডাইনের হাতে পো সমর্পণ।

৪৬২১ ডাইলের মধ্যে খেসারি, দেবতার মধ্যে বিষরী।
[ খেসারি নিকৃষ্টতম ডাইল। ]

৪৬২২ ডাইলের মধ্যে খেসারি, বামুনের মধ্যে অধিকারী।

৪৬২৩ ডাইলের মধ্যে মসুরি, মানুষের মধ্যে শাশুড়ী।

*৪৬২৪ ডাক ছেড়ে কাঁদা।

৪৬২৫ ডাক ডুব মুঠো, আর সব ঝুটো।

*৪৬২৬ ডাকসাইটে।

৪৬২৭ ডাকলে ডাক, বসলে ক্রোশ,
পথ বলে মোর কিসের দোষ।

*৪৬২৮ ডাকাবুকো।

৪৬২৯ ডাকে পাখী, না ছাড়ে বাসা।
উড়ে বসে খাবে হেন আশা।
উড়ে পাখী যায় না, তখনি কেন যায় না॥

*৪৬৩০ ডাকের সুন্দরী।

*৪৬৩১ ডাঙাভূঁইয়ে গাব বৃক্ষ।

৪৬৩২ ডান কান উভ ক'রে ম'লে কাশীতে স্বর্গ হয়।

৪৬৩৩ ডানপিটের মরণ গাছের আগায়।
[ পা—...আগ ডালে ]

*৪৬৩৪ ডান হাতে গু খাওয়া।

*৪৬৩৫ ডানহাতের কাজ।

*৪৬৩৬ ডানাকাটা পরী।

৪৬৩৭ ডা'নের নজর পুঁই-বাদাড়ে।

৪৬৩৮ ডানের মন কাপাস কাপাস।

[ ডানেরা সাধারণতঃ ভয়ে ভয়ে থাকে, কিংবা ডানেদের মন কার্পাস তুলার মত লঘু বা হাওয়ায় উড়িয়া বেড়ায়। ]

৪৬৩৯ ডা'নের মায়া বোঝা ভার।

*৪৬৪০ ডা'নের হাতে পো সমর্পণ।

*৪৬৪১ ডামাডোল।

*৪৬৪২ ডাল না গলা।

৪৬৪৩ ডাল নেই বেগুন ভাজা খায়।
বৌ নেই শ্বশুর বাড়ী যায়।

*৪৬৪৪ ডালছাড়া বাঁদর।

*৪৬৪৫ ডালভাঙা ক্রোশ।

[ পথ হাঁটিবার কালে গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া তাহা শুকাইয়া যাওয়া পর্যন্ত যতদুর চলা যায় ততদুর যাহাতে এক ক্রোশ। ]

*৪৬৪৬ ডাল না গলা।

[ ডাইল সিদ্ধ না হওয়া। ]

*৪৬৪৭ ডালা ভরা আশা, কুলো ভরা ছাই।

৪৬৪৮ ডিগরের মরণ ডালে খালে।

৪৬৪৯ ডুবতে গিয়ে শেওলা ধরে।

৪৬৫০ ডুব দিয়ে খাই পানি, আল্লা জানে আর আমি জানি।

৪৬৫১ ডুব দিয়ে জল খেলে গলায় বাধে।

৪৬৫২ ডুব দিয়ে জল খেলে শিবের বাপও টের পায় না।

৪৬৫৩ ডুব দিয়ে জল সবাই খায়,
লোকের কাছে উপোসী জানায়।

৪৬৫৪ ডুব দিয়ে পানি খাই, সারাদিন রোজা নাই।

৪৬৫৫ ডুবন্ত মানুষ কুটো ধরে।

[ প্রত্যক্ষভাবে এই ইংরেজি প্রবাদের বাংলা অনুবাদ—
Drowning man catches at a straw. ]

৪৬৫৬ ডুবল না', ত ডুবিয়ে বা'।

[ না—নৌকা, বা'—নৌকা বাহিবার আদেশ। নৌকা ডুবিয়া গিয়াছে, সেই অবস্থাতেই বাহিয়া যাওয়ার অসম্ভব কল্পনা। এখানে অবস্থার সঙ্গে মানাইয়া লওয়া। পা—...যা। কিন্তু ইহা ভুল, 'বা-ই' শুদ্ধ পাঠ। ]

৪৬৫৭ ডুবালে সমুদ্র-জলে, পাষাণ কি কভু গলে।

*৪৬৫৮ ডুবুরী নানান ভাব।

*৪৬৫৯ ডুবে ডুবে জল খাওয়া।

৪৬৬০ ডুবেছি, না, ডুবতে আছি, দেখি পাতাল কতদূর।

*৪৬৬১ ডুমুরের ফুল, সাপের পা।

[ যাহা কখনও দেখা যায় না। ডুমুরের ফুল বাহিরে ফুটে না, বীজের সঙ্গে ভিতরে থাকে, সেইজন্য বাহিরে দৃশ্য নহে। ]

৪৬৬২ ডুলি পার করবি ত ঘোড়া পার কর।

[ নদীতে জল কত তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য প্রথমতঃ ঘোড়াকে নদী পার করিয়া তারপর মনুষ্যবাহী ডুলি পার করিবার কথা। আগে পরীক্ষা করিয়া পরে কাজে হাত দেওয়া। ]

৪৬৬৩ ডেঁও ডেফল, চুকা লাগে নারকোল।

[ ডেঁও—ডেফলের মতই এক প্রকার নিকৃষ্ট ফল, পূর্ব বাংলায় ইহাকে ডেওয়া বলে, নিকৃষ্ট ফলের উদাহরণ দিতে সর্বদাই ডেওয়া এবং ডেফল এক সঙ্গে উল্লিখিত হয়। 'ডেঁও' শব্দের অর্থ 'বড়' নহে ( দে ৩৬৭৪ )। ]

*৪৬৬৪ ডেরাডাণ্ডা তোলা।

[ সাময়িক বাসস্থান গুটাইয়া লইয়া স্থান ত্যাগ করা। ডেরা—হিন্দী শব্দ, বাসা। ]

৪৬৬৫ ডেকে বলে ভাড়ানী, ছেলের বে'তে চাই আড়ানী।

[ ভাড়ানী—অন্যের বাড়ীতে যে বাড়া বাঁধে, বাড়ানী। বেতে—বিবাহের, আড়ানী—যাহা আড়াল করে বা চাঁদোয়া। ]

*৪৬৬৬ ডেকে শাল নেওয়া।

[ তু—আইস শাল, বইস মার্গে। পু বা প্রা। ]

৪৬৬৭ ডোবা দেখলেই বেঙ লাফায়।

৪৬৬৮ ডোমকে নেই যমের ভয়।

[ তু—ডোমের পুত যমের দূত। পশ্চিম বাংলার ডোম জাতির বীরত্ব এবং সাহসিকতার কথা এখানে বলা হইয়াছে। মধ্যযুগে ডোম জাতি সামন্ত রাজাদিগের পাইক এবং অশ্বারোহী সৈন্যরূপে কাজ করিত। তাহাদের বীরত্ব ও সাহসিকতার বহু বিবরণ 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' বর্ণিত হইয়াছে। আগডুম বাগডুম ছড়াটিও একটি ডোম চতুরঙ্গ বাহিনীর বর্ণনা। সুতরাং দে যে বলিয়াছেন (৩৬৭৮) 'ডোম শবদাহ করে। অথবা নোংরা সাফ করিয়াও রোগের ভয় নাই'—এই ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নহে। যে ডোম শবদাহ কিংবা নোংরা সাফ করে, সে বহিরাগত মঘৈয়া বা তুরী ডোম, বাঙালী ডোম নহে। বাঙালী ডোমের একটি প্রাচীন জাতীয় ঐতিহ্য আছে। ধর্মমঙ্গল কাব্য তাহার প্রমাণ। ]

*৪৬৬৯ ডোম-ডোকলের ঘর।

৪৬৭০ ডোম পণ্ডিত।

[ রাঢ়ের ধর্মরাজ ঠাকুরের পূজারী ডোমকে ডোম পণ্ডিত বা ধর্ম পণ্ডিত বলে। ]

৪৬৭১ ডোম, বাগদী, হোড়েল জাত,
পোষ মানে না আধেক রাত।

[ হোড়েল—মুণ্ডা ভাষায় হোড় শব্দের অর্থ মানুষ। সুতরাং ইহার অর্থ মনে হয়, মুণ্ডা ভাষী জাতি বা সাঁওতাল। সুতরাং দে যে বলিয়াছেন (৩৬৮২) ইহার অর্থ চোর, তাহা গ্রাহ্য নহে। ]

৪৬৭২ ডোমের চুবড়ি ধুয়ে ( বউকে ) ঘরে তোলা।

[দে শুদ্ধ করিয়া লওয়া অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন (৩৬৮২), কিন্তু লিখিয়াছেন 'এখানে ডোম = জেলে।' কিন্তু তাহা ঠিক নহে। ডোমই চুব্‌ড়ি তৈরী করিয়া থাকে, জেলেরা তাহা করে না। বাঙ্গালী ডোম দুই ভাগে বিভক্ত—বাজনিয়া ডোম ও আঁকুড়িয়া ডোম। আঁকুড়িয়া ডোম বাঁশের চুব্‌ড়ি তৈরী করে।]

৪৬৭৩ ডোমের পুত, যমের দূত।

[তু—'ডোমকে নেই যমের ভয়'। পূর্বে দ্রষ্টব্য।]

৪৬৭৪ ডোল ভরা আশা, কুলো ভরা ছাই।

*৪৬৭৫ ড্যাং ড্যাং করে চলা।

৪৬৭৬ ঢং দেখে আর বাঁচিনেকো ওমা কোথায় যাব।
কোনদিন বা বলবে মাণিক ঝিনুকে দুধ খাব॥

৪৬৭৭ ঢলা-ঢলা লাউয়ের পাতা,
তোমার ভেয়ের গোণা-গাঁথা।

*৪৬৭৮ ঢলা ঢলি।

*৪৬৭৯ ঢাক্ ঢাক্ গুড়্ গুড়্।

[কোনও বিষয় ঢাকিয়া ফেলা, চাপা দেওয়া। গুটাইয়া ফেলা অর্থে গুড়্‌গুড়্।]

৪৬৮০ ঢাক ঢোল বেজে গেল, কুলোর ডুগডুগি।

*৪৬৮১ ঢাক থুয়ে চণ্ডীপাঠ।

৪৬৮২ ঢাক থো, পাছাড় লাগ।

৪৬৮৩ ঢাক খোল, নাচন দেখ।

*৪৬৮৪ ঢাক পেটা।

*৪৬৮৫ ঢাক-বাজানী।

*৪৬৮৬ ঢাক বাজিয়ে ইঁদুর ধরা।

৪৬৮৭ ঢাক হারিয়ে মাদলে হাত।

৪৬৮৮ ঢাকলে কি আর ঢাকা যায়,
ঢাক বেজে যায় জগৎময়।

৪৬৮৯ ঢাকা দিয়ে শেয়াল যায়
পেঁড়োয় কুকুর ডাকে,
শান্তিপুরে বুড়ী বলে
কামড়ালে মোর নাকে ॥

*৪৬৯০ ঢাকাই সাক্ষী।

[ সাফাই সাক্ষী। অপরাধীর দোষ ঢাকিবার জন্য যে সাক্ষী। ]

*৪৬৯১ ঢাকীসুদ্ধ বিসর্জন।

৪৬৯২ ঢাকীর দায়ে মনসা বিক্রয়।

*৪৬৯৩ ঢাকে কাঠি পড়া।

৪৬৯৪ ঢাকে ঢোলে বিয়ে, কাস্তে বাঁধা দিয়ে।

৪৬৯৫ ঢাকে ঢোলে বিয়ে, তার উলু দিতে মানা!

*৪৬৯৬ ঢাকের উপর ঢাকী।

[ পা—ঢাকের উপর ঢেঁকি। ]

৪৬৯৭ ঢাকের কড়িতে মনসা বিকায়।

[ তু—ঢাকীর দায়ে মনসা বিক্রয়। ]

*৪৬৯৮ ঢাকের কাছে টেমটেমি।

*৪৬৯৯ ঢাকের পিঠে বাঁয়া।

[ ঢাকের বাঁ দিক কোনদিন বাজানো হয় না, অথচ যে দিক বাজানো হয় অর্থাৎ ডান দিকের মতই একই ভাবে চামড়া দিয়া তাহা ছাওয়া থাকে। তু—'এই নীলুর দলে রামপ্রসাদ একটিন। যেমন ঢাকের পিঠে বাঁয়া থাকে, বাজে নাকো একটি দিন।' —কবিওয়ালা রাম বসু। ]

৪৭০০ ঢাকের বাদ্যি থাকলেই মিষ্টি।

*৪৭০১ ঢাকের মতন নাকের গড়ন।

৪৭০২ ঢাল না তলবার, নিধিরাম সর্দার।

[ পা—ঢাল নাই তলোয়ার নাই, নিধিরাম সর্দার। ]

৪৭০৩ ঢালে খাঁড়ায় বেহাতী।

[ দুই হাত জোড়া অর্থে। এক হাতে ঢাল আর এক হাতে খড়্গ। ]

*৪৭০৪ ঢি ঢি পড়া।

*৪৭০৫ ঢিপেই সুবুদ্ধি।

*৪৭০৬ ঢিমে তেতালা।

*৪৭০৭ ঢিবির মাকাল।

[ স্থূল এবং অন্তঃসারশূন্য। ]

৪৭০৮ ঢিল আছে ত কুকুর নেই, কুকুর আছে ত ঢিল নেই।

৪৭০৯ ঢিল তহশীলে গাঁ নষ্ট।

*৪৭১০ ঢিল দিয়ে ঢিল টেনে আনা।

*৪৭১১ ঢিল দিয়ে ঢিল ভাঙা।

৪৭১২ ঢিল বাঁধনের আয়ু বেশি।

৪৭১৩ ঢিলটি মারলেই পাটকেলটি খেতে হয়।

*৪৭১৪ ঢুঢু বা ঢুঢু করা।

*৪৭১৫ ঢেউ গণা।

[ পা—তীরে বসে ঢেউ গুণা। ]

৪৭১৬ ঢেউ দেখে ছেড় না হাল, আজ না হলে হবে কাল।

*৪৭১৭ ঢেউ দেখে নাও ডোবানো।

*৪৭১৮ ঢেউ নাচানী।

[ তুচ্ছ ব্যাপারে আন্দোলনকারিণী। ]

৪৭১৯ ঢেঁকশেল দিয়ে কটক যাওয়া।

[ তু—'তালতলা দিয়া খোদার হাট।' অকারণ ঘুরানো পথে যাওয়া। ]

৪৭২০ ঢেঁকশেলে না উঠতে পায়, হাবলে হাবলে কুঁড়ো খায়।

৪৭২১ ঢেঁকশেলে যদি মাণিক পাই, তবে কেন পর্বতে যাই।

*৪৭২২ ঢেকার আগে চলা।

৪৭২৩ ঢেঁকি-অবতার।

[ পা—ঢেঁকিরাম। অপদার্থ অর্থে। ]

৪৭২৪ ঢেঁকি আড় কাটে, আপনার ক্ষয় করে।

*৪৭২৫ ঢেঁকি উপলক্ষে মঙ্গল।

*৪৭২৬ ঢেঁকির কচকচি।

*৪৭২৬ক ঢেঁকির শিখর।

[ ঢেঁকির মাথার দিক। ]

৪৭২৭ ঢেঁকি কেন গাঁ বেড়াক না, গড়ে পড়লেই হল।

৪৭২৮ ঢেঁকি গড়া ছুতোর, তার আবার গ্রিশকাফ।

[ গ্রিশকাফ—মূল্যবান পালিশের যন্ত্র। ]

৪৭২৯ ঢেঁকি ঘরের আবার পাছ-দুয়ার।

৪৭৩০ ঢেঁকি ঘরের আবার চাঁদোয়া।

৪৭৩১ ঢেঁকিতে বারা, পুকুরে পানি।
জামাইয়ের বেটার ভাত-ছোঁয়ানি॥

*৪৭৩২ ঢেঁকি বাহন দেবতা।

৪৭৩৩ ঢেঁকি ভ'জে স্বর্গে যাওয়া।

*৪৭৩৪ ঢেঁকির কোলে মরাই।

*৪৭৩৫ ঢেকির আঁকশলি।

৪৭৩৬ ঢেঁকির কচ্‌কচি, আর ঢাকের বাদ্যি থামলেই ভাল।

৪৭৩৭ ঢেঁকির নয় ছয়, কুলোর উনিশের বন্ধ।

*৪৭৩৮ ঢেঁকির সঙ্গে তুলের জোকা।

৪৭৩৯ ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।

৪৭৪০ ঢেঁকিরে বুঝাব কত, নিত্য ধান ভানে,
অবুঝরে বুঝাব কত, বুঝ নাহি মানে।

*৪৭৪১ ঢেড়া সই।

৪৭৪২ ঢেড়ো শাক সিজাব কত, হাবা ভাতারকে বোঝাব কত।

৪৭৪৩ ঢের করেছে পেটের পো
ধড় ছিঁড়বে নাতি।

[ পা—চুল ছিঁড়বে ... ...। ]

৪৭৪৪ ঢের দেখেছি চুরি করতে, এমন দেখিনি ধুকড়ি ভরতে।

*৪৭৪৫ ঢেলা মাথায় দিয়ে ঘুমানো।

*৪৭৪৬ ঢেলা সেলামি।

৪৭৪৭ ঢেলা হলেই জাঁক যায়।

*৪৭৪৮ ঢেলে সাজা।

৪৭৪৯ ঢোল বাজে পোঁদ ফাটে, লোকে বলে বিয়ে।

*৪৭৫০ ঢোল-সমুদ্র।

৪৭৫১ ঢোলেও নাচে, খোলেও নাচে।

*৪৭৫২ ঢোলের পাছে কাঁসি।

৪৭৫৩ ঢোলের বাড়ি কাপড় দিয়ে ঢাকা।

৪৭৫৪ ঢ্যাঙ্গা মাল দিগ্‌দরিয়া, মরে যাবে টুক করিয়া।
গ্যাড়া মাল ভজর তাল, বেঁচে থাক্‌বে অনেক কাল

৪৭৫৫ ঢ্যাঙ্গীর কপালে গেঁড়া স্বামী।

*৪৭৫৬ তক্কে তক্কে থাকা।

*৪৭৫৭ তড়িঘড়ি।

*৪৭৫৮ 'তথৈব চ।'

৪৭৫৯ 'তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে।'

৪৭৬০ তপ্ত অম্বল টেলকা দুধ, তারে খায় নিরবুধ।

৪৭৬১ তপ্ত অন্ন, ঠাণ্ডা দুধ, এই জানবে যমের দূত।

৪৭৬২ তপ্ত খাওয়ায়, রক্ত হাগায়।

৪৭৬৩ তপ্ত জলে ঘর পোড়ে না।

৪৭৬৪ তপ্ত ভাতে নুন জোটে না, পান্তা ভাতে ঘি।

৪৭৬৫ তবু ত এখনো ধেনু বৎস পেটে।
[ কাহিনীমূলক প্রবাদ। ]

৪৭৬৬ তবু ত ধেনু বলিনি।

৪৭৬৭ তবু তো সাবান মাখিনি।

৪৭৬৮ তর সয় না।

৪৭৬৯ তরকারিতে দেয় না নুন,
বাড়ি কোথা? না, আমারুণ।

৪৭৭০ তরকারীর মাইঝে ছই, খেসের মাইঝে মই।
[ ছই—সিম তরকারি, খেস— কুটুম, মই—মাসী। ]

*৪৭৭১ তর্জন গর্জন সার।

৪৭৭২ তর্পণেই গঙ্গা শুকায়, জলসত্র দিতে চায়।

৪৭৭৩ তল বাগড়ি খসে উপর বাগড়ি হাসে।
[ বাগড়ি—তাল গাছের ডাঁটা ]

*৪৭৭৪ তলে পড়ে জেতা।

৪৭৭৫ 'তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্'।

৪৭৭৬ তাই না করে হাইয়ের ঘর,
বান্ধ্যা ধর্‌য়া দারু কর।
[ হাই—স্বামী ; দারু—বিয়ে, পূ ব প্রা ]

৪৭৭৭ তাইন-ই কন্যার মা,
তাইন-ই দুলার মা।
[ দুলা—বর ! পূ ব প্রা ]

৪৭৭৮ তাড়াতে পারে না গায়ের মাছি,
ভুঁই করে গিয়ে রাখালগাছি।

৪৭৭৯ তাড়াব না উঠান চষ্‌ব।

*৪৭৮০ তা দেওয়া।

৪৭৮১ তাত সয়, তবু বাত সয় না।

৪৭৮২ তাঁত আগলাতে বঠেনী-কামাই।

*৪৭৮৩ তা-না-না-না করা।

*৪৭৮৪ তা-বড় তা-বড়।

৪৭৮৫ তাতা তিতা চুকা ঝাল, এই চার পুরুষের কাল।

৪৭৮৬ তাঁতীকুলও গেল, বৈষ্ণব কুলও গেল।

৪৭৮৭ তাঁতী, গোঁসাই, পচা ভুর, তিন নিয়ে শান্তিপুর।

৪৭৮৮ তাঁতী তাঁত গড়েতে খাবি খায়।

৪৭৮৯ তাঁতী তাঁত বুনতেই মন, তাঁতী কৃষ্ণ কথা শোন্।

৪৭৯০ তাঁতী পড়ে তাঁত গাড়ে।

৪৭৯০ক তাঁতিনীর চাপড় নেই, বঠেনীর চাওড়।

৪৭৯০খ তাঁতীর চুরি নলি-নলি, খোদার চুরি থান।

৪৭৯১ তাঁতীর পুতে বাতি মাইরা ভূমিত না রাখে পাও,
রাজার পুতে আতি মাইরা লাজে না করে রাও।
[ বাতি—ইঁদুর ; আতি—হাতি, পূব প্রা। ]

৪৭৯২ তাঁতী যদি বৈষ্ণব হয়, অন্তঃকরণ শুদ্ধ নয়।

৪৭৯৩ তাঁতী রাগে কাপড় ছেঁড়ে,
আপন ক্ষতি আপনি করে।

*৪৭৯৪ তাঁতীকে মাকু চেনান।

*৪৭৯৫ তামাক ইচ্ছা করা।

৪৭৯৬ তামাক খেতে মন, গোঁফে তা' দেবে কখন।

*৪৭৯৭ তামা তুলসী গঙ্গাজল।

*৪৭৯৮ তামা তুলসী হাতে করিয়া বলা।

*৪৭৯৯ তার রুটিতে দুপিঠে ঘি।

৪৮০০ তারে শোনাও দরদ, যে দরদ নেয়,
বে-দরদীকে দরদ শোনাও দুনো দরদ দেয়।

*৪৮০১ তালকানা।

৪৮০২ তালগাছে বাবুইয়ের বাসা,
নেড়া মাগীর দেখ তামাসা।

৪৮০৩ তাল গাছেতে বাঁধবো টোং,
বসে বসে তার দেখবো রং।

*৪৮০৪ তালগাছের আড়াই হাত।
[ তালগাছকে একহাত লম্বা ধরিয়া মাপা। ]

৪৮০৫ তাল ঘষলে গন্ধ মিঠা, নেবু ঘষলে হয় তিতা।

৪৮০৬ তাল তলা দিয়ে কি পথ চলনি ?

*৪৮০৭ তালতলা দিয়ে খোদার হাট।
[ তালতলা এবং খোদার হাট স্থানের নাম। ]

৪৮০৮ তালতলা দিয়ে চললি নাকো, চিনলি কবে তাল।

*৪৮০৯ তাল ডিঙিয়ে কাল করা।

৪৮১০ তাল তেঁতুল কুল, তিনে বাস্তু নির্মূল।

৪৮১১ তাল তেঁতুল দই, বৈদ্য বলে ওষুধ কই।

৪৮১২ তাল তেঁতুল বাবলা, কি করবে দুধমুখী একলা।

৪৮১৩ তাল তেঁতুল মাদার, তিনে দেখায় আঁধার।

*৪৮১৪ তাল পাকলেই শাল।

*৪৮১৫ তাল পাতার আগুন।

৪৮১৬ তাল পাতার কুঁড়ে, ঝড়ে গেল উড়ে।

*৪৮১৭ তালপাতার ছায়া।

*৪৮১৮ তালপাতার সেপাই।

৪৮১৯ তাল পুকুর নাম আছে, ঘটি ডুবে নি।

৪৮২০ তাল প্রমাণ বাড়ে দুখ, তিল প্রমাণ কমে।

৪৮২১ তাল বাড়ে ঝোপে, খেজুর বাড়ে কোপে।

৪৮২২ তাল বাবলা ছুঁচো বোঁচা,
এই চার নিয়ে মুড়োগাছা।

৪৮২২ক তাল যদি হল কাত, বার বছর দেখে এক রাত।

*৪৮২৩ তাল হারিয়ে লাউয়ে চাপড়।

*৪৮২৪ তালের ঘা যেন শালের ঘা।

*৪৮২৫ তালের চটা, বাঁশের গোটা।

৪৮২৬ 'তাবচ্চ শোভতে মূর্খো, যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে।'

৪৮২৭ তাস, তামাক, পাশা — এ তিন কর্মনাশা।

৪৮২৭ক তাসে নাশ, পাশায় পাশ।

*৪৮২৮ তাসের ঘর।

৪৮২৯ তিতা খেলে মিঠার লাগ পায়।

৪৮৩০ তিন ইঁট পাতলে তিন ভুবন দেখায়।

৪৮৩১ তিন কান হলে, মন্তর আর ওষুধ কি ফলে?

*৪৮৩২ তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকা।

৪৮৩৩ তিন কাল গেছে, তবু বুদ্ধি আছে।

*৪৮৩৪ তিন কুলে কেউ না থাকা।

৪৮৩৫ তিন কোথা, তের কোথা।

[ পা—তিনের তের। ]

৪৮৩৬ তিন জন জানে ত ত্রিশ জন জানে।

৪৮৩৭ তিন ঝি হইয়া হয় পুত,
ঘরে সামায় যমদূত।

[ তিন কন্যা-সন্তান হইবার পর এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করা দুর্ভাগ্যের সূচক ]

৪৮৩৮ তিন টাকায় নেড়ে নাচে।

৪৮৩৯ তিন ঠাঁই গু আহাম্মকের লাগে।
পায়ের গু হাতে, হাতের গু নাকে॥

৪৮৪০ তিন তুড়িতে শিবপূজা, শীগ্‌গির করে চিঁড়ে ভিজা॥

[ পা—তাড়াতাড়ি ]

৪৮৪১ তিন তিরিশার নাথ।
বুইড়া গরুর দাঁত।

৪৮৪২ তিন দিনে প্রেম যায়।
চিরদিনে বিচ্ছেদ যায় না॥

৪৮৪৩ তিন দিনের জ্বরে।
পোঁদ দেখালে পরে॥

৪৮৪৪ তিন দিনের যোগী, তার পা পর্যন্ত জটা।

*৪৮৪৫ তিন নয় ছয় করা।

৪৮৪৬ তিন নকলে আসল খাস্তা।

৪৮৪৭ তিন নাড়ায় সুপারি সোনা,
তিন নাড়ায় নারকেল টেনা।
তিন নাড়ায় শ্রীফল বেল, তিন নাড়ায় গেরস্থ গেল॥

৪৮৪৮ তিন পণ্ডিতে রক্ষা নেই পাঁচ পণ্ডিতে গাধা।
রামা শ্যামা পালিয়ে গেল, ধরা পড়ল মাধা॥

৪৮৪৯ তিন পুত হইয়া হয় ঝি,
কনুই বাইয়া পড়ে ঘি।
[ তিন পুত্রের পর এক কন্যা সন্তান জন্মলাভ করা সৌভাগ্য এবং ঐশ্বর্যের সূচক ]

৪৮৫০ তিন বামুন, এক শূদ্দুর,
কোথা যাও নির্বংশের পুত্তুর।

৪৮৫১ তিন বামুন, এক শূদ্দুর, তাকে দেখে ডরান্ রুদ্দুর।

৪৮৫২ তিন বামুনে যাত্রা নেই।

৪৮৫৩ তিন মঙ্গলে বৃহস্পতি।

৪৮৫৪ তিন মাইয়া যেখানে, কাজীর দরবার সেখানে।

৪৮৫৫ তিন মাথা যার, বুদ্ধি লবে তার।
[ তিন মাথা যার—বৃদ্ধ। ]

৪৮৫৬ তিন রাঁধুনি হেসপেসে, বেরালকে বলে, ভাত খেসে।

৪৮৫৭ তিন শত্রু দিতে নেই।

৪৮৫৮ তিন শূদ্দুর বনে না।

*৪৮৫৯ তিন সত্য করা।

৪৮৬০ তিন সুবুদ্ধির কথা,
জলে আগুন লাগলে মাছ থাকবে কোথা।

৪৮৬১ তিনি আছেন রাজ পথে, ডুবেবা কোঁৎকা হাতে।

৪৮৬২ তিনে নেই তেরোতে নেই,
এক সের বেটের দড়িতে নেই।

৪৮৬৩ 'তিরির যৌবন রাত্তির স্বপন যেহ্ন নদীকের বান।'
[ সা প্র—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। ]

৪৮৬৪ তিলক কাটলেই বোষ্টম হয় না

৪৮৬৫ তিল কাঞ্চুনে বাবু।

৪৮৬৬ তিল কাঞ্চনে দানসাগরের কিল।

*৪৮৬৭ তিল কুড়িয়ে তাল।

৪৮৬৮ তিল সোনা।

*৪৮৬৯ তিলকে তাল করা।

*৪৮৭০ তিল তুলসী।

৪৮৭১ তিলটি পড়লে তালটি পড়ে।

৪৮৭২ তিলমাড়া এঁড়ে।

৪৮৭৩ তিলেকে বহে যুগ চারি।

৪৮৭৪ তিস্‌রা বিবির পিছলা পা।

৪৮৭৫ তীরে এসেও হাল ছেড় না।

*৪৮৭৬ তীর্থের কাক।

*৪৮৭৭ তীর্থের পাণ্ডা।

৪৮৭৮ তুই উজর খলে, মুই উজড় খুলে।

৪৮৭৯ তুই খলসে, মুই খল্‌সে, একই বিলের মাছ।
তোর মরণে মরব আমি, আমার কোমড় ধরে নাচ

*৪৮৮০ তুই তুকারি করা।

৪৮৮১ তুই দিলে মুই দিই।

৪৮৮২ তুই বড ভাতারের বেটা ভাতার।
না জানিস্ ঘরগের না জানিস্ সাঁতার॥

৪৮৮৩ তুই বড় মানুষ মান্, তোর ঘরে ক'মণ ধান।

৪৮৮৪ তুই বলতে যতক্ষণ, মুই বলতে ততক্ষণ।

৪৮৮৫ তু ঠেলি ত মু ঠেলি।

*৪৮৮৬ তুড়ি দেওয়া।

*৪৮৮৭ তুড়ুঙ বা তুরুম ঠোকা।

*৪৮৮৮ তুণ্ডদোষে মুণ্ড শাস্তি।

৪৮৮৯ তুফান না থাকলেই সকলে দাঁড়ী।

৪৮৯০ তুফানে ছেড় না হাল, নৌকা হবে বান্‌চাল।

৪৮৯১ তুফানে প'ড়ে বলে পীর বদর বদর।

৪৮৯২ তুফানে পড়েছি তবু ছাড়িব না হাল।

৪৮৯৩ তুফানে যে হাল ধরে না, সেই বা কেমন নেয়ে।
পড়লে কথা বুঝতে নারে, সেই বা কেমন মেয়ে॥

*৪৮৯৪ তুবড়িতে আগুন দেওয়া।

৪৮৯৫ 'তু' বললে ছুটে আসে, গুমর করেন ঘরে ব'সে।

৪৮৯৬ তুমি আমার পেটের, না আমি তোমার পেটের।

৪৮৯৭ তুমি কি চতুর শ্যাম, আমার অপিক্ষে।

৪৮৯৮ তুমি কেমন বড় মানুষের ঝি,
তা কাঁচকলাটি কুট্‌তে দেখে
খোসায় বুঝেছি।

৪৮৯৯ তুমি খাও ভাঁড়ে জল, আমি খাই ঘাটে।

৪৯০০ তুমি খাচ্ছ, আমার জুড়িয়ে যাচ্ছে।

৪৯০১ তুমি ঠাকুর হাবলা, ফুল খাও খাবলা-খাবলা।

৪৯০২ তুমি ত কোন্ ছার,
উচিত কথা কইতে আমি ডর রাখি কার।

৪৯০৩ তুমি ফের ডালে-ডালে, আমি ফিরি পাতায়-পাতায়।

৪৯০৪ তুমি যদি, হরি, পতিতপাবন,
তবে কেন আমার দশা এমন।

৪৯০৫ তুমি যাও বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে।
[ পা—যদি যাই বঙ্গে···। ]

৪৯০৬ তুমি যে পণ্ডিতের ভার্যে, আমি চিনি সে ভট্‌চার্যে।

৪৯০৭ তুমি যেমন রসিক নাগর, আমি তেমন রসের সাগর।

৪৯০৮ তুমি রইলে ডালে, আমি রইলাম খালে।
দুইজনে দেখা হবে মরণের কালে॥
[ ইহা একটি ধাঁধা। উত্তর—বেগুন ও কইমাছ। দে
ইহাকে প্রবাদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ]

৪৯০৯ তুমি রাধা আমি শ্যাম, এই কাঁধে বাড়ি বলরাম।

*৪৯১০ তুরুপ করা।

*৪৯১১ তুর্কি নাচন নাচান।

*৪৯১২ তুল কালাম কাণ্ড।

*৪৯১৩ তুল দুয়ার।

[ মাঝ দুয়ার—পূ বা প্রা ]

৪৯১৪ তুলসীগাছে কুকুর মুতে, তবু পূজা হয় জগতে।

৪৯১৫ তুলসীতলায় দিয়ে বাতি, পুরাণ পাপী হলেন সতী

*৪৯১৬ তুলসী বনের বাঘ।

৪৯১৭ তুলা করতে মূলা হল, শেষে হল কাপাস।

৪৯১৮ তুলার ওঁচা বাঁশমাকাটে, গাঁয়ের ওঁচা দু'নটঘটে।

*৪৯১৯ তুলো দিয়ে সইয়ে মই দিয়ে উলান।

*৪৯২০ তুলোধুনা করা।

৪৯২১ তুলো যেমন শুনতে নরম, ধুনতে তেমন নয়।

*৪৯২২ তুলোরাম খেলারাম।

*৪৯২৩ তুল্যমূল্য বুট খেসারি।

*৪৯২৪ তুষ কাঁড়ানো।

৪৯২৫ তুষ ছাড়া তণ্ডুল নাই।

*৪৯২৬ তুষানল।

*৪৯২৭ তুষে পাড় দেওয়া।

*৪৯২৮ তুষের আগুন আর খড়ের আগুন।

*৪৯২৯ তৃণজ্ঞান করা।

৪৯৩০ 'তৃণবন্মন্যতে জগৎ।'

৪৯৩১ তৃণ হরেন না ব্রহ্মচারী, টাকা মারেন শ' চারি।

৪৯৩২ 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণু না।'

৪৯৩৩ তৃষ্ণার্ত হয়ে চাহিলাম এক ঘটি জল।
তাড়াতাড়ি এনে দিলে আধখানা বেল॥

৪৯৩৪ 'তেজীয়ান্ তু ন দোষায়।'

*৪৯৩৫ তেড়ে কেকলাস ঘাড়ে চাপান।

৪৯৩৬ তেড়ে ফুঁড়ে ( কামড়ান ) ওঠা,

৪৯৩৭ তেতলার উপর ব'সে একছটাক খিচুড়ি রাঁধা।

৪৯৩৮ তেঁতুলতলা দিয়ে গেলে, দুধ কি ব'সে যায় গলে।

৪৯৩৯ তেঁতুল ছিটের ব্যাটা দুধ ছিটে।

৪৯৪০ তেঁতুল নয় মিষ্টি, নেড়ে নয় ইষ্টি।

*৪৯৪১ তেত্রিশ কোটি দেবতা।

*৪৯৪২ তেপান্তরের মাঠ।

৪৯৪৩ তে মুখ্যের কথা শুনবে, প্রতি গরাস মুড়ো খাবে,
ঘরেতে বসাবে হাট, তবে পাবে রাজ্যপাট।

৪৯৪৪ তেমুণ্ডের কথা শুনবে, প্রতি গ্রাসে মুড়ো খাবে।
ঘরেতে বসাবে হাট, তবে পাবে রাজ্যপাট ॥

৪৯৪৫ তেরি মেরি করা।

৪৯৪৬ তেরি-মেরি বাঙালী, কচুশাকের কাঙালী।

৪৯৪৭ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না।

[ পা—ন' মন তেলও… । ]

৪৯৪৮ তেল গুগ্‌গুল ভেলা, তিন বৈদ্যের জ্বালা।

৪৯৪৯ তেল তামাক, তপন, তুলা, তপ্ত ভাতে ঘি।
পাছুড়ি. খিচুড়ি, আর শাশুড়ীর ঝি ॥

[ তাম্বূলং তপনং তৈলং তুলা তন্বী তনূনপাৎ।
হেমন্তে যেন সেবন্তে তে নরাঃ বিধি বঞ্চিতাঃ।

৪৯৫০ তেল তামাক ময়দা, যত ঠাস কায়দা।

৪৯৫১ তৈল তিজেলে এক হোল,
মধ্যে বড়া চুঁয়ে গেল।

৪৯৫২ তেল থাক, থাল পেলেই বাঁচি।

৪৯৫৩ তেল থাকতে রুক্ষ গা, খরসান খাবি ত সামন্তভূম যা'।

৪৯৫৪ তেল দাও সিঁদুর দাও, ভবী ভোলবার নয়।

৪৯৫৫ তেল দেয় না রীব ক'রে, ভেঙে গেল বুড়োর কেঁড়ে।

*৪৯৫৬ তেল না দিয়ে মচমচে ভাজা।

*৪৯৫৭ তেল নুন লকড়ি।

৪৯৫৮ তেল পড়লো তো গেল, নুন পড়লো তো দ্বিগুণ হ'লো।

৪৯৫৯ তেল বাড়লেই কাজ হাঁসিল।

৪৯৬০ তেল মাখবে আবা-থাবা, চিৎ হয়ে শোবে, বাবা।
খাল দেখে পাড়বে পাত,
তবে খাবে কালদমনের ভাত॥

৪৯৬১ তেলাপোকা আবার পাখী, ভেরণ্ডা আবার গাছ।

*৪৯৬২ তেলামাথায় ঢাল তেল, রুক্ষমাথায় ভাঙ বেল।

৪৯৬৩ তেলামাথায় তেল দিতে সবাই পারে।

*৪৯৬৪ তেলামাথায় তেল দেওয়া।

৪৯৬৫ তেলীর আবার তেলের আকাল।

৪৯৬৬ তেলী, হাত ফস্‌কালেই গেলি।

৪৯৬৭ তেলে জলে মিশ খায় না।

৪৯৬৮ তেলে তামাকে পিত্তনাশ, যদি হয় তা বারমাস।
যদি হয় পরের ঘরে, সন্থ পিত্ত বিনাশ করে॥

*৪৯৬৯ তেলে বেগুনে জ্ব'লে ওঠা।

৪৯৭০ তেলের পরীক্ষা বেগুনে, সোনার পরীক্ষা আগুনে।

৪৯৭১ তেলের বাটি গামছা হাতে গিয়েছিলুম নাইতে।
পা পিছলে পড়ে গেলুম বঁধুর পানে চাইতে॥

৪৯৭২ তেলের ভাঁড়ে তেল নেইক, পলায় মারে ঘা।
এতদ্দেশের বউ কাঁটকী ছিদাম তেলীর মা॥

৪৯৭৩ 'তে হি নো দিবসা গতাঃ।'

৪৯৭৪ তৈলাধার পাত্র, না, পাত্রাধার তৈল।

৪৯৭৫ তৈল, এক পয়সার তৈল, কিসে খরচ হৈল।
তোর দাড়ি মোর পায়, আরো দিছি ছেলের গায়।
ছেলে মেয়ের বি'য়ে গেছে সারা রাত গান হয়েছে,
কোন আবাগী ঘরে এলো, বাকি তেলটা ঢেলে নিল

৪৯৭৬ 'তো অর্ধং মো অর্ধং।'

৪৯৭৭ তোতার চোখ, বাঁদরের মুখ।

৪৯৭৮ তোদের দেশে করি ঘর, যেমন ইচ্ছা তেমনি কর।

৪৯৭৯ তোদের বাড়িতে শুনি কিসের খস্‌খসি ;
এক পলা তেল দিয়ে আশী জনে ঘসি ॥

৪৯৮০ তোদের হলুদমাখা গা, তোরা রথ দেখতে যা।
আমরা হলুদ কোথা গাব, আমরা উল্‌টা রথে যাব ॥

৪৯৮১ তোবড়া গালে বুড়ো ময়না মুখে মাখে রং।

৪৯৮২ তোমায় জানি তায় জানি,
তোমাদের তেঁতুলবেচা গাঁ জানি।
আমার কাছে ঘুরিও না আর কাঁচা সুতোর জামদানি ॥

৪৯৮৩ তোমায় বড় ভালবাসি, তাই তোমার আঙিনা চষি ॥

৪৯৮৪ তোমায় বড় ভালবাসি, তোমার পোঁদে কয়লা ঘষি।

৪৯৮৫ তোমার আটচালায় কি আমার বাস।

*৪৯৮৬ তোমার একদিন, কি আমার একদিন।

৪৯৮৭ তোমার এ্যাক বিবেচনা,
চিনলে না'ক রাঙ কি সোনা।

৪৯৮৮ তোমারই দিন কি আমারই দিন।

৪৯৮৯ তোমারও পায়ে গোদ, আমারও জন্মশোধ।

৪৯৯০ তোমারও আছে, আমারও আছে আয়রে হুড়াহুড়ি।
তোমারও নাই আমারও নাই যাওরে দৌড়াদৌড়ি ॥

৪৯৯১ তোমার কপাল, আর আমার হাতযশ।

৪৯৯২ তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।
[ শ্যামা সঙ্গীতের বহুল প্রচলিত পদ হইতে প্রবাদরূপে ব্যবহৃত। ]

৪৯৯৩ তোমার ঘরে আমার বাছুর,
আমি কি না এসে থাকতে পারি দূর ?

৪৯৯৪ তোমার ভাল তোমাতেই থাক।

৪৯৯৫ তোমার নাম রামদাস, আমার নাম পাঁচু।
কিনতে দিলাম গোঁসাইয়ের কলা, কিনে এনেছ কচু ॥

৪৯৯৬ তোমার পীর শিন্নি খেয়েছে।

[ পা—তোমার ঠাকুর কলা খেয়েছে। ]

৪৯৯৭ তোমার বোন আসবে
মেজে জুড়ে বসবে,
কেবা তারে তুষবে ॥

৪৯৯৮ তোমার ভাতার সওদাগর, তুমি কেন ধন-কাতর।

৪৯৯৯ তোমারে মারিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে।

৫০০০ তোমার যেমন ভালবাসা, মুসলমানের মুর্গী পোষা।

৫০০১ তোর চুবড়ি খসা, মোর চুবড়ি বসা।

৫০০২ তোর ঢেকে রাখ, মোর বিকিয়ে যাক।

৫০০৩ তোর তেল আঁচলে ধর, আমার তেল ভাঁড়ে ভর।

৫০০৪ তোর দোষ, না, তোর জেতের দোষ।

৫০০৫ তোর নেই হাল গরু, মোর নেই বীজধান।

৫০০৬ তোর পায়ে গড়, না, তোর কাজের পায়ে গড়।

৫০০৭ তোর পড়ুক আর হাজুক, মোর পিটেয় গুড় মজুক।

৫০০৮ তোর বাতায় মোর ঘর, না, তোর কথায় মোর ডর।

৫০০৯ তোর লেগে মরি, না, তোর নামের গুণে মরি।

৫০১০ তোর সঙ্গে ভাব নেই, ত হাসলে হবে কি।

৫০১১ তোরে না মোরে, প্রতি ঘরে ঘরে।

৫০১২ তোর মেনে খাক কুমীরে, আমার শালুক তুলে দে'রে।

*৫০১৩ তোলা পাড়া করা।

*৫০১৩ক তৌল হাঁড়ি মুখ।

৫০১৪ ত্বরিত দান, হরে প্রাণ।

৫০১৫ ত্বরিত পাকে, ত্বরিত পচে।

*৫০১৬ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়া।

*৫০১৭ ত্রিপণ্ড।

*৫০১৮ ত্রিভঙ্গ মুরারি।

*৫০১৯ ত্রিশঙ্কুর স্বর্গ।

*৫০২০ থ হইয়া যাওয়া।

*৫০২১ থরহরি কম্প।

*৫০২২ থলির মধ্যে হাতী পোরা।

৫০২৩ থাক চোরের পার্বণ, তুই কান লয়ে সার।

৫০২৪ থাক বেটি শুয়ে, সকল যাবে ব'য়ে।

৫০২৫ থাকত পান দিতাম হাতে, গুয়া খয়ের দিতাম সাথে।
একলা, পোড়া চূণের দায়, ভরম সরম সকল যায়॥

৫০২৬ থাকতে কাঁচি হারালে দাও।

৫০২৭ থাকৃতে গরু না বয় হাল, দুঃখ না যায় চিরকাল।
[ পা—আছে গরু…। খনার বচন। ]

৫০২৮ থাকতে ঘর সন্ন্যাস, তার উপরে উপবাস।

৫০২৯ থাকতে দিলনা চুটকি পুঁটী, মরলে দেবে শ্রীআঙুটি।

৫০৩০ থাকৃতে না দেয় ভাত কাপড়,
মরলে করবে দান সাগর।

৫০৩১ থাকতে পুতে বাপ ডাকে না,
মরলে করবে দানসাগর।

৫০৩২ থাকতে যে খায় না তার মুখে ছাই।
না থাকতে যে খেতে চায় তারো মুখে তাই॥

৫০৩৩ থাকৃরে কুকুর আমার পাশে,
ভাত দেব তোরে পোষ মাসে।

৫০৩৪ থাকরে মন স'য়ে,
কার্তিক মাসে ঝোল খাবি তুই ঝিঙের ঝোল দিয়ে।

৫০৩৫ থাক লক্ষ্মী, যাও বালাই।

৫০৩৬ থাক স'য়ে যাক ব'য়ে, বজ্জর পড়ুক র'য়ে র'য়ে।

৫০৩৭ থাকরে বেড়াল আমার আশে,
ভাত দেবো তোকে পোষ মাসে।

৫০৩৮ থাকলে ঘরের গিন্নী সবাই হয়।

৫০৩৯ থাকলে জ্ঞাতি ভাত খায়, মরলে জ্ঞাতি কাঁধে যায়।

৫০৪০ থাকলে তালুইয়ের বাপের শ্রাদ্ধ হয়,
না থাকলে নিজের বাপেরও নয়।

৫০৪১ থাকলে তালুইর বাপের নামেও চলে,
না থাকলে নিজের বাপের নামেও চলে না।

৫০৪২ থাকলে সোনার মান হয় না, হারালে সোনার মান।

৫০৪৩ থাকে যদি চূড়ো বাঁশী, রাই হেন কত মিলবে দাসী।

৫০৪৪ থাকে যদি মন, ব'সে পাই ধন।

৫০৪৫ থাকে শত্রু, যায় বালাই।

৫০৪৬ থান ছাড়া ত মানছাড়া।

*৫০৪৭ থানা পুলিশ করা।

৫০৪৮ থানার কাছ দিয়ে কানাও যায় না।

৫০৪৯ থানার কাছে কানারও ডর।

৫০৫০ থানের ঘোড়া ঘাস পায় না, দলচরীকে দানা।

৫০৫১ থানের মাল থানে, তারে আমানত মানে।

৫০৫২ থাবার উপর থাবা, কি করে রে বাবা।

৫০৫৩ থাল ভেঙে থুল, থুল ভেঙে থাল।

৫০৫৪ থালা কাঁসি থাকতে শান্‌কিতে বজ্রাঘাত।

*৫০৫৫ থালার জলে ডুবে মরা।

*৫০৫৬ থালা রেখে শান্‌কিতে খাওয়া।

*৫০৫৭ থালা হারিয়ে কলসী হাতড়ান।

*৫০৫৮ থিয়ে কাঠি পর্বত।
[ পা—খুঁটি··· । ]

৫০৫৯ থিয়ে তল যাবে, তবু নুয়ে ডুব দেবে না।

৫০৬০ থির পানীও পাথর কাটয়।
[ স্থির জলও পাথর কাটিতে পারে। ]

৫০৬১ থির তল যাবে, তবু নুয়ে ডুব দেবে না।

৫০৬২ থুতু গিললে কি তেষ্টা মেটে।

৫০৬৩ থুতু ছাড়লে গায়ে পড়ে, কুড়ুল মারলে পায়ে পড়ে।

*৫০৬৪ থুতু দিয়ে ছাতু গোলা।

*৫০৬৫ থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়।

*৫০৬৬ থোঁতা মুখ ভোঁতা।

*৫০৬৭ থোর দেখে কলা চেনা।

৫০৬৮ থোরা করি খাও, বাঁচতে যদি চাও।

*৫০৬৯ থোরাই কেয়ার করা।

৫০৭০ দই খাবে মেধো, কড়ি দেবে সেধো।

*৫০৭১ দই খেয়ে ভাতের বিচার।

৫০৭২ দই খেয়েছ, ভাঁড় ত পালায় নি।

৫০৭৩ দই দেখলে মূর্ছা যায়, পেঁয়াজ রসুন শুঁট্‌কি খায়।

৫০৭৪ দইয়ের আগে মণ্ডা ভাঙে।

৫০৭৫ দ'কে পড়ে হাতী, বেঙেও মারে লাথি।

*৫০৭৬ দহরম মহরম।

*৫০৭৭ দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার।

৫০৭৮ দক্ষিণদ্বারী ঘরের রাজা, পুর্বদ্বারী তার প্রজা।
পশ্চিমদ্বারী মুখে ছাই, উত্তরদ্বারীর খাজনা নাই॥

*৫০৭৯ দক্ষিণ-হস্তের ব্যাপার।

৫০৮০ দক্ষিণে ঢেঁকি, উত্তরে বেল,
লক্ষ্মী বলে এই বাড়ী গেল।

৫০৮১ দক্ষিণে তাল উত্তরে বেল, লক্ষ্মী ছাড়িয়া গেল।

৫০৮২ দড়রে গ্রহও ডরায়।

৫০৮৩ দড়ি আগলা, বাছুর পাগলা।

৫০৮৪ দড়ি আগে ছেঁড়ে, না, কড়ি, আগে পড়ে।

*৫০৮৫ দড়ি-কলসীর কড়ি!

*৫০৮৬ দড়িকে সাপ দেখা।

*৫০৮৭ দড়ি ছেঁড়া গরু।

৫০৮৮ দড়িতে দড়াতে গিয়ে লাগে না।

৫০৮৯ দণ্ড দু'চার কান্নাকাটি, শেষে গোবর ছড়া।

*৫০৯০ দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।

৫০৯১ 'দণ্ডেন গোগর্দভৌ'।

৫০৯২ দধি দুগ্ধ করিয়া ভোগ, ঔষধ দিয়া খণ্ডাব রোগ।
বলে ডাক—এই সংসার, আপন মইলে কিসের আর॥

*৫০৯৩ দধির অগ্র ঘোলের শেষ।

*৫০৯৪ 'দন্তরুচি কৌমুদী'।

*৫০৯৫ দন্তস্ফুট না হওয়া।

৫০৯৬ দস্থির বাড় দশদিন।

৫০৯৭ দফরা গাজীর কুড়ল, নড়ে চড়ে খসে না।

*৫০৯৮ দফা একেবারে রফা।

৫০৯৯ দম ঘোষের বেটা শিশুপাল।

৫১০০ দম থাকতে কম করে না।

৫১০১ দয়া আছে মায়া আছে, গলা ধরে কাঁদি।
আধ পয়সার আটটি কলা পরাণ গেলে না দি'॥

৫১০২ দয়া ক'রে দেয় নুন, ভাত মারে তিনগুণ।

৫১০৩ দয়া ক'রে দেয় ভাত, শান্‌কি নিয়ে দেয় রড়।

৫১০৪ দয়া নাহি আছে যার, শ্রদ্ধায় কি করে তার।

৫১০৫ দয়ার পর ধর্ম নাই, হিংসার পর পাপ নাই।

*৫১০৬ দ'য়ে মজান।

*৫১০৭ দরজীর জামা ছেঁড়া।

৫১০৮ দরদী নইলে দরদ জানে না,
কর্মী নইলে কর্ম মানে না।

*৫১০৯ দর্পণে মুখ দেখা।

*৫১১০ দর্পহারী মধুসূদন।

৫১১১ দরবার ক'রে জেরবার।

৫১১২ দরবারে না মুখ পায়, ঘরে এসে মাগ ঠেঙায়।

৫১১৩ দল ভাঙল যে, কই খাবে সে।

৫১১৪ দশকর্মার ভাত নেই।

৫১১৫ দশচক্রে ভগবান ভূত।

৫১১৬ দশজন কইলেই একজন ভূত।

৫১১৭ দশজন মিললে একজন পাগল।

৫১১৮ দশজন যেখানে, দশ কথা সেখানে।

৫১১৯ দশজন রাজি যেখানে, খোদা রাজি সেখানে।

*৫১২০ দশ জনের একজন।

*৫১২১ দশ দশা।

৫১২২ দশদিনকার পচা খায়, সাজো দেখলে নেকার পায়।

৫১২৩ দশদিন চোরের একদিন সাউধের।

৫১২৪ দশদিন যার যায়,
দশমাসও তার যায়।

৫১২৫ দশ পুত্র সম কন্যা যদি পাত্রে পড়ে।

[ তু—'দশ পুত্র সম কন্যা যদি পাত্রে প্রদীয়তে।' 'কি করিবে দশ পুত্রে, কন্যা যদি পড়ে পাত্রে।' ]

*৫১২৬ দশ বাই চণ্ডী

[ দশ বাহুযুক্তা বা দশভুজা চণ্ডী ; ভীষণা কিংবা উগ্র প্রকৃতির নারী। ]

*৫১২৭ দশ মাস দশ দিন।

৫১২৮ দশ মাসের ভরসা, বাতকর্মেই ফরসা।

*৫১২৯ দশমী দশা।

[ মৃত্যু ]

*৫১৩০ দশ মুখে দশ কথা।

৫১৩১ দশ মুখে ধর্ম।

৫১৩২ দশ মুখে যশ।

৫১৩৩ দশ যেখানে যশ সেখানে।

৫১৩৪ দশ হাত বল।

[ দশভুজার শক্তি। তু—'বচনে সেনের হলো দশ হাত বল।'—মাণিক গাঙ্গুলী। ]

৫১৩৫ দশ হাত কাপড়েও কাছা নেই।

[ পা—বারো হাত··· । স্ত্রী জাতির উপর প্রযোজ্য । ]

৫১৩৬ দশ হাত কাপড়ে মেয়ে নেঙ্‌টা ।

৭১৩৭ দশ পাঁচে খাই, দিনে তিন নাই ।

[ তিন নাই—তিনবার স্নান করি । ]

৫১৩৮ দশে বিশে হয় বান ।

৫১৩৯ দশে মিলি' করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ ।

৫১৪০ দশে যারে বলে ছি, তার প্রাণে কাজ কি ।

৫১৪১ দশের কথা যেখানে, মরণ ভাল সেখানে ।

৫১৪২ দশের নড়ি, একের বোঝা ।

[ পা—···লাঠি··· । ]

৫১৪৩ দশের না' পাহাড়ের ওপর দিয়েও চলে ।

[ তু—'সম্পীরিতের নাও পাহাড়ের উপর দিয়া যায়,
গড়পীরিতের নাও পানি দিয়াও যায় না ॥']

৫১৪৪ দশের মুখে জয়, দশের মুখে ক্ষয় ।

৫১৪৫ দশে লাগে, ভূত ভাগে ।

*৫১৪৬ দহরম মহরম ।

৫১৪৭ দাইয়ের কাছে কোঁক ছাপানি !

[ কোঁক—কুক্ষি হইতে ? অর্থ—উদর, পেট বা গর্ভ । ]

৫১৪৮ দাউদ্যা জামাই ছৌউদ্যা ঝি,
কম্মের ল্যাহা করমু কি ?

[ পূ ব গ্রা—ল্যাহা—লেখা ; দাউদ্যা—দাদযুক্ত । কম্মের কর্মের, ল্যাহা—লেখা । ছৌউদ্যা—অর্থ অস্পষ্ট, মনে হয়, দোষযুক্ত । ]

*৫১৪৯ দাঁও মারা ।

[ সুযোগ বুঝিয়া স্বার্থসিদ্ধি করা । ]

৫১৫০ দাওয়া মাড়া যতদিন, বাপ খুড়া ততদিন ।

[ দাওয়া—ধান বা অন্য কোন শস্য কাটা । তবে ধান দাওয়া রূপেই অধিকতর প্রযোজ্য । মাড়া—খড় হইতে ধান আলাদা করা । ]

৫১৫১ দাওয়ের চেয়ে বাঁট দীঘল।

*৫১৫২ দা' কুমড়া সম্বন্ধ।

*৫১৫৩ দাগা বুলানো।

*৫১৫৪ দাগা ষাঁড়।

*৫১৫৫ দাঁড় কাকের ময়ূর পুচ্ছ।

[Crow with peacock's feathers—ইংরেজি কথা হইতে।]

*৫১৫৬ দাঁড়া গো'পান দিয়ে বরণ করা।

[দাঁড়াইয়া গুয়া বা সুপারী এবং পান দিয়া বরণ করা হইতে। বিবাহে স্ত্রী আচার।]

*৫১৫৭ দাঁড়া গোপাল করা।

[পাঠশালার শাস্তিবিশেষ। গোপাল বিগ্রহের মত হাঁটু ভাঙ্গিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাতের তালুতে দুইটি ইঁট ধরিয়া রাখা। তাহা হইতে নাস্তানাবুদ করা অর্থে।]

৫১৫৮ দাঁড়ালে দণ্ড বসলে পর, পথ বাড়ে, দূর যায় ঘর।

৫১৫৯ দাঁড়ালে পোয়া, বসলে ক্রোশ,
পথ বলে মোর কিসের দোষ।

৫১৬০ দাঁড়িকে মাঝি করা, মাঝ গাঙে ডুবে মরা।

৫১৬১ দাড়িতে লজ্জা নেই।

৫১৬২ দাড়ি না গজাতেই কাজী।

*৫১৬৩ দাঁড়িয়ে অপমান হওয়া।

[পা—মার খাওয়া।]

৫১৬৪ দাঁড়ে ব'সে ছোলা খায়, রাধাকৃষ্ণ বলে,
আবার শেকলও কাটে।

৫১৬৫ দাঁত আর আঁত, বিকল হলেই জ্বালা।

৫১৬৬ দাঁত আস্‌তে যেমন, যেতেও তেমন।

*৫১৬৭ দাঁত-কড়মড়ি সার।

*৫১৬৮ দাঁত-কপাটি লাগা।

[ কপাট শব্দ হইতে কপাটি শব্দ আসিয়া থাকিবে। কপাট যে ভাবে বন্ধ হইয়া যায়, মূর্ছাগ্রস্ত রোগীর দুই পাটি দাঁতও সেইভাবে বন্ধ হইয়া থাকে। ]

৫১৬৯ দাঁত ছাড়্ পিটে, গড় করি তোরে।

৫১৭০ দাঁত গেল ত আঁত গেল।

*৫১৭১ দাঁত থাকছে খাওন ভাল, দাঁত পড়লে মরণ ভাল।

*৫১৭২ দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা না জানা।

*৫১৭২ক দাঁত থাকৃতে বৈষ্ণব হওয়া।

৫১৭৩ দাঁত থাকলে বেঙও কামড়ায়।

৫১৭৪ দাঁত থাকে না বলে কায়েত,
মায়ের পেটের মাংস খায় না।

[ সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকের বঙ্গানুবাদ। ]

৫১৭৫ দাঁত দেখালে যে, আঁত দেখালে সে।

৫১৭৬ দাঁত দেখি তোর বয়স কত।

৫১৭৭ দাঁত না উঠতেই ভাত চিবায়।

*৫১৭৮ দাঁত বসানো।

*৫১৭৯ দাঁত ভাঙ্গা কেউটের গর্ত্তে সেধানো।

৫১৮০ দাঁত ভাঙ্গা বুড়ো, খেতে চায় মুড়ো।

*৫১৮১ দাঁত লাগা।

[ পা--দাঁতি লাগা। ]

*৫১৮২ দাতা কর্ণ।

৫১৮৩ দাতা দেয়, বিধাতা নেয়।

[ পা—দাতায় দেয় ত বিধাতায় দেয় না। ]

৫১৮৪ দাতা নষ্ট দানে, হিংসুক নষ্ট কানে।

৪১৮৫ 'দাতা শতং জীবতু'।

৫১৮৬ দাতার আগ, বখিলের শেষ।

৫১৮৭ দাতার চেয়ে বখিল ভাল, ত্বরিত জবাব দেয়।

৫১৮৮ দাতার দেখে দান, বখিলের ফাটে প্রাণ।

৫১৮৯ দাতার না' পাহাড়ে চলে।

৫১৯০ দাতার নারিকেল, বখিলের বাঁশ।
কাট, না কাট, বাড়ে বার মাস॥

৫১৯১ দাঁতাল মাতাল শিঙ্গেল আর অস্ত্রধারী।
কখনও বিশ্বাস ক'রো না এই চারি॥

*৫১৯২ দাঁতালে মোচালে লাগা।

*৫১৯৩ দাঁতে কুটো করা।

[অপমান স্বীকার করা। তু—'তবে দিব পারাবাত দাঁতে কর কুটা।'—মুকুন্দরাম।]

*৫১৯৩ক দাঁতে খিল।

[মূর্ছাগ্রস্ত রোগীর দুই পাটি দাঁত কপাটি বা খিল লাগার মত লাগিয়া যাওয়া। দাঁত কপাটি দ্রষ্টব্য।]

*৫১৯৪ দাঁতে দাত দিয়ে পড়ে থাকা।

[পা—দাঁত কামড়ে পড়ে থাকা। অনাহারে থাকা।]

*৫১৯৫ দাঁতে দাঁত দিয়ে কাল কাটানো।

[অনাহারে দিন যাপন করা।]

*৫১৯৬ দাঁতে দাঁতে লাগা।

[পা—দাঁত লাগা।]

৫১৯৭ দাঁতে মিশি, কাপড় বাসি,
বাড়ী কোথা, না, কুড়মন পলাশী।

৫১৯৮ দাঁতে মিশি দাঁত কালো,
লোকে বলে আছি ভালো।

[দাঁতে মিশি দেওয়াতে দাঁত কালো হইয়াছে। লোকে বলে অধিক খাইয়া দাইয়া দাঁত কালো করিয়াছি।]

*৫১৯৯ দাঁতে নুন আঁতে চূণ।

*৫২০০ দাঁতের বাদ্যি।

[দাঁত কড়মড় করিয়া ঝগড়া করা।]

৫২০১ দাদ ঘোচাতে কুঠ হল।

[ কুঠ—কুষ্ঠ। ]

*৫২০২ দাদ তোলা।

[ দণ্ড দেওয়া বা প্রতিশোধ লওয়া। ]

৫২০৩ দাদাও লয় না, নায়েও ধরে না।

৫২০৪ দাদা করেছে পেয়দাগিরি, সেই গ্যাদারে বউ গ্যাদারী।

৫২০৫ দাদা কানা, তাই আমি চোখে দেখি না।

৫২০৬ দাদা থাকলে রাজবাড়ী, দাদা না থাকলে শুধু বাড়ী।

৫২০৭ দাদা বই আর পা'ক নাই, দিদি বই আর ডাক নাই।

[ পা'ক—পাইক। ]

৫২০৮ দাদা বলতে সবাই কাদা।

৫২০৯ দাদা বলেছে চণ্ডী, দুর্গা বলব কেন।

৫২১০ দাদা বলেছে চষতে, তাই চষতেই আছি।

৫২১১ দাদা বলেছে বারা ভান্, ভান্‌ছি তাই ওদা ধান।

৫২১২ দাদা যে মরল তা' ত ভাবি না, যমে যে বাড়ী চিনল।

৫২১৩ দাদারও চিঁড়ে ফলার।

৫২১৪ দাদারও দাদা আছে।

৫২১৫ দাদার নামে গাধা, বাপের নামে আধা।
নিজের নামে হারামজাদা॥

[ গা—শাহজাদা। ]

*৫২১৬ দাদার বলে কুস্তি করা।

৫২১৭ দাদার ভরসায় বাঁয়ে ছুরি।

[ বিশ্বাসঘাতকতা করা ; বামদিক সাধারণতঃ অরক্ষিত, সেইদিকে ছুরির আঘাত করা কিংবা পরের উপর নির্ভর করিয়া কোন দুঃসাহসিক কাজ করা। ]

৫২১৮ দাদার ভাত বউয়ের হাত।

*৫২১৯ দাদার মতন ভাতারটি।

৫২২০ দাদার যত মুরদ তা' বড় বউকে ছাপা নেই।

৫২২১ দাদা হয়েছে দারোগা, ফৌজদারি ত ঘরেই।

৫২২২ দানও দেয়, অব্রাহ্মণও হয়।

৫২২৩ দান দক্ষিণা দিন পাইলে, দোষ নেই মিছা কইলে।

৫২২৪ দান যেমন দক্ষিণা তেমন।

৫২২৫ দান সামগ্রী, বুড়ার বিয়ে, আম কাঠ আর ঝাঁটা দিয়ে।

৫২২৬ দানসে ধরম' পাতনসে নরম,
গাওসে গরম, কমলীকো ধরম।

[ কমলী কো ধরম—কম্বলের ধর্ম; অর্থাৎ কম্বল দান করিলে ধর্ম হয়, নীচে পাতিলে বিছানা নরম হয়, গায় দিলে গা গরম হয়—ইহাই কম্বলের বিশেষত্ব। ]

৫২২৭ দানা দুশমন নাদান দোস্ত,
তাজা মছলি, গান্ধ, গোশত।

[ দানা—জ্ঞা, পণ্ডিত; নাদান—নির্বোধ মূর্খ। অর্থাৎ জ্ঞানী শত্রু এবং মূর্খ বন্ধু দুই-ই সমান। ইহাদিগকে তাজা মাছ এবং পচা মাংসের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। কিন্তু তাজা মাছ ইহাতে কি ভাবে আসিতে পারে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না ]

৫২২৮ দানী ভাঁড়ানো যায়, সঙ্গী ভাঁড়ানো যায় না।

৫২২৯ দানে কি ঝুঁড় বিকায়।

[ এখানে দান অর্থ বাজারের তোলা বা তোয়া। অর্থাৎ তোলা দিয়া বাজারে ঝুড়ির মত অকিঞ্চিৎকর জিনিস বিক্রয় হয় না। ]

৫২৩০ 'দানেন ন ক্ষয়ং যাতি বিদ্যা রত্নং মহাধনম্'।

৫২৩১ দানেতে দুর্গতি খণ্ডে, কালে খণ্ডে অপমান।
নিষ্ফলা হইলে বৃক্ষ খণ্ডে তার প্রাণ॥

৫২৩২ দানের তুল্য যশ নাই, গানের তুল্য রস নাই।

৫২৩৩ দামাল, সদাই সামাল।

৫২৩৪ দায় মোদ্দায় রাজি, কি করবেন কাজী

[ দায়—জবাবদিহিকারী ; মোদ্দায়—বিচারপ্রার্থী। ইহারা উভয়ে একমত হইলে বিচারক বা কাজী কিছুই করিতে পারে না। ]

৫২৩৫ দায়ে করে দায়ের কাজ, কুড়ুলে করে কুড়ুলের কাজ।

৫২৩৬ দা'য়ে কাটা কুমড়া যেমন।

[ দায়ে কাটা কুমড়াকে কেহ বলিদানের কুমড়া মনে করিয়াছেন, কিন্তু ইহার অর্থ কুমড়া দাকে আক্রমণ করিলে যে ভাবে নিজেই কাটা যায়, এখানে তাহাই বক্তব্য। কিংবা কুমড়ার মত যাহা সহজে কাটা যায়। তু—এ বেটি সামান্য নয়, মারতে গেলে মরতে হয়, দায় যেমন কুমড়ার বিনাশ।—দাশু রায়। ]

৫২৩৭ দায়ে ঠেকলে শালগ্রামের পৈতা বেচেও খায়।

*৫২৩৮ দায়ে প'ড়ে দা'ঠাকুর।

*৫২৩৯ দায়ে প'ড়ে দাই ডাকা।

৫২৪০ দায়ে প'ড়ে বাবা বলে।

৫২৪১ দায়ে প'ড়ে রায় ম'শায়।

৫২৪২ দা'য়ে বালি, কুড়ুলে শিল।
ভাল মানুষকে ভাল কথা, বজ্জাতকে কিল॥

৫২৪৩ দায়ে মোদ্দায় রাজি, তো কি করবে কাজি ?

[ দ্রষ্টব্য—দায় মোদ্দায় ··· ···। ]

৫২৪৪ দা'য়ের তলার মাছ।

৫২৪৫ দায়ের হল মামলা, আমলার থাঁই সামলা।

৫২৪৬ 'দারিদ্রদোষো গুণরাশিনাশী'।

৫২৪৭ 'দারুভূতো মুরারি'।

[ বিষ্ণু সাংসারিক অশান্তিতে দারুমূর্তি জগন্নাথে পরিণত হইলেন, তাহার কাহিনীমূলক প্রবাদ। ]

৫২৪৮ দারোগা গুণ্ড।

[ কাহিনীমূলক প্রবাদ। জনশ্রুতি এই, এক সুবিচারপ্রাপ্ত গ্রামবাসিনী জিলার জজ সাহেবকে আশীর্বাদ করিল, বাবা, তুমি দারোগা হও। ]

*৫২৪৯ দাসখত লিখে দেওয়া।

৫২৫০ দাসী আসে তুলবে পা, দাসী না আসে পুড়বে পা।

৫২৫১ দাসীর কথা বাসি হলে লাগে বড় ভাল।

৫২৫২ দাসীর পা ধোয়াই, কলসীর তলা ধোয়াই না।

৫২৫৩ দাসেরে থাপা, মহিষে নাফা।
শিমেরে গিল, বউরে কিল॥

[ পূ বা প্রা—থাপা—চপেটাঘাত, নাফা—নাক বিঁধান, শিমেরে—শিম গাছে; গিল—ঝুপ্ড়ি, মাচা। ]

৫২৫৪ দালান করলেও করতে পারি,
পাছে শ্যাওলায় পড়ে মরি।

৫২৫৫ দিও কিঞ্চিৎ, না করো বঞ্চিত।

৫২৫৬ দিও না, ননদ, নাড়া, এর পরে শুনবে বাড়া।

*৫২৫৭ দিগ্গজ ছেলে।

*৫২৫৮ দিগ্গজ পণ্ডিত।

*৫২৫৯ দিগ্বিজয় ক'রে বেড়ান।

৫২৬০ দিতেও যিনি, নিতেও তিনি।

৫২৬১ দিতে তিন কড়া, নিতে পাঁচ কড়া।

৫২৬২ দিতে থুতে নাই শক্তি,
প্রসাদ খাবার বড় ভক্তি।

৫২৬৩ দিতে পারলে ভাল, না দিতে পারলে কালো।

৫২৬৪ দিদি লো দিদি, জলকে যাবি।
না বোন্, তুই ডুবিয়ে দিবি॥

৫২৬৫ দিন আনে, দিন খায়।

৫২৬৬ দিন আসে ত ক্ষণ আসে না। দিন যায় ত ক্ষণ যায় না।

৫২৬৭ দিন কাটে ত রাত কাটে না।

৫২৬৮ ‘দিন কী মোহনী রাত কী বাঘিনী,
পলক পলক লহু চোষে’।

*৫২৬৯ দিন কেনা।

*৫২৭০ দিনকে রাত করা।

*৫২৭১ দিনগত পাপক্ষয়।

৫২৭২ দিন গেল আলে ঝালে,
জোনাকির পোঁদে আলো জ্বালে।

[ আলে ঝালে—ঝঞ্ঝাটে, তু—‘জো মন গোঅর আলা জালা।’—চর্যাপদ; ‘রচিল পুস্তক বহু নানান আলা জালা’—আলাওল।

৫২৭৩ দিন গেল আলে ডালে, ধান শুকাবে জোনার আলে।

৫২৭৪ দিন গেল আলে ডালে, রাত হল চেরাগ জ্বালে।

৫২৭৫ দিন গেল ঝালে ঝোলে, সাঁঝের পোঁদে বাতি জ্বলে।

৫২৭৬ দিন গেল হেসে খেলে, রাত হলে বউ কাপাস ডলে।

৫২৭৭ দিন গেল হেলায় ফেলায়, রাত গেল সতীনের জ্বালায়।

*৫২৭৮ দিন থাকতে।

৫২৭৯ দিন থাকতে বাঁধে আল, তবে খায় তিন শাল।

৫২৮০ দিন থাকতে হাঁট, জ্ঞান থাকতে বাঁট।
সম্বল থাকতে পুঁজিপাটা, নইলে শেষে কপালে ঝাঁটা॥

[ পা—‘দিন থাকৃতে হাঁটো, বয়স থাকৃতে খাটো।’ ]

*৫২৮১ দিন দেখে ক্ষণ।

*৫২৮১ক দিন ফুরানো।

৫২৮১খ দিন যাবে র’বে না।

৫২৮২ দিন যায় কথা থাকে।

৫২৮৩ দিন যায় চূণের ফোঁটা, রয় তবু জাতের খোঁটা।

৫২৮৪ দিন যায় ত ঋণ যায় না।

*৫২৮৫ দিনকে রাত করা।

৫২৮৬ দিনে কেন সিঁদ, না গরজ বড় বালাই।

৫২৮৭ দিনে জল রাতে তারা, এই দেখবে শুখোর ধারা।
দিনে রোদ রাতে জল তাতে বাড়ে ধানের বল ॥
[ খনার বচন। ]

*৫২৮৮ দিনে ডাকাতি।
[ পা—দুপুরে ··· কিংবা—দিন দুপুরে ···। ]

*৫২৮৯ দিনে তারা দেখা।
[ বিপর্যস্ত হওয়া। ]

৫২৯০ দিনে থাকে রাঢ়ে বঙ্গে, রাতে আসে কিবা রঙ্গে।

*৫২৯১ দিন ফুরানো।

৫২৯২ দিনে বাতি যার ঘরে, তার ভিটায় ঘুঘু চরে।

*৫২৯৩ দিনে বালিস, রাতে চালিস্।

৫২৯৪ দিনে যদি সাজ ধরে,
ভূত পেত্নী আনন্দ করে।

৫২৯৫ দিনে শেয়াল, রাতে গাই, ডাকলে গাঁয়ের রক্ষা নাই

৫২৯৬ দিনে বলে হরি হরি, রাতের বেলায় চুরি করি।

৫২৯৭ দিনের বেলা কথা কয় চারদিক বাগে চেয়ে।
রাতের বেলা কথা কয় চোখের মাথা খেয়ে।
[ পা—রাতের বেলা কথা কয় আপন মাথা খেয়ে। ]

৫২৯৮ দিনের বেলায় সতী সাধ্বী, রাতে চলে কার সাধ্যি।

৫২৯৯ দিবো ধন, বুঝব মন,
কেড়ে নিতে কতক্ষণ।

৫৩০০ দিব্যি পরের পান্তা ভাত।

*৫৩০১ দিয়ে থুয়ে চোর।

৫৩০২ দিয়ে নিলে কালীঘাটের কুকুর হয়।

৫৩০৩ দিলি ত ব'য়ে দে'।

৫৩০৪ দিলে নিলে কুটুম।

*৫৩০৫ দিষ্টি খিদে।

[ দৃষ্টি ক্ষুধা। পেটে ক্ষুধা নাই, চোখে ক্ষুধা অর্থাৎ খাদ্য দেখিলেই খাইবার ইচ্ছা ; রোগের লক্ষণ। ]

৫৩০৬ দিলে থুলে পিসীমাসী, না দিলেই সর্বনাশী।

৫৩০৭ দিলে থুলেই রাঙাদিদি।
না দিলেই চ্যাঙাদিদি॥

৫৩০৮ দিল্লীকা লাড্ডু যো খায়া সো পস্তায়া,
যো ন খায়া সোবি পস্তায়া।

৫৩০৯ দিল্লীর ওপার ত নেই বেগার।

৫৩০৯ক 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা'।

৫৩১০ দীক্ষাগুরু শিক্ষাগুরু ছয় গুরু কয়।
নেবার গুরু দেবার গুরু সেই গুরু হয়॥

৫৩১১ দীনের দিন যায় না।

৫৩১২ 'দীয়তাং ভুজ্যতাম্'।

৫৩১৩ দুই দিনের যুগী, ভাতেরে কয় অন্ন।

[ যুগী—যোগী সম্প্রদায়ের লোক। ]

৫৩১৪ 'দুই নারী বিনা নাহি পতির আদর'।

[ সাহিত্যিক প্রবাদ—ভারতচন্দ্র। ]

*৬৩১৫ দুই নৌকায় পা দেওয়া।

৫৩১৬ দুই সতীনের ঘরকন্না, ঘরে গিন্নী ভাত পান না।

৫৩১৭ দুই স্ত্রী যার, বড় দুঃখ তার।

[ তু. ইহার বিপরীত—'দুই পত্নী বিনা নাহি পতির আদর'। ভারতচন্দ্র। ]

৫৩১৭ক দুই সতীনের ঘর, খোদায় রক্ষা কর।

[ পা—ঠেলাঠেলির ঘর… । ]

৫৩১৮ দুইয়ের বা'র।

*৫৩১৯ দুই হাত এক করা।

*৫৩২০ দু'কাঠি বাজান।

*৫৩২১ দু'কান কাটা।

*৫৩২২ দু'কুড়ি সাতের খেলা।

[ কায় ক্লেশে সংসার যাপন। ]

*৫৩২৩ দু'কুল বজায় রাখা।

[ পা—কুল। ]

৫৩২৪ দু'গেড়ের চেঙ্।

[ গেড়ে—গর্ত। উভয় কুল বজায় রক্ষাকারী। ]

*৫৩২৫ দু'চোখের বিষ।

৫৩২৬ দু'চোখ, দু'কান, মুখ কিন্তু একটি।

*৫৩২৭ দু'চোখে দেখতে না পারা।

*৫৩২৮ দু'চোখো ব্রত।

[ দুই চোখে যাহা দেখা যায় তাহাই কিনিব, ইহা সঙ্কল্প করিয়া যে ব্রত উদ্‌যাপন করা হয়। অপব্যয় অর্থে। ]

৫৩২৯ দুগ্ধ শ্রম গঙ্গাবারি, এ তিন বড় উপকারী।

৫৩৩০ দু'দিন হয়েছে বৈরাগী, ভাতেরে বলে—পরসাদ।

[ তু.—দুইদিনের যুগী ভাতেরে কয় অন্ন। ]

৫৩৩১ দুধও সাদা, ঘোলও সাদা।

৫৩৩২ দুধ কলা দাও যত, সাপের বিষ বাড়ে তত।

*৫৩৩৩ দুধ কাটা।

[ দুধ ছানা হওয়া। ]

*৫৩৩৩ক দুধটুকু মরে ক্ষীরটুকু।

*৫৩৩৪ দুধ তোলা।

[ দুধের শিশুর দুধ খাইয়া বমি করা। ]

৫৩৩৫ দুধকে দুধ, জলকে জল।

*৫৩৩৬ দুধ দিয়ে কালসাপ পোষা।

৫৩৩৭ দুধ দেয় গাই, লাথটাও ভাল তাই।

*৫৩৩৮ দুধ নামা।

[ প্রসবের পর প্রসূতির স্তনে দুধ আসা। ]

৫৩৩৮ক দুধ নেই, বাটি নেই, কেবল চুমুক সার।

৫৩৩৯ দুধ ম'রে ক্ষীর।

*৫৩৪০ দুধ রাখলেই পঞ্চামৃত।

৫৩৪১ দুধালা গাইয়ের চাটও মিষ্টি।

[ পা—দুধাল গাইয়ের লাথিও ভাল। ]

*৫৩৪২ দুধে ভাতে থাকা।

৫৩৪২ক দুধে আঁচায় ঘোলে ছোঁচায়।

৫৩৪৩ দুধে আলতা রঙ।

৫৩৪৪ দুধে কান্তি, ঘিয়ে বল,
শাক পাতাড়ে বাড়ায় মল।

৫৩৪৫ দুধে গরুর চোনা।

[ দুধে—দুধাল, যে গরু দুধ দেয় কিংবা দুধের মত যাহার সাদা রঙ; দুধিয়া. তু. দুধে আলতা রঙ, দুধে দাঁত—দুগ্ধ পোষ্য শিশুর দাঁত; শিশুর যে কুড়িটি দাঁত পড়িয়া যায়। ]

*৫৩৪৬ দুধে জলে মেশা।

*৫৩৪৭ দুধের উপর চিনি।

*৫৩৪৮ দুধের ছেলে।

*৫৩৪৯ দুধের মাছি।

৫৩৫০ দুধের সঙ্গে খোঁজ নেই কোলভরা চাট।

৪৩৫১ দুধের সর পানের শির হজম হয় না।

৫৩৫২ দুধের সাধ ঘোলে মেটে না।

৫৩৫৩ দুধে হাত পড়ে না।

৫৩৫৪ দুনিয়াকা চাল, ভেড়াকা পাল।

৫৩৫৫ দুনিয়াদারী কি ঝকমারি।

৫৩৫৬ দুনিয়াদারি মুসাফিরি, সেরেফ আনা যানা।

*৫৩৫৭ দু'নৌকায় পা'।

৫৩৫৮ দু'নৌকায় পা দিলে,
পড়বে শেষে অগাধ জলে।

৫৩৫৯ দুবদুবিয়ে হাঁটে নারী চোখ পাকিয়ে চায়।
আটকপালী হতভাগী পুরুষ আগে খায়॥
[ পা—'ধপধপিয়ে……। মাইয়া লক্ষ্মী তার কপালে লাথি মেরে যায়।' ]

*৫৩৬০ দু'মুখো সাপ।
[ শঙ্খিনী সাপের দুই দিকেই মুখ আছে এইপ্রকার জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। তাহা হইতে যে দুইপ্রকার কথা বলে, কিংবা একবার স্বীকার করিয়া পরে অস্বীকার করে এই প্রকৃতির মানুষ। ]

৫৩৬১ দুয়ার কড়ি হাটে যায়, কাপাস তুলা মাগ্‌গি হয়।
[ দুয়া—দুর্ভাগ্যবতী তু—দুয়ো রাণী। ]

*৫৩৬২ দুয়ারে কাঁটা দেওয়া।
[ যমের দুয়ারে কাঁটা দেওয়ার কথা ভাইফোঁটার মন্ত্রে শুনিতে পাওয়া যায়। পথ রোধ করা অর্থে। ]

৫৩৬৩ দুয়ারে ব'সে পালক গুণি উড়ে যায় পাখী।
সাত কায়েতের কান কেটে দিই এমন অকুব রাখি।

*৫৩৬৪ দুয়ারে হাতী-বাঁধা।
[ ঐশ্বর্যের পরিচায়ক। ]

৫৩৬৫ দুয়ারের গু ফেল্‌বি ত ফেল্, নইলে গন্ধে মর্।

*৫৩৬৬ দুয়ের মাঝে তিন ভেস্তা।

*৫৩৬৭ দুয়ের বা'র।

*৫৩৬৮ দুর্গা ব'লে ঝুলে পড়া।

৫৩৬৯ দুর্গাপূজায় শাঁখ বাজে না, ষষ্ঠীপূজায় ঢোল।

৫৩৭০ দুর্জনেরে পরিহরি, দূর থেকে নমস্কার করি।

৫৩৭১ দুর্দৈব যখন ধরে, ভাল কর্ম মন্দ করে।

৫৩৭২ দুর্বল মন যার যত, অভিমান তার তত।

৫৩৭৩ দুর্বল শত্রু মরণ টাঁকে।

৫৩৭৪ দুর্বলের দৈব ঘাতক।

৫৩৭৫ দুর্বলের বল রাজা।

৫৩৭৬ দুর্বাতুল্য ঘাস, অগ্রাণতুল্য মাস।

[ অগ্রহায়ণ মাস বৎসরের শ্রেষ্ঠ মাস। তু—'মাস মধ্যে মাইসর আপনি ভগবান।'—মুকুন্দরাম। 'মাসানাং মার্গশীর্ষোহংঋতূণাম কুসুমাকরঃ'—গীতা। ]

*৫৩৭৭ দুর্বাবনে খাটাস বাঘ।

৫৩৭৮ দুর্বা বাঁশ ধানের শীষ, একটা দাঁতে না দিস্।

৫৩৭৯ দুর্ভিক্ষ অল্পকাল, স্মরণ থাকে চিরকাল।

*৫৩৮০ দুর্যোধনের মত জলস্তম্ভ ক'রে থাকা।

*৫৩৮১ দুর্যোধনের মরণ।

৫৩৮২ দুর্যোধনের শকুনি মামা।

৫৩৮৩ দুরাত্মার চেয়ে দীনাত্মা ভাল।

*৫৩৮৪ দুষ্ট খিদে।

৫৩৮৫ দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।

৫৩৮৬ দুষ্টজনের মিষ্টভাষা দীঘল ঘোম্‌টা নারী।
দামের তলের শীতলজল—এ তিন প্রাণের অরি।

[ দাম—পানাপুকুরের পানা এবং অন্যান্য জলজ লতাগুল্ম। ]

৫৩৮৭ দুষ্টলোকের মিষ্ট কথা, ঘুনিয়ে বসে কাছে।
কথা দিয়ে কথা লয়, প্রাণে বধে পাছে॥

*৫৩৮৮ দুষ্টা সরস্বতী।

*৫৩৮৯ দুষ্টের আঠারগাছি পথ।

৫৩৯০ দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন।

*৫৩৯১ দু'হাত এক হওয়া।

৫৩৯২ দু'হাত কাটলে সমান ব্যথা।

৫৩৯৩ দু'হাত পিছে হটা, তবে লম্বা লাফের ঘটা।

*৫৩৯৪ দুঃখ ধান্ধা করা।

৫৩৯৫ দুঃখ পাইয়া যদি হাড়িনীও শাপে।
এড়াতে পারে না তারে বামুনের বাপে॥

৫৩৯৬ দুঃখ বিনা সুখ নাই।

৫৩৯৭ দুঃখে পড়ে হয় জ্ঞানী, যদি না হয় ধনী।

৫৩৯৮ দুঃখী যায় লঙ্কাপার, তবু না ঘোচে কাঁধের ভার।

৫৩৯৯ দুঃখী যার সুখীর কাছে,
দুঃখ যায় তার পাছে-পাছে।

৫৪০০ দুঃখীর সুখ বৈকুণ্ঠেও নেই।

৫৪০১ দুঃখের উপর টনকের ঘা।

৫৪০২ দুঃখের কথা কারে জানাই,
মায়ের পুত নয়, শাশুড়ীর জামাই।

*৫৪০৩ দুঃখের দোসর।

*৫৪০৪ দুঃখের ভাত সুখ ক'রে খাওয়া।

৫৪০৫ দুঃখের ভাতে কুকুর বাদী।

*৫৪০৬ দুঃখের ভিতরেও সুখ।

৫৪০৭ দুঃখের রাত ফুরায় না।

৫৪০৮ দুঃখে শেয়াল কুকুর কাঁদে।

৫৪০৯ দুঃসময় হলে, পোড়া শোলমাছও হাত থেকে পালায়।

*৫৪১০ দূর ছাই করা।

৫৪১১ দূরকে শোল ভারি।

৫৪১২ দূর-জামাইয়ের কাঁধে ছাতি,
ঘর-জামাইয়ের মুখে লাথি।

৫৪১৩ দূর হতে মনে হয় নহবতের বাণী।
বা'র বাড়ীতে গিয়ে শুনি গাধার চেঁচানি॥

৫৪১৪ দূরমণ্ডল নিকট পানি, নিকট মণ্ডল দূর পানি।

৫৪১৫ দূরের কেশ ঘন দেখায়।

৫৪১৬ দূরের জামাই মধুসূদন, কাছের জামাই মেধো।
ভাত খাও সে মধুসূদন, ভাত খা এসে মেধো।

৫৪১৭ দূরের সোনা, নিকটের লোনা।

৫৪১৮ দৃষ্টিকৃপণ।

৫৪১৯ দেইজির উঠান ঝাঁট সেও ভাল হয়।
বাপের বাড়ী দাস দাসী তবু ভাল নয়॥
[ দেইজি—জ্ঞাতি। ]

৫৪২০ দেওয়াইয়া আল্লায়,
না দেওয়াইয়া কোন শালায়।

৫৪২১ দেওয়ালেরও কান আছে।
[ সেক্সপীয়রের ইংরেজি কথার বাংলা অনুবাদ। ]

৫৪২২ দেখ্‌তে নারে যেই, করে মরে সেই।

*৫৪২৩ দেখতে না দেখতে।

৫৪২৪ দেখতে না হয় সাপের ছানা,
দংশালে আর প্রাণ বাঁচে না।

৫৪২৫ দেখতে পায় না পায়ের মুড়ি,
দেখতে চায় দাঁতের গুঁড়ি।

৫৪২৬ দেখ্‌ তোর, না, দেখ মোর।

*৫৪২৭ দেখন হাসি।
[ নিষ্কর্মা অথচ দেখিতে সুন্দরী বা হাস্যমুখী। ]

৫৪২৮ দেখ্‌লে আট্‌কা আট্‌কি,
না দেখলে প্রাণে মরি।

৫৪২৯ দেখবি ত দেখ, না দেখবি ত মোর।

৫৪৩০ দেখবে শুনবে বলবে না, উপস্থিত ত্যাগ করবে না

*৫৪৩১ দেখ মার করা।
[ দেখবামাত্র মারা বা আঘাত করা। ]

৫৪৩২ দেখ্‌-সিঁদূরে।
[ অকর্মণ্য সুন্দর। ]

৫৪৩৩ দেখাও পৈতা, মার ভাত।

৫৪৩৪ দেখাদেখি কর্ম্ম, শিখাশিখি ধর্ম্ম।

৫৪৩৫ দেখাদেখি চাষ, লাগালাগি বাঁশ।

৫৪৩৬ দেখাদেখি নেকা নাচে।
[ পা—ভেকা ]

৫৪৩৭ দেখাদেখি শাঁখের নাচন।

৫৪৩৮ দেখা দেয় না, ছোঁয়া দেয়, বাটি ভ'রে ছালন দেয়।

৫৪৩৯ দেখা শোনা কওয়া নয়, সামনের ভাত ছাড়া নয়।

*৫৪৪০ দেখে কে ?

৫৪৪১ দেখে গেছে সেই, নিয়ে বসেছি এই,
তবু আবাগীরা বলে কতই খাই।

৫৪৪২ দেখে ঘোর কলি, হাড়ে মাসে জ্বলি।

৫৪৪৩ দেখে দেখে লাগল ধাঁধা, পত্নীর পোঁদ পেতল বাঁধা।

*৫৪৪৪ দেখে নেওয়া।

৫৪৪৫ দেখে যা' পাড়ার লোক চোরের দাগাদারি।
যে ঘরেতে রাঙা বউ সেই ঘরেতে চুরি॥
[ দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাই-বারিকে' ব্যবহৃত সা প্রবাদ। ]

৫৪৪৬ দেখে শুনে বড় ঘর বিয়ে দিল বাপে।
এখন মরি জায়ের আর ননদের তাপে॥

৫৪৪৭ দেখে শুনে হলাম হদ্দ, আর কত গড়াবে শ্রাদ্ধ।

৫৪৪৮ দেখিলার বান্দিক আনি,
আদেখিলার গীত্‌তানিকও না আনি।
দই কিনি তার মাঝোত খাল,
কইনা আনি যার মাওটা ভাল॥
[ দেখিলা—দেখা,জানাশোনা; আদেখিলা—অপরিচিত;
গীত্‌তানিক—কুলবধূকে, কইনা—কনে, মাও—মা। ]

৫৪৪৯ দেড়বুড়ির গয়না, বিবির গায়ে সয় না।

৫৪৫০ দেড়বুড়ির ফাড়ানী, চাঁটগায়ে বরাত।

৫৪৫১ দেড় বুড়ির মানুষ নয়, তার তিন বুড়ি কথা।

৫৪৫২ দেঁড়ে-মুসে খাওয়া।
[ পা— ···আদায় করা। ]

৫৪৫৩ দেঁতো মেয়ের হাসি কান্না,
দেখে-শুনেও চেনা যায় না।

*৫৪৫৪ দেঁতো হাসি।

৫৪৫৫ দেঁতোর হাসি দেখা যায়, ভালমন্দ বোঝা দায়।

*৫৪৫৬ দেদো পোঁদে ফুলের তোড়া।

৫৪৫৭ দেদোর মর্ম দেদোয় জানে।

৫৪৫৮ দেনা যত বাড়ে, লক্ষ্মী তত ছাড়ে।

৫৪৫৯ দেবতা বাদী, উত্তর না দি।

*৫৪৬০ দেবতা বুঝে নৈবেদ্য।

৫৪৬১ দেবতার দেব-চরিত্র, কোথাও ছায়া কোথাও রৌদ্র

৫৪৬২ দেবতার বেলা লীলা-খেলা,
পাপ লিখেছে মানুষের বেলা।

৫৪৬৩ দেব ধন, বুঝব মন, কেড়ে নিতে কতক্ষণ।

৫৪৬৪ দেবপিতৃ না বঞ্চিহ, শেষ ধন ব্রাহ্মণকে দিহ।

*৫৪৬৫ দেবর লক্ষ্মণ।

৫৪৬৬ 'দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ'।

৫৪৬৭ দেবার বেলা মোটেই নাই,
নেবার বেলা ষোল আনাই।

৫৪৬৮ দেবার সময় দেবে না, নেবার সময় নেবে।

৫৪৬৯ দেবী করতে পাঁঠা বড়।
[ প্রতিমা হইতে পাঁঠা বড়। ]

৫৪৭০ দেবে দেবে আমরক্ত হাগিয়ে দেবে।

৫৪৭১ দেবে যে সে দিলে, আপনা আপনি নিলে।

৫৪৭২ দেবের জন্য দেবী গড়ে, ভূতের জন্য পেত্নী গড়ে।

৫৪৭৩ দেমাকে মাটি মাড়ান না।

৫৪৭৪ দেয় থোয় রাখে মান, তারে বলি যজমান।

৫৪৭৫ দেবি, তুমি যাও কোথা, না, তাড়াতাড়ি যেথা।

৫৪৭৬ দেরিতে কি সাধু মরে!

*৫৪৭৭ দেশগুণে বেশ।

৫৪৭৮ দেশগুণে ভেষ, ভাষার নাই শেষ।

৫৪৭৯ দেশ পেয়েছে শেখে,
বুঝ নেই ব্যবস্থা নেই যার যেমন লেখে।

৫৪৮০ দেশ-বেড়ান ছুতারের ঝি, তোলা জলে স্নান।

৫৪৮১ দেশি কুকুর মারহাট্টা বোল।

৫৪৮২ দেশি ভাই যথা, কথা না কইও সেথা।

৫৪৮৩ দেশে দেশে বেড়ালাম, সকল বেটাই গরু।
যে যারে ভুলাতে পারে সেই তার গুরু।

*৫৪৮৪ দেশের কুকুর বিদেশের ঠাকুর। .

৫৪৮৫ দেশের ভাই যেখানে, কথা কয়ো না সেখানে।

৫৪৮৬ দেহ নয়, মণিকোঠা, শেয়াল কুকুর নয় জ্যেষ্ঠ বেটা

৫৪৮৭ 'দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ।'

৫৪৮৮ দেহের গুমর ক'রো না ভাই,
এই আছে এই নাই।

*৫৪৮৯ দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ।

*৫৪৯০ দৈবতুল্য বল, আম্রতুল্য ফল, গঙ্গাতুল্য জল।

৫৪৯১ দোকান খুলে আর কাজ নেই।

৫৪৯২ দোজবরে ভাতারের মাগ,
চতুর্দশীর চোদ্দ শাগ্।

৫৪৯৩ দোজবরের মাগ গজরা হাতী,
ভাতারকে মারে তিন লাথি।

৫৪৯৪ দোজবরের মাগ, সোঁদরবনের বাঘ।

*৫৪৯৫ দোটানায় পড়া।

*৫৪৯৬ দোদেল বান্দা কলমা-চোর,
না পায় বেহেস্ত, না পায় গোর।

*৫৪৯৭ দো-পড়া মেয়ে।

[ স্বামীকর্তৃক পরিত্যক্ত বলিয়া দোষযুক্ত কন্যা ]

৫৪৯৮ দোপর রোদে যে খেতা* গায় দেয় তারে কইছে জ্বর,
নিজের ঘরের কথা যে বাইর করে তারে কইছে পর।
[ দোপর—দুপুর ; খেতা— কাঁথা ; বাইর করে—বাহির-
করে, প্রকাশ করে। ]

৫৪৯৯ দোয়া গাইয়ের চাটও সই।

৫৫০০ দোয়াত যেমন কলম তেমন।

৫৫০১ দোয়ত নেই কলম নেই নন্দরাম সরকার।

৫৫০২ দোয়া দুধ বাঁটে সামায় না।

৫৫০৩ দোয়াত আছে কালি নাই।

*৫৫০৪ দোর থাকতে পাঁচিল ডিঙান।

*৫৫০৫ দোর ধরা।
[ দেবতার দুয়ার ধরিয়া বা তাঁহার নিকট ধরনা দিয়া যে
সন্তান লাভ করা যায়, সে দোরধরা ছেলে বা মেয়ে। ]

৫৫০৬ দোল দেখতে ভাতার মলো, রথ দেখতে যাই।

*৫৫০৭ দোলা থেকে নেমেই গিন্নীপনা।

৫৫০৮ দোলার বিবি সোলা পায়, উঠে বিবি স্বর্গে যায়।

৫৫০৯ দোষও দেয় ঘুষও নেয় পাছ-দুয়ার দিয়া।
মুখটি মুছে 'না' করে সভার মাঝে গিয়া॥

*৫৫১০ দোষ উঁকি ঝুঁকি।

৫৫১১ দোষ দোষ কাঁঠালের কোষ,
যত দোষ ধুমসীর দোষ।

৫৫১২ 'দোষা বাচ্যা গুরোরপি'।

৫৫১৩ দোষে-গুণে সৃষ্টি, ঝড়ে জলে বৃষ্টি।

৫৫১৪ দ্বিজ বলে—দেওয়ানা, ও বাত কহ্ কাকে।

৫৫১৫ দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখে, তেঁতুল রইল গাছে বেঁকে।

*৫৫১৬ দ্বৈপায়ন হ্রদে ডুবিয়ে রাখা।
[ গোপন করিয়া রাখা ]

৫৫১৭ 'দ্রব্যং মূল্যেন শুধ্যতি'।

*৫৫১৮ দ্রৌপদীর মত রাঁধুনী।
[ পা—রন্ধনে দ্রৌপদী। ]

*৫৫১৯ ধকল সওয়া।

*৫৫২০ ধড় থেকে প্রাণ উড়ে যাওয়া।

*৫৫২১ ধড়া-চূড়া।

*৫৫২২ ধড়ে প্রাণ আসা।

*৫৫২৩ ধন অপবাদে ঘর ডাকাতি।

৫৫২৪ ধন জন পরিবার, কেহ নহে আপনার।

৫৫২৫ ধন জন যৌবন, জোয়ারের জল কতক্ষণ।

৫৫২৬ ধন থাকলেই সিঁধের ভয়।

*৫৫২৭ ধন দিয়ে ধর্ম।

৫৫২৮ ধন দিয়ে মন বোঝে, যৌবন দিয়ে আক্কেল বোঝে।

৫৫২৯ ধন দৌলত আড়াই দিন, চামের চোখে মানুষ চিন।
[ পা—যৌবন। ]

৫৫৩০ ধনদৌলত চূণের ফোঁটা,
যায় দাগ থাকে খোঁটা।

৫৫৩১ ধন নেই কড়ি নেই, নিধিরাম পোদ্দার।

৫৫৩২ ধনপতি রায় পাকা ধান খায়।
এক সের তামাক নিয়ে বউ আনতে যায়॥

৫৫৩৩ ধন বড়, না, ধর্ম বড়।

৫৫৩৪ ধন সোহাগী মরেন কুঁড়োর জাউ খেয়ে।

৫৫৩৫ ধনী কুটুম গায়ে পড়ে, লাখ টাকা গায়ে পড়ে।
গরীব কুটুম গায়ে পড়ে, ঝাঁটার বাড়ি গায়ে পড়ে॥

৫৫৩৬ ধনীতে ধনীতে মেলা, নির্ধনের মর্তমান কেলা।

৫৫৩৭ ধনী পরিবাদও ভাল।

৫৫৩৮ ধনীর চিন্তা ধন ধন, নিরেনব্বুয়ের ধাক্কা।

৫৫৩৯ ধনীর বেটি ধনে মানায়,
নির্ধনের বেটি গতরে মানায়

৫৫৪০ ধনীর মধ্যে অগ্রগণ্য রামদুলাল সরকার।
বাবুর মধ্যে অগ্রগণ্য প্রাণকৃষ্ণ হালদার॥

৫৫৪১ ধনীর মাথায় ধর ছাতি, নির্ধনের মাথায় মার লাথি।

৫৫৪২ ধনে অহঙ্কার নয়, অহঙ্কার মনে।

৫৫৪৩ ধনে ধন দেখে, পুতে পুত দেখে।

*৫৫৪৩ক ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ।

৫৫৪৩খ ধনে যার অহঙ্কার, তার দুয়ারে যাই না আর।

৫৫৪৪ ধনের ব্যাপারী এল আফিঙের ভাউ জানতে।।
ঘুঁটে কুড়ানীর বেটা এল ধুতি-উড়ানি কিনতে॥

৫৫৪৫ ধনে সুখ নয়, মনে সুখ।

৫৫৪৬ ধনের ঘরে রূপের বাসা।

*৫৫৪৭ ধনের নাড়া দেওয়া।
[ অর্থ ব্যয় করিয়া বড়মানুষী দেখানো। ]

*৫৫৪৮ ধনুকভাঙা পণ।

৫৫৪৯ ধন্না দিয়েছে রামনারাণে, বাড়ীর ভেতর পেয়দা আনে।

৫৫৫০ ধন্য রাজা পুণ্য দেশ, যদি বর্ষে মাঘের শেষ।

*৫৫৫১ ধম্‌কে ষাঁড়ের পেট খসান।

৫৫৫২ ধর কাছি, ত ধ'রেই আছি।

৫৫৫৩ ধবণ মরণ পানি, তিন নাহিক জানি।

*৫৫৫৪ ধরতে ছুঁতে কিছু নাই।

৫৫৫৫ ধরম আর করম, নাই তাতে সরম।

৫৫৫৬ ধরম বঠেনী দুই হয় না।

৫৫৫৭ ধর্ম কর্ম হয়ে ঢোল, ঘরে ঘরে করে গোল।

৫৫৫৮ ধর্ম করিতে যবে জানি, পোখরী দিয়া রাখিব পানি।

৫৫৫৯ ধর্ম করিস্‌ পো-পোয়াতী, দু'টি ছেলের জন্মতিথি।

৫৫৬০ ধর্ম ক'রে মরে যদি পাণ্ডু পুত্রগণ।
তবে ধর্ম করে লোকে কিসের কারণ॥

৫৫৬১ ধর্ম জানে কর্মের কথা।

৫৫৬২ ধর্মপথে থাকলে আধেক রাতে ভাত।

*৫৫৬৩ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির।

*৫৫৬৪ ধর্ম রেখে কর্ম।

৫৫৬৫ 'ধর্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ'।

৫৫৬৬ ধর্ম হয় না করলেই উপাস,
কোদাল পাড়লেই হয় না চাষ।

৫৫৬৭ ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, পাপ করলে ধরা পড়ে।

৫৫৬৮ ধর্মের ঘরে কুটের অভাব নেই।

*৫৫৬৯ ধর্মের ঘরে কুড়ের বাথান।

*৫৫৭০ ধর্মের ঘরে চুরি।

৫৫৭১ ধর্মের ঘরে না সয় পাপ, খোলসা ঘরে না রয় সাপ।

৫৫৭২ ধর্মের জয়, অধর্মের ক্ষয়।

*৫৫৭৩ ধর্মের ডাক ডাকা।

৫৫৭৪ ধর্মের ঢাক আপনি বাজে।

*৫৫৭৫ ধর্মের ঢাকে কাঠি দেওয়া।
[ পা—কাঠি পড়া। ]

৫৫৭৬ ধর্মের ধার ক্ষুরের ধার,
করলে দু'মন নেইক নিস্তার।

৫৫৭৭ ধর্মের ভরা ভেসে ওঠে, পাপের ভরা তল যায়।

*৫৫৭৮ ধর্মের ষাঁড়।

৫৫৭৯ ধর্মের সংসার পাথরের গাঁথান।

*৫৫৮০ 'ধর্মো রক্ষতি ধার্মিকম্'।

৫৫৮১ ধর মাছ, ভাগ আছে।

৫৫৮২ ধর মার কাট খাও, ডেঙ্‌ডেঙিয়ে ঘরে যাও।

৫৫৮৩ ধরণী দ্বিধা হও।

৫৫৮৪ ধরল, অমনি ফোস্কা পড়ল।

৫৫৮৫ ধরলে কোঁ-কো করে, এড়ে দিলে পাকসাট মারে।

৫৫৮৬ ধরলে চিঁচিঁ, ছেড়ে দিলে সিংহী।

৫৫৮৭ ধরলে জটে, ওই কথাটি বটে।

[ জট—চুল। ]

৫৫৮৮ ধরা পড়েছে জয় মিত্তির।

*৫৫৮৯ ধরাকে শরা জ্ঞান।

[ পা—ধরাখান্ শরাজ্ঞান। ]

৫৫৯০ ধরি মাছ, না ছুঁই পানি, তবেই বুদ্ধি বলে জানি।

৫৫৯১ ধ'রে আনতে বললে বেঁধে আনে।

৫৫৯২ ধরেছ ত ছেড় না।

*৫৫৯৩ ধ'রে বেঁধে চক্রবর্তী।

৫৫৯৪ ধ'রে বেধে পীরিত, আর ঘ'ষে মেজে রূপ,
দুদিন পরে চুপ।

৫৫৯৫ ধ'রে বেঁধে মারে যে, ষাট বছরের বড় সে।

*৫৫৯৬ ধ'রে ভদ্র ঘটান।

[ ধরিয়া বাঁধিয়া কাজ করান। ]

*৫৫৯৭ ধাক্কার আগে চলা।

৫৫৯৮ ধাড়ী কখনো পোষ মানে না।

৫৫৯৯ ধা তিন্ তিন্ কশমালা,
দেখাশুনা যেই বেলা
সেই বেলা।

৫৬০০ ধান আগুরি মুসলমান,
এই তিনে বর্ধমান।

৫৬০১ ধান এক গুণ, তুষ তিন গুণ।

৫৬০২ ধান এক মন, চালকে তের জন।

৫৬০৩ ধান এল আড়ি আড়ি বৌয়ের হ'ল জ্বরজ্বারি।
ধান হোল মাড়া ঝাড়া বৌ দেয় পাশ মোড়া।
ধান তোলা হ'ল সাঙ্গ, বৌ উঠে করে রঙ্গ।

৫৬০৪ ধানও যাবে, ধুকড়িও যাবে।

*৫৬০৫ ধান-কানা।

৫৬০৬ ধান খায় কাকে, বেঙের পায়ে দড়ি।

৫৬০৭ ধান খুন খাল তিন নিয়ে বরিশাল।

৫৬০৮ ধান গাছ চেনেন না।

*৫৬০৯ ধান গাছ চিরে তক্তা।

৫৬১০ ধান ঘাটতে বাড় সয় না, চুল বাঁধতে মানা।
ধান ঘাটনী আর চুল বাঁধে না॥

৫৬১১ ধানটির ভিতর চালটি, ফাঁস্‌টি আর ফুঁস্‌টি।

*৫৬১২ ধান দিয়ে লেখাপড়া শেখা।

*৫৬১৩ ধান দিনে মুড়ি খাওয়া নয়।

৫৬১৪ ধান-ধন বড় ধন আর ধন গাই।
সোনা রূপা কিছু-মিছু আর সব ছাই॥

৫৬১৫ ধান নষ্ট ক'রে খই, দুধ নষ্ট ক'রে দই।

৫৬১৬ ধান নেই চাল নেই, আড়িটি ডাগর।

৫৬১৭ ধান নেই চাল নেই, আন্দিরাম মহাজন।

৫৬১৮ ধান নেই চাল নেই, গোলাভরা ইঁদুর।
ভাতার নেই পুত নেই, কপালভরা সিঁদূর॥

৫৬১৯ ধান নেই তার মান বড়।

৫৬২০ ধান নেই তার হল চিঁড়ে, শিরোনাস্তি শিরঃপীড়ে।

৫৬২১ ধান নেই ধুরা ঝাড়াঝাড়ি।
[ ধুরা—তুষ। ]

৫৬২২ ধান পোড়ে আখায়, জল ঢালে মাথায়।

৫৬২৩ ধান ভান্‌তে বেউলার গীত।

৫৬২৪ ধান ভান্‌তে মহীপালের গীত।

৫৬২৫ ধান ভান্‌তে শিবের গীত।

৫৬২৬ ধান ভানাবি গা, না-ভানার গা।

৫৬২৭ ধান যদি হয় পাটে-পাটে, ব'সে খেতে কত আঁটে।

৫৬২৮ ধান যাক্‌, ধোকড়া থাক্‌।

৫৬২৯ ধান লুটবে তারা, মান দেবে তোমাকে।

*৫৬৩০ ধান শুনতে কান শোনা।

৫৬৩১ ধান সম্পর্কে পোয়াল মেসো।

৫৬৩২ ধান সিদ্ধ বড় কাম, মাথা বেয়ে পড়ে ঘাম।

৫৬৩৩ ধান হলাম, আগড়া হলাম,
কুলোর ডগায় নেচে মলাম।

৫৬৩৪ ধান হলাম না, আগড়া হ'লাম,
কুলোর ডগায় ফরফরালাম।

৫৬৩৫ ধানাই পানাই কাঠি, তিন মানে না যাঠি।

*৫৬৩৬ ধানাই পানাই গাওয়া।

৫৬৩৭ ধানি লঙ্কার ঝাল বেশি।

৫৬৩৮ ধানের আগড়া উড়ে যায়,
মানুষের আগড়া রয়ে যায়।

৫৬৩৯ ধানের আগে উড়ি ফোলে।

*৫৬৪০ ধানের আবাদে ধন।

৫৬৪১ ধানের তুল্য ধন নেই, যদি না পড়ে ভুসা।
ভায়ের তুল্য জন নেই, যদি না করে হিংসা॥

৫৬৪২ ধানের মধ্যে আখালি, কত রঙ্গ দেখালি।

৫৬৪৩ ধানের মধ্যে আগুনবাণ,
মানুষের মধ্যে মোছলমান।

৫৬৪৪ ধানের মধ্যে খামা, ইষ্টির মধ্যে মামা।

৫৬৪৫ ধানের সাক্ষী খেড়, পাল্লার সাক্ষী ফের।

*৫৬৪৬ ধান্যেশ্বরী।

[ পচাই মদ ; ধান হইতে প্রস্তুত হয় বলিয়া। ]

৫৬৪৭ ধাপ্ দেশের পাপ বিচার, উল্টা কাটায় মাপ।

*৫৬৪৮ ধাপপাড়া গোবিন্দপুর।

৫৬৪৯ ধাপার মাঠ।

[ পা—ধাপা বা ধাপাড়—জঞ্জাল ফেলিবার জন্য জলাভূমি। ]

*৫৬৫০ ধামা চাপা দেওয়া।

*৫৬৫১ ধামাধরা মানুষ।
৫৬৫২ ধার করব, তার বেলা কেন।
৫৬৫৩ ধার করলে লেবুর রস, বুড়ো ভাতার মাগের বশ।
৫৬৫৪ ধার ক'রে কানে সোনা, ধার ক'রে হাতী কেনা।
৫৬৫৫ ধার ক'রে খায়, হেঁট মাথায় যায়।
৫৬৫৬ ধার চাইতে উধার মাঙ্গে।
৫৬৫৭ ধার নেই দা'য়ের, আছাড় ঝম্‌ঝম্‌।
৫৬৫৮ ধার্মিক নারিকেল, পাপী কুল।
৫৬৫৯ ধারলে ধান না ধারলে পাতান।
৫৬৬০ ধারায় নাড়া টানে, গোদে সাত পুরুষ টানে।
৫৬৬১ ধারে কাটে আর ভারে কাটে।
৫৬৬২ ধিক তার জীবনে, যারে কেহ না মানে।
৫৬৬৩ ধিকি ধিকি জ্বাল, সেই সন্ধ্যাকাল।
মেয়ের এমনি রান্না, দিনে কেউ ভাত পান্‌ না॥
*৫৬৬৪ ধিনিকেষ্ট।
৫৬৬৫ ধীর পানি পাথর ছেঁদে।
৫৬৬৬ ধীর জ্বাল, ঘন কাঠি, তারে বলে দুধ-আওটি।
৫৬৬৭ ধীর ধীর বোনে, তাঁতী সকল জিনে।
৫৬৬৮ ধীরে রাঁধে ধীরে খায়, তবে খাওয়ার মজা পায়।
৫৬৬৯ ধুকড়িতে ধান ধরে না, বেনেকে ধ'রে কিলোয়।
৫৬৭০ ধুকড়ির ভেতর খাসা চাল।
৫৬৭১ ধুকড়ির মধ্যে বুকড়ি চাল।
৫৬৭২ ধুচুনি চালও ধোয়, চাপড়ও খায়।
*৫৬৭৩ ধুতরা ফুল দেখা।
৫৬৭৪ ধুন্ধুরি ধুয়ে দেওয়া।
[ পা নেড়ে দেওয়া। ]
৫৬৭৫ ধুন্ধুমার ব্যাপার।
৫৬৭৬ ধুনোর গন্ধে মনসা নাচে।

[ পা—পলায়। ]

৫৬৭৭ ধুঁয়া যার সয় না, রাঁধুনী সে হয় না।

*৫৬৭৮ ধুয়ে খাওয়া।

*৫৬৭৯ ধুয়ে মুছে খালাস।

*৫৬৮০ ধুয়ে জল খাওয়া।

৫৬৮১ ধুলে যায় না উল্‌কির কালি।

৫৬৮২ ধূপ নেই দেবী, সাঁজাল খাও।
আমি অভাগী আছি তাই এত পাও॥

৫৬৮৩ ধুমকে গ্রাম-দেবতা ডরান।

*৫৬৮৪ ধূম্রলোচন।

*৫৬৮৫ ধূলা নেই তার ঝাঁট।

৫৬৮৬ ধূলা পায়ে গঙ্গালাভ।

*৫৬৮৭ ধূলা মুঠা ধরতে সোনা মুঠা হওয়া।

৫৬৮৮ ধেঙ্গড় জামাই, তেমনি শাশুড়ী,
যেমন আট্‌কা তেমনি মুসুরি।

৫৬৮৯ ধেয়ে আসে খেয়ে যায়, এঁটো পাতাটাও নিয়ে যায়।

*৫৬৯০ ধোঁকার টাটি।

৫৬৯১ ধোপ কাপড়ের টেনাও ভাল।

৫৬৯২ ধোপা জানে কোন জন কাঙ্গাল,
সেকরা জানে কোন জন বাঙ্গাল।

৫৬৯৩ ধোপা নাপিত কুমার কামার।
যে বিশ্বাস করে সেও চামার॥

*৫৬৯৪ ধোপা নাপিত বন্ধ হওয়া।

*৫৬৯৫ ধোপা ভাঁড়ারী।

[ যাহার ভাণ্ডার অন্যের সম্পদে পরিপূর্ণ। ]

*৫৬৯৬ ধোপা-শিক আর ফট্।

৫৬৯৭ ধোপায় কাপড় দিলে না, গাঙ্গুলীর পুত মরুক

৫৬৯৮ ধোপার কুকুর, না ঘরের, না ঘাটের।

৫৬৯৯ ধোপার গাধা ভাতের কাঠি বয় না।

*৫৭০০ ধোপার পাটায় আছড়ান।

৫৭০১ ধোপার ফাটে, না, ফুটে।

৫৭০২ ধোপার বাসি, নাপিতের 'আসি'।

*৫৭০৩ ধোপে টেঁকা।

৫৭০৪ ধোবা, পরের কাপড়ে শোভা।

৫৭০৫ ধোবা, বসে কি কর রে দিগম্বরের গাঁয়॥

৫৭০৬ ধোবার বাসি নাপিতের আসি।

৫৭০৭ ধোবিকা কুত্তা, না ঘরকা, না ঘটকা।

*৫৭০৮ ধোবিয়া পাছাড়।

[ ধোবার আছাড়। ]

*৫৭০৯ ধোয়া কাপড়ে কালি লাগা।

*৫৭১০ ধোয়া ভাদ্রে ধুয়ে নেওয়া।

৫৭১১ ধোঁয়ার হাত এড়াতে গিয়ে পুড়ে মলাম আগুনে।

*৫৭১২ ধোলাই দেওয়া।

*৫৭১৩ ধ্যান হয় মনে বনে আর কোণে।

*৫৭১৪ নেই নেই করা।

*৫৭১৫ নকড়া ছকড়া।

*৫৭১৬ নখদর্পণে থাকা।

*৫৭১৭ নখ বাজানো।

[ তু—'নখে নখ বাজায়ে নারদমুনি নাচে।' বিবাদকালীন আচরণ। ]

৫৭১৮ নখে কাটে কচি কালে, ঝুনো হলে দাঁত না চলে।

*৫৭১৯ নখে তিনকাল।

*৫৭২০ নখে পেয়ে দু'খান করা।

*৫৭২১ নখের ছিদ্রে কুড়ুল লাগানো।

*৫৭২২ নগরে উঠতে বাজারে আগুন।

৫৭২৩ ন' গাঁ মাগলে যা, সাত গাঁ মাগলেও তা।

৫৭২৪ নওরের সমুদ্রে বাস, সাঁতারের সঙ্গে খোঁজ নেই।

৫৭২৫ 'ন চ দৈবাৎ পরং বলম্'।

৫৭২৬ 'ন চাষা সজ্জনায়তে'।

*৫৭২৭ নছত্তর নবত্তর করা।

*৫৭২৮ নজর দেওয়া।

*৫৭২৯ নট্‌খটী করা।

৫৭৩০ ন'টে খেটে আড়াইয়ে, সজনে বার মাস।

৫৭৩১ ন'টের বৃদ্ধি হোক্ না যত, থাকবে না তুই ঘড়ি।

৫৭৩২ নটীকে না বল নটী, উল্‌টে ধরবে চুলের মুঠি।

৫৭৩৩ নড়তে পারে না বন্দুক ঘাড়ে,
এঁড়ে গরু নিয়ে তালগাছ চড়ে।

৫৭৩৪ নড়লো পোঙা ত ডুবলো ডোঙা।

[ দে পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন, 'নড়লো ডোঙা ত ডুবলো পোঙা'। দে ৪৪৬০। কিন্তু ইহার অর্থ পোঙা নড়িলে অর্থাৎ স্থির হইয়া না বসিয়া থাকিলে ডিঙ্গি ডুবিবার আশঙ্কা। সুতরাং উল্লিখিত পাঠই গ্রহণযোগ্য। ]

৫৭৩৫ নড়া দাঁত পড়া ভাল।

৫৭৩৬ নড়ে ঘর পড়ে না।

৫৭৩৭ ন'ড়ে-চ'ড়ে বেঁশের মরণ।

*৫৭৩৮ নড়ে তোলা।

৫৭৩৯ নড়ে মধু পড়ে না।

৫৭৪০ নতুন কাক গু খাবার রাক্ষস।

৫৭৪১ নতুন নতুন কাঁইবিচি, পুরানো জলেই বেঙায় গুঁজি।

৫৭৪২ নতুন নতুন ন'কড়া, পুরানো হলেই ছ'কড়া।

৫৭৪৩ নদী এক কূল ভাঙে, আর কূল গড়ে।

৫৭৪৪ নদী কি অপার থাকে ?

[ সকল নদীই পার হওয়া যায়। ]

৫৭৪৫ নদী থাক্‌লেই চড়া পড়ে।

৫৭৪৬ নদী নারী শৃঙ্গধারী, এ তিনে না বিশ্বাস করি।

*৫৭৪৭ নদী না দেখে নেংটা হওয়া।

৫৭৪৮ নদীতে এল বান, ত কুমীর ধ'রে আন্।

৫৭৪৯ নদী মরলেও তার রেখাটা থাকে।

[ পা—নদী মরলেও তার রেখ মরে না। ]

৫৭৫০ নদীর কূল, শালের মূল।

৫৭৫১ নদীর কূলে চাষ, হয় ত ভাল, নয়ত মন্দ,
নয় ত সর্বনাশ।

*৫৭৫২ নদীর তীরে কুয়ো খোঁড়া।

৫৭৫৩ নদীর ধারে চাষ, বালির ওপর বাস।
সু-অদৃষ্টের আশ, নারীর মুখের হাস।
এর ওপর যার বিশ্বাস, তার সাতপুরুষে কাটে ঘাস॥

৫৭৫৪ নদীর পাড়ে বাড়ী, মুসলমানের নারী।

*৫৭৫৫ নদীর পাড়ের গাছ।

*৫৭৫৬ নদীর মুখে বালির বাঁধ।

৫৭৫৭ 'ন দুঃখং পঞ্চভিঃ সহ'।

৫৭৫৮ 'ন দেবায়, ন ধর্মায়'।

*৫৭৫৯ নদের গোরাচাঁদ।

৫৭৬০ ননদিনী রায়বাঘিনী, দাঁড়িয়ে আছে কালসাপিনী।

৫৭৬১ ননদিনী রায়বাঘিনী, দাঁড়িয়ে আছে ঠিক সোজা।
কলিতে বউ রোজা॥

৫৭৬২ ননদিনী রায়বাঘিনী, পাড়ায় পাড়ায় কুচ্ছ গায়।
ননদিনী যদি মরে সুখের বাতাস বইবে গায়॥

৫৭৬৩ ননদিনীর কথাগুলি নিমে গিমে মাখা।

৫৭৬৪ ননদী বিষের কাঁটা, বিষমাখা দেয় খোঁচা।

৫৭৬৫ ননদেরও ননদ আছে।

৫৭৬৬ ননীর পুতুল।

[ পা—মোমের···। ]

*৫৭৬৭ নন্দ ঘোষ, তোর জেতের দোষ।

৫৭৬৮ নবকার্তিক, বা, ময়ূর চড়া কার্তিক।

*৫৭৬৯ নবডঙ্কা।

৫৭৭০ 'নবধা কুললক্ষণম্'।

৫৭৭১ 'ন বন্ধুমধ্যে ধনহীন-জীবনম্।'

*৫৭৭২ নবমীর পাঁঠা।

*৫৭৭৩ নবরত্ন।

*৫৭৭৪ নবান্নের কাক।

৫৭৭৫ নবাব আর কি। অথবা,
নবাব সিরাজদ্দৌল্লা আর কি।

৫৭৭৬ নবাব-পুত্তুর। নবাবী চাল। নবাবের নাতি

৫৭৭৭ নবাব খাঞ্জা খাঁ বা নবাব নসরৎ খাঁ।

*৫৭৭৮ নবাব সরকারের ঘোড়ার অভাব।

৫৭৭৯ 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি'।

*৫৭৮০ নমো নমো ক'রে সারা।

৫৭৮১ক নমো নমো নমো, ঠাকুর চাক-কলা খেয়ে ঘুমো।

৫৭৮১খ ন মন তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না।

*৫৭৮২ ন মাসে ছ' মাসে,

*৫৭৮৩ নয় ছয় হওয়া বা করা।

*৫৭৮৪ নয় তুয়ারী শতেক খোয়ারী।

৫৭৮৫ 'ন যযৌ ন তস্থৌ'।

*৫৭৮৬ নরক গুলজার।

৫৭৮৭ নরম কাঠে ছুতোরের বল।

*৫৭৮৮ নরম গরম।

৫৭৮৯ নরম বিবির খড়ম-পা, হাঁটতে বিবির নড়ে না গা

৫৭৯০ নরম মরম তিন নরম—
ভালা মানুষের ঠোট নরম
কাতি মাইয়া মাটি নরম।

৫৭৯১ নরম মাটিতে বেরাল আঁচড়ায়।
৫৭৯২ নরমের ঘাড় ভরমে ভাঙে।
৫৭৯৩ নরমের বাঘ, গরমের কুকুর।
৫৭৯৪ নরা গজা বিশে শ'য়, তার অর্ধেক বাঁচে হয়।
বাইশ বলদা তের ছাগল, তার অর্ধেক বরা পাগল॥
৫৭৯৫ 'নরাণাং নাপিতো ধূর্তঃ'।
৫৭৯৬ 'নরাণাং মাতুলক্রমঃ'।
*৫৭৯৭ নরুণ দিয়ে তালগাছ কাটা।
৫৭৯৮ নরে নাগে বাস হয় না।
৫৭৯৯ নরে নাড়ে হাত আর বানরে নাড়ে মাথা।
বুঝিতে না পারি নর-বানরের কথা॥
*৫৮০০ নরের মন নারায়ণ।
৫৮০১ নলকে রাজা, পণকে সাহু।
*৫৮০২ নল্‌চে আড়াল দিয়ে তামাক খাওয়া।
*৫৮০৩ নল্‌চে-খোল দুই বদলানো।
৫৮০৪ নোলা, ভাজ না খোলা, তবে নোলা সামাই কর,
যেতে হবে পরের ঘর।
৫৮০৫ 'নলিনী দলগত জলমতি তরলম্‌'।
*৫৮০৬ নলের উপর মুগুর।
*৫৮০৭ ন' শ' পঞ্চাশ টাকা।
*৫৮০৮ নষ্টগুড়ের খাজা।
৫৮০৯ নষ্ট গুয়া দখিন বায়ে, নষ্ট ঝি দোচারিণী মায়ে।
নষ্ট বহু পরের ঘরে, পুত্র নষ্ট পরদার ক'রে॥
*৫৮১০ নষ্ট চন্দ্র।
৫৮১১ নষ্ট নারীর পরিচয়, বুদ্ধিগুণে সতী হয়।
৫৮১২ নষ্ট মাগীর বড় গলা, শুনতে কান ঝালাপালা।
*৫৮১৩ নষ্টের গুরু, দুষ্টের গোঁসাই।
*৫৮১৪ নষ্টের ( বা যত নষ্টের ) গোড়া।

৫৮১৫ নসিবের এমনি খেলা, যারে কই, ভাই, সে কয় শালা।

৫৮১৬ 'ন স্থানং তিলধারণে।'

৫৮১৭ 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি'।

*৫৮১৮ নস্যাৎ করা।

৫৮১৯ নয়া নয়া বাঁওরি নয়া নয়া রঙ,
পুরাণো হ'লে বাঁওরি করে ঢং ঢং।

৫৮২০ নষ্ট হলো তাঁতীর তাঁত, তাইত নেইকো পেটে ভাত।

৫৮২১ না আঁচালে বিশ্বাস নেই।

৫৮২২ না আছে নেই আয়োজন, পাড়া ভ'রে নিমন্ত্রণ।

*৫৮২৩ নাই-আঁকড়া।

৫৮২৪ নাইক পাঁজি নাইক পুঁথি।
সাতুই আষাঢ় অম্বুবাচী॥

৫৮২৫ নাই চাল নাই পাত, চড়িয়েদাও শুধু ভাত।

*৫৮২৬ নাইতে খেতে মরা।

৫৮২৭ নাই দিলে কুকুর মাথায় উঠে।

*৫৮২৮ নাই দেওয়া।

৫৮২৯ নাই ধুই ত কেশ ভেজে না,
জ্বলে কাঠ ত ভাত সেজে না।

৫৮৩০ নাই বা করল লেখাপড়ি,
পাবেই একটা দারোগাগিরি।

৫৮৩১ নাই বা দিলে তাই বা কি, গুড়ে মণ্ডার অভাব কি।

৫৮৩২ নাইয়ার এক নাও, নি নাইয়ার শতেক নাও।

৫৮৩৩ নাইয়ের কুকুরের পাতে ভোজন।
ফাল দিয়া কুত্তার মাথায় উঠন॥

৫৮৩৪ নাইয়ের ঘরে খাঁইয়ের বাসা।

*৫৮৩৫ না এদিক, না ওদিক।

৫৮৩৬ নাও ঘোড়া নারী, যে চড়ে তারি।

৫৮৩৭ নাও রে, তুই ল, আমারে, আমি লই তোরে।

*৫৮৩৮ নাক কান কেটে ঝামা ঘষা।

৫৮৩৯ নাক-কাটী নাক-কাটী, ক'রো নাকো রোষ।
সব নাক-কাটীর আছে কিছু কিছু দোষ॥

৫৮৪০ নাক থাকলেই শিক্‌নি।

৫৮৪১ 'না' কথার বালাই নেই।

৫৮৪২ না খাওয়া খাওয়া হয় আষাঢ় মাসের পান।
না দেওয়া দেওয়া হয় আগুন মাসের ধান॥

৫৮৪৩ নাক দিয়ে খায়, না, মুখ দিয়ে খায়।

৫৮৪৪ নাক দিয়ে দুধ গলে।

৫৮৪৫ নাক না থাকলে গুও খায়।

৫৮৪৬ নাক নেই বেটীর নথের সখ,
ফেল্‌না বেটীর কত ঠমক।

৫৮৪৭ নাক নেই, বেটী বেশর পরে।

৫৮৪৮ নাক নেড়ে কস্‌নি কথা, ভাঙবে নথের সুষণি পাতা।

*৫৮৪৯ নাক ফোঁড়া বলদ।

৫৮৫০ নাক বাজে যার নিদ্‌মহলে, রুষ্য ভাষে দুষ্য বলে।
ভূমি কাঁপে পায়ের ঘায়, তার এয়োতী ক'দিন রয়॥

৫৮৫১ নাক বাজে যার, সর্বনাশ তার।

৫৮৫২ নাকানি চোবানি বা নাটানি চোবানি।

৫৮৫৩ নাকে কাজ, না, নিঃশ্বাসে কাজ।

*৫৮৫৪ নাকে কানে খত দেওয়া।

৫৮৫৫ নাকে কানে খত, আমতলা দিয়ে পথ।

*৫৮৫৬ নাকে খৎ।

*৫৮৫৭ নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরান।

*৫৮৫৮ নাকে মুখে গোঁজা।

*৫৮৫৯ নাকের ডগায় রাখা।

৫৮৬০ নাকের ডগে রসকলি, তুই কৃষ্ণভক্ত কবে হলি।

৫৮৬১ নাকের চেয়ে নাকের ডাক বেশি।

নামের চেয়ে নামের ডাক বেশি ॥

*৫৮৬২ নাকের জলে চোখের জলে করা বা হওয়া।

*৫৮৬৩ নাকের বদলে নরুণ।

*৫৮৬৪ নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমান।

৫৮৬৫ না খায় ভাত, না পিয়ে পানি,
যমে মানুষে টানাটানি।

৫৮৬৬ না খাওয়ার চেয়ে চিঁড়ে খাওয়াও ভাল।

*৫৮৬৭ না খেয়ে আঁচানর ধূম।

৫৮৬৮ না খেয়েই এত, খেলে না জানি কত ।*

৫৮৬৯ না গজাতে ঘুণ ধরে, না উঠতে আছাড়।
বাসরেতে ভাতার মরে, বাসি রে'তে রাঁড়

৫৮৭০ নাগর এল না উতলা মন,
কিসের রাঁধন কিসের ভোজন।

৫৮৭১ নাগর-চাঁদের শোয়ার পরিপাটি।
দু'পাশে রয়েছে দুই সুপারির আঁটি ॥

৫৮৭২ নাগর ছলিল উতলা মন,
কিসের রাঁধন কিসের বাড়ন।

*৫৮৭৩ না ঘরের, না ঘাটের।

৫৮৭৪ নাঙ-চোর বিবি বাঁদীর খপ্পরে।

৫৮৭৫ নাচতে কি আমি জানিনে,
মাজার ব্যথায় পারিনে।

৫৮৭৬ নাচ-কোঁদ, ভুলো না।

৫৮৭৭ নাচতে জানিনে, আমায় ধ'রে এনেছে।
যদি নাচি, তবে আমার ছেলে নেবে কে ॥

৫৮৭৮ নাচতে জানে না, উঠান চষে।

৫৮৭৯ নাচতে না জানলে উঠানের দোষ।
[ পা—উঠোন বাঁকা ]

*৫৮৮০ নাচতে বসে ঘোমটা।

৫৮৮১ না চাইলে ঘোড়াটা পাই, চাইলে বুঝি হাতীটা পাই।

৫৮৮২ নাচুন্তির লাজ নাই, দেখুন্তির লাজ।

৫৮৮৩ নাচে ভাল, পাক দেয় উল্‌টা।

৫৮৮৪ নাচে ভাল, পাক দেয় মন্দ।

৫৮৮৫ নাচের পা আসে না।

*৫৮৮৬ নাচের পুতুল।

৫৮৮৭ না ছাতা না মাথা।
বা, ছাতাও নেই মাথাও নেই।

৫৮৮৮ নাছের ভিখারী, বা, নাছের কুকুর।

*৫৮৮৯ না ছুঁতেই কেঁউ।

*৫৮৯০ নাছোড় বান্দা।

৫৮৯১ না জানে আঁধি-সাঁধি,
ধুচনী দেখে বলে কাঁচকলার কাঁদি।

৫৮৯২ না জেনে করেছি পাপ,
করছি মিছা মনস্তাপ।

*৫৮৯৩ নাজেহাল করা বা হওয়া।

৫৮৯৪ নাটা কাঁঠালের আঠা বেশি।

৫৮৯৫ নাটানী যায় হাটে।
চার কড়ার শিন্নি কিনে পথে-পথে চাটে॥

৫৮৯৬ নাটা মানুষ আগে মাতে,
নাটা জমিন আগে ফাটে।

৫৮৯৭ নাটা মেয়ে থামের খুঁটি
খায় দায় সরল পুঁটি।
ঢ্যাঙা মেয়ে দিলদরিয়া
খায় না পেট ভরিয়া
মরে যায় টুস্‌ করিয়া॥

*৫৮৯৮ নাটের গুরু, বা, নাটের গোঁসাই।

৫৮৯৯ না ডাকলে যেও না, ঘরের ভাত খেও না।

*৫৯০০ নাড়াবনে কেত্তন।

৫৯০১ নাড়ার বিবি খাটে যায়,
ফিরে ফিরে নাড়ার পানে চায়।

৫৯০২ নাড়ার বিবি দোলায় যায়,
পাক দিয়া দিয়া নাড়ার দিকে চায়।

*৫৯০৩ নাড়ীনক্ষত্র সব জানা বা টেনে বের করা।

*৫৯০৪ নাড়ীর টান্। নাড়ী-ছেঁড়া ধন।

*৫৯০৫ নাড়ু গোপাল।

৫৯০৬ নাড়ু নাড়লেই গুঁড়া পড়ে।

৫৯০৭ না ( ন্যা ) তাকা ( ক্যা ) তার হাঁড়ি।

*৫৯০৮ নাতা ( ন্যাতা ) জোবড়া হয়ে থাকা।

*৫৯০৯ নাতান ( বা, নাতোয়ানী ) কাচ-কাঁচা।

*৫৯১০ নাতানের সাত ঘর।

৫৯১১ নাতিপুতির গুষ্টি, নাই ঠিকুজি কুষ্টি।

৫৯১২ নাতিন হাগাইতে গেছে বুড়ী,
বুড়ী হাগে পেরপেরি।

*৫৯১৩ নাতির নাতি স্বর্গে বাতি।

৫৯১৪ নাতোয়ানের দুনো ব্যয়।
[ নাতোয়ান—দরিদ্র ]

৫৯১৫ নাতোয়ানের দুনো মালগুজারি।

৫৯১৬ নাতোয়ানের সাত ঘর খোলা।

৫৯১৭ না থাকনের চেয়ে মাগন ভাল।

৫৯১৮ না খেয়ে পাপী সঞ্চয় করে,
তার মুখে হেগে দিয়ে নিয়ে যায় চোরে।

৫৯১৯ না থুইব যে গুরু মারে, না থুইব যে স্ত্রী জার করে।

৫৯২০ না দান দোস্তের চাইতে দানা দুষমন ভালো।

*৫৯২১ নাদাপেটা-হাঁদারাম।

*৫৯২২ নাদস-নুদস।

৫৯২৩ না-দেওয়া কাঁঠালের শাওনে নাম।

৫৯২৪ না-দেওয়ার চাল, আজ না কাল।

৫৯২৫ না দেখলে থাকতে নারি, দেখলে পরে মারামারি।

৫৯২৬ না দেখে চ'লে যায়, পায়ে পায়ে হোঁচট্ খায়।

৫৯২৭ না নদীর কূল, না বৃক্ষের মূল।

৫৯২৮ নানা মুনির নানা মত।

৫৯২৯ নানান দেশের নানান ভাষা,
বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা। ( নিধু বাবু )

৫৯৩০ না নোয়ালে মাথা, মাগে চালের বাতা।

৫৯৩১ 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'।

৫৯৩২ না প'ড়ে পণ্ডিত।

৫৯৩৩ না পয়সা কড়ি, বিশ বাজারে দৌড়াদৌড়ি।

৫৯৩৪ না পার্যমানে নাতজামাই।

৫৯৩৫ নাপিত দেখলে নখ বাড়ে।

৫৯৩৬ নাপিত দেখলেই কানি নওখা বাড়ে।

৫৯৩৭ নাপিত বৈদ্য ধোপা-চোর,
যুগী বৈরাগীর নেইক ওর।

৫৯৩৮ নাপিত হল কবিরাজ, ক্ষৌরী করে কে ?

৫৯৩৯ নাপিতের কাজ কি ঢোল বাজান ?

৫৯৪০ নাপিতের ঘোলচোঙা বুদ্ধি।

৫৯৪১ না বল্‌লে—বল্ ঠিক, বল্‌লেই বেল্লিক।

৫৯৪২ না বাড়ে বংশ, এঁড়ে বাছুর বিয়য়।

৫৯৪৩ না বিইয়ে কানাইয়ের মা।

৫৯৪৪ না বুঝে ছিলাম ভাল, আধেক বুঝে প্রাণটা গেল।

৫৯৪৫ না জেনে খেয়েছি ওল, ঠাকুরঝি তেঁতুল গোল্।

[ তেঁতুল গলা চুলকানোর প্রতিষেধক ]

*৫৯৪৬ না ভাঙে না মচ্‌কায়।

৫৯৪৭ না ভাল না মন্দ, কথা কইলে সন্দ।

| | |
|---|---|
| ৫৯৪৮ | নাম করলে হাঁড়ি ফাটে। |
| *৫৯৪৯ | নামকাটা সেপাই। |
| *৫৯৫০ | নামগন্ধ নাই। |
| ৫৯৫১ | নামটা যেন ঢাক, ভেতরটা ফাঁক। |
| *৫৯৫২ | নাম নয়। |
| ৫৯৫৩ | নাম নেই গোত্র নেই, ট্যাম গোপালের নাতি। |
| *৫৯৫৪ | নাম বড়া, দর্শন থোড়া। |
| *৫৯৫৫ | না মরেই ভূত। |
| *৫৯৫৬ | না মাঠের, না বাটের। |
| ৫৯৫৭ | নামে ডাকে গুরু মশাই, লেজামুড়োর জ্ঞান নাই। |
| ৫৯৫৮ | নামে তালপুকুর, ঘটি ডোবে না। |
| ৫৯৫৯ | নামে ধন্বন্তরি, চিকিৎসায় যম। |
| ৫৯৬০ | নামে ধর্মদাস, ধর্মের নাম নেই। |
| ৫৯৬১ | নামে ( বা প্রতাপে ) বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। |
| ৫৯৬২ | নামের ডাকে গগন ফাটে, ঢেঁকিশালে কুঁড়ো চাটে। |
| ৫৯৬৩ | নায় ধোয় ছোঁয় চাম, মুচী মাগীর কিবা কাম। |
| ৫৯৬৪ | নায় না ধোয়, মাঝখানে শোয়। |
| ৫৯৬৫ | নায়কের মর্জি, উলুবনে কীর্তন। |
| *৫৯৬৬ | নায়ে কড়ি দিয়ে ডুবে পার। |
| ৫৯৬৭ | নায়েই যান্ আর পায়েই যান্,<br>পথ আছে সেই একখান্। |
| ৫৯৬৮ | নাড়া মাথায় খোঁচায় ভয় কি ? |
| ৫৯৬৯ | নায়ের কড়ি নাই, পাড়ে যেতে চাই। |
| ৫৯৭০ | নারদ নারদ খেংরা কাঠি।<br>লেগে যা নারদ ঝুটোপাটি। |
| *৫৯৭১ | নারদ নারদ বলা। |
| *৫৯৭২ | নারদের ঢেঁকি। |

*৫৯৭৩ নারদের নিমন্ত্রণ।

*৫৯৭৪ না রাম, না গঙ্গা।

৫৯৭৫ নারিকেল কি খেতে পারে বানরে।

[ তু—'বানরের হাতে যেহ্ন ঝুনা নারিকেল।' শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। ]

৫৯৭৬ নারী কাগজ না, তিনের বৈরী বা।

৫৯৭৭ নারী যার স্বতন্তরা, সে জন জীয়ন্তে মরা।

৫৯৭৮ নারীর বল চোখের জল, মিথ্যা কথা চোরের বল

৫৯৭৯ নারী হিজড়ে পুরুষ খোজা, তবে হয় কর্তাভজা।

*৫৯৮০ নাল পড়া।

*৫৯৮১ নালা কেটে জল আনা।

৫৯৮২ 'নাস্তি বিদ্যা কুতো যশঃ'।

৫৯৮৩ না হইয়া হইছে পোলা,
নাম থুইছে তার সোনাতোলা।

*৫৯৮৪ না হয়ে যায় না।

*৫৯৮৫ না হোমে, না যজ্ঞে।

৫৯৮৬ নি-কড়্যে গেলেন হাটে,
কাঁকড়া দেখ্‌কে জিয়ারা ফাটে।

৫৯৮৭ নি-কড়্যে নাগরের কদমতলায় থানা।

৫৯৮৮ নি-কামানে নাপিত বেরাল ধ'রেও কামায়।

৫৯৮৯ নি-কামায়ে দরজী ছেলের মুখ সেলাই করে।

*৫৯৯০ নিকুচি করা।

৫৯৯১ নি-কেজোর কাজ বেশি।

৫৯৯২ নি-খাউতির গেরাস, দেখে লাগে তরাস।

৫৯৯৩ নি-খাউতির পাড়া, তাই গোটা ছাগল পোড়া।

৫৯৯৪ নিগুণা সাপের কুলার মত ফণা।

৫৯৯৫ নি-চেনা ভাইয়ের গেরাস বড়।

৫৯৯৬ নিচেলের থাবা বড়।

*৫৯৯৭ নিজ মূর্তি ধারণ করা।

৫৯৯৮ নিজে খাইতে নাই ঠাঁই, বউয়ের সগে সাত ধাই।

৫৯৯৯ নিজে গেলে পাত পায় না, চাকরকে পাঠায় নেমন্তন্নে।

৬০০০ নিজে থাকবার জায়গা নাই,
জামাই থাক্‌বে কই ?

৬০০১ নিজে থাকতে নেই ঠাঁই,
বৌর সাথে সতের ধাই।

৬০০২ নিজে নিজে কয় বড়, তারে বলি লঘুতর।

৬০০৩ নিজে পাবে না অন্যকে বলে, তাতে শরীর দ্বিগুণ জ্বলে।

৬০০৪ নিজে পিন্ধিতে খাপি ধুতি, বাপের শ্রাদ্ধে দুই-হাতি।

৬০০৫ নিজের আছে ত খাও, নইলে মিটি মিটি চাও।

৬০০৬ নিজের আয়ু আর পরের ধন,
কেউ কোনোদিন কম দেখে না।

*৬০০৭ নিজের কোলে ঝোল টানা।

৬০০৮ নিজের চরকায় তেল দেও।

*৬০০৯ নিজের কুচ্ছ নিজে গাওয়া।

*৬০১০ নিজের ছাগল লেজের দিকে কাটা।

৬০১১ নিজের কথা কয় না শালী, পরকে বলে চালতা গালি।

৬০১২ নিজের ছেলে সোনাধন, পরের ছেলে দুশ্‌মন।

৬০১৩ নিজের ছেলে নন্দদুলাল, পরের ছেলে নাড়ুগোপাল।

৬০১৪ নিজের ঢাক নিজে পেটা, বা বাজানো।

৬০১৫ নিজের দই কেউ টক বলে না।

৬০১৬ নিজের ধন পরকে দিয়ে,
দৈব হারায় মাথায় হাত দিয়ে।

৬০১৭ নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ।

৬০১৮ নিজের নাকডাকা কেউ মানে না।

৬০১৯ নিজের পাগল বাইন্ধ্যা পালি,
পরের পাগল হাতে তালি।

*৬০২০ নিজের পাঁঠা লেজের দিকে বলি দেওয়া।

৬০২০ক নিজের পানে চায় না ছুঁড়ি, পরকে বলে টেপো গালি।

*৬০২০খ নিজের পায়ে কুড়ুল মারা।

*৬০২০গ নিজের পায়ে দাঁড়ানো।

*৬০২০ঘ নিজের ফাঁদে নিজে পড়া।

৬০২০ঙ নিজের বউকে কেউ বাঁজা বলে না।

৬০২১ নিজের বেলায় আঁটি সুঁটি, পরের বেলায় দাঁত কপাটি,

৬০২১ক নিজের বেলায় চাপন-চোপন,
পরের বেলায় ঝুরঝুরে কাঁপন।

৬০২২ নিজের ভাল, পরের কেষো, এখন যাদু পথে এস।

৬০২৩ নিজের ভুঁয়ে নল পড়লে, নলের সড়সড়।
পরের ভুঁয়ে নল পড়লে, নলের চাবি ধর॥

৬০২৪ নিজের রান্না ভাল লাগে তিন জনের—
নিজের, ঠাকুরের, কুকুরের।

৬০২৫ নিজের রুটি নিজে গরম করা।

[ ভাতের পরিবর্তে রুটি বিষয়ক সকল প্রবাদই হিন্দীর প্রভাব জাত। ]

৬০২৫ক নিজের শোবার জায়গা নেই,
গোয়ালা কোথায় শুবি রে।

৬০২৬ নিড়ালেও এক ছড়া, না নিড়ালেও এক ছড়া।

৬০২৭ নিতে জানে, দিতে জানে না, তার মুখে থোক্।
নিতেও জানে, দিতেও জানে, তারে কয় লোক॥

৬০২৮ নিতে পারি খেতে পারি দিতে পারি না,
বলতে পারি কইতে পারি সইতে পারি না।

*৬০২৯ নিত্য কর্ম।

৬০৩০ নিত গঙ্গা পানি।

৬০৩১ নিত্যই দেখি বউরে কাঁথা-কাপড় ধুইতে।
একদিনও দেখলাম না পুতের কাছে শুইতে।

৬০৩২ নিত্য উপোসীরে কে দেয় ভাত,
নিত্য মড়ারে কে দেয় কাঠ।

৬০৩৩ নিত্যকালের বিনাশ নাই।

৬০৩৪ নিত্য কুঁদুলী ছিল বউ, সেই ছিল ভাল।
বছর অন্ত কুঁদুলী বউ, প্রাণটা আমার গেল॥

৬০৩৫ নিত্য চাষার ঝি বেগুন ক্ষেত দেখে বলে—
এ আবার কি।

৬০৩৬ নিত্য নেই দেয় কে, নিত্য রোগী দেখে কে।

৬০৩৭ নিত্য ভিক্ষা তনু রক্ষা।

৬০৩৮ নিত্য রাজা কটক যায়, পথের সম্বল ঘরে বসে খায়।

৬০৩৯ নিত্য রোগা, চোখ বাঁকা।

৬০৪০ নিত্য স্বপ্নে বাঘে খায়, কোন্ দিন তার ভালয় যায়।

*৬০৪১ নিদান কালে হরিনাম।

৬০৪২ নিদানের বিধান নাই।

*৬০৪৩ নিদানের বীজধান।

৬০৪৪ নিদানের সারথি, বুড়া মানুষের ভারতী।

৬০৪৫ নিদ্রা সুখের সহচরী, দুঃখের কেউ নয়।

৬০৪৬ নিধের মায়ের চালে ঝিঙে, বউকে মেরে বাজায় শিঙে।

৬০৪৭ নিমুর পিরাণে আত্মারাম সরকার।

৬০৪৮ নিবড়ন ঘরে জুত নেই।

*৬০৪৯ নিভান আগুন জ্বেলে তোলা।

৬০৫০ নিমক খেয়ে নিমকহারামি।

*৬০৫১ নিমকহারাম।

৬০৫২ নিমতলা দিয়ে যাওনি, নিমফল কি খাওনি।

৬০৫৩ নিমতলার ঘাটও চিনি, কাশীমিত্রের ঘাটও চিনি,
ঠেকেছি মরে।

৬০৫৪ নিম তেতো, নিসিন্দা তেতো, আর তেতো খ'র।
তার চেয়ে অধিক তেতো বোন্-সতীনের ঘর॥

৬০৫৫ নিম নিসিন্দা যেথা, মানুষ মরে না সেথা।

৬০৫৬ নিম নিসিন্দা তেঁতুল তাল, ঘরে পুঁতো না কোন কাল।

৬০৫৭ নিম নিসিন্দা বেলের পাত,
আম ঘোড়ম আর কল্পনাথ।
বজ্রদন্ত ইসবগুল,
এ থাকতে কেন রোগী যায় গঙ্গার কূল॥

৬০৫৮ নিমন্ত্রণ-বাড়ীর ভাতে কাঙালী বিদায়।

*৬০৫৯ নিমিত্তের ভাগী।

৬০৬০ নি-মুখা কুকুর, কাঁটা খাবার যম।

৬০৬১ নি-মুরদের মুরদ ভারি, লম্বা কোঁচায় ফতো জারি।

*৬০৬২ নিমরাজি।

৬০৬৩ নিমের বেলায় হাক্-থু ক'রে ফেল।
গুড়ের বেলায় চক্-চক্ ক'রে গেল॥

৬০৬৪ নিয়ড় পোখরী দূরে যায়, যাতি বুলে গীতি গায়।
হাসিয়া চাহে আড় দৃষ্টি, ডাক বলে—সেই সে নষ্টি॥
[ ডাকের বচন। ]

৬০৬৫ নিয়ত খতর, ঝুলিতে পাথর।

৬০৬৬ নিয়ত গুণে বরকত।

৬০৬৭ 'নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে'।

৬০৬৮ নিয়তির চোখ কানা।

৬০৬৯ নিয়ে আয় তো বউ নোড়া, যাই কোঁদলের পাড়া।
আর চাই না, বউ, নোড়া, পেয়েছি কোঁদলের গোড়া।

৬০৭০ নিয়ে যায় বেগারে, হাসি ব'সে পগারে।

*৬০৭১ নিরানব্বইয়ের ধাক্কা।

*৬০৭২ নিরামিষ খাওয়া, উপাস যাওয়া।

৬০৭৩ নিরাখালের খোদা রাখাল।

৬০৭৪ নিরেট মূর্খ।

৬০৭৫ নির্গুণ আদার তিনগুণ ঝাল।

৬০৭৬ নির্গুণ পুরুষের তিনগুণ ঝাল।
পরনে গামছা, গায়ে ঠাকুরদাদার শাল ॥
৬০৭৭ নির্গুণ পুরুষের ভোজন সার, করেন সদাই মার মার।
৬০৭৮ নির্গুণ মিন্‌সের তিনগুণ মাগ।
৬০৭৯ নির্ধনের ধন, অথর্বের যৌবন।
৬০৮০ নির্ধনের ধন হলে টিপি-টিপি চায়।
হাভাতের ভাত হলে টিপে টিপে খায় ॥
৬০৮১ নির্ধনের ধন হলে দিনে দেখে তারা।
নিভাতারীর ভাতার হলে বাসে বাপের পারা ॥
৬০৮২ নির্বংশের ঝি নিঃসন্তানে দি।
তার আবার করব ব'সে গোণা-গাঁথা কি ॥
*৬০৮৩ নির্বংশীয়ার বেটা।
*৬০৮৪ নিশির ডাক।
*৬০৮৫ নিশ্চিন্তপুর পাঠানো।
*৬০৮৬ নিষিদ্ধ ফল।
৬০৮৭ নিষ্কণ্টকে বেড় ভাল।
৬০৮৮ নিষ্কর্মা কীর্তনীয়ার ধামালি সার।
৬০৮৯ নিষ্কর্মা চাষার বিশখানা কাস্তে।
৬০৯০ নিষ্কর্মা ভাসুরের বচন মিঠা,
নিত্যই বসে খান্‌ চিতল পিঠা।
৬০৯১ নিষ্কর্মার মন, কুচিন্তার ভবন।
৬০৯২ নিষ্ফলা গাছে বানরও চড়ে না।
৬০৯৩ নিষ্ফলা নারী নিষ্ফলা বৃক্ষ।
৬০৯৪ নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই।
৬০৯৫ 'নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে।'
[ সা প্র ; 'অন্নদা-মঙ্গল'—ভারতচন্দ্র ]
*৬০৯৬ নীচের ধাপ দিয়েই সিঁড়ি ওঠা।
৬০৯৭ নীচের ভাতকে যাহার মন, মত্ত পিয়ে মরে সে ব্রাহ্মণ।

*৬০৯৮ নীর ছেড়ে ক্ষীর পান।

৬০৯৯ নীরোগ শরীর যার, বৈদ্যে করবে কি।
পরের ভাতে বেগুন পোড়া, পান্তা ভাতে ঘি॥

*৬১০০ নীলবর্ণ শৃগাল।
[ সংস্কৃত কথা ]

৬১০১ নুন আনতে পান্তা ফুরায়।

৬১০২ নুন খাই যার, গুণ গাই তার।

৬১০৩ নুন খেলে গুণ মানে।

৬১০৪ নুন জুটেনা ভাতে, ছাপার আংটি হাতে।

৬১০৫ নুন টুকটুকি নেবুর রস, গেঁড়া ভাতার মাগের বশ।

৬১০৬ নুন দিয়ে রাঁধি ত ভালই হয়,
আলুনি রাধতে তিনগুণ খায়।

৬১০৭ নুন যে হাঁড়িতে থাকে সেহাঁড়ি খায়।

৬১০৮ নুন লঙ্কা দিয়ে ভাত খাই,
বেড়ালকে কাঁচকলা দেখাই।

*৬১০৯ নুনের না' ডুবে যেতে মুখ দিয়ে চাখা।

৬১১০ নুনের ভাঁড়, তেলের ভাঁড়, তাকে কি বলি ভাঁড়।
ভাঁড়ের মধ্যে ভাঁড় ছিল নদের গোপাল ভাঁড়॥

৬১১১ নূতন হলে খইয়ের মোয়া মচমচ করে।
পুরাণ হলে খইয়ের মোয়া নেতাইয়া পড়ে॥

৬১১২ নূতন নূতন তেঁতুলের বীচি,
পুরাণ হলে আতায়-বাতায় গুঁজি।

৬১১৩ নূতন নূতন ন'কড়া, পুরাণ হলে ছ'কড়া।

৬১১৪ নূতন পিরীতে বড় আঠা।

৬১১৫ নূতন মুহুরীর ঠিকে ভুল,
মিষ্টি হয় না নূতন কুল।

৬১১৬ নূতন যুগীর ভিক্ষা নাই।

৬১১৭ নূতন রাজার নূতন বিচার।

৬১১৮ নূতন সাধু ফোঁটা দিলে,
ধুয়ে যায় মুখধোয়া জলে।

৬১১৯ 'নৃত্যন্তি ভোজনে বিপ্রাঃ'।

*৬১২০ নেই-আঁকড়ে।

[ অলীক বস্তুকে যে আঁকড়াইয়া থাকে। ]

৬১২১ নেই কাজ ত খই ভাজ।

৬১২২ নেই কাজ ত খুড়োর গঙ্গাযাত্রা কর।

৬১২৩ নেই গোঁসাইয়ের খোদা গোঁসাই।

৬১২৪ নেই ঘর নেই বাড়ী, বউকে পরায় ঢাকাই শাড়ি।

৬১২৫ নেই চাল নেই চুলো, মেগে খায় বেদেগুলো।

৬১২৬ নেই ছেলের চেয়ে ঝির ছেলে ভাল।

৬১২৭ নেই ধন ত যাও বন।

৬১২৮ 'নেই' বল্‌লে সাপেরও বিষ থাকে না।

৭১২৯ নেই মাগ নেই পুত, বেড়ায় যেন যমদূত।

৬১৩০ নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।

৬১৩১ নেকড়ার আগুন, ছেড়েও ছাড়ে না।

৬১৩২ নেকড়ার আগুন যেন শোলা,
নেড়া মাথায় ঘোল ঢালা।

৬১৩৩ নেকা, আজুলে, চালশে কানা,
জল বলে খায় চিনির পানা।

[ নেকা—যে নির্বোধের ভাণ করে; আজুলে—আদুরে গোপাল; চালশে কানা—চল্লিশ বছর পর স্বাভাবিক ভাবেই যাহার দৃষ্টি শক্তি কমিয়া আসে। ]

৬১৩৪ নেকা, বোকা, ঢলঢলে-কাছা,
তিনে প্রত্যয় ক'রো না বাছা।

৬১৩৫ নেঙটা পোঁদে পরে কাপড়, পোঁদ বলে বড় ফাঁপর।

৬১৩৬ নেঙটা যোগীর ঘরে চুরি।

৬১৩৭ নেঙটার গলায় মোতির মালা।

৬১৩৮ নেঙটার দেশে কাপুড়ে ভাঁড়।

৬১৩৯ নেঙটার নেই ধোপার কাজ।

৬১৪০ নেঙটার নেই বাটপাড়ের ভয়।

*৬১৪১ নেঙটার বস্ত্রহরণ।

৬১৪২ নেঙটি ইঁদুর পাহাড় কাটে।

৬১৪৩ নেঙটির মধ্যে কুস্তান।

৬১৪৪ নেঙড়া খোঁড়া কাঠের ডিম,
চল নেঙড়া সারা দিন।

৬১৪৫ নেঙা বাই।
[ স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহের বাতিক। ]

৬১৪৬ নেচে মরে নরসিংএ, চৈতে চিঁড়ে খায়।

৬১৪৭ নেড়া ক'বার বেলতলায় যায়।

৬১৪৮ নেড়া নেড়ীর দল।

৬১৪৯ নেড়ি তেলকাম্‌ড়ি তেলে ভাজা বড়ি,
সব মাছ বেড়ালে খেলে, নেড়ির গলায় দড়ি।

৬১৫০ নেড়া মাথায় খোঁচার ভয়।

*৬১৫১ নেড়া যায় বেল তলা।

৭১৫২ নেড়া খোঁজে ঈদ্ পরব।

৬১৫৩ নেড়ের মাথায় কাঠের পয়জার।

৬১৫৪ নেড়ি গেড়ি বা নেণ্ডি গেণ্ডি।

৬১৫৫ নেড়ে জাতের কাছে হালের বলদ তরকারী,
কোলের বোন মাগ।

*৬১৫৬ নেতা কেতার হাঁড়ি।

*৬১৫৭ নেতা জোবড়া।

৬১৫৮ নেবার কুটুম দেবার নয়।

৬১৫৯ নেবার বেলা পরিপাটি, দেবার বেলা ফাটাফাটি।

৬১৬০ নেবার বেলায় রোজগার,
দেবার বেলায় গুণোগার।

৬১৬১ নেবু কচলাবে যত, তেতো হবে তত।

৬১৬২ নেভবার আগে ক্ষণেক তরে,
দীপ জ্বলে দপ্ ক'রে।

*৬১৬৩ নেয়াপাতি ভুঁড়ি।

৬১৬৪ নেয়ালের দড়ির অম্বল।

৬১৬৫ নেয়ের এক নাও, নি-নেয়ের শতেক নাও।

৬১৬৬ নেয়ের গরু, বামুনের নাও।

৬১৬৭ নেলে কুত্তা গু খায় বেশি।

৬১৬৮ নেশাতে বুক ফাটে, কুকুরে মুখ চাটে।

*৬১৬৯ নেশায় শিবের বাবা।

৬১৭০ নেশার রাজা মদ, তার চেয়ে বাড়া তোষামোদ

৬১৭১ নৈবেদ্যেতে চাল নেই,
পাছা তুলে গড়।

*৬১৭২ নৈবেদ্যের চূড়ায় বসা।

*৬১৭৩ নোক্‌তার আঁচড়।

৬১৭৪ নোলা করে সক্‌সক্, ও নোলা তুই সামাল কর
আগে যাবি নোলা বাপের ঘর,
তবে খাবি নোলা দুধ সর।

৬১৭৫ নৌকা ডিঙি চাই না আমি, আজ্ঞা যদি পাই।
গঙ্গাজলে সাঁতার দিয়ে শ্বশুর বাড়ী যাই।

৬১৭৬ নৌকা ডাকিতে যে সাস্তারে,
ডাক বলে—মু কি করিবু তারে।

*৬১৭৭ নৌকা ডুবানো।

৬১৭৮ নৌকার শত্রু ঢেউ, বাঘের শত্রু ফেউ।

*৬১৭৯ ন্যায়ের কচকচি।

*৭১৮০ পঁই পঁই করে বলা।

৬১৮১ পইতা কালো বামুন ভালো।

*৬১৮২ পইতা ছিঁড়ে শাপ দেওয়া

*৬১৮৩ পইতা পুড়াইয়া ভগবান হওয়া।

[ যাহারা দণ্ডী অর্থাৎ দণ্ডধারী সন্ন্যাসী, তাহাদের দণ্ড গ্রহণ কালে পইতা পুড়াইয়া ফেলিতে হয়। এই বিষয়ক আচারটি নিম্নরূপটি—একটি স্বপাবিব সঙ্গে মাথার চুটকি ও গলার পৈতা একত্র করিয়া ঘৃত এবং মাটি দিয়া তাহা লিপ্ত করিয়া দণ্ডীকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতে হয়। তাহা পুড়িয়া ছাই হইয়া গেলে দণ্ডী তাহা ভোজন করেন এবং এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, তাহা ভোজন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই দণ্ডী নারায়ণের সঙ্গে অভিন্ন হইয়া যান। ইহাই পইতা পুড়াইয়া ভগবান হওয়া। ]

৬১৮৪ পইতা থাকলেই বামুন হয় না।

[ তু—'বামুন কি হয় পইতা দিলেই গলায়'। রবীন্দ্রনাথ]

৬১৮৫ পইতা পুড়িয়ে ব্রহ্মচারী।

[ পইতা পুড়াইয়া ভগবান হওয়া দ্রষ্টব্য। ]

৬১৮৬ পকেট মার।

৬১৮৭ পক্ষীরাজ ঘোড়া।

[ দ্রুতগামী অশ্ব; তু—'দুই পক্ষীরাজ দেখ সাক্ষাতে তোমার'। মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা। ]

৬১৮৮ পগার দিয়ে পোঁ।

[ পগার—প্রগর্ত; ক্ষুদ্র ডোবা; যাহা কখনও চলাচলের পথ নয়। পোঁ—পলায়িত। ]

৬১৮৯ পগার পার।

[ কৌশলে পলায়িত। ]

*৬১৯০ পগার সিঁদ।

৬১৯১ পঙ্গু লঙ্ঘে গিরি, বাচাল হয় মূক।

[ 'মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্'। —গীতামঙ্গলাচরণ। এই সংস্কৃত শ্লোকের বাংলা—প্রবাদ রূপে ব্যবহৃত। ]

৬১৯২ পঙ্গুর গিরি লঙ্ঘন।

৬১৯৩ পচা শড়ায় গাছলা সারে।

[ খ ব ; পচা শড়া—পচা গোবর। ]

৬১৯৪ পচা আদা ঝালের গাদা।

৬১৯৫ পচা কলা খাবে কে ?
বাঁদী নেই, দাসী নেই ঠাকুর ঘরে দে।

৬১৯৬ পচা খেউড়।

[ অত্যন্ত অশ্লীল। ]

৬১৯৭ পচা গরম।

[ শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের গরম। ]

৬১৯৮ পচা ঘা।

*৬১৯৯ পচা পোদে বিষ্ণু তেল।

৬২০০ পচা মরিচের দর যেমন,
ছু'বার বিয়ের দশা তেমন।

৬২০১ পচাল-পাড়া।

[ বক্ বক্ করা, কটু কথা বলা ( জ্ঞানেন্দ্রমোহন )। ]

৬২০২ পচা শামুকে পা কাটে।

৬২০৩ পচা সুপারি পাকা পান, ভাজের কথায় এত টান্।

৬২০৪ পঞ্চ গোত্র, ছাপ্পান্ন গাঁই, ইহা ছাড়া ব্রাহ্মণ নাই।

৬২০৫ পঞ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্মা পড়ে কাঁদে।

*৬২০৬ পঞ্চবাণ।

৬২০৭ পঞ্চম বাহিনী।

৬২০৮ পঞ্চমকার।

*৬২০৯ পঞ্চ মুখ হওয়া।

৬২১০ পঞ্চাশোর্ধ্বম্।

৬২১১ পটকা গরুর হাঁপানি বড়

*৬২১২ পটের বিবি।

*৬২১৩ পটোল তোলা।

৬২১৪ পটোল চেরা চোখ।

৬২১৫ পট্টবস্ত্রে গুঞ্জাফল মূল্য নাহি হয়।
ছিন্ন বস্ত্রে মোতির মূল্য নাহি হয় ক্ষয়।

৬২১৬ পড় ত পড়, নয় খাঁচা আজাড় কর।

৬২১৭ পড়তে পায় না।
[ তু—কথা মাটিতে পড়তে পায় না। ]

৬২১৮ পড়ল কথা সভার মাঝে, যার কথা তার গায়ে বাজে।

৬২১৯ পড়লে চাষা গরু খায়, উঠলে চাষা বামুন খায়।

৬২২০ পড়লে শক্তের হাতে, সোজা করে তিন লাথে।

৬২২১ পড়লে শুনলে দুধিভাতি, না পড়লে ঠেঙার গুঁতি।

*৬২২২ পড়শী নয়, আরশি।

*৬২২৩ পড়শী, না, বঁড়শি।

৬২২৪ পড়শীর মুখ, আর্সির মুখ।

৬২২৫ পড়শীর সঙ্গে পিরীত রাখো,
তার বেড়া কিন্তু নেড়ো না'ক।

*৬২২৬ পড়া গাছে চড়া।

৬২২৭ পড়া নাই শুনা নাই, পণ্ডিতী কাচ।

৬২২৭ক পড়াবি ত পড়া পো, না পড়াবি ত সভায় থো।

*৬২২৮ পড়ি কি মরি করিয়া ছোটা।

৬২২৯ পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার।

*৬২৩০ পড়ে পড়ে লেজ নাড়া।

৬২৩১ পড়েই বলে—এ এক খেলা।

*৬২৩২ পড়েই রয়েছে।

৬২৩৩ প'ড়ে গুলি ঘাস খায়।

৬২৩৪ প'ড়ে গেলে ছাগলেও চাট মারে।

৬২৩৫ প'ড়ে গেলে না হাসে এমন সাঙাত নেই।

৬২৩৬ প'ড়ে মরে তবু রঙ্গের রাজা।

৬২৩৭ পড়েছি তাফালে, যা থাকে কপালে।

৬২৩৮ পড়েছি দজ্জালের হাতে, জঞ্জাল জড়ায় দিনে রাতে।

৬২৩৯ পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে বলে সাথে।

*৬২৪০ প'ড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা।

৬২৪১ পড়ে পাশা ত জেতে চাষা।

৬২৪২ প'ড়ে মরতে গোঁয়ারেও গাল দেয়।

৬২৪৩ পণেক খেলে ক্ষণেক গায়, অনেক খেলে অনেক গায়

৬২৪৪ পণ্ডিতে পণ্ডিতে হয় প্রতি কথায় ছন্দ।
বালকে বালকে হয় প্রতি কথায় দ্বন্দ্ব ॥
বুড়ায় বুড়ায় হয় প্রতি কথায় কাশি।
জোয়ানে জোয়ানে হয় প্রতি কথায় হাসি ॥

৬২৪৫ পণ্ডিতের তিন পুত, একটা মাতাল, একটা ভূত।
যেও একটা কিছু ভালা, সেও বাপেরে ডাকে শালা।

৬২৪৬ পণ্ডিতের পাঁতি, ডাইন-হাতি আর বাঁও-হাতি।

৬২৪৭ পণ্ডিতের স্ত্রী মূর্খের মা,
গন্তব্যটি ব্যাখ্যা ক'রে
আস্তে আস্তে যা।

৬২৪৮ পতি ছাড়া কামিনী, শশী ছাড়া যামিনী।

৬২৪৯ পতির পায়ে থাকে মতি, তারে তবে বলি সতী।

৬২৪৯ক 'পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য।'

৬২৫০ পতি পেলে সেই কতো নয়, কাচের চুড়ি চায়।

৬২৫১ পতির মরণে সতীর মরণ।

৬২৫২ পতি মলো ভালো হলো, দুই সতীনে পীরিত হলো।

*৬২৫৩ পত্রপাঠ।

৬২৫৪ পথ চলবে জেনে, কড়ি নেবে গুণে।

*৬২৫৫ পথ চাওয়া।

*৬২৫৬ পথ দেখা।

৬২৫৭ 'পথি নারী বিবর্জিতা'।

*৬২৫৮ পথে আসা।

*৬২৫৯ পথে কাঁটা দেওয়া। পথের কাঁটা।

৬২৫৯ক পথে পেলাম কামার, ফাল পাঁজাই দাও আমার।
৬২৬০ পথে পেলাম কামার, দা গ'ড়ে দে' আমার।
*৬২৬১ পথে বসানো।
৬২৬২ পথে যদি পাই সোনা, কানে দিতে কিবা মানা।
৬২৬৩ পথে হাগে, কুঁড়া খায়, তার মুখ আগে ধোয়া যায়
*৬২৬৪ পথে হেগে চোখ রাঙানি।
৬২৬৫ পথের গু রথে যায়।
*৬২৬৬ পথের মুদি আর হাওরের ডাকাত।
৬২৬৭ পত্থর পূজকে হরি মিলে তো হাম পূজে পাহাড়।
মালা জপকে হরি মিলে তো হাম জপে কুন্দার॥
৬২৬৮ পঁদ নেঙ্‌টা, মাথায় ঘোমটা।
*৬২৬৯ পদে থাকা।
*৬২৭০ পদ্মতলার বেঙ।
৬২৭১ পদ্মপত্রে জল, জীবের আয়ু বল।
৬২৭২ 'পপাত চ মমার চ'।
৬২৭৩ পয়জারে কৈ।
৬২৭৪ 'পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্ধনম্'।
*৬২৭৫ প-য়ে আ-কার দেওয়া।
[ পলায়ন করা অর্থে। ]
*৬২৭৬ পয়সা দিয়ে ভয়সা ঘি।
৬২৭৭ পয়সা নেই কড়ি নেই, রাধামণি দরজা খোল।
৬২৭৮ পয়সা নেই হাতে যার, টেঁক ঝাড়ে সে বার-বার।
৬২৭৯ পয়সা-মণি না দিলে ত ক্ষুর-মণি আর চলে না।
৬১৮০ পয়সা যার পসার তার।
*৬২৮১ পয়সার কামড়।
*৬২৮২ পয়সার কুট-কুটানি।
*৬২৮৩ পর আর পরমেশ্বর।
৬২৮৪ পর কখনও আপন হয় না।

*৬২৮৫ পরকাল খোয়ান বা ঝরঝরে করা।

*৬২৮৬ পরকালে সাক্ষী দেবার জন্য রাখা।

৬২৮৭ পর কি মানে পরের ব্যথা।

৬২৮৮ পরকে বলে পেছা পোঁদী,
আপনার বিচার না করে খাঁদি।

৬২৮৯ পরঘরী পান্তামারী।

৬২৯০ পরচিত্ত অন্ধকার।

৬২৯১ পর জানে না পরের মন।

৬২৯২ পরণে নাই টেনা, প্রতি হাটে পান কেনা।

৬২৯৩ পরণে নেংটা মাথায় ঘোমটা।

৬২৯৪ পরতে হবে শাঁখা, তবে মুখ কেন বাঁকা।

৬২৯৫ পর নয় আপন, আপন নয় পর।

৬২৯৬ পরনিন্দা অধোগতি।

*৬২৯৭ পর নিয়ে ঘরকন্না।

৬২৯৮ পর পোয় বাণিজ্য, আপন পোয় চাষ।

৬২৯৯ পর-প্রত্যাশী, দু'পহর উপাসী।

৬৩০০ পর-প্রত্যাশী ধন, পর নায়ে গমন।

৬৩০১ পর-প্রত্যাশী নর, উপোস ক'রে মর।

৬৩০২ পর-প্রত্যাশে বাস, নদীর কূলে চাষ।

৬৩০৩ পরব-পার্বণে খাওন, ঈদে-চাঁদে যাওন।

৬৩০৪ পরবার নেওটি নেই, দরবারে যেতে চায়।

৬৩০৫ পর-ভরসা করে যে, জলে ডুবে মরে সে।

৬৩০৬ পরভাতী ভাল, পরঘরী ভাল নয়।

৬৩০৭ পর-ভাতীর এক দোষ, পরঘরীর শতেক দোষ

৬৩০৮ পরমন্দকারী আপন ভিখারী।

*৬৩০৯ পর মানিয়ে পরামাণিক।

*৬৩১০ পর রেখে ঘর নষ্ট।

৬৩১১ পর লাগে না পরে, তেঁতুল লাগে না জ্বরে।

৬৩১২ পরশ পরশে লোহা সোনা করিবারে।

*৬৩১৩ পরশুরামের কুঠার।

৬৩১৪ পর হয়েছে পরের কাল,
ভাবে না আছে পরকাল।

৬৩১৫ 'পরহস্তগতা গতা'।

৬৩১৬ 'পরহস্তগতং ধনম্'।

৬৩১৭ পরহিংসা নরকবাস, যুগে যুগে সর্বনাশ।

*৬৩১৮ পর্বতের আড়ালে থাকা বা বাস করা।

৬৩১৯ 'পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ'।

*৬৩২০ পর্বতের মূষিক প্রসব।

৬৩২১ পর্ব দেখে কুকুর ডাকলে কুকুর নাশ হয়।

*৬৩২২ পরিচয়ে কুল নষ্ট।

৬৩২৩ পরিতে হইবে শাঁখা,
তবে কেন মুখ বাঁকা।

৬৩২৪ পরিহর—
পরিহর বিনা কড়িতে হাট, পরিহর বিনা লড়িতে বাট।
পরিহর নদীর তীরে গাছা, পরিহর মায়ের বিহনে বাছা।
পরিহর গুয়া রুণাঝুনা, পরিহর ঠাকরুণ কুবচনা।
পরিহর নারী যার দুই সাঁই, পরিহর যার দুই গোঁসাই।
পরিহর যত্নে ঋণের শেষ, পরিহর রত্নে লাসের বেশ।
পরিহর বিনা ঢাকনে বারি, পরিহর লাজ বিহনে বহুড়ী।
পরিহর পাঁচদিন ভুঞ্জন-সুখ, পরিহর চিরদিন দুর্জন-মুখ।
পরিহর নিত্য রতি-পিয়াস, পরিহর ধনী কুটুম্ব পাশ।
পরিহর শূন্য নগরের কূপ, পরিহর বাসি ব্যঞ্জন সূপ।
পরিহর দুই গ্রামে বাস, পরিহর পরযুবতীর আশ।
পরিহর বাটে ক্ষেতের আশ, পরিহর গভীর বয়সের কাশ।
পরিহর নিত্য জিরার ঝোল, পরিহর দুষ্টা নারীর কোল।
পরিহর পোখরী পিছল-ঘাট, পরিহর যত্নে ভাঙ্গা হাট॥

৬৩২৫ 'পরিত্রাণায় সাধূনাম'...

[ গীতার এই সুপ্রচলিত সংস্কৃত শ্লোকটিকে কেহ কেহ বাংলা প্রবাদের অন্তর্গত করিতে চাহিয়াছেন। ]

৬৩২৬ পরে তসর, খায় ঘি, তার বৈদ্যে কাজ কি।

৬৩২৭ পরে দেবে চেয়ে, পেট ভরবে খেয়ে।

*৬৩২৮ পরে পরেই মড়ক কাটানো।

৬৩২৯ পরের আশ, গাঙ-পারে বাস।

৬৩৩০ পরের কথায় লাথি চাপড়,
নিজের কথায় ভাত কাপড়।

৬৩৩১ পরের কাজে কামার ব্যস্ত।

৬৩৩২ পরের কান ফাল দিয়ে ফোঁড়ে।

৬৩৩৩ পরের কাপড়ে ধোপার নাট,
খান পাঁচ ছয় জুড়ে কাঠ।

৬৩৩৪ পরের খাই, ঘরের গাই।

*৬৩৩৫ পরের গোয়ালে গোদান।

*৬৩৩৬ পরের ঘর, ছেপ ফেলে ভর।

৬৩৩৭ পরের ঘর ঢুকতে ভর, নিজের ঘর হেগে ভর।

৬৩৩৮ পরের ঘর না যমের ঘর।

[ বাংলার মেয়েলী ছড়ার একটি পদ ; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও প্রবাদের ভাববাহী। ]

*৬৩৩৯ পরের ঘরে আগুন দিয়ে টিকে ধরানো।

৬৩৪০ পরের ঘরে খায় থোয়, আঠার মাসে বছর যায়।

*৬৩৪১ পরের ঘরে মঙ্গলবার।

*৬৩৪২ পরের ঘাড়ে বন্দুক রেখে শিকার করা।

৬৩৪৩ পরের ঘি পেলে, প্রদীপে দেয় ঢেলে।

*৬৩৪৪ পরের ঘোল খাবার লোভে নিজের গোঁফ কামানো।

৬৩৪৫ পরের চাল, পরের কলা, ব্রত করেন চন্দ্রকলা।

৬৩৪৬ পরের চাল, পরের ডাল, নদে করেন বিয়ে।

৬৩৪৭ পরের চালে মার ইঁটা, পাথর হইয়া পড়ে,
তোমার রমণী লইয়া কেবা খেলা করে।
[ ইঁটা—ঢিল ; অর্থাৎ পরের বিচার করে, কিন্তু নিজের ঘরে কি হইতেছে তাহার বিচার নাই। ]

৬৩৪৮ পরের চিন্তায় লাথি চাপড়,
নিজের চিন্তায় ভাত কাপড়।

*৬৩৪৯ পরের চোখে পথ চলা।

৬৩৫০ পরের ছালুনে নুন দিতে কি ?
[ ছালুন—ব্যঞ্জন, ঝোল। ]

৬৩৫১ পরের ছিদ্র বেল, নিজের ছিদ্র সরষে।

৬৩৫২ পরের ছেলে খায়, আর পথপানে চায়।

৬৩৫৩ পরের ছেলে নৌকা বায়, গাছের আগা দিয়ে যায়।

৬৩৫৪ পরে ছেলেটা খায় এতটা, বেড়ায় যেন বাঁদরটা।
নিজের ছেলে খায় এতটি, বেড়ায় যেন লাটিসটি ॥

৬৩৫৪ক পরের জন্য গর্ত খোঁড়ে, আপনি তাতে মরে প'ড়ে।

৬৩৫৫ পরের জন্য ফাঁদ পাতে,
আপনি প'ড়ে মরে তা'তে।

৬৩৫৬ পরের জিনিস পায়, হেগো পোঁদে খায়।

*৬৩৫৭ পরের ঝগড়া ঘরে আনা।

৬৩৫৮ পরের হাতের ধন, পেতে অনেক ক্ষণ।

৬৩৫৯ পরেরটা খেতে কতই আহ্লাদ।
আপনারটার বেলায় কিন্তু মাথায় পড়ে হাত ॥

৬৩৬০ পরেরটা পায়, নুন দিয়ে পেড়ে খায়।

৬৩৬১ পরেরটা পেয়ে, বমি করে খেয়ে।

*৬৩৬২ পরের ঢাক ঘাড়ে করা।

৬৩৬৩ পরের তেলে কাপড় নষ্ট, পরের ভাতে পেট নষ্ট।

৬৩৬৪ পরের দুধে ফুঁ, পুড়িয়ে এলেন আপন মু'।

৬৩৬৫ পরের তেলে হাই, আপনার যা আছে তাও নাই।

৬৩৬৬ পরের দোষ আকাশ-জোড়া, আপন দোষ ছোটো।
চালুনি বলে—ধুনুচি ভাই, তুমি বড় ফুটো॥

৬৩৬৭ পরের দোষের অন্ত নেই, নিজের দোষ থুড়ি।

৬৩৬৮ পরের ধন, আপন ছালা, যত ইচ্ছা ভরে ফেলা।

৬৩৬৯ পরের ধন, আপন আয়ু, কেউ দেখেনা অল্প ক'রে।

৬৩৭০ পরের ধন আপন ছেলে, কে দেখে কম।

৬৩৭১ পরের ধন দোখ আপনার চেয়ে বাড়া।

৬৩৭২ পরের ধনে কলুর নাট।

৬৩৭৩ পরের ধনে পোদ্দারি, লোকে বলে লক্ষ্মীশ্বরী।

৬৩৭৪ পরের ধনে বরের বাপ।

৬৩৭৫ পরের ধনে বাপের শ্রাদ্ধ।

৬৩৭৬ পরের ধানে বঝাই হয় না নিজের গলা।
পরের ছুয়ায় বঝাই হয় না নিজের কলা॥
[ উ ব প্রা ; বঝাই—বোঝাই ; গলা—গোলা (ধানের) ;
ছুয়া—ছেলে ; কলা- কোল। ]

৬৩৭৭ পরের নিয়ে বরের বাপ,
কেড়ে নিয়েই মনস্তাপ।

৬৩৭৮ পরের বাড়ী গিন্নীপনা,
ধরে মুখটা পুড়িয়ে দে না।

৬৩৭৯ পরের বাড়ী সাদী, নাচে হারামজাদী।

৬৩৮০ পরের পিটে, বড় মিঠে।

৬৩৮১ পরের পুতে বরের বাপ।

৬৩৮২ পরের ফোড়া ঢেঁকি দিয়ে গালে।

৬৩৮২ক পরের বেটী মুখ করবে মুখ নাড়া দিয়ে।
দুই চক্ষে জল পড়বে বসুধারা দিয়ে॥
[ বাংলা ছড়া। দে ইহাকে প্রবাদ বলিয়া গ্রহণ
করিয়াছেন ; দে ৬৯১৯। ]

৬৩৮৩ পরের বেলা কেউ ছাড়ে না।

৬৩৮৪ পরের ভাত, আপন হাত।

৬৩৮৫ পরের ভাত পাই, কসি খুলে খাই।

*৬৩৮৬ পরের ভাতে কাঠি দেওয়া।

*৬৩৮৭ পরের ভাতে কুকুর পোষা।

*৬৩৮৮ পরের ভাতে বেগুনপোড়া।

*৬৩৮৯ পরের ভাতের হাঁড়িতে কাঠি দেওয়া।

*৬৩৯০ পরের ভাল দেখে চোখ টাটানি।

৬৩৯১ পরের ভিটেয় জরীপ এলে, মাপ্ রে মাপ্।
নিজের ভিটেয় জরীপ এলে, বাপ রে বাপ॥

৬৩৯২ পরের মন আঁধার কোণ।

৬৩৯৩ পরের মন্দ করতে গেলে, নিজের মন্দ আগে ফলে।

*৬৩৯৪ পরের মাথা কেটে নাপিত।

*৬৩৯৫ পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা।

৬৩৯৬ পরের মাথায় দিয়ে হাত, কিরা করে নির্ঘাত।

৬৩৯৭ পরের মাথায় বাড়ি দিয়ে, আপনি পড়ে চিৎ হয়ে।

*৬৩৯৮ পরের মাথায় হাত বুলান।

*৬৩৯৯ পরের মুখে ঝাল খাওয়া।

৬৪০০ পরের যদি পায়, ধান চিবিয়ে খায়।

৬৪০১ পরের লেজে পড়লে পা তুলোপানা ঠেকে।
নিজের লেজে পড়লে পা ক্যাঁক ক'রে ডাকে॥

৬৪০২ পরের সোনা দিও না কানে, কেড়ে নেবে হেঁচ্কা টানে।

৬৪০৩ পরের সোনা দিস্ না কানে,
কাড়িয়া নিবে কাল বিয়ানে।

৬৪০৪ পরের হাতে ধন, পরের নায়ে গমন।

৬৪০৫ পরের হাতে ধন পেতে কতক্ষণ।

৬৪০৬ পরের হাতে ধন থুয়ে যে কয় আছে।
তার ধন ত খেয়ে গেছে বোয়াল মাছে॥

৬৪০৭ পরের হাতে পড়লে হাঁড়ি, আমানি রেখে ভাত বাড়ি।

৬৪০৮ 'পরোপদেশে পাণ্ডিত্যম্'।

*৬৪০৯ পর্বতের মূষিক প্রসব।

*৬৪১০ পলকে প্রলয়।

*৬৪১১ পলতা গাছে পটোল।

৬৪১২ পলতা শাক, রুহি মাছ, ডাক বলে—ব্যঞ্জন সাচ।

৬৪১৩ পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে।

৬৪১৪ প'লো আর ম'লো।

৬৪১৫ 'পশ্চাৎ তু ঝন্‌ঝনায়তে'।

৬৪১৬ পশ্চিমে ধনু নিত্য খরা, পূবের ধনু বর্ষা ঝরা।

৬৪১৭ পশ্চিমে সাধু, পূবে বাবু।
তার মাঝে আছে কেবল কতকগুলি হাবু॥

*৬৪১৮ পশ্চিমে সূর্য ওঠা।

৬৪১৯ পহেলা কুত্তা কুত্তা বোলে, দোস্‌রা কুত্তা ঘর-ঘর বুলে।
তেস্‌রা কুত্তা জরুকা ভাই, চৌথা কুত্তা ঘরজামাই॥

৬৪২০ পয়সা নিবে গুণে, পথ চল্‌বে জেনে।

৬৪২১ পাওটানা আর নাও টানা সমান।

৬৪২২ পাওযা জিনিস দেওয়া কি, বেচে ফেললে করবে কি।

৬৪২৩ পাকমারের ঘরে চড়ুইয়ের বাসা।
[ পাকমারা—পাখমারা, একপ্রকার যাযাবর জাতি। পক্ষী মারিয়া তাহার মাংস খায় বলিয়া এই নাম। ]

*৬৪২৪ পাক খাওয়া।

৬৪২৫ পাকা আম দেখলেই কাকে ঠোকরায়।

*৬৪২৬ পাকা আমে পোকা।

*৬৪২৭ পাকা আমটি।

৬৪২৮ পাকা আমের রসি, খাই না খাই গায়ে ঘসি।

৬৪২৯ পাকা ঘুঁটি কাঁচান।

৬৪৩০ পাকা ঝিঁকুট।

*৬৪৩১ পাকা ধানে মই দেওয়া।

*৬৪৩২ পাকা ফলার।

*৬৪৩৩ পাকা মাথায় সিঁদুর পরা।

*৬৪৩৪ পাকা হরিতকী খাওয়া।

৬৪৩৫ পাঁকাল মাছে পাঁক লাগে না।

৬৪৩৬ পাকে পাকে গিরা, মিছে কর কিরা।

*৬৪৩৭ পাঁকে পোতা।

[ তু—জলে ফেলা। ]

*৬৪৩৮ পাঁকের গোঁজ।

৬৪৩৯ পাখ পায়রা পাঁচালী, তিনে ছেলে মজালি।

[ পাখ—রূপচাঁদ পক্ষী, পায়রা—পায়রা উড়ানো খেলা, পাঁচালী—পাঁচালী গান। ]

৬৪৪০ পাখি উড়ে যায়, তার পালক গুণি।

*৬৪৪১ পাখীপড়ার মত শেখান।

৬৪৪২ পাখী পাখী পাখী,
সতীনকে নে যায় গঙ্গায় আমি বসে দেখি।

৬৪৪৩ পাখীর ওঁছা পায়রা, জাতের ওঁছা ময়রা।

৬৪৪৪ পাখীর প্রাণ, অল্পেই যান্।

*৬৪৪৫ পাখীর মত খাওয়া।

৬৪৪৬ পাখীর মধ্যে ওঁছা, নাম কাদাখোঁচা।

৬৪৪৭ পাখী যখন খায়, তখন গান গায় না।

*৬৪৪৮ পাগলা ঘন্টি বা ঘণ্টা।

৬৪৪৯ পাগড়ি দশ ফের হলেও পাগড়ি।

৬৪৫০ পাগড়ি বাঁধতে কাছাড়ি বরখাস্ত।

*৬৪৫১ পা গণে গণে চলা।

৬৪৫২ পাগল কি গাছে ফলে,
আক্কেলেতে পাগল বলে।

*৬৪৫৩ পাগল, না, ছাগল।

*৬৪৫৪ পাগল মধ্যস্থ।

৬৪৫৫ পাগলা নাও ডুবাস নে,
না, ভাল মনে ক'রে দিয়েছিস্।
[ পা—পূ বা প্রা—'পাগ্‌লা নাও বুড়াইস না, পাগ্‌লা ত বাতাতই খাড়া।' বাতা—নৌকার ধার বা কিনারা। ]

৬৪৫৬ পাগলে আর মজা নেই, পিরীতে আর সুখ নেই।

৬৪৫৭ পাগলের ছাঁট, তেলের কাট।

৬৪৫৮ পাঁচ আঙুল সমান হয় না।

*৬৪৫৯ পাঁচ কলমে ভোঁতা।

৬৪৬০ পাঁচ গাইন।

৬৪৬১ পাঁচ চুলো করা।
[ মাথার পাঁচ জায়গায় চুল রাখিয়া বাকি সব চুল কামাইয়া দেওয়া। অপমান করা অর্থে। ]

৬৪৬২ পাঁচজন যেখানে, ভগবান সেখানে।

৬৪৬৩ পাঁচজনে খায় একলা মাগী, দশ হাতে ডোকলা মাগী।

৬৪৬৪ পাঁচ দশ কড়ায় সাড়ে দশ গণ্ডা।

৬৪৬৫ পাঁচজনে দাও বর, দুয়ো যাক শ্বশুর ঘর।

৬৪৬৬ পাঁচ পাগলের ঘর, খোদায় রক্ষা কর।

৬৪৬৭ পাঁচ-পাঁচি।

*৬৪৬৮ পাঁচ ফুলের সাজি।

৬৪৬৯ পাঁচ বরে আরেবরে, এক বরে বিয়ে করে।

৬৪৭০ পাঁচ ব্যঞ্জন দুধরুটি, তবু জামাইয়ের ভিরকুটি।

৬৪৭১ পাঁচ রবি মাসে পায়, ঝরায় কিংবা খরায় যায়।
[ খনার বচন। ]

৬৪৭২ পাঁচশত মূর্খ লয়ে স্বর্গও না চাই।
পাঁচজন পণ্ডিত লয়ে নরকেতেই যাই॥

৬৪৭৩ পাঁচে আনে পাঁচে খায়, পাঁচজনে গেরস্থ বলায়।
[ পা— ··· লাভের স্রোতে গৃহস্থ বলায়। ]

৬৪৭৪ পাঁচে ধরে বত্রিশে খায়, আর সকলে রস পায়।

৬৪৭৫ পা-জটে।

৬৪৭৬ পাঁজি হয়েছে উজন সুজন, কার্তিক মাসে দুর্গা পূজন।

৬৪৭৭ পাজির পা ঝাড়া, ছুঁচোর গু কাড়া।

৬৪৭৮ পাটনায় গিয়ে দেখা হবে।

৬৪৭৯ পাটেনেই পটে নেই।

৬৪৮০ পাটে নেই ধানে কাপাসে।

৬৪৮১ পাটিওয়ালা পাটিতে শোয় না।

*৬৪৮২ পাটে বসা।

৬৪৮৩ পাটা কানি কেটে মরে, ইঁদুর কানি গয়না পরে।

*৬৪৮৪ পাঁঠা ছেঁড়াছিঁড়ি।

৬৪৮৫ পাঁঠা ছেড়েছ ক'দিন? দাঁত পড়েছে য'দিন।

৬৪৮৬ পাঠাবারও মন নয়, রাখবারও ধন নয়।

*৬৪৮৭ পাঁঠা ম'রে বোষ্টম।

৬৪৮৮ পাঁঠা মেমায়, না, কাটারি মেমায়।

৬৪৮৯ পাঁঠা কাটে, পাঁঠী নাচে,
পাঁঠা বলে—মগধেশ্বরী আছে।

*৬৪৯০ পাঁঠার ইচ্ছায় ঝোল রাঁধা।

*৬৪৯১ পাঁঠার কল্যাণে মহিষ বলি।

৬৪৯২ পাঁঠার পয়সা ট্যাকে এলে, ধানের ভরসা ঘরে গেলে

*৬৪৯৩ পাড়া-কুঁদুলী।

৬৪৯৪ পাড়াপড়শী কয়, বছর-বিয়নী, গেরস্থ কয়, বাঁজা।

*৬৪৯৫ পাড়া মাথায় করা।

৬৪৯৬ পাড়ার লোকও কয়, আমার মনেও লয়,
জামাইয়ের পাতের কই মাছ,
খেলে শাশুড়ীর পোলা হয়॥

৬৪৯৭ পাড়ে আর পাহাড়ে, রাজবৈদ্যে আর হাতুড়ে।

*৬৪৯৮ পাণ্ডব-বর্জিত দেশ।

৬৪৯৯ পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস।

৬৫০০ পাত কাটতে তর সয় না।

*৬৫০১ পাত কুড়িয়ে ভাত।

*৬৫০২ পাত কেটে ভাত খাওয়া॥

*৬৫০৩ পাত চাটা।

*৬৫০৪ পাততাড়ি গুটান।

৬৫০৫ পাত দড়ি সোঁটা, তিন করবে মোটা।

৬৫০৬ পাত দেখে বেরাল কাঁদে।

৬৫০৭ পাতলা পাতলা চাষ ঘন ঘন মই।
যোগীর ক্ষেত চই॥
[ অর্থাৎ অপরের বেলায় অমনোযোগী হওয়া। চই—
চাষ করি। ]

৬৫০৮ পাঁত পুঁথি তাস, তিনে করে নাশ।

*৬৫০৯ পাত পাড়া।

৬৫১০ পাতা চাপা কপাল।

৬৫১১ পাতা ঝরে কলি হাসে, এমন দিন সবার আসে।

৬৫১২ পাতা নড়লে ভয় মনে, সে শুনে যেন যায় না বনে।

৬৫১৩ পাতা নাড়ি জাতা নাড়ি, এই ত চোরের হাতে ঘড়ি।

৬৫১৪ তাল ফোঁড়, বিন্নাফোঁড়, মোষশিঙা, ফুইচামোড়।
মুখজাবড়া, নিমের পাত, মোছ রাখে ছয় জাত॥

*৬৫১৫ পাতি নেড়ে।

৭৫১৬ পাতি ঝাড়ে বাঘ লুকায়॥

*৬৫১৭ পাতি পাতি করে খোঁজা।

৬৫১৮ পাতে পড়লেই খাওয়া হয় না।
রাজায় পড়লেও রাণী হয় না॥

৬৫১৯ পাতে পড়লে খেতে পায় না,
রাজায় পড়লে রাণী হয় না।

*৬৫২০ পাতের ভাত কেড়ে নেওয়া।

৬৫২১ পাতের ভাতে কুকুর পোষা।

৬৫২২ পাতের ভাতে পালে কুকুর, কুকুর ওঠে মাথার উপুর

৬৫২৩ পাতের ভাতে পুষলাম যুগী,
উল্‌টে বলে—পরবাস কি।

*৬৫২৪ পাত্রের মায়ের স্বর্গে যাওয়া।

*৬৫২৫ পাত্তাড়ি গুটানো।

*৬৫২৬ পাথর চাপা কপাল।

*৬৫২৭ পাথর ভাঙ্গা।

*৬৫২৮ পাথরে কোপ মারা।

৬৫২৯ পাথরে ঘুন ধরে না।

৬৫৩০ পাথরে তুলো না হাত, পরাজয় নির্ঘাত।

*৬৫৩১ পাথরে পাঁচ কিল।

৬৫৩২ পাথরেতে হাত চাপা, ব'সে আছে পাথুরে বোকা।

৬৫৩৩ পাথরে পূজিলে পাঁচে পীর হয়ে পড়ে।

৬৫৩৪ পাথরের চেয়ে মাথা শক্ত নয়।

*৬৫৩৫ পাথরে ছাল ছাড়ান।

৬৫৩৬ পাথরের লেখা মুছলেও যায় না।
[ তু—'লাউসেন পতি মোর পাষাণে লিখন।' ঘনরাম।

*৬৫৩৭ 'পাদমেকং ন গচ্ছামি'।

*৬৫৩৮ পান উঠান।
[ আদেশ গ্রহণ করা অর্থে মধ্যযুগে ব্যাপক প্রচলিত। ]

*৬৫৩৯ পান খাইতে দেওয়া।

৬৫৪০ পান খাউনীর দাঁতেই মালুম।
ঘি খাউনীর আঁতেই মালুম॥

৬৫৪১ পা দিয়ে মাড়ালে, না কামড়ায় এমন সাপ নেই।

*৬৫৪২ পা দেওয়া।

৬৫৪৩ পান থেকে চূণ খসে না, এমনি হল গিন্নীপনা।

৬৫৪৪ পান দিয়ে দেয় না চূণ, সে পানের কিবা গুণ।

৬৫৪৫ পান না ক্ষুদে পুঁটি, বলে খাব দুধ রুটি।

৬৫৪৬ পান না, তাই খান না।

৬৫৪৭ পান পানিতে বিচার নেই।

৬৫৪৮ পান পানি পিঠা, জাড়ে লাগে মিঠা।

৬৫৪৯ পান সাজতে জানে না, দু'পায়ে আলতা।

৬৫৫০ পান্‌সে চোখ।

[ অশ্রুভারাক্রান্ত চক্ষু। ]

*৬৫৫১ পানান দুধে দাগা দেওয়া।

৬৫৫২ পা না ভিজল যার, বড় কই তার।

৬৫৫৩ পানি কাটি দু'ভাগ নয়, আপনার মারি ভিন্‌ নয়।

*৬৮৫৪ পানি পাঁড়ে।

৬৫৫৫ পানি ফেলিয়া পানিকে যায়, আন্‌ পুরুষে আড়ে চায়

[ ডাকের বচন। ]

৬৫৫৬ পানি তপত, নারীর শপথ।

৬৫৫৭ পানের ওপর সুপারি ওঠে না।

৬৫৫৮ পান্তা ভাত ফুঁ দিয়ে খাওয়া।

৬৫৫৯ পান্তা ভাত ভক্ষণ, এই ত পুরুষের লক্ষণ।

৬৫৬০ পান্তা ভাতে ঘি নষ্ট, বাপের বাড়ী ঝি নষ্ট।

৬৫৬১ পান্তা ভাতে ডেলা পাকায় না।

৬৫৬২ পান্তা ভাতে নুন জোটে না,
বেগুন পোড়ায় বিষ্ণু তেল।

৬৫৬৩ পাপ করেছি রাশি রাশি,
ভুগবে কি আর মাসিপিসি।

৬৫৬৪ পাপ করলেই ভুগতে হয়, এইটি যেন মনে হয়।

৬৫৬৫ পাপ করলেই যমের ভয়, পাপ-মনে বড় হয়।

৬৫৬৬ পাপ-কাপ ক'দিন লুকায়।

৬৫৬৭ পাপকে যে পাপ ধরে না, লঘু গুরু জ্ঞান করে না।

৬৫৬৮ পাপ চার পো হলে আপনি ফলে।

৬৫৬৯ পাপ পুণ্য না জানি, যা করলে মা ভবানী।

৬৫৭০ পাপ মনে, ভয় বনে।

৬৫৭১ পাপ লুকায় না, সাগর শুকায় না।

৬৫৭২ পাপিষ্ঠের 'পা' টান্দন ঘোড়ার 'টা'।
ঋণ ছেঁচড়ার 'ঋ' এই তিনে পাটারি।

৬৫৭৩ পাপী যারে গঙ্গাস্নানে, কাঁটা কুড়াবে কে ?

৬৫৭৪ পাপী যাবে গঙ্গাস্নানে, সাধু যাবে কোন্‌খানে।

৬৫৭৫ পাপে বাপেরেও ছাড়ে না।

৬৫৭৬ পাপের কড়ি, গলায় দড়ি।

৬৫৭৭ পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়।

৬৫৭৮ পাপের ধন সাপে খায়।

৬৫৭৯ পাপের পথ বড়ই সরল।

৬৫৮০ পাপের বোঝা ভার, ফেলবার নেই উপায় তার।

৬৫৮১ পাপের লেশ, দুঃখের শেষ।

৬৫৮২ পাপের আশে পুরুত ঘেঁসে।

*৬৫৮৩ পায় কে ?

*৬৫৮৪ পাঁয়তারা কষা।

৬৫৮৫ পায় না আলোচাল, কাচা মাঙ্গে।

৬৫৮৬ পায় না পচা পুঁটি, খেতে চায় ঘিয়ের রুটি।

৬৫৮৭ পায় পোড়া চিঁড়ে মুড়ি, চিনি মণ্ডা গড়াগড়ি।

৬৫৮৮ পায় না মেওয়া মুড়ি, ফুল বাতাসায় গড়াগড়ি।

৬৫৮৯ পায়ে গোদ, চোখে ছানি, মাথা যেন খই-চালুনি।

*৬৫৯০ পায়া ভারি।

*৬৫৯১ পায়ে ঠেলা।

*৬৫৯২ পায়ে তেল দেওয়া।

*৬৫৯৩ পায়ে রাখা।

৬৫৯৩ক পায়ে পা ঠেকিয়ে আলাপ করা বা প্রণাম নেওয়া

৬৫৯৪ পায়ে-পড়াকে পারা ভার।

৬৫৯৫ পায়ে পায়ে শত্রু।

*৬৫৯৬ পায়ের উপর পা দিয়ে থাকা।

৬৫৯৭ পায়ের ঢেঁকি মাথায় ওঠে না।

৬৫৯৮ পায়ের তলায় সরষা, দু'দিনেই পথ ফরসা।

*৬৫৯৯ পায়ের দড়ি ছেঁড়া।

*৬৬০০ পায়ের ধূলো দেওয়া।

৬৬০১ পায়ের ধূলো ঝাড়তেও না আসা।

৬৬০২ পায়ের পয়জার মাথায় চড়ে।

*৬৬০৩ পায়ের বাঁধন ছিঁড়ে যাওয়া।

৬৬০৪ পায়ের যোগ্য মানুষ নয়, গায়ে হাত দিয়ে কথা কয়।

৬৬০৫ পার করবার যে, পার করবে সে।

*৬৬০৬ পারৎ পক্ষে।

৬৬০৭ পার পাওয়া।

৬৬০৮ পারা আর পাপে কার সাধ্য চাপে।

৬৬০৯ পারে না কচু কুটতে, আগে ধায় এঁটে কুটতে।

৬৬১০ পারে না কামাইতে, উইঠ্যা বসে রাইত থাকতে।

৬৬১১ পারের কর্তা হরি দেবেন চরণতরী।

৬৬১২ পালেদের পূজায় তামাসা, এক একখানা বাতাসা,
একবার চাইলাম দিলে না, আবার চাইলাম দিলে না,
আমরা অত ছোঁচা না।

৬৬১৩ পালাতে না পারলেই গেদো বড় বীর।

৬৬১৪ পালাতে না পেরে মোড়লের বেহাই।

৬৬১৫ পালাতে পথ পায় না।

৬৬১৬ পালাব না ত কি ভয় করব ?

৬৬১৭ পালাবার আশা মিছে, যম ধাওয়া করেছে পিছে।

৬৬১৮ পালে গরু বাড়ে কার।

*৬৬১৯ পালে পার্বণে।

৬৬২০ পালের আগে দৌড়ায় ভেড়া,
উজনে গয়লার চোখ টেরা।

৬৬২১ পালের গরু পালে মেশে।

*৬৬২২ পালের গোদা।

৬৬২৩ পাশা কর্মনাশা।

*৬৬২৪ পাষাণে ঠোকা।

৬৬২৫ পাসরে পাসরে মরি।
পরের হাঁড়ির ভাত নিয়ে নিজের হাঁড়ি ভরি॥

৬৬২৬ পা সরলে হাতীও পড়ে।

৬৬২৭ পাসাং ডাঙ্গা।

৬৬২৮ পা হড়্কালে আপনি মরে,
মুখ হড়্কালে গুটিসুদ্ধ ঝরে।

৬৬২৯ পাহাড় কাটতে, সোনাড় কুড়ুল।

৬৬৩০ পিছন খাচ্ছে উইয়ে, ঢাক বাজছে টুইয়ে।

*৬৬৩১ পিছমোড়া করে বাঁধা।

*৬৬৩২ পিছু ডাকা।

৬৬৩৩ পিছিয়ে পড়লে বাঘে খায়।

৬৬৩৪ পিছে গেলেই মিছে।

৬৬৩৫ পিটিয়ে নর্দমা করা! পিটিয়ে তক্তা করা।

৬৬৩৬ পিটিয়ে খায় মিঠের জোরে,
হাত্ত নেড়ে বেড়ায় নানীর জোরে।

৬৬৩৭ পিটে খায় মিঠের লোভে,
যদি পিটে মিঠে লাগে।

৬৬৩৮ পিটে পিটে করেন বউ।
এক পিটে তিন বউ, আর ত খেতে নারেন বউ।

৬৬৩৯ পিটে সবই মজুদ করি,
অভাব কেবল গুড় আর গুঁড়ি।

৬৬৪০ পিঠ চাপড়ান। পিঠ চুলকান। পরস্পর পিঠ চুলকান

৬৬৪১ পিঠা আমার অতি আইসের,
মাঝখান দা কাঁচা।

৬৬৪২ পিঠা পিঠা করিস,
এমন পিঠা কইরা দিয়াম,
গলায় বান্ধ্যা মরিস।

৬৬৪৩ পিঠে খেয়ে লোক আমের মুকুল দেখে।

৬৬৪৪ পিঠে হাত বুলালে লেজ ন'ড়ে ওঠে।

৬৬৪৫ পিঁড়ে উঁচু, মেঝে খাল, তার দুঃখ চিরকাল।

৬৬৪৬ পিঁড়ে পেতে করলাম ঠাঁই ; বাড়া ভাতে পড়ল ছাই।

৬৬৪৭ পিঁড়ে ব'সে পেঁড়োর খবর।

৬৬৪৮ পিঁড়েয় ব'সে পেঁড়োর মন্দির দেখা।

৬৬৪৯ পিঁড়েয় জিন্‌লে পেঁড়োয় জিন্‌বে।

*৬৬৫০ পিণ্ডি চট্‌কান।

৬৬৫১ পিণ্ডি পায় না, কেত্তন চায়।

৬৬৫২ পিতলের কাটারি, কাজে নেই ধার, ঝক্‌মকই সার।

*৬৬৫৩ পিতামহ ভীষ্ম।

৬৬৫৪ পিতার পুণ্যে পুত্রের উদয়।

৬৬৫৫ পিতৃদত্ত কন্যা তার রাজদত্ত ভূমি।

৬৬৫৬ পিতৃমুখী কন্যা সুখী, মাতৃমুখী পুত্রসুখী।

*৬৬৫৭ পিত্ত জ্বলে যাওয়া।

*৬৬৫৮ পিত্ত পড়া।

*৬৬৫৯ পিত্ত রক্ষা!

৬৬৬০ পিঁপড়ে আপন হাতের চার হাত লম্বা।

৬৬৬১ পিঁপড়ের পাখা ওঠে মরিবার তরে।

৬৬৬২ পিঁপড়ের গর্ত থেকে চিনি টেনে বের করা।

৬৬৬৩ পিঁপড়ের গর্তে লুকানো।

*৬৬৬৪ পিঁপড়ের পোঁদ টিপে রস বের করা।

৬৬৬৫ পিঁপড়ের বলও বল।

*৬৬৬৬ পিঁপুল পাকা।

*৬৬৬৭ পিয়াজ পয়জার একই হওয়া।

৬৬৬৮ পিয়াজায় আনা ( করানো )।

৬৬৬৯ পিয়দার আবার শ্বশুর বাড়ী।

৬৬৭০ পিরীত আগুন কাশ, রয় না প্রকাশ।

৬৬৭১ পিরীত আর গীত, জোরের কাজ নয়।

৬৬৭২ পিরীত কর, সুরীত কর, কেবল মনঃ কষ্ট।
সাঙাত কর, সখী কর, কেবল টাকা নষ্ট॥

৬৬৭৩ পিরীত করলুম আমি তাল গাছের আড়ে,
সেই পিরীত চটে গেল মাঘ মাসের জাড়ে।

৬৬৭৪ পিরীত যখন জোটে, ফুট্‌কড়াই ফোটে।
পিরীত যখন ছোটে ঢেঁকিতে ফেলে কুটে॥

৬৬৭৫ পিরীতের কত খেলা বুঝে ওঠা ভার।
চুলের সাঁকোয় তুলে দিয়ে করায় সাগর পার॥

৬৬৭৬ পিরীতের নাও পাহাড়ে চলে।

৬৬৭৭ পিরীতের পেত্নীও ভাল।

৬৬৭৮ পিরীতের ফের মেচকো ফের।

৬৬৭৯ পীর, না, পয়গম্বর।

৬৬৮০ পীর বরাবর নেতে, সোনার-ক্ষুরে এঁড়ে।
ঘরের পাশে গেড়ে, যে বিশ্বাস করে,
সে ভেড়ের ভেড়ে।

৬৬৮১ পীর মানে না দেশে খেশ,
পীর মানে না ঘরের বউয়ে।

৬৬৮২ পীরের কাছে মামদোবাজি।

৬৬৮৩ পীরের চেয়ে খাদেম জিন্দে।

৬৬৮৪ পীরের সিন্নি হারাম।

*৬৬৮৫ পীরের সঙ্গে মুখ-বাঁকানি।

*৬৬৮৬ পিলে চম্‌কানো।

৬৬৮৭ পুঁই কচু ঘেসো, তিন আমাশার মেশো।

*৬৬৮৮ পুকুর কাত খোসামুদে।

*৬৬৮৯ পুকুর কেটে নাওয়া।

৬৬৯০ পুকুর গাবালে হয় মাছের মরণ।

*৬৬৯১ পুকুর চুরি।

৬৬৯২ পুকুর না কাট্‌তেই কুমীরের বাস।

৬৬৯৩ পুকুরের উপর হয় বেজার,
ছোঁচান তাই হয় না আর।

৬৬৯৪ পুকুরের রুই মাছ জালে প'ড়ে কাঁদে।
না জানি গেরস্থের বউ কেমন ক'রে রাঁধে।

৬৬৯৫ পুঁজি আর প্রবঞ্চনা বাণিজ্যের মূল।

৬৬৯৬ পুঁজি নেই, তার পাঁজি আছে।

৬৬৯৭ পুঁজি ভেঙ্গে খেতে ভাল,
ভেটেন গাঙে যেতে ভাল।
যত কষ্ট উজুতে আর বুঝুতে।

*৬৬৯৮ পুঁজির উপরেরটি।

৬৬৯৯ পুঁটি মাছও জাল ছিঁড়তে চায়।

৬৭০০ পুঁটি মাছ মেরে শোলে দৃষ্টি।

৬৭০১ পুঁটি মাছের আবার পিটুলি।

৬৭০২ পুঁটি মাছের প্রাণ।

৬৭০৩ পুঁটিমাছের প্রাণ, দেখতে দেখতে যান।

*৬৭০৪ পুঁটে তেলি।

৭৭০৫ পুঁড়বে মেয়ে উড়বে ছাই, তবে তার গুণ গাই।

৬৭০৬ পুঁড়োর মেয়ে বেগুন চেনে না।

৬৭০৭ পুত দেখে ঘরে ঘরে,
বউ দেখে ভাগ্যের ফেরে।

*৬৭০৮ পুত নয় ভূত।

৬৭০৯ পুত পুত পুত, শেষে দেখে ভূত।

*৬৭১০ পুতু পুতু করিয়া রাখা।

*৬৭১১ পুতুল নাচের নকীব।

৬৭১২ পুতুল যেমন পুতুল কাচে, যেমন নাচায় তেমনি নাচে।

৬৭১৩ পুতে করে গয়া, ঝিয়ে সর্বজয়া।

৬৭১৪ পুতের উঠে দাড়ি, বেড়ায় বাড়ী বাড়ী ;
মেয়ের উঠে স্তন, মা পায় না মন।

৬৭১৫ পুতের কালি, গঙ্গাজলের বালি।

৬৭১৬ পুতের বিয়ে আপনি দিলাম, বউ ঘরে এল।
সঁপে দিলাম গেরস্থালী, গিন্নীপনা গেল॥

৬৭১৭ পুতের ভাত, বউয়ের হাত।

৬৭১৮ পুতের মুত পানি পানি লাগে।

*৬৭১৯ পুতের মুতে আছাড় খাওয়া।

৬৭২০ 'পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম্।'

৬৭২১ পুত্রায় আইলে ধর ধর, জামাই আইলে জবা কর।
[ পুত্রা—জামাতার ভাই। জামাইর ভাই আসিলে অল্প আদর। জামাই আসিলে বেশী আদর। ]

৬৭২২ পুতের মুতে কড়ি, মেয়ের গলায় দড়ি।

৬৭২৩ 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা।'

৬৭২৪ পুথি কলম ঘড়ি নারী, নষ্ট করে যে আনাড়ি।

৬৭২৫ পুথিগত বিদ্যা।

*৬৭২৬ পুথি বেড়ে যায়।

৬৭২৭ পুনর্মূষিকো ভব।

৬৭২৮ পুনকে শত্রু বড় আপদ।

৬৭২৯ পুরাতন পাপী।

*৬৭৩০ পুরাণ কাসুন্দি ঘাঁটা।

৬৭৩১ পুরাণ চাল ভাতে বাড়ে, পুরান ঘিয়ে মাথা ছাড়ে

*৬৭৩২ পুরান টোলে কষ দেওয়া।

৬৭৩৩ 'পুরান বসন-ভাতি অবলাজনের জাতি,
রক্ষা পায় অনক যতনে।'

৬৭৩৪ পুরুষ আর স্ত্রী, আগুন আর ঘি।

৬৭৩৫ পুরুষ জ্যেঠা সহ্য হয়, মেয়ে জ্যেঠা কভু নয়।

৬৭৩৬ পুরুষের দশ দশা, কখনো হাতী কখনো মশা।

৬৭৩৭ পুরুষের দশ দশা, নারীর দশা তিন।
অভাগা পুরুষের যদি ফেরে একদিন।

৬৭৩৮ পুরুষের দশ দশা, মেয়ে মানুষের এক দশা।

৬৭৩৯ পুরুষের বল টাকা, নারীর বল শাঁখা।

৬৭৪০ পুরুষের ভার যাহা, নারী নাকি পারে তাহা।

৬৭৪১ পুরুষের ভালবাসা, মোল্লার মুরগী পোষা।

৬৭৪১ক পুরুষের রাগ, পুকুরেতে বাঘ।

৬৭৪২ পুরী যাক্ পুরুষ থাক।

৬৭৪৩ পুলার শোথে তরে,
বুড়ার শোথে মরে।

*৬৭৪৪ পুলিপলাম যাওয়া।

*৬৭৪৫ পুলি পোলাও।

৬৭৪৬ পুষ্যি এঁড়ে।

৬৭৪৭ পুজলে দেবতা, ছাড়লে ভূত।

৬৭৪৮ পুজো না হতেই প্রসাদ ( বা, বর মাগা )।

৬৭৪৯ পুজোয় মন নেই, নৈবেদ্যে চোখ।

৬৭৫০ পুজোর সঙ্গে খোঁজ নেই, কপালজোড়া ফোঁটা।

৬৭৫১ পূতনা রাক্ষসী।

৬৭৫২ পূবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ, উত্তরে কলা, দক্ষিণে মেলা।
দক্ষিণ ছেড়ে উত্তর বেড়ে ঘর কর গে পোতা জুড়ে।

৬৭৫৩ পূর্ণিমার চাঁদ দেখে তেঁতুল হল বক্ক।
গোঁড়গুগলিএরা বলে, আমরা ত শঙ্খ।
ডেঙরা কাক বলে, আমি করব একাদশী।
লেজ কাটা কুকুর বলে, যাব বারাণসী॥

৬৭৫৪ পেঁচা বলে পিঁপড়েকে, সর লো খেবড়ামুখী।

*৬৭৫৫ পেঁচি মাতাল।

*৬৭৫৬ পেঁচোয় পাওয়া।

৬৭৫৭ পেছনে আছে পেয়দা।

[ পা—পোঁদে পেয়দা ]

৬৭৫৮ পেছনে চুল সামনে দাড়ি,
আসা যাওয়া বুঝতে নারি।

*৬৭৫৯ পেজ পয়জার।

৬৭৬০ পেট থেকে ছেলে পড়ে, উবুড় হয়ে ডাবা ধরে।

৬৭৬১ পেট না ভরলে ভাওয়ে, পেট ভরবে কি ফাওয়ে।

৬৭৬২ পেট পেট ক'রে খেলি দই, পাছা বাড়ল, বাছা কই।

৬৭৬৩ পেট বড়, নলি ছোট।

৬৭৬৪ পেট ভরল না, গেল জাত, লাভে হল কুপোকাত।

৬৭৬৫ পেট ভরলে আনন্দ, ভজ রে গোবিন্দ।

৬৭৬৬ পেট ভরলে পাথরে গন্ধ।

[ পা—'পেট ভরলে পাথরা বাসায়।' 'পাথরা বাসায়' অর্থ পাথরের বাস করে বা গন্ধ করে। ]

৬৭৬৭ পেট ভরলে ভাজা মাছ ঘসি-ঘসি লাগে।

৬৭৬৮ পেট ভরলে মণ্ডা তেতো।

৬৭৬৯ পেট ভরলে মণ্ডার খোসা ছাড়ায়।

৬৭৭০ পেট ভরে ত নজর ভরে না।

৬৭৭১ পেট ভরে না ভাতে, সোনার আঙটি হাতে।

*৬৭৭২ পেটভাতা।

৬৭৭৩ পেট ভাল নয়, চালভাজা খায়।

*৬৭৭৪ পেট মোটা হওয়া।

৬৭৭৫ পেটুকের কচুই মণ্ডা।

৬৭৭৬ পেট হয়েছে ভরা, সবাই নয়নতারা।
পেট হয়েছে খালি, সবাই চোখের বালি॥

৬৭৭৭ পেটে আস্ক আস্ক গজ্‌ গজ্‌ করে।

৬৭৭৮ পেটে আসছে মুখে আসছে না।

৬৭৭৯ পেটে উনা, কানে সোনা।

[ খাওয়ার খরচ কম করিলে সোনার গয়না হয়। ]

*৬৭৮০ পেটে এক মুখে এক বা আর।

৬৭৮১ পেটে কালির অক্ষর নেই।

[ পা—আঁচড়। ]

৬৭৮২ পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ, সে পিরীতে কিবা কাজ।

৬৭৮৩ পেটে খেলে পিঠে সয়।

*৬৭৮৪ পেটে গজ গজ করা।

*৬৭৮৫ পেটে চড়া পড়া।

৬৭৮৬ পেটে থাকলে গুণ করে, বার হলে খুন করে।

*৬৭৮৭ পেটে দড়ি দিয়ে পড়ে থাকা।

৬৭৮৮ পেটে দিয়েছে ঠাঁই, হাঁড়িতেও দেবে ঠাঁই।

৬৭৮৯ পেটে নাই গাধি, ভাতে পড়ে লাদি।

৬৭৯০ পেটে নেই ভাত, কানে কেয়াপাত।

*৬৭৯১ পেটে পেটে বুদ্ধি।

৬৭৯২ পেটে বোমা মারলেও 'ক'-অক্ষর বেরোয় না।

৬৭৯৩ পেটে ভাত গেঁটে সোনা।

৬৭৯৪ পেটে ভাত নেই, গোঁফে তা।

৬৭৯৫ পেটে ভাত নেই, ঠোঁটে আলতা।

৬৭৯৬ পেটে ভাত নেই, কোঁটায় দড়।

*৬৭৯৭ পেটে হাত-পা সেঁধিয়ে যাওয়া।

৬৭৯৮ পেটের আগুনে বেগুন পোড়ে।

৬৭৯৯ পেটের জ্বালা বড় জ্বালা।

হাত-পা করে নিটির পিটির, কানে ধরে তালা।

৬৮০০ পেটের কথা খুলে বললে লোকে বলে পাগল।

৬৮০১ পেটের ছুরিতে পেট কাটে।

৬৮০২ পেটের টানে না খেলে, ছলে বলে কত চলে।

*৬৮০৩ পেটের পিলে চমকান।

৬৮০৪ পেটের নাম মহাশয়,
যা সহাবে তাই সয়।
[ 'শরীরের নাম মহাশয়' হইতে। ]

*৬৮০৫ পেটের ভাত চাল হয়ে যাওয়া।

*৬৮০৬ পেটের বত্রিশ নাড়ী বাপান্ত করা।

৬৮০৭ পেটের ভাতে পুষলাম যোগী,
উল্‌টে বলে—গোঁসাই সো'গী।

৬৮০৮ পেটের ভেতর বিষের হাঁড়ি, কথা কয় হেসে।
কথা দিয়ে কথা নেয়, পরাণে মারে শেষে॥

*৬৮০৯ পেটের ভেতর হাত পা সেঁধোনো।

৬৮১০ পেটের ভেতর মাড়ির দাঁত।

৬৮১১ পেটোৎ থাকিলে গুণ করে,
পরাৎ কহিলে খুন করে।

*৬৮১২ পেঁড়োয় যাওয়া চড়ক করতে।

*৬৮১৩ পেঁড়োর ফকির।

৬৮১৪ পেতলের কাটারি, কাটে না ত দু' ধারই।

৬৮১৫ পেতল শরা, ঝাঁকে ভরা।

৬৮১৬ পেত্নীর শ্রাদ্ধে আলেয়া মোড়ল।

৬৮১৭ পেত্নীর হাতে রাঙা শাঁখা।

৬৮১৮ পেদে ম'লো ঘুঘু, তার ষষ্ঠী পূজো আগু।

৬৮১৯ পেয়দাবাবু পাগ বেঁধেছেন ( যেন ) সরু ধানে চিঁড়ে।

*৬৮২০ পেয়দার আবার শ্বশুরবাড়ী।

৬৮২১ পেয়দার পোষাক আর নটীর বেশ।

৬৮২২ পেয়দার মা পেয়দা বিয়োয় না, গ'ড়ে নিতে হয়।

*৬৮২৩ পেয়দার হাঁড়িতে, চাল দেওয়া।

৬৮২৪ পেয়দাসাহেব হাত ধরেছেন, জাত কোন্ ছার।

৬৮২৫ পেঁয়াজ, ধূম, নষ্ট নারী, চক্ষে আনে অশ্রুবারি।

৬৮২৬ পেঁয়াজ পয়জার দুই হল।

৬৮২৭ পেঁয়াজ রসুন একই গন্ধ, কেবা ভাল কেবা মন্দ।

৬৮২৮ পেঁয়াজ রসুনের একই গুণ, কেবা ভাল কেবা উন।

*৬৮২৯ পেয়ে বসা।

৬৮৩০ পেয়েছি কেঁাদলের গোড়া, আর যাব না উত্তরপাড়া।

৬৮৩১ পেয়েছে একটা ছুতা, ভাতারে মারে গুঁতা।

৬৮৩২ পেয়ের খড় পেয়ে তোলাই ভাল।

৬৮৩৩ পেলাম থালে দিলাম গালে,
পাপ পুণ্য নেই কোনকালে।

৬৮৩৪ পেলে পরে ঝগড়ার গন্ধ, মনে হয় পরমানন্দ।

৬৮৩৫ পৈতা থাকলেই বামুন হয় না।

৬৮৩৬ পৈতা কালো বামুন ভালো।
[ 'পইতা" দ্রষ্টব্য। ]

৬৮৩৭ পৈতা পুড়িয়ে ভগবান।
[ পইতা দ্রষ্টব্য। ]

*৬৮৩৮ পোকা বাছুনি করা।

*৬৮৩৯ পোড় খাওয়া।

৬৮৪০ পোড়া কপালে সুখ নেই, বিয়ে বাড়ীতেও ভাত নেই

*৬৮৪১ পোড়াবার কাঠখড়।

৬৮৪২ পোড়াবার মুখে নুড়ার আগুন।

৬৮৪৩ পোড়া মাটি জোড়া লাগে না।

৬৮৪৪ পোড়ার যা পুড়বে, ঘোরার যা ঘুরবে।

৬৮৪৫ পোঁদ্ ঘুরানোর জায়গা নাই।

*৬৮৪৬ পোঁ ধরা।

*৬৮৪৭ পোঁদ চুলকে ঘা।

৬৮৪৮ পোঁদ টিপে থাকলে শূল আটকায় না।

৬৮৪৯ পোঁদ না থাকলে সত্যপীর হত।

৬৮৫০ পোঁদ নেঙটা, মাথায় ঘোমটা।

*৬৮৫১ পোঁদ-পাকা।

৬৮৫২ পোঁদ ফাটলে গুড়ুক-তামাক।

৬৮৫৩ পোঁদফাটা মনসা, এক ঠাঁই পারে না বসতে।

৬৮৫৪ পোঁদ যাচ্ছে ক্ষয়, চাল্‌তা-বোঝা বয়।

৬৮৫৫ পোঁদে গু মাথায় আমলা,
ডুব দিয়ে এল পদ্মিনী কমলা।

৬৮৫৬ পোঁদে গু বড়্‌-বড়্‌ করে,
আলোচালের হবিষ্যি মারে।

৬৮৫৭ পোঁদে নেই ইন্দি, ভজরে গোবিন্দি।

৬৮৫৮ পোঁদে ধান দিলে খই হয়।

৬৮৫৯ পোঁদে নেই করকটি,
পাতশার সঙ্গে আঁটাআঁটি।

৬৮৬০ পোঁদে নেই চাম, রাধাকৃষ্ণ নাম।

৬৮৬১ পোঁদে নেই টেনা, মিঠা দে' ভাত খা' না।

৬৮৬২ পোঁদে নেঙটি, জামা গায়,
মাথায় ধরেন ছাতি।
[ পা—"মার্গে⋯"। ]

*৬৮৬৩ পোঁদে বাঁশ।

৬৮৬৪ পোঁদের বিষে খেদায় হাতী।

৬৮৬৫ পোঁদে শিল বাঁধলে ভর হয় না।

৬৮৬৬ পোদ্দারের পো পণ্ডিত হলে,
বাপকে বাড়ীর কৃষাণ বলে।

*৬৮৬৭ পোঁ ধরা।

৬৮৬৮ পো-পোয়াতী দূরে রেখে দাইয়ের গায়ে সেঁক।

*৬৮৬৯ পোয়া বারো।
[ পাশা খেলায় জিতিবার চাল। ]

৬৮৭০ পোয়াল গাদা এড়িয়ে যায়, সরষে বেঁধে পায়।

৬৮৭১ পো'র নামে পোয়াতী বর্তায়।

৬৮৭২ পোল পাগল পুলো, তিন নিয়ে উলো।

৬৮৭৩ পোলার মুখে বুড়ার রাও
শুনতে আচাভুয়া।
[আচাভুয়া—স অত্যদ্ভুতক, অতি আশ্চর্য। রাও—রাব, এখানে কথা। পূ বা প্রা।]

৬৮৭৪ পোষ মানে না ঘড়েল, বাঘ বাগদী সড়েল।

৬৮৭৫ পোষ মাসে ইঁদুরের সাত মাগ।

৬৮৭৬ পোষা সারী চোখ ঠোকরায়।

৬৮৭৭ পোষের শীত মোষের গায়, মাঘের শীত বাঘের গায়।

৬৮৭৮ পোস্ত টক কলাইয়ের ডাল, তিন নিয়ে বীরভূমের চাল।

৬৮৭৯ পৌষে যার নাহিক ভাত, তার কভু নাহি সোয়াথ।

৬৮৮০ পৌষে রাত-উপোসী।

৬৮৮১ প্রজা জমিদারের বেগুন ক্ষেত।
['নীলদর্পণ' নাটকে দীনবন্ধু মিত্র কর্তৃক ব্যবহৃত।]

*৬৮৮২ প্রজাপতির নির্বন্ধ।

৬৮৮৩ প্রণামের চোটে মাথা ফাটে।

৬৮৮৪ প্রতি গ্রাসে মুড়া।

৬৮৮৫ প্রতি ডুবেই শালুক সিজা।

৬৮৮৬ প্রতিবার কি শালুক-সুঁদী।

৬৮৮৭ প্রথম প্রহরে প্রভু ঢেঁকি অবতার,
দ্বিতীয় প্রহরে প্রভু ধনুকে টঙ্কার।
তৃতীয় প্রহরে প্রভু কুকুর কুণ্ডলী,
চতুর্থ প্রহরে প্রভু বেনের পুটুলি।

৬৮৮৮ প্রথম বয়সে না হলে পুত, মায়ের সুখ না বাপের সুখ।

৬৮৮৯ প্রথম পক্ষে হেলাফেল,
দ্বিতীয় পক্ষে গলার মালা,
তৃতীয় পক্ষে হরিনামের ঝোলা।

৮৮৯০ প্রথম মাসের গর্ভ জানি বা না জানি।

৬৮৯১ প্রভু এলেন খেয়ে, আজ হরের বিয়ে।

৬৮৯২ প্রবাসে উত্তর শির, দক্ষিণ শির ঘরে।
শ্বশুরবাড়ী পূর্ব শির, শুয়োনা পশ্চিম শিরে॥

৬৮৯৩ 'প্রবাসে নিয়মো নাস্তি।'
[ পা—আতুরে···। ]

*৬৮৯৪ প্রমাদ গণা।

৬৮৯৫ প্রয়াগে মুড়িয়ে মাথা,
মরগে পাপী যেথাসেথা।

৬৮৯৬ 'প্রসব যন্ত্রণায় মরে, তবু পতিসঙ্গ করে।'

৬৮৯৭ 'প্রসবে প্রসবে বল টুটে অবলার।'
[ সা প্র ; ঘনরাম চক্রবর্তী, 'ধর্মমঙ্গল।' ]

৬৮৯৮ 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ।'
[ স উদ্ভট শ্লোক—'হবির্বিনা হরির্যাতি বিনা পীঠেন মাধবঃ। কদন্নৈঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ। ]

৬৮৯৯ প্রাণটি সখের বটে, খরচ করতে বুকটি ফাটে।

৬৯০০ প্রাণ বড়, না, মান বড়।

*৬৯০১ প্রাণ হাতে করে।

*৬৯০২ প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ।

৬৯০৩ প্রাতঃকালে প্রাতঃক্রিয়া, বাপ থাকতে বেটার বিয়া।
হল ত হল, নয়ত অনেক কাল গেল।

৬৯০৪ 'প্রাপ্তকালো ন জীবতি।'

৬৯০৫ প্রেমের পাক বিচ্ছেদ।

*৬৯০৬ প্রেমের পিত্তি টেনে বের করা।

৬৯০৭ ফক্‌রে ঘোড়া।
[ ফকিরের যোগ্য অর্থাৎ শীর্ণ কঙ্কালসার ঘোড়া। ]

*৬৯০৮ ফকরে বাই।

৬৯০৯ ফকির থেকে দরগা উঁচু।

*৬৯১০ ফকির মেরে ঝুলি কেড়ে নেওয়া।

*৬৯১১ ফকির হবার আগে ঝুলি কাঁধে করা

৬৯১২ ফকিরে ফকিরে ভাই, ফকিরের রাজ্য সব ঠাঁই।
[ পা —ভাই ভাই·· ··· । ]

*৬৯১৩ ফকিরের ফক্কিকারী।

৬৯১৪ ফকিরকে ভিক্ষা দিতে মুখ করে কালা।
রাত্‌কা যে চোরে নেয়গা
এটাই করে ভালা।
[ রাতকা—রাত্রে ; নেয়গা—নিয়া যায়। ]

৬৯১৫ ফচ্‌কে রাঁড়ের চুল্‌বুলনি, জোয়ান রাঁড়ের ছাতা
বুড়ো রাঁড়ের পুরাণা কথা, আধাবয়সীর মাথা।
[ ছাতা—বক্ষঃস্থল, স্তন। ]

৬৯১৬ ফটকে আটকে।

*৬৯১৭ ফণা ধরা কেউটে।

৬৯১৮ ফণী হয়ে ভেকের ভয়, এ যে বড় বিস্ময়।

৬৯১৯ ফতো জাঁক।
[ পা—ফতো জারি করা বা ফতো নবাব। ]

৬৯২০ ফতো লোচ্চার থরে চটক।

৬৯২১ ফতো বাবুর গল্প সার।

৬৯২২ ফফড় দালালি।
[ পা—ফোকর দালালি। ]

৬৯২৩ ফয়তার মিঠায় চিন্‌ নাই,
কুঁকড়ার গুয়েও চিন্‌ নাই।

৬৯২৪ ফরসা কাপড়ে ভরসা বাড়ে।

৬৯২৫ ফল যদি পাকে, ত ক'দিন গাছে থাকে।

৬৯২৬ ফল পাকলে হয় মিঠা, মানুষ পাকলে হয় তিতা।

৬৯২৭ ফল ফল আম্রফল ; নারীর সেবা ইন্দ্রজল।

৬৯২৮ ফলন্ত গাছের মাথা নীচু।

৬৯২৯ 'ফলেন পরিচীয়তে।'

৬৯৩০ ফলের মধ্যে আম্রফল, জলের মধ্যে গঙ্গাজল।

৬৯৩১ ফলের মধ্যে আম, মানুষের মধ্যে শ্যাম।
কাপড়ের মধ্যে সাদা, নারীর মধ্যে রাধা॥
৬৯৩২ ফল্গুনদী অন্তঃশীলে।
*৬৯৩৩ ফাঁক তালে।
৬৯৩৪ ফাঁক পেলে সবাই চোর।
৬৯৩৫ ফাঁক পেলেই ফুরুৎ।
*৬৯৩৬ ফাঁকা আওয়াজ।
৬৯৩৭ ফাঁকি দিলে ফাঁকে পড়ে।
৬৯৩৮ ফাগুনে আগুন, চৈতে মাটি।
বাঁশ রেখে বাঁশের পিড়াম'কে কাটি॥
৬৯৩৯ ফাগুনে দ্বিগুণ জাড়, চৈতে কাঁপায় হাড়।
*৬৯৪০ ফাট্‌কা কলে আটকা পড়া।
৬৯৪১ ফাট্‌লে পড়ল কলা, গোপালায় নম।
৬৯৪২ ফাঁদে পেতে ফাঁদে পড়ে।
৬৯৪৩ ফানুস কখনো চাঁদ হয় না।
*৬৯৪৪ ফাঁপরে পড়া।
*৬৯৪৫ ফাঁপিয়া উঠা।
*৬৯৪৬ ফাঁসির খাওয়া।
৬৯৪৭ ফিকিরে ধরেছি বগ, পীরকে দেব লাউয়ের ডগ
*৬৯৪৮ ফিকিরে ফকির।
*৬৯৪৯ ফিরিঙ্গি রোগ।
*৬৯৫০ ফুঁকে দেখা।
*৬৯৫১ ফুঁকো দেওয়া।
৬৯৫২ ফুঙ্গির কাছে ছেলে খোঁজা।
*৬৯৫৩ ফুট্‌কড়াই হয়ে যাওয়া।
[ অর্থের অপব্যয় হওয়া। ]
৬৯৫৪ ফুট বাড়ীতে লুট পড়েছে।
৬৯৫৫ ফুটল কাশে, ফুরল বার্ষে।

৬৯৫৬ ফুটানির মামা, ভিতরে কপনি, উপরে জামা।

৬৯৫৭ ফুর্তির প্রাণ গড়ের মাঠ।

৬৯৫৮ ফুঁয়ের চোটে আগুন ছোটে।

৬৯৫৯ ফুরল বাগানের আম, কি খাবি রে হনুমান।

*৬৯৬০ ফুলচন্দন পড়া।

৬৯৬১ ফুল ঝরে ত কাঁটা ঝরে না।

*৬৯৬২ ফুলবাবু।

৬৯৬৩ ফুলে নেই গন্ধ, চোখ থাকতে অন্ধ।

৬৯৬৪ ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যায়।

৬৯৬৫ ফুলের দায় ছোট গলায়।

৬৯৬৬ ফুলের শোভা ভোমরা,
গাইয়ের শোভা চোমরা।

৬৯৬৭ ফুলের সোহাগে সটার আদর।

[ সটা—পা—ছোটা—কলাগাছ চিরিয়া যে সুতোর মতন জিনিস বাহির হয়, তাহা দিয়া মালা গাঁথে। দে অর্থ করিয়াছেন, ফুলের কেশর। ( দে ৫৩৬০ ) ]

৬৯৬৮ ফুস্ মন্তর।

[ দৈব চিকিৎসা। ]

*৬৯৬৯ ফেন খেয়ে গোলাপজলে আঁচানো।

৬৯৭০ ফেচ্চা সাজ্‌তে সাজতে ধুরা কাউয়া রাজা।

[ ফেচ্চা—এক প্রকার কুৎসিৎ পাখী ; ধুরা কাউয়া—দাঁড় কাক। পূ ব প্রা ]

৬৯৭১ ফেন খেয়ে ম'ল বাপ, বেটার নাম পরজাপ।

৬৯৭২ ফেন দিয়ে ভাত খায়, গল্পে মারে দই।
মেটে হুঁকোয় তামাক খায়, গুড়গুড়িটা কই॥

৬৯৭৩ ফেল কড়ি মাখ তেল, তুমি কি আমার পর।

৬৯৭৪ ফেলা যায় না।

[ অবজ্ঞার যোগ্য নয় ]

*৬৯৭৫ ফোকর দালালী।

[ পা—ফোপর দালালী। ]

৬৯৭৬ ফোকলা মুখের চুম, বড়ই খাওয়ার ধুম।

৬৯৭৭ ফোকলা দাঁতে মিশি, জিল দেখিয়ে হাসি।

[ জিল—জিল্লা, ঔজ্জ্বল্য ]

৬৯৭৮ ফোঁটা করে কপাল জুড়ে, ঘাড় করে কাত
দিনে করে সাধুগিরি, চুরি সারারাত॥

*৬৯৭৯ ফোড়ন দেওয়া।

*৬৯৮০ ফোড়ার চাম ছিঁড়ে খাওয়া।

৬৯৮১ ফোঁপরা ঢেঁকির পাড়ে গুমর।

*৬৯৮২ ফোঁস ক'রে ওঠা।

*৬৯৮৩ ফ্যা ফ্যা করা।

*৬৯৮৪ বংশে বাতি দেওয়া।

[ পা—কুলে ··। ]

*৬৯৮৫ বই চালানো।

[ বই পাঠ্য করা ; বিক্রয় করা। ]

৬৯৮৬ বই ধরানো।

[ বই পাঠ্যরূপে স্থির করা। ]

৬৯৮৭ বই বাহির করা।

[ মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করা ]

*৬৯৮৮ বইয়ের পোকা।

৬৯৮৯ বইতে পারলে উঠে না,
কইতে পারলে টুটে না।

৬৯৯০ বউ উঠতে ঠাঁই পায় না, উঠান জোড়া দাসী

৬৯৯১ বউ কাট্‌কী ( শাশুড়ী )।

৬৯৯২ বউ গিন্নী হলে তার বড় ফরফরানি।
মেঘ ভাঙ্গা রোদ্দুর হলে বড় চড়চড়ানি॥

৬৯৯৩ বউনীর কড়ি লক্ষ্মীর দান।

৬৯৯৪ বউটি ভাল বটে, টোকনা খেয়ে বাটনা বাটে।

৬৯৯৫ বউ নয় ত হীরে।

৬৯৯৬ বউ রূপসী বিদ্যাধরী, নাকটি যেন কুমড়ো-বড়ি।

৬৯৯৭ বউ না বোবা, বউ না বাবা।

৬৯৯৮ বউ না রে বউ না, গরল ডাকিনী।
দিন হলে মানুষের ছা, রাত হলে বাঘিনী॥

৬৯৯৯ বউ বড় রাজী, তার আবার ঠাকুরঝি।

৭০০০ বউ বিয়ল বেটা, গাই বিয়ল নই।
প্রাণ ধ'রে এ কথা কি কারেও বলি সই॥
[ নই—মাদী বাছুর; 'তু'—ঘরে এঁড়ে বাইরে নই,
এ' দুখের কথা কারে কই। ]

৭০০১ বউ ভাঙলে শরা, গেল পাড়া-পাড়া।
গিন্নী ভাঙলে নাদা, ও কিছু নয়, দাদা॥
[ নাদা—মুখ চওড়া বড় মৃৎপাত্র বিশেষ। ]

৭০০২ বউ মরে, উলু পড়ে, ঘরে-ঘরে বিয়ে করে।

৭০০৩ বউ মা, ক্ষীর রইল খাবে।
যদি খাবে ত যমের বাড়ী যাবে॥

৭০০৪ বউয়ের চলন-ফেরন কেমন, তুর্কী ঘোড়া যেমন।
বউয়ের গলার স্বর কেমন, শালিক কেঁকায় যেমন।

৭০০৫ বউয়ের গায়ে কি হাত উঠায়,
লোক দেখিয়ে বালিশ কিলায়।

৭০০৬ বউয়ের পাঞ্জা ভারি পা গোদা,
বউকে কিছু ব'লো না, দাদা।

৭০০৭ বউয়ের বেলা ঢাকাই শাড়ী,
মায়ের বেলায় গলায় দড়ি।

৭০০৮ বউয়ের রাগ বেড়ালের ওপর,
বেড়ালের রাগ বেড়ার ওপর।

*৭০০৯ বউ-রান্না ভাত খাওয়া

৭০১০ বউরে সেবিলে পুতেরে পায়।

৭০১১ বক' আর ঝক', কানে দিয়েছি তুলা,
মার আর ধর পিঠ করেছি কুলা।

৭০১২ বক কি কখনো ময়না হয়, জলের দিকে চেয়ে রয়।

৭০১৩ বক্তার মাগ মরে, কম্‌বকতার ঘোড়া মরে।

*৭০১৪ বক দেখানো।

*৭০১৫ বক-ধার্মিক

*৭০১৬ বকধ্যান।

৭০১৭ বক বকুল চাঁপা, তিন পুঁতো না বাপা।
[ বক—বক ফুলের গাছ ]

৭০১৮ বক-বিড়ালে ব্রহ্মজ্ঞানী

৭০১৯ বকো ঝকো মারো লাথি,
লাজ নাই বেড়ালের জাতি।

*৭০২০ বগল বাজানো।

৭০২১ বগলে ছুরি, মুখে রাম-নাম।

৭০২২ বগা চাল কোট্‌, বগী আলগোছ।
[ তু—'বগা গেছে মাছ ধরিতে বগীর হাতে ডোলা, ভেদা মাছে উঠ্যা বলে বগীর ঘরে পোলা।' ভেদা মাছ—নেদস মাছ। ]

৭০২৩ 'বচনে কো দরিদ্রঃ।'

৭০২৪ বচনে জগৎ তুষ্ট, বচনে জগৎ রুষ্ট।

৭০২৫ বছর অন্তর ছাতু খেনু, বউগো তাও লাগে ঝাল।

৭০২৬ বজ্র আটুনি ফস্কা গেরো।

৭০২৭ 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূণি কুসুমাদপি।'

৭০২৮ বদ খাইছতের বদ লয়,
সন্ধ্যাবেলা ঘর না লয়।
[ খাচ্ছইত—বজ্জাত। ]

*৭০২৯ বজ্র আঁটুনি ফস্‌কা গেরো।

*৭০৩০ বটতলার উকিল।

৭০৩১ বটতলার বই।

৭০৩২ বড় করলে বামন শকুনি উদোম ক'রে ঠোঁট,
হাড়গিলেও হাঁ করেছে, চড়ুয়ের দেখ চোট।

৭০৩৩ বড় ক'রে পাতলে পাত, ওজন করা আছে ভাত।

*৭০৩৪ বড় কুটুম।

৭০৩৫ বড় কেটে নড়, অশথ কেটে বসত কর।

৭০৩৬ বড় ঘোড়ার এড়ে মানান।

৭০৩৭ বড় ক্ষিদেয় পাটকেলে কামড়।

৭০৩৮ বড় গাইয়ের বাছুর, বড় বিলের বক।
[ পা—বড় গোলার তলা, বড় বিলের বক। ]

*৭০৩৯ বড় গাছে কাছি বাঁধা।

৭০৪০ বড় গাছে ঝড় লাগে।

৭০৪১ বড় গাছে বড় ঝড়।

৭০৪২ বড় গাছের তলায় বাস, ডাল ভাঙলেই সর্বনাশ।

*৭০৪৩ বড় গাছের তলায় বাসা বাঁধা।

৭০৪৪ বড় গাছের ফল কম, ছায়া বেশি।

৭০৪৫ বড় গেরাসে লক্ষ্মী ডরায়।

৭০৪৬ বড় ঘর শুকায় না।

৭০৪৭ বড় ঘরের বড় কথা, গরীবের ছেঁড়া কাঁথা।

৭০৪৮ বড় ঘরের বড় কথা, বল্‌লে কাটা যায় মাথা।

৭০৪৯ বড় জোর।

৭০৫০ বড় তামাক।

৭০৫১ বড় দাদার মুখে দাড়ি নেই,
ছোট দাদার মুখে দাড়ি।

৭০৫২ বড় নদী, বড় মানুষ, বড় রাস্তা,
কাছে না থাকাই ভাল।

৭০৫৩ বড় নাক, তার গোঁফের বাহার।

৭০৫৪ বড় নাম যার, পোঁদ ফাটে তার।

৭০৫৫ বড় পাখী ছিলেন, এখন তুগ্‌গোটুনটুনি হলেন।

৭০৫৬ বড় পাটি পড়ে রয়, বসবার কেউ নেই।
বড় থামার পড়ে রয়, চষবার কেউ নেই ॥
[ ধাঁধা ; উত্তর—আকাশ। ]

৭০৫৭ বড় পাপের বড় শাস্তি।

৭০৫৮ বড় বউ বড়ালের ঝি, কোণে বসে কর কি।
মেঝ বউ মেঝের মাটি, সকল কথায় ঝাঁঝের আঁটি।
সেজ বউ সেঁজুনী, সব কাজেতে এগুনী।
ন' বউ নত্তা, সকল ঘরের কত্তা।
নতুন বউ নথনী, শেওড়া গাছের পেত্নী।
ছোট বউ আতরের শিশি,
ছোটঠাকুরপোর গোঁফে ঘসি ॥

৭০৫৯ বড় বউ বড় বাপের ঝি, তান্‌রে বা কইবাম কি ?
মধ্যম বউ কাইঠ্যা, কইতে ওঠে ফাইট্যা,
ছোট বউ সাঁচি পান, ঘরগুষ্ঠির পরাণ খান ॥

৭০৬০ বড় বক্তা হয় যে, বড় কর্তা নয় সে।

৭০৬১ বড় বড় বানরের বড় বড় পেট।
লঙ্কা ডিঙোতে সব মাথা করে হেঁট ॥
[ পা—ছোট ছোট বানরের…। লঙ্কায় যাইতে…। ]

৭০৬২ বড় বড় বৃক্ষ থাক্‌তে প্রধান বৃক্ষ বেল,
লাউ থাক্‌তে কুমড়া থাক্‌তে সরষের মধ্যে তেল।

৭০৬৩ বড় বাড়লে ঝড়ে ভাঙে।
[ তু—বড় বাড় বাড়া ]

*৭০৬৪ বড় বাড়ী ঢেঁকিশালা।

৭০৬৫ বড় বাড়ীর বেড়ালটাও বড়লোক।

৭০৬৬ বড় বিয়ে তার দু'পায়ে আলতা।
[ তু—কিবা বিয়ার বিয়া, তায় ঢিংবাজনা। ]

৭০৬৭ বড় ভক্ত রামানন্দ, পেট ভরলে আনন্দ।

৭০৬৮ বড় ভাইয়ের মাগ নেই, সেই ভাবনায় ঘুম নেই।

৭০৬৯ বড় ভাত, তার ডান হাত।

৭০৭০ বড় মাছে জাল ছেঁড়ে।

৭০৭১ বড় মাছের কাঁটাও ভাল।

৭০৭২ বড় মানুষ মান, তার সোনার ধনুক খান।

৭০৭৩ বড় মানুষের কাণ আছে, চোখ নেই।

৭০৭৪ বড় মানুষের ছেলে দলা চিবালেও মিছরি।
গরীব মানুষের ছেলে মিছরি চিবালেও দলা।

*৭০৭৫ বড় মুখ করে বলা।

*৭০৭৬ বড় মুখ ছোট হওয়া।

৭০৭৭ বড়র গোঁসা আঁতে, লঘুর গোঁসা দাঁতে।

৭০৭৮ 'বড়র পিরিতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ॥'
সা প্র—ভারতচন্দ্র, 'অন্নদা মঙ্গল।' ]

৭০৭৯ বড়র বড়, ছোটর ছোট।

৭০৮০ বড়লোকে কথা কয়, সবে বলে জয় জয়।

৭০৮১ বড়লোকে বড়লোকে কথা কয় টাকা আর কড়ি,
গরীবে গরীবে কথা কয় ছুঁচ আর দড়ি।

৭০৮২ বড়লোকের ধন হরে, রাজা বেশ্যা পার্শ্বচরে।

*৭০৮৩ বড়লোকের বড় কথা।

৭০৮৪ বড়লোকের ভালোবাসা, গেরস্থের খাসী পোষা॥

*৭০৮৫ বঁড়শীতে মাছ খেলানো।

*৭০৮৬ বঁড়শীতে মাছ গাঁথা।

৭০৮৭ বড় সম্বন্ধে দাদা, তায় নালতে শাকেতে আদা।

৭০৮৮ বড় হও যদি পার, নইলে বড়র আশ্রয় ধর।

৭০৮৯ বড় হবে ত ছোট হও।
[ তু—'বড় যদি হতে চাও, ছোট হও আগে।' ]

৭০৯০ বড় হাঁড়ির আমানিও মিঠে।

[ আমানি, আমানী—ভাত ভিজাইয়া রাখিবার কাঁচা জল বা পান্তাভাতের জল। 'আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান'— মুকুন্দরাম ]

৭০৯১ বড়াই বুড়ী।

৭০৯১ক বড়াই করিস্ নারে বড়্কার ঝি,
গোরু কিনতে এসে তোকে দেখেছি।

[ বড়কী—বড়লোকের কন্যা ]

*৭০৯২ বত্রিশনাড়ী ছেঁড়া ধন।

*৭০৯৩ বর্তে যাওয়া।

৭০৯৪ বদ্যির বড়ি, ছুঁলেই কড়ি।

৭০৯৫ বদ্যির হাতে মরাও ভাল।

*৭০৯৬ বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা।

৭০৯৭ বন থেকে বেরুল টিয়ে, সোনার টোপর মাথায় দিয়ে।

[ ইহা একটি ধাঁধা; দে ইহাকে প্রবাদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, দে ৫৪৫১; ধাঁধাটির উত্তর আনারস।]

৭০৯৮ বন থেকে বেরল সাপ, ধরতে পারে না রোজার বাপ।

[ ইহাও একটি ধাঁধা উত্তর কাঁটা লতা। দে ইহাকে প্রবাদের মধ্যে স্থান দিয়াছেন ( দে ৫৪৫২ ) ]

৭০৯৯ বন পোড়ে কিন্তু মূল পোড়ে না।

৭১০০ বন পোড়ে সবাই দেখে, মন পোড়ে কেউ দেখে না।

[ তু—'বন পোড়ে আগ বঢ়াই, জগজনে জানি।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পনি।]

*৭১০১ বনবাস দেওয়া।

*৭১০২ বনমানুষের হাড়।

৭১০৩ বনমুরগী দিয়ে পীরের ধার শোধ।

৭১০৪ বনমুরগী ছালুন, নুন আর অনুন।

[ ছালুন—ব্যঞ্জন। ]

৭১০৫ বন রাখে বাঘে, বাঘ রাখে বনে।

৭১০৬ বনে আগুন আর মনে আগুন।

৭১০৭ বনেদি ঘরের সার কুড়ও ভাল।

৭১০৮ বনেদি হতেও তিন পুরুষ,
যেতেও তিন পুরুষ।

৭১০৯ বনে ফুটে তিল ফুল বনকে করে আলা,
ঘরের সাফা ঝিউরী ছেলে ঘরকে করে আলা।

৭১১০ বনের বাঘের চেয়ে মনের বাঘে খায়।

৭১১১ বন্ধুর চিন, নিদানের দিন।

৭১১২ বন্ধুরে যে সন্দ করে,
সে সকলের আগে মরে।

৭১১৩ বন্ধ্যানারীর অন্ধপুত্র চাঁদ দেখতে পায়।

*৭১১৪ বন্ধ্যানারীর গর্ভপাত।

*৭১১৫ বন্ধ্যানারীর পুত্রশোক।

৭১১৬ বয়স বাড়ে আর দোষ বাড়ে।

৭১১৭ বয়স বাড়ে, আর বুদ্ধি বাড়ে।
[ বুদ্ধি—বিপরীত অর্থবাচক অর্থাৎ দুর্বুদ্ধি। ]

৭১১৮ বয়স যার ঊর্ধ্বগতি, বুদ্ধি যায় অধোগতি।

৭১১৯ বয়সে চুল পাকে, কিন্তু বুদ্ধি পাকে না।

৭১২০ বয়সেতে বিজ্ঞ নয়, বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে।

৭১২১ বয়সে নবীন, বুদ্ধিতে প্রবীণ।

৭১২২ বয়সে বড় বোনাই—বাপের ধাক্কা।

*৭১২৩ বয়সের গাছর পাথর নেই।

৭১২৪ বয়সের বুড়ো নয় আয়েশের বুড়ো।

৭১২৫ বর পায় কনে, নিতবর যায় বনে।

৭১২৬ ‘বরং রামান্ন রাবণাৎ’।

৭১২৭ বর-কনের দেখা নেই, শুক্রবারে বিয়ে।

৭১২৮ বর নয়, যেন চোর।

৭১২৯ বর নাচে বরণী নাচে, কনের হরে মন,
মাথায় মাথায় ভাবনা তার, যার দিতে হবে পণ।

৭১৩০ বর-সোহাগী নাচন চায়, মাগ-সোহাগী ঝাঁটা খায়।

৭১৩১ বর্গীর হাঙ্গামা।

*৭১৩২ বর্গীর শিন্নী, মোল্লার মোচ্ছব, পাদরির হরিনাম।

*৭১৩৩ বর্ণচোরা আম।

৭১৩৪ বর্বরের ধনক্ষয়।
[ স —'বর্বরস্য ধনক্ষয়ম্।' ]

৭১৩৫ বর্ষাকালের ছাতা,
জাড় কালের কাঁথা।

৭১৩৬ বর্ষা গেলে নদী, বুড়ো হলে সতী।

৭১৩৭ বরাকের দানী, সোনার সাধ।
[ বরাকের দানী—কড়ির দানী। বরাক—সামান্য বা অকিঞ্চিৎকর ব্যক্তি। দানী—শুল্ক আদায়কারী।]

৭১৩৮ বরিষাতে বিনা ছাতায় যায়,
পানি দেখিয়া তরাসে ধায়।
কিয়া পাতে খায় দুধ, ডাক বলে—সে বড় অবুধ॥

৭১৩৯ বরের ঘরে মাসী, কনের ঘরের পিসী।

৭১৪০ বরের মাও মা, কনের মাও মা।

৭১৪১ বরের মাথায় চাঁপা ফুল, কনের মাথায় টাকা।
এমন বরে বিয়ে দেব, যার গোঁফজোড়াটি পাকা।
[ ইহা বাংলা ছড়া জাতীয় রচনা। দে ইহাকে প্রবাদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। দে ৫৪৮৮ ]

৭১৪২ 'বলং বলং বাহুবলম্।

*৭১৪৩ বলতে অজ্ঞান।

৭১৪৪ বলতে গেলে জাত থাকে না।

৭১৪৫ বলতে পারি, কইতে পারি, সইতে পারি না,
খেতে পারি, নিতে পারি, দিতে পারি না।

৭১৪৬ বল্‌তে পারি পদে পদে,
বল্‌তে দেয় না ফট্‌কা মদে।

৭১৪৭ বলদা বুঝে মার।

৭১৪৮ বলদের বাই, ডান হাত দিলে বাঁ হাত পাই।

৭১৪৯ বলদে আর বর্বরেতে সৃষ্টি করে রক্ষা।
চতুর পণ্ডিত জনে দেয় লোকশিক্ষা।

৭১৫০ বল্‌ দেওয়া রে, এর বেওরা কি।
নন্দাইয়ের কোলে কেন শোয় না ঠাকুরঝি॥

৭১৫১ বল্‌ব বল্‌ব মনে করি, বল্‌তে লাগে ভয়।
নির্ধনী পুরুষের কথা রয় কি না রয়॥

৭১৫২ বল বল কর তুমি পীড়ায় পড় না।
বিয়া বিয়া কর তুমি টাকায় দড় না॥

৭১৫৩ বল বল তিন বল।
ভোজনে অম্বল, শয়নে কম্বল, মরণে 'রাম বল'।

৭১৫৪ বল বল বাহু বল।

৭১৫৫ বল্‌বার সে কথা নয়; বল্‌বই বা কি।
বল্‌লে যে ধরম যায়, বইবেই বা কি॥

৭১৫৬ বল, বুদ্ধি ভরসা, তিন তিরিশে ফরসা।

৭১৫৭ 'বল্‌ মা তারা দাঁড়াই কোথা।'
[ প্রচলিত শ্যামাসঙ্গীতের এক বিচ্ছিন্ন পদ। প্রবাদরূপে প্রচলিত। ]

৭১৫৮ বলরে বিনোদ কামার,
বিশ পয়সার পুকুর আমার।

৭১৫৯ বল্‌লে মা মার খায়, না বল্‌লে বাপ এঁটো খায়।

৭১৬০ বলা নেই কওয়া নেই।

৭১৬১ বলা সহজ, করা কঠিন।

*৭১৬২ বলিয়া কহিয়া।

*৭১৬৩ বলিয়ে কহিয়ে।

৭১৬৪ বলিহারি যাই।

৭১৬৫ বলীর ঘাম, নির্বলীর ঘুম।

৭১৬৬ বলেছিলাম করব সেবা,
রীতি দেখে বলি লারব বাবা।

৭১৬৭ বলেছিলাম হল না পদী, ঘরে গিয়ে খা।

৭১৬৮ বলেছিলে ত এই, মুখের সে ভঙ্গী কই।

৭১৬৯ বলে দুধ, বেচে ঘোল।

৭১৭০ চলে না জলে ছলে, নইলে রসাতলে।

৭২৭১ বলে লোকে যত, ফলে কি আর তত।

৭১৭২ বস্‌তে জানলে উঠতে হয় না।

৭১৭৩ বস্‌তে জায়গা পেলে, শোবার স্থান মেলে।

৭১৭৪ বস্‌তে পেলে শুতে চায়।

৭১৭৫ বস্‌বি ত ছেলে ধর, উঠবি ত কাঠ কাট্‌।

৭১৭৬ বসতে জানলে উঠতে হয় না,
কইতে জানলে সইতে হয় না।

*৭১৭৭ বস্‌তে দিলাম পীড়া, পঁদকে হলো শূলা।

*৭১৭৮ বসন্তের কোকিল।

৭১৭৯ 'বসন্তে ভ্রমণং পথ্যম্‌।'

*৭১৮০ বসিয়ে দেওয়া।

*৭১৮১ বসুধারার ফোঁটা।

৭১৮২ 'বসুধৈব কুটুম্বকম্‌'।

*৭১৮৩ বসে খাওয়া।

৭১৮৪ ব'সে খেলে কুলোয় না,
ক'রে খেলে ফুরোয় না।

৭১৮৫ ব'সে খেলে নদীর বালিতেও কুলোয় না।

৭১৮৬ ব'সে খেলে রাজার গোলাও ফুরোয়।

৭১৮৭ ব'সে না থাকি বেগার যাই, বেগার গেলে খেতে পাই।

৭১৮৮ বসে না থাকি বেগার খাটি।

৭১৮৯ ব'সে ব'সে করি কি, বাপের পোঁদে পেয়াদা দি'।

[ পা—'বসে বসে করি কি, বাপের নামে মাম্‌লা ঠুকি।' ২৪ পরগণা জেলার দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীদিগের নামে জনশ্রুতি আছে যে তাহারা বড় মামলাবাজ। একবার এক পুত্র সহরে আসিয়া কিছু টাকা খরচ করিতে পারিতেছিল না, অবশেষে সেই টাকায় বাপের নামে একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করিয়া ঘরে ফিরিল। পিতা শুনিয়া বলিলেন, তুমি আমার উপযুক্ত পুত্র হইয়াছ। এই অঞ্চলে এই জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। ]

*৭১৯০ ব'সে ব'সে নেজ নাড়া।

[ পা—'ঘরে বসে লেজ নাড়া।' কর্ম্মবিমুখতা এবং বাক্‌ সর্বস্বতা। ]

৭১৯১ ব'সে বারো, শুয়ে তেরো।

৭১৯২ বসে বুড়ো পাট কাটে,
তার দম্ভে গগন ফাটে।

৭১৯৩ 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।'

৭১৯৪ বহু সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

[ পা—অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। ]

৭১৯৫ বাইরে কোঁচার কীত্তন, ভিতরে ছুঁচোর কীত্তন।

*৭১৯৬ বাই জন্মে যাওয়া।

৭১৯৭ বাইরে গেলে শরার কাজী,
ঘরে এলে ঘরের গাজী।

৭১৯৮ বাইরে গোরা ভেতরে কালো,
মাকাল ফলকে চিনলাম ভালো।

৭১৯৯ বাইরেতে লেপা পোঁছা দুধের মত সাদা।
ভেতরেতে চোদ্দ কোটি শয়তানের দাদা॥

৭২০০ বাইরে ঘাতিনীপানা, ভেতরে মালখানা।

৭২০১ বাইরের জামাই মধুসূদন, ঘরের জামাই মধো
ভাত খাওসে মধুসূদন, ভাত খেসে রে মধো।

৭২০২ বাইরে পেঁচার কেত্তন,
ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন।

৭২০৩ বাইরে সোনা আঁচলে গেরো।

৭২০৪ বাইরে হাসিখুশি, ভেতরে গরলরাশি।

৭২০৫ বাইশ লাখের গাড়ি, তেইশ লাখের জুড়ি।
ছয় হাজার ঢেঁকি পড়ে, দেউলে মোষের মুড়ি॥

*৭২০৬ বাউলের ঘরে গরু।

৭২০৭ বাউরীর আবার ভাসুর, কচড়া আবার তরকারী।
[ কচড়া—এক প্রকার অখাদ্য বনফল। ]

৮২০৮ বাওয়ইরে তার মিছে আশা,
ঘর থুইয়া তোর বাইরে বাসা।

৭২০৯ বাঁকা শীতে মরে, রোদে শুকায়।

৭২১০ বাঁকা সিঁথে, লম্বা ছোট, তবে জান্‌বে পঞ্চকোট।

৭২১১ বাকি থুয়ে যে লাভ গণে, গু খায় সে বাপের সনে।

৭২১২ বাকি বাক্য বাটপাড়ি, এই তিনে দোকানদারি।

৭২১৩ বাকি রাখলেই ফাঁকি।
[ পা—বাকির নাম ফাঁকি। ]

৭২১৪ বাক্যে পর্বত, কার্যে তুলাকার।

৭২১৫ বাগ্দীর পুত, যেন যমদূত।
[ তু—ডোমের পুত যমের দূত। ]

৭২১৬ বাগবাজারে গাড়ু হারিয়ে ডঙ্কা মারে মীরবহরে।

৭২১৭ বাগে পাওয়া।
[ বাগ—পার্শ্ব। বাগে পাওয়া পার্শ্বে বা নিকটে বা আত্ম-রক্ষায় অক্ষম অবস্থায় কাহাকেও পাওয়া। ]

৭২১৮ বাঘ বুড়া হলেও রাগ ছাড়ে না।

৭২১৯ বাঘ-ভালুকের রাজ্যে থাকি, মনের কথা মনেই রাখি।

৭২২০ বাঘ ম'লে খাটাস রাজা।

৭২২১ বাঘ-রাজার মন্ত্রী দাঁড়কাক।

৭২২২ বাঘা উকিল বা বাঘা ডাক্তার।
[ তু—'বাঘা বাঘা লোক।' ]
৭২২৩ বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা।
[ পা—পুলিশে ছুঁলে আঠার ঘা। ]
৭২২৪ বাঘের মায়ের খেদ নেই, কাঁটাবন দিয়ে যেন না টানে।
৭২২৫ বাঘে মোষে যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।
[ পা—রাজায় রাজায়। ]
৭২২৬ বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়।
৭২২৭ বাঘে মোষে এক ঘাটে জল খায়।
*৭২২৮ বাঘের আড়ি।
৭২২৯ বাঘের উপর টাগ।
৭২৩০ বাঘের আবার গোবধ।
*৭২৩১ বাঘের চক্ষুলজ্জা।
*৭২৩২ বাঘের গরু-রাখালী।
*৭২৩৩ বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।
৭২৩৪ বাঘের দেখা, সাপের লেখা।
৭২৩৫ বাঘের পারণ পশু মেরে।
৭২৩৬ বাঘের পোঁদে খোঁচা।
৭২৩৭ বাঘের পোঁদে ঘা।
৭২৩৮ বাঘের পেছনে ফেউ।
৭২৩৯ বাঘের মাসী বেরাল, আসি ব'লে ফেরার।
*৭২৪০ বাঘের মাসী হওয়া।
৭২৪১ বাঘের যোগ্য বাঘিনী।
৭২৪২ বাঘের লেজে কান চুলকায়, তবু তার উদ্দেশ না পায়।
*৭২৪৩ বাঘের লেজে কান চুলকানো।
*৭২৪৪ বাঘের লেজে পা দেওয়া।
৭২৪৫ বাঘের হামাগুড়ি।
৭২৪৬ বাঙাল, পুঁটি মাছের কাঙাল।

৭২৪৭ বাঙাল বড় সেয়ান,
লোটায় ক'রে জল ভ'রে ডাঙায় করে সিনান।

৭২৪৮ বাঙাল মরে ফেরে, গরু মরে খেড়ে।

৭২৪৯ বাঙ্গাল মনুষ্য নয়, উড়ে এক জন্তু।
লাফ দিয়ে গাছে ওঠে, লেজ নাই কিন্তু।

৭২৫০ বাঙ্গাল যদি মানুষাঃ হরি হরি প্রেতাস্তদা কীদৃশাঃ।

৭২৫১ বাঙ্গালীর বাড়ি, ইহুদীর নারী, ইংরেজের গাড়ি।

৭২৫২ বাঙ্গালীর তেলে জলে দেহ।

*৭২৫৩ বাঙালকে হাইকোর্ট দেখানো।

৭২৫৪ বাঁচতে পায় না ভাতকাপড়, মরলে হবে দানসাগর।

৭২৫৫ বাঁচার লাগি খায়, তার বাড়ী বৈদ্য না যায়।
খাবার লাগি বাঁচে, বৈদ্য ঘুরে পাছে-পাছে॥

৭২৫৬ বাচাল, বেতাল, বেকুব, বদমাশ।
শুনবে না এদের কোন ফরমাশ॥

৭২৫৭ বাছা আমার ছিরিখণ্ডী, বসে আছে বড়াই চণ্ডী।

৭২৫৮ বাছা আমার বাঁচলে বাঁচি, বাছার আমার দুধে অরুচি।

৭২৫৯ বাছা আমার ভরমের টাটী,
কাঁকালে পাঁচ-ছয় চাবি কাটী।

৭২৬০ বাছা নাচে কাছা খুলে।

৭২৬১ বাছার আমার কিবা রূপ।
ঘুঁটে-ছাইয়ের নৈবিদ্যি, খেঙরা কাঠির ধূপ।

৭২৬২ বাছার আমার বাড়াবাড়ি,
ছ'আনা কাপড়ের ন' আনা পাড়ি।

৭২৬৩ বাছার কি দিব তুলনা।
মায়ের হাতে তুলের দাঁড়ি, মাগের কানে সোনা॥

৭২৬৪ বাছার কিবা মুখের হাই, তবু হলুদ মাখেন নাই।

৭২৬৫ বাছার গুণে ঘুম আসে না, কব কত লীলা।
বাপের গলার শেকল দিয়ে মায়ের ভাঙে পিলা॥

৭২৬৬ বাছার বাছা তুলে নাচা।

৭২৬৭ বাছুরে বাঘ চেনে না।

৭২৬৮ বাছুয়ার ভাতার মরদ, মরদের ভাতার কড়ি।
কুঠি যাবে তামার দড়ি আর বিড়ি॥

[ বাছুয়া—নারী, কড়ি—টাকাপয়সা, কুঠি—কোথায়, দড়ি আর বিড়ি—সাংসারিক সংস্থান। ]

৭২৬৯ বাজনা বাজিয়ে ধান ভানলেও তুষ ছাড়া হয় না।

*৭২৭০ বাছের বাছ।

*৭২৭১ বাজ খাঁই গলা।

*৭২৭২ বাজনার সঙ্গে কথা কওয়া।

৭২৭৩ বাঁজা বাঁজা ক'রে কত বাঁজীর হল ছেলে।
বাবা না ব'লে এখন ছেলে দাদা বলে॥

৭২৭৪ বাঁজার আত্তি বাঘের পথ্যি।

[ আত্তি—হাত্তি ]

৭২৭৫ বাঁজার ছেলেও হবে না, বাজনাও বাজবে না।

৭২৭৬ বাজার বুঝে ব্যবসা কর, গাত বুঝে পা ফেল।

৭২৭৭ বাজারে আগুন লাগলে পীরেরও ঘর মানে না।

[ তু—'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।' ভারতচন্দ্র ]

*৭২৭৮ বাজারে নাম লেখানো।

[ পতিতা বৃত্তি গ্রহণ। তু—বাজারে মেয়ে—পতিতা। ]

৭২৭৯ বাজারে নাম লেখালে জাতের ভয় কি।

*৭২৮০ বাজিকরের ঝুলি।

*৭২৮১ বাজি মাত্ বা, বাজি ভোর হওয়া।

*৭২৮২ বাজিয়ে দেখা।

*৭২৮৩ বাজে মার্কা।

৭২৮৪ বাঁজী জানে না প্রসব-বেদনা।

[ বাঁজী—বন্ধ্যা নারী। ]

৭২৮৫ বাঁজীর পুতকে হাঁচির ঘা সয় না।

৭২৮৬ বাজে কাজে কাটনা কামাই।

[ কাট্‌না—সুতা কাটা। ]

৭২৮৭ বাড়ব বাড়ব বড় ভয়, বাড়লে পরে সবই সয়।

৭২৮৮ বাড়াবাড়ি করবে যত, ছাড়াছাড়ি হবে তত।

৭২৮৯ বাড়া ভাত ছাড়া নয়।

*৭২৯০ বাড়া ভাত খাওয়া।

৭২৯১ বাড়া ভাত ফেলে উঠতে নেই।

৭২৯২ বাড়া ভাতে ছাই।

[ তু—'বাড়া ভাতে ছাই তোর, বাড়া ভাতে ছাই,
ধরেছে নীলের যমে আর রক্ষা নাই।'—
দীনবন্ধু, 'নীলদর্পণ'। ]

৭২৯৩ বাড়া ভাতে ছালি, ধোপ কাপড়ে কালি।

৭২৯৪ বাড়া ভাতে নেড়া গিন্নী।

৭২৯৫ বাড়া ভাতে শত্রু বাড়ে।

*৭২৯৬ বাড়ার ভাগ ঘণ্টা নাড়া।

৭২৯৭ বাড়ীও আছে, বেলাও আছে।

৭২৯৮ বাড়ী কাছে, উঠান দূর।

৭২৯৯ বাড়ীতে আছে শালগ্রাম,
দেখতে দেখতে তল গেলাম।

৭৩০০ বাড়ীতে বটে আসে যায়,
মনটা থাকে চরায়-বরায়।

৭৩০১ বাড়ীর কাছে বাড়ী, গ্রাম-সম্পর্কে খুড়ী।

৭৩০২ বাড়ীর গরু মাঠের ঘাষ খায় না।

[ পা—বাড়ীর গরু ঘাস খায় না। বাড়ীর গরু শুকনা খড় চিবাইতেই অভ্যস্ত, মাঠের কাঁচা ঘাস খাইতে অভ্যস্ত নহে। ]

৭৩০৩ বাড়ীর দক্ষিণে শকুনির বাসা,
ছাড় ভাই সে গাঁয়ের আশা।

৭৩০৪ বাড়ীর ভাত বাড়ীর কাপড়,
আমার পুত রাজার চাকর।
[ ব্রত কথার ছড়ার অংশ। ]

৭৩০৫ বাড়ীর মধ্যে এক ঘর, তার আবার সদর অন্দর।

৭৩০৬ বাড়ীর শোভা বাগ-বাগিচা, ঘরের শোভা উসারা।
দাঁতের শোভা মাজন-মিশি,
চোখের শোভা ইসারা॥
[ উসরা—বারান্দা, পূ বা প্রা। ]

৭৩০৭ বাড়ীর শোভা বাগ বাগিচা পুরুষের শোভা দাড়ী,
নারীর শোভা পোলাপুরি ঘরের শোভা নারী।

৭৩০৮ বাড়ীর শোভে বাগ বাগিচা ঘরের শোভে পিড়া,
নারীর শোভে শঙ্খ সিঁদুর দরিয়ায় শোভে ডিঙ্গা।

৭৩০৯ বাড়ী হতে বাহির হলাম সতীনের তাপে।
পথে গিয়ে দেখি আসে সতীনের বাপে॥

৭৩১০ বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তাহার অর্ধেক চাষ।

৭৩১১ বাতাস কোনদিকে বয়।
[ পা—হাওয়া কোনদিকে বয়। ]

৭৩১২ বাতাসও পেলাম, ঠেলাও খেলাম।

*৭৩১৩ বাতাসে গেরো বাঁধা।
[ পা—বাতাসে ফাঁদ পাতা। তু—'বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কোন্দল ভেজায়।'—ভারতচন্দ্র। ]

৭৩১৪ বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ ধ'রে দিতে পারি চাঁদ।

৭৩১৫ বাতাসের জোরে পাথরও পড়ে।

*৭৩১৬ বাতাসের সঙ্গে লড়াই করা।

৭৩১৭ বাতাসে হাঁড়ি ঠনঠন করে, রাজার বেটা পাখী মারে।
[ 'রাজার বেটা পাখী মারে'—একটি ছড়ার অংশ। ছড়ার অংশ সর্বদাই অর্থহীন, সুতরাং এই প্রবাদের অর্থ ইহার প্রথমাংশে প্রকাশ পাইয়াছে। ]

৭৩১৮ বা তেরা কুদরৎ, বা তেরা খেল।
ছুছুন্দর লাগায়ে চামেলিকা তেল্ল ॥

*৭৩১৯ বাঁদর নাচান।
[ পা—বাঁদর নাচ করা। ]

৭৩২০ বাঁদর বুড়ো হলেও গাছ বায়।

*৭৩২১ বাঁদরকে কলা দেখানো।

৭ ২২ বাঁদর সভাকর মদের ঘড়া, তিন নিয়ে গুপ্তিপাড়া।

৭৩২৩ বাঁদরের হাতে শালগ্রাম,
ঘষতে মাজ্‌তে যায় পরাণ।

৭৩২৪ বাঁদরীর চুল হলেও বাঁধতে জানে না।

৭৩২৫ বাদাবুনে বাঘ তুলসী বনে ঢুকলো।

৭৩২৬ বাঁদী পরের পা ধোয়ায়, নিজের পা ধোয় না।

*৭৩২৭ বাঁদী মারতে মঙ্গলবার।
[ বাঁদী বা চাকরাণীতে প্রহার করিতে দিন ক্ষণ দেখিবার প্রয়োজন হয় না। ]

৭৩২৮ বাদীর বেটা মোড়ল হল, কাঁথা প'রে তার বাপ ম'ল।

৭৩২৯ বাঁদীর মুখে হারাম গুজার।

*৭৩৩০ বাদুর চোষা তাল।

*৭৩৩১ বাদুড় ঝোলা।

৭৩৩২ বাঁদুরে বুদ্ধি।
[ পা—বাঁদুরে কেত্তন। ]

৭৩৩৩ বাদের ভাত খাই না খাই, উলুবনে ছড়াই।

৭৩৩৪ বাঁধলে টাটি, পরালে বেটী।

*৭৩৩৫ বাঁধা গৎ।

৭৩৩৬ বাঁধা গরু ছাড়া পেলে, তিন রাজ্যি এক করে।

৭৩৩৭ বাঁধা ছাগল ছেলেরও বশ।

৭৩৩৮ বাঁধা দেবে না, বেচে খাবে।

৭৩৩৯ বাধা মানে না গাধা।

*৭৩৪০ বাধো বাধো ঠেকা।

৭৩৪১ বান এলে সবাই কয়, বাঁধ দেবার বেলা কেউ নয়

৭৩৪২ বানর ট্যাক্স দিবার ভয়ে কথা কহে না।

৭৩৪৩ বানর মাটিতে পড়বার আগেই গাছের ডাল ধরে।

*৭৩৪৪ বানরের কাঁঠাল ভাঙা।

*৭৩৪৫ বানরের গলায় মুক্তার মালা।

৭৩৪৬ বানরের নেই সিঁড়ির কাজ।

*৭৩৪৭ বানরের মুঠো।

৭৩৪৮ বানরের সম্পত্তি গালে।

*৭৩৪৯ বানরের হাতে খঞ্জনি।

*৭৩৫০ বানরের হাতে খন্তা।

৭৩৫১ বানরের হাতে ঝুনো নারকেল।

*৭৩৫২ বানরের হাতে দর্পণ।

৭৩৫৩ বানরের হাতে পাকা আম,
বানর বলে রাম রাম।

৭৩৫৪ বানরের হাতে ফুলের মালা।
[ পা—· · গলায়······। ]

৭৩৫৫ বানরের হাতে শালগ্রাম শিলা।

৭৩৫৬ বাণিজ্য করিতে গেল দরিয়ার কুল,
কেউ করলো দুনো লাভ, কেউ হারালো মূল।

৭৩৫৭ বানের আগে জেলের ডিঙি।

৭৩৫৮ বানের আগে হাহুড়ী দৌড়ে।
[ হাহুড়ী –জঞ্জাল, খড়কুটা। ]

৭৩৫৯ বানের জলে টল্‌মল্‌।

*৭৩৬০ বানের জলে ভেসে আসা।
[ পা—ভেসে যাওয়া। ]

৭৩৬১ বানে বুনে বৃষ্টি, দোষে গুণে সৃষ্টি।

৭৩৬২ বানের মুখে বালির বাঁধ।

৭৩৬৩ বাপ কখনও লুকায় না,
সাগর কখনও শুকায় না।

৭৩৬৪ বাপকা বেটা সিপাহীকা ঘোড়া।
কুচ না হোবে তো থোড়া থোড়া॥
[ হিন্দী প্রবাদ, বাংলায় বহুল প্রচলিত। ]

৭৩৬৫ বাপ খুড়া যতদিন, দাওয়া মাড়া ততদিন।
[ মাড়া—খড় হইতে ধান আলাদা করা। ]

৭৩৬৬ বাপ গুণে বেটা, সেপাই গুণে ঘোড়া।
[ পা—মা গুণে ঝি। ]

৭৩৬৭ বাপ গুণে পো, মা গুণে ঝি।

৭৩৬৮ বাপ জানে না, বড় বাপ জানে,
গোঁজলা কেটে ফয়তা আনে।
[ বড় বাপ—ঠাকুরদাদা, পিতামহ, গোঁজলা—ঘরের দেওয়ালে ছিদ্র ; ফয়তা—পীরের শীরনী। ]

৭৩৬৯ বাপ জানে না, মা জানে না, হোগলা বনে বিয়ে।

৭৩৭০ বাপ জানে না স্ফূর্তি খেলা, বেটা তীরন্দাজ।

৭৩৭১ বাপ থাকতে বিদ্যমান, গয়ায় গিয়ে পিণ্ডদান।

৭৩৭২ বাপ-দাদায় নেই ডুলি, আগে গিয়ে ঢ্যাং তুলি।

৭৩৭৩ বাপদাদার নাম নেই, চাঁদ মোল্লার বেয়াই।

৭৩৭৪ বাপ নাম রাখে গুণবন্ত, ছেলেটি হয় মেড়াকান্ত।

৭৩৭৫ বাপ পুরুত, মা এয়ো, ঘরের জিনিস বাইরে না যেও।

৭৩৭৬ বাপ-পোয় বরতী, মায়ে ঝিয়ে এয়োতী।

৭৩৭৭ বাপ বড় বাপের নাম নেই, রঘুরাম ভুঁইয়ার নাতি।

৭৩৭৮ বাপ বলবার নাম নেই, হিদে জোলার নাতি।

৭৩৭৯ বাপ বলতে যতক্ষণ, শালা বলতে ততক্ষণ।

৭৩৮০ বাপ-বেটায় চাষ চাই, তা অভাবে সোদর ভাই।

*৭৩৮১ বাপ মা তোলা।

৭৩৮২ বাপ মা মরা দায়।

৭৩৮৩ বাপ মেরেছে উকুন, তাই ছেলে ধনুর্ধর।

৭৩৮৪ বাপ যদি টক খায়, ছেলের দাঁত কি টকে যায়।

৭৩৮৫ বাপে দিছে শ,' মায়ে দিছে পঞ্চাশ,
অভাগ্যা মুখে বলে জুতা নিছে হিঙ্গলে।

[ কাহিনীমূলক প্রবাদ। ছাতনা তলায় বসিয়াও এক মুখরা কন্যা কথা বলিয়া উঠিতে পারে এই আশঙ্কায় পিতা তাহাকে পাঁচ শত এবং মাতা পঞ্চাশ টাকা হাতে দিয়া তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু বরযাত্রের জুতা কুকুরে লইয়া যাইতেছে বলিয়া সে সহসা কথা বলিয়া উঠিল। হিঙ্গল—কুকুর ]

৭৩৮৬ বাপ রাজা ত ঝিয়ের কি, ভাই রাজা ত বোনের কি।

৭৩৮৭ বাপ রাজা ত রাজার ঝি, ভাই রাজা ত বোনের কি।

*৭৩৮৮ বাপু বাছা বলা।

*৭৩৮৯ বাপে তাড়ানো মায়ে খেদানো।

৭৩৯০ বাপে না পুতে, চোঙা ভ'রে মুতে।

৭৩৯১ বাপে পুতে ভাইকা ভাই,
কোন মতে দিন কাটাই।

৭৩৯২ বাপে পোয়ে কন্দল বাজে,
তা বিচারে অবুধ রাজে।

৭৩৯৩ বাপের উপরোধে সৎমার পায়ে গড়।

৭৩৯৪ বাপের কালে নেইক চাষ,
কার ভুঁই দাইতে যাস্।

*৭৩৯৫ বাপের কুপুত্র।

৭৩৯৬ বাপের কালে বাপ দেখিনি,
মাগো মা।

৭৩৯৭ বাপের গাঁতি, না, ধাপের গাঁতি।
যে রেখে খেতে পারে তারই গাঁতি॥

৭৩৯৮ বাপের গুণে পো, মায়ের গুণে ঝি।

৭৩৯৯ বাপের ঘর না শ্বশুর ঘর
মনরে আমার সবুর কর।
যদি হতো বাপের ঘর,
তুলে খেতাম দুধের সর।

৭৪০০ বাপের চাপদাড়ি, ছেলের থোড়াথুড়ি।

৭৪০১ বাপের জন্মে নেইক চাষ, ধানকে বলে দুব্বো ঘাস

৭৪০২ বাপের জন্মে নেইক ডুলি,
ভেঙে গেছে মোর পাছার খুলি;
নামা ডুলি নামা ডুলি।

*৭৪০৩ বাপের ঠাকুর।

৭৪০৪ বাপের দেওয়া কন্যা, রাজার দেওয়া ভূঁই।

৭৪০৫ বাপের নাম জানে না, কুলীন হতে চায়।

৭৪০৬ বাপের নাম শাকপাত, ছেলের নাম মিঠাই দাস।

৭৪০৭ বাপের পুকুর ব'লে কি তাতে ঝাঁপ দিতে হবে।

*৭৪০৮ বাপের পুণ্যে ত'রে যাওয়া।

৭৪০৯ বাপের পোঁদে নেইক চাম,
পুতের কানচাপা দাড়ি।

৭৪১০ বাপের বয়সে কলমা নেই, পাঁজা ভরা দাড়ি।

৭৪১১ বাপের বয়সে ঘোড়া নেই, কাঁধে চলে লাগাম।

৭৪১২ বাপের বাড়ী খেতে পায়, গুমরে কন্যা ব'সে খায়।

৭৪১৩ বাপের বাড়ী থাকে ঝি, লোকে তাই বলে—ছি।

*৭৪১৪ বাপের বিয়ে খুড়োর নাচন।

*৭৪১৫ বাপের বিয়ে দেখান।

*৭৪১৬ বাপের বেটা।
[ পা—বাপকা বেটা। ]

৭৪১৭ বাপের বোন পিসী ভাত-কাপড়ে পুষি।
মায়ের বোন মাসী কাদায় ফেলে ঠাসি॥

৭৪১৮ বাপের ভাগ্যি। বা, বাপের পুণ্যি।

৭৪১৯ বাপের ভাতে যাতায়াতি, ভাইয়ের ভাতে কাঁদাকাটি,
সোয়ামীর ভাতে অগড় বগড়,
পুতের ভাতে বড়ই ঝগড়।

৭৪২০ বাপের মুখে পাকনা দাড়ি,
ছেলের মোচ মাথায় টেড়ি।

*৭৪২১ বাপের শব্দে বর্তে যাওয়া।

*৭৪২২ বাবলাপুরে বিচার।

*৭৪২৩ বাবা আদমের আমল।

৭৪২৪ বাবাজীকে বাবাজী তরকারিকে তরকারি।
[ ইহা ধাঁধা, ইহার জবাব লাউ। দে.ইহাকে প্রবাদের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন, দে ৫৬৯৭ ]

৭৪২৫ বাবাজী যাচ্ছেন কি আস্‌ছেন বোঝা ভার।

৭৪২৬ বাবা বৈদ্যনাথের বরে,
যিনি যেতেন বাইরে, তিনি যান ঘরে।

৭৪২৭ বাবা ম'লো ভাল হল, হু'টো হুঁকো আমার হল।

৭৪২৮ বাবারও বাবা আছে।

৭৪২৯ বাবু বড় ভাগ্যবান, সাত বেঁড়ে লাঙল এক খান্‌।

৭৪৩০ বাবু বলে কেডারে,
আমি কি আর আছি রে॥
[ কেডা—কে ? ]

৭৪৩১ বাবু মরেন শীতে, আর ভাতে।

৭৪৩২ বাবুর বড় হাসি, সাতদিন উপবাসী।

৭৪৩৩ বাবুর বেটা গাড়োয়ান।

৭৪৩৪ বাবুরাম কর কাম কথা কইবে কে।
চাঁদেরে বিঁধিতে ধনা ধনু ধরেছে॥

*৭৪৩৫ বামন হয়ে চাঁদে হাত।

৭৪৩৬ বামন দেবে চাঁদে হাত,
স্বর্গে যাবে আস্তাকুঁড়ের পাত।

৭৪৩৭ বামনা শীত।

[ চৈত্র মাসে শেষ বার যে শীত পড়ে, তাহাকে পূর্ব বঙ্গে বামনা শীত বলে। কথিত আছে যে এক শীতবস্ত্রহীন ব্রাহ্মণ সারা শীতকাল কাটাইয়া যখন দেখিল যে চৈত্র মাসেও শীত পড়িয়াছে, তখন তাহার দুগ্ধবতী গাভী বিক্রয় করিয়া গায়ের কম্বল কিনিল। তাই চৈত্র মাসের শেষ কয়দিনের শীতকে বামনা শীত বলে।

*৭৪৩৮ বাম-শেয়ালী যাত্রা।

৭৪৩৯ বামুন করে মানের ভয়,
চাঁড়াল বলে আমাকে ডরায়।

৭৪৪০ বামুনকে বস্ত্রদান, আল্‌গা তার তানা।
বামুনকে তণ্ডুলদান, ভাঙা ক্ষুদ দানা॥
বামুনকে তৈজসদান, মধ্যে তার ছেঁদা।
বামুনকে গরুদান, সার তার লেদা।
বামুনকে হরিনাম, ওজন তার কম।
এ'ল যে পুরুত ও'ই যজমানের যম॥

৭৪৪১ বামুন গণক কাউয়া, তিন পরের খাউয়া।

৭৪৪২ বামুন গরু ছাগল, তিনই দড়ির পাগল।
[ ব্রাহ্মণের পক্ষে দড়ি তাহার পৈতা। ]

৭৪৪৩ বামুন গেল ঘর, ত লাঙল তুলে ধর।

৭৪৪৪ বামুন ঘরে খাবে ভাত, গোবর দেবে আড়াই হাত।

৭৪৪৫ বামুনচোষা কল্‌কে, কায়েতচোষা গাঁ।

৭৪৪৬ বামুন ঠাকুর বামুন ঠাকুর চাল চিবাতে পার?
নিজের নারি পরের পারি যত দিতে পার।

৭৪৪৭ বামুন না হই, দক্ষিণা না দিলে, মারতে কইল কে।

৭৪৪৮ বামুন বাড়ীর ভাত, কপালে দিও হাত।

৭৪৪৯ বামুন বাড়ীর ভাত, তার নাম পরসাদ।

৭৪৫০ বামুন বাসক বাঁশ, তিনে বাস্তুনাশ।

৭৪৫১ বামুন বাদল বান, দক্ষিণা পেলেই যান।

৭৪৫২ বামুন মুচ্ছুদ্দি ধোপা গোমস্তা,
এদের নেই বুঝ ব্যবস্থা।

*৭৪৫৩ বাম-শূদ্র তফাৎ।

*৭৪৫৪ বামুনে কপাল।
[ভাগ্যহীন]

৭৪৫৫ বামুনে দক্ষিণা ধরে, ঢেঁকির নামেও চণ্ডী পড়ে।

৭৪৫৬ বামুনে মন্ত্র পড়ে, পাঁঠা কি কানে শোনে।

৭৪৫৭ বামুনের গরু, খায় অল্প, নাদে বেশী,
দুধ দেয় কলসী কলসী।

*৭৪৫৮ বামুনে চাষ।

৭৪৫৯ বামুনের ঘরে খাই ভাত,
গোবর দিই সাত হাত।

৭৪৬০ বামুনের ঘরে মূর্খ হলে ক্রিয়া পণ্ড করে।
রোজার ঘরে মূর্খ হলে রোগীর দফা সারে॥

৭৪৬১ বামুনের পাতে লবণ নাই, ধোপার পাতে চিনি।

৭৪৬২ বামুনের পো বাউরীর ভাত খায়,
পেট ভরে না, জাত যায়।

*৭৪৬৩ বামুনের ভাতে থাকা।

৭৪৬৪ বামুনের মড়া জলে ভাসে,
ফলারের নামে উঠে বসে।

৭৪৬৫ বামুনের রাগ খড়ের আগুন।

৭৪৬৬ বায়ুর আগে মন চলে।

৭৪৬৭ বায়ের আগে বার্তা ছোটে।

৭৪৬৮ বায়ের পোলা বায়ে বাড়ে,
বছরের পোলা ছয় মাসে বাড়ে।

৭৪৬৯ বার করলাম, ব্রত করলাম, স্বর্গে দিলাম বাতি।
যুবাকালে রঙ্গ ক'রে বৃদ্ধকালে সতী॥

৭৪৭০ বার কাঁদি নারকেল, তের কাঁদি কলা।
আজ আমাদের রাণীর উপবাসের পালা॥

৭৪৭১ বার কুঁহলীর উপর তের কুঁদুলী।

৭৪৭২ বার ঘরে পাড়া, তের ঘর মারে,
সাক্ষী করব কারে।

*৭৪৭৩ বার জন তের অবতার।

৭৪৭৪ বারটা ঝাড়লাম, তেরটা ম'লো,
তুই না ম'রে অপযশ হ'ল।

৭৪৭৫ বার নাতি তের পুতি, তবু বুড়ার অধোগতি।

৭৪৭৬ বার নারকেল তের বামুনের ঘাড় ভাঙে।

৭৪৭৭ বার পয়সার আয়ে তের পয়সার পোষাণি।

৭৪৭৮ বার বছর অন্তর গোবিন্দ-দ্বাদশী।

৭৪৭৯ বার বছর চোঙার মধ্যে রাখলেও,
কুকুরের লেজ সোজা হয় না।

৭৪৮০ বার বঁড়শি তের জাল, পলোতে গেল ঘাড়ের ছাল।
ছাই মাথা কান কাটা, ত্রিভুবন দেখাল চিল বেটা।
যে না বোঝে টিপ্‌টিপর ভাও, তারে গিয়ে টিপটিপাও॥
[ইহা একটি ধাঁধা। দে ইহাকও প্রবাদের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন।]

৭৪৮১ বার বাড়ী তের খামার,
যে বাড়ী যাই সে বাড়ী আমার।

৭৪৮২ বার বাড়ীতে পার্বণ,
ভিতর বাড়ী ঠন্‌ঠন।

৭৪৮৩ বার বাড়ীতে ব'সে শুনি সম্বরার ঠাট,
ভিতর বাড়ী গিয়ে দেখি মূলো চচ্চরি ভাত।

৭৪৮৪ বার বার মুরগী তুমি খেয়ে যাও ধান।
এইবার তোমার আমি বধিব পরাণ॥

৭৪৮৫ বার বুড়োর তের দোষ।

৭৪৮৬ বার ভাগাড়ে ঘর, বামুন বুবো ছুবাদ কর।

৭৪৮৭ বার মাস ব্রহ্মোত্তর, অগ্রাণ মাসে খামার।
ধান খান ভবানন্দ, ব্রহ্মোত্তর আমার ॥

৭৪৮৮ বার মাসে তের পার্বণ।

৭৪৮৯ বার মাসে বার ফল, না খেলে যায় রসাতল।

৭৪৯০ বার মাসের থলি ঝাড়ি, যা চাও তা দিতে পারি।

৭৪৯১ বারমেসে আড়াআড়ি, দু'দিনেতে ছাড়াছাড়ি।

৭৪৯২ বার রাজপুত, তের হাঁড়ি,
কেউ খায় না কারো বাড়ী।

৭৪৯৩ বার হাটের বাছ কড়ি।

৭৪৯৪ বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি।

৭৪৯৫ বার হাত গরুর তের হাত শিং।

৭৪৯৬ বার হাত পুকুরের তের হাত মাছ।
ধরলেও ধরে যায় আড়াআড়ি ধাঁচ ॥

৭৪৯৭ বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান,
একবার পড়লে ধরা যাবে তোমার জান।

৭৪৯৮ বারো ঘরে পাড়া, তেরো ঘরে মারে,
সাক্ষী মান্‌বো কাবে ?

*৭৪৯৯ বারোটা বেজে যাওয়া।

*৭৫০০ বারো ভূত।

৭৫০১ বারো ভুঁইঞা।

৭৫০২ বাল ছিঁড়লেও দেহের ওজন কমে না।

৭৫০৩ বালক-বোলতার একই ধারা।

৭৫০৪ বালকা ভালা বোলনা চালনা,
বহুড়ীকা ভালা চুপ।
ভেককা ভালা বরষা বাদর,
অজকা ভালা ধূপ।

[ বালকের কথা বলা ভাল, বউ চুপ করিয়া থাকা ভাল, বর্ষা বাদল ভেকের পক্ষে ভাল, পাঁঠা বা ছাগলের পক্ষে রৌদ্র ভাল। ]

*৭৫০৫ বাল্তি বামুন।

৭৫০৬ বাল্তীর ঘরে আগড়।

৭৫০৭ বালতীর বেটা পবনী, ঘর থাকতে শুতে পায় না।

*৭৫০৮ বালাই নিয়ে মরা।

৭৫০৯ 'বালাদপি সুভাষিতং গ্রাহ্যম্।'

৭৫১০ 'বালানাং রোদনং বলম্'।

৭৫১১ 'বালাস্ত্রী ক্ষীর-ভোজনম্।'

*৭৫১২ বালির বাঁধ।

[ তু—'বড়র পীরিতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।' ]

৭৫১৩ বালির বাঁধ, সাধের প্রীতি, এই দুইয়ের একই রীতি।

*৭৫১৪ বালির বাঁধে বানের জল আটকান।

৭৫১৫ বালের আবার জুলপি।

৭৫১৬ বালের বাল হরিদাস পাল।

৭৫১৭ বাঁশ কাটা, না মাস কাটা।

৭৫১৮ বাঁশতলায় কলাগাছ।

৭৫১৯ বাঁশ পাকলে সরু,
পোদ পাকলে গরু,
কায়েত পাক্লে হীরের ধার,
বামুন পাক্লে গল্পসার।

*৭৫২০ বাঁশবনে ডোম কানা।

৭৫২১ বাঁশ বাকস ডোবা, তিন নদের শোভা।

৭৫২২ বাঁশ বাড়লেই বাস্তু নাশ।

৭৫২৩ বাঁশ মরে ফুলে, মানুষ মরে বুলে।

৭৫২৪ বাঁশ যদি পড়ে জলে, কি করতে পারে তালে।

৭৫২৫ বাঁশী হারিয়ে শিঙেতে ফুঁ।

৭৫২৬ বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়।

৭৫২৭ বাঁশের চেয়ে খরগোস বড়।

৭৫২৮ বাঁশের ঝাড়ে নল হয় না।

৭৫২৯ বাস করব নগরে, মরব গিয়ে সাগরে।
[ ব্রতকথার ছড়ার অংশ। ]

৭৫৩০ বাস করবে গাঁয়ের মাঝে,
চাষ করবে যার মা-বাপ আছে।

*৭৫৩১ বাসায় গিয়ে মরে থাকা।

*৭৫৩২ বাসি করা কাপড়।

*৭৫৩৩ বাসি পাট।

*৭৫৩৪ বাস্তু ঘুঘু।

*৭৫৩৫ বাহাত্তুরে ধরা।

৭৫৩৬ বাহির বাড়ী ব'সে শুনি সম্বরার ঠাট।
বাড়ীর ভিতর গিয়ে দেখি মূলা-চচ্চড়ি ভাত॥

৭৫৩৭ বাহির বাড়ী বাস, ভিতর বাড়ী কাছারি।
বউয়ের পরণে টেনাখান, ধাইয়ের পরণে শাড়ি॥

৭৫৩৮ বাহির বাড়ী লণ্ঠন, ভিতর বাড়ী ঠন্ঠন্।

৭৫৩৯ বাহিরে কোঁচার পত্তন, ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন।

৭৫৪০ বাহিরে দেখতে সাদা সাজ,
ঢাকা আছে ঢাকাই কাজ।

৭৫৪১ ব্যাটার ভাত খাবি মা জননী,
বৌকে বল মা সুমধুর বাণী।

*৭৫৪২ বিকারী রোগীর জল পান।

*৭৫৪৩ বিক্রমপুর পাঠানো।
[ বিক্রয় করিয়া দেওয়া অর্থে। ]

৭৫৪৪ বিচার ক'রে দেখ ভাই, এক ছাড়া দুই নাই।

৭৫৪৫ বিচারে পণ্ডিত, আচারে ভূত।

*৭৫৪৬ বিছার কামড়।

৭৫৪৭ বিছুটি-ঝাড়ের আম গোপীনাথের।

৭৫৪৮ বিটির বেদনা মায়েই জানে।

*৭৫৪৯ বিড়াল তপস্বী।

*৭৫৫০ বিহুরের ক্ষুদ।

৭৫৫১ বিদেশের রুই, দেশের পুঁটি।

৭৫৫২ বিদ্যা আসে বেতের ডগায়।

[বেত দ্বারা প্রহার না করিলে বালকের বিদ্যালাভ হয় না।]

৭৫৫৩ 'বিদ্যা কামদুঘা ধেনুঃ, সন্তোষো নন্দনং বনম্।'

৭৫৫৪ 'বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্।'

৭৫৫৫ বিদ্যা স্থানে ভয়ে বচ।

[সংস্কৃত স্তোত্রাংশের বিকৃত উচ্চারণের ফল।]

৭৫৫৬ বিদ্যাহীন নর পশুর সমান।

*৭৫৫৭ বিদ্যাদিগ্‌গজ।

*৭৫৫৮ বিদ্যার জাহাজ।

৭৫৫৯ বিদ্যার মধ্যে বর্ণপরিচয় বাকি।

৭৫৬০ 'বিদ্যারম্ভে গুরুঃ শ্রেষ্ঠঃ।'

৭৫৬১ বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্যের পূজায় বড় ঘটা।
বাঁশের পাতা নৈবেদ্য, কচুর ডাটা পাঁটা।

৭৫৬২ বিদ্যে-সিদ্যে সব হল, দেশ করলে জয়।
এখন একটা লেজ বেরুলেই হয়॥

৭৫৬৩ বিধবার একাদশী, করলে আর ভাল কি,
না করলেই মন্দ।

৭৫৬৪ বিধবা হলে ব্যবস্থা বাড়ে।

৭৫৬৫ বিধাতা করেছেন মুটে, মোট বই গে মরে কুটে।

৭৫৬৬ বিধাতা পুরুষ না মাপালে,
ভাত না মেলে কারো কপালে।

৭৫৬৭ বিধাতার বাজি, কেউ খায় হাঁড়া ভাত,
কেউ খায় কাঁজি।

৭৫৬৮ বিধির নির্বন্ধ, বা, বিধির বিপাক।

৭৫৬৯ বিধি বাদী সমান।

৭৫৭০ বিধি যখন মাপায়, উপরি উপরি চাপায়।

৭৫৭১ বিধি যদি করে মন, পুত বিয়তে কতক্ষণ।

৭৫৭২ বিধি যদি বিপরীত,
কেবা করে কার জিত।

৭৫৭৩ বিধির উপর হাকিম কাজি,
বিধির উপর কারসাজি।

৭৫৭৪ বিধির মনে যা, নিশ্চয় ঘটবে তা।

৭৫৭৫ বিধির মার, দুনিয়ার বার।

৭৫৭৬ বিধির লিখন না যায় খণ্ডন।

৭৫৭৭ বিধির লেখা চর্মে ঢাকা,
ফলতে হবে কালে কালে।

৭৫৭৮ বিধিলিপি কপাল জোড়া।

৭৫৭৯ বিধি হলে বাম, কি করবে রাম।

৭৫৮০ বিনা খাটুনি খায় ভাত,
শরীরে করে উৎপাত।

*৭৫৮১ বিনা দানে মথুরা পার।

৭৫৮২ বিনা পয়সায় পেলে বিষও খায়।

৭৫৮৩ বিনা বাতাসে গাঙ নড়ে না।

৭৫৮৪ বিনা মাহিনায় চাকরে মোড়ল।

৭৫৮৫ বিনা মেঘে জল।

৭৫৮৬ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। বিনা মেঘে বর্ষণ

৭৫৮৭ 'বিনা যুদ্ধেন কেশব'।

৭৫৮৮ বিনাশকালে বুদ্ধি টালে।

*৭৫৮৯ বিনা সম্বলে পথ চলা।

১৫৯০ বিনি চূণে গুয়া খায়, ঘাট এড়িয়ে অঘাটে নায়।
মাগ মরণে শ্বশুরবাড়ী যায়,
যে কান্দিয়া রাত্রি পোহায়।
হইলে ভাত করে রোষ,
এ চারি জনার মইলে না দোষ।

*১৫৯১ বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদা।

১৫৯২ বিন্তে তোলো তোলো বান।

১৫৯৩ বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি, পুকুরের সৃষ্টি।

*১৫৯৪ বিন্দু বিসর্গ।

*১৫৯৫ বিন্দে দূতী।

১৫৯৬ বিপদ একা আসে না।

১৫৯৭ বিপদ যখন আসে, উড়ে আসে।

১৫৯৮ বিপদ আপদে প্রকাশ পিরীত।

১৫৯৯ বিপদে প'ড়ে রাম-নাম, বা বিপদে মধুসূদন।

১৬০০ বিপদে পড়লে বুদ্ধি বাড়ে।

১৬০১ বিপদে শিবের গোঁড়া, সম্পদে শিব ত নোড়া।

১৬০২ বিপাকে বাপেরও মাথা যায়।

১৬০৩ বিপ্রনিন্দা কুলক্ষয়।

১৬০৪ বিবাদে যদি থাকে মন, ছলের অভাব কতক্ষণ।

১৬০৫ বিবাদের টেরা কথা, জ্বরের মাথাব্যথা।

১৬০৬ বিবাহ তৃতীয়পক্ষে, সে কেবল পিত্তিরক্ষে।

*১৬০৭ বিবাহে বিবিধ রাখা।

*১৬০৮ বিভীষণ গৃহশত্রু।
[ পা—গৃহশত্রু বিভীষণ। ]

১৬০৯ বিবি যখন লায়েক হবে, মিঞা তখন কবর লবে।

১৬১০ বিবেচনার ধন্বি, গঙ্গা ফেলে পুষ্করণী।

১৬১১ বিমাতা বিষের ঘর।

১৬১২ 'বিমুখ ব্রহ্মাস্ত্র আসি অস্ত্রীকেই বধে।'

*৭৬১৩ বিয়ন্ত বাঘিনী।

৭৬১৪ বিয়ানে বিকালে তের অক্ত রাইতে ছুগলা চিরা,
আর যদি খাইয়া থাকি হায়রে স্বামী পুতের কিরা
[ তের অক্ত—তের বার। ]

৭৬১৫ বিয়ালো না মা, বিয়ালো মাসি,
ঝাক খেয়ে মরে পাড়া পড়শী।

৭৬১৬ বিয়াল্লিশের হাতে গৌরীদান,
ঠাকুর মন্ত্র পড় 'বলিদান'।

৭৬১৭ বিয়েও হল না, ধান ভানাও গেল না।

৭৬১৮ বিয়ে করা বড় মজা, যতদূর পা তত দূর শেজা।

৭৬১৯ বিয়ে নয় উদোমেলা, হাঁড়ীখাকী বলে এই বেলা।

৭৬২০ বিয়ে না হয় নাই করেছি,
সঙ্গেও ত বরের গেছি।

৭৬২১ বিয়ে ফাঁদতে কড়ি, ঘর বাঁধতে দড়ি।

*৭৬২২ বিয়ে ফুরোলে অধিবাস।

*৭৬২৩ বিয়ে ফুরোলে ছাদ্‌নাতলায় লাথি।

৭৬২৪ বিয়ে ফুরোলে বাজনা, কিস্তি ফুরোলে খাজনা।

৭৬২৫ বিয়ে বলে—জুড়ে দে', ঘর বলে—ভেঙে দে'।

৭৬২৬ বিয়ে বাকি যত দিন, লেখাপড়া তত দিন।

৭৬২৭ বিয়ে-বাড়ীর কাম, ঘুরলে ফিরলে নাম।

৭৬২৮ বিয়ে বিয়ে করলে মন, বিয়ে হতে কতক্ষণ।

৭৬২৯ বিয়ের কনে বলে—হাগব।

*৭৬৩০ বিয়ের জল গায়ে পড়া।

৭৬৩১ বিয়ের জল পেলে, কনে ওঠে বেড়ে।

৭৬৩২ বিয়ের ডাকও পড়ল, হাগার কথাও মনে হল।

৭৬৩৩ বিয়ের তিন দিন পরে থাক্,
তিন মাস পরে ক'রো জাঁক।

*৭৬৩৪ বিয়ের ফুল ফোটা।

৭৬৩৫ বিয়ের বাকী মাস পাঁচ ছয়,
কাপড় তোলে হাত পাঁচ ছয়।

৭৬৩৬ বিয়ের সঙ্গে দেখা নেই, বেটীর গড়ায় খাড়ু।

*৭৬৩৭ বিয়ের সময় বলিদানের মন্ত্র।

৭৬৩৮ বিয়ে হবে কার? না, আমার।
পোঁদ ফাটবে কার? না, বাবার॥

৭৬৩৯ বিয়ে হলে ঘর চলে না।

*৭৬৪০ বিরাশী সিক্কার ওজন।

৭৬৪১ বিরূপাক্ষের ফাটা, কালাপাহাড়ের কাটা।

৭৬৪২ বিলম্বে কার্যসিদ্ধি।

৭৬৪৩ বিল শুকাবে যখন, বকের আমোদ তখন।

*৭৬৪৪ বিলে খাওন, ঘরে এসে নাদন।

*৭৬৪৫ বিলের গরু বদরের শিন্নি।

৭৬৪৬ বিলের মধ্যে ইঁদুর রাজা।

৭৬৪৭ বিলের মধ্যে চিলের বাসা।

*৭৬৪৮ বিল্বপত্র শোঁকানো।

৭৬৪৯ বিশ্বকর্মার বেটা বেয়াল্লিশকর্মা।

৭৬৫০ বিশ বচ্ছরে গুণবিদ্যা চল্লিশে হচে ধন।
পঞ্চাশ-ষাইট বছর হইলে
আগুরিয়া হবে বাড়ীর কন।

[ গুণবিদ্যা—আভিচারিক বিদ্যা, এখানে যাবতীয় বিদ্যা. আগুরিয়া—আগলাইয়া। কন—কোণ। ]

*৭৬৫১ বিশ বাঁও জলে।

৭৬৫২ বিশে পাগলা বলে—চণ্ডে পাগলা আসছে।

৭৬৫৩ বিশ্বকর্মাও ঋষি, পদীর মাও পিসী।

৭৬৫৪ বিশ্বকর্মা যত কারিগর তা জগন্নাথে দেখা গেছে।

*৭৬৫৫ বিশ্বকর্মার ছুঁচ গড়া।

৭৬৫৬ বিশ্বাস ভাঙলে জোড়া লাগে না।

৭৬৫৭ ‘বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু, তর্কে বহুদূর।’

৭৬৫৮ ‘বিশ্বাসো ফলদায়কঃ।’

৭৬৫৯ ‘বিষকুম্ভং পয়োমুখম্।’

৭৬৬০ বিষ খেয়ে বিশ্বম্ভর।

*৭৬৬১ বিষ ঝাড়া।

*৭৬৬২ বিষদাঁত ভাঙা।

*৭৬৬৩ বিষ নয়নে পড়া।

৭৬৬৪ বিষ নাই তার কুলোপানা চক্কর।

৭৬৬৫ বিষফোঁড়া, তুমি কেন ছোট ?
আমার মুখখান একটু খোঁট।

*৭৬৬৬ বিষয় করলে খই-কলা।

৭৬৬৭ বিষয় বাড়লে ব্যবস্থা বাড়ে।

৭৬৬৮ বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া।

৭৬৬৯ বিষহারা ঢোঁড়া, তার গর্জ্জন দেশ জোড়া।

৭৬৭০ বিষে বিষক্ষয়।

৭৬৭১ বিষের আবার চার সের।

৭৬৭২ বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই, কুলোপানা চক্কর

*৭৬৭৩ বিষ্ণু-পাঁজর।

৭৬৭৪ ‘বিষ্ণবে’ নমঃ।

*৭৬৭৫ বিষ্ঠাকীট।

*৭৬৭৬ বিসমিল্লায় গলদ।

৭৬৭৭ বিস্তর লোভে বামুন ডোবে,
অতি লোভে তাঁতী ডোবে।

৭৬৭৮ বিস্তর বাড়ে পতন।

৭৬৭৯ বিহানী লৌকিক যে জন ছাড়ে,
শনিঠাকুর ঘুরায় তারে।

৭৬৮০ বিহানে বাদল বাদল নয়,
মায়ে ঝিয়ে কোঁদল কোঁদল নয়।

১৬৮১ 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'।

১৬৮২ বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না।

১৬৮৩ বুকে খেয়ে মুখে মারে।

*১৬৮৪ বুকে ঢেঁকির পাড় পড়া।

*১৬৮৫ বুকে ব'সে দাড়ি ওপড়ান।

*১৬৮৬ বুকে ব'সে ভাত রাঁধা। বুকে ভাতের হাঁড়ি চড়ান,
বুকে উনান পাতা।

১৬৮৭ বুকে সাহস নেই, মুখে সাহস।

*১৬৮৮ বুকের পাটা।

*১৬৮৯ বুকের রক্ত জল হওয়া।

১৬৯০ বুঝতে নারি বিধির ছন্দ, ভাল করতে হল মন্দ।

১৬৯১ বুঝতে নারি সেকরার ঠাড়, বলে এক করে আর।

১৬৯২ বুঝ নর, যে জান সন্ধান।

১৬৯৩ বুঝলাম তোমার গিন্নীপনা,
তেল থাকে ত নুন থাকে না।

১৬৯৪ বুঝি হতভাগার দেশে,
যম গিয়েছে বানে ভেসে।

১৬৯৫ বুঝে কথা বল, দেখে পথ চল।

১৬৯৬ বুঝের দুষমনও ভাল
বে-বুঝের দোস্তও ভাল না।

১৬৯৭ বুড়াকালে ধরেছে রসে, কাঁচা হলুদ গায়ে ঘসে।

১৬৯৮ বুড়া গরু চোরা ধান, যে বেচে সে সেয়ান।

১৬৯৯ বুড়া গরু, বস্ত্র পুরাণ, চোরা গাই, গাব্ধিচুষা ধান;
সেই সেয়ান যে বেচতে না করে আন্॥

১৭০০ বুড়া বয়স ঘনরস আতর মাখা গোঁপ।
ফোগ্‌লা দাঁত মিষ্টি হাসি বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ॥

১৭০১ বুড়াবয়সে চূড়াকরণ।
[ পা—বুড়া বয়সে চূড়া বাঁধি।' ]

৭৭০২ বুড়া মলো ভালো হ'লো,
দু' সতীনে পীরিত হ'লো।

৭৭০৩ 'বুড়া হলি তবু গেল না ঠাট,
রাঁড় হয়ে যেন ষাঁড়ের নাট।'

৭৭০৪ বুড়িতে চতুর, কাহনে কানা।

৭৭০৫ বুড়ী কাছে গেলেই পাঁচিল পড়ে।

*৭৭০৬ বুড়ী ছোঁয়া।

৭৭০৭ বুড়ীদিদিকে আবার শেখায় কি।

৭৭০৮ বুড়ী মরে কি চামড়াই ছেঁড়ে।

৭৭০৯ বুড়ীর আগ দুয়ারেও ভয়, বুড়ীর পাছ দুয়ারেও ভয়।
সকল কথা থুয়ে বুড়ী কামের হিসাব লয়।

৭৭১০ বুড়ো গরু, বিয়ানও শেষ।

৭৭১১ বুড়ো গরু ভাবে—সে কখনো বাছুর ছিল না।

*৭৭১২ বুড়ো দাদাকে গায়ত্রী শেখানো।

*৭৭১৩ বুড়ো দিয়ে জরা শোধ।

৭৭১৪ বুড়ো নয় রসের গুঁড়ো।

*৭৭১৫ বুড়ো বয়সে দুধতোলানি।

৭৭১৬ বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ।
[ পা—...নাচ। ]

৭৭১৭ বুড়ো বয়সে নবীন নারী, জ্বর বিকারে বিলের বারি।
আধ মরা তার নয়নবাণে,
দেখতে পায় না চোখে কানে।

৭৭১৮ বুড়ো বয়সে পেট কেন? যার খাই সে ছাড়বে কেন?

৭৭১৯ বুড়ো বয়সে বিয়ে, পুরাণ কাপড় সিয়ে।

৭৭২০ বুড়ো বাঁদরেও গাছ বায়।

*৭৭২১ বুড়ো বাঁদরকে নাচ শেখানো।

৭৭২২ বুড়ো, বাপের খুড়ো।

*৭৭২৩ বুড়ো ময়না।

৭৭২৪ বুড়ো মেরে খুনের দায়।

৭৭২৫ বুড়ো হ'লে হয় ভাম,
ভুলে যায় খোদার নাম।

৭৭২৬ বুড়োর আবার মরবার ভয়।

৭৭২৭ বুড়োর নেই কাজ, ভাঙে আর বাঁধে।
বুড়ীর নেই কাজ, ফেলে আর বাছে॥

৭৭২৮ বুড়োর মাথায় শালিক নাচে,
আর কি বুড়োর বয়স আছে।

*৭৭২৯ বুড়ো শালিককে রাম-নাম শেখানো।

৭৭৩০ বুড়ো শালিক পোষ মানে না।

*৭৭৩১ বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া।

৭৭৩২ বুড়ো হলে বক চেনে না।

৭৭৩৩ বুড়ো হলে বাহাত্তুরে পায়, বুদ্ধিসুদ্ধি গুলিয়ে যায়।

৭৭৩৪ বুড়ো হলে ভীমরতি হয়।

৭৭৩৫ বুড়ো হাগে মরতে, ছেলে হাগে তরতে।

৭৭৩৬ বুড়ো হাড় ওষুধে লাগে।

৭৭৩৭ বুদ্ধিগুণে হা-ভাত, বুদ্ধিগুণে খা' ভাত।

*৭৭৩৮ বুদ্ধিতে বৃহস্পতি।

৭৭৩৯ বুদ্ধিতে সকল ঘটে, কপালের সঙ্গে কেহ না আঁটে।

৭৭৪০ বুদ্ধিতে সেরা বৃহস্পতি, যুদ্ধে সেরা কর্ণ।
জাতির সেরা ব্রাহ্মণ, ধাতুর সেরা স্বর্ণ॥

৭৭৪১ বুদ্ধি থাকতে মাগের পাতে ভাত খায়।

*৭৭৪২ বুদ্ধিমান ইঁদুরের বেরাল দেখে দৌড়।

৭৭৪৩ বুদ্ধি নেই জাফর আলি, জোয়ারের সময় বাঁধে আলি।

৭৭৪৪ বুদ্ধিমানকে বুঝান যায় আকারে প্রকারে।
নির্বোধকে বুঝাতে হয় চড়ে আর চাপড়ে॥

৭৭৪৫ বুদ্ধি নেই, বেটার বিয়া,
পান কিনতে গেছে কুতুবদিয়া।

৭৭৪৬ বুদ্ধি যার, বল তার।

*৭৭৪৭ বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দেওয়া।

*৭৭৪৮ বুদ্ধির ঢেঁকি।

৭৭৪৯ 'বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য।'

৭৭৫০ বুদ্ধির দোষে পাই কষ্ট, কাঁকড়া খেয়ে রবিবার নষ্ট।

৭৭৫১ বুদ্ধিশুদ্ধি নেই শুধু বড় বড় হাঁ।
জলের কাছে নিয়ে গিয়ে ভিজিয়ে ভিজিয়ে খা॥

*৭৭৫২ বুধে সাত পুতে নেঙটা।
[ বুধবারে নূতন কাপড় পরিলে সাত পুত থাকিতেও নেঙ্টা থাকিতে হয়। ]

৭৭৫৩ বুধে সাত পুতের মা নেঙটা।

৭৭৫৪ বুনলাম ধান, তুললাম তিল,
ফললো রুদ্রাক্ষ, খেলাম কিল।

৭৭৫৫ বুনি মরেছে কুনিকে বল, ক্ষেতি কেঁদে আকুল হল।

৭৭৫৬ বুলবুলি লো সই, প্রাণের কথা কই।
আজ খেলে আমার বাড়ী, কাল খাবে কই॥

*৭৭৫৭ বুলবুলের সাধ্য নেই বটফেল গেলা।

৭৭৫৮ বৃত্তি বাইরে করে ব্যয়, তার লক্ষ্মী ক'াদন রয়।

*৭৭৫৯ বৃথা-মাংস।

৭৭৬০ 'বৃদ্ধত্বং জরসা বিনা'।

৭৭৬১ 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা'।

৭৭৬২ 'বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যম্'।

৭৭৬৩ বৃদ্ধা নারী পতিব্রতা।

৭৭৬৪ 'বৃন্দাবনং পরিত্যাজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি'।

৭৭৬৫ বৃন্দাবনে আছেন হরি, ইচ্ছা হলে রইতে নারি।

৭৭৬৬ বৃষকাঠ।

৭৭৬৭ বৃষ্টির জলও লুকায়, চোখের জলও শুকায়।

*৭৭৬৮ বৃষ্টির তরে জলে ঝাঁপ দেওয়া।

৭৭৬৯ বৃহৎ কার্যে দোষ নাই।

৭৭৭০ বৃহতের মহৎ দান।

৭৭৭১ বৃহন্নলা রথী যার, পরাজয় কোথা তার।

*৭৭৭২ বৃহস্পতিবারের বারবেলা।

৭৭৭৩ বে-আক্কেলে কয়—সংসার আমার।

৭৭৭৪ বেইমানের আবার বেড়া।

৭৭৭৫ বেকারের চেয়ে বেগার ভাল।

৭৭৭৬ বেগম চেনে না বেগুন।

*৭৭৭৭ বেগার ঠেলা কাজ।

৭৭৭৮ বেগার দিয়ে ছুঁচিও না, পোঁদের গু যাবে না।

৭৭৭৯ বেগারের দৌলতে গঙ্গাস্নান।

৭৭৮০ বেগুনক্ষেত ঘুচে মুলোক্ষেত হবে।

*৭৭৮১ বেগুন গাছে আঁকাশি।

৭৭৮২ বেগুন তোর পোঁদ কেন খাড়া, না,
মোর বংশাবলীর ধারা।

৭৭৮৩ বেঙ্ ডাকে ঘন ঘন, শীঘ্র বৃষ্টি জেনো।

*৭৭৮৪ বেঙ তড়কা বাজ।

৭৭৮৫ বেঙ্ দেখে পুকুর কেটেছে মুতে ভাসাবার তরে।

৭৭৮৬ বেঙ বলে সাপকে—কারো কড়ি ধারি না।

*৭৭৮৭ বেঙ মারতে সোনার কাঁড়।

৭৭৮৮ ‘বেঙ সাপ সম চঢ়িল জাই’।
[ বেঙ, সাপের মাথায় চড়িয়া যায়—বৌদ্ধ গান। ]

৭৭৮৯ বেঙও চায় ঠেঙ মেলতে,
কুঁজোও চায় চিৎ হয়ে শুতে।

*৭৭৯০ বেঙাচির লেজ খসা।

*৭৭৯১ বেঙের আড়াই হাত।

*৭৭৯২ বেঙের আধুলি।

*৭৭৯৩ বেঙের আবার কাসি।

৭৭৯৪ বেঙের আশা পাহাড় ডিঙোয়।

*৭৭৯৫ বেঙের ছাতা।

*৭৭৯৬ বেঙের নাকে মিনের নোলক।

*৭৭৯৭ বেঙের মাথা।

৭৭৯৮ বেঙের মাথায় সোনার ছাতি শোভা নাই পায়।
হলুদ খেলে রাঙা ছেলে কখনো না হয়॥

*৭৭৯৯ বেঙের লাথি বা চাট মারা। বেঙের লাফ।

*৭৮০০ বেঙের সর্দি।

৭৮০১ বেঙ্গমা-বেঙ্গমী।

৭৮০২ বেজ, বানিয়া, বোড়া,
তিন নষ্টের গোড়া।

৭৮০৩ বেঁজির গর্তে সাপের বাসা।

৭৮০৪ বেটাছেলের পোদে গঙ্গা।

৭৮০৫ বেটা বড় বুদ্ধিমান, এক পিঁড়াতে পাঁচ মোকাম।

৭৮০৬ বেটাছেলের দোষ নাই,
কাঁঠালের কোষ নাই।

৭৮০৭ বেটা বিয়লাম বৌকে দিলাম,
ঝি বিয়লাম জামাইকে দিলাম।
আপনি হলাম বাঁদী,
পা ছড়িয়ে ব'সে কাঁদি।

৭৮০৮ বেটা বিয়োলুম, বৌকে দিলুম, আপনি হুকুম বাঁদী।
এমন ইচ্ছা যায় গো মাসী দুয়ারে বসে কাঁদি॥

৭৮০৯ বেটার জবান হাতীর দাঁত।

৭৮১০ বেটার পোঁদে নেই টেনা।
হাটে গিয়ে আছে তবু গুড়ুক তামাক কেনা॥

৭৮১১ বেটার বর মাগতে গিয়ে ভাতার খেয়ে আসা।

৭৮১২ বেটার ভেক ত নয়, ভাঙলে দু'খানা ঠোক্‌না হয়।

৭৮১৩ বেটার কি মূর্তি, শেওড়া গাছের চক্রবর্তী।

৭৮১৪ বেটাকে মারি বেটীর রাগ।

৭৮১৫ বেটী বেচা কড়ি, ঘটোৎসর্গের হাঁড়ি।

৭৮১৬ বেটী যেন সজনে খাড়া,
রোদ লেগেছে ছায়ায় দাঁড়া।

৭৮১৭ বেঁটে যত নাঠা তত,
লম্বা যত আহাম্মুক তত।

৭৮১৮ বেঁটের বোঁটে বুদ্ধি।

৭৮১৯ বেটো ঘোড়া কাল চানা খায়
এক চাবুকে বিশ ক্রোশ ধায়।

*৭৮২০ বেড়া আগুনে পড়া।

৭৮২১ বেড়াও যদি ভোরের বেলা,
থাকবে না আর রোগের জ্বালা।

৭৮২২ বেড়া নীচু দেখলেই লোকে ডিঙিয়ে যায়।

*৭৮২৩ বেড়া নেড়ে গেরস্থের মন বোঝা।

*৭৮২৪ বেড়ার ক্ষেত খাওন।

৭৮২৫ বেড়িয়ে এলাম নগর-হাটি,
কেউ দিল না খাংরারও কাঠি।

*৭৮২৬ বেঁড়েকে চমরা করা।
[ ছোটকে বড় করা। ]

৭৮২৭ বেঁড়েকে চমরা বলা, অমনি তার লেজ ফোলা।

৭৮২৮ বেঁড়ে গরুর ওকড়া বনে ভয়।

৭৮২৯ বেঁড়ে গরুর লেজ ধ'রে বৈতরণী পার।

৭৮৩০ বেতালে আর মাতালে, সিংহে আর শৃগালে।

৭৮৩১ বেতালের ওপর মারে তাল,
ভাদ্র মাসের যেন তাল।

*৭৮৩২ বেদ বাক্য।

*৭৮৩৩ বেদব্যাসের বিশ্রাম।

৭৮৩৪ বেদ বিধি ছাড়া, যা' বৈরেগী-পাড়া।

৭৮৩৫ বে-দানা দোস্তের চেয়ে দানা দুশমন ভাল।

৭৮৩৬ বেদিল নওকর দুশমন বরাবর।

৭৮৩৭ বেদে কি জানে কর্পূরের গুণ,
শুঁকে শুঁকে বলে সৈন্ধব নুন।

৭৮৩৮ বেদেয় চেনে সাপের হাঁচি।

৭৮৩৯ বেদের ছেলের নলের আগায় ভাত।

৭৮৪০ বেদের ঝুলিতে সাপও কেঁচো হয়।

*৭৮৪১ বেদের টোল খেলা।

৭৮৪২ বেদের মরণ সাপের হাতে। বা মুখে।

৭৮৪৩ বেঁধে মারে সয় ভাল।

*৭৮৪৪ বেনাবনে মুক্তা ছড়ানো।

৭৮৪৫ বেনের কাছে ধনে চুরি।

*৭৮৪৬ বেনের দোকানে মেকি চালানো।

*৭৮৪৭ বেনো জল ঢুকিয়ে ঘরো জল বের করা।

৭৮৪৮ বেপারে অপার কষ্ট।

৭৮৪৯ বেবাক কর্ম হল পণ্ড, লাভের মধ্যে মিছে দণ্ড

৭৮৫০ বেয়াই, তোর খরচ আর মোর খরচ,
আর সব খায় আর চায়।

৭৮৫১ বেয়াই যত খান ঘি, মুখ দেখেই চিনেছি।

৭৮৫২ বেয়াইয়ের কিবা ভাও,
মুখে কয় রও রও, পায়ে ঠেলে নাও।

৭৮৫৩ বেয়াইয়ের পুতে সাত পুত।

৭৮৫৪ বে'র সময় কনে বলে হাগ্‌ব।

*৭৮৫৫ বেরাল করে শিকার করা।

৭৮৫৬ বেরাল দুধ না খেয়ে ব'সে থাকে না।

৭৮৫৭ বেরাল যখন দুধ খায় বুজিয়ে দুই চোখ।
ভাবে তখন চোখ বুজিয়ে আছে সব লোক॥

*৭৮৫৮ বেরালের আড়াই পা।

৭৮৫৯ বেরালের খস্‌খসানি ঝেঁতলার ওপর।

*৭৮৬০ বেরালের গলায় ঘণ্টা বাঁধা।

*৭৮৬১ বেরালের ঝগড়া।

*৭৮৬২ বেরালের দুধ-প্রহরী।

৭৮৬৩ বেরালের পায়ে পড়লে কি গলার কাঁটা উলে।

৭৮৬৪ বেরালের পিঠে হাত বুলালে লেজ মোটা হয়।

৭৮৬৫ বেরালের ভরসা শিকের ঘোল।

*৭৮৬৬ বেরালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া।

৭৮৬৭ বেরালের মত ধাঁচা বাঘের মত নাক।

৭৮৬৮ বেড়ালের মার আড়াই পা।

৭৮৬৯ বেরালের মারণ প্রথম রাত্রেই।

৭৮৭০ বেরালের রাগ খাবার ওপর।

৭৮৭১ বেরিয়ে এলাম, বেশ্যা হলাম, কুল করলাম ক্ষয়।
এখন কিনা ভাতার শালা ধমকে কথা কয়॥

৭৮৭২ বেল পাকলে কাকের কি,
ঠোকরালে আর পাবে কি।

*৭৮৭৩ বেলপাতা শোঁকান।

৭৮৭৪ বেলা যে যায়, বাসনায় আগুন দেবে না?

৭৮৭৫ বেল্লিকের নিমন্ত্রণ না আঁচালে বিশ্বাস নেই।

৭৮৭৬ বেশভূষা কর মিছে, শ্যাম তোমার মথুরা গেছে।

৭৮৭৭ বেশভূষা কেন করিস রাই,
আসবে না আর তোর কানাই।

৭৮৭৮ বেশি কথা কয় যে, কাজে কম হয় সে।

৭৮৭৯ বেশি খেলে মধুও বিষ।

৭৮৮০ বেশি তা' দিলে আণ্ডায় ঘোলা পড়ে।

৭৮৮১ বেশি লোকের কাজ কম।

*৭৮৮২ বেশ্যার ছেলের অন্নপ্রাশন।

৭৮৮৩ বেশ্যার দুয়ারে টঙ্কা টঙ্কা, গুরুর বেলায় নবডঙ্কা।

৭৮৮৪ বেশ্যা হইয়া লাজাউলী,
মুখ পোড়াই তার আগুন জ্বালি।

৭৮৮৫ বেহায়া কয়—রাজ্যই আমার।

৭৮৮৬ বেহায়া-ক্ষণে জন্ম নিয়ে, লাজ খেয়েছি ভাতে দিয়ে।

৭৮৮৭ বেহায়া বেরসিক বাঁকা, তিন নিয়ে ঢাকা!

৭৮৮৮ বেহায়া বেরালের জাত,
ধর মার নাহি লাজ।

৭৮৮৯ বেহায়ার নাহি লাজ নাহি অপমান,
সুজনকে এক কথা মরণ সমান।

৭৮৯০ বেহায়ার বালাই দূর, কাটা কানে ঝিঙ্গে ফুল।

৭৮৯১ বেহায়ার বালাই নেই।

৭৮৯২ বেহায়ার জায়া নাস্তি, নাক কেটে করা শাস্তি।

৭৮৯৩ বেহারের বামুনগুলা বেড়ায় যেন হস্তী।
ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক আর তর্পণ নাস্তি।
ভোজনান্তে শতরঞ্জে দেয় তারা কিস্তি।
লাঙলের মুট ধরতে সবাই দেয় স্বস্তি॥

*৭৮৯৪ বৈতরণী পার করা।

*৭৮৯৫ বৈতরণীর খেয়ার কড়ি।

*৭৮৯৬ বৈদ্যনাথের মাথা ব্যথা।

*৭৮৯৭ বৈদ্যনাথের ষাঁড়।

৭৮৯৮ বৈদ্য বড় বোকা,
যাবার বেলায় জন পাঁচ ছয়, আসবার বেলা একা।

৭৮৯৯ বৈদ্য বারেন্দ্র বোড়া, তিন নষ্টের গোড়া।

৭৯০০ বৈদ্য হল সৃষ্টিছাড়া, হাতুড়ের যশ বাড়া।

৭৯০১ বৈদ্যে পাঁচন খায় না।

৭৯০২ বৈদ্যের চালে পথ্য নাই।

৭৯০৩ বৈদ্যের বড়ি, ছুঁলেই কড়ি।

৭৯০৪ বৈদ্যের হাতে মরাও ভাল।

১৯০৫ বৈরাগীর একপোয়া বুদ্ধি, তাও টুকনির মধ্যে।

১৯০৬ বৈরাগীর জাত নেই, গঙ্গার ঘাট নেই।

১৯০৭ বৈরাগীর রাগটুকুও আছে, ভাগটুকুও আছে।

১৯০৮ বৈশাখী বোনা আষাঢ়ী রোয়া,
জায়গা হয় না ধান থোয়া।

১৯০৯ বৈশাখের প্রথম জলে, আউস ধান দ্বিগুণ ফলে।

১৯১০ বৈষ্ণবের পদধূলি লাগে যার গায়।
মরেও না, তরেও না, লড়বড়ি খায়॥

১৯১১ বোকড়া মারে বোকড়া খায়,
বোকড়ার কড়ি বোকড়ায় যায়।

১৯১২ বোঁচকা আগল, সেয়ানা পাগল।

১৯১৩ বোঁচা মুখে দাড়ি, বেড়ান বাড়ী বাড়ী।

১৯১৪ বোঁচার গায়ে খোঁচা।

১৯১৫ বোঁচার বেটা ছোঁচা।

*১৯১৬ বোঝার ওপর শাকের আঁটি।

১৯১৭ বোঝেনি যে আছে ভাল,
আধ-বোঝানির প্রাণটা গেল।

*১৯১৮ বোড়ের চালে কিস্তি মাৎ।

১৯১৯ বোড়া সাপের থোরা বিষ।

১৯২০ বোড়ে টেপা। বোড়ের চাল।
বোড়ের চালে কিস্তিমাৎ।

১৯২১ বোঁদা পাঠা।

১৯২২ বোনাই আবার দাদার বাবা।

*১৯২৩ বোবার কানের কাছে গান গাওয়া।

১৯২৪ বোবার শত্রু নেই।

১৯২৫ বোবায় কয়, কানায় শোনে।

১৯২৬ বোবা হলেই কালা হয়।

১৯২৭ বোম্ ভোলানাথ।

১৯২৮ বোল্লদের বাই, ডান হাত দিলে বাঁ হাত পাই।

১৯২৯ বোষ্টম হবার বড় সাধ,
তৃণাদপি শুনে শুনে লেগে গেছে বাদ।

১৯৩০ বোষ্টমী চলা ঢঙ ঢঙ, পাঁঠা খেতে বড় রঙ।

১৯৩১ বৌ বিড়াল মাছি, তিন না বাছি।

১৯৩২ ব্যথার ব্যথী, সাথের সাথী।

১৯৩৩ ব্যাধির চেয়ে আধি বড়।

১৯৩৪ ব্যবসা করতে গেল সব দরিয়ার কূল।
কেউ করলে দুনো লাভ, কেউ হারালে মূল॥

*১৯৩৫ ব্যাসকাশী।

*১৯৩৬ ব্যস্ত বাগীশ।

*১৯৩৭ ব্রজের দুলাল।

*১৯৩৮ ব্রজের ভাব।

১৯৩৯ ব্রজের রজে গড়াগড়ি।

১৯৪০ 'ব্রহ্মজ্ঞানেন ব্রাহ্মণঃ।'

১৯৪১ ব্রহ্মশাপে হয় ধ্বংস সগর রাজার বংশ।

১৯৪২ ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা।

১৯৪৩ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর।

১৯৪৪ 'ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণো গতিঃ।'

১৯৪৫ ব্রাহ্মণে আর চণ্ডালে, হাতী আর বেরালে।

১৯৪৬ ব্রাহ্মণের উদর, ছিটে বেড়ার ঘর।

১৯৪৭ ভক্ত বড় ভক্তি করে, গুরু রইল ব'সে।
গাছের আম গাছে রইল বোঁটা গেল খ'সে।

[ইহা একটি ধাঁধা। দে ইহাকে প্রবাদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। দে ৬০৯৫]

১৯৪৮ ভক্তি নেই তার কপালে ফোঁটা,
ফোঁটা নয় তার কপালে খোঁটা।

১৯৪৯ ভক্তি বিনা মুক্তি নেই।

১৯৫০ ভক্তিহীন ভজন, লবনহীন ব্যঞ্জন।

১৯৫১ ভক্তের ভগবান, অভক্তের অপমান।

১৯৫২ ভগবানের আসন বটপত্র।

১৯৫৩ ভগবানের সঙ্গে খোঁজ নেই, ভোজন ছত্রিশ জাতে।

১৯৫৪ ভট্‌চাযের খুঁটের খুঁট, স্বস্ত্যয়নে সবংশে ভুট।
মন দিয়ে ভক্তি পথে মাথাল পূজায় উঠ।

*১৯৫৫ ভট্‌চাযের পাতা আড়াল।

*১৯৫৬ ভট্টাচার্যের চানা।

১৯৫৭ ভদ্রলোকের আস্তাকুঁড়ও ভাল,
অভদ্রের সিংহাসন কিছু নয়।

১৯৫৮ ভদ্রলোকের এক কথা।

১৯৫৯ 'ভবতি বিজ্ঞতম ক্রমশো জনঃ।'

*১৯৬০ ভবলীলা সাঙ্গ হওয়া।

*১৯৬১ ভবিতব্যং ভবত্যেব।

১৯৬২ ভবিষ্যং ভাবি কেবা বর্তমানে মরে।
প্রসবের ভয় তবু পতিসঙ্গ করে॥

১৯৬৩ ভবী হল বনবাসী, বাসন কোসন একরাশি।

১৯৬৪ ভবী ভোলবার নয়।

১৯৬৫ ভবের বাজি বোঝা ভার।

১৯৬৬ ভবের বাজি ভোর।

*১৯৬৭ ভব্য দেখে প্রণাম করবে, উচ্চ দেখে উঠে বসবে।

১৯৬৮ ভব্য হয়ত তো কাব্য করি।

১৯৬৯ ভয়ও নেই, ভরসাও নেই।

*১৯৭০ ভয়ে পিঁপড়ের গর্তে লুকান।

*১৯৭১ ভরমের টাটি।

১৯৭২ ভরা কীর্তনে মৃদঙ্গ ভাঙা।
[পা—বাধ্‌না পরবে মাদল ছেঁদা।]

১৯৭৩ ভরা গাজনে ঢাক ছেঁড়া।

*১৯৭৪ ভরা ডুবি।

১৯৭৫ ভরা ডুবির মুঠা লাভ।

*১৯৭৬ ভরা পেটে উপোসের প্রশংসা।

*১৯৭৭ ভরা ভাতে দাগা দেওয়া।

১৯৭৮ ভরা পেটে ধায়, মরণ পাছে যায়।

১৯৭৯ ভরায় মানে, শরায় শোধে।

১৯৮০ ভরার মেয়ে।

[ বিবাহ দিব্যর উদ্দেশ্যে দেশান্তর হইতে নৌকা করিয়া আনা অজ্ঞাত কুলশীলা কন্যা। ]

১৯৮১ ভরা হতে শূন্য ভাল যদি ভরতে যায়।
আগে হতে পিছে ভাল যদি ডাকে মায়।
মরা হতে তাজা ভাল যদি মরতে যায়।
বাঁয়ে হতে ডাইনে ভাল যদি ফিরে চায়।
বাঁধা হতে খোলা ভাল যদি মাথা তুলে চায়
হাসা হতে কাঁদা ভাল যদি কাঁদে বাঁয়।

১৯৮২ ভয় বিনা ভক্তি নাই।

১৯৮৩ ভয়ে বলি কি নির্ভয়ে বলি।

*১৯৮৪ ভস্মকে চন্দন জ্ঞান।

*১৯৮৫ ভস্মে ঘি ঢালা।

১৯৮৬ ভস্মকে চন্দন ধরি, ললাটে তিলক পরি।

১৯৮৭ ভাই বল বন্ধু বল সম্পদের সাথী।
অসময়ে নিদান কালে গোবিন্দ সারথি॥

১৯৮৮ ভাই বিনা থাকতে পারি, পড়শী বিনা থাকতে নারি।

১৯৮৯ ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।

১৯৯০ ভাই ভাই, মেরে যাই তো ফিরে চাই।

১৯৯১ ভাইগ লেখছে কপালে মউত লেখছে গায়,
যথা হইতে আইছে বান্দা তথা চইলা যায়।

[ অদৃষ্টের লেখা পরিহার করা যায় না। ভাইগ—ভাগ্য

৭৯৯২ ভাইগ নাই মুরগী আমার চাইর পাইতলা বইদা।

৭৯৯৩ ভাইয়ের তুল্য মিত্র নেই, ভাইয়ের তুল্য শত্রু নেই।

৭৯৯৪ ভাইয়ের বউএর বাপের বাড়ী, দাস দাসী খাটে।
সেই গরবে বেটী আমার বুক ফুলিয়ে হাঁটে॥

৭৯৯৫ ভাইয়ের ভাই, ডান হাত দিলে বাঁ হাত পাই।

৭৯৯৬ ভাইয়ের ভাত, ভাজের হাত।

৭৯৯৭ ভাইগানারে, তোর মাগ্‌না কথা,
সহন না যায়।
তোর মামা গেছে পরবাসে,
আমার নবযৌবন বিফলে যায়।

৭৯৯৮ ভাগাড়ে মরা পড়ে, শকুনির টনক নড়ে।

৭৯৯৯ ভাগে বর্তায়, না, ভাগ্যে বর্তায়।

৮০০০ ভাগের কড়ি সঙ্গে বয়।

৮০০১ ভাগের কেলা, না খেয়েও চিবিয়ে ফেলা।

৮০০২ ভাগের ঠাকুর ভোগ পায় না।

৮০০৩ ভাগের থলে ফাঁক যায় না।

৮০০৪ ভাগের ভাগ পেলে, না খেয়েও চিবিয়ে ফেলে।

৮০০৫ ভাগের মা গঙ্গা পায় না।

৮০০৬ ভাগের চাইল চাবাইয়া ফালায়।
[ নিজ অধিকারের প্রতি জেদ করা। চাইল—চাউল। ]

৮০০৭ 'ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র, ন বিদ্যা ন চ পৌরুষম্।'

৮০০৮ ভাগ্যধরের ভাগ্য দেখে মরতে গেলাম সাধে।
যমদূতরা নিয়ে সেথা শণদড়ি বাঁধে॥

৮০০৯ ভাগ্যবান, না, ভগবান।

৮০১০ ভাগ্যবানের কপাল খোলে, মুততে বসে হেগে ফেলে।

৮০১১ ভাগ্যবানের কপালে, বলদ বিয়য় গোয়ালে।

৮০১২ ভাগ্যবানের কিনা হয়, অভাগার কিনা ভয়।

৮০১৩ ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়।

৮০১৪ ভাগ্যে কুঁচের চোখ বড় নয়।

৮০১৫ ভাগ্যে ছিল চাঁই, তাতে ছেলে পাই।

৮০১৬ ভাগ্যে ছিল মড়ার চুল চিরে বিচার।

৮০১৭ ভাগ্যে থাকে জল, নইলে খড়কে গুঁজে মর।

৮০১৮ ভাগ্যে নারী ভাগ্যে দাড়ি,
ভাগ্যে পায় আম কাঠালের বাড়ী।

৮০১৯ ভাগ্যে নেইকো সুখ, বিধাতা বৈমুখ।

৮০২০ ভাগ্যে বাড়ী, ভাগ্যে দাড়ি, ভাগ্যে মিলে নারী।

৮০২১ ভাঙ ভাজতে খোলা নাই, ধরম ঘরে চাঁদোয়া।

৮০২২ ভাঙলে পরে সকল গড়ে, মন গড়ে না।

*৮০২৩ ভাঙা গাঁয়ের মোড়ল রাজা।

৮০২৪ ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো,
যে দিন যায় সেদিন ভালো।

৮০২৫ ভাঙা ঘরে বাস, ভাবনা বার মাস।

৮০২৬ ভাঙা ঘরে ভূতের বাসা।

৮০২৭ ভাঙা ঘরে রাঙ্গা রস।

৮০২৮ ভাঙা ঢোল, তালকানা মন্ত্রী, শনি রাজা, কুঁজ মন্ত্রী।

৮০২৯ ভাঙা নৌকাই বাঙালের গোঁসাই।

*৮০৩০ ভাঙা মঙ্গলচণ্ডী হওয়া।

৮০৩১ ভাঙা মঙ্গলচণ্ডী কুস্বপ্নের গোড়া।

৮০৩২ ভাঙারই কপাল ভাঙে।

৮০৩৩ ভাঙা শাঁখা জোড়া লাগে না।

*৮০৩৪ ভাঙা হাটে কাড়া দেওয়া।

৮০৩৫ ভাঙা হাঁড়ি ঠেঁয়ে দড়।

৮০৩৬ ভাঙে তবু মচকায় না।

৮০৩৭ ভাজা মাছটি উল্‌টে খেতে জানে না।

৮০৩৮ ভাটের ভাল বলা-চলা, ধোপার ভাল ধূপ্।
খুব ভালো নয় বলা-চলা, খুব ভাল নয় চুপ॥

৮০৩৯ ভাঁড় আছে কর্পূর নেই।

৮০৪০ ভাড়া ঢাকের শব্দ চড়া।

*৮০৪১ ভাঁড়ে মা ভবানী।

৮০৪২ ভাজা খেতে সাধ যায়, তেলে বড় কড়ি।

৮০৪৩ ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না।

৮০৪৪ ভাজে ঝিঙে ত বলে পটোল।

৮০৪৫ ভাত উথলালে দিবে কাটি, জ্বাল দিবে গুটি গুটি।
তবে ভাতের পরিপাটি॥

৮০৪৬ ভাত এমন চিজ, খোদা থেকে উনিশ বিশ।

৮০৪৭ ভাত কখনো পেট খোঁজে না।

৮০৪৮ ভাত-কাপড়ে দিব না সুখ,
জাইড় কলসীতে ভাঙব বুক।
[ জাইড় কলসী—বৃহৎ জালা। ]

৮০৪৯ ভাত-কাপড়ের কেউ নয়, নাক কাটবার গোঁসাই।

*৮০৫০ ভাত খাইয়ে গলা কাটা।

৮০৫১ ভাত খাব ভাতারের, গুণ গাব অপরের।

৮০৫২ ভাত খায় না আঁচানোর ডরে,
চাল চিবিয়ে পুরী মারে।

৮০৫৩ ভাত খায়না মেঞার বিটি, খাট্টার জন্য কান্দন।

৮০৫৪ ভাত খেতে দাঁত পড়ে।

৮০৫৫ ভাত খেতে ভাতই পড়ে।

৮০৫৬ ভাত খেতে ভাত নেই, কথার চেটাও ভারি।
পোঁদে দিতে টেনা নেই, পেঁটরা ভরা শাড়ি॥

৮০৫৭ ভাত খেয়ে ভাতাসি লেগেছে।
[ ভাতাসি—অতিরিক্ত ভাত খাওয়া হেতু বিশেষ পেটের রোগ। অতিরিক্ত আম খাইবার ফলে যে রোগ হয়, তাহা আমচিপা। ]

৮০৫৮ ভাত খেয়েছিস্, না, মা জানে।

৮০৫৯ ভাত-ঘর দেখে দিলে কাঠ-ঘর হয়।
কাঠ-ঘর দেখে দিলে ভাত-ঘর হয়॥

৮০৬০ ভাত-ঘরে ভাত খায়, গোয়াল ঘরে ঘুম যায়

৮০৬১ ভাত ছড়ালে কাকের অভাব কি।

*৮০৬২ ভাত ছড়িয়ে কুকুর ডাকা।

৮০৬৩ ভাত ছাড়ি ত সাথ ছাড়ি না।

৮০৬৪ ভাত জোটে না মুড়কী জলপান।

৮০৬৫ ভাত দিলে তার ভাগাড় কই।

৮০৬৬ ভাত দেখে দেবে ঘি, পাত্র দেখে দেবে ঝি।
[ পা—অন্ন দেখে···পূর্বে দ্রষ্টব্য। ]

৮০৬৭ ভাত দেবার ভাতার নয়, কিল মারবার গোঁসাই।

৮০৬৮ ভাত দেয় না ভাতার ডাকে, তার মাগ কি ঘরে থাকে।

৮০৬৯ ভাত দেয় না ভাতারে, ভাত দেয় গতরে।

৮০৭০ ভাত নয়, ভূতো, কাঠপানা গুঁতো।

৮০৭১ ভাত না কাপড়, ঠাস ক'রে চাপড়।

৮০৭২ ভাত না পায়, পিঠে পায়েস খায়।

৮০৭৩ ভাত না রুচে, রুচে আলু।

৮০৭৪ ভাত নেই খেতে, রাঙা পাটি শুতে।

৮০৭৫ ভাত নেই ঘরে যার, মানে কিবা করে তার!

৮০৭৬ ভাত নেই, তার নুন দিয়ে খাব।

৮০৭৭ ভাত নেই, বামুনের জাত আছে।

৮০৭৮ ভাত নেই যার, জাত নেই তার।

৮০৭৯ ভাত পায় না কালা, বিয়ের বড় জ্বালা।
পেট ভ'রে ভাত পায় ত তেল চায় কোন্ শালা॥

৮০৮০ ভাত পায় না কুঁড়োর নাগর,
আমানি খেয়ে পেটটা ডাগর।

৮০৮১ ভাত পায় না খেতে, সোনার আঙটি হাতে।

৮০৮২ ভাত পায় না টঙ্ক বুড়ী, খাট্টা খেতে চায়।

৮০৮৩ ভাত পায় না, পোঁদে সিঁদুর।

৮০৮৪ ভাত পায় না, ব্যঞ্জন চায়।

৮০৮৫ ভাত পায় না, ভাতার চায়, থেকে থেকে গয়না চায়।

৮০৮৬ ভাত পায় না ভাতাশী, মাগের নাম নিরাশী।

[ ভাতাশী—এখানে ভাতাশী অর্থে যে ভাত আশা করে বুঝায়। ]

৮০৮৭ ভাত পায় না, মল প'রে নাচে।

৮০৮৮ ভাত পায় না শেখের বেটা, পটোল ভাজা খায়।

*৮০৮৯ ভাত ফেলে হাত চাটা।

৮০৯০ ভাত বলে—মোরে খা', হাঁটু ধরে ঘরে যা'।

৮০৯১ ভাত রোচে না, রোচে মোয়া, চিঁড়ে রোচে পোয়া পোয়া।

*৮০৯২ ভাতার কামড়া।

[ ভাতার বা স্বামীকে যে চোখের আড়াল করে না। ]

৮০৯৩ ভাতারতীর ভাতার নয়, নেড়ীর সোদর দেওর হয়।

৮০৯৪ ভাতার তোমার পেটের নয়।

*৮০৯৫ ভাতার থাকতে উদ্‌মো রাঁড়ী।

৮০৯৬ ভাতার পেয়েই কত নয়, কাচের চুড়ি চায়।

৮০৯৭ ভাতার ম'ল ভাল হল, দুই সতীনের পিরীত হল।

৮০৯৮ ভাতার মারি, জলুই মারি, জলার ধারে ঘর।
আপন ভাতার মেরেছি আমি, কোন্ শালাকে ডর॥
মারি নাই ধরি নাই, ধরেছিলাম জটে।
একটি কিল মেরেছিলাম এই সত্য বটে॥

৮০৯৯ ভাগাড়ে গোরু পড়ে, শকুনির টনক নড়ে।

৮১০০ ভাতারে না ডাকে কাছে,
মাগ বলে—মোর আদর আছে।

৮১০১ ভাতারে না বলে মাগ, তার নাম সোহাগী থাক্।

৮১০২ ভাতারের কিবা সুখ,
পোষ মাসে ভাতের দুখ।

৮১০৩ ভাতারের কড়ি দিয়ে ভাইয়ের নাম,
খাড়ু গড়িয়ে দে, নাইয়র যাম।

৮১০৪ ভাতারের খায় পরে, ভাতারকে লাঠি ধরে।

৮১০৫ ভাতারের তরে কাঁদে, শুঁটকির ঝোলও রাঁধে।

৮১০৬ ভাতারের নাম সবাই জানে, লাজে কয় না।

৮১০৭ ভাতারের মা শাশুড়ী, তারেই বড় মানি।
কোথা থেকে এলেন আমার খুড়শাশ্ ঠাকুরাণী॥

৮১০৮ ভাতে কেন ধান, ধান-শুকনীকে আন্।

৮১০৯ ভাত বাড়ে না, ফেনে বাড়ে।

*৮১১০ ভাতে মারা।

৮১১১ ভাতের ক্ষিদে কি ভাজায় যায়।

৮১১২ ভাতের দ্বিগুণ কোষ্টা শাক।

৮১১৩ ভাতের সঙ্গে খোঁজ নেই, পাথর ঠকঠক্ করে।

৮১১৪ ভাতে শুকালো মাজা, আর কি হল তিন পাঁজা।

*৮১১৫ ভাদরের রোদ আর সোদরের কথা।

৮১১৬ ভাদরিয়া রোদে ঘর-জামাইও পালায়।

৮১১৭ ভাদ্র মাসে কচুর লতি, বুড়া হলে সবাই সতী।

*৮১১৮ ভাদ্র মাসের তাল।

৯১১৯ ভাদ্রে বিপদ ভদ্রে ছাড়ে।

৮১২০ ভাদ্রে কুয়া, আশ্বিনে বান,
নরের মুণ্ড গড়াগড়ি যান।

৮১২১ ভাদরে তালের পিঠা,
আশ্বিনে শুয়া মিঠা।

[ শুয়া—শশা। সময়ে সব কিছু ভাল। ]

*৮১২২ ভানুমতীর খেল।

৮১২৩ 'ভাবগ্রাহী জনার্দনঃ'।

৮১২৪ ভাব থাকলে এক থালে খায় নব্বুই জন।
ভাব না থাকলে এক থালে খায় না নয় জন॥

৮১২৫ ভাবনা কি তোর হাবী,
তোর পেটের তলায় যে-ধন আছে তাই ভাঙিয়ে খাবি

৮১২৬ ভাবনা কিরে কুঠে, তোর মাচা ভরা ঘুঁটে।

৮১২৭ ভাব ফেলে ভাষায় তোষা,
শাঁস ফেলে ছোবড়া চোষা।

৮১২৮ ভাবলে ভাবনা বাড়ে।

৮১২৯ 'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।'

৮১৩০ ভাবুনী লো ভাবুনী, তোর ঘর পুড়ে যায়।
যাক্ গে মোর ঘর পুড়ে, মোর ভাবুন বয়ে যায়॥

৮১৩১ ভাবে গদগদ কিশোরী কাঁদে,
ভাবে গদ্‌গদ্ পুঁটুলি বাঁধে।

৮১৩২ ভাবে ডগ্‌মগ্ তেলাকুচো, হেসে মরে কালো ছুঁচো।

৮১৩২ক ভাবে যদি মজে মন, বিষ্ঠা হয় চন্দন।

৮১৩৩ ভাবের ঘটাঘটি, না দেখলে প্রাণে মরি, দেখলে চটাচটি

*৮১৩৪ ভাবের ঘরে চুরি।

৮১৩৫ ভার নাই ভারটা নাই মুখে দড়ো হয়ো,
শেজ নাই মাদুর নাই মধ্যিখানে শুয়ো।

৮১৩৬ ভারত ছাড়া কথা নাই।

৮১৩৭ 'ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।'

৮১৩৮ ভারি তো বিয়ে তার দু পায়ে আলতা।

৮১৩৯ ভারি তো ভাত, তার আবার ডান হাত।

৮১৪০ ভারী নইলে ভার বয় কে।

*৮১৪১ ভাবের কলসী।

৮১৪২ ভাল কথা পড়ল মনে আঁচাতে আঁচাতে,
ঠাকুরঝিকে নিয়ে গেল নাচাতে নাচাতে।
ঠাকরুণ গো ঠাক্‌রুণ,
জলের ভেতর তোমাদের কি কুটুম আছে।

*৮১৪৩ ভাল কথা।

৮১৪৪ ভাল কথার কেউ নয়।

৮১৪৫ ভাল করতে মন্দ হয়।

৮১৪৬ ভাল করতে পারি না, মন্দ করতে ছাড়ি না।

৮১৪৭ ভাল করতে পারি না,
মন্দ করতে পারি, কি দিবি তা' দে।'

৮১৪৮ ভাল কুকুরের গায়েও এঁটুলি থাকে।

৮১৪৯ ভাল গরুকে এক গুঁতা, ভাল লোককে এক কথা।

৮১৫০ ভাল ঘোড়ায় পায় না ঘাস, গাধায় চায় বুট আর মাষ।

৮১৫১ ভাল ঘোড়ার আবার সোনার লাগাম।

৮১৫২ ভাল ঠাকুরের চাকরি, তিন জন ম'লো হাঁ করি।

৮১৫৩ ভালা মাছের পানি,
ভালা কাপড়ের কানি।

[ অর্থাৎ ভালো মাছের পানি এবং ভালো কাপড়ের কানি উভয়ই ভালো। ]

৮১৫৪ ভালোতে মন্দ, মিঠাতে পোকা।

৮১৫৫ ভাল দেখে বউ আনলাম ঘরে,
বাঁকা দেখে বউ বাজি করে।

৮১৫৬ ভাল দ্রব্য যখন পাব, কালিকার তরে তুলে না থোব।

৮১৫৭ ভাল না বাস্, আমার মাথাই খাস্।

৮১৫৮ ভালবাস কেমন ? ভালবাস যেমন।

৮১৫৯ ভালবাসার নেইক ভার।

৮১৬০ ভালবাসার এমনি গুণ, পানের সঙ্গে যেমন চুণ।
ভম হলে লাগে ঝাল, বেশি হলে পোড়ে গাল॥

৮১৬১ ভালবাসি যাকে, রূপের দেখি তাকে।

৮১৬২ ভালো কথার কেউ নয়।

৮১৬৩ ভালো ভালো ক'রে গেনু কালোর মার কাছে।
কালোর মা বলে—আমার বেটার সঙ্গে আছে॥

*৮১৬৪ ভালো মন্দ হওয়া।

৮১৬৫ ভালোমানুষের কাছে বসি খাই গুয়া পান।
অমানুষের কাছে ব'সে কাটাই দু'টি কান॥

৮১৬৬ ভালোমানুষের কাল নেই।

৮১৬৭ ভালমানুষের কিল চুরি।

৮১৬৮ ভালোমানুষের বাপ আঁটকুড়ো।

৮১৬৯ ভালোমানুষের ভাত নেই।

৮১৭০ ভালোয় নেই মন্দেও নেই।

৮১৭১ ভালোয় ভালোয়।

৮১৭২ ভালর একটুও ভাল।

৮১৭৩ ভালোর পিরীত সোনার বাসন, ভাঙ্‌লে বানান্ যায়।
খলের পিরীত মাটির বাসন, ফাটলে ফেলায়॥

৮১৭৪ ভালর ভাগী সবাই, মন্দের ভাগী কেহ নাই।

৮১৭৫ ভালর ভাল সর্বকাল, মন্দের ভাল আগে।
রাজকন্যা যায় রাজার বাড়ী, সন্ন্যাসীকে খায় বাঘে॥

৮১৭৬ ভালর ভাল সব ঠাঁই, মন্দের ভাল কোথাও নাই।

৮১৭৭ ভালর লাগি দিনু তেলপড়া,
তেলে গেল মোর কপাল পোড়া।

৮১৭৮ ভালার সব ভালা, মন্দের সব শালা।

*৮১৭৯ ভালোরে ভালো।

৮১৮০ ভাল্লুক কি নাচতে চায়, নাকে দড়ি দিয়ে নাচায়

৮১৮১ ভায়ের মত শত্রু নাই।

৮১৮২ ভাসুরের নাম সবাই জানে, মুখে আন্‌তে মানা।

*৮১৮৩ ভাল্লুকের জ্বর।

*৮১৮৪ ভাসুর-ভাদ্দরবউ সম্পর্ক।

[ ইহাকে ইংরেজিতে avoidance বলে। অর্থাৎ ইহাতে পরস্পর পরস্পরকে পরিহার করিয়া চলা মাত্র বুঝায়; অহি-নকুল সম্পর্কের মত শত্রুর সম্পর্ক বুঝায় না। ]

৮১৮৫ ভাসুরে মেগেছে ভাত, সে তত্ত্বে আছি।

সকালবেলায় তুলি শাক, সন্ধ্যা বেলায় বাছি ॥

৮১৮৬ ভিক্ষায় কাজ নেই, কুকুর ফিরিয়ে নাও।

৮১৮৭ 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ'।

৮১৮৮ ভিক্ষার চাল, তার কাঁড়া আর আকাঁড়া।

*৮১৮৯ ভিক্ষার ঝুলি।

৮১৯০ ভিখারির হাতে তলফুটো ঝুড়ি।

৮১৯১ ভিজলে কাঁথাও ভেজে, কম্বলও ভেজে।

৮১৯২ ভিজে কম্বল নিজে ভারি।

৮১৯৩ ভিজে বেরাল চিন্‌তে জুয়ায় না।

*৮১৯৪ ভিটায় ঘুঘু চরা।

*৮১৯৫ ভিটে কামড়ে প'ড়ে থাকা।

*৮১৯৬ ভিটে মাটি করা।

*৮১৯৭ ভিটের ইঁট দেবের পীঠ।

*৮১৯৮ ভিটেয় ঘুঘু চরানো বা সরষে বোনা।

*৮১৯৯ ভিড়ের কুকুর, ঘরের ঠাকুর।

৮২০০ ভিতরে খোল্, হরি হরি বোল।

৮২০১ ভিতরে গরল, বাইরে সরল।

৮২০২ ভিতরে যদি সার না থাকে,
কিল গুঁতায় কি কাঁঠাল পাকে ?

*৮২০৩ ভিন্ রোগের ভিন্ ওষুধ।

৮২০৪ ভিন্ন জাতির ভিন্ন রীত, নিজ মুলুকে সবার জিত

৮২০৫ ভিন্ন ভাতে বাপ পড়শী।

*৮২০৬ ভীমরতি ধরা।

৮২০৭ 'ভিন্নরুচির্হি লোকঃ'।

৮২০৮ ভীমরুল কাটলে বুড়াও নাচে,
ভুক থাকলে শুধুও রোচে।

*৮২০৯ ভীমরুলের খোঁচা দেওয়া।

৮২১০ ভীমের আবার একাদশী।

*৮২১১ ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা।

৮২১২ ভুখ লাগলে কিসের হুদা।
ঘুমে ধরলে কিয়ের কাঁদা।

[ হুদা—শুধু; প্রয়োজনের সময় ভালো খারাপ বিচার করা যায় না। ]

*৮২১৩ ভুজং ভাজাং দেওয়া।

*৮২১৪ ভুতুড়ি হল সার।

[ ভুতুড়ি—কাঁঠালের অখাদ্য অংশ ]

৮২১৫ ভুলি ভুলি মনে করি, বংশীরবে রইতে নারি।

৮২১৬ ভুলি লো ভুলি, খর জ্বালে আসকে,
ধিকি জ্বালে পুলি।

*৮২১৭ ভুঁই অভাবে উঠান চষা।

৮২১৮ ভুঁই করবে কেন্দড়া, মাগ করবে জেন্দড়া।

৮২১৯ ভুঁইয়ের বালাই হুড়ো, গেরস্থের বালাই বুড়ো।

৮২২০ ভুঁইশূন্য রাজা ক্ষেত্রমোহন।

৮২২১ ভূত আমার পুত, শাঁখচুন্নী আমার ঝি।
রাম-লক্ষ্মণ মাথায় আছে করবে আমার কি॥

৮২২২ ভূত কি গাছে ফলে, না, কাজে বলে।

৮২২৩ ভূতকে ভূতে পায় না।

*৮২২৪ ভূতগত খাটুনি।

*৮২২৫ ভূত ঝাড়া।

*৮২২৬ ভূত দিয়ে ভূত ছাড়ানো।

৮২২৭ 'ভূতে পশ্যন্তি বর্বরাঃ।'

৮২২৮ ভূতের আবার গঙ্গাস্নান।

৮২২৯ ভূতের আবার জন্মদিন, পেয়াদার আবার বিয়ে।

[ পা—ভূতের আবার জন্মমাস। ]

*৮২৩০ ভূতের কাছে রাম নাম।

*৮২৩১ ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ।

*৮২৩২ ভূতের বেগার খাটা।

*৮২৩৩ ভূতের বোঝা বওয়া।

৮২৩৪ ভূতের ভয়ে উঠলাম গাছে,
ভূত বলে—আমি পেলাম কাছে।

*৮২৩৫ ভূতের মুখে রাম-নাম।
[ পা—হরিনাম। ]

*৮২৩৬ ভূষণ্ডোর বাঙাল।

*৮২৩৭ ভূষণ্ডি কাক।

৮২৩৮ ভেকধারী আমরা ভাই, মান অপমান নাই।
কখনো বা বজরা চড়ি, কখনো বা ডিঙে বাই॥

৮২৩৯ ভেক না হলে ভিক মিলে না।

৮২৪০ ভেক নিলেই ফকির হয় না।

৮২৪০ক ভেকে ভিখ।

৮২৪১ 'ভেকে ভুলাইয়া ভৃঙ্গ পদ্মে মধু খায়।'

৮২৪২ 'ভেকো মকমকায়তে।'

৮২৪৩ ভেজাল নেই জলে, ভেজাল কথায় চলে।

৮২৪৪ ভেটে লোক হেঁট হয়।

৮২৪৫ ভেবা আন্‌মান ভেবি,
রাজা আন্‌মান মহাদেবী।
[ কেহ কাহারও অপেক্ষা কম নয়। ]

*৮২৪৬ ভেড়া বানানো বা ভেড়া ক'রে রাখা।

*৮২৪৭ ভেড়া ম'রে ভট্‌চায্যি।

*৮২৪৮ ভেড়ার কল্যাণে মোষ বলি।

*৮২৪৯ ভেড়ার গোয়ালে আগুন লাগা।

*৮২৫০ ভেড়ার গোয়ালে গরুচুরি।

৮২৫১ ভেড়ার গোয়ালে বাছুর মোড়ল।

*৮২৫২ ভেড়ার গোয়ালে বাতি দেওয়া।

*৮২৫৩ ভেড়ার পাল।

৮২৫৪ ভেড়ের ভেড়ে।

[ গালাগালি। ঘনরামের ধর্মমঙ্গলে বহুল ব্যবহৃত। ]

৮২৫৫ ভেতরে উদোম বাগে এল, বাইরে কিন্তু পায়ে গেরো।

৮২৫৬ ভেতরে ফাঁক যত যার, বাইরে ঢাকা তত তার।

৮২৫৭ ভেতরে ভেতরে গিয়ে, তুষ করেছে খেয়ে।

*৮২৫৮ ভেতো বাঙালী।

৮২৫৯ ভেনে কুটে মরে কে, ক্ষুদে গাল ভরে কে।

*৮২৬০ ভেবা গঙ্গারাম।

*৮২৬১ ভেবাচেকা লাগা বা খাওয়া।

*৮২৬২ ভেবে করা, আর ক'রে ভাবা।

৮২৬৩ ভেয়ের শক্র ভেয়ে, নেয়ের শক্র নেয়ে।

*৮২৬৪ ভেরেণ্ডা ভাজা।

৮২৬৫ ভেল্‌কির খেলা স্বপন-মিলন, সত্য বটে যখন তখন।

*৮২৬৬ ভেলায় সাগর পার হওয়া।

[ তু—'তিতীর্ষু দুস্তরং মোহাৎ উড়ুপেনাস্মি সাগরম্।'
—কালিদাস। ]

*৮২৬৭ ভেসে যাওয়া।

*৮২৬৮ ভোঁ দৌড়।

৮২৬৯ ভোগ-রাগ নেই, শাঁখের তুর হুরুণী।

*৮২৭০ ভোগের আগে প্রসাদ।

৮২৭১ ভোগের কর্তা ভগবান।

৮২৭২ ভোগের কিল বাপেও কিলায়।

৮২৭৩ 'ভোজনে নৃত্যন্তি বিপ্রাঃ।'

*৮২৭৪ ভোজনের আগে দক্ষিণা।

*৮২৭৫ ভোজনীর সঙ্গে বসে রাঁধুনির সঙ্গে ওঠা।

*৮২৭৬ ভোজবাজি, বা ভোজের বাজি।

*৮২৭৭ ভোঁদড়ের গন্ধে মাছের গায়ে জ্বর।

৮২৭৮ ভোর বেলার বাদল, মাগ-ভাতারের কোঁদল।

৮২৭৯ ভোরের ভাতে পেট না ভরলে,
বিকালের ভাতে কি পেট ভরে।

৮২৮০ ভোরের সাধা ঠেলে, সারা দিনেও না মেলে।

*৮২৮১ ভোলা মেয়ের খোলা মন।

*৮২৮২ ভোম্বল দাস।

৮২৮৩ ভাং ভাজিবার খোলা নাই আখা ছয় বুড়ি।

[ ভাং—ভাং পাতা ( মাদক দ্রব্য ), খোলা—মাটির পাত্র, আখা—উনুন, বুড়ি—সংখ্যাবিশেষ। ]

*৮২৮৪ ভ্রমিয়া বারো ঘরে বসে তেরো।

*৮২৮৫ মউচাকে ঢিল মারা।

[ বিকল্পে—মৌচাক...। ]

*৮১৮৬ মউটুস্‌কী।

[ মুখে মধু অন্তরে গরল। ]

*৮২৮৭ মউমাছির ভন্‌ভনানি।

*৮২৮৮ মগ্‌ডালের ফুল দেবতাকে দান।

*৮২৮৯ মগের মুল্লুক।

৮২৯০ মঘা, এড়াবি ক' ঘা।

৮২৯১ মঙ্গলচণ্ডী পূজা পায় মা, সুবচনী হাত বাড়ায়।

৮২৯২ মঙ্গলের ঊষা, বুধে পা, যথা ইচ্ছা তথা যা।

৮২৯৩ মচকায় তবু ভাঙে না।

*৮২৯৪ মজা দেখানো।

*৮২৯৫ মজুরকে লাথি হুজুরকে সেলাম।

৮২৯৬ মজুরের কপালে খেজুরের চেটাই।

৮২৯৭ মটরের চাপে মশুরি চেপ্‌টা।

*৮২৯৮ মড়কের শকুনি।

*৮২৯৯ মড়াকান্না কাঁদা।

৮৩০০ মড়াকে মারিস্ কেন, না,
মড়া কথা কয় না কেন।

৮৩০১ মড়া মেরে খুনের দায়।

[ পা—বুড়ো······ ]

*৮৩০২ মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা।

*৮৩০৩ মড়ার চুল ফেলে হাল্‌কা করা।

*৮৩০৪ মড়ুঞ্চে পোয়াতির বুড়ো বয়সের ছেলে।

*৮৩০৫ মণিকাঞ্চন যোগ।

*৮৩০৬ মণিহারা ফণী।

৮৩০৭ মণ্ডা চলে না পিটে খান্।

৮৩০৮ মৎস্য চিনে গভীর গম্য, পক্ষী চিনে ডাল।
মায়ে জানে পুতের দরদ জীয়ে যত কাল॥

৮৩০৯ মৎস্য মাংস দহি, তবে ভোজনে সহি।

*৮৩১০ [ আসল ] মতলব দ্বৈপায়ন হ্রদে ডুবিয়ে রাখা।

৮৩১১ মদ খাওয়ার বড় দায়, জাত রাখার কি উপায়।

৮৩১২ মদ খায়, না, মদে খায়।

৮৩১৩ মদ, ময়রা, মুসলমান, তিন নিয়ে বর্ধমান।

৮৩১৪ মদনমোহন ঘোল পান্ না,
ভালুকের আড়াই সের দুধ।

*৮৩১৫ মধু অভাবে গুড়।

[ 'মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ' এই সংস্কৃত শ্লোকাংশ হইতে। ]

৮৩১৬ মধুও আছে, হুলও আছে।

*৮৩১৭ মধু থাকলেই মউমাছি।

৮৩১৮ মধু নেই, মধুর পাত্র আছে।

৮৩১৯ মধুপান করতে পারি, মাছির কামড় সইতে নারি।

৮২২০ 'মধুরেণ সমাপয়েৎ।'

৮৩২১ 'মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ'।

৮৩২২ মধ্যম হলেই তিন ভাই, এ কথা কি আর বুঝি নাই

৮৩২৩ মধ্যে থাকতে গাজী, পারে গেলে মাঝি।

৮৩২৪ 'মনঃপূতং সমাচরেৎ।'

*৮৩২৫ 'মন-আগুনে পুড়ে মরা।'

৮৩২৬ মন আছে যার কেয়াবনে, কি করবে তার কেত্তনে।

*৮৩২৭ মন উঠা।

*৮৩২৮ মন-কলা খাওয়া।

*৮৩২৯ মন কষাকষি।

*৮৩৩০ মনকে চোখ ঠারা।

*৮৩৩১ মন কেমন করা।

৮৩৩২ মন খোঁজে মনকলা, পেট খোঁজে দই।
আঁখি খোঁজে বাদশা-বেটা, তারে পাব কই॥

৮৩৩৩ মনগুণে ধন, ইনাম গুণে বরকত।

*৮৩৩৪ মনগুণে ফল।

৮৩৩৫ মন চাঙ্গা ত কটোরামে গঙ্গা।
[ পা—...কি করে গঙ্গা। ]

৮৩৩৬ মন চায় ধন, দেয় কোন্ জন।

৮৩৩৭ মন চায় যা, হয় না তা।

৮৩৩৮ মন জানে আর আমি জানি, পরে জানবে কি।

৮৩৩৯ মনটি সখের বটে, টেঁকে কিন্তু পয়সা নাই।
জোনাকি পোকার আলো দেখে,
ঝাড়বাতির সখ মেটাই।

*৮৩৪০ মন নয় গড়ের মাঠ।

*৮৩৪১ মন না মতি।

*৮৩৪২ মন পড়ে থাকা।

৮৩৪৩ মন ভাঙলে মন পায় না, মন চায় না ফিরে।
ছিঁড়লে দড়ি জোড় খায় না, মধ্যে পড়ে গিরে॥

*৮৩৪৪ মন পবনের নাও।

৮৩৪৫ মন ভাল যার, সব ভাল তার।

৮৩৪৬ মন ভাঙলে জোড়া লাগে না।

৮৩৪৭ মন মাতাল দাঁতাল, বেঁধে কর সামাল।

*৮৩৪৮ মন ভাঙ্গানো।

*৮৩৪৯ মন মরা।

৮৩৫০ মন মানে না তীর্থ করে, মিছে কাজে ঘুরে মরে।

৮৩৫১ মন না জুড়ালে জুড়ালে কেশ,
গুরু না চিনিলে ভ্রমিলে দেশ।

৮৩৫২ মন বিগড়ে গেলে লোহার বাড় দিলেও থামে না।

৮৩৫৩ মনমে শেখ ফরিদ, কালমে ইঁট।

৮৩৫৪ মন যদি দূরে থাকে, কান শোনে না হাজার ডাকে।

৮৩৫৫ মন যেন জিলিপির পাক।

*৮৩৫৬ মন যোগানো, ( রাখা )।

*৮৩৫৭ মন লাগা।

*৮৩৫৮ মনসা পূজার সাপ, চৈত পরবের কাপ।

৮৩৫৯ মনসার ভয়ে খাট করালে, ওলাবিবির কি ঠাওরালে।

৮৩৬০ মনিব বৈরী দেশ ছাড়ি, দেশ বৈরী প্রাণে মরি।

৮৩৬১ মনিয়া বুলবুল আখড়াই গান।
খোস পোসাকী যশমী দান॥
আড়ি ঘুড়ি কানন ভোজন। এই নবধা বাবুর লক্ষণ॥

৮৩৬২ মনে করি, করি করি, হয় হয় হয় না।

৮৩৬৩ মনে করি খাব চিঁড়ে দই, বিধি মাপায় ধানসুদ্ধ খই।

৮৩৬৪ মনে করি গুরুর করব সেবা,
রীত দেখে বলি নারব বাবা।

৮৩৬৫ মনে করি খাবো না বলে,
মন কি আমার বারণ শোনে।

৮৩৬৬ মনে করি হেন কর্ম করিব না আর।
স্বভাবে করায় কর্ম, কি দোষ আমার॥

৮৩৬৭ মনে করেছেন কাণ্ড, পাকলে খাবেন ডাণ্ড।

৮৩৬৮ মনে করেছেন ছিদাম ঘোষ কোলে করবেন নাতি।
সে আশ্বাসে পড়ল ছাই, বউ নয় পোয়াতী ॥

*৮৩৬৯ মনে ধরা ( লাগা )।

৮৩৭০ মনে বড় সাধ, চড়ব বাঘের কাঁধ।

৮৩৭১ মনে মনে খেদ বড় কান্না পায় রাতে।
পরমান্ন পুলিপিঠে খাই স্বপনেতে ॥

৮৩৭২ মনে মনে মিল, লেগে গেল খিল।

*৮৩৭৩ মনে মনে লঙ্কা ভাগ।

৮৩৭৪ মনে মনে হাসে চাষা, কাঁধে লাঙল জাত-ব্যবসা।

৮৩৭৫ মনে যে বা সে বা, কথার দরিদ্র কে বা।

৮৩৭৬ মনের অগোচর পাপ নেই, মায়ের অগোচর বাপ নেই

৮৩৭৭ মনের আগুন জ্বলে, নিভায় না।

৮৩৭৮ মনের কথা মনেই জানে,
আর জানে ভগবানে।

৮৩৭৯ মনের ময়লা কাটাতে চাও, ভাল চিন্তায় মন দাও।

৮৩৮০ মনের মত খুঁটিনাটি, এরই নাম দৃষ্টি খাঁটি।

৮৩৮১ মনের যত সাধ, বিধির তত বাদ।

৮৩৮২ মনের কথা বলতে গেলাম ভাবের মায়ের কাছে,
ভাবের মা বলে আমার ছেলের সঙ্গে আছে।

৮৩৮৩ মনের সাধ রইল মনে, ধান বুনলাম বেনাবনে।

৮৩৮৪ মনের সুখেই সুখ, ধনের সুখে দুখ।

৮৩৮৫ মনেরে পাথর করেছে যেই,
পিরীত পথের পথিক সেই।

৮৩৮৬ মনোহর হিতকর, খুঁজলে না পাই বরাবর।

৮৩৮৭ মন্ত্রীদোষে রাজ্য নষ্ট।

৮৩৮৮ 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।'

৮৩৮৯ মন্দ খবর মিথ্যা নয়।

৮৩৯০ মন্দ ভাবলে মন্দ হয়।

*৮৩৯১ মন্দের ভাল।

৮৩৯২ ময়দা মাখতে মাখতে ওঠে হাই,
মরে বুঝি বৌয়ের ভাই।

৮৩৯৩ ময়না টিয়ে উড়িয়ে দিয়ে খাঁচায় পোষে কাক।

৮৩৯৪ ময়না ময়না ময়না, সতীন যেন হয় না।
বঁটি বঁটি বঁটি, সতীকে ধ'রে কুটি॥

৮৩৯৫ ময়রা মুদী কলাকার, তিন নিয়ে বাগবাজার।

৮৩৯৬ ময়রার ছেলে গুড় খায় না।

৮৩৯৭ ময়লা কাপড়ে ধোপার ভয়।

৮৩৯৮ ময়ূর-চড়া কার্তিক।

৮৩৯৯ ময়ূর ছাড়া কার্তিক।

৮৪০০ ময়ূর পুচ্ছধারী কাক।
[ইংরাজী প্রবাদের বাংলা অনুবাদ।]

৮৪০১ ময়ূর বলে কুঁকড়ো দাদা, বুক ফুলিয়ে চল না।

৮৪০২ ময়ূরের নাচও নাচ, খঞ্জনের নাচও নাচ।

৮৪০৩ ময়ূরের নৃত্য দেখি, লেজ নাড়া দেয় ছাতারে পাখী

৮৪০৪ মর ক্যাংলা বকে, আমার দই যাবে না ট'কে।

*৮৪০৫ মরণ-অভাবে বেঁচে থাকা।

*৮৪০৬ মরণ-কামড়।

*৮৪০৭ মরণকালে গঙ্গার দিকে পা।

*৮৪০৮ মরণকালে জলের ছাট।

*৮৪০৯ মরণকালে জিওন-কাঠি।

*৮৪১০ মরণকালে জ্বরবিচ্ছেদ।

৮৪১১ মরণ তারণ গাল না।

*৮৪১২ মরণ দশা।

৮৪১৩ 'মরণ নিকটে যার, কি করে ঔষধে তার'।

৮৪১৪ মরণ নেই মরবি কিসে, আমার ঠেঁয়ে ওষুধ নিসে।

*৮৪১৫ মরণপাখা ওঠা।

*৮৪১৬ মরণবাড় বাড়া।

৮৪১৭ মরণ যখন লিখেছে বিধি,
কাদা মেখে কি করবি দিদি।

৮৪১৮ 'মরণান্তানি বৈরাণি'।

*৮৪১৯ মরণের চেয়ে পোড়নের

৮৪২০ মরণের ধরণ নেই।

৮৪২১ মরণের ভগ্ন দশা, মুখে আগুন দিয়ে বাইরে বসা।

৮৪২২ মরতে চলেছে বুড়া, ছাড়ে না শাঁখের গুঁড়ি।

৮৪২৩ মরতে নেইক ভয়, রাজার পোষাক চায়।

*৮৪২৪ মরতে ব'সে পীরের দিকে পা।

৮৪২৫ মরতে বসেছে শরবনে, চেয়ে আছে ঘরপানে।

৮৪২৬ মরদাকি বাত, হাথীকি দাঁত।

৮৪২৭ মরদ যদি কথা কয়, কচুপাতার পানি নয়।

৮৪২৮ মরদে আছাড় খায়, নি-মরদে বলে—ভূমিকম্প যায়।

৮৪২৯ মরদের জিদে বাদশা, মাইয়ার জিদে বেউশ্যা।

৮৪৩০ মরবার ফুরসৎ নেই।

*৮৪৩১ মরবার সময় হরিনাম।

*৮৪৩২ মরার উপর খাঁড়ার ঘা।

৮৪৩৩ মরা গরু ঘাস খায় না।

*৮৪৩৪ মরা মুখ দেখা।

৮৪৩৫ মরার বাড়া গাল নেই।

৮৪৩৬ মর্দ চলেছেন পথে, ডুব্বার কোস্তা হাতে।

৮৪৩৭ মর্দ বড় তেজী, তাড়া করেছে বেঁজী।

৮৪৩৮ মর্দ বড় তেজী, বাঁশবনে হাগতে গেল,
তেড়ে এল কুঁজী।

৮৪৩৯ মর্দ বড় বাছের বাছ, ঠেস দিয়েছেন আমরুল গাছ।

৮৪৪০ মর্দ বড় ভারি, তার তেড়া পাগড়ি।

৮৪৪১ মর্দ বড় ভারি, হাতে শোলার তরবারি।

৮৪৪২ মর্দ বড় হেঙ্গা, তার শনকাঠিখান্ ঠেঙ্গা।

৮৪৪৩ মর্ মর্ করলে পরমায়ু বাড়ে।

৮৪৪৪ মর্ ক্যাংলা বকে, আমার দই যাবে না টকে।

৮৪৪৫ মরব ব'লে ক্ষেত করে না,
জ্যান্তে খেতে ভাত মেলে না।

*৮৪৪৬ মরবার ওষুধ গলায় বাঁধা।

৮৪৪৭ মরবার সময় নেই।

*৮৪৪৮ মরলে শহীদ, মারলে গাজী।

৮৪৪৯ মরা কাকের আবার চড়কের ভয়।

৮৪৫০ মরা গরু ঘাস খায় না।

*৮৪৫১ মরা গরুর ঘাস কাটা।

৮৪৫২ মরা গাঙ কুমীরে ভরা।

৮৪৫৩ মরা গাঙের ফোঁপানি সার।

৮৪৫৪ মরা গাছে ফুল ফুটেছে কাটবার নয়।

৮৪৫৫ মরা ঘোড়া পাড়া খাওয়ার যম।

*৮৪৫৬ মরা প্রাণে বেঁচে থাকা।

*৮৪৫৭ মরা বাঘকে কিলিয়ে মারা।

৮৪৫৮ মরা বাঘের চেয়ে জ্যান্ত বেরাল ভালো।

৮৪৫৯ মরা বামুন গাঙে ভাসে,
চিঁড়ে দইয়ের নামে উঠে আসে।

৮৪৬০ মরা বামুন শূদ্দুরের ছুনা।

৮৪৬১ মরা বেরালের দাঁতখামৃটি।

৮৪৬২ মরা ভাতার তালুই জ্ঞান।

৮৪৬৩ মরা ম'রে গঙ্গায় যাউক,
যেমনে তেমনে বামুনে পাউক।

*৮৪৬৪ মরা মাছ, ভাঙা চুবড়ি।

৮৪৬৫ মরা মানুষে কথা কয় না।

৮৪৬৬ মরা মালঞ্চে ফুটল ফুল, টেকো মাথায় উঠল চুল।

৮৪৬৭ মরার বাড়া গাল নেই, সর্বস্বান্তের বাড়া দণ্ড নেই।

৮৪৬৮ মরা মরা সমান কথা।

৮৪৬৯ মরা হাতী লাখ টাকা।

৮৪৭০ মরি তাতে খেদ নেই, কাঁটাবন দিয়ে যেন না টানে।

৮৪৭১ মরি কিবা গুণান্বিত, হাঁড়ি খেকো শেজমুতো।

৮৪৭২ মরি কি মারি, জিতি কি হারি।

৮৪৭৩ মরিনি, চোখ বুজেছি,
পাড়া পড়শীর মন বুঝ্ছি।

৮৪৭৪ মরিচাতে যত ক্ষয়, ব্যবহারে তত নয়।

৮৪৭৫ মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী।

৮৪৭৬ মরে বাঁচা।

৮৪৭৭ মরে যাই।

৮৪৭৭ক মরেও না, বাঁচেও না, আড়া লেগে আছে।

৮৪৭৮ ম'রেও মরে না সে যদি লোকে ঘোষে।
বেঁচেও বাঁচে না সে যদি লোকে দোষে॥

৮৪৭৯ মরেছিলাম তাই বাঁচলাম, বাঁচলে আর মরতাম না।

৮৪৮০ ম'রে যায় রাণী, তবু ছাড়ে না দাঁতের কানি।

৮৪৮১ মলয়ার বাঁয়ে বাঁশের কি।

৮৪৮২ ম'লো রে ফড়িঙ কালো গু হেগে।

৮৪৮৩ 'মশার দোষেতে দিলাম মশারিতে আগুন'।

*৮৪৮৪ মশা মারতে কামান দাগা।

*৮৪৮৫ মশা মারতে গালে চড়।

৮৪৮৬ মশা মারি কুশা কুশা পায়ে বাইন্ধ্যা দড়ি,
সব মশা ছাইড়া দিলাম মরম আলীর বাড়ী।

*৮৪৮৭ মশা মেরে হাত কালো।

৮৪৮৮ মশার কামড় না সয় পায়,
ছোটলোকের কথা না সয় গায়।

*৮৪৮৯ মশার সঙ্গে হাতীর দ্বন্দ্ব।

৮৪৯০ মশালের আগে চেরাগের আলো।

৮৪৯১ মশালচি আপনি কানা।

৮৪৯২ মহতের ধর্ম মহতে জানে,
মহতের টান মহতে টানে।

৮৪৯৩ মহতের বাত, হাতীর দাঁত, পড়ে ত নড়ে না।

৮৪৯৪ মহাজন সাচ্চা, রাজা গড়ে,
এদের কখনো লক্ষ্মী না ছাড়ে।

৮৪৯৫ 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।'

*৮৪৯৬ মহাপ্রভু।
[ চৈতন্যদেব। ]

*৮৪৯৭ মহাপ্রসাদ
[ জগন্নাথদেবের প্রসাদ। ]

৮৪৯৮ মহাভারত।
[ সুবৃহৎ গ্রন্থ ]

৮৪৯৮ক মহাভারত অশুদ্ধ হওয়া।

৮৪৯৯ মহামাংস।
[ তু—'তৈলে শঙ্খে তথা দ্বিজে বৈদ্যে জ্যোতিষিকে তথা।
যাত্রায়াং পথি নিদ্রায়াং মহচ্ছব্দ ন দীয়তে॥' ]

৮৫০০ মহিষমর্দিনী।

৮৫০১ মহীরাবণের বেটা অহিরাবণ।

৮৫০২ মাংসে মাংসবৃদ্ধি হয়, ঘৃতে বৃদ্ধি বল।
দুধে হয় বীর্য বৃদ্ধি, শাকে বৃদ্ধি মল॥

৮৫০৩ মা অবাস্তে বাপ তালুই,
ভাই হলো গিয়ে বনের পালুই।
[ পা—...পালুই—একপ্রকার শাক, ঢেঁকী শাক।
তু—মা মরলে বাপ তালুই। ]

৮৫০৪ মা আইবুড়ো বেটি শ্বশুরবাড়ী যায়।

৮৫০৫ মাইগ্যা যাচ্যা খাই, বার দুয়ারে না যাই।

৮৫০৬ মাইরি দিদি ফুটকড়াই, ছড়িয়ে দিলে গড়িয়ে যাই।

৮৫০৭ মাইলো মাই গিদারি,
মাছ না হলে ভাত পেরোয় না বামুন ভাতারি।

৮৫০৮ মাউগের অধীন, ছোয়ার নেতর।
তায় নি বসিবা পারে সভার ভিতর॥
[ নেতর—স্নেহশীল ; ছেলেমেয়েকে অন্যায়কার্যে যে প্রশ্রয় দেয়। নি বাসিবা পারে—বসিতে পারে না। ]

৮৫০৯ মাউগ বড় সনারে ভাই, মাউগ বড় সনা,
মাউগক কিছু না দিবা পারিলে মাউগ হই যাবা বেনা।
মাউগ বড় ধন রে ভাই, মাউগ বড় ধন,
মাউগের কথা না ধরিলে আউলাই যাইব মন।
[ মাউগ—মাগী, এখানে স্ত্রী ; সনা—সোনা ; হয়ে যাবে বেনা বা বীণার মত সর্বদা ঘ্যান্ ঘ্যান করিতে থাকিবে। আউলাই—আউলাইয়া যাইবে বা ভাঙ্গিয়া যাইবে। ]

৮৫১০ মাকড় মারলে ধোকড় হয়,
টিকটিকি মারলে গোবধ হয়।

৮৫১১ মাকড় মারলে ধোকড় হয়,
চালতা খেলে বাকড় হয়।

৮৫১২ 'মাকড়ের হাতে যেহ্ন ঝুনা নারিকেল।'
[ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ]

*৮৫১৩ মাকড়সার মত চুষে খাওয়া।

৮৫১৪ মাকাল ফল দেখতে ভালো
উপরে লাল ভিতরে কালো।

৮৫১৫ মাকাল রাগ করবে,
নিজের বিলে নিজে গিয়ে থাকবে।
[ মাকাল—মাছের দেবতা। ]

৮৫১৬ মাকালের ফল।
[ দেখিতে সুন্দর, কিন্তু অপদার্থ। তু—সুন্দর গাধা। ]

৮৫১৭ মাকু জব্দ বাহাদুর।

৮৫১৮ মা-কে গিয়ে বলো পিসী, বড়ো সুখে আছি,
ঝিঙ্গের ফুল ফুটলে তবে ভোজনেতে বসি।

৮৫১৯ মাকে মামার বাড়ীর সায় দেবে।

৮৫২০ মা খায় ধান ভেনে, বেটা খায় এলাচ কিনে।

৮৫২১ মাগ করবে জা'দা, ভূঁই করবে কাদা।

৮৫২২ মাগ কাটে কাট্‌না, ভাতারের দেখ নাচনা।

৮৬২৩ মা গঙ্গাই জানেন।

*৮৫২৪ মাগ্‌গি গণ্ডা।

৮৫২৫ মাগ চিনেছে গোবিন্দ কানা।

৮৫২৬ মাগ নেই ছেলে কাঁদে।
ঘর নাই আওড় বাঁধে॥

৮৫২৭ মাগনা খেয়ে ঢেকুরের ধুম।

৮৫২৮ মাগ্‌না পেলে কি না গেলে।

৮৫২৯ মাগ্‌না মদ বাম্‌নাও খায়।

৮৫৩০ মাগ্‌নার আবার টক ঘোল।

৮৫৩১ মাগ্‌নার ওপর টাক্‌না চায়।

৮৫৩২ মাগ্‌নার ওপর টাক্‌না,
তার ওপর ভিখারী বাম্‌না।

*৮৫৩৩ মাগ নেই তার ফুলশয্যা।

৮৫৩৪ মাগন্তড়ের মাগ শুধু ভাত খায় না।

৮৫৩৫ মাগ্‌বি যখন ভিক, তখন তামাক খেতে শিখ।

৮৫৩৬ মাগ ভাতারকে বামুন জ্ঞান নেই।

৮৫৩৭ মাগ ভাতার যখন, রোজগার তখন।

৮৫৩৮ মাগ ভাতারে দেখা নেই, ষষ্ঠীপূজার ধুম।

৮৫৩৯ মাগ বেচে পুতের বিয়ে কুটুম গেল বেড়ে।

৮৫৪০ মাগমরা, গরুহারা, গায়ে দাদ যার।
সদাই বিরস মন, সুখ নেই তার॥

৮৫৪১ মাগমরা পুরুষের কোথা ঘরে থাকে আঁটুনি।
শুজর ঘাটের জল শুকালে জবাব পান পাটুনি॥

৮৫৪২ মাগ মাগ মাগ, মাগ আগে খাক্।
মাগ মাগ মাগ, মাগ মাথার পাগ॥

৮৫৪৩ মাগা গোরুর কামাই নেই।

৮৫৪৪ মাগী, কোন কাজে লাগি।

৮৫৪৫ মাগী মরদ রাজী, কি করবে কাজী।

৮৫৪৬ মাগী পোঁদে পোঁছেনা, মিন্‌সের গরব ঘোচে না।

৮৫৪৭ মাগী যেমন মিন্‌সে তেমন, তিনগুণ তার চেলা।

৮৫৪৮ মাগীর পাতে মিন্‌সে খায়।

৮৫৪৯ মাগীর মন নাই, মিনসের বগলে তামাই।

৮৫৫০ মাগীরা দেয় জুতা পায়, ভাত ব্যঞ্জন পুড়ে যায়।

৮৫৫১ মা-গুণে ঝি, বাপ-গুণে পো।

৮৫৫২ মা-গুণে পোয়া, ভুঁই-গুণে রোয়া।

৮৫৫৩ মাগুর মাছ ঘৃতে রান্ধে, তৈল লবণ শুন্ঠির গন্ধে।
ছাগ-মাংস করে অনুপান, খাইলে দেহ কনক সমান।

৮৫৫৪ মাগুর মাছের ঝোল,
যুবতীর কোল,
হরি হরি বোল।

৮৫৫৫ মাগের আবদার মেটাবে যে, জন্মায়নি ভাতার সে।

*৮৫৫৬ মাগের ইচ্ছা ভাতারটি।

*৮৫৫৭ মাগের কাছে পাগের বড়াই।

৮৫৫৮ মাগের বেটী মাগ, না চিনেন চীনে সিঁদুর,
না চিনেন ফাগ।

৮৫৫৯ মাগেরে পোঁছে না ভাতার, বলে—মান আছে আমার।

৮৫৬০ মাগ্‌গি কিন্তু সাচ্চা, সস্তা কিন্তু পচ্চা।

৮৫৬১ মাগো গঙ্গা পার কর,
তুইও কিছু ভর কর।

৮৫৬২ মাঘ মাসে ঝরে দেওয়া,
রাজা ছেড়ে প্রজার সেবা।

৮৫৬৩ মাঘে মেঘে একই রীত, যত্র বায় তত্র শীত।

৮৫৬৪ মাঘের জলে, সোনা ফলে।
[ মাঘ মাসে বৃষ্টি হইলে প্রচুর শস্য জন্মায়। ]

৮৫৬৫ মাঘের জাড়ে, মোষের শিঙ নড়ে।

৮৫৬৬ মাঘের মাটি হীরের কাঁঠি, ফাগুনের মাটি সোনা।
চৈতের মাটি যেমন তেমন, বৈশাখের মাটি নোনা॥

৮৫৬৭ মাঘের শীতে বাঘ পলায়।

৮৫৬৮ মাঘের শীত বাঘের গায়, ক্ষীণের শীত সর্বদায়।

৮৫৬৯ মাঘের শীতে বাঘের ডর

৮৫৭০ মা চাইতে ঝি, বাপ চাইতে পুত।

৮৫৭১ মাচা নেই তার বুধবার।

৮৫৭২ মাচা বড় সাচা তার দোরে গড় খাই।
ঢেকাঢেকি মেরো নাক, আমি আস্তে আস্তে যাই॥

৮৫৭৩ মা চায় আঁত পানে, মাগ চায় ভাত পানে।

৮৫৭৪ মা গঙ্গাই জানে।

৮৫৭৫ মাচার তলার লোহা কামারের দোকানে।

৮৫৭৬ মাছ আর অতিথি, দুদিন পরেই বিষ।

*৮৫৭৭ মাছকে সাঁতার শেখানো।

৮৫৭৮ মাছ খাই না তবু গলায় কাঁটা বেঁধে।

৮৫৭৯ 'মাছ খাই না, মাংস খাই না, ধর্মে দিয়েছি মন।
বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী, এইচি বৃন্দাবন॥'

৮৫৮০ মাছ খাবে ত মাগুর, কি করবে ত ঠাকুর।

৮৫৮০ক মাছ খায় না, মাছের ঝোল খায়॥

৮৫৮১ মাছ খায় না, মাছের মুড়ো খায়।

৮৫৮২ মাছ খায় না যতিনী, পাতে তিনটে খল্‌সে।
কি করে না যতিনী, কোণে তিনটে মিন্‌সে।

৮৫৮৩ মাছ খেল মেছো কুমীরে, চড়ক গাছের দোষ।

৮৫৮৪ মাছ চেনে গভীর জল, পাখী চেনে ডাল।
মায়ে জানে পুতের মায়া জীয়ে যত কাল॥

৮৫৮৫ মাছ ধরতে গেলে কাদা লাগেই।

৮৫৮৬ মাছ ধুলে মিঠে, মাংস ধুলে শিটে।

*৮৫৮৭ মাছ না পেয়ে ছিপে কামড়।

৮৫৮৮ মাছ পোড়ার লোভে, শনি মঙ্গলবার ডোবে।

*৮৫৮৯ মাছ বললে মাকাল ঠাকুর।

৮৫৯০ মাছ মরেছে বেরাল কাঁদে, শান্ত করলে বকে।
ব্যাঙের শোকে সাঁতার-পানি হেরি সাপের চোখে॥

৮৫৯১ মাছ মারতে কাদার ভয় বা মাছ মারতে গায়ে কাদা

৮৫৯২ মাছ মেরে এল তিওর,
কোন্ দিক পাশতলা, কোন্ দিক শিয়র।

৮৫৯৩ মাছ গেটা জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যায়, সেইটেই বড়।

৮৫৯৪ মাছরাঙা পাখীর কলঙ্ক যায় না।

৮৫৯৫ মাছি মারতে নরাজের ঘা।

*৮৫৯৬ মাছিমারা কেরাণী।

*৮৫৯৭ মাছি মেরে হাত কালো।

৮৫৯৮ মাছির কামড় কাছিমের পিঠে।

*৮৫৯৯ মাছির গলায় কাছি।

৮৬০০ মা ছুঁলে ছেলে মরে, এমন ছেলেও পেটে ধরে।

৮৬০১ মা ছেড়ে বাপ ছেড়ে, ছেলে কাঁদে পড়শী ধ'রে।

৮৬০২ মাছে মাথা থেকে পচে।

৮৬০৩ মাছের কাঁটা গলার বালাই।

*৮৬০৪ মাছের জিউ লাছে।

*৮৬০৫ মাছের টোপ-গেলা।

*৮৬০৬ মাছের তেলে মাছ ভাজা।

৮৬০৭ মাছের নামে গাছেও হাঁ করে।

৮৬০৮ মাছের নেই জলে ডোবার ভয়।

৮৬০৯ মাছের মধ্যে রুই ; শাকের মধ্যে পুঁই,
মানুষের মধ্যে মুই।

*৮৬১০ মাছের মায়ের পুত্রশোক।

৮৬১১ মা জানে না কচুপাতা কুটতে, ঝি চায় লবণী রাঁধতে।

৮৬১২ মা জানে পুতের দরদ।

৮৬১৩ মাজো ঘষো যাব না, ফাগুন এলে র'ব না।

*৮৬১৪ মাঝ গঙ্গায় ঢেউ দেখে কিনারায় নৌকাডুবি।

৮৬১৫ মাঝি ভাত খেলে গাঙে জোয়ার।

৮৬১৬ মা ঝি, বলব আর কি।

৮৬১৭ মা ঝি যেখানে, বউয়ের ভাত নেই সেখানে।

*৮৬১৮ মাটি করা।

*৮৬১৯ মাটিতে পা না পড়া, বা মাটি না মাড়ান।

৮৬২০ মাটিতে মারলে গুণাহগার চমকায়।

*৮৬২১ মাটি নেওয়া।
[ মৃত্যু হওয়া, কবরের মাটিতে শয়ন অর্থে। ]

৮৬২২ মাটি বেটী মিথ্যা কথা, এই তিন নিয়ে কলিকাতা।

৮৬২৩ মাটিমুঠো ধরলে সোনামুঠো হয়।

৮৬২৪ মাটির কাম দড়, যেমন করবে কর।

৮৬২৫ মাটির চেয়ে মাটি, পানির চেয়ে পানি।

*৮৬২৬ মাটির মানুষ।

*৮৬২৭ মাটির রাজা, সোনার প্রজা।

*৮৬২৮ মাঠ গুদাম।

*৮৬২৯ মা-ঠাকরুণের নিষ্ঠা।

৮৬৩০ মাঠে ধান, ভাত চড়াও।

*৮৬৩১ মাঠে মারা যাওয়া।

৮৬৩২ মা ডাকলে খেলাম না, বাপ ডাকলে খেলাম না।
সাতপুরুষের ঢেঁকি বলে—পান্তা', পান্তা খা'।

৮৬৩৩ মাড়ির জোরেই দাঁতের বল।

*৮৬৩৪ মাণিক জোড়।

৮৬৩৫ মাতব্বরি ক'রে খায়, হাল গরু বেসাত যায়।

৮৬৩৬ মাতা গুরু পিতা গুরু গুরু জ্যেষ্ঠ ভাই।
তার থাক্যা অধিক গুরু পিছ দুয়ারের তাই॥

৮৬৩৭ মাতাল দাঁতাল শিঙে, বিশ্বাস নেই এই তিনে।

৮৬৩৮ মা তিতা, ছা মিঠা। (ধাঁধা)

*৮৬৩৯ মাথাকাটা যাওয়া।

*৮৬৪০ মাথা কেনা।

*৮৬৪১ মাথা কাপুড়ে লোক।

*৮৬৪২ মাথা খাওয়া।

*৮৬৪৩ মাথা খাটানো।

*৮৬৪৪ মাথা খারাপ করা।

*৮৬৪৫ মাথা খোঁড়া।

*৮৬৪৬ মাথা গোঁজা।

*৮৬৪৭ মাথা চাড়া দেওয়া।

*৮৬৪৮ মাথা চুলকাইবার সময় না থাকা।

৮৬৪৮ক মা ছেড়ে বাপ ছেড়ে, ছেলে কাঁদে পড়শী ধ'রে।

৮৬৪৯ মাথাটা মোর খোক্কশ, পেটটা মোর হেঁড়ে রাক্ষস।

৮৬৫০ মাথাটি যেমন চণ্ডী ওল, পেটটি যেন নাদা।

*৮৬৫১ মাথা ঠোকাঠুকি হওয়া।

৮৬৫২ মাথা নেই তার মাথাব্যথা।

*৮৬৫৩ মাথা মুড়িয়ে বা মাথায় ঘোল ঢালা।

*৮৬৫৪ মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া।

*৮৬৫৪ক মাথায় ওঠা।

৮৬৫৫ মাথায় ক'রে এনে পা দিয়ে ছানা।

*৮৬৫৬ মাথায় ক'রে রাখা।

*৮৬৫৭ মাথায় চুল নেই, লম্বা দাড়ি।

*৮৬৫৮ মাথায় হাত বুলানো।

*৮৬৫৯ মাথা যাচ্ছে ক্ষয়, চালতার বোঝা বয়।

*৮৬৬০ মাথার ঘাম পায়ে ফেলা।

*৮৬৬১ মাথার চুল বিকিয়ে যাওয়া।

৮৬৬২ মাথার দিব্য।

*৮৬৬৩ মাথায় বজ্রাঘাত হওয়া।

৮৬৬৪ মাথায় মুত মুখ বেয়ে পড়ে।

৮৬৬৫ মাথায় রাখলে উকুনে খায়, ভূঁয়ে রাখলে পিঁপড়ে খায়।

৮৬৬৬ মাথায় লাথি মেরে পায়ে গড়।

*৮৬৬৭ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়া।

*৮৬৬৮ মাথায় হাত বুলানো।

৮৬৬৯ মাথার উকুনেই মাথা খায়।

৮৬৭০ মাথার উপর জল এক হাতই
বাকি সাত হাতই বা কি।

*৮৬৭১ মাথার উপরে শকুনি ওড়া।

*৮৬৭২ মাথার ঘাম পায়ে ফেলা।

৮৬৭৩ মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল।

*৮৬৭৪ মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়া।

*৮৬৭৫ মাথায় উঠা।

*৮৬৭৬ মাথায় করা।

*৮৬৭৭ মাথার চুল বিকিয়ে খাওয়া।

*৮৬৭৮ মাথার ঠাকুর, চূড়ো বা মণি।

*৮৬৭৯ মাথার দিব্যি দেওয়া।

৮৬৮০ মাথার চুল কি মাথাকে ভারি ?

*৮৬৮১ মাথা হেঁট হওয়া।

৮৬৮২ মা দিলে বাপ নয়, আপনা দিলেও আপনা নয়।

৮৬৮৩ মাদুর নেই তার উত্তর শিয়র।

৮৬৮৪ মা দেয় না চেয়ে, পেট ভরে না খেয়ে।

৮৬৮৫ মা নয় যে তাড়িয়ে দেব, বাপ নয় যে ভাত দেব না,
পরের মেয়ে রাখি কোথা।

৮৬৮৬ মান্‌ব ঠাকুর, দেব না, আমার পিত্যেশ ক'রো না।

৮৬৮৭ মান বা না মান, তোর বাড়ী মোর মেহমান।

৮৬৮৮ মানলে পীর বরাবর, না মানলে ক্ষীর বরাবর।

৮৬৮৯ মানি ত মানি, নয় দু'পা দিয়ে ছানি।

৮৬৯০ মানি ত শালগ্রাম, না মানি ত পাথর।

৮৬৯১ মানী মরে মনের চিন্তায়, কানী মরে চোখের চিন্তায়।

৮৬৯২ মানীর মান খোদায় রাখে।

*৮৬৯৩ মানুষ করা।

৮৬৯৪ মানুষ করে আম্বা, ঘটান জগদম্বা।

৮৬৯৫ মানুষ গড়ে, দেবতা ভাঙে।

*৮৬৯৬ মানুষ চরিয়ে খাওয়া।

*৮৬৯৭ মানুষ চেনা।

৮৬৯৮ মানুষ চেনে আকলে, গাছ চেনে বাকলে।

৮৬৯৯ মানুষ জানে ভাবে, ভাগ্য জানি লাভে।

৮৭০০ মানুষ নয় পক্ষী, পেটের দায়ে দুঃখী।

*৮৭০১ মানুষ না ফানুস।

৮৭০২ মানুষ পড়ুক, কলসী না ভাঙুক।

৮৭০৩ মানুষ বড় সহজ নয়, উড়া পাখীর পাখা গুণে কয়।

*৮৭০৪ মানুষ বড় হালদার ঠাকুর।

৮৭০৫ মানুষ বুঝে কই কথা, দেবতা বুঝে নোয়াই মাথা।

*৮৭০৬ মানুষ মরলে কথা, কাপড় ছিঁড়লে কাঁথা।

৮৭০৭ মানুষ মরে মেলে, খটাশ মরে তেলে।

৮৭০৮ মানুষ মরে যাতে, গাছড়া ক্ষারে তাতে।

৮৭০৯ মানুষ যদি নদীতে পড়ে, খড়কুটা আঁকড়ে ধরে।

৮৭১০ মানুষ যায়, নাম থাকে।

৮৭১১ মানুষ হলে বোঝে, কচু হলে সেজে।

৮৭১২ মানুষ হাঁটে দুই পায়, বিপদ হাঁটে চার পায়।

৮৭১৩ মানুষই লক্ষ্মী, মানুষই ঝাঁক।

৮৭১৪ মানুষে মানুষ চেনে, শূয়রে চেনে ঘেঁচু।

৮৭১৫ মানুষে মানুষে অন্তর, কেউ হীরা কেউ পাথর।

৮৭১৬ মানুষে ভাবে এক, হয় এক।

৮৭১৭ মানুষের কুটুম দিলে থুলে, গরুর কুটুম চাটলে চুটলে.

৮৭১৮ মানুষের তেলে জলেই শরীর।

৮৭১৯ মানুষের দশ দশা, কখনো হাতী কখনো মশা।

৮৭২০ মানুষের দেওয়া কুলায় না,
ভগবানের দেওয়া ফুরায় না।

৮৭২১ মানুষের বড় মান, তার ছড়া দু'টো কান।

৮৭২২ মানুষের বাছা ছ' মাস বাঁচা, গরুর বাছা তুলে নাচা।

৮৭২৩ মানুষের ভাগ্যে দেবতা খায়।

৮৭২৪ মানুষের মধ্যে নাপিত ধূর্ত, পাখীর মধ্যে কাওয়া।
দেবতার মধ্যে কানাই ধূর্ত, যার না ধরা পাওয়া॥

*৮৭২৫ মানুষের মতন।

৮৭২৬ মানুষের মধ্যে গেঁড়া, ঘাসের মধ্যে ছেঁড়া।

৮৭২৭ মানুষের মন কুমোরের চাক,
পলকে দেয় আঠারো পাক।

৮৭২৮ মানুষের মন ঘাড়ির কল, একবার বিগড়ালে হয় বিকল।

৮৭২৯ মানুষের মুখ মনের পরদা।

৮৭৩০ মানুষের সঙ্গে খোঁজ নেই, পাড়াসুদ্ধ ঘর।

৮৭৩১ মানুষের হাই, গাছের ছাই, সরষে বলে উড়ে যাই।

৮৭৩২ মা নেই যার জ্যেঠী খুড়ী, ভাত নেই যার চিঁড়ে মুড়ি।

৮৭৩৩ মা নেই যার, না' নেই তার।

৮৭৩৪ মানে নাই।

*৮৭৩৫ মানে মানে বেঁচে থাকা।
বা, মানে মানে থাকলে ভাল।

*৮৭৩৬ মানের কান্না।

*৮৭৩৭ মানের গোড়ায় ছাই।

*৮৭৩৮ মানোয়ারী জাহাজ।

*৮৭৩৯ মান্ধাতার আমল।

৮৭৪০ মান্নাদের জাত, কে দেয় কার পোঁদে হাত।

৮৭৪১ মান্য করলে কল্পতরু, না হলে দামড়া গরু।

৮৭৪২ মাপানে পুরুষ না মাপালে,
ভাত না মিলে কারো কপালে।

৮৭৪৩ মা পায় না ছেঁড়া কাঁথা সেলাই করবার সূতা।
ছেলের পায়ে দেখ গিয়ে চোদ্দসিকের জুতা॥

৮৭৪৪ 'মা ফলেষু কদাচন।'

৮৭৪৫ না বলেছে মাথা ধরেছে।

৮৭৪৬ মা-বাপ ডেও ডাকনা,
শালা শালাজ নিয়ে ঘর কন্না।

৮৭৪৭ মা বাপ ভাত দেয় দিন গুণাতি ক'রে।
স্বামীর তুল্য ভাত আর কেউ দিতে নারে।

*৮৭৪৮ মা-বাপ মরা দায়।

৮৭৪৯ মা-পাপে বিয়া করায়, কিছু নারে না।
নিজে বাজে বিয়া করে, এই ত মা রে মা॥

৮৭৫০ মা বিয়ল না বিয়ল মাসী,
ঝাল খেয়ে ম'ল পাড়াপড়শী।

৮৭৫১ মা বেচে খায় কলমীশাক,
বেটার মাথায় ফরমেসে পাগ।

৮৭৫২ মা মরুক, মাসী জীউক।

৮৭৫৩ মা মরে কুলো দিয়ে ঢাকে বা কুলো আড়াল দেয়।

৮৭৫৪ মা মরে ঝিয়ের তরে, ঝি মরে ভাতারের তরে।

৮৭৫৫ মা মরে পুতের লাগি, পুত মরে বউয়ের লাগি।

৮৭৫৬ মা মরেন দোষ নেই, বউ বাঁচলে বাঁচি।

৮৭৫৭ মা রেঁধেছে খাড়া, তাই কচর কচর পারা,
বৌ রেঁধেছে তাই আজকে হয়েছে ননীপারা।
৮৭৫৮ মামলায় চড়লে ভূতে পায়,
জমানো কড়ি পাঁচ ভূতে খায়।
৮৭৫৯ মামলায় মরে হেরে গিয়ে, ভেড়ার বদলে ঘোড়া দিয়ে।
৮৭৬০ মামা, বাপের জবানীতে শালা।
*৮৭৬১ মামাবাড়ীর আদার।
৮৭৬২ মামাভাগনে জামাই শালা আর পোষ্যপুত।
ঘরে ঘরে বিরাজ করেন, এই পাঁচটি ভূত॥
৮৭৬৩ মামা ভাগনে যেখানে, আপদ নেই সেখানে।
৮৭৬৪ মামা মামী ঝগড়া করে, নেকা পান্তা খেয়ে মরে।
৮৭৬৫ মামী আসতে আসতে দাঙ্গা ফতে।
৮৭৬৬ মামার ক্ষেতে বিয়ল গাই, সে সম্পর্কে মামাত ভাই।
*৮৭৬৭ মামার জয়েই জয়।
৮৭৬৮ মামার নামে ধামা ধামা, আমার নামে আধ ধামা।
৮৭৬৯ মামার বড় ভালবাসা, কলা খেয়ে দেয় খোসা।
*৮৭৭০ মামার বাড়ীর আবদার।
*৮৭৭১ মামার ভাতে ভাগ্নের গতর।
৮৭৭২ মামার শালা পিসের ভাই, তার সঙ্গে সম্পর্ক নাই।
৮৭৭৩ মামার শালা যে সংসারে, সে সংসার যায় ছারে-খারে।
*৮৭৭৪ মামীর ভাগনেকে ছেঁটে ফেলা।
৮৭৭৫ মামীর মা বড় সুখী, পান্তা ভাতে কচুর মুখী।
৮৭৭৬ মায় খায় ভাঁচা ভেনে, বেটা খায় ফলাচ কিনে।
*৮৭৭৭ মায়াকান্না।
*৮৭৭৮ মায়ামুক্ত জীব, মায়ামুক্ত শিব।
৮৭৭৯ মায়ায় দয়ায় ভরা চিত, লক্ষ্মী ছাড়ে না কদাচিৎ।
৮৭৮০ মায়েও মারলে, হাঁড়িতেও ভাত নেই।
৮৭৮১ মায়ে কাঁদলে ঝিয়ে কাঁদত, একলা ঝিয়ে কত কাঁদত।

*৮৭৮২ মায়ে-খেদানো বাপে-তাড়ানো ছেলে।

৮৭৮৩ মায়ে ঝিয়ে ব্রত করে, যার যার বর সেই সেই মাগে।
[ পা—যার যার পুণ্য সে সে করে। ]

৮৭৮৪ মায়ে বলে পর পর, মায়ে করে কার ঘর।

*৮৭৮৫ মায়ের অনুগ্রহ।

৮৭৮৬ মায়ের কাছে কিল চড়, মাসীর কাছে বড় আদর।

৮৭৮৭ মায়ের কোলে আয়ু বর্তায়।

৮৭৮৮ মায়ের গলায় দিয়ে দড়ি, বউকে পরাই ঢাকাই শাড়ি।

৮৭৮৯ মায়ের চাপড়ে হাড় ভাঙে না।

৮৭৯০ মায়ের চেয়ে আর্তি বেশি তারে বলি ডান।

৮৭৯১ মায়ের চেয়ে ঝি কাজী, ঢেঁকি মুসল দিয়ে বানায় পাঁজি।

৮৭৯২ মায়ের চেয়ে দরদ বেশি, তারে বলি ডান।

৮৭৯৩ মায়ের ছা রা'য়ে বর্তায়।

৮৭৯৪ মায়ের ঝিলিও ঝিলিও কাঁথা,
বেটার ত লাগে পুরা ছাতা।

৮৭৯৫ মায়ের দরদ নেই, মাসীর দরদ।

*৮৭৯৬ মায়ের দয়া।
[ বসন্ত রোগের আক্রমণ। ]

৮৭৯৭ মায়ের দুধে পেট ভরে না, বাপের আঙুল চোষে।

৮৭৯৮ মায়ের নাম চিন্তে কানী, মেয়ের নাম পদ্মরাণী।

৮৭৯৯ মায়ের নাম চেরাকী বাঁদী, পুতের নাম সুলতান খাঁ।
[ চেরাকী বাঁদী—চেরাক বা প্রদীপ জালাইবার ভার-প্রাপ্ত পরিচারিকা। পা—কেতকী বাঁদী। ]

৮৮০০ মায়ের নাম পোঁটা চুন্নী, ছেলের নাম চন্দনবিলাস।

৮৮০১ মায়ের পরণে টেনা নেই, ছেলের বাঁকা টেরি।

৮৮০২ মায়ের পেটে ভাত নেই, বউয়ের গলে চন্দ্রহার।
মায়ে বিয়লে মাগে পেলে, কার ধন কার।

৮৮০৩ মায়ের পেটের ভাই, কোথায় গেলে পাই।

৮৮০৪ মায়ের পোড়ে, না, মাসীর পোড়ে,
পাড়াপড়শীর ধবলা ওড়ে।

*৮৮০৫ মায়ের সোহাগে বাপের আদর।

৮৮০৬ মায়ের হাড় যদি মাটিতে থাকে পোঁতা।
মাটি থেকে বলে—বাছা আমার কোথা॥

৮৮০৭ মায়ে রাঁধে যেমন তেমন, বোনে রাঁধে পানি।
ওই অভাগী রাঁধে যেন চিনি পরমান্নি॥

৮৮০৮ মার আর ধর, আমি পিঠে করেছি কুলো।
বকো আর ঝকো, আমি কানে দিয়েছি তুলো॥

৮৮০৯ মার কাছে কও মামার বাড়ীর গফ্।

৮৮১০ মারমুণ্ডা তেঁতুল দিয়ে।

৮৮১১ মারতে গেলে মার খেতে হয়।

৮৮১২ মার পেটের ভাই, মাটিতে পড়লেই ঠাঁই ঠাঁই।

৮৮১৩ মারকে মার, চৌদ্দ শিকা গুণাগার।

৮৮১৪ মারতে পারে না বন্দুক ঘাড়ে,
শিয়াল দেখলে চিৎ হয়ে পড়ে।

*৮৮১৫ মারতে বাকি রাখা।

৮৮১৬ মারলে মারলে ঝাঁটার বাড়ি,
তেল দাও তবু স্নান করি।

৮৮১৭ মারলি মারলি ভালই করলি, হাতের ভাঙলি চুড়ি,
ভেবে গিয়ে দেখরে মিন্‌সে অপচয় হল তোরই।

৮৮১৮ মারার চেয়ে তাড়া ভাল।

৮৮১৯ মারি ত হাতী, লুঠি ত ভাণ্ডার।
[ পা—মারিত গণ্ডার, লুঠি ত ভাণ্ডার। ]

৮৮২০ মারীচের দশা, মারীচের মরণ। মারীচের মাথা।

৮৮২১ মারের আগে ভূত ভাগে।

৮৮২২ মারের দোষ নয়, ঢেলার দোষ।

৮৮২৩ মারের নাম জবর খান।

৮৮২৪ মারের ভয়ে বাঁদর নাচে।

৮৮২৫ মারের শেষ জুতার বাড়ি, চাকরির শেষ চৌকিদারী।

*৮৮২৬ মার্কামারা।

৮৮২৭ মা লক্ষ্মী ঘরে এস, অলক্ষ্মী দূর হও।

৮৮২৮ মালা ঘোরালেই বৈরাগী হয় না।

*৮৮২৯ মালা চন্দন।

৮৮৩০ মালা জপ মিছে, মন নেই পিছে।

৮৮৩১ মালা জপোং টপর টপর,
কানে আইল দই চুড়ার খপর।

৮৮৩২ মালো, জাল বুনতে ভালো,
মালোর কপনি কেন কালো।

৮৮৩৩ মাষ কলায়ে পোকা ধরে না।

৮৮৩৪ মাষ নাশে ঘন চাষে কুলবধূ নাশে প্রবাসে।
আদর নাশে নিত্য গমনে, জো নাশে ঘন পবনে॥

৮৮৩৫ মাস থেকে নখ ছাড়ে না।

৮৮৩৬ মামা মাসি গেছে, সাঁঝসাঁঝি আছে।

৮৮৩৭ মাসী পিসি, টাট্‌কা বাসি, বনের ধারে ঘর।
কখনো মাসী ব'লে না'ক—খই-নাড়ুটা ধর॥
[ বাংলা ছড়ার অংশ। দে ইহাকে প্রবাদ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। দে ৬৭৬০ ]।

৮৮৩৮ মাসী বড় রসালা,
জন পাঁচ ছয় কুটুম দেখে দুধে জল ঢালালা।

৮৮৩৯ মাসী বড় প্রেম রসালো,
বোনপোকে দেখে দুধে জল মিশালো।

৮৮৪০ মাসীমার আদরে সর্ব অঙ্গ বিদরে।

*৮৮৪১ মাসীমার কুটুম।

৮৮৪২ মাসীমার বকুল ফুলের বোনপো,
বউয়ের বোনঝি জামাই।

৮৮৪৩ মাসীর গোঁফ থাকলে মামা হত।

৮৮৪৪ মাসে এক, বছরে বারো, তারপর যত কমাতে পারো।

৮৮৪৫ মাসের উপাসী কি পারণা সয় না।

৮৮৪৬ মা হওয়া কি মুখের কথা, শুধু বিয়লেই হয় না মাতা।
বাপ হওয়া কি মুখের কথা, জন্ম দিলেই হয় না পিতা॥

[ প্রচলিত শ্যামা-সঙ্গীতের অংশ। জনপ্রিয় লোক-সঙ্গীতের কোন কোন অংশ এমনই ভাবে প্রবাদে পরিণত হয়। ]

৮৮৪৭ মিচকে পোড়া, কু-এর গোড়া।

৮৮৪৮ মিচকে পোড়া ঠকের গোড়া।

*৮৮৪৯ মিছরির ছুরি।

৮৮৫০ মিছরির টুকরাও ভাল, মুড়ির আড়ি কিছু নয়।

৮৮৫১ মিছা কথা সিঁচা জল, কোথায় টিকেছে বল।

৮৮৫২ মিছা কাজে গাছে চড়ন, তার মরণ যখন তখন।

৮৮৫৩ মিছা বলে লোকে গ্রহ পীড়ে,
পূর্ব দোষ কেহ নাহি এড়ে।

৮৮৫৪ মিছে আমার আমার করি!
কে আমার, আমি কার, কার জন্যে মরি॥

৮৮৫৫ মিছে কথার হাঁড়ি, ঘোরে বাড়ী বাড়ী।

৮৮৫৬ মিছে কর বাসর-সজ্জা, কৃষ্ণ না এলে পাবে লজ্জা।

৮৮৫৭ মিছে করিস ভুয়ো জাঁক, যেমন আছিস তেমনি থাক।

*৮৮৫৮ মিছে কাজে কাট্‌না কামাই।

৮৮৫৯ মিছে কাজে জ্বালাও বাতি, ওহে করাল চক্রবর্তী।

৮৮৬০ মিঞার গাই, খাতায় আছে গোয়ালে নাই।

৮৮৬১ মিটমিটে ডান, ছেলে খাবার যম।

৮৮৬২ মিঠা চিজে মুখে রস, মিঠা কথায় দুনিয়া বশ।

৮৮৬৩ মিঠা বোল, শাশুড়ী পূজো, আপন ধন আপন বুঝো।
স্বামীর সেবা, সাঁঝে বাতি, ডাক বলে, লক্ষ্মীর স্মৃতি॥

৮৮৬৪ মিঠে কথায় পেঠ ভরে না।

৮৮৬৫ মিঠে ফুল পেলে, আঁটিশুদ্ধ গেলে।

৮৮৬৬ মিঠে পায় ত এঁটো খায়।

৮৮৬৭ মিঠে রান্ধে সরুগু কাঠে, সে গৃহিণীতে না ঘর টুটে।

[ সরু কাঠ দিয়া যে মিষ্ট রান্না করে ... ]।

৮৮৬৮ মিঠের লাভ মাছিতে খায়।

৮৮৬৯ মিঠে লোভে খায় পিটে, যদিও এঁটো লাগে মিঠে।

*৮৮৭০ মিড়মিড়ে পিদ্দিম, নিড়কিড়ে বউ।

৮৮৭১ মিত্রের শ্রেষ্ঠ জ্ঞাতি ভাই, তার বাড়া শত্রু নাই।

৮৮৭২ মিথ্যা কহা প্রবঞ্চনা, হয় ত কুড়ে নয় ত কানা।

*৮৮৭৩ মিথ্যার মরাই।

৮৮৭৪ মিথ্যে কথার কিবা কেতা, আজব শহর কোলকাতা।

৮৮৭৫ মিথ্যে কাজে সত্যি মুখপাত।

৮৮৭৬ মিশি মেখে দাঁত কালো, লোকে বলে আছি ভালো।

[ অধিক ভোজনের ফলে দাঁত কালো হইয়াছে বলিয়া লোকে মনে করে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মিশি মাখিবার ফলে দাঁত কালো হইয়াছে, অতিভোজনের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই। ]

৮৮৭৭ মিনমিনে পিদ্দিম আর পিট্‌পিটে ভাতার।

*৮৮৭৮ মিন্‌সেকে মেরে মাগীর রাগ।

৮৮৭৯ মিন্‌সে, ধান কিন্‌সে; ধানে বড় পোকা,—
মিনসে বড় রোকা।

৮৮৮০ মিন্‌সে বলে ধান কিন্‌সে,
মাগী বলে—কড়ি গুণ সে।

৮৮৮১ মিন্‌সের কোলে ছেলে দিয়ে, মাগী যায় লড়ায়ে ধেয়ে।

৮৮৮২ মিন্‌সের চোটে, আগুন ছোটে।

৮৮৮৩ মিনসের যদি এত যজমান, মাগী কেন ভানে ধান।

৮৮৮৪ মির্জার ছুঁচ কলাগাছ দিয়ে বায়।

৮৮৮৫ মিষ্ট মুখে ইষ্ট লাভ।

৮৮৮৬ 'মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ'।

৮৮৮৭ মিষ্টি আমেই পোকা ধরে।

৮৮৮৮ মিষ্টি কথায় জিব শুকায় না।

৮৮৮৯ মিষ্টি কথায় মন ভেজে, চিঁড়ে ভেজে কই।
চিঁড়ে যদি ভেজাতে চাও, আগে আন দই॥

৮৮৯০ মিষ্টি খেতে কার অরুচি।

৮৮৯১ মিষ্টি থাকলেই মাছি বসে,
গুড় থাকলেই পিঁপড়ে ঘেঁসে।

৮৮৯২ মিষ্টি ফুলের মধু খেয়ে ভোমরা দিল গা-ঝাড়া।
এ পাড়াতে রইলি ছোঁড়া,
তোর ঢেম্‌নী কেঁদে হয় সারা॥

৮৮৯৩ মিষ্টি মুখ পেলে কুকুরে চাটে।

৮৮৯৪ মিষ্টির মুখ, ইষ্টির বধূ।

৮৮৯৫ মিষ্টি লাগল ছাঁই, স্বামী পুতকে নাই।

৮৮৯৬ মিষ্টি হাসিতে দৃষ্টি খেয়েছে।

৮৮৯৭ মিষ্টি হাসিতে সৃষ্টি নাশ।

*৮৮৯৮ মুক্তাভস্মের চূর্ণ দিয়ে পান খাওয়া।

৮৮৯৯ মুই অভাগী পুতের মা,
আহ্লাদ তাই ধরে না।

*৮৯০০ মুখ আলগা।

*৮৯০১ মুখ উজ্জ্বল করা।

৮৯০২ মুখখান মিঠা, হাতখান চিটা।

*৮৯০৩ মুখ খারাপ করা।

*৮৯০৪ মুখ চাওয়া।

৮৯০৫ মুখ চূর্ণ হওয়া। মুখ দেখা।

৮৯০৬ মুখচোরা বামুন, কেশোরোগী চোর।

৮৯০৭ মুখ টক্‌, না আম টক্‌।

৮৯০৮ মুখটি যেন ক্ষুরের ধার। মুখ নয় তো তেলো হাঁড়ি।
মুখটি যেন ভাজনা খোলা। মুখ নয় তো মেছোহাটা।
মুখটি যেন হাড়ীর কোদাল। মুখ শুকিয়ে আমসী।

*৮৯০৯ মুখ তুলে চাওয়া।

*৮৯১০ মুখ থাকতে নাকে ভাত।

*৮৯১১ মুখ দেখে ওঠা।

*৮৯১২ মুখ থাকলেই ভুরি ভোজন।

৮৯১৩ মুখ না থাকলে শেয়ালে খেত।

*৮৯১৪ মুখ নাড়া দেওয়া।

*৮৯১৫ মুখ পচে গোবর হওয়া।

৮৯১৬ মুখ পাইয়া মুক্‌টি, ছাগলে চাটে পুক্‌টি।

*৮৯১৭ মুখ পুড়িয়ে লঙ্কায় আগুন।

*৮৯১৮ মুখ ফোটা।

*৮৯১৯ মুখ বদলানো।

*৮৯২০ মুখ ভারতী।

৮৯২১ মুখ ভাবুটি কপট মায়া, লোকে জড় ক'রে যাচ্ছে গয়া।

*৮৯২২ মুখ মেরে যাওয়া।

*৮৯২৩ মুখ রাখা।

৮৯২৪ মুখ রেখে বাক্যি, ঠাঁই দেখে মার।

*৮৯২৫ মুখ শুখাইয়া যাওয়া।

*৮৯২৬ মুখ শেলাই করা।

৮৯২৭ মুখ শোঁকাশুঁকি না ক'রে,
কুকুরও কুকুরের কাছে এগোয় না।

৮৯২৮ মুখটি কুটিল বড়, বন্দ্যঘটি সাদা।
এদের কাছে বসে আছে চট্ট হারামজাদা॥

৮৯২৯ মুখ সর্বস্ব কোঠা বাড়ি।

*৮৯৩০ মুখ সাপট।

*৮৯৩১ মুখ সামলে কথা কহ।

*৮৯৩২ মুখ সাফাই করা।

*৮৯৩৩ মুখ হাঁড়ি করা।

*৮৯৩৪ মুখে অমৃত, মুখেই বিষ।

৮৯৩৫ মুখে আগুন বুকে বাঁশ, বাছা চেয়ে রয়েছেন বালহাঁস।

*৮৯৩৬ মুখে আগুন বা মুখে নুড়ো জ্বেলে দেওয়া।

৮৯৩৭ মুখে এক মনে আর, কেবল ক্ষুরের ধার।

*৮৯৩৮ মুখে কুলুপ দেওয়া।

*৮৯৩৯ মুখে খই ফোটা।

৮৯৪০ মুখে খুব মিঠে, নিম্‌নিসিন্দা পেটে।

*৮৯৪১ মুখে চুণ কালি দেওয়া।

*৮৯৪২ মুখে ছাই দেওয়া বা বাসি আখার ছাই তুলে দেওয়া।

*৮৯৪৩ মুখে জল সরা।

৮৯৪৪ মুখে তোমার মধুর স্বর, ক্ষুরের ধার অন্তর।

*৮৯৪৫ মুখে দুধের গন্ধ ছাড়া।

*৮৯৪৬ মুখে থাবা দেওয়া বা থাবা মারা।

*৮৯৪৭ মুখে না ধরা।

*৮৯৪৮ মুখে ফেকো ওড়া।

৮৯৪৯ মুখে বলে সুখে থাক, মনে বলে চুলোয় যাক।

৮৯৫০ 'মুখেন মারিতং জগৎ।'

৮৯৫১ মুখে পান হাতে চুণ, তবে জানবে মানভূম।

*৮৯৫২ মুখে ফুলচন্দন পড়া।

৮৯৫৩ মুখে বলে খাও খাও, অন্তরে বলে নিপাত যাও।

৮৯৫৪ মুখে ভাল, মনে দড়, খাওয়া দাওয়া নেই পিরীত বড়।

৮৯৫৫ মুখে ভাল লাগে যা', ভাতার-হতে দেয় না তা'।

৮৯৫৬ মুখে বউ বর্ষে, মনে পিপুল ঘর্ষে।

*৮৯৫৭ মুখে মধু অন্তরে বিষ।

[ পা—মুখে মিছরি অন্তরে হীরার ছুরি। ]

৮৯৫৮ মুখে মধু, হৃদে ক্ষুর, সেই হয় বিষম ক্রূর।

৮৯৫৯ মুখে সরল মনে গরল।

৮৯৬০ মুখে হরি বল, হাতে কাজ কর।

*৮৯৬১ মুখের কথা।

*৮৯৬২ মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলা।

*৮৯৬৩ মুখের কথা কেড়ে নেওয়া।

*৮৯৬৪ মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া।

৮৯৬৫ মুখের চোটে গগন ফাটে

*৮৯৬৬ মুখের মতন জুতো।

*৮৯৬৭ মুখের হাসি।

৮৯৬৮ মুখের হাসি চাপলে কি হয়,
প্রাণের হাসি চোখে বেরোয়।

৮৯৬৯ মুচির আবার মাজতো বউ।

৮৯৭০ মুচির আবার চামের অভাব।

৮৯৭১ মুচির এক কাম, খায় শোয় আর সেঁয়ে চাম।

৮৯৭২ মুচির নেই নাক, শুঁড়ির নেই কান।

*৮৯৭৩ মুচির কুকুর।

৮৯৭৪ মুচি হয়ে শুচি হয় যদি হরি ভজে।
শুচি হয়ে মুচি হয় যদি হরি ত্যাজে॥

[ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের নীতিগত আদর্শ, ইহাকে প্রকৃত অর্থে প্রবাদ বলা যায় না। কিন্তু দে ইহাকে প্রবাদ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন, দে ৬৮৪৮।]

৮৯৭৫ মুছলমানের বালা,
শাস্ত্র পড়লেও ছাড়ে নাক খ্যাড় ক্যাস্তে ক্যালা।

৮৯৭৬ মুজুরকে লাথি, হুজুরকে সেলাম।

৮৯৭৭ মুটের মাথায় চীনের ছাতি।

*৮৯৭৮ মুড়কিমুখী।

*৮৯৭৯ মুড়কির মাছি।

৮৯৮০ মুড়াগাছার গান।

৮৯৮১ মুড়ায় খায় বুড়া।
৮৯৮২ মুড়ি আর ভুঁড়ি, সব রোগের গুঁড়ি।
*৮৯৮৩ মুড়ি মিছরির এক দর।
*৮৯৮৪ মুড়ি রেখে কোপ।
*৮৯৮৫ মুড়ো কোদালে দীঘি কাটা।
*৮৯৮৬ মুণ্ডমালার দাঁতকপাটি।
৮৯৮৭ মুততে ছাগল ধরে না, দৌড়ে নাগাল পায় না।
৮৯৮৮ মুততে মুততে ফেনিয়ে যায়।
*৮৯৮৯ মুততে যেতে প্রদীপ জ্বালা।
*৮৯৯০ মুদ্রাদোষ।
৮৯৯১ মুনির মনও টলে।
৮৯৯২ মুনির শাপ, মনস্তাপ।
৮৯৯৩ 'মুনীনাং চ মতিভ্রমঃ।'
৮৯৯৪ মুরগীর কাছে ধানচালের দর সমান।
৮৯৯৫ মুরগীর পোঁদে তেল হলে, মোল্লার দোর দিয়ে রাস্তা
৮৯৯৬ মুরগীর হয়েছে ট্যাঁকে কড়ি,
মোল্লার যান্ ছিঁড়তে দাড়ি।
৮৯৯৭ মুরদ বড় মান, তার ছেঁড়া দুটো কান।
৮৯৯৮ মুরদের নেই সীমে, পচা মাছে গীমে।
৮৯৯৯ মুরদের নেই সীমে, রথ দিয়েছে নিমে।
*৯০০০ মুশকিল আসান।
৯০০১ মুষ্টি ভিক্ষে পায় না, উঠোন ঝেঁটিয়ে বসে।
৯০০২ 'মুসলং কুলনাশনম্।'
৯০০৩ 'মূকং করোতি বাচালম্।'
০০৪ মূর্খ ধমকায় পণ্ডিতেরে, যদি কড়ি থাকে।
নির্ধনের সত্য কথা মিথ্যা হেন লাগে॥
৯০০৫ মূর্খ পুত, বিধবা মেয়ে।
৯০০৬ মূর্খ বৈদ্য, বেইমান, দুই ঠিক যমের সমান।

৯০০৭ মূর্খ যাহা পায়, মুহূর্তে উড়ায়।

৯০০৮ 'মূর্খস্য লাঠৌষধম্'।

৯০০৯ মূর্খেরও অভিমান, আমি বড় বুদ্ধিমান্।

৯০১০ মূর্খের দোষ পদে পদে।

৯০১১ মূর্খের নাই হেতুবাদ, বাজি রেখে করে মাত।

৯০১২ মূল থাকলে সবই হয়।

৯০১৩ মূল-দেবতার পূজা নাই, শুবচনীর ঘটা।

৯০১৪ মূলে অশুদ্ধ, কেবল তিবড়িতেই গোবর।

৯০১৫ মূলে না হওয়ার চেয়ে দেরিতে হওয়া ভাল।

৯০১৬ মূলে নাই ফুলশয্যা, তাতেই হর‍্যার মা।

৯০১৭ মূলে মাগ নেই, পুত্রশোক।

*৯০১৮ মূলে হাভাত।

৯০১৯ মূলো খেলে মূলোর ঢেঁকুর ওঠে।

*৯০২০ মূলোচোরের ফাঁসি।

৯০২১ মূলোর চেয়ে ধেড়ে মোটা।

*৯০২২ মূলো তোলা, না, বেগুন তোলা।

*৯০২৩ মুষিক-বৃদ্ধি, না, গজ-ক্ষয়।

*৯০২৪ মৃণালে কণ্টক।

৯০২৫ মেও ধরে কে।

৯০২৬ মেকি টাকার ঘন নিশান।

৯০২৭ মেগে' পায়, বিলিয়ে খায়, হাতে-হাতে স্বর্গ পায়।

৯০২৮ মেগের কাছে পেগের বড়াই।

[ পেগ—পাগ্ড়ি। মেগের—মাগীর, স্ত্রীর। ]

৯০২৯ মেঘ করেছে আকাশ কূল, ও তাঁতীবউ চরকা তুল

৯০৩০ মেঘ না চাইতে জল।

৯০৩১ মেঘে মেঘে বেলা যায়, কনে বউ সাত বার খায়।
গিন্নী-বউয়ের রাত না পোহায়।

*৯০৩১ মেঘে মেঘে বেলা হওয়া।

৯০৩৩ মেঘের শীত, না, মাঘের শীত।

*৯০৩৪ মেছোহাটা।

৯০৩৫ মেজে ঘ'সে হল ক্ষয়, কালো তবু ধলো নয়।

৯০৩৬ মেজো পিসের মামার খুড়োর
পিসতুতো ভাইয়ের মামাতো ভাই।

*৯০৩৭ মেটে দেওয়ালে পাঁকীর কাজ।

৯০৩৮ মেড়ার দলে রামছাগলই পণ্ডিত।

*৯০৩৯ মেড়ার লড়াই।

৯০৪০ মেড়ার শিঙে হীরে ভাঙে, মানীর অপমান।

৯০৪১ মেয়ে একটু কালো, টিপ পরে তবু দেখায় ভালো।

৯০৪২ মেয়ে কি মন্দ? খোরাকি কম,
বাতে করেছে জখম।

৯০৪৩ মেয়ে চিনি হাসে, পুরুষ চিনি কাশে।

৯০৪৪ মেয়ে চিনি হাসে, মুক্তা চিনি ভাসে।
হাতী চিনি দাঁতে, মরদ চিনি বাতে॥

৯০৪৫ মেয়েছেলে কাদার ঢেলা, ধপাস্ ক'রে জলে ফেলা।
[ পা—মাটির ঢেলা। ]

৯০৪৬ মেয়ে নয়ত সাত বেটা, মেয়ের বিয়েয় করব ঘটা।
[ ছড়ার অংশ। কেহ ইহাকে প্রবাদরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ]

*৯০৪৭ মেয়ে নেকরা বা মেনিমুখো পুরুষ।

৯০৪৮ মেয়ে বাখনায় কে, মেয়ে মায়ে আর বাপে।

৯০৪৯ মেয়ে বাঁচলে জামাইয়ের আদর।

৯০৫০ মেয়েবেচা টাকা, গোমাংসের চাকা।

*৯০৫১ মেয়ে-মর্দানি।

*৯০৫২ মেয়েমানুষের পরের ভাগ্যে খাওয়া-পরা।

৯০৫৩ মেয়েমানুষের পেটে কথা সামায়, পচে না।

৯০৫৪ মেয়েমানুষের বাড়, কলাগাছের বাড়।

৯০৫৫ মেয়ে মেয়ে মেয়ে, তুষ করলে খেয়ে।
হরিভক্তি উড়ে গেল মেয়ের পানে চেয়ে ॥

*৯০৫৬ মেয়ে যেন আউপাতালি দুগ্‌গা।

৯০৫৭ মেয়ে যেন আমের ডাল ধরেছে।
[ মেয়ের আমের ডাল ধরা—সতীদাহের একটি প্রথা ইহা দ্বারা সহমরণের সম্মতি বুঝাইত। ]

৯০৫৮ মেয়ের কত ঢং, তেলাকুচো সঙ।

৯০৫৯ মেয়ের নাম ফেলী, পরে নিলেও গেলি,
যমে নিলেও গেলি।

*৯০৬০ মেয়ের বিয়ে না কালীপুজো।

*৯০৬১ মেয়ের মায়ের পাঁচটা প্রাণ।

৯০৬২ মেয়ের মায়ের মত, কথাবার্তা যত।

৯০৬৩ মেয়েরে আবার ছোট কয়, যার পেটে ছাও হয়।

*৯০৬৪ মেরেকেটে।

৯০৬৫ মেরেছ কলসীর কানা
তাই বলে কি প্রেম দেব না ?

*৯০৬৬ মেরে তূলাধুনা করা।

৯০৬৭ মেরে যায় ফিরে চায়, চিরকাল টান্ থায়।

৯০৬৮ মোগল পাঠান হদ্দ হল
ফার্শী পড়ায় তাঁতী।

৯০৬৯ মোগল মিশি মাথাঘসা, তিন দেখতে হুগলী আসা।

৯০৭০ মোছলমানের তোবা, জাত থাকে ত বাবা।

৯০৭১ মোটা কাটি, চিকন কাটি,
আমার কাটনা আমি কাটি।

*৯০৭২ মোটা ভাত-কাপড়।

৯০৭৩ মোটা ভাত মোটা কাপড়।
মায় বলে পুত আমার রাজার চাকর।

৯০৭৪ মোটে নেই হালি, ঘন ক'রে রো'।

৯০৭৫ মোটা মতন ঢাক পরোটা
যম ডরায় তার বলকে,
পিতা হয়ে করেছ বর
দোষ দিব পরকে।

৯০৭৬ মোটে নেই মাজা, তাতে পরেন পাছা।

৯০৭৭ মোটে মা রাঁধে না, তার তপ্ত আর পান্তা।

৯০৭৮ মোড়ল এসেছে, ফিরে গাও।

*৯০৭৯ মোরগের লড়াই।

৯০৮০ মোর বুদ্ধি তোর কড়ি, আয় তবে ফলার করি।

৯০৮১ মোরে বল কালো কালো,
যার কালো তার মায়ের ভালো।

৯০৮২ মোল্লাজি ফয়তা জান?
কোথাকার কথা কোথায় আন।

৯০৮৩ মোল্লা থেকে পুরুত, চুনো থেকে পুঁটি।
বিরোধ ভাঙিয়া গেলে করে ছুটোছুটি॥

৯০৮৪ মোল্লার দৌড় মসজিদ্ তক্।

৯০৮৫ মোল্লার যেন আলখাল্লা, হিঁদুর যেন টিকি,
উড়ে লোকের মুখে গুয়া সঙ্গে আছে ঠিকই।

৯০৮৬ মোষের দই একবার খেয়ে,
আবার এসেছে ভাঁড় নিয়ে।

৯০৮৭ মোষের পিঠে চড়লেই যম হয় না।

৯০৮৮ মোষের বদলে মশা, যার যেমন দশা।

৯০৮৯ মোষের শিঙ বেঁকা, যোঝবার সময় একা।

৯০৯০ মোষের শিঙ, ভেড়ার শিঙ, তারে কি বলি শিঙ।
সিংয়ের মধ্যে ছিল এক গঙ্গাগোবিন্দ সিং॥

*৯০৯১ মৌচাকে ঢিল মারা।

৯০৯২ 'মৌনং সম্মতিলক্ষণম্'।

৯০৯৩ মৌলা যব দেতা, তো ছপ্পর ফোড়কে দেতা।

৯০৯৪ 'ম্যয় ভূখা হুঁ।'

*৯০৯৫ ম্যাও ধরা।

৯০৯৬ 'যঃ পলায়তি স জীবতি'।

*৯০৯৭ যকের ধন।

৯০৯৮ যকের চোখে ঘুম নেই।

৯০৯৯ যখন কপাল মন্দ হয়, বন্ধু লোকেও মন্দ কয়।

৯১০০ যখনকার যা', তখনকার তা'।

৯১০১ যখন আছে দুই পাও যথা ইচ্ছা তথা যাও।
যখন হবে চার পাও, ভাত কাপড় দিয়ে যাও।
যখন হবে ছয় পাও, বাবা তুমি কোথা যাও।

৯১০২ যখনকার যেমন, আউশ ফুরলে আমন।

*৯১০৩ যখন তখন।

৯১০৪ যখন তখন করে পাপ, সময় পেলে ফলে পাপ,
পাপ ছাড়ে না আপন বাপ।

৯১০৫ যখন তোমার কেউ ছিল না, তখন ছিলাম আমি।
এখন তোমার সব হয়েছে, পর হয়েছি আমি॥

৯১০৬ যখন পাকিবে তাল আছে তার বহুকাল।

৯১০৭ যখন মেঘ ধরে, তখন বৃষ্টি ঝরে।

৯১০৮ যখন যার কপাল ধরে, মুততে ব'সে হেগে মরে।

৯১০৯ যখন যার কপাল ধরে, শুকনো ডাঙায় ডিঙ্গি সরে।

৯১১০ যখন যার কপাল পোড়ে, পোড়া মাছ জলে পড়ে।

৯১১১ যখন যার কপাল ফলে, বুদ্ধি তার পোঁদ দিয়ে ঠেলে।

৯১১২ যখন যার কপাল বাঁকে, দুব্বোবনে বাঘ ঝাঁকে।

৯১১৩ যখন যার, তখন তার।

৯১১৪ যখন যার পড়তা হয়, ধূলামুঠা ধরে ত সোনামুঠা হয়।

৯১১৫ যখন যেমন তখন তেমন, মর্দ বটি চিঁড়ে কুটি।

৯১১৬ যজমানী বামুনের হাজাশুকো নেই।

৯১১৭ য' জানে, যাঁতা জানে যে পেষে সেই জানে।

*৯১১৮ যষ্ঠির বিড়াল।

৯১১৯ যজ্ঞেশ্বর জানলেন না, খবর পেলেন ঘেঁটু মনসা।

৯১২০ যত আছে বেদ পুরাণ, ভাগবতের নয় সমান।

[ বিশেষ সাম্প্রদায়িক বা sectarian অভিমত; প্রবাদ রূপে সহজে গ্রহণযোগ্য নহে। দে ইহাকে প্রবাদ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। দে ৬৯৬৭।]

৯১২১ যত বলবি বল কেন্নে কানে দিয়েছি তুলো,
যত মারবি মার কেন্নে পিঠে বেঁধেছি কুলো।

৯১২২ যত আঠা তত ল্যাঠা, যত মধু তত মিঠা।

৯১২৩ যত আনি তত নাই, না ঘুচিল খাই-খাই।

৯১২৪ যত ক'রে করি ঘর, তবু মিন্‌সে বাসে পর।

৯১২৫ যত কিছু আয়োজন, গোদা পায়ে সমর্পণ।

৯১২৬ যত কিলাবি কিলা, পিঠ করেছি শিলা।

৯১২৭ যতই কও আর যাই কই, আসল কথায় ভুল নেই।

৯১২৮ যতই কর বোঝাপড়া, তবু যাবে না জাতের ধারা।

৯১২৯ যতই কর শিব-সাধনা, কলঙ্কিনী নাম যাবে না।

৯১৩০ যত ইচ্ছা তত যাও, ক্রোশ অন্তর পা ধোও।

৯১৩১ যত ওড়ে তত পড়ে।

৯১৩২ যত কয় তত নয়, তবু কিছু কিছু হয়।

৯১৩৩ যত কর নাড়াচাড়া, তত গন্ধ ছাড়বে বাড়া।

৯১৩৪ যত কর পুতু পুতু, তত হয় ছোলার ছাতু।

৯১৩৫ যত কর হাঁই ফাই, বাঁজা পেটে ছেলে নাই।

৯১৩৬ যত কাপড়, তত শীত।

৯১৩৭ যত কুয়া আমের ক্ষয়, তাল তেঁতুলের কিবা হয়।

৯১৩৮ যত কিছু উপার্জন, বিষ্ণুপদে সমর্পণ।

৯১৩৯ যতক্ষণ চোখের আগে।
ততক্ষণ মনে জাগে॥

৯১৪০ যতক্ষণ বর্ষে, ততক্ষণ অর্শে।

৯১৪১ যতক্ষণ যোগ, ততক্ষণ ভোগ।

৯১৪২ যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।

৯১৪৩ যত খাটা তত ল্যাঠা।

৯১৪৪ যত খায় তত লালায়।

৯১৪৫ যত ঘর তত দোর।

৯১৪৬ যত গর্জে তত বর্ষে না।

৯১৪৭ যত গুড় দেবে তত মিষ্টি।

৯১৪৮ যত চতুর তত ফতুর।

৯১৪৯ যত চিল উড়ে গেল, বেঁড়ে চিল ধরা প'ল।

৯১৫০ যত ছল তত খল।

৯১৫১ যত ছিল গাধা, হল নবাবজাদা।

৯১৫২ যত ছিল নাড়াবুনে সব হল কীর্ত্তুনে।
[ পা —অতিরিক্ত—কাস্তে ভেঙ্গে গড়াইল করতাল

৯১৫৩ যত ছিল শেজমুতনী, হল সব বড় রাঁধুনী।

৯১৫৪ যত জ্বালে ভাত নঠ, তত জ্বালে ব্যঞ্জন মিঠ।

৯১৫৫ যত ডরাই তত লড়াই।

৯১৫৬ যত ডাকে তত ডহে না।

৯১৫৭ যত তক্ক তত নরক।

৯১৫৮ যত দিন ছাড়ে, তত কাজ বাড়ে।

৯১৫৯ যত দিন থাকে কাঁথায় মুত,
তত দিন থাকে মায়ের পুত।

৯১৬০ যত দিন দুধ, ততদিন পুত।

৯১৬১ যত দিন রস, তত দিন বশ।

৯১৬২ যত দুঃখ মনে ছিল, সর্ব দুঃখ ঘুচিল।
পানায় ঢাকিল সর্ব গা, স্বর্গ দেখিল দুটো পা।

৯১৬৩ যত দূর পা ছড়াও, তত দূর ঝাঁতলা।

৯১৬৪ যত দেখ চলাচল, সবই কপালের ফল।

৯১৬৫ যত দেখ ভুইএগ, পথে পথে শুইএগ।

৯১৬৬ যত দেখবে গ্যাঁড়া, তত বদমায়েশের গোড়া।

৯১৬৭ যত দেখে কালা কালা, সবাই যেন বাপের শালা।

৯১৬৮ যত দেখছি বর যাত্র,
ওরা সবাই খাবার পাত্র।

৯১৬৯ যত দোষ নন্দ ঘোষ।

*৯১৭০ যত নষ্টের গোড়া।

৯১৭১ 'যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন।'

৯১৭২ যতনী যদি করে মন, চিংড়ি হয় কাহন-কাহন।

৯১৭৩ যতনের মধু পিঁপড়েয় খায়,
অযতনের মধু গড়গড়ি যায়।

৯১৭৪ যত পড়ি তত শিখি।

৯১৭৫ যত পাই তত খাঁই।
[খাঁই—খাইবার ইচ্ছা।]

৯১৭৬ যত পায় তত চায়।

৯১৭৭ যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা।

৯১৭৮ যত মড়া উদ্ধারণপুরের ঘাটে।

৯১৭৯ 'যত মত তত পথ।'

৯১৮০ যত মাথা তত বুদ্ধি।

৯১৮১ যত মুশকিল তত আসান।

৯১৮২ যত মেঘ তত বৃষ্টি, যত গুড় তত মিষ্টি।

৯১৮৩ যত যন্ত্রণা তত মন্ত্রণা।

৯১৮৪ যত রটে, তার কিছু বটে।

৯১৮৫ যত শেয তত বেশ।

৯১৮৬ যত সব ইয়ে।

*৯১৮৭ যত সয় তত বয়।

৯১৮৮ যত সয় তত রয়।

৯১৮৯ যত হাজী তত পাজী।

৯১৯০ যত হাসি তত কান্না, বলে গেছে রামসন্না।

৯১৯১ যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ।

৯১৯২ যত্ন ক'রে দেয় ভাত, হোক্ না ছেঁড়া কলাপাত।

৯১৯৩ যত্নে তৃণ কাষ্ঠ খান, রহে যুগ-পরিমাণ।

৯১৯৪ যত্নের মধু পিঁপড়েতে খায়,
অযত্নের মধু গড়াগড়ি যায়।

*৯১৯৫ যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্য।

৯১৯৬ যত্র আয় তত্র ব্যয়।

৯১৯৭ যত্র জীব তত্র শিব।

৯১৯৮ যত্র ধূম তত্র বহ্নি।

৯১৯৯ 'যত্র নার্যস্ত পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।'

৯২০০ যথা ধর্ম তথা জয়, পাপ করলে ভুগতে হয়।

৯২০১ 'যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।'

৯২০২ 'যথা পূর্বং তথা পরম্।'

৯২০৩ যথা বাড়ী তথা বাট, যুবতী লইয়া যায় হাট।
দূর হইতে স্তন দরিশে, ডাক বলে—ছিনাল আইসে।

৯২০৪ যথার্থ বাদী লোকবিবাদী।

৯২০৫ 'যথা দৃষ্টং তথা লিখিতম্।'
[ তু—প্রাচীন পুথির উপসংহার—যথা দৃষ্টং তথালিখিতম্ লেখকো নতু দোষকঃ। ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ ]

৯২০৬ 'যথারণ্যং তথা গৃহম্।'

৯২০৭ যথা রাজা পালে, তথা বসতি ডালে।

৯২০৮ যদি উয়াল কচুর পাত, পাতে রইল চাষার ভাত।

৯২০৯ যদি এত ছুঁড়ির কপালে,
তবে ছেঁড়া কাঁথা কেন তার বগলে।

৯২১০ যদি কন্যা পড়ে পাত্রে, কি করে তার সাত পুত্রে।

৯২১১ 'যদি কশ্চিদ্ বরে দোষঃ কিং কুলেন ধনেন বা।'

৯২১২ যদি কাটে কালসাপে, কি করবে রোজার বাপে।

৯২১৩ যদি কাটে ডোমনা, ডাক তবে বামনা।

[ডোমনা বা ঢমনা সাপে কাটিলে ওঝা ডাকিয়া বিষের প্রতিকার করিবার পরিবর্তে বামুন ডাকিয়া শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।]

৯২১৪ যদি খাব কিনে, খাব না কেন চিনে।

৯২১৫ যদি খাবে পরের কড়া, আগে ভাঙ্গ পোদের হাড়া।

৯২১৬ যদি চ না থাকে মান, কি করিবে পাকা ধান।

৯২১৭ যদি তাঁতী বৈষ্ণব হয়, অন্তঃকরণ শুদ্ধ নয়।

৯২১৮ যদি থাকে নসিবে, আপনা-আপনি আসিবে।

৯২১৯ যদি থাকে বন্ধুর মন, গাঙ পার হতে কতক্ষণ।

৯২২০ যদি থাকে মনে, তবে থাক গে লঙ্কার কোণে।

৯২২১ যদি দেখে আঁটাআঁটি কান্দিয়া তিতায় মাটি।

৯২২২ যদি দেখে চাপা চাপ, ব'লে বসে ধর্মবাপ।

৯২২৩ যদি ধোয় পাতিলের কোল,
তবে খায় ব্যঞ্জনের ঝোল।

৯২২৪ যদি না খায় বৈকালী, সিংহ হয় শৃগালী।

৯২২৫ যদি না শিখালি পো, তো সভাতে নিয়ে থো।

৯৩২৬ যদি পড়ে প্রেমের দায়, দেদো মাগীর এঁটো খায়।

৯২২৭ যদি পড়ে সময়ের ফের, উল্‌টা হয় পাকী আধসের।

৯২২৮ যদি দেখ সামনে ধোপা, এক পা না বাড়িও বাপা।
তবে যাও তারেও ঠেলি, যদি না দেখ সামনে তেলি॥

৯২২৯ যদি পাই রূপার কুচি, তবে মুচিকেও করি শুচি।

৯২৩০ যদি পাই হেলে বোড়া, অমনি ধরি জোড়া-জোড়া।
দেখলে পরে গোখরো কেউটে অমনি পটল তোলা॥

৯২৩১ যদি পায় রাজ্য দেশ, তবু না যায় বৃহস্পতির শেষ।

[বৃহস্পতির শেষ—বৃহস্পতি বারের বারবেলা।]

৯২৩২ যদি বর্ষে আগনে, রাজা যায় মাগনে।

৯২৩৩ যদি বলে পাকের কথা, তবেই ওটে মাথার ব্যথা।

৯২৩৪ যদি বর্ষে ঠায়, মেঘ মাদার ভেসে তায়।
[ ঠায়—অতিরিক্ত। ]

৯২৩৫ যদি বর্ষে পোষে, কড়ি হয় তুষে।

৯২৩৬ যদি বর্ষে ফাগুনে, চিনা কাউনি দ্বিগুণে।

৯২৩৭ যদি বর্ষে মাঘের শেষ, ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।

৯২৩৮ যদি বিপদ গেল, তবে সম্পদ এল।

৯২৩৯ যদি বেটার ভাত খাবে মা জননী,
বউকে কর সুমধুর বাণী।

৯২৪০ যদি বেনে বৈষ্ণব হয়, মন তবু শুদ্ধ নয়।

৯২৪১ যদি যাই বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে।
[ ঐশ্বর্য লাভের আশায় যদি বঙ্গদেশে বা পূর্ব বঙ্গে যাই, তবে অদৃষ্ট তাহাতে বাধা দেয়। ইহাতে পূর্ববাংলার সমৃদ্ধি বুঝাইতেছে। ]

৯২৪২ যদি হও খাঁটি, তবে হও মাটি।

৯২৪৩ যদি হয় চৈতে বৃষ্টি, তবে হয় ধানের সৃষ্টি।

৯২৪৪ যদি হয় লুচি, মুচির বাড়ীর রুচি।

৯২৪৫ যদি হয় সুজন, তেঁতুলপাতায় দু'জন।

৯২৪৬ যদি হয় সুজন এক ঘরে দু'জন।
যদি হয় কুজন দশ ঘরে দশ জন॥

৯২৪৭ যদি হয় সোনার ভাগারী, তবু ধরে লোহার কাটারি।
[ ভাগারী—ভাগীদার; সোনা ভাগ করিতে হইলেও লোহার দরকার। ]

৯২৪৮ যদি হারালে জাত, তবে হওগে কাত।

৯২৪৯ যদি হরিপদে থাকে মন,
তবে হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।

৯২৫০ 'যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী'।

৯২৫১ যদু বংশে লোহার বাটি।

৯২৫২ 'যদেব রোচতে যস্য ভবেৎ তত্তস্য সুন্দরম্।'

৯২৫৩ 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতম্।'

৯২৫৪ যম জামাই ডাঙ্গা, তিন নয় আপ্‌কা।

৯২৫৫ যমকে ভাণ্ডার দিতে পারি, সতীনকে তবু দিতে নারি।

*৯২৫৬ যমে মানুষে টানা টানি।

*৯২৫৭ যমের অরুচি।
যমের উপবাস।
যমের ভুল।
যমের দোসর।

৯২৫৮ যমের খাতায় তলব পড়া।

*৯২৫৯ যমের দক্ষিণ দ্বার।

৯২৬০ যমের বাড়ী নেই পাঁজি পুঁথি।

৯২৬১ যমের পথ সকলেই চেনে।

৯২৬২ যমের মার গঙ্গাস্নান।

৯২৬৩ যমের মুখে পিঁপড়ে ভাজা।
[পা— ··· পিঁড়রা ভাজা। পিঁড়রা—এক জাতীয় স্বাদহীন বা বিস্বাদ ফল।]

৯২৬৪ যশোদা কি ভাগ্যবতী, পরের পুত্রে পুত্রবতী।

৯২৬৫ যশোরে কৈ।
[তু—উজানে কৈ।]

৯২৬৬ যস্মিন্ দেশে যদাচার, কাছা খুলে নদী পার।

৯২৬৭ 'যস্য হৃদয়মশুদ্ধং তস্য সর্বং বিরুদ্ধম্।'

৯২৬৮ যাওয়া নিজের হাত, আসা পরের হাত।

৯২৬৯ যাক্ জীয়তি, থাক্ পিরীতি।

৯২৭০ যাকে রাখো, সেই রাখে।

৯২৭১ যাকে লোকে বলে ছি, তার জীবনে রইলো কি?

৯২৭২ 'যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা।'

৯২৭৩ যাচলে জামাই খায় না পোনা মাছের মুড়া।
শেষে জামাই পায় না ঢেঁকি শাকের কুঁড়া॥

৯২৭৪ যাচলে মাণিক বিকায় না।

৯২৭৫ যাচলে সোনা রাঙ হয়।

৯২৭৬ যাচা ঘোলে ছেঁদা মালা।

৯২৭৭ যাচা কন্যা, কাচা কাপড়।

৯২৭৮ যাচে ভেড়ো আর খোঁজে ভেড়ো।

৯২৭৯ যা ছিল আমানি পান্ত মায়ে ঝিয়ে খেনু।
ঘর-জামাই রামের তরে ধান শুকাতে দিনু॥

*৯২৮০ যাচ্ছে তাই।

৯২৮১ যাত্রা শোনে ফাতরা লোকে,
কবি শোনে ভদ্র লোকে।

*৯২৮২ যা থাকে কপালে।

৯২৮৩ 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।'

৯২৮৪ 'দেখিনি বাপের কালে, তা দেখালে পেটের ছেলে।'

৯২৮৫ যা দেখিনি কোনকালে, তা দেখলুম তোবড়া গালে।

৯২৮৬ যা দেবে অঙ্গে, তাই যাবে সঙ্গে।

*৯২৮৭ যা নয় তাই।

৯২৮৮ যান্ উত্তরা বলেন পূব।

৯২৮৯ যা' না দেখি আপন নয়নে,
বিশ্বাস করি না গুরুর বচনে।

৯২৯০ যা' না দেখে রবি, তা' দেখে কবি।

৯২৯১ যা' নাই ভাণ্ডে, তা' নাই ব্রহ্মাণ্ডে।

৯২৯২ যা' নেই ভারতে, তা' নেই ভারতে।
[ মহাভারতে এমন বিষয় নাই, যাহা ভারতবর্ষে নাই। ]

৯২৯৩ যা' নেই দেশে পেতে, তাই চায় বাছা খেতে।

৯২৯৪ যা রটে তার কিছু বটে।

৯২৯৫ যা' পাই তা' খাই, দুঃখ দরদ কিছু নাই।

৯২৯৬ যাইও না হুতুইয়া পাড়া, দুরানদেশী ভিক্ষা ভালা।
[ হুতুইয়া—আত্মীয়; দুরান দেশী—দূরদেশী। ]

৯২৯৭ যা' পাঁচে তাই পঞ্চাশে।

৯২৯৮ 'যাবচ্চন্দ্রো দিবাকরোঃ।'

৯২৯৯ 'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ'।

৯৩০০ যাবৎ জীবন তাবৎ চেষ্টা।

৯৩০১ যাবৎ না পায় পরের বেটি,
কান্ধে ভারে উবায় মাটি।

৯৩০২ যাবৎ ভূঁই তাবৎ গড়গড়া।

৯৩০৩ যাবৎ শ্বাস তাবৎ চিকিৎসা।

৯৩০৪ যাবৎ সীতা তাবৎ দুঃখ,
মরলে সীতা ঘুচবে দুঃখ।

৯৩০৫ যাবৎ সীতা তাবৎ পরীক্ষা।

৯৩০৬ 'যাবন্মুখগতং পিণ্ডং তাবন্মধুর-ভাষণম্।'

৯৩০৭ যা বাকৃড়ার ঘাট্‌কে।

৯৩০৮ যা শত্রু পরে পরে।

৯৩০৯ যাবার বেলায় খাবার মাছ।

৯৩১০ যাবার সময় খেতে দে, ঝুড়ি ভ'রে নিতে দে।

৯৩১১ যাবার সময় সবার পাছে,
ফেরবার সময় আগে আছে।

৯৩১২ যাবে আগে পচা ভাদুরী,
আসবে পরে পৌষ আদুরী।

৯৩১৩ যাবে কেন থাক না, কাঁথা দেব দু'খানা।

৯৩১৪ যাবে কোথা ?

৯৩১৫ যা' ভাব তা' নয়, বউয়ের পেটে পিলে।

৯৩১৬ যায় প্রাণ ভিক্ষা মেগে খাবো।

৯৩১৭ যায় যায় যায়, পিছু পানে চায়।

৯৩১৮ যা' যায় রুইতে, তা' যায় খুইতে।

৯৩১৯ যার আখ তার গড়, কলা চোষেন ভুঁড়ো সুর।

৯৩২০ যার আছে না,' সে জানে পানির ঘা।

৯৩২১ যার আছে বাপ-পুতের নাতি,
তারা করে ঝুম ক্ষেতি।

[ ঝুম ক্ষেতি—ঝুম চাষ; বিনা লাঙ্গলের চাষ। এক-প্রকার প্রাচীন পদ্ধতির চাষ। সাধারণতঃ পর্বতের ঢালুতে লাঠির সাহায্যে গর্ত করিয়া তাহাতে বীজ পুতিয়া দিতে হয়। তাহার পূর্বে সমস্ত কৃষিভূমি আগুন দিয়া পোড়াইয়া দিয়া আগাছা পরিষ্কার করিতে হয়। ]

৯৩২২ যার গয়না তারে সাজে, অন্য লোকে ঠরকা বাজে।

[ ঠরকা—লাঠি, বাঁকুড়ার গ্রাম্যভাষা। ]

৯৩২৩ যার আছে ভাগ্যে শশী, পরের ধন সে খায় বসি'।

৯৩২৪ যার আছে মাটি, তারে নাহি আঁটি।

৯৩২৫ যার আদা লবণ জ্ঞান নাই, সেও আবার দাদার ভাই।

৯৩২৬ যার ইষ্টি তার মিষ্টি।

৯৩২৭ যার কড়ি তার জয়।

৯৩২৮ যার কড়ি তার সম্বল, মুখে হরি-হরি বল।

৯৩২৯ যার কড়ি তারই কথা, নিকড়িয়ার সদাই ব্যথা।

৯৩৩০ 'যার কর্ম তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে।'

৯৩৩১ যার কাছে চাই ব্যবস্থা, সেই করে তিন অবস্থা।

৯৩৩২ যার কেউ নেই তার ভগবান আছে।

৯৩৩৩ যার কপালে সুখ নাই, ভোজের ঘরেও ভাত নাই।

৯৩৩৪ যার খাই তার গাই।

৯৩৩৫ যার খাই যার পড়ি, তারই ভাঙ্গি দাঁতে গুড়ি।

৯৩৩৬ যার খায় তার পাল মজায়।

৯৩৩৭ যার খাবে তার দাঁড়ি ওপ্‌ড়াবে।

৯৩৩৮ যার গরু নেই, তার নন্দন বনে চরে।
যার মাগ নেই তার এক কিলে মরে॥

৯৩৩৯ যার নেই, গাই গরু, সুখে নিদ্রা যান গুরু।

৯৩৪০ যার গরু কাদায় পড়ে, তার দুনো বল বাড়ে।

৯৩৪১ যার গলা ধ'রে কাঁদি, তার চোখে নেই পানি।

৯৩৪২ যার গলায় ঘা সে বলে বাঁচব,

৯৩৪৩ যার পায়ে ঘা—সে বলে মরব।

৯৩৪৪ যার গায়ে গু, সে কেন করে থু।

৯৩৪৫ যার গেল, সেই চোর।

৯৩৪৬ যার গোয়ালে গরু, তার কথা সরু।

৯৩৪৭ যার গোলায় ধান্, তার কথায় টান্।

৯৩৪৮ যার ঘরে নাই ঢেঁকি মুষল,
সে বহু-ঝির নাহিক কুশল।

৯৩৪৯ বলে ডাক—শুনহ সার, পরের ঘরে উপজে জার॥

৯৩৫০ যার ঘরে ভাত ভাতার, কিসের আকাল তার আবার।

৯৩৫১ যার ঘরে সিঁদ, সে কি যায় নিদ।

৯৩৫২ যার ঘা তার পোড়া।

৯৩৫৩ যার ঘোড়া তার ঘোড়া নয়, চেরাগদারের ঘোড়া।

৯৩৫৪ যার ঘোড়া সে যদি উল্‌টো দিকে চড়ে।

৯৩৫৫ যার ছেলে যত পায়, তার ছেলে তত চায়।

৯৩৫৬ যার জন্য এত, সেই রইল ক্ষেত'।

৯৩৫৭ যার জন্য করি জো, সেই বলে পৈথানে শো।

৯৩৫৮ যার জন্য বনবাসী, সেই দেয় গলায় ফাঁসি।

৯৩৫৯ যার জন্য বুক ফাটে, সে আমারে এঁকে কাটে।

৯৩৬০ যার জন্য ভেবে মরি, সে হল না আপনারি।

৯৩৬১ যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর।

৯৩৬২ যার জন্য যার মন কান্দে,
আলো ধান ভেঙ্গেও ভাত রান্ধে।

৯৩৬৩ যাব জিনিস তার জিনিস নয়।

৯৩৬৪ যার জ্বালা সেই জানে।

৯৩৬৫ যার জোরে হেরে যাই, তারেই ভগবান দেখাই।

৯৩৬৬ যার ঝি তার জামাই, পাড়াপড়শীর কাট্‌না কামাই।

৯৩৬৭ যার ঝি তার পোড়া, পাড়াপড়শীর কান খাড়া।
৯৩৬৮ যার টেঁকে টাকা, তার কথা বাঁকা।
৯৩৬৯ যার ডোলে ভাত, তার পাড়ানে কই।
৯৩৭০ যার দয়ায় খাই, সে কোথায় রে ভাই।
৯৩৭১ যার দাঁত সাফ নয়, তার আঁত সাফ নয়।
৯৩৭২ যার দান তার পুণ্য, যারে দেয় সেই ধন্য।
৯৩৭৩ যার দৌলতে চুয়া চন্দন, তারি পাতে খোলার ব্যঞ্জন।
৯৩৭৪ যার ধন তাকে দিয়ে, আমি যাই হাত নাড়া দিয়ে।
৯৩৭৫ যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই।
৯৩৭৬ যার ধন নাই, তার নিধন ভালো।
৯৩৭৭ যার ধর্মের ঠিক নেই, তার কর্মের ঠিক নেই।
৯৩৭৮ যার ধারি তার মরণ করি, যে ধারে তায় টিপে ধরি।
৯৩৭৯ যার ধারি, মরণ হোক তারি।
৯৩৮০ যার নাও সে যায় তড়ে, আন্ লোকে এসে চড়ে।
৯৩৮১ যার নাম টিপ, তারই নাম ফোঁড়।
৯৩৮২ যার নাম ভাজা চাল তার নাম মুড়ি।
যার মাথায় পাকা চুল তার নাম বুড়ী।
৯৩৮৩ যার নাম চালভাজা তার নাম মুড়ি।
যার চুল পেকে যায় তাকে বলে বুড়ি ॥
৯৩৮৪ যার নাম বারো বুড়ি, তার নাম তিন পণ।
৯৩৮৫ যার নাম মহাশয়, তার পোঁদে কুড়ুল সয়।
৯৩৮৬ যার নামে উপবাস, তার সঙ্গে পরবাস।
৯৩৮৭ যার না হয় নয়তে, তার হয় না নব্বুইতে।
৯৩৮৮ যার না হাতে ধরি, তার পায়ে গড় করি।
৯৩৮৯ যার নিন্দে তার পিন্ধে।
৯৩৯০ যার নিয়তি যেখানে, কে খণ্ডাবে সেখানে।
৯৩৯১ যার নেই ঋণ, সেই চিন্তাহীন।
৯৩৯২ যার নেই গরু, সুখে ঘুমায় সে হরু।

৯৩৯৩ যার নেই পয়সা কড়ি, তার কপালে ঝাঁটার বাড়ি।

৯৩৯৪ যার নেই পুঁজিপাটা, সে যাক বেলেঘাটা।

৯৩৯৫ যার নোলা ভারি, তার তলা ভারি।

৯৩৯৬ যার পরণে খনি, তার কথা লাগে ধ্বনি-ধ্বনি।
যার পরণে টেনা, তার কথা লাগে প্যান্‌প্যানা।

৯৩৯৭ যার পরে তার খায়, তারই ভিটেয় ঘুঘু চরায়।

৯৩৯৮ যার পা চলে না, তার উঠান তিন ক্রোশ।

৯৩৯৯ যার পুতের বিয়ে তার দেখ্‌তে মানা।

৯৪০০ যার প্রসাদে রামের মা, তারেই তুমি চেন না।

৯৪০১ যার প্রাণ তারই কাছে, লোকে বলে—নিলে নিলে।

৯৪০২ যার ফাটে তার ফাটে, ধোপার তাতে কি।

৯৪০৩ যার বউ সে নিয়ে যায়, কাঁদে নিমে ঢুলি।

৯৪০৪ যার বটে তার বটে, তোমার আমার কি ?

৯৪০৫ যার বহু ঝি দূরে যাতি, নিকটে যার বৈঠে অসতী।
কথা কহিতে করে হাস, বলে ডাক—জার নির্যাস॥
ধোবানীমালিনী গোয়ালিনী, তাদের লইয়া রস-কাহিনী।
কন কথা হাসি সার, বলে ডাক নির্যাস জার।
ঘরে আখা বাহিরে রান্ধে, অল্প কেশ ফুলাইয়া বান্ধে।
ঘন ঘন চাহে উলটিয়া ঘাড়,
বলে ডাক—এ নারীর ঘর উজার॥

৯৪০৬ যার বংশ না বাড়ে, তার নাতি আগে মরে।

৯৪০৭ যার বাচ্ছা, তারে আচ্ছা।

৯৪০৮ যার বাড়ী থাকি, তার মরেছে মা,—
যদি না কাঁদি, খেদিয়ে দেবে না।

৯৪০৯ যার বাড়ী বিয়ে, সে খায় ঘরে দোর দিয়ে।

৯৪১০ যার বাতের ঠিক নেই, তার জাতের ঠিক নেই।

৯৪১১ যার বাপ খেত মাঠে শালুকপাতে ভাত।
তার ছেলের কানে দেখি কলম চোদ্দ হাত॥

৯৪১২ যার বাপ মারে না তেলাপোকা,
তার ছেলে তীরন্দাজ।

৯৪১৩ যার বিয়ে তার দেখতে মানা।

৯৪১৪ যার বিয়ে তার মনে নাই, পাড়াপড়শীর ঘুম নাই।

৯৪১৫ যার বেটার বিয়ে তার পাতে নেই ডাল।

৯৪১৬ যার বোঝা তার ঘাড়ে।

৯৪১৭ যার ব্যথা সেই বোঝে।

৯৪১৮ যার ভাতার তার ভাতার, কেঁদে মরে হরে ছুতার।

৯৪১৯ যার ভাতার যাবে নিয়ে বড় পিরীত করে।
সতান তার দেখে গলায় দড়ি দিয়ে মরে॥

৯৪২০ যারে ভাল তারে, চল্ লো খেঁদী ঘরে।

৯৪২১ যার মন যা' চায়, দুধ বেচে মদ খায়।

৯৪২২ যার মন যেমন, সে দেখে তেমন।

৯৪২৩ যার মনে কালি, তার কপালে ছালি।

৯৪২৪ যার মনে যা', উগরে ওঠে তা'।

৯৪২৫ যার মরণ যেখানে, নাও ভাড়া তার সেখানে।
[ পা—যার মরণ যেইখানে, নাও কইরা যায় সেইখানে। ]

৯৪২৬ যার মাটি, তারে না আঁটি।

৯৪২৭ যার মাথায় কালো চুল, সে বড় উদার।

৯৪২৮ যার মাথায় পাগ, তার সেরা ভাগ।

৯৪২৯ যার মরা সে খায় মাছে ভাতে।
পাড়াপড়শী নিরামিষ খায় যুগীর সাথে।

৯৪৩০ যার মাড়া তার মাড়া নয়, আল্লাই মারে দই।

৯৪৩১ যার মাথা ভাঙে সেই চূণ খোঁজে।

৯৪৩২ যার মাথায় কাল চুল, তারে চেনা ভার।

৯৪৩৩ যার যখন চলে, তার মুতে বাতি জ্বলে।
যার যখন চলে নাই, তার কেরোসিনও জ্বলে নাই॥

৯৪৩৪ যার মুখে বিষ, তার জিব চেরা।

৯৪৩৫ যার রাইত বিয়া সেই রইছে বইয়া,
অন্য মানুষ মরে ওদর ভুদর হইয়া।
[ বইয়া—বসিয়া ; ওদর ভুদর—হন্তদন্ত। ]

৯৪৩৬ যার মোটে বিয়ে হয়নি তার ঠাকুরঝি বলবার সাধ।

৯৪৩৭ যার আছে পঞ্চ ভাই
তার মত সুখী নাই।
[ অর্থাৎ বেশী ভাই থাকিলে সকল দিক দিয়া সুবিধা। ]

৯৪৩৮ যা' রয় সয় তাই ভাল।

৯৪৩৯ যার যত খাঁই, তার তত নাই।
[ খাঁই—খাইবার আকাঙ্ক্ষা। ]

৯৪৪০ যার যা' কথা নয়, সে কেন কথা কয়।

৯৪৪১ যার যা' ভাল, তার তা' সঙ্গে গেল।

৯৪৪২ যার যা' রীত, না ছাড়ে কদাচিৎ।

৯৪৪৩ যার যা' সে নিয়ে যায়, জোর ক'রে ঠেকানো দায়।

৯৪৪৪ যার যেমন কামনা, তেমনি ঢাকী বাজনা।

৯৪৪৫ যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ।

৯৪৪৬ যার যেমন মতি, তার তেমন গতি।

৯৪৪৭ যার রাঁধা কেউ খায় না সে বড় রাঁধুনী।
যে ঘর করে না, সে বড় ঘরণী।

৯৪৪৮ যার রূপে প্রাণ কাঁদে, সে কেন আর চূড়া বাঁধে।

৯৪৪৯ যার লাগি আওতা বেড়া, সেই দেখি দরবারে খাড়া।

৯৪৫০ যার লাগি করিলাম চুরি, সেই ডাকে চোরা,
খাইট্যা মাইনা নাই, বক্‌তই আমার বুড়া।
[ খাইট্যা—খাটিয়া ; বকৃত—অদৃষ্ট ; বুড়া—মন্দ। ]

৯৪৫১ যার লাগি খাটি, সেই বলে চোরা।
খাটলে তবু পয়সা নাই, আমার বকৃত বুড়া।

৯৪৫২ যার লাগি নামি এক হাঁটু জলে,
সে নামে এক গলাতে।

৯৪৫৩ যার লাগে যার বাদ, আন্ধার ঘরে চক্ষু পাক।

৯৪৫৪ যার লাঠি; তার মাটি।

৯৪৫৫ যার লেগে মরি, তার ঘা সইতে নারি।

৯৪৫৬ যার লেজ খড়ের, তার ভয় আগুনের।

৯৪৫৭ যার শির, তার গর্দান।

৯৪৫৮ যার শিল যার নোড়া,
তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া।

৯৪৫৯ যার সঙ্গে দুস্তি, তার সঙ্গে কুস্তি।

৯৪৬০ যার সঙ্গে পিরীত থাকে,
তাকে কি না সুধায় ডেকে।

৯৪৬১ যার সঙ্গে ভাব, তার মুখ দেখলেই লাভ।

৯৪৬২ যার সঙ্গে ভাব, তাকে দেখলেই কত লাভ।
[ বাঁকুড়া জিলার শালতোড়া হইতে সংগৃহীত। ]

৯৪৬৩ যার সঙ্গে মেলে মন, সেই আমার আপন জন।

৯৪৬৪ যার সঙ্গে যার মজে মন,
কিবা হাঁড়ি কিবা ডোম।

৯৪৬৫ যার সঙ্গে যেমন, শুঁট্‌কি মাছে বাইগন।

৯৪৬৬ যার সরষে তার তেল।

৯৪৬৭ যার সরিষা তার তেল,
ভালবি ছোড়া ভেল ভেল।
[ বাঁকুড়া জিলার শালতোড়া হইতে সংগৃহীত। ]

৯৪৬৮ যার হয় না নয়ে, তার হয় না নব্বুইয়ে।

৯৪৬৯ যার হয় যক্ষা, তার নেই রক্ষা।

*৯৪৭০ যার হাগা, তার চিওন।

*৯৪৭১ যার হাঁড়িতে যার চাল।

৯৪৭২ যার হাত তার পাত।

৯৪৭৩ যার হাতে আছে টাকা, তার কথা এঁকাবেঁকা।

৯৪৭৪ যার হাতে কলম, তার কথাতেই মালুম।

১৪৭৪ যার হাতে খাইনি সে বড় রাঁধুনী।
যার সঙ্গে ঘর করিনি সে বড় ঘরণী॥
[ পা—অতিরিক্ত দুই পদ—'যারে না দেখেছি সে বড় সুন্দরী, যার কথা শুনিনি, সে বড় কথারি।' ]

১৪৭৫ যার হাতে তেলের ভাঁড়, তার লাঙলে মস্ত ষাঁড়।

১৪৭৬ যারে করমর মর, সে পায় দেবতার বর।

১৪৭৭ যারে কর কন্যাদান, তারে না কর অপমান।

১৪৭৮ যারে ভয় করি, তারে গড় করি।

১৪৭৯ যারে ডরাও তুমি, সেই দেবী আমি।

১৪৮০ যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।

১৪৮১ যারে দেখি না হাটে মাঠে,
তারে দেখি জলের ঘাটে।

১৪৮২ যারে দেখি নাই সে বড়ো সুন্দরী,
যার হাতের রান্না খাই নাই সে বড়ো রাঁধুনী।

১৪৮৩ যারে দেখি নিত-নিত, তারে করি পিত্ত-পিত।

১৪৮৪ যারে দেয় না খোদাতালা,
তারে দেয় না আসফ উদ্দৌল্লা।

১৪৮৫ যারে ধ্যানে না পায় ঋষিমুনি,
তারে ঝাঁটিয়ে ঝেঁটায় নন্দরাণী।

১৪৮৬ যারে না দেখেছি সে বড় সুন্দরী।
যার কথা শুনিনি সে বড় কথরী॥

১৪৮৭ যারে না বামুন বলি, তার গায়ে নামাবলী।

১৪৮৮ যারে না মারে ভাতারে,
সে আপনি আপনি আতরে।

১৪৮৯ যারে নিয়ে লীলাখেলা, তারে আবার অবহেলা।

১৪৯০ যারে বল হীন, তারই একদিন।

১৪৯১ যারে বললে ছি, তার রইল কি।

১৪৯২ যারে বলি ভালো ভালো, সেই দেয় অন্তরে কালো।

৯৪৯৩ যারে বলেছি লঘু কানী, তারে না বল্‌ব তুগগা ভবানী।

৯৪৯৪ যারে যেমন গড়েছে বিধি, সেই ভাতারের পরম নিধি।

৯৪৯৫ যারে রত্ন ভেবে যত্ন করি চিরদিন,
কে জানে সে গিল্‌টি করা ভিতর ভরা টিন।

৮৪৯৬ যারে রাখ সেই রাখে।

৯৪৯৭ যারে লোকে না মারে, চালতা তার পরে ঘাড়ে।

৯৪৯৮ যা রোচে তা পচে।
[ পচে—হজম হয়। ]

৯৪৯৯ যা' শত্রু পরে পরে।

৯৫০০ যা' শুনি হাটে বাটে, তায় গেরস্থের পোঁদ ফাটে।

৯৫০১ যা' হবার হবে তাই, মিছে ভেবে কাজ নাই।

৯৫০২ যা' হবার হবে, ভাবনা কেন তবে।

৯৫০৩ যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্‌পান্ন।

৯৫০৪ যাহা মুশকিল, তাহা আসান।

৯৫০৫ যাহা রয় বারো মাস, এমন কর অভিলাষ।

৯৫০৬ যাঁহা রাম, তাঁহা অযোধ্যা।

৯৫০৭ 'যাহারে মরমী কহি সে বাসয়ে পর।'

৯৫০৮ যিনি খান চিনি, তারে যোগান চিন্তামণি।

৯৫০৯ যুইতের লাগি হোইতারে না,
কাশের লাগি ঘুমাইতে পারে না।
[ যুইত—সুবিধা ; হোইতারে না—শুইতে পারে না, জ্বালাময় জীবন। ]

৯৫১০ যুও যুবতী ভাজা, তিন বাদলের মজা।

৯৫১১ যুক্তির শেষ শক্তি।

৯৫১২ যুগীর গরু কাদায় পড়ে।

৯৫১৩ যুগীর গানে আবার ভণিতা।

৯৫১৪ যুদ্ধং দেহি ভাব।

৯৫১৫ যুদ্ধে দ্রোণ, কথায় বন।

৯৫১৬ যুবতীর কোল, শিঙ্গি মাছের ঝোল, মুখে হরিবোল।

৯৫১৭ যে আইল চষে, সে থাক বসে।
লাড়া কাটাকে ভাত দাও ঠাসে আর ঠুসে॥
[ লাড়া কাটা—নাড়া কাটা বা খড় কাটা। ]

৯৫১৮ যে আইল যোগী, সে হইল ভোগী।

৯৫১৯ যে আগুন, তাতে আবার কাঁঠালের বীচি।

৯৫২০ যে আগে যায়, তার নাগাল পাওয়া দায়।

৯৫২১ যে আছে ঘরের শত্রু, সেই যাক্ বরযাত্র।

৯৫২২ যে আপনি খেতে জানে, সে পরকেও খাওয়াতে জানে।

৯৫২৩ যেই চালটি সেই ভাতটি।

৯৫২৪ যে ইজের পরে, সে মুতবার পথ রাখে।

৯৫২৫ যেই ঢেঁকিশালা, তার আবার আধঘরা।

৯৫২৬ যেই পাখী উড়ে, বাসায়ই দরদর করে।
[ ছোটকালের প্রকৃতির দ্বারাই ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করা যায়। ]

৯৫২৭ যেই বিয়ের ঘটা, তার আবার হলদি কোটা।

৯৫২৮ যেই মুরগীয়ে ডিম পাড়ে,
সেই মুরগীয়েই খবর জানে।
[ নিজ কর্মের কষ্ট নিজেই উপভোগ করা। ]

৯৫২৯ যেই হাতে পূজিয়াছি দেব শূলপাণি।
সেই হাতে পূজিব কি চ্যাঙ মুড়ী কানী॥

৯৫৩০ যেইখানে বাঘের ভয়,
হেই খানেই রাইত হয়।

৯৫৩১ যে এল চষে সে রইল ব'সে,
যে এল কোঁত পেড়ে, তারে দাও ভাত বেড়ে।

৯৫৩২ যেও আছিল হুত্যা বইয়া, নাশ করল বৈছি লাগ্যা।
[ হুত্যা—শুইয়া ; বইয়া—ব'সে। ]

৯৫৩৩ যেও বুড়ীর মনে সাধ হল, সেও বুড়ীর স্বর বাদ হল।

৯৫৩৪ যে কথাটি লাগে ভাল, সে কথাটি আবার বল।

৯৫৩৪ক যে কথা সেই কাজ।

৯৫৩৫ যে কথা সেই কিরে।

৯৫৩৬ যে কয় রাম, তার সঙ্গে যাম।

৯৫৩৭ যে করবে ধরম করম, তার মাথাতেই বাঁশ-মারণ।

৯৫৩৮ যে করে আমার আশ তার করি সর্বনাশ।
তাতেও যে না ছাড়ে আশ, তার হই দাসের দাস॥

৯৫৩৯ যে করে দুঃখভোগ, সে করে সুখসম্ভোগ।

৯৫৪০ যে করে ধর্ম, তার হয় কর্ম।

৯৫৪১ যে করে পরের আশ, সে খায় বনের ঘাস।

৯৫৪২ যে মরবে আপন দোষে, কি করবে তার হরিহর দাসে

৯৫৪৩ যে করে পাপ, সে হয় সাত বেটার বাপ,
যে করে পুণ্য, তার হয় শূন্য।

৯৫৪৪ যে-কাঁটায় মাপ, সে-কাঁটায় শোধ।

৯৫৪৫ যে-কাল যায়, সে কাল না আয়।

৯৫৪৬ যে-কাল, সে বিছে।

৯৫৪৭ যে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে, সে কুকুর কামড়ায় না।

৯৫৪৮ যে কুকুর ডাকে না, সে ঠিক কামড়ায়।

৯৫৪৯ যে- কুয়োয় জল খায়, সে কুয়োয় থুতু ফেলে।

৯৫৫০ যে করে হরণ তরণ,
অভাব হয় না সকালে মরণ।
[ অতি চালাকি নষ্টের মূল। ]

৯৫৫১ যে যদ্দূর গেছে অদ্দূর খবরই জানে।
[ বেশীর কাছে স্বল্পতার প্রমাণ ]

৯৫৫২ যেখানে অঙ্গ রাখি, সেখানেই শীতল পাটি।

৯৫৫৩ যেখানে আছে লেখা, সেখানে হবে দেখা।

৯৫৫৪ যেখানে আঁটা আঁটি, সেখানেই কাটাকাটি।

৯৫৫৫ যেখানে উৎপত্তি, সেখানে নিবৃত্তি।

৯৫৫৬ যেখানে কম জোর, সেখানে ছেঁড়ে ডোর।

৯৫৫৭ যেখানে খায় সেখানেই হাগে।

৯৫৫৮ যেখানে গভীর নীর, সেখানে সদা স্থির।

৯৫৫৯ যেখানে গু সেখানে চন্দন।
যেখানে গু নেই সেখানে কান্দন॥

৯৫৬০ যেখানে গেরস্থের বাসা, সেখানে অতিথির আশা।

৯৫৬১ যেখানে ঘা সেখানে ব্যথা।

৯৫৬২ যেখানে ছুঁচ চলে, সেখানে সূতাও চলে।

৯৫৬৩ যেখানে জল সেখানে মাছ,
যেখানে পাখী সেখানে গাছ।

৯৫৬৪ যেখানে তুলসীবন, সেখানে বৃন্দাবন।

৯৫৬৫ 'যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই।
পাইলে পাইতে পার অমূল্য রতন॥

৯৫৬৬ যেখানে ধন, সেখানে মন।

৯৫৬৭ সেখানে নরম মাটি, সেখানে ঝাঁটা লাথি।
যেখানে শক্তি মাটি সেখানে কান্নাকাটি॥

৯৫৬৮ যেখানে নেই আসল মায়া, সেখানেই বেশি আহা

৯৫৬৯ যেখানে নেইক মান, সেখানে ছাড়ি পাকা ধান।

৯৫৭০ যেখানে নেই চাঁই, সেখানে ভুড়ুর ভাই।

৯৫৭১ যেখানে বসে, সেখানে কি চষে।

৯৫৭২ যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়।

৯৫৭৩ যেখানে বাসনা-রথ, সেখানে সিদ্ধি পথ।

৯৫৭৪ যেখানে ভাই সেখানেই ঠাঁই।

৯৫৭৫ যেখানে ভেজে না কুত্তার হুল,
সেখানে দেয় হামজার পোল।

৯৫৭৬ যেখানে মড়া, সেখানে শকুনি।

৯৫৭৭ যেখানে যে ভাজুক বড়া, আমার খবর আছে।

৯৫৭৮ যেখানে যেমন, সেখানে তেমন।

৯৫৭৯ যেখানে রাত, সেখানে কাত।

৯৫৮০ যেখানে সুখ, সেখানে স্বস্তি।

৯৫৮১ যেখানে সেখানে থাকুক রাম,
সিথেয় থাকুক এয়োত নাম।

[ পা—'যেখানে সেখানে থাকুক রাম। সীতার থাকুক এয়োত নাম।' এই পাঠই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। ]

৯৫৮২ যে খাওয়াইছে খুদের পল,
সেই ঘাটকে নিয়ে চল।

৯৫৮৩ যে খায় কবুতরের রান, সে খায় বিলের ধান।

৯৫৮৪ যে খায় ঘিয়ের হাঁড়ি, যে খায় ময়রার বাড়ী।

৯৫৮৫ যে খায় ঘিয়ের হাঁড়ি, সে খায় মুগুরের বাড়ি।

৯৫৮৬ যে খায় চিনি, তায় জোগান চিন্তামণি।

৯৫৮৭ যে খায় সাত বার, তার জন্য ভাত বাড়।

৯৫৮৮ যে খুঁজেছে, সেই পেয়েছে।

৯৫৮৯ যে খেতে জানে, সে খাওয়াতেও জানে।

৯৫৯০ যে খেয়েছে তারে খাওয়া,
যে না খেয়েছে তারে শোওয়া।

৯৫৯১ যে গড়তে জানে, সে ভাঙতে জানে।

৯৫৯২ যে গরুতে গু খায় মুড়া ঠাঙ্গায় ছাড়ে ?

[ কেহ কাহারও বদ অভ্যাস ছাড়িতে পারে না। ]

৯৫৯৩ যে গাঁও মূর্খের নাই আকাল,
সে গাঁও ছাড় সকাল সকাল।

৯৫৯৪ যে-গাছ বাড়ে, জানা যায় তার ঝাড়ে।

৯৫৯৫ যে-ঘাটেতে জল নেই পাথর কেন ভাসে।
যার সঙ্গে ভাব নেই সেই বা কেন হাসে॥

[ ধাঁধা, বিশেষত ঐন্দ্রজালিক ধাঁধার লক্ষণাক্রান্ত। ]

৯৫৯৬ যে ঘাস জল, সে ঘাস জল।

৯৫৯৭ যেচে মান কেঁদে সোহাগ,
তা'তে অপমান লোকের বিরাগ।

৯৫৯৮ যেচে না দিলে করব কি, খুঁজে না খেয়ে মরব কি।

৯৫৯৯ যে চোর সে এক পাপী,
যার চুরি যায় সে শতেক পাপী।

৯৬০০ যে ছা ওড়ে, সে বাসায় ধড়ফড় করে।

৯৬০১ যে ছেলেটা চায় না, সে ছেলেটা পায় না।

৯৬০২ যে-ছেলে ভাঁটা মারে, তার নাটা হেন চোখ।

৯৬০৩ যে ছেলে কোলে যখন,
সবার চেয়ে তার আদর তখন।

৯৬০৪ যে-জন আপনা বুঝে, পর দুঃখ তারে সুজে।

*৯৬০৫ যে তিমিরে সেই তিমিরে।

৯৬০৬ য-জন পথে ছড়ায় কাঁটা,
তার যেন থাকে জুতা আঁটা।

৯৬০৭ যে জন শেখে চুরি করতে, সে শেখে ফাঁসিতে মরতে।

৯৬০৮ যে জানে না উত্তর পূব, তার হয় সদাই শুভ।

৯৬০৯ যে জীবের লেজ নেই, তার উপকার করতে নেই।

৯৬১০ যে জেতে সে হাসে।

৯৬১১ যে ঝাড়ের বাঁশ তুমি নাগাল যদি পাই।
ঝাড়ে-মূলে আমি তবে আগুন লাগাই॥

৯৬১২ যে ডালে বসে, সে ডাল কাটে।

৯৬১৩ যে ডালে ভর করে, সে-ডাল ভেঙে পড়ে।
[ তু—'যে ডালে কর মোঁ ভরেঁ, সে ডাল ভাঙ্গিয়া পড়ে,
নাহি হেন ডাল যে মোঁ করোঁ বিসরাম।'
—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। ]

৯৬১৪ যেতে ছাগল, আসতে পাগল।

*৯৬১৫ যে তিমিরে সে তিমিরে।

৯৬১৬ যে তোমারে প্রেম শিখালে, তারে তুমি খুব দেখালে।

৯৬১৭ যেখানে করেন চণ্ডীপাঠ, ভিটে বেচে বসান্ হাট।

৯৬১৮ যে থাকে কয়লার কাছে,
ময়লার আঁচ আছেই আছে।

৯৬১৯ যে-দামে কেনা, সে-দামে বিক্রি।

৯৬২০ যে-দিকে জল পড়ে, সে দিকে ছাতা ধরে।

৯৬২১ যে-দিকে ঝড় সে দিকে টোকা।

[ টোকা—পাতায় তৈরী মাথায় ব্যবহারের পাতলা। ]

৯৬২২ যে দিকে ঝোল যায়, যে দিকে বেন্নন ধায়।

*৯৬২৩ যেদিকে দু'চোক যায় সেইদিকে চলে যাওয়া।

৯৬২৪ যে-দিকে বাতাস আসে, যে দিকে স'রে বসে।

৯৬২৫ যে-দিকে বাতাস, সে দিকে পাল তোলে।

৯৬২৬ যে দিন আঁচাই সে দিন ভাল।

৯৬২৭ যে-দিন আসে, সে-দিন আসে না।

৯৬২৮ যে-দিন যায়, সেই দিনই ভাল।

৯৬২৯ যে দিল অন্তরে ব্যথা, তার সঙ্গে কিসের কথা।

৯৬৩০ যে দুয়ে নেয় তারই গরু, যে গরু পোষে তার নয়।

৯৬৩২ যে দেখালে জো, সেই দেখায় ভোঁ।

৯৬৩৩ যে দেবতা গড়তে পারে, সে বাঁদরও গড়তে পারে।

৯৬৩৪ যে দেয় ভাত শালা পানি শালি,
যম তারে পাড়ে গালি।

[ যে অন্নজল দেয়……। ]

৯৬৩৫ যে দেশে কাক নেই, সে দেশে কি রাত পোহায় না।

৯৬৩৬ যে দেশে কাপড় নেই, সে দেশে ধোপার কি।

৯৬৩৭ যে দেশে গাছ নেই, সে দেশে এরণ্ডই গাছ।

৯৬৩৮ যে দেশে নাই গণক জ্যোতিষা,
গোধূলি লগন যাত্রা উষা।

৯৬৩৯ যে দেশে যে ভাগা, হাত থাকতে পায়ে শাঁখা।

৯৬৪০ যে দেশে যা' ভাও, উপুড় করে বায় নাও।

৯৬৪১ যে ধান কাটে, সে মাষ কাটে।

৯৬৪২ যে ধার করে, সে দুঃখে মরে।

৯৬৪৩ 'যেন তেন প্রকারেণ কার্য সিদ্ধির্গরীয়সী'।

৯৬৪৪ যে নারী কাটন নাহি কাটে,
রাত পোহালে গোপালকে সাটে,
কিছু বলিতে ধায় রোষে,
ডাক বলে—সে নারী পুরুষ দোষে।

৯৬৪৫ যে নারী সতীনে পড়ে, তারে বিধি ভিন্ন গড়ে।

৯৬৪৬ যে না বিয়া, তার আবার চিৎ বাইন্ন।

৯৬৪৭ যে না ভাবে আগে পিছে, সে আবাগার বাঁচা মিছে।

৯৬৪৮ যে না পারে নয় বছরে, সে পারে না নব্বুই বছরে।

৯৬৪৯ যে না বিয়ে তার আবার দুই পায়ে আলতা।

৯৬৫০ যে নালে বিষ উজায়
সেই নালে ভাইট্ টায়।

৯৬৫১ যে না হল আপনায় রত, কেঁদে পিরীত বাড়াব কত।

৯৬৫২ যে নিজে গরজী, তার আবার মরজি।

৯৬৫৩ যে পাত পাতে, সে হাত পাতে।

৯৬৫৪ যে পাতে বেশি তরকারি, সে পাত আগে আমারি।

৯৬৫৫ যে পালায়, যে ধরতে যায়, দু'জনকেই দৌড়তে হয়।

৯৬৫৬ যে পেটে ছেলে ধরে, সে পেট কি অল্পে ভরে।

৯৬৫৭ যে বনে যাই, সে ফল খাই।

৯৬৫৮ যে বয় তার দুনো বোঝা।

৯৬৫৯ যে বলে ছাড়্, ঘরে র'ব না তার।

৯৬৬০ যে বলে মরতে জানি, সমুদ্দর তার সাঁতার পানি।

৯৬৬১ যে বাড়ী দেখে পিটের গুঁড়ো,
ছাড়ে না তার দরজার মুড়ো।

৯৬৬২ যে বিয়ের যে মন্ত্র।

৯৬৬৩ যে ভানে ভানুক চাল হলেই হল।

৯৬৬৪ যে মরবে আপন দোষে,
কি করবে তার নরহরি দাসে।

৯৬৬৫ যে যার সে তার, যুগে যুগে অবতার।

৯৬৬৬ যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাক্ষস।

৯৬৬৬ক যেমন আউড়া নল, তেমন সুঁদুরে মুগুর।
[ সুঁদুরে—সোঁদর কাঠে তৈরী। ]

৯৬৬৭ যেমন আদাড়ে কচু, তেমনি বাঘাটে তেঁতুল।

৯৬৬৮ যেমন আপন নীতি, পরে দেখে সেই নীতি।

৯৬৬৯ যেমন কন্যা ভানুমতী, তেমন পাত্র মেধো তাঁতী।

৯৬৭০ যেমন কন্যা মুঙ্গোদরী, তেমন পাত্র গৌরহরি।

৯৬৭১ যেমন কন্যা রেবতী, তেমন পাত্র গদাহাতী।

৯৬৭১ক যেমন কন্যা রেবতী, তেম্‌নি পাত্র ফক্‌রে তাঁতি।
[ 'গদা হাতী'র অর্থ অস্পষ্ট ফরকে তাতীই শুদ্ধ ; পাঠ। ]

৯৬৭২ যেমন কপাল, তেমন গোপাল।

৯৬৭৩ যেমন কয়, তেমন নয়।

৯৬৭৪ যেমন করে ঋণ, তেমন যায় দিন।

৯৬৭৫ যেমন কর্ম তেমনি ফল, যেমন লাথি তেমনি চড়।

৯৬৭৬ যেমন কর্ম তেমনি সাজা, পোঁদেতে কাঁচকলা ভাজা।

৯৬৭৭ যেমন কলি, তেমন চলি।

৯৬৭৮ যেমন কাল তেমন চাল।

৯৬৭৯ যেমন কুকুর তেমনি মুগুর।

৯৬৮০ যেমন ক্ষেপা তেমনি ক্ষেপী,
তুলো পিঁজতে আনে ঢেঁকি।

৯৬৮১ যেমন গর্ভ, তেমন ঋণ।

৯৬৮২ যেমন গড়ন, তেমন করণ।

৯৬৮৩ যেমন গাওনা, তেমন পাওনা।

৯৬৮৪ যেমন গাছ তার তেমনি তেউড়।
[ তেউড়ি—চারা। ]

৯৬৮৫ যেমন গাদন তেমন নাদন।

৯৬৮৬ যেমন হাতী যেমন খাবে, তেমন হাতী তেমন নাদবে।

৯৬৮৭ যেমন গাবর তেমন থাবড়।

৯৬৮৮ যেমন গাল তেমন চড়।

৯৬৮৯ যেমন গুরু তেমন চেলা, টক ঘোল তার ছেঁদা মালা।

৯৬৯০ যেমন ঘর তেমন বর।

৯৬৯১ যেমন ঘোড়ামুখো দেবতা, তেমন মাষকলাই আধার।

[ উড়িষ্যায় এক লৌকিক দেবী আছেন, তিনি 'ঘোড়ামুখ বাস্থলী' নামে পরিচিত। ]

৯৬৯২ যেমন চাষার বুদ্ধি বলে, পাড়াগাঁয়ের মাঠে।
নদী না দেখে নেঙটা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে হাটে॥

৯৬৯৩ যেমন চোয়াড় তেমন গাল।

৯৬৯৪ যেমন জগন্নাথ তেমনি সুভদ্রা।

৯৬৯৫ যেমনটি যায় তেমনটি হয় না।

৯৬৯৬ যেমন তরবার তেমন দরবার।

৯৬৯৭ যেমন তেমন গড়, চূণবালি দিয়ে মোড়।

৯৬৯৮ যেমন তেমন ঘর, খান পাঁচ ছয় কর।

৯৬৯৯ যেমন তেমন চষ, মই দিয়ে ঘষ।

৯৭০০ যেমন তেমন চাকরি, ঘি ভাত।

৯৭০১ যেমন তেমন দুই গাই, যেমন তেমন দুই ভাই।

[ পা—যেমন তেমন দুই ভাই, যেমন তেমন দুই গাই।]

৯৭০২ যেমন তেমন, পোদের বামন।

[ পোদ জাতির বা পুণ্ড্র ক্ষত্রিয় জাতির ব্রাহ্মণ। ]

৯৭০৩ যেমন তেমন বাড়, মাছ মেরে পাড়।

৯৭০৪ যেমন তেমন বিয়ে, তিরিশ টাকার খিয়ে।

[ খিয়ে—ক্ষতিতে। ]

৯৭০৫ যেমন তোমার কাজের আটা,
তেমনি আমার মুড়ির কাঠা।

৯৭০৬ যেমন দাদা গুণমণি, তেমনি বউ রাসমণি।

৯৭০৭ যেমন দান তেমনি দক্ষিণা।

৯৭০৮ যেমন দেয় তেমনি পায়।

৯৭০৯ যেমন দেবা তেমনি দেবী।

৯৭১০ যেমন দেবী, তেমনি বাহন।

৯৭১১ যেমন নদের চাঁদ, তেমন মুখের ছাঁদ।

৯৭১২ যেমন নেড়া তেমনি নেড়ী, বন পুঁই শাক, ছড়া হাঁড়ি।

৯৭১৩ যেমন পাপ, তেমন তাপ।

৯৭১৪ যেমন পেত্না তেমনি পেত্নী।

৯৭১৫ যেমন বাঁদী তেমন চরকা।

৯৭১৬ যেমন বাপ তেমন বেটা।

৯৭১৭ যেমন বিয়ে তেমন বাদ্যি।

৯৭১৮ যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল।

৯৭১৯ যে বেটি সিয়ানা হয়,
মাইয়া আগে বিয়াইয়া থোয়।

[ বুদ্ধিমতী জননী প্রথমে কন্যাসন্তান প্রসব করে। ]

৯৭২০ যেমন ভাগ্য গোপাল দাসের তেমনি গায়েন পাঁচু।
আনতে বলেছি মিছরি, তবু এনে বসেছে কচু॥

৯৭২১ যেমন ভানু তেমনি হনু।

৯৭২২ যেমন ভাব, তেমন লাভ।

৯৭২৩ যেমন ভোজন, তেমন দক্ষিণা।

৯৭২৪ যেমন মতি তেমন গতি, কাঁচকলাটা ভগবতী।

৯৭২৫ যেমন মন তেমন ধন।

৯৭২৬ যেমন মনিব তেমন চাকর।

৯৭২৭ যেমন মা তেমন ছা।

৯৭২৮ যেমন মা তেমন ঝি, তার বাড়া নাতনীটি।

৯৭২৯ যেমন রাজ্যে করি ঘর, নেঙটা হয়ে খাল পাড়।

৯৭৩০ যেমন রাম তেমন সীতা, যেমন কানু তেমন রাধা।

৯৭৩১ যেমন রোগ তেমন ওঝা।

৯৭৩২ যেমন শরা তেমনি হাঁড়ি, গ'ড়ে রেখেছে কুমোর বাড়ী।

৯৭৩৩ যেমন শূয়র তেমনি কাওরা,
যেমন জল তেমনি কেওড়া।

৯৭৩৪ যেমন হাঁড়ি তেমন কড়ি।

৯৭৩৫ যেমন হাঁড়ি তেমন শরা, যেমন নদী তেমন চড়া।
[ পা—বিধাতার নির্মাণ করা। ]

৯৭৩৬ যেমন হ্যাঁটলা তেমনি মুসুরী,
ত্যাঁদড় জামাই, ঢ্যামন শাশুড়ী।

৯৭৩৭ যেমন হুড়ক বাড়ী, তেমনি গোলাদার তারি।

৯৭৩৮ যেমনই কন্যা রসবতী, তেমনি পাত্র মাধব তাঁতী।

৯৭৩৯ যেমনই চোপা তেমনই খোপা।
[ রাগী লোক কাজেও ভাল। ]

৯৭৪০ যেমনই মুনি তেমনই কণি।
[ উপযুক্ত শাস্তি। ]

৯৭৪১ যেমনি বাছা তেমনি আছে,
অমনি পরাণ বেরিয়ে গেছে।

৯৭৪২ যেমনি নিতাই কামার
তেমনি ভাশুর আমার।

৯৭৪৩ যেমনে শোও তেমনে শোও, পৈথানে দুই পা।

৯৭৪৪ যেমনের ঘরে তেমনি করে।

৯৭৪৫ যে মরবে আপন দোষে, কি করবে তার পরামর্শে।

৯৭৪৬ যে মরে, সেই ভূত।

৯৭৪৭ 'যে মাটিতে পড়ে লোক ওঠে তাই ধরে।'

৯৭৪৮ যে মারে তার দোষ নয়, যত দোষ ঢেলার।

৯৭৪৯ যে মারে সেই যম।

৯৭৫০ যে-মুখে ছাগলদাড়ি, তাতে খাবে পান সুপারি।

৯৭৫১ যে মুড়োতে দাঁড়ায়, সেই মুড়োই উঁচা।

৯৭৫২ যে মুরগী ডিম পাড়ে, সে মুরগীর পোঁদ জানে।

৯৭৫৩ যে যত বড়, সে তত ছোট।

৯৭৫৪ যে যত পায়, সে তত লালায়।

৯৭৫৫ যে যা খায় তারই ঢেঁকুর ওঠে।

৯৭৫৬ যে যা' চায়, সে তা' পায়।

৯৭৫৭ যে যাতে রত, কহে তারি মত।

৯৭৫৮ যে যায় লঙ্কায়, সে হয় রাবণ।

[ পা—রাক্ষস। ]

৯৭৫৯ যে যার কপালে খায়, লোকে বলে, আমার খায়।

৯৭৬০ যে যার, সে তার।

৯৭৬১ যে যারে দেখতে নারে, সে তারে হাঁটনায় খোঁড়ে।

৯৭৬২ যে যারে ধ্যায়, সে তারে পায়।

৯৭৬৩ যে যারে না দেখতে পারে,
তার ছায়া দেখলে লাথি মারে।

৯৭৬৪ যে যেমন তার তেমনি হয়।
মনের গুণে ধন মিটে সর্ব শাস্ত্রে কয়॥

৯৭৬৫ যে যেমন, তারে তেমন।

৯৭৬৬ যে রক্ষক, সেই ভক্ষক।

৯৭৬৭ যে রাঁড়ের আছে মা, তারে ডাকতে হয় না।

৯৭৬৮ যে রাঁধুনী, তার পানের সাজেও রাঁধুনী।

৯৭৬৯ যে রাঁধে, সেও চুল বাঁধে।

৯৭৭০ যে লেখে সরু, তার হয় গরু,
যে লেখে মোটা তার হয় কোঠা।

৯৭৭১ যে শরীরে দয়া নেই সে কখনো শরীর।
মুশকিলে যার আসান নেই সেও কখনো পীর॥

৯৭৭২ যে শেখালে তু, তারেই দিলি ভু।

[ কাহিনীমূলক প্রবাদ। বিশ্ব-ভণ্ডের কাহিনী।
—প্রবোধচন্দ্রিকা। ]

৯৭৭৩ যে শোলটি পালিয়ে যায়, সেইটি কি মস্ত নয়।

৯৭৭৪ 'যেষামন্যা গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ।'

৯৭৭৫ যে সতী, তার চোখও নেই, কানও নেই।

৯৭৭৬ যে সয়, সে বয়।

৯৭৭৭ যে সয়, সে রয়।

৯৭৭৮ যে সরষেতে ভূত ছাড়ে, তারই ভেতর ভূত।

৯৭৭৯ যে সাপে কামড়ায়,
সেই সাপে বিষ তোলে।

৯৭৮০ যে সার খাবে, সে মাথাও পাবে।

৯৭৮১ যে-সারী কাটন নাহি কাটে।
রাতি পোহালে পোপানকে সাটে।
কিছু বলিতে ধায় রোষে, ডাক বলে—পুরুষ দোষে।

[ দে 'সারী' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'কুৎসিৎ'; কিন্তু মনে হয় ইহা পূর্বোদ্ধৃত ( ৯৬৪৪ ) একটি প্রবাদের পাঠ-দুষ্টিজাত রচনা। প্রকৃত পাঠ এখানে 'সারী' নহে, 'নারী'। নতুবা অর্থ করা কঠিন। ]

৯৭৮২ যে হবে না আপনগত, কেঁদে মান বাড়াবো কত।

৯৭৮৩ যে হয় সে হয়।

৯৭৮৪ যে হাতে আছে চিনির গন্ধ,
সে হাত চুষতে সবার আনন্দ।

৯৭৮৫ যৈসা কি তৈসা।

৯৭৮৬ 'যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে।'

৯৭৮৭ 'যো যস্য হৃদ্যো ন হি তস্য দূরম্।'

৯৭৮৮ যো হুকুম।

৯৭৮৯ যৌবন জোয়ারের পানি,
কাল থাকতে বুঝলে না নানী।

৯৭৯০ 'যৌবনে অন্যায় ব্যয়ে বয়সে কাঙ্গালী।'

[ সা প্র—মধুসূদন। ]

৯৭৯১ যৌবনে কুক্কুরীও ধন্যা।

[ পা— ···সুন্দরী। ]

৯৭৯২ যৌবনের টস্‌টসানি নেইক কোন রস।
কেবল পুরাণ টোলে কষ॥

৯৭৯৩ রইল শোলা শিকেয় তোলা।

৯৭৯৪ রকম দেখে বাঁচি না,
আমি বাঁচি তো আমার বে'ই বাঁচে না।

*৯৭৯৫ রক্তদন্তী কালী।

৯৭৯৬ রক্ত বীজের ঝাড় বা বংশ।

*৯৭৯৭ রক্তের টান।

৯৭৯৮ রক্ষকে ভক্ষণ করে, কে তারে রাখতে পারে।

*৯৭৯৯ রক্ষাকালীর বাচ্চা।

*৯৮০০ রগ ঘেঁসে যাওয়া।

*৯৮০১ রগ চটা।

৯৮০২ রঘু চৈতা বলা, এ তিন কলির চেলা।

৯৮০৩ 'রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তর কোশলঃ'।

৯৮০৪ রঘু ডাকাত।

[ দুঃসাহসিকতার আদর্শ। ]

৯৮০৫ রঙ গেল, ঢঙ গেল, রস গেল দূর।
নির্ধনের হাতে পড়ে দর্প হল চুর॥

৯৮০৬ রক্ত থাকলে রাঙা কড়ি, রঙ ফুরোলে গড়াগড়ি।

৯৮০৭ রং দেখছ ভং দেখছ না ?
গাং দেখছ ঢেউ দেখ্‌ছ না।

৯৮০৮ রজকের লাভ কোথা উলঙ্গের কাছে।
কাঁটা গাছে জল দিয়া ফল কিবা আছে॥

*৯৮০৯ রজ্জুকে সর্প ভ্রম।

৯৮১০ রণমুখো সেপাই, ঘরমুখো বাঙালী।

৯৮১১ রতনগর্ভার পেতেন পুত।

৯৮১২ রতনবাবুর নাতি, স্বর্গে দেবে বাতি।

৯৮১৩ রতনে রতন চেনে।

*৯৮১৪ রথ দেখা কলা বেচা।

৯৮১৫ 'রথে তু বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।'

*৯৮১৬ রথের ইটা ( ঢিল )।

[ কোন কোন অঞ্চলে রথারূঢ় জগন্নাথ দেবকে ভক্তগণ ফল এবং মিষ্ট দিয়া এলোপাথারি ঢিল ছুঁড়িয়া থাকেন। বেপরোয়া ঢিল ছোঁড়া অর্থে। ]

*৯৮১৭ রথো মাল।

[ রথের মেলায় যে মালপত্র বিক্রয়ের জন্য আনা হয়। ]

৯৮১৮ রন্ধনের চাল চর্বনে যায়।

*৯৮১৯ রন্ধ্রগত শনি।

৯৮২০ রমানাথের এঁড়ে, বইবে না, বইতেও দেবে না।

৯৮২১ রবি গুরু মঙ্গলের উষা, আর সব ফাসাফুসা।

*৯৮২২ রয়ে বসে।

৯৮২৩ রসিকে রসিক চেনে, ভোমরায় চেনে মধু।
অজাড্যা বাঙালে চেনে খোরাভরা কদু॥

৯৮২৪ 'রসিকের স্থানে হয় রসের বিস্তার'।

৯৮২৫ রসুন বলে—কাঁচকলা ভাই, তোমার বড় খোসা।

৯৮২৬ রসুন বলে—পেঁয়াজ ভাই,
তোর গায়ের গন্ধে ম'রে যাই।

৯৮২৭ রসুয়ে বামন, পূজাও করে।

৯৮২৮ রসের ঘরেই গৌর নাচে।

৯৮২৯ রসের নাগর রূপের সাগর, যদি কড়ি পাই।
আদর ক'রে করি তারে বাপের জামাই।

*৯৮৩০ রসের সার চুটকি।

*৯৮৩১ রাই কুড়িয়ে বেল।

৯৮৩২ রা করে না যে, চোরের সর্দার সে।

*৯৮৩৩ রাক্ষসের ওপর খোক্কস।

*৯৮৩৪ রাক্ষসের মাছ খাওয়া।

৯৮৩৫ রাখ গে যা তুই শিকেয় তুলে,
কত খাবে তোর বাগ্‌দী জেলে।

৯৮৩৬ রাখবারও ধন নয়, পাঠাবারও মন নয়।

৯৮৩৭ রাখাল সভাতে যা, রাজসভাতেও তা'।

৯৮৩৮ রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে।

৯৮৩৯ রাগ করলে ভাগ হারায়।

*৯৮৪০ রাগ ক'রে ঘরের ভাত বেশি ক'রে খাওয়া।

৯৮৪১ রাগ, না, চণ্ডাল।
[ পা— রাগের নাম চণ্ডাল ]

৯৮৪২ রাগই পুরুষের লক্ষণ।

৯৮৪৩ রাগী মানুষের চোখও নেই, কানও নেই।

৯৮৪৪ রাগে বাঁজী পুত বিইয়েছে।

৯৮৪৫ রাগে হাগে, ফেল্‌তে ছ'মাস লাগে।

৯৮৪৬ রাগের ঘরে বারো দেবতা খাটে।

৯৮৪৭ রাগের চোটে বকনা ফাটে।

*৯৮৪৮ রাঘব বোয়াল।

৯৮৪৯ রাঘব রায়ের কাল।

*৯৮৫০ রাঙা চোখ।

৯৮৫১ রাঙা টাকা তামায় ভরা।

*৯৮৫২ রাঙা মূলা।

৯৮৫৩ রাজমাধবী রাজার ঝি. গেরো দে' আশে-পাশে।
দুধের সর গলায় বাধে,
দুধ দেখলে বমি আসে।

*৯৮৫৪ রাজযোটক।

৯৮৫৫ রাজসভা দেখলে পরে কোঁচ বাগ্‌লো চরে।
কোকিলের ধ্বনি শুনে পেঁচা ডেকে মরে॥

৯৮৫৬ 'রাজসাপ দেখি জো চমকাই তং কিং বোড়ো খাই' ?
[ 'বৌদ্ধগান ও দোঁহায়' ব্যবহৃত ; রজ্জুতে সর্প দেখিয়া যে চমকাইয়া উঠে, তাহাকে প্রকৃতই কি বোড়া সাপে খায় ? ]

৯৮৫৭ রাজহাঁসের পা দেখে বকের নেঙা-পেঙা।
তোর পা যেমন তেমন, আমার পা ঢেঙা॥

*৯৮৫৮ রাজা-উজীর মারা।

৯৮৫৯ রাজা খায় কি, ঘি। ঘি না থাকলে ? আঙ্গুল চোষে।

৯৮৬০ রাজা খায় ডেড়ে, গণক খায় ভেঁড়ে।

৯৮৬১ রাজা গেল পাটনে, শূন্য হল দেশ।
মাঝখানে ব'সে আছে নেড়া দরবেশ॥

৯৮৬২ রাজাকে কড়ি, মড়াকে দড়ি, না দিলে এড়ান নাই।

*৯৮৬৩ রাজাজী আর পঞ্চা তেলী।

৯৮৬৪ রাজাতে কাটিবে শির, কি করিবে কোন্ বীর।

৯৮৬৫ রাজা তেজশ্চন্দ্র আর কি!

৯৮৬৬ রাজা থাকতে কোটালের দোহাই।

৯৮৬৭ রাজাদের ঘুড়ী, এক বিয়ানে বুড়ী।
[ ইহা প্রবাদ নহে—ধাঁধা। দে ইহাকে প্রবাদের মধ্যেই ধরিয়াছেন ( দে ৭৫৫৭ ), এই ধাঁধার উত্তর কলাগাছ। ]

৯৮৬৮ রাজা ধন বিলান অন্দরে, কুড়ান কে ? না, রাণী।

৯৮৬৯ রাজা নবকৃষ্ণ আর কি!

৯৮৭০ রাজা, না, গোঁজা।

৯৮৭১ রাজা-নামের কিছু হল না,
কুকুর মেরে ফাঁসি গেল।

৯৮৭২ রাজা বিনা রাজ্য নাশ।

৯৮৭৩ রাজা মারে, দোহাই দেব কারে।

৯৮৭৪ রাজা যদি করে পাপ, প্রজার ঘটে মনস্তাপ।

৯৮৭৫ রাজা যম উভয়ে বিরুদ্ধ।

*৯৮৭৬ রাজায় রাজায় দেখা।

৯৮৭৭ রাজায় রাজায় বাধে রণ, উলুখড়ের হয় মরণ।

৯৮৭৮ রাজা যেমন গবচন্দ্র, পাত্র তার তেমনি।
তাঁত গাড়েতে পড়ে ঘোড়া, ঘাড় কাত, তাই অমনি॥

৯৮৭৯ রাজার আঙ্গুল মোটা, তাই দেয় ফোঁটা-ফোঁটা।

৯৮৮০ রাজার আখবাড়ী, শেয়ালের কামড়া-কামড়ি।

৯৮৮১ রাজার উক্তি, মা'র যুক্তি।

৯৮৮২ রাজারও রেয়েত নয়, সাধুরও খাতক নয়।

৯৮৮৩ রাজার ঘরে মোতির রাট্।
[ রাটটান, —আভব। ]

৯৮৮৪ রাজার ঘরে ঘি, আঁচল পেতে নিই।

৯৮৮৫ রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট, গৃহিণীর দোষে গৃহ নষ্ট।

৯৮৮৬ রাজার নন্দিনী প্যারী, যা' করে তা শোভা পায়।

৯৮৮৭ রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট, লক্ষ্মী পালায় ডরে।
স্ত্রীর দোষে স্বামীর কষ্ট, ভাত নেই ঘরে॥

৯৮৮৮ রাজার পুতে বাঘ মেরে মুখে করে না রা।
তাঁতীর পুতে ছাগ মেরে নাচতে তোলে পা॥

৯৮৮৯ রাজার পুতের হাতী মালীর পুতের বেঙ।

৯৮৯০ রাজার বাড়ী চুরি হল, পুকুর পাড়ে সিঁদ।

৯৮৯১ রাজার বাড়ী চুরি, হারি কি পারি।

৯৮৯২ রাজার বাড়ীর চেড়ী, দিনে সাতখান শাড়ি।

*৯৮৯৩ রাজার বাঁদর।

৯৮৯৪ রাজার বেটা সিনান করে, তার নেঙটি শুকায় না।

৯৮৯৫ রাজার মা কাটনা কাটে, সাত জন তার পাঁজ-ধরণী।

৯৮৯৬ রাজার মাকে লোকে আড়ালে বলে ডা'ন॥

৯৮৯৭ রাজার মাটি, বেশ্যার পাটি।

৯৮৯৮ রাজার মা, বিইয়েছেন যে কাকের ছা।

৯৮৯৯ রাজার মা ভিক্ষা মাগে।

১৯০০ রাজার মায়ের সাজের কথা, কাঁথায় ঘুঙুর বাজে।

১৯০১ রাজার যুবরাজ, মোহন্তের চেলা,
ফলনীর জামাই এ নয় ভালা।

১৯০২ রাজার যে রাজ্যপাট, ক'দিন সে রয় ঠাট।

১৯০৩ রাজার লাগি রাণী, কাঙালের লাগি কাঠকুড়ানী।

১৯০৪ রাজার রাজ্যপাট, গরীবের শাকভাত।

১৯০৫ রাজার রাণী, কানার কানী।

১৯০৬ রাজার মুখে বনবাস, কি করে তুলা কাপাস।

১৯০৭ রাজার মুখে রাজ্যবাস, স্ত্রীর মুখে গৃহ বাস।

১৯০৮ রাজার হল রাজ্যপাট, যেন নাট্টয়ার নাট।

১৯০৯ রাজার হাল স্বর্গে বয়, এক বলতে শতেক হয়।

১৯১০ রাজ্য পাইল রামচন্দ্র, কলা খাইল যত বান্দর।

*১৯১১ রাঁড় ঘাঁটিয়ে চড় খাওয়া।

১৯১২ রাঁড়কে রাঁড় ষাঁড়কে ষাঁড় বলা দায়।

১৯১৩ রাঁড়ী বেটীর বিয়ের শখ, উনায় রসের কত ঠমক।

১৯১৪ রাঁড়ীর ভাগ্যে হাটেও সিঁদুর নেই।

১৯১৫ রাঁড়ীর কেন মাছের চিন্তা।

১৯১৬ রাঁড়ীর বেটা গোবিন্দ, পেট ভরলেই আনন্দ।

১৯১৭ রাঁড়ীর স্বপন পাঁজ আর তুলো।

১৯১৮ রাঁড়ী হয়ে ভোগ বালাই ;
ডাক বলে—আগে তারে সামলাই।

১৯১৯ রাঁড়ীর স্বপ্ন সাজ আর সিঁদুর।

১৯২০ রাঁড়ের ধন শরার লোণ।

১৯২১ রাঁড়ের পুঁজি।

১৯২২ রাঁড়ের যৌবন।

১৯২৩ রাঢ়, না, চোয়াড়।

১৯২৪ রাণী ভবানী আর ফুলী জেলেনী।

১৯২৫ রাত উপাসে হাতীও পড়ে।

৯৯২৬ রাত পোহালে বিষু, ঘরে নাই কিছু।

*৯৯২৭ রাতারাতি বড় মানুষ হওয়া।

৯৯২৮ রাতারাতি বামনা হল মহারাজ।

৯৯২৯ রাতের কুটুম চাঁড়ালের বাড়ী যা।

[ রাত্রে চোর শব্দ উচ্চারণ করিতে নাই, তাহাকে 'রাতের কুটুম' বলিয়া উল্লেখ করা হয়। ]

৯৯৩০ রাতের বেলা ভূতের ভয়, দিনের বেলা কিছু নয়।

৯৯৩১ 'রাত্রৌ দণ্ডী, দিবা ছত্রী।'

৯৯৩২ রাঁধতে দেরী সয়, ত বাড়তে দেরি সয় না।

৯৯৩৩ রাঁধা ভাতে বাঁধা উপোস।

[ পা—রাঁধা ভাতে কাঠি। ]

৯৯৩৪ রাধুনী বামুনের জুতা পায়।

৯৯৩৫ রাধুনী যে ভাত পায় না, বেরাল কাঁদে কোণে।

৯৯৩৬ রাধুনীর সঙ্গে পিরীত থাকলে ভোজনেতে সুখ।

৯৯৩৭ রান্না খেতে কান্না পায়।

৯৯৩৮ রান্নাঘরে যার বাস, তার অঙ্গে ধোঁয়ার বাস।

৯৯৩৯ রান্নায় প্রাণ জুড়োয়, গা'ময় হলুদ।

*৯৯৪০ রাবণমুখী হয়ে তেড়ে যাওয়া।

৯৯৪১ রাবণের গুষ্টি, বা রাবণের সংসার।

*৯৯৪২ রাবণের চুলো, বা, রাবণের চিতা।

৯৯৪৩ 'রাবণের দোষে হয় সমুদ্র বন্ধন।'

*৯৯৪৪ রাবণের পুরী ছারখার।

*৯৯৪৫ রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি।

৯৯৪৬ 'রাবনের হাতে যথা মারীচ কুরঙ্গ।'

৯৯৪৭ রা বা নারী, কায়েতের বৈরী।

৯৯৪৮ রাম কামারের ধন রাম কামারেই গেল।

৯৯৪৯ রাম খাই কি রাবণ খাই।

*৯৯৫০ রাম-খোদা।

৯৯৫১ রামচন্দ্রও বিপদে পড়ে, মরা মাছও জলে চরে।

৯৯৫২ রামচাঁদে তেঁতুল খায়, শ্যামচাঁদে বাড়ি মারে।

৯৯৫৩ রামচাঁদে তেতো খায়, শ্যামচাঁদে জ্বরে মরে।

৯৯৫৪ রামছাগলের গলায় ঘুন্মুড়ি।

৯৯৫৫ রামদাসের মা, কথার ফাঁদ জান,
কাজের ছাদ জান না।

৯৯৫৬ রামনামে ভূত পালায়।

*৯৯৫৭ রাম না হতে রামায়ণ।

৯৯৫৮ রাম না হ'তে রামের মা।

৯৯৫৯ রাম পরাণে কানা, মাঝখানে দেয় থানা।

*৯৯৬০ রাম পাখী।

৯৯৬১ রাম বলা, ধুতি দোলা, দু'দিক কি সাজে।

৯৯৬২ রাম ভজি কি রহিম ভজি।

৯৯৬৩ রাম মারল ফড়িঙ, সুজো গেল ফাঁসি।

৯৯৬৪ রাম যে গেছেন বনে, ওই কথাই ওঠে মনে।

৯৯৬৫ রাম রহিম কালী, ভেদ করলেই ম'লি।

*৯৯৬৬ রামরাজ্য।

*৯৯৬৭ রাম-রাবণের যুদ্ধ।

৯৯৬৮ রাম-লক্ষ্মণ দু'টি ভাই, রথে চ'ড়ে স্বর্গে যাই।

৯৯৬৯ রামশরণ সস্তা পেয়ে, এক ঘরে দেয় তিন মেয়ে।

৯৯৭০ রাম-শ্যাম-যদু-মধু।

৯৯৭১ রামও বলে কাপড়ও তুলে।

[ সৎ ও অসৎ কর্ম উভয়ের প্রতি লক্ষ্য। ]

৯৯৭২ রামা, তলে নেঙটি উপরে জামা।

৯৯৭৩ রামা ধোপা, শ্যামা ধোপা, সব বেটারই এক চোপা।

৯৯৭৪ রামা মার খায়, গোবিন্দ কেঁকায়।

*৯৯৭৫ রামায়ণের মধ্যে বানরের কচ্‌কচি।

৯৯৭৬ রামু বলে শ্যামু ভায়া, তুমি নাকি পাগল হয়েছ।

৯৯৭৭ রামে মারলেও মরব, রাবণে মারলেও মরব।

৯৯৭৮ রামের ভাই লক্ষণ বা রাম-লক্ষ্মণ দুই ভাই।

৯৯৭৯ রামের কুড়ে, লক্ষ্মণের কুড়ে,
কিসের কুড়ে মোর গেল উড়ে।

৯৯৮০ রামের বাণে মরা ভাল, বাঁদরের দাঁত-খিচুনি সয় না।

৯৯৮১ রামের ভাই লক্ষ্মণ আর কি!

*৯৯৮২ রামের হনুমান।

*৯৯৮৩ রায়-বাঘিনী।

*৯৯৮৪ রাশ আলগা দেওয়া।

*৯৯৮৫ রাশ টানা।

*৯৯৮৬ রাশ ভারি।

৯৯৮৭ রাস তাস জোরের লাঠি, তিন নিয়ে পানিহাটি।

*৯৯৮৮ রাস্তাবেড়ান কাপড়ে ঠাকুর ঘরে ওঠা।

*৯৯৮৯ রাহুর দশা।

*৯৯৯০ রাহুর গ্রাস।

৯৯৯১ রীত দস্তুর কসি, তবে দপ্তরে রসি।

৯৯৯২ রীষে মরে রীষ ভরা, বিষে মরে সাপ।
সতীনের রীষে মরে সতীনের বাপ॥

*৯৯৯৩ রুই কাতলা।

৯৯৯৪ রুইয়ের মুড়ো কেটো, মুড়ো দাও আমার পাতে।
আড়ের মুড়ো ঘিয়ের মুড়ো, দাও জামাইয়ের পাতে।

৯৯৯৫ রুক্ষ মাথায় তেল দেয় না, তেলা মাথায় তেল।

৯৯৯৬ রুচে ত পুঁছে খা, মন চলে ত চলে যা'।

*৯৯৯৭ রুধির নিয়ে বিষয়।

৯৯৯৮ রুয়ে কলা না কেটো পাত।
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত।

৯৯৯৯ রুয়ো পান না করো দা'ন।

১০০০০ রুষবেন জামাই, নেবেন ঝি,

এর বাড়া আর করবেন কি ?

১০০০১ রূপ নিয়ে কি ধুয়ে খাবে, চুল নিয়ে কি পেতে শোবে।

১০০০২ রূপার তীরে পাথর ছেঁদে।

১০০০৩ রূপে কি কাম, গুণে সংসার তরে !

১০০০৪ রূপে গুণে অনুপাম, শ্রীমতী রাধিকা নাম।

১০০০৫ রূপে গুণে কিছু নয়, অর্থ পরমার্থ হয়।

১০০০৬ রূপের ঢলঢল পশরা, কেঁদে ম'লো কালো ছুঁচোরা।

১০০০৭ রূপে মারি লাথি, গুণে ধরি ছাতি।

১০০০৮ রূপের গরব ক'রো না, পেছন দিকে ধ'রো না।

*১০০০৯ রূপের ডালি বা রূপের ধুচুনী।

*১০০১০ রূপের বালাই নিয়ে মরা।

১০০১১ রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী।

১০০১২ রেওর স্বর্গেও চিঁড়ে দই।

[ রেও—ভাট ]

১০০১৩ রেখে খেলে ফুরায় না,
বসে খেলে গাঙের বালি কুলোয় না।

*১০০১৪ রেখে ঢেকে বলা বা চলা।

১০০১৫ রেতে কাটে জাত সাপ,
রাখতে নারে ওঝার বাপ।

১০০১৬ রেতে মশা, দিনে মাছি,
এই তাড়িয়ে কোলকাতায় আছি।

১০০১৭ রেঁধে বেড়ে ম'লো ছুয়ো, হাত নেড়ে পরসালো সুয়ো।

১০০১৮ রেলীর উনপঞ্চাশ।

১০০১৯ রৈয়া রৈয়া বিষ উঠে।

*১০০২০ রোকা কড়ি, চোখা মাল।

১০০২১ রোগ মুড়িতে আর ভুঁড়িতে।

*১০০২২ রোগ হলে দেবতার দোহাই।

১০০২৩ রোগ হলে বিকার হবে।

*১০০২৪ রোগা চড়ুয়ের মুলুক-জোড়া বাসা।

*১০০২৫ রোগা ঢালীর লম্বা খাঁড়া।

১০০২৬ রোগা সন্ন্যাসী বালে বালে ভরা।

১০০২৭ রোগী এখন তখন, রোজা ছ'মাসের পথ।

১০০২৮ রোগী এড়ে বিছানা কোঁতায়।

১০০২৯ রোগী তুষ্ট অম্বলে, সন্ন্যাসী তুষ্ট কম্বলে।

১০০৩০ রোগী মরে ঘরে, ওষুধ আছে সাগরে।

১০০৩১ রোগী মলে রোজা হাজির।

১০০৩২ 'রোগী যেন নিম খায় মুদিয়া নয়ন।'

১০০৩৩ রোগীর যেমন ওষধ খাওয়া,
বেগারের পুণ্যে গঙ্গা নাওয়া।

১০০৩৪ রোগের শেষ, আগুনের শেষ, শত্রুর শেষ,
ঋণের শেষ—এ সবার শেষ রাখতে নেই।

১০০৩৫ রোগে রূপ নষ্ট, কোঁদলে জাত নষ্ট।

১০০৩৬ রোচে ত পুছে খা, মন হয় ত চ'লে যা।

১০০৩৭ রোজা নমাজ ফরজ, যার যার গরজ।

*১০০৩৮ রোজার কাছে রোজগিরি।

*১০০৩৯ রোজার ঘাড়ে বোঝা।
[ পা—ভূত।]

১০০৪০ রোদ বেটা রাজা, মানুষ করে তাজা,
আগুন বেটা কুড়্যা, মানুষ মারে পুড়্যা।

১০০৪১ রোদে ধান ছায়ায় পান।

১০০৪২ রোদের তাত সয়, বালির তাত সময় না।

১০০৪৩ রোদের বেলা হেলায় যায়, বৃষ্টির বেলা ঘর ছায়।

১০০৪৪ রৌ কাটলে বৌ পলায়।
[ রোহিত মাছ দেখিতে যত সুন্দর, সেই পরিমাণ তাহার মধ্যে খাদ্যের অংশ নিতান্ত অল্প। বউ মাছ চুরি করিয়াছে মনে করা হয় ]।

১০০৪৫ লইড়া চইড়া বার, ঘরে বইয়া তের।
[ অদৃষ্টের ফলাফল। ]

*১০০৪৬ লক্কা পায়রা।

১০০৪৭ লক্কাই লাট্টুর ( বা লাটিমের ) মত ঘোরা।

১০০৪৮ লক্ষ বাঁটুল, পক্ষ তীর, তবে হয় তার হাত থির।

*১০০৪৯ লক্ষণ ভোজন।
[ জনশ্রুতি এই, লক্ষ্মণ বনবাস কালীন চৌদ্দ বৎসর নিরাহারে ছিলেন। অযোধ্যায় ফিরিয়া অসিয়া চৌদ্দ বৎসরের ভোজন একদিন সম্পন্ন করেন। ]

*১০০৫০ লক্ষ্মণ সাহা আর লক্ষ্মণ হাড়ী।

*১০০৫১ লক্ষ্মণের ফল ধরা।
[ বনবাস জীবন যাপন কালে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে আহারের জন্য যে ফল দিতেন, তাহা লক্ষ্মণের হাতে তুলিয়া দিবার সময় তিনি 'ধররে লক্ষ্মণ' এই কথা বলিতেন, খাইবার কথা বলিতেন না। তাহাতে তিনি ফলগুলি না খাইয়া ধরিয়া বা তুলিয়া রাখিতেন। এই ভাবে চৌদ্দ বছর অনাহারে ছিলেন বলিয়া তিনি মেঘনাদকে বধ করিতে পারিয়াছিলেন। ]

*১০০৫২ লক্ষ্মী আসতে দুয়ারে আগড়।

১০০৫৩ লক্ষ্মীছাড়া গাল আর ঘৃতশূন্য ডাল।

১০০৫৪ লক্ষ্মীছাড়ার কুটুম যে হয়, কুটুমবাড়ী যায়।
হোথা থাকুক জলপিঁড়িটা সম্ভাষ না পায়॥

১০০৫৫ লক্ষ্মীছাড়ার বাক্যি বাড়া।

১০০৫৬ লক্ষ্মীছাড়ার দাঁতে বিষ, কাঁচকলাটা ভাতে দিস্।

১০০৫৭ লক্ষ্মীছাড়ার ভক্তি বাড়া।

১০০৫৮ লক্ষ্মীর কৃপা নাই, ষষ্ঠীর কৃপা আছে।

১০০৫৯ লক্ষ্মীর ঘরে ( বা বাহন ) কালো পেঁচা।

*১০০৬০ লক্ষ্মীর বরযাত্রী।

*১০০৬১ লক্ষ্মীর বেটী ফক্কি।

*১০০৬২ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার।

১০০৬৩ 'লক্ষ্মী হলেন লক্ষ্মীছাড়া, শঙ্কর ভিখারি।'

*১০০৬৪ লগন-চাঁদা।

[ভাগ্যবান্ অর্থে। জ্যোতিষী মতে লগ্নে চন্দ্র থাকা ভাগ্যবানের লক্ষণ।]

*১০০৬৫ লঘু-গুরু-জ্ঞান।

১০০৬৬ লঘু গুরু মানে না, পাপপুণ্য জানে না।

১০০৬৭ লঘু গুরু মানে না. কি হবে তা জানে না।

১০০৬৮ লঘু পাপে গুরু দণ্ড।

১০০৬৯ লঘ্‌ঘুর বাড়ীর নিমন্তন আঁচাইলে বিশ্বাস।

১০০৭০ লঙ্কাকাণ্ড।

১০০৭১ লঙ্কাপার।

[পা—হনুমানের··· ]

*১০০৭২ লঙ্কা ডিঙিয়ে মুখ পোড়ানো।

১০০৭৩ লঙ্কাপোড়া।

১০০৭৪ লঙ্কাভাগ।

[পা—কালনেমির···।]

১০০৭৫ লঙ্কায় আগুন নিভে,
তবুও লেজের আগুন নেভে না।

১০০৭৬ লঙ্কায় গেলেন দরিদ্রা, নিয়ে এলেন হরিদ্রা।

১০০৭৭ লঙ্কার বাণিজ্য ক্ষেতের কোণা।

১০০৭৮ লঙ্কায় রাবণ মরলো, বেহুলা কেঁদে রাঁড় হলো।
দেল্‌কোর মাথায় দিয়ে হাত, কাঁদেন প্রভু জগন্নাথ॥

১০০৭৯ লঙ্কায় যে যায় সেই রাক্ষস।

১০০৮০ লঙ্কায় সোনা সস্তা, তঙ্কায় তিন বস্তা।

*১০০৮১ লঙ্কার ফেরত।

১০০৮২ লঙ্কার রাবণ বা রাক্ষস।

১০০৮৩ লজ্জা নেই যায়, রাজা হারে তায়।

১০০৮৪ লজ্জা সরম ভয়, তিন থাকতে নয়।

১০০৮৫ লঙ্কাইয়ের পর সবাই বীর,
লজ্জাইয়ের পর সেপাই হাজির।

১০০৮৬ লজ্জায়ে মেড়া।

১০০৮৭ লতা পাতা খায় বুড়ী,
স্বভাব দোষে করে চুরি।

১০০৮৮ লতা খায় ছাগলে, গালি খায় পাগলে।

১০০৮৯ লতার ওপর লতা গেছে, টেনে আনতে ছিঁড়ে গেছে।

১০০৯০ লতা চুরি পাতা চুরি, শেষে রাজার হাতী চুরি।

*১০০৯১ লব্‌স্টারকা বাবা লোগ।

১০০৯২ লবের বাণ সইতে পারি, কুশের বাণে জ্বলে মরি।

১০০৯৩ লম্বা কোঁচা, কাছায় টান, তবে জানবে বর্ধমান।

*১০০৯৪ লম্বা আহাম্মক।

*১০০৯৫ লম্বা আহাম্মকের গলায় দড়ি।

১০০৯৬ লম্বা কোঁচায় নমস্কার।

*১০০৯৭ লম্বা দেওয়া।

*১০০৯৮ লম্বা পাড়ি।

*১০০৯৯ লম্বা বাঁশে ঠেলে দেওয়া।

১০১০০ লম্বা যত আহাম্মক তত।

*১০১০১ লম্বাই চওড়াই।

১০১০২ 'ললাট লিখন না যায় খণ্ডন।'

১০১০৩ লাউ কুটতে নারে বুড়ী, কুমড়া কাটতে দৌড়াদৌড়ী।

১০১০৪ লাউ ডিঙলা কুমড়া ইস্‌কা ভোজন জুমড়া।
মাছ মছলি কপোতের বাচ্চা।
ইস্‌কা ভোজন কিছু কিছু আচ্ছা।
দুধ দহি মহি ইস্‌কা ভোজন সহি॥
[ বাংলা এবং হিন্দী ভাষা মিশ্র রচনা। বাঁকুড়া জিলা হইতে সংগৃহীত। ]

১০১০৫ লাউশাকের বালি, আর অম্বরের কালি।

১০১০৬ লাউতলে বিয়াইছে গাই
সেই সম্বন্ধে মামাত ভাই।

১০১০৭ লাউয়ের নামই কদু, ঘাড়ের নামই গর্দনা।

১০১০৮ লাখ কথা না হলে বিয়ে হয় না।

১০১০৯ লাখ কথার এক কথা।

১০১১০ লাখ টাকা লাখ টাকা, দু' কুড়ি দশ টাকা।

১০১১১ লাখ টাকায় বামুন ভিখারী,
এক পয়সায় চাঁড়াল চধ্‌রী।
[ চধ্‌রী—চৌধুরী। ]

১০১১২ 'লাখে না মিলয়ে এক।'

১০১১৩ লাগে কড়ি বাজনা করি, তবে ত লোক শোনে।
পরের পোঁদে বাঁকা যায় পাবে পাবে গোনে॥

১০১১৪ লাগে টাকা ত কল্‌কে বেচে দেব।

১০১১৫ লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন।

১০১১৬ লাগে ত না লাগে, না লাগে ত লাগে।

১০১১৭ লাগে তাক্‌, না লাগে তুক্ক!

১০১১৮ লাঙল যার জমি তার।

১০১১৯ লাজ না লজ্জা, ফুলের পারা সজ্জা।
লাজ নেই তোর বেথো শাকে,
নুনতেল নেই কেমন লাগে।

১০১২০ লাজ নেইক কোন কালে,
মোছ রেখেছে তোবড়া গালে।

১০১২১ লাজ মান ভয়, তিন থাকতে নয়।

১০১২২ লাজেও কুঁকড়ি শীতেও কুঁকড়ি।

১০১২৩ লাজে বউ ধুকুড়ি, পাদে বউ দু'কুড়ি।

১০১২৪ লাজে বউ হাঁ না করে, চালতা হেন গেরাস ধরে

১০১২৫ লাজে মাগী খান্‌-খান্‌, খোঁপার ভেতর মাছখান

১০১২৬ লাজের বুড়ী আগে হাটে।

১০১২৭ লাজের মাথায় পড়ুক বাজ, সাধ গিয়ে আপন কাজ।

১০১২৮ লাট সাহেব আর কি।

১০১২৯ লাটাইগুণে ফেটি, মা-গুণে বেটী।

[ লাটাই—চরকা বা তকলি, ফেটি—সূতার গাছি। ]

১০১৩০ লাড়ার মার ভাঁড়া, ক্ষুদমলুকার হাঁড়া।

১০১৩১ লাতা চোর পাতা চোর তারপর দাগী চোর।

১০১৩২ লাথ সয় তো বাত সয় না।

১০১৩৩ লাথি চরে নাহি লাজ, আমার নাম কবিরাজ।

১০১৩৪ লাথি ঝাটা পায়ের তল,
ভাত-পাথরটা বুকের বল।

১০১৩৫ লাথি মেরে গড়, তাতে আমার ডর।

১০১৩৬ লাথি মেরে বিষ্ণবে নমঃ।

১০১৩৭ লাথির ঢেঁকি চড়ে ওঠে না।

১০১৩৮ লাথির ঢেঁকি মাথায় চড়ে।

১০১৩৯ লাথির মানুষ, কথার কে।

১০১৪০ লাফ দেখেছ, গর্জন শোন নি।

*১০১৪১ লাফিয়ে চাঁদ ধরা।'

১০১৪২ 'লাভঃ পরং গোবধঃ'।

১০১৪৩ লাভ লোকসান জেনে, চাষ করে না বেনে।

১০১৪৪ 'লাভানাং শ্রেয়ঃ আরোগ্যম্।

১০১৪৫ লাভে ব্যাঙ, অপচয়ে ঠ্যাঙ।

১০১৪৬ লাভে মূলে হাভাত হল।

১০১৪৭ লাভের খুলি রাবণের চুলি।

১০১৪৮ লাভের গুড় পিঁপড়েয় খায়।

১০১৪৯ লাভে লোভ বাড়ে।

১০১৫০ লাল কুত্তা শেয়ালের ভাই।

১০১৫১ লাং ধরলে ঠাকুর, মাছ খাইলে মাগুর।

[ লাং—উপপতি ; ঠাকুর—ব্রাহ্মণ। ]

*১০১৫২ লাল পাগড়ি।

*১০১৫৩ লাল পানি।

*১০১৫৪ লাল বাতি জ্বলা।

১০১৫৫ লিখতে লিখতে সরে, হাগতে হাগতে মরে।
ঘষতে ঘষতে ক্ষয়, লড়তে লড়তে জয়।
চলতে চলতে জোটে, বলতে বলতে ফোটে॥

১০১৫৬ লিখিব পড়িব মরিব দুখে, মচ্ছ মারিব খাইব সুখে।

*১০১৫৭ লিখে রাখা।

১০১৫৮ লুকিয়ে খেলে শুকিয়ে যায়,
দেখিয়ে খেলে উপচে যায়।

*১০১৫৯ লুচির ফোস্কার মত ফুলে ওঠা।

১০১৬০ লুঠের বিল।

১০১৬১ লুঠে যত, মাগে তত।

*১০১৬২ লুফে নেওয়া।

১০১৬৩ লুভল বামুন কচু খেয়ে, আবার এল কোদাল ল'য়ে।

১০১৬৪ লেখা জোখায় নাইক ভুল,
তবে কেন ছেলে জলে ভাসে।

১০১৬৫ লেখাজোখায় যেজন মরে,
শুঠ পিঁপুলে কি তার করে।

১০১৬৬ লেখাপড়া করে যেই; গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই।

*১০১৬৭ লেখাপড়া ঘণ্টানাড়া।

*১০১৬৮ লেখাপড়ায় থাকা।

১০১৬৯ লেখাপড়ায় কাঁচকলা, তবুও ত টাকাওয়ালা।

১০১৭০ লেখাপড়া যেমন তেমন, কপাল মাত্র গোড়া।
চণ্ডীচরণ ঘুঁটে কুড়ায়, রামা চড়ে ঘোড়া।

১০১৭১ লেখার কড়ি বাঘে খায় না,

১০১৭২ লেগে থাকলে মেগে খায় না।

*১০১৭৩ লেজকাটা শেয়াল।

*১০১৭৪ লেজ গুটানো।

১০১৭৫ লেজ গোঁজে পোঁদের তলে, তখনই শেষ হল ব'লে।

১০১৭৬ লেজ তুলে দেখ না, এড়ে কি বকনা।

*১০১৭৭ লেজ মোটা হওয়া।

*১০১৭৮ লেজে খেলানো।

*১০১৭৯ লেজে-গোবরে হওয়া।

*১০১৮০ লেজে পা-দেওয়া, বা পা পড়া।

১০১৮১ লেবু কচ্‌লালে তিতো হয়।

১০১৮২ লেপলে পুছলে বাড়ী, সাজলে গুজলে নারী।

১০১৮৩ লেফাফা দুরস্ত। কেতা দুরস্ত। ধোপ দুরস্ত।

১০১৮৪ লেবু বেশী কচলালে তিতো হয়।

১০১৮৫ লেলা ঝির বিয়া দিয়া, চলা ফেরা কর গিয়া।

১০১৮৬ লোক, না পোক।

১০১৮৭ 'লোকতঃ ধর্ম্মতঃ।'

১০১৮৮ লোক দেখালে ভালোবাসা, ভাদ্র মাসের কচি শশা।
দেখলে পরে হয় লোভ, খেলে পরে পিত্তের কোপ॥

১০১৮৯ লোকমধ্যে লোকাচার সদ্‌গুরু মধ্যে একাচার।

১০১৯০ লোকলজ্জায় রাঁধিবাড়ি, পেটের জ্বালায় খাই।
লজ্জাসরম আছে ব'লে কাপড় প'রে যাই॥

১০১৯১ লোকলজ্জায় হাসি, নইলে দরিয়ার মাঝে ভাসি।

১০১৯২ লোকে বলে আছি সুখে, আমি মরি আমার দুখে।

১০১৯৩ লোকে বলে আছে ভালো,
শালুক খেয়ে দাঁত কালো।

১০১৯৪ লোকে বলে সুখে আছি, মাথার ওপর ওড়ে মাছি।

১০১৯৫ লোকে বলে আছে সুখে,
সাদা হাসি মুখে চোখে।

১০১৯৬ লোকের মুখেই জয়,
লোকের মুখেই ক্ষয়।

১০১৯৭ লোটোরে না বল লোটো,
উলটে ধরবে চুলের মুঠো।

১০১৯৮ 'লোচনে দংশিলে অহি
কোনখানে বান্ধিবে তাগাবন্ধ।'

১০১৯৯ লোচ্চায় কাটবে খাসি তবে হবে ঝোল।

১০২০০ লোভেতে পাপের বৃদ্ধি হয় নিতি নিতি।
সময় পাইলে পাপ করে বিনশ্যতি॥

১০২০১ লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

*১০২০২ লোম বাছতে কম্বল উজাড়।

১০২০৩ লো লো আর করিস্ না, সই, লো কি এমনি এসেছে,
তার আসবার সময়, সই, কত বাজনা বেজেছে।

১০২০৪ লোহা জব্দ কামার বাড়ী, মেয়ে জব্দ শ্বশুরবাড়ী।

*১০২০৫ লোহা জানে আর কামার জানে।

১০২০৬ লোহা পাথরে শুদ্ধ করে, শোলা দিদি পুড়ে মরে।

১০২০৭ লোহা সস্তা হলে শেয়ালে টাঙ্গি বয়।

১০২০৮ লোহাই লোহা কাটে।

*১০২০৯ লোহার কাতিক।

*১০২১০ শ-কার ব-কার করা।

১০২১১ শকুনির দৃষ্টি ভাগাড়ের দিকে।

১০২১২ শকুনির শাপে কি গরু মরে?

১০২১৩ শ কোপে লাঙল, এক কোপে চলা।

*১০২১৪ শক্ত ঘানি।

*১০২১৫ শক্ত মর্দের দক্ষিণ দুয়ার।

১০২১৬ শক্তের কুকুর, নরমের বাঘ।

১০২১৭ শক্তের তিন কুল মুক্ত।

১০২১৮ শক্তের বশে তক্ত।

১০২১৯ শক্তের ভক্ত, নরমের যম।

১০২২০ শক্তের সকলেই ভক্ত।

১০২২১ শঙ্কর চক্রবর্তীকে খেলে বাঘে,
অন্য লোকে কোথা লাগে।

১০২২২ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম।

১০২২৩ শঙ্খচিলের ঘটিবাটি, গোদাচিলের মুখে লাথি।

১০২২৪ শজনে (সজনে) শাক বলে, আমি সকল শাকের হেলা,
আমার খোঁজ পড়ে কেবল টানাটানির বেলা।

১০২২৫ শঠের পিরীত ক্ষুরের ধার,
জো পেলে সার কেউ নয় কার।

১০২২৬ শঠের মায়া তালের ছায়া।

১০২২৭ 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।'

১০২২৮ 'শতং বদ মা লিখ।'

১০২২৯ শতকে সইয়ে কাহনের চুনো।

১০২৩০ শত চক্রী সম কুক্কুর, শত কুক্কুর সম রজঃ।
শত রজঃ সম বেশ্যা শত বেশ্যা সম রাজ।

১০২৩১ শতদল ভাসিয়ে জলে, শালুকের মালা পরেছি গলে।

১০২৩২ শত বৈদ্য সম পথ্য।

১০২৩৩ 'শতমারী ভবেদ্ বৈদ্যঃ সহস্রমারী চিকিৎসকঃ।'

১০২৩৪ শত রক্তের বল ক্ষয়।

১০২৩৫ 'শতশ্লোকেন পণ্ডিতঃ।'

১০২৩৬ শতেক কথায় সতীও ভোগে।

১০২৩৭ শতেক কাউয়া এক গোলেনা।

*১০২৩৮ শতকে নিরেনব্বুই।

১০২৩৯ শত্রুকে ছোট ভাবতে নেই।

*১০২৪০ শত্রুর মুখে ছাই দেওয়া।

১০২৪১ শত্রুর শেষ রাখতে নেই।

১০২৪২ 'শত্রোরপি গুণা বাচ্যা,
দোষা বাচ্য গুরোরপি।

১০২৪৩ শত্রুর সঙ্গে কর হিত, লাঠি রাখ নিষ্ঠাপিত।

১০২৪৪ শন কাটবে পরের ঘরে, বাবুই কাটবে জলের ধারে,
নেয়ালি কাটবে নিজের ঘরে।

১০২৪৫ শনিবারেও হাট, রবিবারেও হাট।
সহজে রাধা কলঙ্কিনী বুক চিতিয়ে হাঁট॥

১০২৪৬ শনিবারের মড়া দোসর চায়।

*১০২৪৭ শনির দশা।

১০২৪৮ শনির দৃষ্টি নাহি নড়ে, গণেশের মাথা খ'সে পড়ে।

১০২৪৯ শনির সাত, মঙ্গলের তিন, আর সব দিনে দিন।

১০২৫০ শনি রাজা, মঙ্গল পাত্র, চষো খোঁড়ো এইমাত্র।

১০২৫১ 'শনৈঃ পর্বত লঙ্ঘনম্'।

১০২৫২ শব থাকতে কুশের পুতুল।

১০২৫৩ 'শব পোড়া মড়াদাহ'।

১০২৫৪ শবের শোকে শিব কাঁদে।

১০২৫৫ শব্দ শুনলাম গোয়ালপাড়া, নালতে শাকে আঁত কালা।

১০২৫৬ শব্দে শব্দ মিশাইল গন্ধের কি।

১০২৫৭ শমন-দমন রাবন রাজা, রাবণ-দমন রাম।

*১০২৫৮ শয্যা কণ্টকী।

১০২৫৯ শয়ন উত্থান পাশমোড়া, তার মধ্যে ভীমে ছোঁড়া।

*১০২৬০ শয়নে পদ্মনাভ।

১০২৬১ শয়নে স্বপনে।

১০২৬২ শয়ে সুপারি হাজারে পান,
লক্ষ টাকায় গাঁজায় টান।

[ রোজকারের সঙ্গে ব্যয়ের সামঞ্জস্য অর্থে—অর্থাৎ যে এক শত টাকা রোজকার করিবে সে শুধু সুপারি খাইবে, যে হাজার টাকা রোজকার করিবে সে পান খাইবে, যে লক্ষ টাকা রোজকার করিবে সে গাঁজা খাইতে পারে। ]

*১০২৬৩ 'শস্যঞ্চ গৃহমাগতম্'।

*১০২৬৪ শরার রুধির ফুরিয়ে যাওয়া।

১০২৬৫ 'শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্'।

*১০২৬৬ শরীর বুঝে শাস্ন দেওয়া।

১০২৬৭ 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্'।

১০২৬৮ শরীরের নাম মহাশয়, যা সহাও তাই সয়।

১০২৬৯ শরীরের মধ্যে যদি জোর
তবে তলে পড়লেও উঠা যায়।

[ সামর্থ্য থাকিলে একবার না একবার বড় হওয়া যায়ই। ]

১০২৭০ শশা খেয়ে জলকে টান, তেমনি ভাইয়ের বোনকে টান্।
গুড় খেয়ে জলকে টান, তেমনি বোনের ভাইকে টান্॥

১০২৭১ শশা বেচুনী বেচে শশা, তার হয়েছে মুখের দশা।

১০২৭২ শশা বেচে গেল মাথা, আজ বলে শশার কেমন পাতা।

১০২৭৩ শশার পিরীত ভেতর ফাঁক।

১০২৭৪ শ, ষ, স হয়েছে, হ, ক্ষ হবে।

১০২৭৫ শাওন মাসের ঝড়ে, বাসার কাকও নড়ে।

১০২৭৬ শাক অম্বল পান্তা, তিন ওষুধের হন্তা।

*১০২৭৭ শাঁকচুন্নীর গিন্নীপনা।

*১০২৭৮ শাকচোরের শূল।

১০২৭৯ শাক দিয়ে মাছ ঢাকবে কত।

১০২৮০ শাক দেব, না, মাছ দেব।

১০২৮১ শাককে শাক, পোঁদে মূলো।

১০২৮২ শাক শাক শাক, তবু মিনসে করে রাগ।

১০২৮৩ শাকেই হাত জোড়া, মাছে না জানি কি।

১০২৮৪ শাকে এত নাড়া,
ডাল হলে ভাঙত হাঁড়ি ভাসত পাড়া-পাড়া।

*১০২৮৫ শাকে মাছে এক করা।

১০২৮৬ শাকেও আছেন, মাছেও আছেন, ভুতুড়িতেও আছেন।

১০২৮৭ শাকে ভাতে ছিলাম ভাল, মাছ কিনে জ্বালা হল।

*১০২৮৮ শাকে ভাতে থাকা।

[ বৈধব্য জীবন যাপন করা কিংবা নিতান্ত দীনভাবে জীবন যাপন করা। ]

১০২৮৯ শাকের কড়ি ভাগে ভাগে যায়।

১০২৯০ শাকের বালি, আর অন্তরের কালি।

১০২৯১ শাকের মধ্যে পুঁই, মাছের মধ্যে রুই।
ধানের মধ্যে কটকী, বউয়ের মধ্যে ছোটকী।

১০২৯২ শাকের মধ্যে পুই, মাছের মধ্যে রুই,
দেবতার মধ্যে বিষরী ডাইলের মধ্যে খেসারী।
ধানের মধ্যে খামা কুটুম্বের মধ্যে মামা।

১০২৯৩ শাকের সঙ্গে কাঁচা লঙ্কা, ডালের সঙ্গে ঘি।
মাংসের সঙ্গে আদা আর মেয়ের সঙ্গে ঝি॥

১০২৯৪ শাঁখ পাথর এঁড়ে, তিন গেরস্থ ভেঁড়ে।

১০২৯৫ শাঁখা ঝন্‌ঝন্‌, টাকা ঠন্‌ঠন্‌।

১০২৯৬ শাঁখা শাড়ি কেশ, তিনে নারীর বেশ।

১০২৯৭ শাঁখাহাতী শাঁখা নাড়ে,
বেড়াল ভাবে ভাত বাড়ে।

১০২৯৮ শাঁখের করাত, আসতেও কাটে যেতেও কাটে।

*১০২৯৯ শানাইয়ের পোঁ ধরা।

১০৩০০ শান্‌কিতে ভাত নেই, তারিপ ক'রে খায়।

১০৩০১ শান্তিপুর রসের সাগর,
এক এক ঘরে তিন তিন নাগর।

১০৩০২ 'শাপাদপি শরাদপি।'

[ সংস্কৃত শ্লোকের অংশ—শাপ হইতেও, শর বা তীর হইতেও। ]

*১০৩০৩ শাপে বর।

১০৩০৪ শামলা মাথায় কামলা খাটা,
রাজামশায়ের আঙুল চাটা।

*১০৩০৫ শামুক দিয়ে সাগর সেঁচা।

১০৩০৬ শাল কাঠে কাঁদাল মারা।

[ কাদাল—অস্ত্র। ]

১০৩০৭ শালগ্রাম চিবিয়ে খায়, শাল্ ত কোন্ ছাড়।

*১০৩০৮ শালগ্রাম দিয়ে বাটনা বাটা।

১০৩০৯ শালগ্রাম পুড়িয়ে খেয়ে, ষাড় দেখে ভয়।

*১০৩১০ শালগ্রাম বাঁধা দিয়ে (বা, শালগ্রামের পৈতা বেচে) মদ খাওয়া।

*১০৩১১ শালগ্রাম ফেলে নোড়া ভজা।

*১০৩১২ শালগ্রামের ধান ভানা।

১০৩১৩ শালগ্রামের শোয়া বসা সমান।

১০৩১৪ শালটুন্ শালটুন্,

সকল কথা পাঁকে পুঁতে মাগের কথা শুন।

*১০৩১৫ শাল পেয়ে লাল হওয়া।

১০৩১৬ শাল সত্তর, আসন আশি,

জাম বলে—আমি গাছেই আছি।

তাল বলে— যদি পাই কাত,

বার বছরে ফলি এক রাত॥

[ শাল গাছ সত্তর বছর স্থায়ী হয়, আসন গাছ আশী বছর, জাম গাছ চিরস্থায়ীর মত, বার বছরে তাল গাছ ফলে। ]

১০৩১৭ শালা, তোর বোনের গলায় মালা।

তোর বোনকে বিয়ে ক'রে আমার এত জ্বালা॥

*১০৩১৮ শালার গলায় শাল দোশালা।

১০৩১৯ শালার পুতের মাইলা, লগে লগেই আইলা।

এক মেয়েকে ভাত নেই দু মেয়ের সাধা।

১০৩২০ শালুক পাত পাত।

এক মেয়েকে ভাত নেই দু মেয়ের সাধ॥

*১০৩২১ শালিখে মধ্যস্থ।

১০৩২২ শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর।

১০৩২৩ শাসন করে যে সোহাগ করে সে।

*১০৩২৪ শাস রেখে খোসার জন্য বাদ।

*১০৩২৫ শাঁসে জলে হওয়া।

১০৩২৬ ‘শাস্ত্রেষু ভারতম্ সারম্।’

১০৩২৭ শিকড় কাটলে গাছ পড়ে,
জল শুকালে মাছ মরে।

১০৩২৮ শিকল কামড়ালেও কুকুরের ছাড়ান নেই।

১০৩২৯ শিকলি কাটা টিয়ে পোষ মানে না।

১০৩৩০ শিকলের বান্ধ যতদিন, পরাণের টান তত দিন

১০৩৩১ শিকারী বেড়াল গোঁফ দেখলেই চেনা যায়।

*১০৩৩২ শিকেয় তোলা।

১০৩৩৩ শিকে বেয়ে দই পড়ে, বেরালের আনন্দ বাড়ে।

১০৩৩৪ শিকের মাছ বেরালের হারাম।

*১০৩৩৫ শিঙ ভেঙে বাছুরের পালে মেশা।

১০৩৩৬ শিঙা-বরদারের পরুয়া-বরদার।

*১০৩৩৭ শিঙে ফোঁকা।

*১০৩৩৮ শিঙে হারিয়ে ফুঁ।

১০৩৩৯ শিন্নিও খায়, ভরাও ডোবায়।

১০৩৪০ শিন্নি খেয়ে যেই জন নাহি খায় পানি,
গলায় গলগণ্ড হয় চক্ষে পড়ে ছানি।

১০৩৪১ শিন্নি দেখে এগোয়, কোঁৎকা দেখে পেছোয়।

১০৩৪২ শিন্না হইছে ভাল, জিহ্বার উঠছে লাল।
[ লোলুপ দৃষ্টি। ]

*১০৩৪৩ শিব গড়তে বাঁদর।
[ পা—...গড়া। ]

১০৩৪৪ শিব নাচে রঙ্গে, পার্বতী নাচে সঙ্গে।

*১০৩৪৫ শিব নেত্র।

[ অন্তিমকালের বা মৃত্যুকালের চোখের দৃষ্টি। ]

১০৩৪৬ শিব রক্ষক বন, বন রক্ষক শিব।

*১০৩৪৭ শিবরাত্রির শল্‌তে।

১০৩৪৮ শিবশূন্য মঠ আর বিদ্যাশূন্য ভট্‌চায।
জলশূন্য পুকুর আর বুদ্ধিশূন্য কাজ।
এ ভাও যেখানে, থেকো না ভাই সেখানে॥

*১০৩৪৯ শিবের অসাধ্য।

*১০৩৫০ শিবের কন্যা শিবকে দান।

*১০৩৫১ শিবের কাছে গাঁজার নেশা।

*১০৩৫২ শিবের মাথায় নারকল ভাঙা।

১০৩৫৩ শিবের ষাঁড়কে কি বাঘে ধরে না।

১০৩৫৪ শিবের সঙ্গে খোঁজ নেই, গাজনের ঘটা।

*১০৩৫৫ শিমুল ফুল।

১০৩৫৬ শিয়রে রাজা থাকতে কোটালের দোহাই।

*১০৩৫৭ শিয়রে শমন।

*১০৩৫৮ শিয়াল তাড়িয়ে বাঁয়ে করা।

*১০৩৫৯ শিয়ালের গু যদি কাজে লাগে।
শিয়াল গিয়া সেই পাহাড়ে হাগে॥

[ পা—শিয়ালের গুয়ে কাবা, শিয়াল বলে, আমি পর্বতে হাগ্‌বা। ]

১০৩৬০ শিয়ালের সাত ছালা বুদ্ধি।

১০৩৬১ শির-খালে জল থাকলে পাশ-খালেও থাকে।

১০৩৬২ শিরে হল সর্পাঘাত তাগা বাঁধি কোথা।

*১০৩৬৩ শিরে সংক্রান্তি।

১০৩৬৪ শিল তেতো. নোড়া তেতো,
যে বাটে সেও তেতো।

*১০৩৬৫ শিল নোড়া ধুয়ে খাওয়া।

১০৩৬৬ শিলে বাটায় ঘষাঘষি,
মইচের ( মরিচের ) জীবন শেষ।
[ মধ্যবর্তী লোকের অসুবিধা। ]

*১০৩৬৭ শিয়ালের লেজ কাটা।

১০৩৬৮ শিয়ালের যখন মরণ আইয়ে,
তহন সহরে যাইয়া উঠে।
[ আইয়ে—আসে ; অন্তিম সময় দিশাহারা। ]

*১০৩৬৯ শিশিরের ভরসায় চাষ করা।

*১০৩৭০ শিশু প্রামাণিক।
[ আদর্শ শিশু, ভাল ছেলে। ]

১০৩৭১ শীত পায় গীত গায়।

১০৩৭২ শীত শীত শীত, কাঁথাওয়ালার গুণগুণি,
জামাওয়ালার গীত।

১০৩৭৩ শুকনো কাঠ ভাঙলেও নোয় না।

*১০৩৭৪ শুকনো কাঠে ব্রহ্মশাপ।

১০৩৭৫ শুকনো কাঠের ভেলায়, না' ডুবাল হেলায়।

১০৩৭৬ শুকনো কাঠে রটে কাউ, ভান্তি দাপুনি দেখে লাউ।
যোগী আগু, ছুছু কলসী, তা দেখিলে না ঘরে আসি।
[ রটে—ডাকে; কাউ—কাক ; দাপুনি—দর্পণ ; লাউ—এখানে ভিক্ষাপাত্র; যোগী অর্থাৎ সামনে যোগী; কলসী—এখানে শূন্য কলসী ; এই সকল পথে দেখিলে ঘরে ফিরা অনিশ্চিত। ]

*১০৩৭৭ শুকনো গাছে জল সেঁচা।

১০৩৭৮ শুকনো গু ওলটালে গন্ধ।

*১০৩৭৯ শুকনো ডাঙায় আছাড় খাওয়া।

*১০৩৮০ শুকনো ডাঙায় না' চালানো।

*১০৩৮১ শুকনো ডাঙায় ভরাডুবি।

১০৩৮২ শুকনো পোঁদে আকন্দের আঠা।

১০৩৮৩ শুক মলো মুখের দোষে, শালিক ম'ল সেই তরাসে।

১০৩৮৪ 'শুখাইলে তরু কভু ছাড়ে কি জড়িত লতা ?'

১০৩৮৫ শুঁট্‌কি না ছাড়ে গন্ধ, কমিনে না ছাড়ে মন্দ।
[ কমিন—ফার্সী, হীন ব্যক্তি। ]

১০৩৮৬ শুট্‌কির নাও, বিড়াল কাণ্ডারী।
[ নাও—নৌকা ; কাণ্ডারী—কর্ণধার। ]

১০৩৮৭ শুঁড়ির কুড়ি বেণের ছয়,
আর জাতের হয় বা না হয়।

*১০৩৮৮ শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল।

১০৩৮৯ শুদ্ধি বামনী ডাল ভাত খায়,
শোল মাছের মুড়ো নিয়ে তাকের তলায় যায়।

১০৩৯০ শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না।

*১০৩৯১ শুধু কথায় বেগুন ভাজা।

১০৩৯২ শুধু কাজল পরলে হয় না, চাউনি চাই।

১০৩৯৩ শুধু কানাই নয়, তার দাদা বলাই।

১০৩৯৪ শুধু গৌর নয়, গৌরহরি।

১০৩৯৫ শুধু চটক স্যারা, মধ্যে বালি ভরা।

১০৩৯৬ শুধু তাবিজের জোর নয়, কোমরের জোরও লাগে।

১০৩৯৭ শুধু পল্‌তা পায় না, ধনে-পল্‌তা চায়।

১০৩৯৮ শুধু পেটে কুল, ভরা পেটে মূল।

১০৩৯৯ শুধু ভাত খায়, জরির জুতা পায়।

১০৪০০ শুধু মেঘে মাটি ভেজে না।

১০৪০১ শুধু যায় না, নেকড়া জড়ায়।

১০৪০২ শুধু হাঁড়িতে পাত বাঁধা।

১০৪০৩ শুধু হাত মুখে ওঠে না।

১০৪০৪ শুনতেই শোনা যায় সোনার গাঁ বিক্রমপুর।

১০৪০৫ শুনতে বটে শ্বশুরবাড়ী বড় সুখের ঠাঁই।
কিন্তু সেথা ঝাঁটা ছাড়া আর কিছু নাই॥

১০৪০৬ শুনতে ভণ্ড, অমৃতের খণ্ড।

১০৪০৭ শুনবে দেখবে বলবে না, চলবে সোজা টলবে না।

১০৪০৮ শুন ভাই কলির অবতার,
কোণের বউড়া বসে ভাতার ভাতার।

১০৪০৯ শুনলে কথার ছন্দ,
হাঁড়ি ভেঙে মাছ পালাল, ঝোল রইল বন্ধ।

১০৪১০ শুনলে কথার ভাবখানা,
হাঁড়ি ভেঙে মাছ পালাল,
ঝোল দিয়ে কেন ভাত খা'না।

১০৪১১ শুনলে কথা হাসি পায়, বিধাতার গুণ ক'ব কা'য়

১০৪১২ শুনলে কথা হাসি পায় না,
বাঁজার আবার গর্ভযন্ত্রণা।

১০৪১৩ শুনলে বামনা চিঁড়ার নাম,
থুইলে বামনা হাতের কাম।

১০৪১৪ শুনলে সাড়া ত নিলে পাড়া।

১০৪১৫ শুনে গেলাম বউ দেখতে,
বউ চায় আমায় ধ'রে খেতে।

১০৪১৬ শুনেছ কি গালে হাত, ছেলে হল চোদ্দ হাত।

*১০৪১৭ শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধ।

১০৪১৮ 'শুভস্য শীঘ্রম্ অশুভস্য কালহরণম্।'

১০৪১৯ শুয়ে চিত্, পরে কাত্, উপুড় হয়ে পোহায় রাত।

১০৪২০ শুয়ে জাগে, খেয়ে হাগে,
সে মানুষ কোন কাজে লাগে।

১০৪২১ শুয়ে শুয়ে লেজ নাড়ে, সেই বাঘ মানুষ মারে।

১০৪২২ শুকনোই সাঁতার-জল, পার হই কেমনে বল।

১০৪২৩ শুলেও দু'পা পৈথানে যায়।

১০৪২৪ শুস্নি শাক রেঁধে হল মন বড় খুশী।
দৈবজ্ঞে এসে বলে আজ একাদশী॥

১০৪২৫ ‘শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে।’

১০৪২৬ শূন্য কলসী ঠন্ ঠন্, বা, শূন্য কলসীর শব্দ বেশি।

১০৪২৭ শূন্য কলসী, শুকনা না,' শুকনো ডালে ডাকে কা'।
যদি দেখ মাকুন্দ ধোপা, এক পা না বাড়াও বাপা।
এ সকলে পায়ে ঠেলি, যদি না সমুখে দেখি তেলি।

১০৪২৮ শূন্য কথার মূল্য কি?
রয়েছে ভাঁড় নেইকো ঘি।

১০৪২৯ শূন্যের চেয়ে সামান্য ভাল।

১০৪৩০ শূয়র কুকুর ভারী, তিন চলে না ধারি।

১০৪৩১ শূয়র চেনে কচু আর ঘেঁচু।

১০৪৩২ শূয়রাণীর সাত ছা, বাঘিনীর এক ছা।

১০৪৩৩ শূয়র বড় হলে হাতী হয় না।

*১০৪৩৪ শূয়রে গোঁ।

১০৪৩৫ শূয়রে ঠাকুরের ক্ষেত চেনে না।

*১০৪৩৬ শূয়রের কপালে গজমৃত্তিকার ফোঁটা।

*১০৪৩৭ শূয়রের পাল বিয়নো।

*১০৪৩৮ শূর্পনখার নাক কাটা।

*১০৪৩৯ শেওড়া গাছের পেত্নী।

১০৪৪০ শেওড়া সোজা হলেও গাঁটে গাঁটে বাঁকা।

১০৪৪১ শেখ, আপন দেখ।

১০৪৪২ শেখের দাড়ি ওষুধে লাগে।

১০৪৪৩ শেখানো কথা নিয়ে দরবারে যায়।
ফুরালে কথাগুলি কিই বা কয়॥

*১০৪৪৪ শেজ না পাততে ঠ্যাং লম্বা।

*১০৪৪৫ শেয়াকুল কাঁটা।

*১০৪৪৬ শেয়ালকে কাঁকুড়ের ক্ষেত দেখানো।

১০৪৪৭ শেয়াল মারতে হাতী চায়।

১০৪৪৮ শেয়ালে কাঁঠাল বয়।

*১০৪৪৯ শেয়ালের যুক্তি।

১০৪৫০ শেষ ঘরে হয় পুত, সংসারে লাগে ভূত।
শেষ ঘরে হয় মেয়ে, ঘি পড়ে শিকে বেয়ে॥

১০৪৫১ শেষ ভাল ত সব ভাল।

১০৪৫২ শেষ যার বেশ তার, অথবা, শেষ বেশ।

১০৪৫৩ শেষ রক্ষাই রক্ষা।

১০৪৫৪ শেষের সুখই সুখ।

*১০৪৫৫ শোধ বোধ।

১০৪৫৬ শোন গো শ্বশুর, শোন গো ভাসুর,
বলি তোমাদের পায়।
আর রণে মাততে গেলে গামছা থাকে না গায়॥

১০৪৫৭ শোর শুঁড়ি এঁড়ে নেড়ে।
এ চারকে যে বিশ্বাস করে সে ভেড়ের ভেড়ে।

১০৪৫৮ শোল খেলাম, বোয়াল খেলাম,
চিংড়ি খেতে দাঁত ভাঙলাম।

১০৪৫৯ শোল গজালের পোনা, যার কাছে যা তাই সোনা।

১০৪৬০ শোল চেঙও সেজে না, পোনা চেঙও সেজে না।

১০৪৬১ শোল মাছ লেজ নাড়ে, মেছুনীর কড়ি বাড়ে।

১০৪৬২ শোল ধায়, বোয়াল ধায়,
তার পিছে খলসে পুঁটি ধায়।

*১০৪৬৩ শোল মাছের পালান।

১০৪৬৪ শোলের ঘাড় ভাঙতে পারে না,
মাগুরের ঘাড় ভাঙে।

*১০৪৬৫ শ্মশান-ঘাটের শুকনো বাঁশ।

*১০৪৬৬ শ্মশান পর্যন্ত চিকিৎসা।

*১০৪৬৭ শ্মশানবন্ধু।

*১০৪৬৮ শ্মশান-বৈরাগ্য।

১০৪৬৯ শ্যাম রাখি, না, কুল রাখি।

১০৪৭০ ‘শ্যামা স্ত্রী সুখদায়িকা।’

১০৪৭১ শ্রদ্ধার ছাই, হাত পেতে খাই।

*১০৪৭২ শ্রাদ্ধ কতদূর গড়ায়, বা, শ্রাদ্ধ গড়ান।

*১০৪৭৩ শ্রাদ্ধের চাল চড়ান।

১০৪৭৪ শ্রাদ্ধের দেনায় ভরে, বিয়ের দেনায় মরে।

*১০৪৭৫ শ্রীঘর।

১০৪৭৬ শ্রীপঞ্চমীর সঙ্গে মুখ দেখাদেখি নাই।

[ রামনারায়ণের ‘কুলীন কুল-সবস্ব নাটক।’ ]

১০৪৭৭ ‘শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি’।

১০৪৭৮ শ্বশুরকে ভাত দিয়ে পড়ল মনে!
আমানি নিয়ে বউ ছোঁচাল কোণে॥

১০৪৭৯ শ্বশুরবাড়ী গেলাম, কাঁকালে ঘড়া।
বাপের বাড়ী এলাম, ঢেঁকিতে বারা।

১০৪৮০ শ্বশুরবাড়ী জামাইয়ের বাসা,
একজনকে মারলে তিনজন গোসা।

১০৪৮১ শ্বশুরবাড়ী মথুরাপুরী, দিন পাঁচ সাত আদর ভারি।

১০৪৮২ শ্বশুরবাড়ী মধুর হাঁড়ি, তিন দিন পরে ঝাঁটার বাড়ি।

১০৪৮৩ শ্বশুরবাড়ী মুখ বড়, ঘরজামাই কিলে দড়।

১০৪৮৪ শ্বাশুড়ী ননদীর ঘরে হলুদ মাখা সাজে না।

১০৪৮৫ শ্বাশুড়ী নেই, ননদ নেই, কার বা করি ডর।
আগে খাই পান্তা ভাত, শেষে লেপি ঘর॥

১০৪৮৬ শ্বাশুড়ী বউয়ে ভাব থাকলে,
মাচার ধানেও ভাত হয়।

১০৪৮৭ শ্বাশুড়ী ভাঙলে খোলা হয়, বউ ভাঙলে কামের নয়।

১০৪৮৮ শ্বাশুড়ী ম’ল সকালে,
খেয়ে দেয়ে যদি বেলা থাকে ত
কাঁদব আমি বিকালে।

১০৪৮৯ শ্বাশুড়ী মারেন গুঁতা, বউ বেটী পেল ছুতা।

১০৪৯০ শাশুড়ী যেমন কাঠি মেপে থোয় দুধ।
বউ তেমন জল মিশিয়ে খায় দুধ॥

*১০৪৯১ শ্বেতচামর আর কোষ্টাপাট।

*১০৪৯২ শ্বেত হস্তী পোষা।

১০৪৯৩ 'ষট্‌কর্ণে মন্ত্রভেদ।'

১০৪৯৪ 'ষট্‌কর্মযুক্তা খলু ধর্মপত্নী।'

*১০৪৯৫ ষণ্ডামার্কা।

১০৪৯৬ ষত্ব ণত্ব জ্ঞান নেই।

*১০৪৯৭ ষষ্ঠীর কৃপা।

*১০৪৯৮ ষষ্ঠীর বেরাল।

১০৪৯৯ ষষ্ঠী রাগ করবেন ত ছেলে ধরে খাবেন।

১০৫০০ ষাঁড় রাঁড় সন্ন্যাসী, এই তিন নিয়ে হল কাশী।

১০৫০১ ষাঁড রাঁড় সিঁড়ি, তিন কাশীর বৈরী।

*১০৫০২ ষাঁড়াষাঁড়ি বান ডাকা।

১০৫০৩ ষাঁড়ে ধান খায়, তাঁতী বাঁধা যায়।

*১০৫০৪ ষাঁড়ের গোঁ।

*১০৫০৫ ষাঁড়ের গোবর।

১০৫০৬ ষাঁড়ের শত্রু বাঘে খায়।

১০৫০৭ ষাঁড়ের হোকা জয় ঢকা।

১০৫০৮ ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াই, বাছুরের ভাঙে পা।

১০৫০৯ ষাঁড়ে ষাঁড়ে যুদ্ধ হয়।

১০৫১০ ষেঠের বাচ্চা ষষ্ঠীর দাস। ষেঠের কোলে।

১০৫১১ ষোল আনাই লাভ।

*১০৫১২ ষোল আনা বাজিয়ে নেওয়া।

১০৫১৩ ষোল আনাই ভুয়ো।

১০৫.৪ ষোল কডাই কানা।

১০৫১৫ ষোল কলায় পূর্ণ।

*১০৫১৬ ষোল বছরের খোকা।

*১০৫১৭ সংক্রান্তি বুড়ো।

১০৫১৮ 'সম্ভবামি যুগে যুগে।'

১০৫১৯ সংসার আনন্দময়, যার মনে যা লয়।

১০৫২০ সংসার এক সিঁড়ি, কেউ ওঠে কেউ নামে।

১০৫২১ সংসারী সুখী, সন্ন্যাসী দুখী।

*১০৫২২ সই পাতানো।

১০৫২৩ সইয়ের মায়ের বেগুনফুলের
বোনপো বউয়ের বোনঝি-জামাই।

১০৫২৪ সওদাগরই রতন চিনে।
[ দ্বিজেন্দ্রলাল কর্তৃক 'বিরহ' নাটকে ব্যবহৃত ]

১০৫২৫ সওয়ালেই সব সয়।

১০৫২৬ সকল কথা আছে চিত্তে,
কাপড়টি ছিনিয়ে নিয়েছ পোষ মাসের শীতে।

*১০৫২৭ সকল কাজের কাজি।

১০৫২৮ সকল কুকুর স্বর্গে যাবে, কারা তবে এঁটো খাবে।

১০৫২৯ সকল গাছ কাটি কুটি, কাঁঠাল গাছে দিই মাটি।

১০৫৩০ সকল গুণ আছে পুতে, হাঁড়িতে খায় শেজে মুতে।

*১০৫৩১ সকল গুণের গুণনিধি।

১০৫৩২ সকল চাবুক সমান লাগে।

১০৫৩৩ সকল চুলে চামর হয় না।

১০৫৩৪ সকল ঘর লেপে দুয়ারে কালি।

১০৫৩৫ সকল জোয়ানের মেল,
বুড়োকে বলে আগুন ঠেল।

১০৫৩৬ সকল তাঁতী তাঁত বোনে,
আপন আপন কোটে টানে।

১০৫৩৭ সকল দিন হাটে কাটে,
রাত হলে বউ ঘোমটা আঁটে।

১০৫৩৮ সকল নৈবেদ্যে ঠোকর মারে।

১০৫৩৯ সকল নোড়াই শালগ্রাম হলে হলুদ বাটি কিসে।

*১০৫৪০ সকল পথ মাড়িয়ে চলা।

১০৫৪১ সকল পথ লড়ালড়ি, খেয়াঘাটে গড়াগড়ি।

১০৫৪২ সকল পথ পায়ে হেঁটে দুয়ারে আছাড়।

১০৫৪৩ সকল পাখীতে মাছ খায়, মাছরাঙার কলঙ্ক।

১০৫৪৪ সকল ব্রত করলেন ধনী, বাকি রইল সাঁজ পূজনী।

১০৫৪৫ সকল ব্রত করলে যশী,
বাকি আছে ভীম একাদশী।

১০৫৪৬ সকল মাছে গু খায়, নাম পড়ে টেঙ্রার।

১০৫৪৭ সকল মেয়েই মেয়ে।
কেউ বা যায় পাল্‌কি চ'ড়ে, কেউ বা থাকে চেয়ে।

১০৫৪৮ সকলেই সিঁদুর পরে, কপালগুণে ঝলক মারে।

১০৫৪৯ সকলে গেল ম'রে কর্তা হল হরে।

১০৫৫০ সকলে যদি ব্রত করে নৈবেদ্য খাবে কে।

১০৫৫১ সকলের ছাগলে ধান খায়, রামার মার দোষ।

১০৫৫২ সকলের ভাতার মাঝি হয়,
আমার ভাতার তা' নয়।

১০৫৫৩ সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী।

১০৫৫৪ সকাল থেকে খেলে পরে খাওয়ায় আঁটে না,
ছোটর থেকে ভাতার হ'লে ভাতার খাটে না।

১০৫৫৫ সকাল বিকাল নিকাল যায়,
তার কড়ি কি বৈদ্য খায়।

১০৫৫৬ সকাল বিকাল মাঠে যায়,
তার কড়ি কি বৈদ্যে পায়?

১০৫৫৭ সকাল শুয়ে সকাল উঠে, তার কড়ি না বৈদ্য লুঠে।

১০৫৫৮ সকাল সকাল যাস্ তো ঘুরে ফিরে যা'।

১০৫৫৯ সকাল খেয়ে ফাকর নাচে,
বিকালের তরে খোদা আছে।

১০৫৬০ সকালের ভাতে পেট না ভরলে
বিকালের ভাতে কি পেট ভরে।

১০৫৬১ সুকৃটি না ছাড়ে গং হলদী না ছাড়ে অং।
[ গং—গন্ধ, অং—রঙ ]

১০৫৬২ সখা যার জনার্দন, তার সঙ্গে কি সাজে রণ।

*১০৫৬৩ সখের প্রাণ গড়ের মাঠ।

১০৫৬৪ সখি লো সখি, আপনার মান আপনি রাখি।

১০৫৬৫ সঙ্গদোষে কি না হয়, ছুঁচো ছুয়ে গন্ধ কয়।

*১০৫৬৬ সঙ্গদোষে গ্রাম নষ্ট।

১০৫৬৭ সঙ্গ দোষে দোষী, সঙ্গগুণে গুণী।

১০৫৬৮ সঙ্গ দোষে চোর হয়, সাধু সঙ্গগুণে।

১০৫৬৯ সঙ্গ দোষে ভাই, বেশ্যাবাড়ী যাই।
গোট মজলে জিঁজির মজে সন্দেহ তার নাই॥

১০৫৭০ সঙ্গ দোষে লোহা ভাসে।
[ পা..........গুণে.......... ।

১০৫৭১ সঙ্গ যেমন, রঙ্গ তেমন।

১৮৫৭২ সঙ্গে কারো কেহ নাই, বন্ধু বল কারে ভাই।

১০৫৭৩ সজনে শাক বলে, আমি সকল শাকের হেলা,
আমার খোঁজ পড়ে কেবল টানাটানির বেলা।

১০৫৭৪ সজনে শাকে নুন জোটে না, মশুর ডালে ঘি।

১০৫৭৫ 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব।'

১০৫৭৬ সৎপুত্র কুলের প্রদীপ।

১০৫৭৭ সৎমার ছেন্দা, পান্তা ভাতে ঘি।
মাথাটা মুড়িয়ে এস, তেলপলাটা দি'।

১০৫৭৮ সৎমার বাণী, তল দিয়ে মূল কাটে,
উপরে ঢালে পানি।

১০৫৭৯ সৎমার সত্তা গড়গড্যা পিঠার ঝোল,
সান বাছা সান—তলে যাচ্ছে বান।

১০৫৮০ সৎমাওর কি কোহি গুণ,
কানাচায় খুলির বথুয়া শাক
তাত্ না দেয় নুন।
[ কানচায় ইত্যাদি জঞ্জালের মধ্যে অযত্নে জাত বথুয়া শাক; তাহাতে নুন নাই। ]

১০৫৮১ সৎসঙ্গে কাশীবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।

১০৫৮২ সৎসঙ্গ থাকলে পরে খায় গুয়া পান,
অসৎসঙ্গে থাক্‌লে পরে কাটা যায় কান।

১০৫৮৩ সতরঞ্চের চাপা, না খেলিও বাপা।

১০৫৮৪ সভ্যতা উন্নতির সোপান।

১০৫৮৫ সতাসতী সব বিড়ালনী, ভাল আমি জানি।

১০৫৮৬ সতী নারী গঙ্গাজল, অসৎ নারী বদ্ধজল।

১০৫৮৭ সতী নারীর পতি যেন পর্বতের চূড়া,
অসতীর পতি যেন ভাঙ্গা নায়ের গুড়া।

১০৫৮৮ সতীনের কাছে সাজা, ভাতারের কাছে মজা।

১০৫৮৯ সতীনের ঘা সওয়া খায়,
সতীন কাঁটা চিবিয়ে যায়।

১০৫৯০ সতীনের পুত, সুন্দরও ভূত।

১০৫৯১ সতীনের পুত হোক্, পড়শীর ভাত হোক্।

১০৫৯২ সতীনের পেলে দুনো খাই,
পেটের বিষে ঘুম নাই।

*১০৫৯৩ সতীনের পোয়ের হাত দিয়ে সাপ ধরানো।

*১০৫৯৪ সতীনের বাটিতে গু গুলে খাওয়া।

*১০৫৯৫ সতীনের বাদে পুত বিয়ানো।

১০৫৯৬ সতীনের ভাই কেরাণী খাটে,
তাই দেইখ্যা মাগী চিৎ হইয়া হাটে।

১০৫৯৭ সতীনের মায়ের সঙ্গে পিরীতের কথা,
দুঃখ রাখবার জায়গা পাই কোথা।

১০৫৯৮ সতীনের হাত সাপের ছোঁ, চিনি দিলে তুলে থো।
সতীনের ডাক নিশির ডাক,
তিন ডাকে চুপ মেরে থাক্।

১০৫৯৯ সতীনের মার কাছে কও দুঃখের কথা।
[ অর্থাৎ শত্রুর নিকট দুঃখ প্রকাশ করা। ]

১০৬০০ সতীনের মায়ের সঙ্গে পিরিতের কথা।
দুঃখ রাখবার জায়গা পাই কোথা।

*১০৬০১ সতী মাগীর তাঁতী নাঙ্।

১০৬০২ 'সতীনের রক্ষা হেতু বিধিবাক্য টলে।'

১০৬০৩ সতী যায় সোঁতে, অসতী যায় রথে।

১০৬০৪ সতীর জন্য কোল, অসতীর জন্য কিল।

*১০৬০৫ সতী সাবিত্রী।

১০৬০৬ সতী হ'লি কবে? সে মরেছে যবে।

১০৬০৭ সতের সঙ্গে কর্ম করে কর্ম হবে ভালো,
অসতের সঙ্গে কর্ম করে প্রাণটা আমার গেল।

১০৬০৮ সতের সতের দোষ।

১০৬০৯ সতের পথে থাকলে বলে—
আধেক রাতে অন্ন মেলে।

১০৬১০ সত্যাই কি বউরে মারে ধরে,
গলায় গামছা দিয়ে তামাসা করে।

১০৬১১ সত্য কথার ডাল পালা নেই।

১০৬১২ সত্যপীর বলে—আমি সিন্নি নাহি খাব।
দেওয়ানজী বলে—আমি মুখে গুঁজে দেব॥

১০৬১৩ সত্যবাদী দুইজন, মূর্খ ও বালকগণ।

১০৬১৪ 'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্'।

১০৬১৫ সত্যযুগে দুষ্ট যেমন, কলিযুগেও দুষ্ট তেমন।

১০৬১৬ 'সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ,
মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্'।

১০৬১৭ 'সত্যং শিবং সুন্দরম্।'

১০৬১৮ সত্যের জয়, অসত্যের ক্ষয়।

১০৬১৯ সত্যের বাড়া ধর্ম নেই, মিথ্যের বাড়া পাপ নেই।

*১০৬২০ সত্যের মার নাই।

১০৬২১ সদর বন্ধ, খিড়কি ফাঁক।

১০৬২২ সদানন্দের গোদা পা, ডাইনে আনতে বামে যা'।

*১০৬২৩ সদাশিব।

১০৬২৪ সহু চিনেছে কহু।

১০৬২৫ সধবা কপালে সিঁদূর পরে,
বিধবার কপাল চড় চড় করে।

*১০৬২৬ সধবার একাদশী।

১০৬২৭ সন্দেশওয়ালা মুড়ি খায়।

*১০৬২৮ সন্দেশের খোসা ফেলে খাওয়া।

১০৬২৯ সন্দেহ বাই ধরে যারে, তিলে-তিলে জ্বালিয়ে মারে।

১০৬৩০ সন্নিপাতের তেষ্টা, মরণ কালের চেষ্টা।

১০৬৩১ সন্ন্যাসী চোর, না, বোঁচকা ঘটায়।

১০৬৩২ সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র গায় সর্ব জন।
শুভ্র বস্ত্রে মসীবিন্দু দেখায় যেমন॥

*১০৬৩৩ সন্ন্যাসীর গলায় মাদুলি।

*১০৬৩৪ সন্ন্যাসীর তুম্ব নাড়া।

১০৬৩৫ সন্ন্যাসীরে যদি অলক্ষ্মী পায়,
ঝুলি কাঁথা নিজে লাথায়।

১০৬৩৬ সন্ধ্যা নাই, আহ্নিক নাই, দিগম্বর হালদার।

১০৬৩৭ সন্ধ্যা বেলার মড়া, কত কাঁদবি কাঁদ।

*১০৬৩৮ সপ্তরথী ঘিরে বধ।

*১০৬৩৯ সর্পে রজ্জু ভ্রম।

১০৬৪০ 'সফরী (শফরী) ফরফরায়তে।'

১০৬৪১ সবই দেখে, সবই জানে, মাছ আনতে কাঁটা আনে।

১০৬৪২ সব কাজ তো শিখিয়েছিল মায়ে।
পিঁড়ে ভেঙে গেল তবু বাতাসের ঘায়ে॥

১০৬৪৩ সব কাজে যার হুঁস, তারে কয় মানুষ।

১০৬৪৪ সব কুকুর গঙ্গা গেলে পাত চাটবে কে?

*১০৬৪৫ সব গুড় নিয়ে এক গামছা।

১০৬৪৬ সব গেল মরে, কর্তা হোল হরে।

*১০৬৪৭ সব চাল বাইশ পসুরি।

১০৬৪৮ সব চেয়ে চুপ ভাল।

১০৬৪৯ সব জন্তু মোট বয়, ধরা পড়েছে গাধা।
সবাই সতী কবলায়, ধরা পড়েছে রাধা॥

১০৬৫০ সব জানি কেবল মরবো কবে তাই জানি না।

১০৬৫১ সব জিনিসের মাঝারি ভাল।

১০৬৫২ সব ঝিনুকে মুক্তা নেই।

১০৬৫৩ সব দিন সমান যায় না।

১০৬৫৪ সব নুড়ি শালগ্রাম হয় না।

১০৬৫৫ সব নুড়ি শালগ্রাম হলে,
বাট্‌না বাট্‌বে কিসে।

১০৬৫৬ সব পাখীতেই মাছ খায়, মাছরাঙার কলঙ্ক।

১০৬৫৭ সব পুত থাকতে নাতির মাথায় হাত।

১০৬৫৮ সব বাঁশে বংশলোচন হয় না।

১০৬৫৯ সব বেটাকে ছেড়ে বেঁড়ে বেটাকে ধর্।

১০৬৬০ সব ভাল যার শেষ ভাল।

*১০৬৬১ সব ভেড়ার এক ডাক।

১০৬৬২ সব মরার কান্দাকাটি, যোগী মরার লটকটি।
[কোন কাজে বিশেষ ভাবে আটক থাকা।]

*১০৬৬৩ সব মাটি মাড়িয়ে চলা।

*১০৬৬৪ সব মুড়ো মেড়ে রাখা।

*১০৬৬৫ 'সব্ লাল হো যায়গা।'

১০৬৬৬ সব শিয়ালে কাঁঠাল খেলে,
বকের মুখে আঠা।

১০৬৬৭ সব শেয়ালের এক ডাক ( রা, রা )।

*১০৬৬৮ সব সুবোধের এক গোয়াল।

*১০৬৬৯ সব হাটের হেটো।

*১০৬৭০ সব হাঁড়িতে কাঠি দেওয়া।

১০৬৭১ সব টাকার খেলা।

১০৬৭২ সবাই কৃষ্ণের নাম করে, আমি করলেই ধ'রে মারে।

১০৬৭৩ সবাই গেল আলায়-আলায়,
বুড়ী মরে পোঁদের জ্বালায়।

১০৬৭৪ সবাইকে পারা যায়,
পায়ে পড়ানোকে ঠেকানো দায়।

১০৬৭৫ সবাই জানে সব তত্ত্ব, কাপড়খানা মধ্যস্থ।

১০৬৭৬ সবাই বলে, হরিণ যায়,
কানাও বলে, হরিণ যায়।

১০৬৭৭ সবাই মিলে খাবে ননী, বাঁধা যাবে নীলমণি।

১০৬৭৮ সবাই যদি হবে সে, এঁটো পাত কুড়াবে কে।

১০৬৭৯ সবাই হাঁটে এক রাস্তায়, কেউ ভালয় যায়,
কেউ হোঁচট্ খায়।

১০৬৮০ 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'

১০৬৮১ সবার বেলা টুকাটুকা, মোর বেলা এতটুকা,
আর জন্মে মোর মা ছিলে।
সবার মাঝে দাঁড়ালে, মোর মান বাড়ালে।
আর জন্মে মোর বাপ ছিলে॥

১০৬৮২ সবুরে মেওয়া ফলে।

*১০৬৮৩ সবে কলির সন্ধ্যা।

১০৬৮৪ সবে বলে ধর ধর, কেউ নামে না অগাধ জলে।

*১০৬৮৫ সবে ধন নীলমণি।

১০৬৮৬ সবে মিলে খাবে ননী, ধরা পড়বে নীলমণি।

*১০৬৮৭ সভা বুঝে কেত্তন।

১০৬৮৮ সময় কারো হাতে ধরা নয়।

১০৬৮৯ সময়গুণে আপ্ত পর, খোঁড়া গাধা ঘোড়ার দর।

১০৬৯০ সময় যায় জলের মত।

১০৬৯১ সময়ে অনেক হয়, অসময়ে কেউ নয়।

১০৬৯২ সময়ে না দেয় চাষ, তার দুঃখ বারমাস।

১০৬৯৩ সময়ে মূর্খের কথা, বিদ্বানে লাগায় ধাঁধা।

১০৬৯৪ সময়ে সবাই সখা, অসময়ে কেউ দেয় না দেখা।

১০৬৯৫ সময়ের এক কথা, অসময়ের একশ কথা।

১০৬৯৬ সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়।

১০৬৯৭ সময়ের গীত অসময়ে গায়, গালে মুখে চাপড় খায়।

১০৬৯৮ সময়ে সব হয়—বোন ভাগ্না ভাই।
ঘরের স্ত্রী আপন নয়, যখন গাঁটে পয়সা নাই।

১০৬৯৯ সময়ে সবই মিষ্টি,
অসময়ে বিষ দৃষ্টি।
[ বাঁকুড়া জিলার শালতোড়া হইতে সংগৃহীত। ]

১০৭০০ সমস্ত আশ্বিন, কাত্তির আট,
যে বাঁচে সে খয়ের কাট।

১০৭০১ সমাইন্তা ভাই ঠাকুর হয়,
এই দুঃখ কি গায়ে সয়?

১০৭০২ সমানে সমান ঘর, খোঁড়া মেয়ের কানা বর।

১০৭০৩ সমানে সমানে ভাল।

১০৭০৪ সমুখ দিয়ে কানাকড়িও যায় না,
পেছনে দিয়ে হাতী যায়।

১০৭০৫ সমুখে ছেলামালেকি, পিছনে হারামজাদ কি।

*১০৭০৬ সমুদ্র পেরিয়ে গোষ্পদে ডুবে মরা।

*১০৭০৭ সমুদ্রে ছাতুমুঠা।

১০৭০৮ সমুদ্রে ডুবাইয়া নাও, ঘরে আইসা ধোয় পাও।

১০৭০৯ সমুদ্রে ডুবালেও ঘড়া, যা ধরবার তাই ধরা।

*১০৭১০ সমুদ্রে পড়ে কূল পাওয়া।

*১০৭১১ সমুদ্রে পাদ্য অর্ঘ্য।

*১০৭১২ সমুদ্রে বাস শিশিরে ভয়।

*১০৭১৩ সমুদ্রে শিশির বিন্দু।

১০৭১৪ সমুদ্রে জল, এক কলসী তুললেই বা কি,
ঢাললেই বা কি

১০৭১৫ সমুদ্রের জল কুলায় না যার,
শিশিরের জল কি হয় তার।

১০৭১৬ সম্পদ যৌবন কায়া, শরতের মেঘচ্ছায়া।

১০৭১৭ সম্পদে আমি কর্তা, বিপদে আমি ভর্তা।

১০৭১৮ সম্পদে বন্ধুলাভ, বিপদে পরীক্ষা।

১০৭১৯ সম্পীরিতের নাও শুকনা দিয়াও যায়,
গড়্ পীরিতের নাও পানি দিয়াও যায় না।

১০৭২০ সম্বল রেখে খেও, বেলা থাকতে বাড়ী যেও।

১০৭২১ সম্মানে লো মরি,
ঘাট থেকে জল এনে ঘরে সিনান করি।

১০৭২২ সম্বরায় তেল না পায়, তেল দিয়ে বাতি জ্বালায়।

১০৭২৩ সয় বেশি বড়, না কয় বেশি বড়।
[ যে সহ্য করে, সেই বেশি বড়, না যে দুর্বাক্য বলে সে বড়। ]

১০৭২৪ স'য়ে থাকলে র'য়ে পায়।

*১০৭২৫ সরকারে খায়, মস্‌জিদে ঘুমায়।

*১০৭২৬ সরফরাজি করা।
[ নবাব সরফরাজ খাঁর মত বিলাসিতা করা। ]

*১০৭২৭ সর্পে রজ্জু ভ্রম।

১০৭২৮ সর্বকর্মে রাধা, ভাতারে ডাকে দাদা।

১০৭২৯ সর্বকর্তা কাকা, মূল কর্তা টাকা।
*১০৭৩০ সর্ব ঘটে থাকা।
১০৭৩১ সর্বতীর্থ বার বার, গঙ্গাসাগর একবার।
১০৭৩২ সর্বদোষ হরে গোরা।
১০৭৩৩ 'সর্বং পরবশং দুঃখং, সর্বমাত্মবশং সুখম্।'
১০৭৩৪ 'সর্বমত্যন্ত গর্হিতম্।'
১০৭৩৫ সর্বনাশের অর্ধেক রক্ষে।
১০৭৩৬ সর্বনেশে বর্ষাকাল, হরিণ চাটে বাঘের গাল।
১০৭৩৭ সর্বস্ব খুইয়ে পাকা সেতখানা।
১০৭৩৮ সর্বস্ব তোমার, চাবিকাটিটি আমার।
১০৭৩৯ সর্বস্বের বাড়া দাও নাই।
১০৭৪০ সর্বাঙ্গে আসলা, গোদা পায়ে পাশলা।
১০৭৪১ সর্বাঙ্গে ঘা ওষুধ দেব কোথা।
১০৭৪২ সর্ লো সর, আমার নূতন মলে লাগবে জল।
১০৭৪৩ সরষের দানা ছোট হলেও ঝাল কম না।
১০৭৪৪ সরষে জব্দ শিলে, বৌ জব্দ কিলে।
আর পাড়া প্রতিবেশী জব্দ হয় চোখে আঙুল দিলে॥
*১০৭৪৫ সরষের ভেতরও ভূত।
*১০৭৪৬ সরষে ফুল দেখা।
*১০৭৪৭ সরস্বতীর বরপুত্র।
১০৭৪৮ 'স রামঃ কিং করিষ্যতি।'
১০৭৪৯ সরু কাটনীর একখানা, মোটা কাটনীর সাতখানা।
*১০৭৫০ সশরীরে স্বর্গলাভ।
*১০৭৫১ সসর্পে গৃহে বাস।
*১০৭৫২ সস্তা গণ্ডা।
১০৭৫৩ সস্তা, বাড়ী নিয়ে পস্তা।
১০৭৫৪ সস্তায় কিস্তি চড়ে পাটনা রওনা হওয়া।
*১০৭৫৫ সস্তায় মাটি কেনা।

*১০৭৫৬ সস্তার তিন অবস্থা।

১০৭৫৭ সহজ কেমন ? না, পোঁদের ফোঁড়া যেমন।

১০৭৫৮ 'সহজে ঘটক জাতি বড়ই চতুর।'

১০৭৫৯ সহজেতে যাহা হয়, তা'তে জোর ভাল নয়।

১০৭৬০ 'সহসা করিতে কর্ম ধর্মশাস্ত্রে মানা।'

১০৭৬১ সহায়ো বলত্তরঃ।

১০৭৬২ সহিলে সম্পত্তি, নহিলে বিপত্তি।

১০৭৬৩ সহুরে কাক, বড় চালাক।

১০৭৬৪ সয় জন বড়, না কয় জন বড়।

*১০৭৬৫ সসেমিরে অবস্থা।

১০৭৬৬ 'সস্ত্রীকো ধর্মমাচরেৎ।'

১০৭৬৭ সহ্য গুণ বড় গুণ
তরকারীতে যেমন নুন।

১০৭৬৮ সাকো থেকে পড়ে, অমনি জুম্মায় গোসলও করে

*১০৭৬৯ সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা।

১০৭৭০ সাক্ষাৎ পুত্র, বাপ আঁটকুড়ো।

১০৭৭১ সাক্ষাতে দাদা দাদা, অসাক্ষাতে বেটা গোদা।

*১০৭৭২ সাক্ষীগোপাল।

১০৭৭৩ সাক্ষী দেয় না; বৃত্তান্ত গায়।

১০৭৭৪ সাগর ছিল নগর হল।

*১০৭৭৫ সাগর ছেঁচা মাণিক।

১০৭৭৬ সাঙাত কর, বন্ধু কর, কড়ি কর ক্ষয়।
কড়ি দিয়ে ইষ্টি করলে মিষ্টি কি তা' রয়॥

*১০৭৭৭ সাঙ্গার কড়ি, ভাঙ্গা ঘর।

১০৭৭৮ সাচা কথা কব, ঘোড়ায় চড়ে' যাব।

১০৭৭৯ সাজ করতে দোল ফুরায়।

*১৬৭৮০ সাজ করতে পেঁচা রাজা।

১০৭৮১ সাঁজ গেলে দীয়া, বয়স গেলে বিয়া।

*১০৭৮২ সাজতে গুজতে ফিঙে রাজা।

১০৭৮৩ সাজাগোজা যার, পাল্‌কি আসা ভার।

১০৭৮৪ সাজা বাজা কেশ, বাংলা দেশে বেশ।

০০৭৮৫ 'সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল।'

[ গিরিশ চন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটক হইতে। ]

১০৭৮৬ সাজালে গোজালে বাঁদীর ছেলেও রাজা সাজে।

১০৭৮৭ সাজিলে নারী, বেড়িলে বাড়ী।

১০৭৮৮ সাজিয়া গুজিয়া রইলাম, খোঁপা টন্‌টনিয়ে মইলাম।

১০৭৮৯ সাঁজেক খেলে মাসেক যায় না।

১০৭৯০ সাঁজের অতিথি অতিথি নয়,
বিহানের বাদল বাদল নয়।

১০৭৯১ সাঁজের বেলা ভাতার ম'ল, কাঁদব চৌপহর।

*১০৭৯২ সাঁঝ সল্‌তে দেওয়া।

*১০৭৯৩ সাঁড়াশীর পাক।

১০৭৯৪ সারে চার হাত লম্বা, কাজে অষ্টরম্ভা।

*১০৭৯৫ সাড়ে চুয়াত্তর।

*১০৭৯৬ সাত কথার উপর পাঁচ কথা।

১০৭৯৭ সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার বাপ।

[ পা—...ভার্যা।]

১০৭৯৮ সাতকুড়ের ঘর, গোঁসাই রক্ষা কর।

১০৭৯৯ সাত কিলেও রা নেই।

[ পা—সাত চড়েও রা বেরোয় না। ]

১০৮০০ সাত কুঁহুনী নড়ে চড়ে, ধুকুরি ভরে বাতাস করে।

১০৮০১ সাতকে সতের করা।

*১০৮০২ সাত খুঁটি, এক পেলা।

*১০৮০৩ সাত খুন মাপ।

১০৮০৪ সাত গিন্নী হিচ্‌-পিচ্‌, বেরালকে বলে—আদাখিচ্‌।

১০৮০৫ সাতগেঁয়ের কাছে মামদোবাজি।

*১০৮০৬ সাত গোয়ালের গরু এক গোয়ালে ঢোকান।

*১০৮০৭ সাত ঘাট ঘুরে এসে বাপের পুকুরে ডুবে মরা

*১০৮০৮ সাত ঘাটে ঘটি ডোবান।

*১০৮০৯ সাত ঘাটের জল এক ঘাটে করা।

*১০৮১০ সাত ঘাটের জল খাওয়ান।

১০৮১২ সাত চড়েও রা কাড়ে না।

[ পা……বেরোয় না ]

*১০৮১৩ সাত চড়ে মশা মারা।

*১০৮১৪ সাত চোঙ্গার বুদ্ধি এক চোঙ্গায় ঢোকান।

১০৮১৫ সাত চোরে মশুরি বাটে।

*১০৮১৬ সাত চোরের মার।

*১০৮১৭ সাত জন্ম অধর্ম।

১০৮১৮ সাতটা ছুঁড়ী, একটা বুড়ী।

১০৮১৯ সাত ঢেমনীর ঘর, বামুন ছরাত রক্ষা কর।

১০৮২০ সাত দিনে সাত বায়না, ঘরে তবু ভাত পায় না।

১০৮২১ সাত ধাইয়ে পো মারে।

*১০৮২২ সাত নকলে আসল খাস্তা।

*১০৮২৩ সাত পাঁচ ভাবা, বা, ভেবে কাজ করা।

১০৮২৪ সাত পাঁচ যাঁহা, বজ্জর পড়ে তাঁহা।

১০৮২৫ সাত পাকের বিয়ে, চৌদ্দ পাকেও খুলে না।

১০৮২৬ সাত পাথর আমানি, যতো পার ভাত।

১০৮২৭ সাত পুত তের নাতি, তবে করে আখের ক্ষেতি।

১০৮২৮ সাত পুতের মা'রও সাত পুতের বাপ আছে।

১০৮২৯ সাত পুরুষে বিয়ে নেই শ্বশুরবাড়ী যায়।

*১০৮৩০ সাত পুরুষের নাউখোলা।

১০৮৩১ সাত পুরুষের নাউখোলা, ছেঁচকি করকে একবেলা।

১০৮৩২ সাত ফকির এক ঘরে কুলায়,

সাত রাজা এক মুলুকে নয়।

*১০৮৩৪ সাত বলদের দুধ।

১০৮৩৫ সাত বার ক'রে সিনান, কাক নয় বকের সমান।

১০৮৩৬ সাত বার খেয়ে আছে শুয়ে,
তার চাল দাও আগে ধুয়ে।

*১০৮৩৭ সাত বার খেয়ে একাদশী।

১০৮৩৮ সাত বউর এক শাড়ি,
পইরা বেড়ায় বাড়ি বাড়ি।

১০৮৩৯ সাত ভাই যারা, রণে জিতে তারা।

১০৮৪০ সাত ভাতারী সাবিত্রী, বার ভাতারী এয়ো।
এক ভাতারী পোড়াকপালী দুয়ার দিয়ে না যেয়ো॥

*১০৮৪১ সাত মণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না।

*১০৮৪২ সাত রাজার ধন মাণিক।

১০৮৪৩ সাত রাঁড় এক এয়ো।
যার কাছে যাই সেই বলে—আমার মত হয়ো।

১০৮৪৪ সাত-সতীনে নড়ি-চড়ি, বেড়া-আগুনে পুড়ে মরি।

*১০৮৪৫ সাত সতেরো।

*১০৮৪৬ সাত সমুদ্র তের নদী পার হওয়া।

*১০৮৪৭ সাত সরষে দিয়ে গঙ্গাস্নান করা।

১০৮৪৮ সাত সতীনের সাত কৌটা
মাঝে আমার অভ্রের কৌটা
অভ্রের কোটা নাড়ি চাড়ি,
সাত সতীনকে পুড়িয়ে মারি॥

*১০৮৪৯ সাত হাটের কানা কড়ি।

১০৮৫০ সাত হাত কাপড় তার তের হাত দশী।

১০৮৫১ সাতেও নাই, পাঁচেও নাই।

১০৮৫২ সাঁতার না জানলে ডোবাতেও ডোবে।

*১০৮৫৩ সাঁতারে সিন্ধু পার হওয়া।

১০৮৫৪ সাতুর মা বলে পাঁচুর মা মরুক।

১০৮৫৫ সাতেও হুঁ পাঁচেও হুঁ।

১০৮৫৬ সাতে পাঁচে মিলে চৌদ্দ,
দু'টাকা না হয় না দিলে সদ্ধ।

১০৮৫৭ সাতে ঘর সাথে বাড়ী, বেদের তবু চাল ভারি।

*১০৮৫৮ সাদা চুলে যমের পরোয়ানা।

*১০৮৫৯ সাদা চোখে।

*১০৮৬০ সাদা পানি।

১০৮৬১ সাদা মনে কাদা নাই।

*১০৮৬২ সাদা মনে কালি দেওয়া।

*১০৮৬৩ সাদা মুলুকজাদা।

*১০৮৬৪ সাদার উপরে কালির দাগ।

১০৮৬৫ সাধ আছে ফুঁ আছে, পড়শী বাড়ী শিক আছে,
তেল ঘি মাগ্‌না পাই, কলা পেলেই বড়া খাই।

*১০৮৬৬ সাধ আছে সাধ্য নাই।

১০৮৬৭ সাধও করে মনও পোড়ে।

*১০৮৬৮ সাধ ক'রে বাদ আনা।

১০৮৬৯ সাধ করে বিঁধালাম কান, কাঠি দিতে যায় পরাণ।

১০৮৭০ সাধ করে মোর বিয়ে বসতে,
জান ফাটে মোর উপোষ দিতে।

১০৮৭১ সাধ যায় বাদ্‌শা হতে,
খোদায় দেয় না মেগে খেতে।

১০৮৭২ সাধলে জামাই খায় না কোষ,
শেষকালেতে ভুতি চোষ।

১০৮৭৩ সাধলে জামাই খায় না, মাগলে জামাই পায় না।

১০৮৭৪ সাধ যায় বোষ্টম হতে, পোদ ফাটে মোচ্ছব দিতে।

১০৮৭৫ সাধ যায় সেকেন্দর হতে,
খোদা দেয় না মেগে খেতে।

১০৮৭৬ সাধলেই সিদ্ধি, অর্জিলেই ঋদ্ধি।

১০৮৭৭ সাধলে জামাই খায় না,
শেষে এঁটো পাতটাও পায় না।

১০৮৭৮ সাধলে জামাই খান না, না সাধলে পান না।

১০৮৭৯ সাধলে জামাই ভাত খায় না,
শেষে জামাই আমানিটাও পায় না।

১০৮৮০ সাধলে জামাই খান না পিঠে,
শেষে মরেন ঢেঁকশাল চেটে।

১০৮৮১ সাধলে পরে গুমর বাড়ে, হয় বড় মান।
টেনে টেনে ক্ষয়ে গেল ছেঁড়া ছুটো কান॥

১০৮৮২ সাধলে মান বাড়ে।

১০৮৮৩ সাধু বড় গিরি, তার ঘরে আটবার চুরি।

১০৮৮৪ সাধু যার উদ্দেশ্য, ভগবান তার সহায়।

১০৮৮৫ সাধুর সঙ্গে সাধু হয়।

১০৮৮৬ সাধে কি বলে বাপ, পেয়দায় বলায় বাপ।

১০৮৮৭ সাধে কি বৈরাগী নাচে, ভাতের থালা হাতের কাছে।

১০৮৮৮ সাধের কমল তুলতে গিয়ে হাতে ফুটল কাঁটা।

১০৮৮৯ সাধের কাজল পরতে গিয়ে চক্ষু হল কাণা

১০৮৯০ সানায়ে ফুঁ পড়তে বিয়ের লগন উতরে গেল।

*১০৮৯১ সাপ আর বেজি।

*১০৮৯২ সাপ ঘেটিয়ে ছেড়ে দেওয়া।

১০৮৯৩ সাপ বেড়ায় ঘরে দুয়ারে।

১০৮৯৪ সাপও মরে, নড়িও না ভাঙ্গে।

১০৮৯৫ সাপকে দুধ খাওয়ালেও বিষ কমে না।

*১০৮৯৬ সাপ নিয়ে খেলা।

১০৮৯৭ সাপ বেড়ায় আনাচে কানাচে।

১০৮৯৮ সাপ মরলেই সোজা।

১০৮৯৯ সাপ মরলেও দেয় এক মোড়া।

১০৯০০ সাপ ম'লে গর্ত বোজে।

১০৯০১ সাপ মাইরা লেঙ্গুরে বিষ।

১০৯০২ সাপ মারলে শিবকে লাগে।

*১০৯০৩ সাপ মেরে লেজটুকু রাখা।

১০৯০৪ সাপ যায় রাহা বিগড়ে।

১০৯০৫ সাপ, শালা জমিদার, তিন নয় আপনার।

১০৯০৬ সাপ, স্বপন, শোলের পোনা,
যে না কয় সে সাধুজনা।

১০৯০৭ সাপ স্বপন পোনা, এই তিন একজোনা।

১০৯০৮ সাপ হয়ে কাটে, রোজা হয়ে ঝাড়ে।

১০৯০৯ সাপ মাইরা নেঙুর জেতা।
[ নেঙুর—লেজ। ]

*১০৯১০ সাপ হাঁড়ি।

১০৯১১ সাপা ডরায় বেঙাকে, বেঙা ডরায় সাপাকে।

১০৯১২ সাপা বেঙার বাহন নয়, সময় বুঝে সকল সয়।

১০৯১৩ 'সাপিনী বাঘিনী সতা পোষ নাহি মানে।'

১০৯১৪ সাপে কামড়ালে বিষ ওলে,
মানুষে কামড়ালে ওলে না।

১০৯১৫ সাপে খেয়েছে ঢাপের ঝি,
বিয়েতে লেগেছে ন'মন ঘি।

*১০৯১৬ সাপে নেউলে বাদ।

১০৯১৭ সাপের কাছে বেঁজি নাচে, তবে জানি রোজা আছে।

১০৯১৮ সাপের কোনা, বেঙের কোনা,
যার যার অঙ্গে তার তার সোনা।

১০৯১৯ সাপের চেয়ে শালুর বিষ বেশি।

১০৯২০ সাপের চোখে সাঁতার পানি।

*১০৯২১ সাপের ছুঁচো গেলা।

১০৯২২ সাপের জিহ্বা মেলবার জায়গা নেই।

*১০৯২৩ সাপের পা শেয়ালের শিঙ দেখা।

*১০৯২৪ সাপের পাঁচ পা দেখা।

*১০৯২৫ সাপের বাসায় ভেকের নৃত্য।

১০৯২৬ সাপের বিয়েতে বেঙ্গী পুরুত।

১০৯২৭ সাপের মাথায় ভেকেরে নাচায়।

*১০৯২৮ সাপের মাথায় ধুলো পড়া।

*১০৯২৯ সাপের মাথায় পা দেওয়া।

*১০৯৩০ সাপের মুখে ঈষের মূল।

১০৯৩১ সাপের মুখে চুমো, আবার বেঙের মুখেও চুমে

১০৯৩২ 'সাপের মুখেতে কেহে আঙ্গুল দেসি।'

১০৯৩৩ সাপের রোজা সাপেই মরে।

*১০৯৩৪ সাপের লেখা বাঘের দেখা।

*১০৯৩৫ সাপের লেজে ( বা, মাথায় ) পা দেওয়া।

*১০৯৩৬ সাপের লেজ দিয়া কান চুলকান।

*১০৯৩৭ সাপের হাঁড়ি খুলে বসা।

১০৯৩৮ সাপের গাতায় ( গর্তে ) বেঙ নাচে,
এ-অ-কথার কিনা ( কিন্তু ) আছে।
[ অসামঞ্জস্য পূর্ণ ব্যাপার। ]

১০৯৩৯ সাপের হাঁচি বেদেয় চিনে।

*১০৯৪০ সাফ খাওন, চিকন নাদন।

১০৯৪১ সাবধানের বিনাশ নাই।
[ পা—সাবধানের ঘরে মার নাই। ]

১০৯৪২ সার নেই, ধার আছে।

১০৯৪৩ সারা ঘর লেপে দুয়ারে আছাড়।

১০৯৪৪ সারা জীবন গেল বিকে পাত,
আজ বলে কুথাকার হাট।

১০৯৪৫ সারা দিন গ্যাল হ্যালে ফ্যালে,
রাত্রি হইলে বুড়ী কাপাস ডলে।

১০৯৪৬ সারাদিন থাকব নায়, খড়ম কখন দেব পায়।

১০৯৪৭ সারাদিন ফিরিয়ে মালা, অতিথ হলে সন্ধ্যাবেলা।

১০৯৪৮ সারাদিন বঁড়শি হাতে, সন্ধ্যাবেলায় আমড়া ভাতে।

১০৯৪৯ সারাদিন হাটে ঘাটে, রাত হলে বুড়ী সুতা কাটে।

১০৯৫০ সার পথ তাড়াতাড়ি, খেয়া ঘাটে গড়াগড়ি।

১০৯৫১ সারা বছরের ধুমধাম এক দিনে শেষ।

১০৯৫২ সারা বছর থুইয়া,
মাগেরে সে মারছিল বিষু দিন চাইয়া।

১০৯৫৩ সারা রাইত বাঘ্ডা বাঘডা,
রাইত পোহাইয়া দেখি হিয়ালডা।
[ বাঘডা—বাঘটা, হিয়ালডা—শৃগালটা। ]

১০৯৫৪ সারা রাতের কিলে মরলাম না, ভোরের কিলে মরব।

১০৯৫৫ সারালো গাছে কুড়ুল মারে,
সড়া গাছ আপনি পড়ে।

১০৯৫৬ সাহসের ভরা ডোবে না।

১০৯৫৭ 'সাহসে ভজতে লক্ষ্মীঃ।'

*১০৯৫৮ সিংহ চর্মাবৃত গর্দভ।

*১০৯৫৯ সিংহাসন টলা।

১০৯৬০ 'সিংহের মামা আমি ভোম্বল দাস,
সাত সাত বাঘে আমার এক এক গ্রাস।'

১০৯৬১ সিংহের সন্তান শৃগাল হয় না।

১০৯৬২ সিংহের ভাগ শৃগালে খায়।

*১০৯৬৩ সিকি পয়সা মা-বাপ।

১০৯৬৪ সিঙ্গি মামা ভোম্বল দাস, বাঘ খেয়েছি গণ্ডাদশ,
বেরাল দেখে পাব ত্রাস।

১০৯৬৫ সিন্নি দেখে এগিয়েছিল, কোঁৎকা দেখে পেছিয়ে এল।

১০৯৬৬ সিঙ্গী রেশে খিঙ্গি বড়, খায় দায় চোপায় দড়।
[ সিঙ্গী রেশে—সিংহ রাশির লোক। ]

১০৯৬৭ সিঁড়ি, তুমি কার, যে যায় তার।

১০৯৬৮ সিদ্ধি খেলে বুদ্ধি বাড়ে, গাঁজা খেলে লক্ষ্মী ছাড়ে।

১০৯৬৯ সিদ্ধিরস্তু অ আ।

*১০৯৭০ সিন্ধুকের কাছে ধার করা।

১০৯৭১ সিন্ধু ভরা আছে সুধা বিন্দু নাহি চায়।
বিষ খেতে বিষধরী ধরিবারে যায়॥

১০৯৭২ সিয়া পাতে খায় দুধ, ডাক বলে—সে অবুধ।

*১০৯৭৩ সিরাজুদ্দৌলার নাতি।

*১০৯৭৪ সীতাহারা হয়ে রামের বাঁদরে আদর।

১০৯৭৫ সুখ যায়, স্মৃতি যায় না।

১০৯৭৬ সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়।

১০৯৭৭ সুখ নাই বেনে, পরের মাগ ঘরে এনে।

১০৯৭৮ সুখের উপর সুখ না এল, সেই বা কেমন সুখ।
দুখের উপর দুখ না এল, সেই বা কেমন দুখ॥

১০৯৭৯ সুখের ওপর সুখ, তার ওপর পাটিকাটাটুক্।

১০৯৮০ সুখের ঘরে রূপের বাসা।

১০৯৮১ সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল।

১০৯৮২ সুখের দিন ( বা রাত ) দেখতে দেখতে যায়।

*১০৯৮৩ সুখের পায়রা।

*১০৯৮৪ সুখের মুখ দেখা।

১০৯৮৫ সুজন-পিরীত সোনা, ভেঙে গড়া যায়।
কুজন-পিরীত কাচ, ভাঙলে ফুরায়॥

১০৯৮৬ সুতা চুরি করব যার, পুতের মাথা খাব তার।

*১০৯৮৭ সুতা হাতে সার হওয়া।

১০৯৮৮ সুতারে করে টাই বাই, নাপিতে করে আই আই।
[ যে যাহার অভ্যাস মত কাজ করে। ]

১০৯৮৯ সুদখোর আর মদখোর সমান।

*১০৯৯০ সুঁদর বনে বাঁদর রাজা।

*১০৯৯১ সুদ শুদ্ধ আদায় করা।

১০৯৯২ সুদিনে বইনের ভাত, কুদিনে বন্ধের ভাত।
[ বইনের—ভগ্নীর। বন্ধের—বন্ধুর। ]

১০৯৯৩ সুদিনের বারো ভাই, কুদিনের কেউ নেই।

১০৯৯৪ সুদের কড়ি বাঁকে চলে।

১০৯৯৫ সুধু মেঘে মাটি ভেজে না।

*১০৯৯৫ক সুন্দর গাধা।

১০৯৯৬ সুন্দর মাগে দাদাও লাগে।

১০৯৯৭ সুন্দর মুখের জয়, চিরকালই হয়।

১০৯৯৮ সুন্দরের শত বায়না,
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে কথাটিও কয় না।

১০৯৯৯ সুনাম কচ্ছপ-গতি, দুর্নাম পবন-গতি।

১১০০০ সুনাম মূলধনের বাড়া।

*১১০০১ সুবচনীর খোঁড়া হাঁস।

১১০০২ সুমানুষের রা, কুমানুষের পা।

১১০০৩ 'সুয়া যদি নিম দেয় সেই হয় চিনি।
দুয়া যদি চিনি দেয় নিম হন তিনি॥'

১১০০৪ সুযোগ পেলে ছাড়তে নেই।

১১০০৫ সুযোগ পেলে ছাড়ে না নাগে আর বাঘে।

১১০০৬ সুযোগ পেলে সাধুও চোর।

১১০০৭ সুযোগ পেলে হরিণও বাঘের গাল চাটে।

১১০০৮ সুয়োর নামে ষোল আনা, দুয়োর নামে নাই।
একচোখা ভাতারের মুখে বাসি আখার ছাই।

১১০০৯ সুয়োর সোনার দুধের বাটি,
দুয়ো মাগের শুচলা মাটি।

১১০১০ সুয়ো হল রাজরাণী, দুয়ো হল ঘুঁটে কুড়ানী।

১১০১১ সুর গায় রূপ নাচে।

১১০১২ সুরের পিঠে পড়লে সুর,
দৌড় মারে দামড়া বাছুর।

১১০১৩ সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়।
অসময়ে, হায় হায়, কেহ কারো নয়॥

*১১০১৪ সূচীভেদ্য অন্ধকার।

১১০১৫ সূর্য কোন্ দিকে (বা পশ্চিম দিকে) উঠেছে?

১১০১৬ সেই এক দিন, আর এই একদিন।

১১০১৭ সেই কড়ি ক্ষয়, তবু বউ সুন্দর নয়।

১১০১৮ সেই কলা বাদুড়ে চোষে।

১১০১৯ সেই গাধা জল খায়, তবু গাধা ঘুলিয়ে খায়।

১১০২০ সেই চোখ, দিনে দেখি।

১১০২১ সেই ছালায় সেই ধান আঁটে,
লাথির চোটে ছালা ফাটে।

১১০২২ সেই ছুঁড়ী নাচে, কত কাচ কাচে।

১১০২৩ সেই বিয়ে হয়, তবু কনে ভাল নয়।

১১০২৪ সেই ত মল খসালি, তবে কেন লোক হাসালি।

১১০২৫ সেই দিয়ে সেই হল, লাউ দিয়ে কদু হল।

*১১০২৬ সেই মাটিতে মৃদঙ্গ।

১১০২৭ সেই মামা সেই মামী, সেই মামার ঘর।
এখন কেন দেখি মামী, দুধের মধ্যে সর॥
[কাহিনীমূলক প্রবাদ। 'বাংলার লোক-সাহিত্য' চতুর্থ খণ্ড, পৃ ২২৮-এ কাহিনী দ্রষ্টব্য।]

*১১০২৮ সেই রায়ের এক দশা।

*১১০২৯ সেকরাকে তামা দেখানো।

১১০৩০ সেকরাবাড়ীর বেরাল, ঠুকঠুকুনিতে ভয় পায় না।

১১০৩১ সেকরা মাগী নেকরা করে,
ঘরে ভাত নেই শাঁখা পরে।

১১০৩২ সেকরা মায়ের কানের সোনাও চুরি করে।

১১০৩৩ সেকরার ঠুক্‌ঠাক, কামারের এক ঘা।

১১০৩৪ 'সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর।'

১১০৩৫ সে কাল গেছে বেয়ে, এঁটে কচু খেয়ে।

১১০৩৬ সেখানে যায় না সাধুজন,যেখানে চোরে চোরে মিলন।

১১০৩৭ সেচ দিয়ে করে চাষ, তার সজী বার মাস।

১১০৩৮ সে ছেলে কি আসে বাঁচতে,
যে ছেলে আসে শুধু ছলতে।

১১০৩৯ সেজে গুজে পেঁচা রাজা।

১১০৪০ সেজে-গুজে রইলাম ব'সে,
নিতে এল না চোপার দোষে।

১১০৪১ সেজে গুজে রইলুম বসে,
নিয়ে গেল না চাপড়ার দেশে।
[ ইহা পূর্ববর্তী প্রবাদটির পাঠদুষ্টি বলিয়া মনে হয়। নতুবা 'চাপড়ার দেশে' অর্থহীন। ]

১১০৪২ সেজে-গুঁজে রইলেন রাই, এ লগ্নে বিয়া নাই।

১১০৪৩ সে আবার একটা কথা।

১১০৪৪ সে কথা বলতে।

*১১০৪৫ সে গুড়ে বালি।

১১০৪৬ সেদিন আর নেই বামনী,
আজ আগে ভাত পরে আমানি।

১১০৪৭ সেদিন আর নেই রে নাতি,
মিঠাই খাওয়া পাত পাতি।

১১০৪৮ সেধো, ভাত খাবি, না হাত ধোব কোথায় ?
[ 'বাল্যোদ্বাহ নাটক।' ]

১১০৪৯ সেধো, ভাত খাবি, না, হাত ধুয়ে ব'সে আছি।

*১১০৫০ সেনা করে লড়াই, সেনাপতি করে বড়াই।

*১১০৫১ সেপাই-কাটানে ঘোড়া।

১১০৫২ সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু শিষ্যে দেখা নাই।

১১০৫৩ 'সেবকানাং পুরাতনম্।'

১১০৫৪ সেয়ান ঘুঘুর ছা, ফাঁদে দেয় না পা।

১১০৫৫ সেয়ান চোরে করে চুরি, মাগ থুয়ে নেয় খুড়ী।

১১০৫৬ সেয়ান শত্রু উপায় নাশে।

১১০৫৭ সেয়ান ঠকলে বাপকেও বলে না।

১১০৫৮ সেয়ানা ধাতের ছা, জেগে করে না রা।

১১০৫৯ সেয়ানের চাল উলুবনে পড়ে।

১১০৬০ সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি, মটুম-হাত এড়াএড়ি।

১১০৬১ সেরকে পস্বুরি চুরি।

১১০৬২ সের খেয়ে গাঁটে আটকায়।

১১০৬৩ সের ভরে না, ফাও চাও।

১১০৬৪ সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই।

১১০৬৫ সেরের উপর সওয়া সের।

১১০৬৬ সেলাইয়ের যত কারিগরি,
কাপড়ের তত চেরাচেরি।

১১০৬৭ সেলাম-সেলাম কইর না গো সেলাম ভুইয়ার ঝি।
এক সেলামেই সারাম তোমার হদামন গোষ্ঠী।
[ বুদ্ধি থাকিলে দশবারের কাজ একবারেই হয়। ]

১১০৬৮ সোজা আঙ্গুলে ঘি ওঠে না।

*১১০৬৯ সোজা কথার মানুষ।

১১০৭০ সোজাসুজির নেই বোঝাবুঝি।

১১০৭১ সোদর বাপ প'চে ম'ল,
বেয়াইয়ের বাপের শ্রাদ্ধ হল।

১১০৭২ সোনাতে সোনা ফলে।

১১০৭৩ সোনা দানা দুধের বাটি,
দুও মেগের ওঁচলা মাটি।

১১০৭৪ সোনা নষ্ট বেণের বাড়ী, মেয়ে নষ্ট বাপের বাড়ী।

*১১০৭৫ সোনা ফেলে আঁচলে গেরো।

*১১০৭৬ সোনা ফেলে কাচে আদর।

১১০৭৭ সোনা ব'লে ছিল জ্ঞান, কষতে হল পিতল খান্।

১১০৭৮ সোনা মিঞা বাপেদের আদরের ঝি।
নাম তার রেখেছেন মরিয়ম বিবি॥

১১০৭৯ সোনামুখী ঝি আমার পরের ঘরে যায়।
খেঁদানাকী বউ এসে বাটায় পান খায়॥

*১১০৮০ সোনা হেন সুখ করে।

*১১০৮১ সোনায় সোহাগা।

*১১০৮২ সোনার অঙ্গ কালি হওয়া।

১১০৮৩ সোনার অঙ্গে দিলে সোনা,
তবেই সোনা অতুলনা।

১১০৮৪ সোনার আঙটি আবার বেঁকা টেরা।

১১০৮৫ সোনার ওজন কুঁচের সঙ্গে।

*১১০৮৬ সোনার ওপর মিনের কাজ।

*১১০৮৭ সোনার কমল।

১১০৮৮ সোনার কাঠি প্রেমের গান,
শুনলে ঘরে রয় না প্রাণ।

*১১০৮৯ সোনার কাঠি রূপার কাঠি।

*১১০৯০ সোনার কাতিক

*১১০৯১ সোনার খাটে গা, রূপার খাটে পা।

১১০৯২ সোনার খাটে শুলেও রোগ সারে না।

*১১০৯৩ সোনার গাধা।

*১১০৯৪ সোনার চাঁদ।

*১১০৯৫ সোনার দোয়াত কলম।

*১১০৯৬ সোনার থালে ক্ষুদের জাউ।

১১০৯৭ সোনার থালে দুধভাত, খেতে না জানলে উৎপাত।

*১১০৯৮ সোনার দাঁড়ে কাক বসানো।

*১১০৯৯ সোনার দোয়াত কলম হওয়া।

*১১১০০ সোনার পাথরবাটি।

১১১০১ সোনার বাটিতে বিষ রাখলে অমৃত হয় না।

*১১১০২ সোনার প্রতিমা জলে দেওয়া।

১১১০৩ সোনার বেণে যার মিত, তার বিধি বিড়ম্বিত।

১১১০৪ সোনার বেণে সোনা চেনে, হারাম চেনে কচু।

*১১১০৫ সোনার লঙ্কা ছারখার।

১১১০৬ সোনার হাতে যবের ছাতু

১১১০৭ সোম, শুক্র, মঙ্গলের উষা
তাতে না বিচারে দশা।

১১১০৮ সোমে বুধে দিও না হাত,
উধার ক'রে খেয়ো না ভাত।

১১১০৯ সোমে শুক্রে পরে শাড়ি,
ধন হয় তার আড়ি-আড়ি।

১১১১০ সোয়াদী গাছের কাঁঠাল খেয়ে,
ছালা নিয়ে আসে ধেয়ে।

*১১১১১ সোয়াদের কৌটা, অসোয়াদের গোটা।

১১১১২ সোয়াদের মুখে পড়ুক ছাই, পেটমাত্র ভরুক।

১১১১৩ সোয়ামী মারি জম্মুই মাগ্নি জলার ধারে ঘর,
আপন সোয়ামী মারি আমি কোন বেটাকে ডর

১১১১৪ সোয়ামীর কড়ি দিয়ে ভাইয়ের নাম,
হার গড়ায়ে দে নাইয়র যাম।

১১১১৫ সোয়ামীর নাম সবাই জানে, লাজে নাহি কয়।

*১১১১৬ সোহাগের আরশি।

১১১১৭ সৌরভে ভ্রমর মজে, কামে মজে কুল।
আহারেতে মীন মজে, টাকে মজে চুল॥

১১১১৮ 'স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং
দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।'

১১১১৯ স্ত্রী অন্ধ কিলে, বউ অন্ধ শিলে।
পাড়া প্রতিবেশী অন্ধ হয় চোখে আঙ্গুল দিলে।
[পা—বউ অন্ধ···।]

*১১১২০ স্ত্রী ভাগ্যে ধন, পুরুষভাগ্যে জন।

১১১২১ 'স্ত্রীবিড়ালের গোঁফ আছে।'

১১১২২ 'স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী।'

১১১২৩ 'স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি।'

১১১২৪ স্ত্রীলোকের লজ্জাই ভূষণ।

১১১২৫ 'স্থানত্যাগেন দুর্জনঃ।

১১১২৬ স্থান নেই মান নেই, উঁচু কবর।

১১১২৭ স্নানের সাক্ষী কপালে ফোঁটা,
ভোজনের সাক্ষী পেট মোটা।

১১১২৮ স্নেহ নীচগামী।

[ পা—স্নেহ পাপশঙ্কী, অশুভ আশঙ্কাকারী এই অর্থে। ]

১১১২৯ স্পষ্ট কথার কষ্ট নাই।

*১১১৩০ স্বকলমে রোজগার।

*১১১৩১ স্বখাত সলিলে ডুবে মরা।

১১১৩২ স্বদেশের ঠাকুর, বিদেশের কুকুর।

১১১৩৩ 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ।'

১১১৩৪ 'স্বনামা পুরুষো ধন্যঃ।'

১১১৩৫ স্বপ্নে রাজার হয়েছি রাণী,
ফেলেছে আমার নেকড়া কানি।

১১১৩৬ স্বপ্নের কথা সব মিথ্যা, শেজে-মোতাই সত্য।

১১১৩৭ স্বভাব যায় না ম'লে, ইল্লৎ যায় না ধুলে।

*১১১৩৮ স্বভাব সুন্দর তো সব সুন্দর।

*১১১৩৯ স্বভাবে অভাব।

১১১৪০ স্বভাবে করে না, অভাবে করে।

১১১৪১ স্বভাবের দোষ না ছাড়ে চোরে,
শূন্য ভিটায় মাটি খোঁড়ে।

[ পা—টুণ্ডা হাতে সিং খোঁড়ে। ]

*১১১৪২ স্বর্গ হাতে পাওয়া। স্বর্গে তুলে দেওয়া

১১১৪৩ স্বর্গে ছিল খেসারির ডাল, মর্ত্যে আনলে কে।
গড় করি রে খেসারির ডাল, মর্ত্যে আনলে যে।

*১১১৪৪ স্বর্গে বাতি দেওয়া।

১১১৪৫ স্বর্গের এঁটোকুকুরও ভাল।

*১১১৪৬ স্বর্গের দাসত্ব, নরকের রাজত্ব।

*১১১৪৭ স্বর্গের সিঁড়ি তৈয়ারি করা।

১১১৪৮ স্বর্ণ ভূমি কন্যা দান, বলে ডাক—স্বর্গে স্থান।

১১১৪৯ স্বাতী নক্ষত্রের জল, পাত্রবিশেষ ফল।

*১১১৫০ স্বাতীর জল ধূলায় কাদা।

১১১৫১ স্বাদ পেয়েছে বুড়ো ভিটের অন্ন খেয়ে,
রোজ সকালে ধায় বুড়ো খোন্তা কোদাল নিয়ে।

১১১৫২ 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়।'

১১১৫৩ স্বামী আমার গুরুজন,
এক রাজার নয় সাতরাজার ধন।

১১১৫৪ স্বামী নাই, পুত্র নাই, কপালভরা সিঁদুর।
ঠান নাই, চাল নাই, গোলাভরা ইঁদুর॥

১১১৫৫ স্বামীর থাকলে স্ত্রীর নাম লক্ষ্মী।

[ পা—স্বামীর হাতে ধন থাকলে স্ত্রীর নাম লক্ষ্মীমণি। ]

১১১৫৬ স্বামীর কিবা সুখ, পৌষমাসে ভাতের দুখ।

১১১৫৭ স্বামীর মা শাশুড়ী, তারে বড় মানি,
কোথা হ'তে এলেন আমার খুড়-শাশ্‌ঠাকুরাণী।

*১১১৫৮ স্রোতে গা ঢালা।

১১১৫৯ স্রোতের আগে টেঁপা ভাসে।

*১১১৬০ স্রোতের ফুল। স্রোতের শেওলা।

১১১৬১ 'হংসমধ্যে বকো যথা।'

১১১৬২ হই গিন্নী, না ছুঁই হাঁড়ি।

১১১৬৩ হওয়া ছেলে বাপ ডাকে না, হবু ছেলের আশা'

১১১৬৪ হওয়া পুত ম'রে যায়, হব্ পুতেরমল গড়ায়।

১১১৬৫ হওয়া পুত্র বনবাস, আবার হবে তার আশ।

*১১১৬৬ হওয়া ভাতে কাঠি দেওয়া।

*১১১৬৭ হক্ কড়ি দিয়ে কানা পেয়দা।

১১১৬৮ হক্ কথা বলব, বন্ধু বিগড়য় বিগড়বে।
পেট ভ'রে খাব, লক্ষ্মী ছাড়ে ছাড়বে॥

১১১৬৯ হক্ কথায় আহম্মক বেজার।

১১১৭০ হক্ কথায় বন্ধু বেজার, গরম ভাতে বেরাল বেজার।

১১১৭১ হক্ কথার মার নেই।

১১১৭২ হক্ চাল কাঁড়াবার নাই,
মুলুকের চাল কাঁড়াতে যাই।

*১১১৭৩ হকের ধন।

*১১১৭৪ হচ্ছে হবে।

*১১১৭৫ হট্টমেলার দেশ।
হঠাৎ বাবু।
হঠাৎ নবাব।
হঠাৎ অবতার।

*১১১৭৬ 'হত ইতি গজঃ।'

১১১৭৭ হতচ্ছেদ্দার নেমন্তন্ন, ডাকতে পড়েনি মনে,
ডাকো কিংবা নাই ডাকো, বিকটমূর্তি কেনে।

*১১১৭৮ হদিস পাওয়া।

১১১৭৯ হদ্দ্যাক বহু ঘড়া—দিদ্দিরায় বাহিরে।
[ হদ্দ্যাক—ঐ দ্যাখ্, ঘড়া—ঘোড়া, দিদ্দিড়ায়—ঘোড়ার মত মাটিতে পা ফেলিয়া শব্দ করে। ]

১১১৮০ হদ্দ করছে রামনারাণ্যা,
বাড়ির মইধ্যে পেয়াদা আইস্যা।

*১১১৮১ হন্তদন্ত।

*১১১৮২ হ পর্যন্ত ক্ষ বাকি।

*১১১৮৩ হবচন্দ্র রাজার গবচন্দ্র মন্ত্রী।

*১১১৮৪ হবুছেলের অন্নপ্রাশন।

১১১৮৫ হবে না আর বাঁজার ছেলে,
কার্তিক রে তোর বাবাও এলে।

১১১৮৬ হবে পুত, ডাকবে বাপ,
তবে যাবে মনস্তাপ।

*১১১৮৭ হয় কটকট. নয়তো ঝন্ ঝন্।

১১১৮৮ হয় কথা নয় করে, গুঁতোগুঁতি সার করে।

১১১৮৯ হয়কে নয়, নয়কে হয়।

১১১৯০ হয়ত খট্ খট্, নয় ত ঝন্ ঝন্।

১১১৯১ হয় তিল নয় তিল, ধুকড়িতে ভরলে তিল।

১১১৯২ হয় না হয় বিয়ে, ঢাক বাজাও গিয়ে।

১১১৯৩ হয় পুত, না হয় ভূত।

১১১৯৪ হয় পুত আগ কালে দুধে ভাতে খায়,
হয় পুত শেষ কালে দুধেরে লালায়।

১১১৯৫ হয় পুত্র, নয় কন্যা, নয় গর্ভপাত।

১১১৯৬ হয় যদি তিলটা, কয় তবে তালটা।

*১১১৯৭ হ য ব র ল।

*১১১৯৮ হর্তা কর্তা বিধাতা।

১১১৯৯ হর বর সর।

১১২০০ হরিও বল, টুকনিও গেল।

১১২০১ হরিও বল, পটোলও তোল।

*১১২০২ হরিঘোষের গোয়াল।

*১১২০৩ হরিণবাড়ী।
[ জেলখানা ; আলিপুরের জেল যেখানে আগে সেখানে হরিণ থাকিত। ]

১১২০৪ হরিণের শিঙে মাছি বসে না।

১১২০৫ হরিদাসের ছয় ভাই, তিন আনিও ভাগ নাই।

১১২০৬ হরিদ্রা শুণ্ঠী লবণ জোয়ানি,
ইহা সংযোগে পিয় পানি।
রবিশেষে পানি পিয়ে,
বলে ডাক, সে নর শতেক জীয়ে॥

১১২০৭ হরিপদে থাকে মন, হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।

১১২০৮ হরি বড় দয়াময়, কথায় বটে কাজে নয়।

১১২০৯ হরি বল মন, চললেন গোবর্ধন।

১১২১০ হরি বললেই কাঁড়া চাল।

১১২১১ হরি বাঁচান প্রাণ, বদ্যির বড় মান।

*১১২১২ হরি বাসর।

*১১২১৩ হরিভক্তি উড়িয়া যাওয়া।

*১১২১৪ হরিমটর।

১১২১৫ হরি যার সখা বল,
দুশ্‌মন তার পায়ের তল।

*১১২১৬ হরির খুড়ো মাধাই দাস।

*১১২১৭ হরির লুঠ হওয়া।

*১১২১৮ হরির লুটের ছেলে।

১১২১৯ হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গলাভ।

*১১২২০ হরিষে বিষাদ

*১১২২১ হরিহরাত্মা।

*১১২২২ হরে দরে হাঁটু জল।

১১২২৩ হ'লো হরিনাম—বোঝা বোঝা।

*১১২২৪ হলাহলি গলাগলি ভাব।

*১১২২৫ হলুদ পোঁদে মেখে রাঁধুনী কবলানো।

১১২২৬ হলুদ রঙ নয় যে ধুলে যাবে।

*১১২২৭ হলুদের গুঁড়ো আর নুনের গুঁড়ো।

১১২২৮ হলে খাব কেড়ে, না হলে খাব মেরে,
সহজেই কি দেব ছেড়ে?

১১২২৯ হস্তীপৃষ্ঠে যে বা যায়,
হাম্বারবে সে ডরায়।

১১২৩০ 'হংসমধ্যে বকো যথা।'

১১২৩১ হাইজ্জা পইরা রইলাম,
খোঁপার টনটনিয়ে মইলাম।

১১২৩২ হস্তীমূর্খ।

১১২৩৩ হাইটা ( আউস ) ধানের মুইট্টা ( মুটি ) খৈ,
ভাইয়ে বোনে দেখা হইলে দুঃখের কথা কই।

১১২৩৪ হাইড়া কোনে মাইল ডাক,
পোলা পানের খবর রাখ।
[ হাইড়া কোণ—বায়ুকোণ। ]

১১২৩৫ হাইয়ের আছে ভাই, হাঁচির কেউ নাই।

১১২৩৬ হাইয়ের কাছে পাইয়া বল,
ভাওরে নাচে উবা (খাড়া) ফাল।
[ হাইয়ের—স্বামীর। অপরের শক্তিতে শক্তিমান হওয়া ]

১১২৩৭ হাইয়ের ভাত টগর মগর।
পুতের ভাত হাইক্যা-জগর।

১১২৩৮ হাইয়েরে না দিয়া ভাত, ভাইয়েরে না দিয়া,
চৌদ্দ পুরা পিঠা খাইল কুলা আওড় দিয়া।
[ আওড়—আড়াল ]

১১২৩৯ হাউ মাঁউ খাঁউ মানুষের গন্ধ পাঁউ।

১১২৪০ হাউশ আছে রুচ নাই, দাড়ি আছে মোছ নাই।

১১২৪১ হাওয়া আলো বেঁধো না, রোগকে আর সেধো না।

১১২৪২ হাওরে ডাকাতি অয় (হয়)।
বাড়ীত আইয়া (আসিয়া) বুঝ অয়।

১১২৪৩ হাওরে গেলে হাঙরে খায়,
বনে গেলে মেধোর ভয়।

১১২৪৪ হাঁ কর তুমি, বত্রিশ নাড়ী গুণি।

১১২৪৫ হাঁ করলে ফোঁপস গুণি।

[ একটু মুখ খুললেই যে সব বুঝে। ]

১১২৪৬ হাঁ করলেই গাঁর উদ্দেশ।

১১২৪৭ হাঁ করলে হলকানা দেখা যায়।

[ হলকানা—আলা জিহ্বা। ]

১১২৪৮ হাকিমও কাছারী থেকে নামল,
আমারও মুখ ছুটল।

১১২৪৯ হাকিম ঘর ভাঙলে লাকড়ির রাট নাই।

১১২৫০ হাকিম ফেরে ত হুকুম ফেরে না।

১১২৫১ হাকিম নড়লেও হুকুম নড়ে না।

১১২৫২ হাকিম হয়ে হুকুম দাও, পেয়দা হয়ে মার।

১১২৫৩ হাগ যদি পরের ঘরে, আপন ঘরে হাগে পরে।

১১২৫৪ হাগ্‌ল বেটীর লাজ নাই
দেখ্‌ল বেটীর লাজ।

[ হাগ্‌ল বেটি—যে নারী পায়খানা করিল। ]

১১২৫৫ হাগ্‌তেও জানে ঢাকতেও জানে।

১১২৫৬ হাগা নেই পোঁদের ডাক বেশি।

১১২৫৭ হাগার নেই বাঘার ভয়।

[ পা—হাগার কাছে বাঘের ভয়। ]

১১২৫৮ হাগুন্তির লাজ নেই, দেখন্তির লাজ।

১১২৫৯ হাঁচি জিঠি যে জন বাছে,
বিঘ্নের সময় সে জন বাঁচে।

১১২৬০ হাঁচি টিকটিকির বাধা, যে না মানে সে গাধা।

১১২৬১ হাজার কথা এক দিকে, এক কথা এক দিকে।

১১২৬২ হাজার টাকার বাগান পাঁচ সিকার ছাগলে নষ্ট।

*১১২৬৩ হাটকালা।

[ হাটের কোলাহলও যে শুনিতে পায় না এমন বধির। ]

*১১২৬৪ হাটচোরের পার্বণ।

১১২৬৫ হাঁটতে গেলেই আছাড় পড়ে।

১১২৬৬ হাঁটতে যে গাও নড়ে, তাও কাজের লেখায় ধরে।

১১২৬৭ হাঁটতে পারে না লাঙল কাঁধে।

১১২৬৮ হাটবাজারে লজ্জা নেই ঘরে ফুলের কুঁড়ি।

*১১২৬৯ হাঁটবার আগে হামাগুড়ি।

১১২৭০ হাট বারেই হাট বসে।

১১২৭১ হাট বারে পাট নাই।

১১২৭২ হাটুরেতে হাট করে, বারুই বেচে পান।
ফতো মাগীর কথাতে আমি কত দেব কান॥

*১১২৭৩ হাঁটুর বয়সী।

১১২৭৪ হাটে কলা, নৈবেদ্যায় নমঃ।

১১২৭৫ হাটে কান কাটে ঘরে চুপ চুপ।

১১২৭৬ হাটে কেন গণ্ডগোল, সবাই বলে আপন বোল।

১১২৭৭ হাটে গেল কার মা, দেখে এল বাঘের পা।

১১২৭৮ হাটে গেলে গোল, বুঝবার ভুল।

১১২৭৯ হাটে বিকায়না যে লাউ, তারে এনেছে নন্দা সাউ।

১১২৮০ হাটে মাঠে ঘুরে এলাম, ঘাটে নেই না'।
বণে বণে ফিরে এলাম, ঘরে নেই মা॥

*১১২৮১ হাটে মামা হারানো।

*১১২৮২ হাটে হাঁড়ী ভাঙ্গা।

১১২৮৩ হাটের আগ, দরবারের পাছ।

১১২৮৪ হাটের দর আর পেটের ছেলে লুকানো যায় না।

১১২৮৫ হাটের দিনেই হাট মেলে।

১১২৮৬ হাটের দুয়ারে আগড় নেই।

১১২৮৭ হাটের নেড়ে হুযুগ চায়, হুজুক পেলেই ছুটে যায়।

১১২৮৮ হাটের ন্যাড়া হুজুগ চায়,
হুজুগ পেলেই হাট্‌কে যায়।

*১১২৮৯ হাটের মাঝে ঢোল পেটা।

*১১২৯০ হাটের মাঝে ব্রহ্মজ্ঞান।

*১১২৯১ হাটের মাঝে হাতকড়া।

১১২৯২ হাটে রাঁধে, বাটে খায়, শয়ন করে যথায় তথায়।

১১২৯৩ হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গা।

১১২৯৪ হাড় এক চাঁই, মাস এক চাঁই।

*১১২৯৫ হাড়কালি। হাড় মাস কালি।

১১২৯৬ হাড় খাই, মাস খাই,
পাঁজরায় ভেতর বাসা বানাই।

১১২৯৭ হাড় খাব, মাস খাব, চাম দিয়ে ডুপডুপি বাজাব।

*১১২৯৮ হাড়গোড়ভাঙ্গা দ।

১১২৯৯ হাড় থাকলে মাস হবে।

*১১৩০০ হাড় পেকের বোঝা।

*১১৩০১ হাড় ভাজা-ভাজা হওয়া।
হাড় কালি হওয়া। হাড় পুড়ানো।

*১১৩০২ হাড়ভাঙ্গা খাটুনি।

*১১৩০৩ হাড় হদ্দ।

*১১৩০৪ হাড়হাবাতি।

*১১৩০৫ হাড়াই-ডোমাই।

১১৩০৬ হাড়িক না দেখাই বাড়ী, গুণ্ডিক না দেখাই খাঁড়ি।
[হাড়ি—হাড়ি সম্প্রদায়ের লোক, গুণ্ডি—ধীবর, খাঁড়ি—নদীর যে জায়গায় বেশী মাছ থাকে।]

*১১৩০৭ হাড়ি কাঠে (বা হাড়কাঠে) গলা (বা মাথা) দেওয়া।

*১১৩০৮ হাঁড়ি খাওয়া।

*১১৩০৯ হাঁড়ি ঠেলা।

১১৩১০ হাঁড়ি খেকোর ঠেঙ খোঁড়া।

১১৩১১ হাঁড়ি ছোট, গুড় মিঠে।

১১৩১২ হাঁড়ি ঝি চণ্ডীর আজ্ঞা।

*১১৩১৩ হাঁড়ি মুখ করা।

১১৩১৪ হুঁাড়িতে ভাত নেই, বাড় বাড় বলে।
মনেতে ভক্তি নেই, ব'গ ব'গ বলে॥

১১৩১৫ হুঁাড়ি নিয়ে গেলেও যাওন,
ঘটি নিয়ে গেলেও যাওন।

১১৩১৬ হুঁাড়ি পাতিল কুত্তায় চাটে,
শিকেয় তোলা গঙ্গাজল।

১১৩১৭ হুঁড়ি-পাতিলের অভাব কি, টোকায় টেঁকলে হয়।

*১১৩১৮ হাঁড়ি মুখ ভারি করা।

১১৩১৯ হাঁড়ির বাঁচন নেওনে, বুড়োর বাঁচন খাওনে।।

*১১৩২০ হাঁড়ি সুদ্ধই আলুনি।

১১৩২১ হাঁড়ির খবর বা হাঁড়ির হাল।

*১১৩২২ হাঁড়ির কোদালে মাথা কাটা।

১১৩২৩ হাঁড়ির ঘরে হল ঝাবি,
জল খেয়ে খেয়ে পচলো নাড়ী।

১১৩২৪ হাড়ির চেয়ে ডোম কুলীন,
ডোমের চেয়ে হাড়ি কুলীন।

১১৩২৫ হাড়ির লক্ষ্মী ছাড়ে, শূয়রকে ঝাঁটা মারে।

১১৩২৬ হাড়ির লক্ষ্মী শুঁড়ির ঘরে যায়।

*১১৩২৭ হাড়ির হাল।

১১৩২৮ হাড়ি কখনও গোস্ত নয়,
কুট্রি কখনও দোস্ত নয়।

১১৩২৯ হাড়ে কাটে তো মাসে কাটে না।

১১৩৩০ হাড়ে কেটে মাসে বাধে।

*১১৩৩১ হাড়ে দূর্বা গজানো।

*১১৩৩২ হাড়ে বাতাস লাগা।

১১৩৩৩ হাড়ে-নাড়ে জ্বালানো বা হাড় জ্বালানো।

১১৩৩৪ হাড়ে ভেল্‌কি হয়, খেলে বা লাগে।

*১১৩৩৫ হাড়ের ওপর বাতি জ্বালানো।

*১১৩৩৬ হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পারা।

১১৩৩৭ হাওুয়ার লগলগ খুরপির বিয়ে।

১১৩৩৮ হাত-আলসে মায়ের দোষে, শত্রু বাড়ে দেশে দেশে।

১১৩৩৯ হাত-আলসের গোঁফ নাই।

১১৩৪০ হাত–আলসের দাঁতে ছাতা।

*১১৩৪০ক হাত করা।

*১১৩৪০খ হাত কামড়ানো।

১১৩৪১ হাত গিল্‌তে গিল্‌তে বাউ গেলে।

[ বাউ—বাহু। ]

*১১৩৪২ হাত চালানো।

১১৩৪৩ হাত ছাড়লেই শতেক হাত।

১১৩৪৪ হাত ছোট, আঁত বড়।

১১৩৪৫ হাত ছোট, আম বড়।

*১১৩৪৬ হাত জোড়া।

*১১৩৪৭ হাত ঝাড়লে পর্বত।

*১১৩৪৮ হাত-টান।

১১৩৪৯ হাত তুলে সেলাম করি, যুত পেলে ঘাড় ধরি।

*১১৩৫০ হাত তোলা।

১১৩৫১ হাত থাকতে মুখোমুখী কেন।

১১৩৫২ হাত দিয়ে জল গলে না।

*১১৩৫৩ হাত দিয়ে হাতী ঠেলা।

১১৩৫৪ হাত ধরতে পঁইছা ধরে।

*১১৩৫৫ হাত ধরা।

১১৩৫৬ হাত ধুয়ে খালাস।

*১১৩৫৭ হাত ধুয়ে বসে থাকা।

১১৩৫৮ হাত মুলো, গা সরুয়া, পেট গজন্দর, গাল ফুলুয়া।

*১১৩৫৯ হাত নিস্‌ পিস্‌ করা।

১১৩৬০ হাত পাততে কালচাঁদই আছেন।

| | |
|---|---|
| *১১৩৬১ | হাতপাতা রোগ। |
| *১১৩৬২ | হাত পা ধুয়ে বসা। |
| *১১৩৬৩ | হাত পা পেটের ভিতর ঢোকা। |
| *১১৩৬৪ | হাত-পা বাহির করা। |
| | [ পা—সোনার হাত… ] |
| *১১৩৬৫ | হাত-পা বেঁধে জলে ফেলা। |
| *১১৩৬৬ | হাত পুড়িয়ে খাওয়া। |
| ১১৩৬৭ | হাত বাঁধ, গা বাঁধ, মন বাঁধবে কে। |
| *১১৩৬৮ | হাত ভারি। |
| ১১৩৬৯ | হাত মোছ, গা মোছ, কপাল মোছে কিসে। |
| *১১৩৭০ | হাত যশ। |
| *১১৩৭১ | হাতা থাক্‌তে হাতে পোড়া। |
| ১১৩৭২ | হাতিয়ার আপনা নয়, কোটাল নয় মিতা। |
| | ঘরের স্ত্রী আপনা নয়, কে কয় প্রাণের কথা ॥ |
| ১১৩৭৩ | হাতী ঘোড়া গেল তল, |
| | গাধা বলে কত জল। |
| ১১৩৭৪ | হাতী ঘোড়া গেল তল, |
| | বেতো বলে—আমার হাঁটু জল। |
| ১১৩৭৫ | হাতী পড়ল জলে, তো মশায় কি বা বলে। |
| ১১৩৭৬ | হাতীও মাটি খায়, মানুষও কইলে আক্কেল পায়। |
| ১১৩৭৭ | হাতী যখন খানায় পড়ে, |
| | চামচিকেতে লাথি মারে। |
| ১১৩৭৮ | হাতীও হাবড়ে পড়ে। |
| ১১৩৭৯ | হাতী চড়ে ভিক্ষা মাঙ্গি, |
| | ইচ্ছায় না দাও ঘর ভাঙ্গি। |
| ১১৩৮০ | হাতী জোগাড় হলে শেকলও জোগাড় হয়। |
| *১১৩৮১ | হাতী দিয়ে হাতী ধরা। |
| ১১৩৮২ | হাতী পড়েছে দকে, ঠোকর মারে বকে। |

১১৩৮৩ হাতীপর হাওদা, ঘোড়াপর জিন।
জল্‌দি আও জল্‌দি আও ওয়ারেন হেষ্টিন্‌॥

১১৩৮৪ হাতী পাঁকে পড়লে হাতীই তোলে।

*১১৩৮৫ হাতী পোষা।

১১৩৮৬ হাতী বলে, আমারও দুই দাঁত,
শূয়র বলে, আমারও দুই দাঁত।

*১১৩৮৭ হাতী বেঁচে শেকল নিয়ে ঝগড়া।

১১৩৮৮ হাতী মরে ত দাঁত দিয়ে মরে।

১১৩৮৯ হাতী মলেও ঘোড়ার দুনো।

১১৩৯০ হাতী যখন লোদে পড়ে, চামচিকেতেও পোঁদে চড়ে
[ লোদ—কাদা। ]

১১৩৯১ হাতী যেমন খায় তেমনি নাদে।

১১৩৯২ হাতীরও পিছলে পা, সুজনেরও ডোবে না।

*১১২৯৩ হাতীর কথবেল খাওয়া।

১১৩৯৪ হাতীর খোরাক, পুষবে কে?

*১১৩৯৫ হাতীর গলায় ঘণ্টা।

১১৩৯৬ হাতীর গায় হাতীর বিঘত
মাকড়ের গায় মাকড়ের বিঘত।

১১৩৯৭ হাতীর গা হাতী দেখে না।

*১১৩৯৮ হাতীর চোখ।

১১৩৯৯ হাতীর দর্প চূর্ণ হয় পর্বতের কাছে।

১১৪০০ হাতীর দাঁত আর মহতের বাত, লুকাবার নয়

*১১৪০১ হাতীর দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো।

১১৪০২ হাতীর নাদ দেখে খরগোসের পোঁদ ফাটে।

১১৪০৩ হাতীর নাদ দেখে পিঁপড়ের পিছন মুড়্‌ মুড়্‌ করে।

*১১৪০৪ হাতীর পাঁচ পা দেখা।

*১১৪০৫ হাতীর গা ঠেলা।

*১১৪০৬ হাতীর পায়ে কুলের আটি।

১১৪০৭ হাতীর পিছনে কুকুর ভুখে।

১১৪০৮ হাতীর পিঠ খালি থাকে না।

১১৪০৯ হাতীর পিঠে আসেন যান,
হাম্বা রবে মূর্ছা যান।

[ কাহিনীমূলক প্রবাদ। দ্বিচারিণী নারীর সতীত্বে অভিনয়। ]

১১৪১০ হাতীর পিঠে মশার কামড়।

১১৪১১ হাতীর পোঁদ ফাড়া দেখে
সড়সড়ে পোঁদ ফাঁড়তে চায়।

১১৪১২ হাতীর মিন্ মিন্, ঘোড়ার দৌড়!

১১৪১৩ হাতীর মুখে দুবেবা ঘাস।

১১৪১৪ হাতীর সঙ্গে বেঁড়ে বলদের ঠেস।

১১৪১৫ হাতীর সঙ্গে ভেরাণ্ডাগাছের লড়াই!

১১৪১৬ হাতীর হাঁচি পড়লে মাকড়সা তা'তে সাঁতরায়।

১১৪১৭ হাতীরে আগুন, শূয়রে জাঠা।
বাঘেরে লাঠি, পাখীরে ভাঁটা॥

*১১৪১৮ হাতুড়ে ডাক্তার।

১১৪১৯ হাতুড়ে বদ্যি যমের দোসর।

১১৪২০ হাতে আরশি, কুয়ায় ঝুঁকি।

১১৪২১ হাতে কড়ি পায়ে বল, তবে চলি নীলাচল।

১১৪২২ হাতে কর হাতের কাম,
মুখে লও আল্লাজীর নাম।

[ কাজও কর, আল্লার নামও স্মরণ কর। ]

*১১৪২৩ হাতে কলমে শেখা।

১১৪২৪ হাতে কাজ কর, মুখে হরি বল।

১১৪২৫ হাতে কালি, মুখে কালি,
গোপাল আমার লিখে এলি।

১১৪২৬ হাতে খই, যেতে খই, তবু বলে কই কই।

*১১৪২৭ হাতে খড়ি।

১১৪২৮ হাতে খেলে হাড়ীর ভাতও মাহাঙ্গা।

*১১৪২৯ হাতে খোলা, পোঁদে মালা।

১১৪৩০ হাতে গোদ, পায়ে গোদ, গোদ কর্ণমূলে।
কোন্ পুরুষের ভাগ্যে গোদ ছিল নাক চুলে।

*১১৪৩১ হাতে জিনিষ, পাঁচিলে সন্ধান।

*১১৪৩২ হাতে টুকনি দেওয়া।

১১৫৩৩ হাতে দই, পাতে দই, তবু বলে কই কই।

*১১৪৩৪ হাতে দড়ি।

১১৪৩৫ হাতে ধীরে হাল চাষ, শুতিলে সর্বনাশ।
[ কাজে লাগিয়া থাকা ভাল ]

১১৪৩৬ হাতে না ধরে, সাঁড়াশী দিয়ে ধরে।

*১১৪৩৭ হাতে নাতে ধরা।

*১১৪৩৮ হাতে না মেরে ভাতে মারা।

১১৪৩৯ হাতে নেই কড়ি, কিনতে চায় চুড়ী।

১১৪৪০ হাতে নেই কড়া বট, প্রাণ করে ছট্‌ফট্।

১১৪৪১ হাতে নাই কড়াকড়ি, পেটটা করে মোড়ামুড়ি।

১১৪৪২ হাতে নেই কানাকড়ি, ক'রে বেড়ায় বাড়াবাড়ি।

১১৪৪৩ হাতে নেই ধন, গরীবের পোড়ে মন।

১১৪৪৪ হাতে নেই পয়সাকড়ি, ফাল দিয়া উঠি জাঙ্গালে।

১১৪৪৫ হাতে নেই সিক্কা, বাইরে বাইরে ফক্কা।

১১৪৪৬ হাতে পাঁজি, মঙ্গলবার কেন।
[ পা—হাতে পাঁজি মঙ্গলবার ]

*১১৪৪৭ হাতে মাথা কাটা।

১১৪৪৮ হাতে মারি না, ভাতে মারি।

১১৪৪৯ হাতে মুখ চেনে।

১১৪৫০ হাতে যদি নেই ধন, পাঁচে হও এক মন।

১১৪৫১ হাতে যদি ফল পাই, তবে কেন আঁকশি চাই।

*১১৪৫২ হাতে রাখা।

*১১৪৫৩ হাতে বছরে।

১১৪৫৪ হাতের আড়ে কি ভানু ছাপে।

*১১৪৫৫ হাতের কঙ্কণ দর্পণে দেখা।

[ তু—হাথের কাঙ্কন, মা লেউ দাপনা—বো' গা'। ]

*১১৪৫৬ হাতের জল শুদ্ধ হওয়া।

*১১৪৫৭ হাতের থেকে আম বড়।

১১৪৫৮ হাতের খাবে, পাতেরও খাবে।

১১৪৫৯ হাতের কড়ি বিনশ্যতি।

১১৪৬০ হাতের খাড়ু বেচে আমি কিনে এনেছি বাঁদী।
সে হল গিন্নী, আর আমি ব'সে রাঁধি॥

[ তু—কাজলরেখা রূপকথা। ]

১১৪৬১ হাতের চেয়ে গেরাস বড়।

*১১৪৬২ হাতের জল খাওয়া।

১১৪৬৩ হাতের ডিম ফেলে ঝাড়ের পাখী।

১১৪৬৪ হাতের ঢেলা আর মুখের কথা,
ছুঁড়লে আর ফেরে না তা'।

[ তু—'ছুটল বাণ কিয়ে ষতনে নিবার।'—বিদ্যাপতি। ]

*১১৪৬৫ হাতের পাঁচ।

১১৪৬৬ হাতের পাঁচটা আঙ্গুল সমান হয় না।

১১৪৬৭ হাতের বাড়ি, পথের বন্ধু।

১১৪৬৮ হাতের মোছা, পায়ের মোছা, কপালের মোছা যায় না।

১১৪৬৯ হাতের রাখি না, পাতের রাখি।

*১১৪৭০ হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা।

*১১৪৭১ হাতের লোহা খোলা। বা শুধু হাত করা।
বা হাত রাঁড় করা।

*১১৪৭২ হাতের লোহা ( নোয়া ) ক্ষয় যাওয়া।

১১৪৭৩ হাতে লক্ষ্মী, বলে লক্ষ্মীছাড়া।

*১১৪৭৪ হাতে শাখা, দর্পণে দেখা।

১১৪৭৫ হাতে শিকারে, সঙ্গে কুকুর,
তবে জানবে সাত জোড়ার ঠাকুর।

১১৪৭৬ হাতে হলুদ না লাগলে রাঁধুনি হয় না।

১১৪৭৭ হাতে হাতে দিলে নুন, যায় তার সব গুণ।

*১১৪৭৮ হাতে হাতে ফল।

*১১৪৭৯ হাতের সুখ।

১১৪৮০ হাঁদা পোদ, ওলকে বলে তালের নোদ।

*১১৪৮১ হাঁদুর গোঁসাই পরমেশ্বর।

১১৪৮২ হাঁদে চিড়া হুঁদে গুড় তবে জানবি রঘুনাথপুর।
[পুরুলিয়া জিলার রঘুনাথপুরের দূরত্ব বুঝাইতে।
হাঁদে—এক পিঠে ; হুদে—আর এক পিঠে।]

১১৪৮৩ হাঁ না বলতেই হাটে ছোটে।

*১১৪৮৪ হাপরের আগুন।

*১১৪৮৫ হা পিত্যেস করা।

*১১৪৮৬ হাঁফ ছাড়া।
[পা—হাঁফ ছেড়ে বাঁচা।]

*১১৪৮৭ হাবজা গোবজা।
[পা—হাবা গোবা।]

*১১৪৮৮ হাবড় হাটি।

১১৪৮৯ হাবা, বোবা, ঢলঢলে কাদা,
এ তিনে না প্রত্যয় করো দাদা।

১১৪৯০ হাভাতির পুতি, চুলের ঝুটি,
ধ'রে তোরে কাদায় ফেলে পুতি।

১১৪৯১ হাভাতেও ফকির হল, দেশেও মন্বন্তর এল।

১১৪৯২ 'হাভাতে যদ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়।'

১১৪৯৩ হাভাতের আড়ি আঠারো সের।

১১৪৯৪ হাভাতের হুনো গ্রাস।

১১৪৯৫ হাভাতের বাপের দেশ, বীচে কলাও সন্দেশ।

১১৪৮৬ হাভাতের যদি হয় ধন, বাপে পুতে দেয় কেত্তন।

১১৪৯৭ হায় তরমুজ, করব কি, বোঁটা নেই ত ধরব কি।

[ইহা একটি ধাঁধা। উত্তর ডিম। দে ইহাকে প্রবাদ সংগ্রহে স্থান দিয়াছেন।]

১১৪৯৮ হায় বিধি, পাকা আম দাঁড়কাকে খায়।

১১৪৯৯ হায় রে আমড়া, আঁটি আর চামড়া।

১১৫০০ হায় রে কপাল একপেশে, সবাই বলে—ফেন খেসে।

১১৫০১ হায় রে গরব কতদিন, চোখে দেখে মানুষ চিন্।

১১৫০২ হায়রে হায় হাজার টাকায়,
কাটা কান জোড়া না যায়।

*১১৫০৩ হারায়ে মারায়ে কাশ্যপ গোত্র।

*১১৫০৪ হাল ছেড়ে দেওয়া।

১১৫০৫ হাল যদি ধরে ঠেসে, যায় কি নাও তুফানে ভেসে।

১১৫০৬ হাল নাই তে বাহে বড়,
মাউগ নাই তে মারে বড়।

[হাল না থাকলে হালের বড়াই,
বউ না থাকিলে পত্নীকে শাসনের বড়াই।]

১১৫০৭ হালিয়া হাল চষে, কৃষাণ বোনে ধান।
আগে খায় চোরচোট্টা পিছে খায় কৃষাণ॥

১১৫০৮ হালে গেলে হেলে, জেলে গেলে জালে।

১১৫০৯ হালে পারে না, মইয়ে দৌড়য়।

১১৫১০ হালে মাতে বলদ, দুধে মাতে গাই।
বাপের বাড়ী মাতে মেয়ে, মানে না বাপ ভাই॥

১১৫১১ হালে পানি পায় না।

১১৫১২ হালে বয় না, তেড়ে গুঁতায়।

১১৫১৩ হাসতে গিয়ে কান্না এল, কাঁদতে গিয়ে হাসি।
দূর থেকে তোমায় আমি বড্ড ভালবাসি॥

১১৫১৪ হাসতে চুল কাশতে লুটায়,
ডুব দিয়ে চুল অমনি শুকায়।

১১৫১৫ হাসতে যতক্ষণ, কাঁদতেও ততক্ষণ।

১১৫১৬ হাসতে হাসতে কপালে ব্যথা।

১১৫১৭ হাসতে হাসতে গুয়া খেলাম,
তাই কি শেষে মাগ হলাম।

১১৫১৮ হাসলি হাসলি, ভাসুরের কাছেই।

[ ভাসুরের সঙ্গে ভাদ্র বৌয়ের পরিহারের অথবা avoidance-এর সম্পর্ক, তাহার সঙ্গে কথা বলার সামাজিক নিষেধ আছে। ]

১১৫১৯ হাসলে মাণিক পড়ে, কাঁদলে মুক্তা ঝরে।

১১৫২০ হাসিও পায় কান্নাও ধরে, এ কথা আর বলি কারে।

১১৫২১ হাসি কান্না বোঝা দায়।

১১৫২২ হাসি লাগায় ফাঁসি,
হাসি সর্বনাশী।

১১৫২৩ হাসি মুখে দান, কেড়ে লয় প্রাণ।

১১৫২৪ হাসির মার বড় মার।

১১৫২৫ হাসিয়া চায় আউর দৃষ্টি,
ডাক বলে, সেই সে নষ্টি।

১১৫২৬ হাঁসে খায় গেঁড়ি, পেয়দায় খায় কড়ি।

১১৫২৭ হাহুতাশে জীবন ক্ষয়, খোদা দিলে আপনি হয়।

১১৫২৮ হাহুতাশে জীবন ক্ষয়, ধীরে সুস্থে লভে জয়।

*১১৫২৯ হিংসার পুঁটলি বাঁধা।

*১১৫৩০ হিংসায় ফুটি ফাটা।

১১৫৩১ হিংসায় সবই করতে পারে, কেবল পুত বিয়তে নারে।

১১৫৩২ হিংসারে ভাই, শুকিয়ে কেন যাই।

*১১৫৩৩ হিজলের মুড়োয় নৌকা বাঁধা।

১১৫৩৪ হিত করতে করি, চাপড় খেয়ে মরি।

*১১৫৩৫ হিতে বিপরীত।

১১৫৩৬ হিঁদু কি জানে কুঁকড়ার মূল।
[ কুঁকড়া—মুরগী। ]

১১৫৩৭ হিঁদুদের দুগ্‌গা পূজো।
উপরে চিকণ-চাকণ ভিতরে খড়ের বুজো॥

১১৫৩৮ হিঁদু যদি মুসলমান হয়, মুরগী খেতে কম নয়।
[পা—'গোস্ত টানে বেশি' কিংবা 'গরু খাওয়ার যম হয়।']

১১৫৩৯ হিঁদুর গাই মুসলমানের হারাম।

১১৫৪০ হিঁদুর দাড়ি, মুসলমানের নারী, গাঙের কূলে বাড়ী।
বনে-চরা গাই, এ চারে বিশ্বাস নাই॥

১১৫৪১ হিঁদুর বাড়ী, মুসলমানের হাঁড়ি, সাহেবের গাড়ী।
[ হিন্দুর টাকা থাকিলে বাড়ী করে, মুসলমানের টাকা থাকিলে খাইয়া ফতুর হয়, সাহেবের টাকা থাকিলে সে গাড়ী কিনিয়া বেড়ায়। ]

১১৫৪২ হিন্দুর নারায়ণ, মুসলমানের তোবা।

*১১৫৪৩ হিমসিম খাওয়া।

১১৫৪৪ হিয়ালে নিয়ল কাটে, ঘুণে পালা কাটে।
[ অর্থাৎ যাহার যাহা অভ্যাস তাহা পালন করা।
হিয়াল—শিয়াল ]

*১১৫৪৫ হিল্লী দিল্লী ক'রে বেড়ানো।

*১১৫৪৬ হিল্লী দিয়ে দিল্লী যাওয়া।

১১৫৪৭ হিসাব নাই, তজবিজ নাই,
সে পরগণা জয়নসাহী।

১১৫৪৮ হিসাব নিকাশ যখন,
পোঁদ ফাটবে তখন।

১১৫৪৯ হিসাবের গরু বাঘে খায় না।

১১৫৫০ হিসাবের কড়ি, ঝুলির মধ্যে ভরি।

১১৫৫১ হুকুমে হাকিম চলে।

১১৫৫২ হীরার আংটি কি বাঁকা হয় ?

*১১৫৫৩ হীরায় দাঁত ঘসা।

[ ঐশ্বর্যের পরিচায়ক। ]

*১১৫৫৪ হীরার ধার।

*১১৫৪৫ হুঁকো নাপিত বন্ধ।

১১৫৫৬ হুজুরে হাজির আছি।

১১৫৫৭ হুজুরে মজুরীও ভাল।

*১১৫৫৮ হুড়মো দিয়ে সাগর সেঁচা।

*১১৫৫৯ হুতোম মুখো।

১১৫৬০ হুন্নুরে চীন, হুজ্জুতে বাঙ্গাল।

১১৫৬১ হুমুরের ঘর ডুমুরে ছায়, তিন জনে মটকায় যায়।

১১৫৬২ হুলোর কেউ নয়, মেনীর খোন্দকার।

১১৫৬৩ হুল্যার গোসা নাল্যা ক্ষেতে।

[ হুল্যা—হুলো বিড়াল ; নাল্যা—নালিতা, পাটক্ষেত ]

*১১৫৬৪ হুসেন শাহের আমল।

*১১৫৬৫ হুঁ হুঁ জ্বরা, কুড়ে পাথরা।

*১১৫৬৬ হৃদে বিষ মুখে মধু।

১১৫৬৭ হেঁই শ্বাশুড়ী গাল দিও না পাশা খেলতে বসেছি।

১১৫৬৮ হেগে খায়, খেয়ে মুতে, তারে না ছোঁয় যমদূতে।

১১৫৬৯ হেগে পেয়েছে বরে।
আগে হাগত বাইরে, এখন হাগে ঘরে॥

১১৫৭০ হেগো-মুতোর মা, হেগো-মুতোর মা,
একটা কথা শুন্‌সে।
হাট্‌কে গেলাম হেসে মলাম, মান্‌ষের নাম নর্‌শে॥

১১৫৭১ হেগো রুগীর কথায় টন্‌ক।

*১১৫৭২ হেটে কাঁটা উপরে কাঁটা।

১১৫৭২ হেটে মাটি উপর করা।

১১৫৭৪ হেটে ভাইয়ের বুদ্ধি খুঁজে, করাত চালাও বুঝে সুঝে।

*১১৫৭৫ হেঁজি-পেঁজি।

১১৫৭৬ হেঁটে সমুদ্র পার।

১১৫৭৭ হেটো ষাঁড়, হাজার মার, পথ ছাড়ে না।

১১৫৭৮ হেথা হতে ছুঁড়লাম থাল, থাল গেল বলদা খাল।
[ ধাঁধা। উত্তর—রৌদ্র কিংবা বিদ্যুৎ। ]

১১৫৭৯ হেদিয়ে পেয়েছে ঘর, রাতে কান্না দিনে জ্বর।

১১৫৮০ হেঁদী কয় পেঁদীকে—বোঝা লো,
ঢেঁকি দিয়ে কান বেঁধালো।

১১৫৮১ হেন করেঙ্গা তেন করেঙ্গা, জটে বুড়ীর লেজ কাটেঙ্গা।

১১৫৮২ হেনা চন্দন কে না পরে,
কপাল গুণে চন্দন ঝলমল করে।

*১১৫৮৩ হেঁপায় প'ড়ে স্রোতে ভাসা।

*১১৫৮৪ হেঁপো বাগদী, গুঁপো পোদ।

১১৫৮৫ হেলায় কার্য নষ্ট, বুদ্ধি নষ্ট নির্ধনে।
যাচনে মান নষ্ট, ভোজন নষ্ট দই বিনে॥
[ পা—হেলায় কার্যনাশয়, বুদ্ধিনাশয় নিধনে ;
যাচকে মান নাশয়, কুল নাশয় কুভোজনে। ]

১১৫৮৬ হেলায় গেল বেলা, জলে শুকাক ধান।
ওঠ কলসী, জলকে চল, ঢেঁকি কুটুক ধান॥

*১১৫৮৭ হেলায় হারানো।

১১৫৮৮ হেলে ধরতে পারিনে কেউটে ধরি।

১১৫৮৯ হেলে নয়, গিরগিটি নয়, মনসার সঙ্গে বাদ।

১১৫৯০ হেলে যায় চষতে, বামুন যায় বসতে।

১১৫৯১ হেলে যায় হাল নিয়ে, বিধাতা যায় তুল নিয়ে।

১১৫৯২ হেল্যার হাল ধরো না, বাঁজার ঘর আগুলো না।
ছেলের মায়ের ছেলে ধরো না॥

১১৫৯৩ হেসে চাকি বসেন পাটে, শম্ভু সেবার হয় না মাঠে।

১১৫৯৪ হেসে হেসে কথা কয়, এ মিন্‌সে ত পেয়দা নয়।

১১৫৯৫ হেসে হেসে কথা কয়, এ হাসি ত ভাল নয়।

১১৫৯৬ হোড়মোড় যাত্রা, যা করেন বিধাতা।

*১১৫৯৭ হোঁচট্ খেয়ে পদ্মনাভ।

*১১৫৯৮ হোঁদল কুৎ কুৎ।

*১১৫৯৯ হোমরা চোমরা।

১১৬০০ হ্যাদে লো বামনী, আপনা আপনি।

*১১৬০১ হ্রস্ব দীর্ঘ জ্ঞান।

## সংযোজন

*১১৬০২ অকালে সকাল হওয়া।

১১৬০৩ অন্ধ, জাগোরে—না জেগেই আছি।

১১৬০৪ অভদ্দর বর্ষা কাল, শিয়াল চাটে বাঘের গাল।
শুন্‌রে শিয়াল তোরে কই, সময় বুঝে সবই সই॥

*১১৬০৫ অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা।

১১৬০৬ আপনা পুত লাঙ্গলের গাদা, পরের পুত সাহাজাদা

১১৬০৭ আপনার বুদ্ধিয়ে রাজা, পরের বুদ্ধিয়ে ভোজা।

১১৬০৮ অর্থহীন তুলাৎও পাতল্।
[ অর্থহীন পুরুষ তুলা অপেক্ষাও হালকা। উ ব প্র ]

১১৬০৯ আইতে শাল যাইতে শাল,
তারে কয় বরিশাল।

১১৬১০ আইস শাল, বইস মার্গে।
[ বিপদ ডাকিয়া আনা। ]

১১৬১১ আউসে বিন্ধাইয়া কান, ছেঁদা দিতে যায় পরাণ।

১১৬১২ আখড়াইয়ের দীঘির মাটি,
বাহাদুর পুরের লাঠি,
কুলীনের ঘাঁটি।

১১৬১৩ আগে যার পরে তার,
যুগে যুগে অবতার।

১১৬১৪ আঁতাগুণে পাঙা গাছ গুণে ঝিঙা,
মা গুণে বেটি, বাপ গুণে বেটা।

১১৬১৫ আদগিদারি আদা, ভাতারকে বলে দাদা।

১১৬১৬ আপন থাক্যে পর ভালো,
পর থাক্যে জঙ্গল ভাল।

১১৬১৭ আধা খাইয়া নিরামিশ, তার কর আবিশ।
[ আবিশ—হবিষ্যী ]

১১৬১৮ আপনা আশা জান্থ ভরসা,
পরের আশা পরে উপাস।

১১৬১৯ আপনার কাঠ ইঁদুরে খায়,
কাঠ কুড়াতে বনকে যায়।

১১৬২০ আপনার বিচার করে না খাঁদি
পরকে বলে পেছাপোঁদী।

১১৬২১ আপনার বেলায় ওঝা, পরের বেলায় বোঝা।

১১৬২২ আম খেয়ে খেয়ে আমড়া রুচি,
এমন পীরিতি থাক্‌লে বাঁচি।

১১৬২৩ আমি ভাল করতে চাইগো মনে,
মন্দ হয় আমার কপাল গুণে।

১১৬২৪ আলোয় উঠে, আলোয় ঘুমায়,
তার দুঃখ কেউ না ঘুচায়।

১১৬২৫ আশ্চর্য আবিষ্কার, ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার।

১১৬২৬ ইল্লৎ যায়না ধুইলে,
খাইচ্ছৎ যায় না মইলে।
[ ইল্লৎ—স্বভাব ; খাইচ্ছৎ—কুৎসিৎ আচরণ। ]

১১৬২৭ উট কপালী সিঁদুর চায়,
খড়ম ঠেঙ্গী ভাতার খায়।

১১৬২৮ উড়ে যা বনী, তোর কথা আমি ঘরে বসে শুনি।
[ বনী—বুনো পাখী। ]

১১৬২৯ উদ খেতে খুদ নেই, কলা পোড়ার ঝোল।
[ বাঁকুড়া জিলার গ্রামাঞ্চলের ভাষা।]

১১৬৩০ উদারী পূব-দুয়ারী।

১১৬৩১ উপকারীকে কেটে মারি, জুয়াচোরকে সঙ্গে করি।

১১৬৩২ এক নড়ি বাজে না।
[ নড়ি—কাঠি। তু—এক হাতে তালি বাজে না। ]

১১৬৩৩ এক পাই চাল ছিল, মা বেটিতে খেল,
ঘর-জামাই ব'সে আছে, ধান শুকাতে দিল।

১১৬৩৪ এক মাগকে লেনা দেনা,
অন্য মাগকে ছেঁড়া টেনা।

১১৬৩৫ একা কূলে বা নদীকূলে বাস,
হয়তো রাজা, নয়তো প্রজা নয়ত সর্বনাশ।
[ এক সন্তানের আশা নদীকূলের বাস তুল্য ]

১১৬৩৬ এ কানা ঢেলাস না।—ভেলে মনে করালি।

১১৬৩৭ এখন নূতন নূতন নালতের শাক,
তারপর বুড়ো গরু দামে গিয়ে পড়বে।
[তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক 'রসকলি'তে ব্যবহৃত।]

১১৬৩৮ এড়্যা গরুর ভিন্নু ডহর।
[ বাঁকুড়ার উপভাষা। ]

১১৬৩৯ এড়্যা না বক্না, লেজটা তুলে দেখ না।

*১১৬৪০ এড়্যার ধুম খুম বেড়্যার উপর।
[ সবলের প্রতাপ দুর্বলের উপর ]

১১৬৪১ এ ডালে ও ডালে শালকি বসেছে,
বুদির মাকে নিয়ে যেতে পালকি চলেছে।
[ ছড়া। তু—এই পারে বন, উই পারে বন পিয়াল পেকেছে। লুথার মারে বিয়ে করতে শিয়াল ক্ষেপেছে॥ ছড়া। ]

১১৬৪২ এত রূপসী মানুষটি, কিন্তুক শিমুল ফুল।

১১৬৪৩ এনু তোমায় সেলাম দিতে,
তুমি আমার পুতের মিতে।

১১৬৪৪ এমন ঘর কর—একবার হয়ো,
প্রতি খাবলে মাছের মুড়ো খেয়ো,
যদি না বুঝতে পার, তেমুড়ার কাছে যেও।

১১৬৪৫ 'এহো বাহ্য আগে কহ আর।'

১১৬৪৬ এসেছি একা যাবও একা,
কেবল মাত্র পথের দেখা।

১১৬৪৭ এসেছি পরের ঘর, জল ছাড়ালেই যাবো ঘর।

১১৬৪৮ ও কালা, খাবে ?
নুন হাতে নিয়ে বসে আছি।

*১১৬৪৯ ওজন ছাড়া ভোজন।

১১৬৫০ উ পারেতে ধান পেকেছে লম্বা শীষ,
টুকুস ক'রে মরে গেল লঙ্কার রাবণ।
[ তারাশঙ্কর 'রসকলি'। ]

১১৬৫১ কর্তা পাদেন জয়ঢাক বাজে
গিন্নী পাদেন মৌরী ভাজে,
পুত্র পাদেন দুর্যোধন
বউ পাদলেই অলক্ষণ।
[ প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সংগৃহীত ]

১১৬৫২ কলির কাল পড়বো,
ছোট ছোট মানুষ হইবো বর্ণ হইবো কালা,
মায়রে ডাকবো চুৎমারাণী বাপের ডাকবো হালা।
ভাইএ ভাইএ কাকা কইরা দুয়ারে বান্‌বো জাডা,
কলির কালে পুতের বউএ হরীরে মারবো ঝাডা।
কলি কালের মুন্সী মৌলভী নাম হইবো দড়,
না মানিবো কোরাণ কিতাব হুজ্জৎ করবো বড়।

কলির কালের বরাহ্মণে খুইজ্যা লইবো দান,
আপনি মজিবে বামুন মজাইবো যজমান।
[ কাজ্যা—ঝগড়া, কাডা—কাঁটা ; হরীরে—শাশুড়িকে ; বানবো—বাঁধিবে; ছজ্জৎ—গোলমাল ; বরাহ্মণে—ব্রাহ্মণে ; খুইজ্যা—খুজিয়া। ]

১১৬৫৩ কথায় লোকে হাতী পায়, কথায় লোক হাতীর পায়।

১১৬৫৪ কথায় কথায় বাক্য সরে। অল্প কথায় বদন ভরে॥

১১৬৫৫ কলা গোর দেখি লোকা গোর,
মাও গোর দেখি ছাওয়া গোর।
[ উ ব প্রা। লোকা—চারাগাছ ; ছাওয়া—ছেলে। ]

১১৬৫৬ কলা মূলা শাকের আঁটি, এই নিয়ে নৈহাটী।

১১৬৫৭ কুড়ের কুড়ি বুদ্ধি, লোলার অন্ত নাই,
এক চোখ কানা যার একশ বিরাশী বুদ্ধি তার।

১১৬৫৮ কচড়া কান মচড়া।
[ কঁচড়া—মহুয়া গাছের ফল। ]

১১৬৫৯ কাউয়ার বাসায় কুলীর ছাও,
জাতি আনমান করে রাও।

১১৬৬০ কাজে কুড়ে, ভোজনে দেড়ে।

১১৬৬১ কাজের বেলায় আমড়া আঁটি
বাড়ী কোথায় না পানিহাটী।

১১৬৬২ কাটা মুণ্ডে রামনাম।

১১৬৬৩ কানা খোঁড়া পেয়েদা
তিন মুড় জেয়াদা॥
[ জেয়াদা—হিন্দী জ্যাদা = অধিকতর ]

১১৬৬৪ কামার কুমার ধুবী।
গাঁয়ের বাইরে থুবী॥
বৎসরান্তে দু' এক ঘা দিবি।
আর কেড়ে কুড়ে নিবি॥

১১৬৬৫ কালা কাজলের মাটি, তার লাগি ছ'মাস হাঁটি,
সুন্দর ধুতুরার ফুল, তার নাই এক কড়ার মূল।

১১৬৬৬ কি করিবে দশ পুত্রে, কন্যা যদি পড়ে পাত্রে।

১১৬৬৭ কি বলে না কি, আমড়া ভাতে ঘি।

১১৬৬৮ কুড়িয়া ঘোড়ার দপদপি বেশি।

১১৬৬৯ কুড়ে খোঁজে ইঁদ পরব।
[ ইঁদ পরব—ইন্দ্রপূজা, ধ্বজা পূজা। ]

১১৬৭০ কুত্তারে যায় তেল লেয়াইতো,
কুত্তায় যায় কাঁটা খাইতো।
[ লেয়াইতে—লেহন করাইতে।]

১১৬৭১ কুসঙ্গে যাই ঘুচাই নাক কান।
সুসঙ্গে যাই, খাই গুয়া পান॥

১১৬৭২ কুস্তি কোর্তা, কেতাব, কাড়া,
এ কয় নিয়ে দর্জিপাড়া।

১১৬৭৩ কৃপণের ধন দ্বিগুণ হয়, তবু কৃপণের যশ না রয়।

১১৬৭৪ কৃপণের দুনো ব্যয়, পান্তা ভাতৎ নুনের ক্ষয়।

১১৬৭৫ কেঁকলাসের দৌড় বাদার গড়া।
[ গড়া—গোড়া ; বাঁকুড়ার উপভাষা। ]

১১৬৭৬ কোথাও কিছু নাই নগরে, ঢাক বাজছে কুলভাঙরে।

১১৬৭৭ কোথাও নাই নগরে, বাজনা বাজছে প্রেমসাগরে।

১১৬৭৮ কোন বউকে বলব ভাল,
ভাত চাপায়ে ঘাটকে গেল।
[ বাঁকুড়ার উপভাষা। ]

১১৬৭৯ কোনও ভাত, তার ডান হাত।

১১৬৮০ কোমরে নাই ডোর, উঠ্‌ছে ভোর ভোর।

১১৬৮১ খাইলে খাওয়া খায় রাজার ভাণ্ডার,
ধরিলে ধরা খায় বড় নাওয়ের কাণ্ডার।
[ খাওয়া খায়—খাইতে হয়, ধরা খায়—ধরিতে হয় ]

১১৬৮২ খাবার বেলা আজকে যা,
উলুর বেলা জিভের ঘা।

১১৬৮৩ থ্যাদা হোক পেঁচা হোক সব সইতে পারি।
নাক তুলে তুলে কথা কয়—ঐ জ্বলনে মরি॥

১১৬৮৪ খিচুরিতে জিরে হিং গরম ভাতে ঘি,
ঘর দেখে বর ঠিক করবে থুইবে তাতে ঝি।

*১১৬৮৫ খুঁচিয়ে ঘা করা।

১১৬৮৬ খুঁটির জোরে মড়া কাঁদে।

১১৬৮৭ খেতে পায় না চুয়া মুড়ি মণ্ডা যেছে গড়াগড়ি।
[ যেছে—যাইতেছে। ]

১১৬৮৮ খেলাম না খেলাম,
খুদের হাঁড়িতে হাত ভরে কলঙ্ক নিলাম।

১১৬৮৯ খেয়ে দেয়ে চিল্লাছেন, যতই খাচ্ছেন।

১১৬৯০ গঙ্গা কি মড়ায় গালে।
[ গালে—ক্লান্ত হয়। ]

১১৬৯১ গণক যদি বলে ঠিক, তবে কেনে মাগে ভিখ্।

১১৬৯২ গরীবের ছিলার ক্ষিদা বেশি।

১১৬৯৩ গলা গেল ঘর, লাঙ্গল তুলে ধর।
[ গলা—গোয়ালা। বাঁকুড়ার উপভাষা ]

১১৬৯৪ গাঙ্পার হইলে পাটনি হালা ( শালা )।

১১৬৯৫ গাছের বল লতাপাতা মাছের বল পানি,
পুরুষের বল টাকা পইসা নারীর বল স্বামী।

১১৬৯৬ গিন্নী হাঁড়ি ভাঙলেও খলা।
[ খলা—খোলা। ]

১১৬৯৭ গুড় নাই সিঁদুর নাই
খুড়া ভক্ত্যা কামাইছে।

১১৬৯৮ গুড়ে এত বালি বসে নাই।

১১৬৯৯ গুঁফো তো নয় দেড়ে,ব্যাটা পাতি নেড়ে।

১১৭০০ গোসাপ আবার সাপ হলো
আরশোলা সে পাখী,
চিংড়ি আবার মাছ হ'লো
বদ্দি বামুন নাকি।

১১৭০১ ঘরগুণ মেঝের মাটি, যে আসে সে বিয়োয় বিটি।

১১৭০২ ঘরে আছে নানান্ নিধি, খেতে দেয় না দারুণ বিধি।

১১৭০৩ ঘরে এঁড়ে বাইরে নই, এ দুখের কথা কারে কই।

১১৭০৪ ঘরেও ভাত নেই, মেরেও খেয়েছে।

১১৭০৫ ঘরে ঘরে ?

[ কাহিনীমূলক প্রবাদ। মেয়েদের মহলে একদিন কাহার সঙ্গে কাহার বিবাহ হইয়াছে এই বিষয়ে আলোচনা হইতেছিল। একটি ছোট ছেলে মাকে জিজ্ঞাসা করিল, মা, তোমার কার সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে ? মা লজ্জায় নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। একজন বলিল, তোর বাবার সঙ্গে। ছেলেটি বিস্মিত হইয়া বলিল, বাঃ, ঘরে ঘরে ? ]

১১৭০৬ ঘরে নাই ভাত, দুয়ারে বাজছে ঢাক।

১১৭০৭ ঘরে নেই খরচি, কদ খেয়ে মরছি।

১১৭০৮ ঘরে নেই ঘোরাঘুরি, চিনিমণ্ডার গড়াগড়ি।

১১৭০৯ ঘরে সরষের তেল জুটে না,
কেরোসিনে বাগাও টেরি।

১১৭১০ ঘাসও আবার গাছ, ইঁচলাও আবার মাছ।

১১৭১১ ঘিয়ের লুচি অরুচি, তেলের লুচি পাল্যে বাঁচি।

১১৭১২ ঘাটাৎ পাইলং কামার,
দাও গড়ে দেও আমার।

[ উ বা প্রা। ঘাটাৎ—পথে। পাইলং—পাইলাম। ]

১১৭১৩ চলতে না পেরে গদা বড় ধীর।

১১৭১৪ চালে না চালে ফুড়কি চালে।
নাগা ধরাকে বাবা বলে॥

১১৭১৫ চালের চেয়েও বেশী খুদ,
মূলের চেয়েও বেশী সুদ।

১১৭১৬ ছল নাই বল নাই ঘর, তার নাম বাসর।

১১৭১৭ ছাগলে যদি হত চাষ, বলদে তবে কিবা আশ।

১১৭১৮ ছাতা দিয়ে মাথা ঢাকা,
আর মেঘ দিয়ে চাঁদ ঢাকা।

১১৭১৯ ছিল নাই আমানি খেতে বাটি
এখন হয়েছে কপাল জুড়ে পাটি।

১১৭২০ ছুঁচার চাকর চামচিকা,
তারও মাইনা পাঁচসিকা।

১১৭২১ জমিদার জঙ্গল আর গরুর শিঙ্,
এই তিনে মৈমনসিং।

১১৭২২ জল খাবে ছেনে, কুটুম করবে জেনে।

১১৭২৩ জানায় সে নে জানে,
অজানায় যেইটে সেইটে হানে।
[ যেইটে সেইটে—যেখানে সেখানে। উ ব প্রা—A wearer knows where the shoe pinches অর্থে। ]

১১৭২৪ জানিস্ নাই, জানবি—
গেঁতুই জালটা গলায় বেঁধে বসে বসে কাঁদবি।

*১১৭২৫ জ্যেঠ ভাতুরী।

১১৭২৬ ঝিয়ের নাতি কান্ধে ছাতি
পুতের নাতি কান্ধ কুড়ালী।
[ কান্ধ কুড়ালী—কাঁধে কুঠার ]

১১৭২৭ টাকা চোর গয়না চোর
সবার বড় মনচোর।

১১৭২৮ ডিংরের মরণ ডাঙরে।

১১৭২৯ ঢাকের সাথে কাঁসি
তবলার সাথে বাঁশী।

১১৭৩০ ঢের করল বাপের বাপে,
আরো করবে কাঠের কাপে।

*১১৭৩১ তারা লাগা।
[ বিস্মিত বা চমৎকৃত হওয়া ]

১১৭৩১ক তাঁতী কুলে জন্মাইয়াছিলাম লোকে বলত যোগ্যা,
একুল ওকুল দুকুল হারাইলাম গিরস্থিতে লাগ্যা।

১১৭৩২ তিলে তিলে মন প্রাণ—আমি কি যোগাতে পারি ?

১১৭৩৩ তুই আমার কেরে ?
যে পাঁচ ব্যঞ্জন সাজিয়ে দিব
তাতা ভাতটি বেড়ে ?

১১৭৩৪ তেলীর মাইয়ার কি কাম,
তেল টারি আর কাকইখান।
[ উ ব প্রা। ]

১১৭৩৫ তোজ তেলে ভোজ খেতে, ঘরে তিনজন লোক।

১১৭৩৬ তোর বিধাতার লেখন ভালো।

১১৭৩৭ থাকরে কুকুর মাড়ের আশে,
মাড় দিব তোকে অঘ্রাণ মাসে।

১১৭৩৮ দই আনিবেন মধ্য থাল,
কইনা আনিবেন যার মাওটা ভাল।
[ উ ব প্রা ]

১১৭৩৯ দু'দিন বন্দা কলেমা-চোর,
না পায় ভেশ্‌ত না পায় গোর।

১১৭৪০ ধনীক দেখি ধনী খুশী, রান্ধাভাতে মারলেক খাসি,
নিধনী গেইল ধনীর কাছ, 'ধর কাঁচি কাট ঘাস।'
[ উ ব প্রা ]

১১৭৪১ ধীরে যায় থামে না, তার নাগাল পায় না।
[ তু—ইংরেজি প্রবাদ—Slow but steady wins the race. ]

১১৭৪২ নয়া নয়া হাঙ্গালতি তিন ভাত ছান রান্ধে,
পুরাণ অইলে হাঙ্গালতি গালে হাত দিয়া কান্দে।

১১৭৪৩ না পাকির কাটল ভাদর মাস।
[ উ বা প্রা। পাকির—পাকিবার ; কাটল—কাঁটাল ]

১১৭৪৪ পদে বিবি খাঁন-খাঁন, খোঁপার ভিতরে হুট্‌কি খান।
[ হুট্‌কি—শুকনো মাছ ]

১১৭৪৫ পরের লাগি খাদ করে,
আপনি খাদে পইড়া মরে।

১১৭৪৬ পরের সল্লা যে লয়,
লোটা বেচ্যা বাওশ লয়।
[ বাওশ—লাউয়ের খোলে তৈরী ভিক্ষাপাত্র। ]

১১৭৪৭ পাঁঠার কড়ি ছালাত, বরোধান খলাত।
[ পাঁঠা বিক্রয় করিয়া কড়ি, কিংবা বোরোধান খামারে না পাওয়া পর্যন্ত বিশ্বাস নাই। ]

১১৭৪৮ পোলার বুঝ ঠোঁটে,
বুড়ার বুঝ পেটে।
[ বুঝ—বুদ্ধি ; পোলা বা বালকের চাইতে বৃদ্ধের বুদ্ধি বেশি। ]

১১৭৪৯ ফুলের মাইঝে ধুতরা,
ইষ্টির মাইঝে পুত্‌রা।
[ মাইঝে—মধ্যে; পুত্‌রা—পুত্রা বা জামাতার ভ্রাতা। ]

১১৭৫০ বল্‌ব কি ভাই সুখের কথা,
গোদের উপর মাথা ব্যথা।

১১৭৫১ বাইরে তুমি দেখন হাসি,
ভেতরেতে সর্বনাশী।

১১৭৫২ বাড়ীর শোভা বাগ্‌-বাগিচা ঘরের শোভা উসারা,
দাঁতের শোভা মাঞ্জন মিশি চক্ষের শোভা ইসারা।
[ উসারা—বারান্দা। পূ বা প্রা ]

১১৭৫৩ বাড়ীর শোভা তাল সুপারি চালির শোভা ঝাড়ি,
নারীর শোভা সোনা রূপা বিছানার শোভা নারী।
[ উ বা প্রা। চালি—ঘরের চাল; ঝাড়ি—কারুকার্য করা ঝাড়। ]

১১৭৫৪ ভালার সঙ্গে চল্‌লে খায় বাটার পান।
বুরার সঙ্গে চললে কাটে দুই কান॥

১১৭৫৫ মরদের সাকাই আসিলে তোম্‌সা নোরোদ বোরোদ,
মাইয়ার সাকাই আসিলে কালাই হোরোৎ হোরোৎ।
[ উ ব প্রা। মরদ—স্বামী; সাকাই—আত্মীয়; তোম্‌সা—কলাগাছের তরকারী; কালাই—ডাল। ]

১১৭৫৬ মরব ঘোড়ায় মাটি কামড়ায়।

১১৭৫৭ মাও-এর মুখৎ কাওওয় নাই।
[ উ বা প্রা। কাওওয়—কেহই। None is to bell the cat. ]

১১৭৫৮ মুখে মুখে শেখ ফরিদ, বগলমে ইঁট।

১১৭৫৯ মুছিলে পুছিলে বাড়ী, পেন্দাইলে গুড়াইলে নারী।
[ উ বা প্রা। মুচিলে—মুছিলে, পুছিলে; পেন্দাইলে—পরাইলে। ]

১১৭৬০ যতদিন পিতা ততদিন ভাত,
পিতা মরলে হা—ভাত।

১১৭৬১ যে বাঙা ফোটে, তার দোপাতাৎ চিন্।
[ উ ব প্রা—Morning shows the day ]

১১৭৬২ যেই দেশের যেই ভাও,
উপুড় কইরা নাও বাও।

১১৭৬৩ যেইটে বাঘের ভয়,
সেইটে সঞ্ঝে হয়।
[ উ বা প্রা। যেইটে—যেখানে; সেইটে—সেখানে। ]

১১৭৬৪ যেমন ধাব, তেমন পাব।
[ যেমন কাজ, তার তেমনই ফল। উ ব প্রা ]

১১৭৬৫ যে বাড়ি খাইছে কান, আর কি খাই গিরস্থের ধান ?

১১৭৬৬ যেমন মা তেমন ঝি,
তাথ্যে বাড়ে নাতিনটি।
[ তাথ্যে—তাহা হইতে। ]

১১৭৬৭ রাড়ী ষাঁড় পাহাড়, দূরসে বাহার।
[ দূর হইতে দেখিতে সুন্দর। হিন্দী প্রবাদ, বাংলায়ও ব্যবহার হয় ]

১১৭৬৮ রূপমতী নারীক না লাগে শাঁখা,
গুণবান্ পুরুষক না লাগে টাকা।

১১৭৬৯ শব্দে শুনা যায় নহবতের বাণী,
বার বাড়ীতে গিয়া শুনি গাধার চেঁচানী।

১১৭৭০ শাওন্যা ধারা,
ঘরে ভাত নাই দুয়ারে পাড়া।
[ পাড়া—মাড়া দিবার আগে স্তূপ করিয়া রাখা ধানের শীষ, বা কাটা ধানের গাদা। ]

১১৭৭১ সতের সঙ্গে সং, প্রতি কথায় রঙ,
অসতের সঙ্গে সং গলায় ঢং ঢং।

১১৭৭২ সুদানের ভাইরে ভাই, নিদানের কেহই নাই।

১১৭৭৩ সুচ, সোহাগা, সুজন। ভাঙ্গা গড়ে তিন জন।

১১৭৭৪ সোনা রূপা চেনা যায় পাথরে ঘসিলে,
বন্ধুবান্ধব চেনা যায় বিপদে পড়িলে।

১১৭৭৫ হইবে পুতে ডাকবে বাপ, তবে যাইবে মনস্তাপ।

১১৭৭৬ হইলে পুত, না হইলে যমদূত।

১১৭৭৭ হক কথায় মন বেজার,
ততা ভাতে বিলাই বেজার।
[ ততা—তপ্ত ; বেজার—অসুখী। ]

১১৭৭৮ হউর বাড়ী মধুর হাঁড়ি, নিত্য গেলে ঝাঁটার বাড়ি।

১১৭৭৯ হতাই মার বাণী,
তল দিয়া গাছ কাটে, উপরে ঢালে পানী।

১১৭৮০ হস্তী-পাইয়া, চিরল দাঁত্যা, পিঙ্গলা মাথার কেশ,
এ সব আভাগ্যা নারী ভরমে নানান দেশ।
ডুব ডুবাইয়া হাটে নারী চোখ পাকাইয়া চায়,
এ সব আভাগ্যা নারী পুরুষ আগে খায়।
হাপের মত লেকি-বেকি বাঘের মত চায়,
হাড় মাংস থুইয়া বউয়ে পরাণ কাইড়া খায়।

[ হস্তী-পাইয়া—হাতীর মত পা যাহার; হাপের—সাপের। ]

১১৭৮১ হইল গজাইরের পোনা,
যার যার কাছে তাই সোনা।

[ গজাইরের—গজার মাছের। ]

*১১৭৮২ হইয়াও না হওয়া পাইয়াও না পাওয়া।

১১৭৮৩ আকাল্যা ভালুক, পেয়েছে শালুক।

*১১৭৮৪ আপাওয়াকে পাওয়া, চোকায় বাকায় খাওয়া।

১১৭৮৫ আশকেরে আশকে, তুই পেট্‌টি ভরালি,
গড়গড়্যারে হড়হড়্যা তুই মারটি খাওয়ালি।

১১৭৮৬ এনে দাও ব'সে মারি, তোমার পুণ্যে লড়তে নারি।

১১৭৮৭ ওরে আমার চতুর কানাই,
ঘরে ভাত নাই আসছে জামাই।

১১৭৮৮ কত বড় গাঁ—তার আবার উপর কুলি।

১১৭৮৯ কৃষ্ণ যদি পতিত পাবন, তবে রাধার কেন দশা এমন।

১১৭৯০ কোন কালে নাই মনসা পূজা, একেবারে দশভুজা।

১১৭৯১ গড়ে আড়া ঘাটে পাথরা—বস বেয়ান বস।

১১৭৯২ ছেলের নামে পোয়াতী বাঁচে।

১১৭৯৩ ঠাকুর ঘরে প্রসাদ পাই।
কাজ কি চালের দর শুধাই॥

১১৭৯৪ ঢ্যামনের আশী কলা, ঢ্যামন যায় ষষ্ঠীতলা।

১১৭৯৫ তোজ গেল ভোজ গেল, ঘরে তিন জন লোক।

১১৭৯৬ দিতে থুতে না হই কাতর,
এক পো চালে তিন পো পাথর।

১১৭৯৭ দিলে থুলে মাসীপিসী, না দিলেই সর্বনাশী।

১১৭৯৮ দেখ পৈতা মার ভাত।

১১৭৯৯ পরের কাজে কামার ব্যস্ত।

১১৮০০ পাঁজি পুঁথি ছাড়ি, যা ভট্‌চায বাড়ী।

১১৮০১ পেটের ভাতে আকাল পাসুরা।

১১৮০২ বাঁজী কি বুঝে কাজীর মর্ম।

১১৮০৩ বার জাতে এক জাত, মাদল বাজে সারারাত।

১১৮০৪ ভাতের আটকাল তেলেই মালুম।

১১৮০৫ ভোজ খেতে গেলেন পুত, সঙ্গে আন্‌লেন তিন ভূত।

১১৮০৬ মনসা পূজার সাপ, চৈত পরবের কাপ।

১১৮০৭ রাক্ষসের কাছে মাছের পসরা।

১১৮০৮ সর্বাঙ্গ ভরেছে দাদে, কি হবে আর আশীর্বাদে।

১১৮০৯ সাত বৌকে একটি পিঠা খড়কের আগে ঘি,
গাঁছুর গুঁছুর কি করছ বৌ, খেতে লারছো কি ?

১১৮১০ সূর্যের আলোয় গেলে বৌড়ী, চাঁদের আলোয় এলে,
সৎ জাতের বেটি বলে ঘর ঢুকতে পেলে।

১১৮১১ হাঁড়রে জল যায়, ভুলুকে তালি।

১১৮১২ হাতের আলিসে মচ বাগানো হয় না।

১১৮১৩ হাতের মুছা পায়ের মুছা, কপালের মুছা যায় না।

১১৮১৪ হাতের শাঁখা দর্পণে মালুম।

[ বাঁকুড়া জিলার পাঠান্তর। ]

## বাংলাদেশ হইতে সংগৃহীত প্রবাদ

১১৮১৫ অকাজের বউ ঢেঁকী, লাথি দিলেও মাথায় উঠি।

১১৮১৬ অকাজের মানুষ ভুতুরা দা।

১১৮১৭ অকালে খাইয়া কোষ, সুকালে দিলে দোষ।

১১৮১৮ অতি বুদ্ধি লড়ং ধরং, অল্প বুদ্ধির পড়্ইয়া মরণ।

১১৮১৯ অতি আদরে বাওয়াস,
অনাদরে সর্বনাশ।

১১৮২০ অন্ধ পুতের আবার রাঙা বউ।

১১৮২১ অন্ধ-মানুষ পয়গম্বরের দুশ্‌মন।

*১১৮২২ অন্নহারা অন্নছাড়া।

১১৮২৩ অন্তরে যার কালি, মুখে তার ছালি।

১১৮২৪ অতীত হইলেই পতিত নয়।
নয়া হইলেই পয়া নয়॥

১.৮২৫ অপব্যয়ী শয়তানের ভাই।

১১৮২৬ অবুঝারে বুঝাইবাম কত,
ভাংগা নায়ে চড়বাম কত।

১১৮২৭ অভাগা নাইতে যায়, সাগর শুকাইয়া যায়।

*১১৮২৮ অভাবের মা বাপ নাই।

১১৮২৯ অল্প বয়সে পীরিত করা, কাচা বাঁশে ঘুণে ধরা।

১১৮৩০ অমানীরে মান দিলে আগে মারে দাতা।

১১৮৩১ অলসের কান্না, ফকীরের ধন্না।

*১১৮৩২ অল্পেতেই আউলে পড়া।

১১৮৩৩ অহুনাক বিয়ে করে, পহুনাক দানে যাচে।

১১৮৩৪ অকথা না বায় গায়ে, মশার কামড় না সয় পায়ে।

১১৮৩৫ আভাইগ্যার মা মরে আগে।

১১৮৩৬ আস্তে ধীরে দিও টুকা ননদিনী জাগে॥

১১৮৩৭ আইজ্বর বাইজ্বর, খাইবার বেলা নাই জ্বর।

১১৮৩৮ আইতে যাইতে ঘাটে দেখা।

১১৮৩৯ আইবা না ত যাইবা কই
পুলা অইলে খাইবা কই।
দুধ ভাত আর পাইবা কই।

১১৮৪০ আইধ্যার আধা, তাও ধুরা।

১১৮৪১ আইল ফাল্গুন, জ্বল্‌ল আগুন।
[ এই প্রবাদটি আধুনিক রচনা বলিয়া মনে হয় ; কারণ, প্রবাদের বিশিষ্ট প্রকাশ-ভঙ্গিটি ইহাতে নাই। ]

১১৮৪২ আউলা বাঘই জলে পড়ে।

১১৮৪৩ আউউয়া কানা হরালী,
আগুা পাড়ে ন' আলী।
[ হরালী—পাখী। ]

১১৮৪৪ আওরের ডাকাইত, ঘরের ইন্দুর।

১১৮৪৫ আকাড়া বাঁশ আগে ধর্‌ইয়া টানা।

১১৮৪৬ আগের আগা, পাছের কপালের ভাগ।

১১৮৪৭ আগুনে আর বারুদে দুস্‌তি।

১১৮৪৮ আগা নাই, গোড়া নাই।
মাধ্যি খানে চৌষট্টি॥

১১৮৪৯ আগে হাঁটে, সিন্নি বাঁটে, নায়ের ধরে হাইল।
এই তিন শালা খায় গাইল॥

১১৮৫০ আগুনের কাছে থাকলেই আঁচ লাগে।

১১৮৫১ আগুন আন্‌ত গেল বুড়ী। হরে পুড়ল আত॥
[ হরে—দুধের সরে, আত—হাত। ]

১১৮৫২ আঘাডে ঘাড অইছে, বান্দীর হাতে মেন্দি লাগছে।

১১৮৫৩ আজাতের জাত বড়। কুঁইয়া আদার ঝাল বড়॥

১১৮৫৪ আতা চোর পাতা চোর, শেষে অয় গরু চোর।

১১৮৫৫ আত্তির লেদা দেইখ্যা খাডাশের কুথানি।

১১৮৫৬ আস্তির মুখে পাড়ার ওষুধ।

১১৮৫৭ আঠার লাংগের ঘর করে, সতী বল্ল্যা হাঁক মারে।

১১৮৫৮ আণ্ডা পাড়ে না মুরগীর কড়্কড়ানির সার।

১১৮৫৯ আদরের ঝি নেংটাও ভালা।

১১৮৬০ আদরের বউ, ফাল দ্যা কাটে রুউ।

১১৮৬১ আদর বিবির চাদর গায়, ভাত পায় না ভাতার চায়,

১১৮৬২ আতের বারাত ধন থুইয়া
হাত রাজ্যি অয়রাণ।

১১৮৬৩ আজাতির ঝি আইন্যা, তিনও মা ঝি রাড়ি।

১১৮৬৪ আত্তি অইয়্যে লাত্থি লইয়া
ঘোড়া আইয়্যে সেলাম লইয়া।

১১৮৬৫ আনাড়ি বৈদ্যে জাত নষ্ট, কাঠ মোল্লার ইমান নষ্ট।

১১৮৬৬ আ নাইয়ারে মাঝি করা।
শুকনা গাঙে ডুব্ব্যা মরা॥

১১৮৬৭ আনাড়ির ঘোড়া আগে দৌড়ায়।

১১৮৬৮ আন্ধাইরে পড়লে, অন্ধ আর চউখালে সমান।

১১৮৬৯ আ-নদীর পার অইছে।
কুঁইয়া আদার ঝাল অইছে॥

১১৮৭০ আপ্না হাতে পাই, চিড়া কুইট্যা খাই।

১১৮৭১ আপ্নায় দাপনা ভাঙ্গে।

১১৮৭২ আপনার লগুণ পরকে দিয়া,
বামুন মরে হতাশ অইয়া।

১১৮৭৩ আপনি বানাইয়া ঘর, আপনি অইছে বন্দী।

১১৮৭৪ আপন বুদ্ধিতে ফকীর ভাল।
পরের বুদ্ধিতে বাদশাহ্‌ও ভালা না।

১১৮৭৫ আপনার বুঝে তরে, পরের বুঝে মরে।

১১৮৭৬ আপনার পাগল বাইন্ধ্যা রাখি,
পরের পাগল হাত তালি।

*১১৮৭৭ আন্দাজী বার পয়সা।

১১৮৭৮ আভাইগ্যার খায় পুতে ভাত।

১১৮৭৯ আভাইগ্যার ভাইগ্য বাট্‌ট্যা দিলেও লাগে না।

১১৮৮০ আভাত্‌ত্যার তলা গলা নাই।

১১৮৮১ আকরণের ফাঁক দেয় না, আতাউল্লাহ্‌ দফাদার।

১১৮৮২ আমারে সে বুঝাতে পারে, গাই বাছুর দিবাম তারে।

১১৮৮৩ আম না পাইয়া আঁটিত কামুড়।

১১৮৮৪ আমার নাম নিতাই। এক খাই এক নি তাই॥

১১৮৮৫ আমি বা কি বাজাই, আর তবলায় বা কি কয়॥

১১৮৮৬ আমার দুঃখে অঙ্গে জ্বলে।
হাজার টাকার বাগান খাইল পাঁচ সিকার ছাগলে।

১১৮৮৭ আমার গাই আমি কই বাইঞ্জা।
পাড়ার মাইনসে কয় বছুর বিয়াইন্‌ন্যা॥

*১১৮৮৮ আমের বিচির আবার গুদাম।

১১৮৮৯ আমার ভাত আরে খায়।
আমার গোষ্ঠী উপাস যায়॥

১১৮৯০ আমারই পেড়ের ছাও।
আমারেই ধরইয়া খাও॥

১১৮৯১ আমার পেডে অত গীত,
আমার বিয়ায় নাই গীত॥

১১৯৯২ আয়লো মা-ভইনেরা দল কিন্নাত যাই।
খুঁচাইলে খোঁচাইলে দল ঘরে বইয়া পাই॥

১১৮৯৩ আললুয়ার আল, জাললুয়ার জাল॥
[ আললুয়া—হালুয়া ; জাল্‌লুয়ার—জেলের। ]

*১১৮৯৪ আলের সময় জাল বোনা।

১১৮৯৫ আলবণন্যার জাত। চাডে নিজের আত॥

১১৮৯৬ আলা আলা পেন্দের ছালা।
পেন করইয়াছে গলার মালা॥

১১৮৯৭ আশ্বিন মাইসা রীত। দিনে রইদ রাতে শীত॥

১১৮৯৮ আস্তে ধীরে জ্বাল, ঘন-ঘন-কাঠি।
তারে বলে তুই আউটি॥

১১৮৯৯ আস্‌মান থাইক্যা পড়্‌ইয়া
আটকাইয়া রইল খাজুর গাছে।

১১৯০০ আড়াই আঙ্গুল বেডার পাঁচ আঙ্গুল নাক।
বিশ-হাত পুকুরে ত্রিশ হাত মাছ।

১১৯০১ আশা আর বাসা ছোট করতে নাই।

১১৯০২ আঁটো ঘর। ঘন ভাশুর।
[ জায়গা কম, লোকজন বেশী। ]

*১১৯০৩ আম্বু আম্বু করা।

১১৯০৪ আস্তে হাঁটে বসে না, তার সাথে কেউ পারে না।

১১৯০৫ আগে হাঁটে, প্রসাদ বাঁটে, লায়ের ধরে হাল,
এই তিনে খায় গাল।

১১৯০৬ আপন সারি পর মারি।

১১৯০৭ আল্লার ঘর ভেল্লার পায়ই।

১১৯০৮ আজ না কাল, জোলা করে লাল।

১১৯০৯ আন্ধার ঘরে সাপ, সারা ঘরেই সাপ।

১১৯১০ আন কইতে ধান শোনে, কানা চোখে বারা বানে।

১১৯১১ ইভরের আবার জাত বিচার।

*১১৯১২ ইতর মরে সাঁতারে।

*১১৯১৩ ইন্দুরের সল্লা।

*১১৯১৪ ইন্দুরের সাত বিয়া।

১১৯১৫ ইন্দু-মুসলমান দুই জাত।
বান্দী-গোলাম এক জাত॥

১১৯১৭ ঈদের চান বড় চান। ঘরে আনে খুশীর বান॥
[ প্রবাদটি আধুনিক বলিয়া মনে হয়। ]

১১৯১৮ ঈদের দিনে কান্দে যে, তার চেয়ে দুঃখী কে।

১১৯১৯ ঈদের আতর সবাই সাধে।

১১৯২০ ঈষের বলেই লাঙ্গলের জোর।

১১৯২১ ঈশ্বর যদি করেন, কর্তা যদি মরেন,
তবে ঘরে বইয়া কীর্তন শুনি।

১১৯২২ উইএর মার্গে ফইর অইলে মুল্লা বাড়িত যায়।

১১৯২৩ উই, ইন্দুর, কুজন, মন্দ করে তিন জন।
সুঁই সোহাগা, সুজন ভাল করে তিন জন॥

১১৯২৪ উগ্‌গারীর ঘাড়ে লাথি।
যা উগ্‌গারী, হুদা আতি॥
[ উগ্‌গারী—উপকারী। হুদা আতি—খালি হাতে। ]

১১৯২৫ উচিত কথা কইলে, খুচিত আত পড়ে।

১১৯২৬ উচিতের ভাত নাই।

*১১৯২৭ উটে উঠ্‌ঠ্যা কুত্তার ডর।

১১৯২৮ উদে মাছ ধরে, খাডাশে ভাগ করে।

১১৯২৯ উদি পোকের আবার ত্বধ।

১১৯৩০ উদ্‌ খাইতে ক্ষুদ নাই, নেউলে বাজায় শিঙা।

১১৯৩১ উপরা উপরি ঝুপ্‌ড়া বায়,
কেউ না তারে পর্‌তয় যায়।

১১৯৩২ উপরি মার্‌ইয়া চোপ্‌ড়া ভরে,
হাই মার্‌ইয়া যায় দেশান্তরে।

*১১৯৩৩ উপপতি ভজে আর পুতেরে দেয় বিষ।

১১৯৩৪ উবাস করলে যায় দিন। করজা করলে হয় ঋণ।

১১৯৩৫ উল্‌ল্যার আলাই কালাই।
বানরার কপালে পড়ে গলাই ঝুলায়।

১১৯৩৬ উড়াপাখী পোষ মানে না।

১১৯৩৭ উড়াপাখী গণ্‌ন্যা লাভ নাই।

১১৯৩৮ উল্টা বুঝ্‌লে ছাওয়ালে, যা থাকে মোর কপালে।

১১৯৩৯ উন পাইলেই উন চল্লিশে ধরে।

১১৯৪০ ঊনা ভাতে দুনা বল। অধিক ভাতে রসাতল॥

১১৯৪১ এই বুড়ীই নষ্টের গুড়ি।

১১৯৪২ এত করে করি ঘর। তবু মিনসে বাসে পর।

১১৯৪৩ এইডা ছাড়্ইয়া হেইডা ধরে,
হাত ফুস্কিয়া পড়্ইয়া মরে।

১১৯৪৪ এই রঙ্ রঙ্ না রে আরও আছে।

১ ৯৪৫ এই পাগারের এই নাম ?

১১৯৪৬ এই সংসারে ভালা কে ? যার মনে লাগছে যে।

১১৯৪৭ এই দিগে কুয়া, হেই দিকে খাই।
কওছাইন ভাই কোন দিকে যাই।

১১৯৪৮ এই ঘরের চূণ, হেই ঘরের পান।
দেখছারে মুনশী-বেটা আমার মুখখান।

১১৯৪৯ এক মুরগী সাত বার জবাই।

১১৯৫০ এক উল্ল্যায় সাত কড়ি উজাড়।

১১৯৫১ এক ইটে মজিদ অয় না।

১১৯৫২ এক মুখ সোনা দিয়ে ভরা যায় ;
দশ মুখ রাঙ্ দিয়াও ভরা যায় না।

১১৯৫৩ এক বুড়ী আরেক বুড়ীরে কয়, নানী হউরী।

১১৯৫৪ একখানে থাকলে, মান্দারের সার বান্ধে।

১১৯৫৫ একে ত চুরি, আর করে কিনা জোরি।

১১৯৫৬ একই ঝাড়ের বাঁশ ভাইরে নসিবের বাঁটা।
কেউরে বানায় ফুলের সাজি, কেউরে হাড়ি ঝাঁটা।

১১৯৫৭ এক এড়ী আর এক এড়ীরে কয়—
তুইন কাম জানস্ না।

১১৯৫৮ এক চান্দে ছুন্ইয়া পসর।

১১৯৫৯ এক দিলে খোদা রাখি।

১১৯৬০ এক কড়ার মুরাদ নাই, দিনে করে সাত বিয়া।

১১৯৬১ এক জনে তুলে গান, সবাই তার ধরে তান।

১১৯৬২ এণ্ড যায় বেণ্ড্ যায়।
খইল্সা বলে—আইম্যও যাই ॥

১১৯৬৩ এক ধোকায় মাছ লাগে না, সে বা কেমন বঁড়্শি,
এক ডাকেতে সাড়া দেয় না,
সে বা কেমন পড়্শি।

১১৯৬৪ এক মায়ের এক ঝি, হাত বাইয়া পড়ে ঘি।

১১৯৬৫ এক মরে জিদে, আর মরে বাদে।

১২৯৬৬ এরে দিয়া অরে মারে।
শেষ কাড়ালে পড়্ইয়া মরে।

১১৯৬৭ একেত না চইনা বুড়ী।
আরও পাইছে ঢোলের বাড়ি ॥

১১৯৬৮ এক কোবে চেলি, শ কোবে লাঙ্গল ॥

১১৯৬৯ এর ওষুধ লোকমান হেকিমেও জানে না।

১১৯৭০ এড়া বেড়ীর তেড়া বুদ্ধি।

১১৯৭১ একলা একলা বাঁচতে চায়।
সে-ই শালা উচ্ছনে যায় ॥

১১৯৭২ এক পুতের মা-ও ভিক্ষা করে।
সাত পুতের মা-ও রাজত্বি করে।

১১৯৭২ ঐ বুজলেই পাগল সরে।

*১১৯৭৪ ওঝার উপর বোঝা।

১১৯৭৫ ওঝা আনলাম মাকে ঝাড়তে,
সে-চায় মাকে বিয়া করতে।

১১৯৭৬ ওলো আমার কলমী লতা,
জল শুকাইলে থাকবি কোথা।

১১৯৭৭ ওষুধ বল্ল্যা মদ খায়।
থাকৃত খাইত জাগা না পায় ॥

১১৯৭৮ কইতে গেলে বউয়ের গুণ, কাটা ঘায়ে পড়ে নুন।

*১১৯৭৯ কইতরের লাইগ্যা মইষ মানা।

১১৯৮০ কড়ার চিজে মন পায়।
তার লাইগ্যা ছাওয়াল কান্দায়॥

১১৯৮১ কথার নাই মাথা, বেঙে চিড়া খায়।
বাপে না বিয়া করতেই পুত হউর বাড়ীত যায়॥

১১৯৮২ কথায় তিতা, কাজে মিঠা।

১১৯৮৩ কথার নাই মাথা, ভাল্ মাইন্‌ষের ছাতা।

১১৯৮৪ কথা কইব যে, দুয়ার দিব সে।

১১৯৮৫ কম-জাত ভালা, কম-ছিযৎ ভালা না।

১১৯৮৬ কলা গেল গলার তল। বাকল গেল উগার তল॥

১১৯৮৭ কলের কাম বলে অয় না।

১১৯৮৮ কায়েতের বিলাইয়েও আড়াই অক্ষর জানে।

১১৯৮৯ কাইল গেছলা উবাসী, আইজ আইছ সেই লোভে।

১১৯৯০ কাউয়ায় ঠোঁট ধুইলে, গাঙ, নষ্ট অয় না।

১১৯৯১ কাউয়ার বাসায় কুলীর ছাও, জাত বুঝিয়া করে রাও।

১১৯৯২ কাকের ডিমও সাদা হয়, পণ্ডিতের পুতও গাধা হয়।

১১৫৯৩ কাচের ঘরে বাস করি, অন্যের ঘরে ঢিল মারি।

১১৯৯৪ কান কাটলেও কান্‌ভায় আড়ে।

১১৯৯৫ কানিত ( কিনারে ) থাকৃত জাগা পায় না।
মইধ্যে থাকৃত ধড়পড়ায়॥

১১৯৯৬ কানা গরু পালের দুশ্‌মন।

১১৯৯৭ কাওড়ের তলে কথা কয়, সে ত মাইন্‌ষের জাত নয়॥

১১৯৯৮ কাপ্‌ড়ে চোপ্‌ড়ে জড়, ঘোড়ার উপরে চড়।

১১৯৯৯ কাম চোরার আখের কানা।

১২০০০ কামলার বউ-এর ভাংগা ঘর,
বৈদ্যের বউ-এর নিত্যি জ্বর।

১২০০১ কাম নাই সাগী—হাঁই কোলে লইয়া বেড়ায়।

১২০০২ কামায় কামালদি, উড়ায় জামালদি।

১২০০৩ কারুনের ধন দরইয়ায় গছে না।

১২০০৪ কাল সাপিনী ঘরে যার, কিবা সুখের স্বর্গ তার।

১২০০৫ কালা চান্দের পীরিতে, কাইন্দ্যা মরে দিনে রাইতে।

১২০০৬ কিসেরই শেষ নাই, দোহাই দেই কবে।

১২০০৭ কুড়ইয়া উন্দুরের ভোল বাসা।

১২০০৮ কুড়্ইয়া পুলা আর গড়্ইয়া বলদে লাভ নাই।

১২০০৯ কুত্তার লেংগুর খি দিয়া মাজলেও সিধা অয় না।

১২০১০ কুমার্ইয়া পোকার ফন্দী।
আপনি বানাইয়া ঘর আপনি অইছে বন্দী॥

**১২০১১ কোন দিন না জানি পান-পানি।
আইজ দেখি খোদাই মেমানি॥

১২০১২ ক্ষেত নাই যার। লাঙ্গল দৌড়ে তার

১২০১৩ ক্ষেতে লেগে কিষ্খানির ভাত।

১২০১৪ ক্ষেত-পাথালে সয়, পেট-পাথালে সয় না॥

**১২০১৫ ক'লে মা মার খায়, না কলে বা' কুত্তা খায়।

১২০১৬ কথা শুনে হত্তা যায়, ধপস্ ধপস্ আছাড় খায়।

১২০১৭ কুয়ার পরের কাৎরা, তাকি খায় হাঁচড়া হাঁচড়া।

*১২০১৮ কাসের জঞ্জালী।

১২০১৯ কথার নাই মাথা, বলদে খায় খ্যাতা।

১২০২০ খদ্দর পরলেই ভদ্দর হয় না।

১২০২১ খাইয়া যায় দাঁড়িওয়ালা, বান্ধা পড়ে মোচওয়ালা॥

১২০২২ খাইয়া মাগীর বল বাড়ে। বইয়া বইয়া ঠেং ঝাড়ে॥

১২০২৩ খাউরের ডরেই খাউর জমে।

১২০২৪ খাউরী না খাউরী চিনা যায় আকাল লাগলে।
হাউগ্রী না হাউগরী চিনা যায় নাও উঠ্লে॥

১২০২৫ খালি হাত মুখে যায় না।

১২০২৬ খালি আড়ি কুত্তায় চাডে না।

১২০২৭ খালি বনে খাডাশ বাঘ।

১২০২৮ খিদার ঠেলায় বাঘেও ধান খায়।

১২০২৯ খেলাই ধুলাই ভুলি না, আসল কথা ছাড়ি না।

১২০৩০ খোশ খবরের ঝুটাও ভাল।

*১২০৩১ খেওয়ার পয়সা দিয়া ডুব দিয়া পার হওন।

১২০৩২ খোদ হউরী সেলাম পায় না।
খালা হউরী উঁকি-ঝুঁকি চায়॥

১২০৩৩ খাওয়া মুখেতে মুগের ডাল,
খাবু আর পারবু গাল।

১২০৩৪ খাউয়া মুখেতে দাড়ী, আমতলা দিয়ে বাড়ী।

১২৯৩৫ খায় দায় পঙ্গিটি, বলের দিকে অঙ্গিটি।

১২০৩৬ খায়রে গাধা, ঘুল্লে ঘুল্লে খায়।

১২০৩৭ খাবার আছে করব্যার নাই, বুড়ি মলে কান্দব্যার নাই।

১২০৩৮ খায় দায় হাড়ে চোষে, বাড়ে না কপালের দোষে।

১২০৩৯ গাছের বাকল মায়ের আঁচল।

১২০৪০ গরম ভাতে লবণ নাই, পান্তা ভাতে ঘি।

১২০৪১ গরীবের মাইয়ার রূপ বৈরী।

১২০৪২ গরীবের বউ সকলের ভাবী।

১২০৪৩ গরীবের আবার হাসি,
কোন রকমে হা করাইয়া থাকি।

১২০৪৪ গরীবের দুয়ারে আত্তির পাড়া।

১২০৪৫ গরীবের ঘরেই কচ্‌কাল ( কলহ )।

১২০৪৬ গরীব যদি কম্বলে বসে, মার্গ চুলকায় আর হাসে॥

১২০৪৭ গরীব আর কুত্তা এক সমান।

১২০৪৮ গরু চোরের মুখে হাসি। মূলা চোরের গলায় ফাঁসি॥

১২০৪৯ গলা নাই তার গান, গোলা নাই তার ধান॥

১২০৫০ গাই গুণে ঘি, মা গুণে ঝি।
গাছ গুণে গোটা, বাপ গুণে বেটা॥

১২০৫১ গাইও বুড়া বেলাও শেষ।
আর বেলা দেস্ বা না দেস্॥

১২০৫২ গাই কিন্‌বার নাম নাই। দোনা লইয়া টাটাটানি॥

১২০৫৩ গাই থাকলে বাছুর অইব। বাঘের দানাই বুঝলাম॥

১২০৫৪ গাই বাছুর সব দিলাম।
তবু না তার মন পাইলাম॥

১২০৫৫ গাঙ্‌ নিজের কুল ভাইঙ্গা নিজের পানি ঘোলা করে।

১২০৫৬ গাছ ছুয়া মাগী গাছ বায়।
পুলা হইয়া বঁড়্‌শি বায়।

১২০৫৭ গাছ থাইকা পড়্‌লে ঠাঁই আর বে-ঠাঁই।

১২০৫৮ গাছে উঠ্‌লেও যমে ছাড়ে না।

১২০৫৯ গাজনা নাই, বাজ্‌না কিসের।

১২০৬০ গিরস্থ বেড়া মাকুন্দা, বাউল্‌ল্যার মুখে দাড়ী॥

১২০৬১ গিরস্থের বাড়িত উন্দুরের বাসা।

১২০৬২ গিন্নি অইয়া হাঁড়ির খবর রাখে না।

১২০৬৩ গিয়া লই আগে বিলের কাছে,
যে মাছ মারবাম মনেই আছে।

১২০৬৪ গুইলেরে কামড় শিখাইতে নাই।

১২০৬৫ গুঁড়ির বলে বুড়ী নাচে।

১২০৬৬ গুণীর ঘাট্‌তি নাই।

১২০৬৭ গুণ-গান যার, সফল জীবন তার।

১২০৬৮ গোয়াল নিজের দইরে চুকা কয় না।

১২০৬৯ গোয়ালার বাছুর হুত্যা লেংগুর লাড়ে।

১২০৭০ গোয়াইলে গরু নাই, মাণিক পীরেরও ভয় নাই।

১২০৭১ গাও ক্যাম্বা ক্যাম্বা করা।—
[ মন মেজাজ ভাল না থাকা। ]

১২০৭২ ঘরে আছে কালনাগিনী সদায় মারে জ্বালাইয়া।

১২০৭৩ ঘর-জামাই গোলামের পুত,
ছিথান থুইয়া পৈথানে হুত।
[ হুত—শয়ন কর। ]

১২০৭৪ —ঘষা মাঞ্জায় রূপ ধরে না,
বল্ল্যা কইয়া পীরিত অয় না।

১২০৭৫ ঘর ভাঙ্লে খড়ির অভাব কি ?

১২০৭৬ ঘর লেপ্যা দুয়ারে কাদা।

১২০৭৭ ঘর-খুড়ল্যার ছাও, ঘর থুইয়া বায়রে যাও।

১২০৭৮ ঘরের মানুষ ঘরে রইল, বউ নিয়া গেল চোরে।

১২০৭৯ ঘরে বলে ছুঁইয়া দেখ।
বিয়ায় বলে কইরা দেখ॥

১২০৮০ ঘরের চোরে রাবণ বন্দী।

১২০৮১ ঘরে বাইরে মাডিত আত।
হেইত অইছে মাইন্ষের জাত॥

১২০৮২ ঘেগীরে নেই না।
ঘেগী কয় পালকী ছাড়া যাই না॥

১২০৮৩ ঘোমটা দিয়া থাকে, কাপড়ের তল দা দেখে।

১২০৮৪ ঘোড়াআলার ঘোড়া নয়, চেলাদারের ঘোড়া।

১২০৮৫ ঘোড়াক চিনি পায়ে, মানুষ চিনি রায়ে
গরু চিনি কাণে, তুমি যে খানসামার ব্যাটা
তোমাকে চিনি দানে।

১২০৮৬ চিলে নেয় বাচ্চা তার। মুরগী নাই সাথে যার॥

১২০৮৭ চউখের বদনাম ভূঁয়ার কাছে।

*১২০৮৮ চউখ থাকতে দিন-কানা।

১২০৮৯ চউখ নাই বেডার আয়না লইয়া টানাটানি।

১২০৯০ চড়ি-বুতা আর নডী-মাগী এক বরাবর।

১২০৯১ চাকরের আবার হউরের বাড়ি।

১২০৯২ চাকুরি নিল শালার পুলায়, আর নিল স্বগণে।
আর আর যত লায়েক আছ,
বাইর অইয়া যাও মাগনে॥

১২০৯৩ চাপ দিলেই বাপ ডাকে, না দিলে কয় হালা।

১২০৯৪ চাঁড়ালের বামুন শুদ্রের ছ'না।

১২০৯৫ চাষার বলেই দেশ্‌টা নাচে, সোনা ফলে গাছে।

১২০৯৬ চান্দের মার আবার পশার লাগে।

১২০৯৭ চান্দের মুখে পেন্দের বাতি।

১২০৯৮ চান্দেও কালি আছে, তার পশরে কালি নাই।

১২০৯৯ চিনি খাইয়া চিনি না।

১২১০০ চুপ্‌ড়ার তলা ভাংগা যার, রাত-দিন খাটনি তার।

১২১০১ চুরি কর্‌ইয়া খাই, তেও মাগ্‌গ্যা খাইনা।

১২১০২ চুলার মুখ বাড়ায় খড়ি, বউ-এর মুখ বাড়ায় হউরী।

১২১০৩ চুরির আগে পলাইবার পথ করে,
সেই চোর না ধরা পড়ে।

১২১০৪ চোরের বার বার গিরস্থের একবার।

১২১০৫ চোরে চোরে আলি, একচোরে বিয়া করছে,
আরেক চোরের হালী।

[ হালী—শ্যালিকা। ]

*১২১০৬ চোরের নাও সাউধের নিশান।

১২১০৭ চোরের ইমান আছে, সাউদের ইমান নাই।

১২১০৮ চোরের গরু গোয়াইলে বান্ধা।

১২১০৯ চোরেরে না দেখাইও বাড়ি,
বৈদ্যেরে না দেখাইও নাড়ি॥

১২১১০ চোরের মন থহবহ করে।

১২১১১ চোরের ধন চুত্‌রা পাতে যায়।

১২১১২ চোরের বাড়িত দালান নাই।

১২১১৩ চোরের রাজ্যি, চোরের দেশ, চোরে বান্‌ছে দল।
শেষ শুদ্দা পাত্‌ত্যা রাখছে চুরির যত মাল॥

*১২১১৪ চ্যারা তুলতে বোয়া ওঠা।

[ সামান্য বিষয়ে গভীর ব্যাপারে লিপ্ত হওয়া। ]

১২১১৫ চোরের শ্বশুর বাড়ী নাই।

১২১১৬ ছালুন নষ্ট করছে মাইয়া, ভাবীর ঠেংগা দোয়।

২২১১৭ ছোট বউ সোনার দলা, পাতে দেয় দুধ-কলা ॥
বড় বউ দজ্জালের ঝি। ছাই-এর মধ্যে চালে ঘি ॥

১২১১৮ ছল করইয়া কল ঘুরায়, এমন মানুষ কেউ না চায়।

১২১১৯ ছনের ঘরে আবের ভেল্‌কী।

১২১২০ ছাইতে জানি না, কইতে জানি।

১২১২১ ছাকরবন্দের টুই উদাম।

[ ছাপরবন্দ বা ছাকরবন্দ—গৃহনির্মাণকারী। ]

১২১২২ ছাগলের ইচ্ছায় ঘাড়ে কোপ।

১২১২৩ ছাগারে দেইখ্যা ছাগী হাসে,
তার লাইগ্যাও পীরের সিন্নি আসে।

১২১২৪ ছারপোকাও উবাসী মরে।

১২১২৫ ছাড়েও না ধরেও না কাউছাল্লি সার।

১২১২৬ ছাল বাকল চাবাইয়া খাইছি,
চইলতাও একটা বিজলা।

১২১২৭ ছিনালের বাইল, রান্ধে মোরগ খাওয়ায় ডাইল।

১২২২৮ ছেমারে ঠেং দেখাইলে, ছেমায়ও ঠেং দেখায়।

[ ছেমা—ছায়া। ]

১২১২৯ ছেলে দিছে হাত ধুইয়া, বাকি রইছে নাতি।

১২১৩০ ছেলের হাতের কেলা, টকাৎ দিয়া গিল্‌ল্যা ফালা।

১২১৩১ ছাড়া গরু বান্ধা ঘাস খায় না।

১২১৩২ ছোডু লোকের বিষয় অইলে, দিনে দেখে তারা।

১২১৩৩ ছোডু লোকে ভাত চায়, বড় লোকে চায় টাকা।
মাইন্‌ষের জাতে চায় জ্ঞাত-ভাত-জাত,
আর সব ফাঁকা ॥

১২১৩৪ ছলোক হাবা, বুড়োক বাবা।

[ ছোটকে মেরে শেখান, বড়কে সম্মান দেখাইয়া অবহিত করা। ]

১২১৩৫ ছাই কপালেতে ছাই হবি,
আঙ্গের দুইখান বালা হ'বি।

*১২১৩৬ ছালুবালু করা।

১২১৩৭ জগৎ জুইড়া আল্লাহর জাল।
তার নাম মহাকাল॥

১২১৩৮ জংলাও খালি না। ফকীরও মিছা না।

১২১৩৯ জংলী কভু পোষ না মানে, জংলী পোষা হইল দায়।

১২১৪০ জল জল বৃষ্টির জল: বল বল বাহুর বল।

*১২১৪১ জলে না নাইম্যা মুইত্যা চিড়া ভিজানি।

১২১৪২ জলের ছিডা দিলে, চইরের বাড়ি খাওন লাগে।

১২১৪৩ জবানে হারলে দৌলতে বেড় পায় না।

১২১৪৪ জয় থাক্‌তে ভঙ্গ ভালা।

১২১৪৫ জন্ম বাউনা টানলে বাড়ে না।
[ বউনা—বামন ]

১২১৪৬ জমি চয় যে, জমির মালিক সে।

১২১৪৭ জমি চয় যে, ভাত পায় না সে।

১২১৪৮ জরুয়া ভিডায় তুল্‌ল্যা ঘর।
যেই আইয়্যে তার উডে জ্বর॥

১১১৪৯ জাত আর ভাত দুই ভাই। এক ছাড়া আর নাই॥

১২১৫০ জাইত জান গেলেও পীরিত ছাড়্‌তাম না।

১২১৫১ জাত দিলে ভাতের অভাব নাই।

১২১৫২ জামা জুব্বা বেশুমার। আক্কেল বিনা ছারখার॥

১২১৫৩ জামাই গেছিল শ্বশুর বাড়িত,
খাইত বোয়ালের ঝোল।
পিংলি রইদে শুত্‌ত্যা রইছে, কাউয়ায় ঠুক্‌রায় উল।

*১২১৫৪ জাউল্যার পিন্ধনে তেনা। নিকারীর কানে শোনা॥

১২১৫৫ জালও ছিঁড়া পলোও ভাঙ্গা।

১২১৫৬ জিদ্দের গুয়া খায় না, চাবাইয়া ফালায়।

১২১৫৭ জোরের ঠেলায় গাড়ীও ভাঙ্গা পুল পার হয়।

১২১৫৮ জোয়ার আর যৌবনের পানি।
আজ বাদে কাল টানাটানি॥

*১২১৫৯ জোলার ঘর খোলা।

১২১৬০ জোয়ানকালে কামাইলে টেহা, না কামাইলে বেডা।

*১২১৬১ জ্যান্তা মাছে পোক ফেলা।

১২১৬২ জনম গেল কলম কাটতে, দুই হাঁটু গেল নামাজ পড়তে।

*১২১৬৩ জারিজুরি না খাটা।

১২১৬৪ ঝাল মরিচের চাম্‌ড়া লাল।

১২১৬৫ ঝির জামাই সোনার দলা, তারে দিয়াম সবরী কলা।
পুতের বউ বাঘিনী, তারে দিয়াম ঝাঁটানি।

১২১৬৬ ঝিএর উডে তন, মায় না পায় মন।
পুতের উডে দাড়ি, ফিরে বাড়ি বাড়ি।

১২১৬৭ ঝি বউ এর লাজ, পুতের আতের কাজ।

১২১৬৮ ঝি বউ এর ছিনালী, বংশে দেয় কালি।

১২১৬৯ ঝোলাত নাই কড়ি, লাপ পাড়ে মোল্লার খুলিত।
[ অর্থহীন লোকেরা বড়লোকের সংস্পর্শ করিতে আগ্রহী ]

১২১৭০ টক অইলেও পুরান তেঁতুলের দাম বেশী।

*১২১৭১ টাকা গণ্‌ন্যা পানিত ফালানি।

১২১৭২ টাকার বলে দেশটা নাচে, শালায় ডাকে বাপ।

১২১৭৩ টাকা দিলাম আশি, বিয়াও কর্‌লাম বাসি।

১২১৭৪ টাকা যায় পীরিতের দেশে।
ভাটা পড়্‌লে ফিরা আসে॥

১২১৭৫ টাকায় তুষ্ট চাকর বাকর, কথায় তুষ্ট মাগী।
ভিক্ষায় তুষ্ট বৈরাগী, পাতায় তুষ্ট ছাগী॥

১২১৭৬ টিপ্‌ মাইরা বইসা খায়, ভালা ভালা খাইবার চায়।

১২১৭৭ টানোত কাছি ছেঁড়ে। ঢিলোত সুতাও ছেঁড়ে না।

১২১৭৮ ট্যাকারও ক্ষয়। কেত্তনও লয়।

১২১৭৯ টোপ না গাঁথতেই খালি পাঁচ সাত।

১২১৮০ ঠগের বাড়ির দাওয়াত, না খাইলে বিশ্বাস নাই।

১২১৮১ ঠাডের ঘোড়া হাডে বিকায়।

১২১৮২ ঠাঁডায় বলে রাজ্যিই আমার।

১২১৮৩ ঠাঁডার ভাগ্যে ঝাঁডা।

১২১৮৪ ঠেঁড়া মাইন্‌ষের মুখে আঁইট,
বাইরে থাইক্যা কাটে গাঁইট।

১২১৮৫ ঠেল্‌ল্যা ঠুল্‌ল্যা দিলে কি অইব—গরজ নাই।

১২১৮৬ ঠেলবার শক্তি নাই, আতানিত সাউগার।

১২১৮৭ ঠোঁট ভাঙ্গতেই এতক্ষণ, কান্‌তে জানি কতক্ষণ।

১২১৮৮ ডাবের পানি মায়ের বাণী।

১২১৮৯ ডক্ নাই লছন নাই, হিন্দুর মাইখ্যা যাইছে।
[ হিন্দুর—সিন্দুর ]

১২১৯০ ডরাইলেই ডরে পায়। সবার আগে বাঘে খায়॥

১২১৯১ ডাক বড়, মাইর ঠস্।

*১২১৯২ ডাকাইতের ঘাড়' নাও লাগানি।

১২১৯৩ ডাকাইতের আবার চোরের ভয়।

১২১৯৪ ডাইন মজে জ্বালে। বউ মজে গাইলে॥

*১২১৯৫ ডাইলে বইসা খাইয়া ডাইলেই মুখ মোছন।

১২১৯৬ ডাইলের মধ্যে মুশুরী। মাইন্‌ষের মধ্যে শাশুড়ী॥

১২১৯৭ ডুব দিয়া হাগ্‌লেও মাথায় উডে।

১২১৯৮ ডুব দিয়া পানি খাই, সারা দিন রোযা যাই॥

১২১৯৯ ডুবি না,—দেখি পাতাল কদ্দূর।

১২২০০ ডুবে ডুবেই হালুক মিলে না।

১২২০১ ডুব্ দিয়া যে পানি খাও, তাও যে আমি দেখি,
আন্ধাইর ঘরে ভাত খাও, তার খবরও রাখি॥

১২২০২ ডেহা গরু বাঘ চিনে না।

১২২০৩ ডেঙ্গী নায়ের খণ্ডি নিশান।

১২২০৪ ডোঁরা হাপের বিষ নাই, তেজের আর অন্ত নাই।

১২২০৫ ডৌল আছে, মূল নাই।

১২২০৬ ডাকা না হাঁকা না আগে আগে যায়,
কওয়া না বোলা না মধ্যে বইসা খায়।

১২২০৭ ঢক্‌চকের নাই লেশ, ঘষলে মাজ্‌লে কি অইব।

১২২০৮ ঢংগল্‌ল্যারে বাঘে খায়। কেউ না পর্‌তয় যায়॥

১২২০৯ ঢাললে কি অইব, কটরায় ঘি নাই।

১২২১০ ঢিলা মানুষ আল্লাহ্‌র দুশমন।

১২২১১ ঢিলা বান্ধে দড়ি ছিঁড়ে না।

১২২১২ ঢেঁকি বেড়াউক না কিনো করুক,
আমার ধান ভান্‌লেই অয়।

১২২১৩ ঢেঁকি ভজ্‌লে স্বর্গ পায় না।

১২২১৪ ঢেকিরে লাথি দিলেও নাচে।

১২২১৫ ঢেঁকি ঘরে মাণিক পাই, তবে কেন পর্বতে যাই।

১২২১৬ ঢোলের আওয়াজ পাদ দিয়া ঢাকা যায় না।

১২২১৭ তলে তলে আইয়্যে যায়।
কেউনা তারে দেখ্‌তে পায়॥

১২২১৮ তল্‌লুয়া কি আর ভাসে।

১২২১৯ তালার নামে বংশ নাই। চাবি লইয়া টানাটানি॥

১২২২০ তিন বেডি যেখানে, পেচি আডা হেইখানে।
[ পেচিআডা—গোলমাল ]

১২২২১ তিন ঘরে গাঁও, তার আবার উত্তর পাড়া,
দক্ষিণ পাড়া।

১২২২২ তিন দিনের চান, দুয়ারে বইয়া দেখা যায়।

১২২২৩ তিলক দিলেই বৈষ্ণব অয় না।

১২২২৪ তীর দিয়া পাহাড় ছেদ করা যায় না।

১২২২৫ তুই যে গাঙের মাছ, আমিও সেই গাঙের চিল।

১২২২৬ তুক্ তাক্ ছয় মাস। কপালে যা, বার মাস॥

১২২২৭ তেল নাই তাড়িত। জামাই আইছে বাড়িত॥

১২২২৮ তেলের নামে বংশ নাই, মচ্‌মচা ভাজা খাই।

১২২২৯ তেল নিবা এক ছড়াৎ। তাইতে এত ফুড়্‌ফুড়াৎ॥

১২২৩০ তেল থাকতেও বাতি নিবে।
হায়াত থাকতেও লোক মরে॥

১২২৩১ তোর আছে, মোর আছে, আয় উর উর।
তোর নাই, মোর নাই, যা দূর দূর॥

১২২৩২ তোলা দুধে পুলা বাচে না।

১২২৩৩ তিন দিন বয় হাল, তারি জন্যে দেমো নাঙ্গলে ফাল।
[ সামান্য ব্যাপারে ব্যয় সাধ্য কিছু না করার ইচ্ছা ]

*১২২৩৪ তিন পিড়ি হজম করা।

১২২৩৫ তাজা ঘোড়া ঘাস পায় না।
ল্যাটপেটি খায় তিন আটি।

*১২২৩৬ থইলার মাঝে আত্তি ভরা।

১২২৩৭ থাকলে আমার হাতের বাঁশি,
আস্‌বে রাধা হইবে দাসী॥

১২২৩৮ থাক্‌রে কুত্তা আমার আশে।
ভাত দিয়াম পোষ মাসে॥

১২২৩৯ থাক্‌ত পান দিতাম হাতে,
গুয়া খয়ার দিতাম তাতে,
একটুখানি চূণের দায়, আইজ আমার জাইত যায়॥

১২২৪০ থুতু উপ্‌রে দিলেও নিজের গায় পড়ে।

১২২৪১ থুতু ফালাইয়া কেউ তুইল্যা লয় না।

১২২৪২ থাকে থাকে ওঠে বাত।
কিবা ওষুধ দেমো তা'ত।

১২২৪৩ থাকে লক্ষ্মী যায় বালাই।
ঘোড়া না খায় মাষকালাই।

১২২৪৪ দুই সতীন যার ঘরে,
কথায় কথায় বিবাদ করে ;
আয়ু থাকতে স্বামী মরে দ্বন্দ্বের জ্বালায়।
১২২৪৫ দশ পুতের সমান এক ঝি, যদি মিলে পাত্রটি।
১২২৪৬ দশের কথায় খোদাও রাজী।
১২২৪৭ দশে মারে, দোয়াই দিয়াম কারে।
১২২৪৮ দাএর কাজ কোদালে অয় না।
১২২৪৯ দাএর মিঠা বালু, কুড়ালের মিঠা শিল।
ভদ্রলোকের জবান মিঠা, গোঁয়ারের মিঠা কিল॥
১২২৫০ দাদাও মাঝি, বৈডাও ভাঙ্গা।
১২২৫১ দুই বাড়ির আশায় কুত্তা মরে।
১২২৫২ দুধ কলা দাও যত, সাপের বিষ বাড়ে তত।
*১২২৫৩ দুধের শখ পানি দিয়া মিটান।
১২২৫৪ দূরের ভাই কান্ধ ছাতি।
উরের দুশমন কোদাল হাতী॥
১২২৫৫ দুঃখের সময় সাগর, দুঃখ গেলেই নাগর।
১২২৫৬ দাঁতের নামে বংশ নাই, চিড়া খাওনের যম।
১২২৫৭ দাঁত নাই যার, হাসি ভাল তার।
১২২৫৮ দাঁত সাফ যার, আঁত সাফ তার।
১২২৫৯ দেখ্বাম কত কালে কালে।
দাড়ি রাখছে তোবড়া গালে॥
১২২৬০ দেশে আইল মিরজাফর। ঘর দোয়ার সামাল কর
১২২৬১ দেখ্খ্যা না হিখ্লে হুনন্ধ্যা হিখে না।
১২২৬২ দৈবজ্ঞ যদি বলে ঠিক, তবে কেন মাগে ভিক্।
১২২৬৩ দিনে দিনে খাচো বাবা খামারে ধান,
এক্কি দিনে বার করমো চিটা আর পাতান।
*১২২৬৪ দিনের লাগাল পাওয়া।
১২২৬৫ দুড্যা চোখোত চারড্যা চাউলও ভেজে না।

*১২২৬৬ দুষ্ট মানুষের মিষ্ট কথা।

১২২৬৭ দেখাদেখি শ্যাকা লড়ে।
শ্যাকার পানি টপটপ করে পড়ে॥

১২২৬৮ ধুলা মাডিত কাম করে।
হেই বউ আন্‌বাম ঘরে॥

১২২৬৯ ধন থাক্‌লে হালাও বাপ ডাকে।

*১২২৭০ ধনীর পুত মণি।

১২২৭১ ধনী মরে কুঁড়ার জাউ খাইয়া।

১২২৭৩ ধনের মানুষের থাইক্যা মনের মানুষ বড়।'

১২২৭৪ ধইরা বাইন্ধ্যা পীরের মুরীদ অয় না।

১২২৭৫ ধনু ধরবার লক্ষ্য নাই, ফাল দিয়া উডি গাছে।

১২২৭৬ ধান চাউল ঘরে নাই। পুলায় বলে পিডা খাই॥

১২২৭৭ ধান ভানুনীর ধন অইলে দিনে দেখে তারা।

১২২৭৮ ধার না চিন্‌ন্যা বৈডা ধরে, সে-ই গাঙে পড়্‌ইয়া মরে।

১২২৭৯ ধীরে জ্বাল ঘন কাণ্ডি, তারে বলে—তুই আউণ্ডি।

১২২৮০ ধুলা-মাডি-ছাই, তিন-ই গরীবের ভাই।

১২২৮১ ধোঁড়া কাউয়্যার মুখে সিন্দুরইয়া আম।
[ কুৎসিৎ লোকের সুন্দরী স্ত্রী অর্থে। ]

১২২৮২ ধোবার পরের কাপ্‌ড়ে শোভা উভা।

১২২৮৩ ধরে তুলতে খসে·পড়ে।

*১২২৮৪ ধান দিয়ে মাছ চান্দা।

১২২৮৫ ননদিনী প্রেম-বাদিনী
জ্বালাইয়া মাইল দিন-রজনী।

১২২৮৬ ননদিনীর কারণে গো
কলঙ্কিনী হইলাম আমি ভবে।

১২২৮৭ নকল বিদ্যায় সকল নষ্ট।

১২২৮৮ নমায রোযার লেশ নাই, মক্কা যাইতে ধড়ফড়ায়।

১২২৮৯ নমায মাষ আন্‌তে গিয়া বোঝা লইয়াছে সাথে।

১২২৯০ নদীর কুলে বাস, ভাবনা বার মাস।

১২২৯১ নয়ার ন গুণ, পুরানের শ গুণ।

১২২৯২ নয়া নয়া গন্ধে, সাত ছালুন রান্ধে।

১২২৯৩ নয়া পাতিল বাইয়া লওন লাগে।

১২২৯৪ ন' বছরে আকেল না অইলে, নব্বই বছরেও অয় না।

১২২৯৫ নডীর আবার জাত বিচার।

১২২৯৬ নড়া দাঁত পড়া ভাল।

১২২৯৭ নাই দেশে বুট্‌-কালাই সন্দেশ।

১২২৯৮ নাই বাঘ চরে হরিণ।

১২২৯৯ নাও কিনে ভাগে, ছেকাইট্‌ নয় আগে।

১২৩০০ নাইয়ার এক নাও, আ-নাইয়ার শতেক নাও।

১২৩০১ নাও টানার থাইক্যা পাও টানা ভালা।

১২৩০২ না পাইয়া পাইছে ধন, বাপে পুতে কীর্তন।

১২৩০৩ নাকে-মুখে কথা কয়, কেউ না করে প্রত্যয়।

১২৩০৪ নাক্‌কুয়ার আবার গান গাইবার সখ।

১২৩০৫ নাক না থাকলে কি অইব, বাতাস অইলেই অয়।

১২৩০৬ না কান্‌লে মায় দুধ দেয় না।

১২৩০৭ না দিবার কাঁডল ভাদর মাসে পাকে।

১২৩০৮ নাম ফাডে যার, মার্গ ফাডে তার।

১২৩০৯ নামেই সোনা, কাজে রাঙ্‌।

১২৩১০ নায়ে বইয়া তলা ছেদ।

১২৩১১ নায়ে ধরে না শুইয়া যায়।

১২৩১২ নিকা মাইয়া দরজী ছাওয়ালের মুখ হিলায়।

১২৩১৩ নিকার তরফে অইল পুত, ঘরে আইল যমদূত,
নিকার তরফে অইল ঝি, কনি বাইয়া পড়ে ঘি॥

১২৩১৪ নিজের বুঝে ফকীর ভালা।
পরের বুঝে বাদশাহ্‌ও ভালা না॥

১২৩১৫ নিজের পুত আধখানাও ভালা।

১২৩১৬ নিজের পুতে মারে মাছ নাড়্ইয়া চাড়্ইয়া খায়।
পরের পুতে মারে মাছ চউখ-পাকাইয়া চায়॥

১২৩১৭ নিজের ফুঁইট সূঁই দিয়া গালে।
পরের ফুঁইডে চঁইড় ঠেলে॥

১২৩১৮ নিজের মুরগী নিজে জবাই।

১২৩১৯ নিজের লগুন পরকে দিয়া,
বাউল মরে হতাশ অইয়া।

১২৩২০ নিজেই মলে নিজের কান।
এই শালার নাই কুল মান॥

১২৩২১ নিজের বাড়িত কুত্তাও রাজা।

১২৩২২ নিজের ভাই ভাত পায় না, শালার লাইগ্যা মণ্ডা।

১২৩২৩ নিজের টাকায় কিন্‌ব দই,
গোয়ালিনী মোর কিসের সই।

১২৩২৪ নিজের ঘরে ভাত না থাকলে,
হউর বাড়িতেও পাওয়া যায় না।

*১২৩২৫ নিজের নাক কাট্ট্যা পরের চুপড়া ভরা।

১২৩২৬ নিজের বেলা পাঁচ কড়া, পরের বেলা এক কড়াও না।

১২৩২৭ নিজের মান নিজে না রাখলে কেউ রাখে না।

১২৩২৮ নিত চাষার ঝি, বাইগন ক্ষেত দেইখ্যা বলে—
এইডা আবার কি?

১২৩২৯ নিত ভিক্ষা, তনু রক্ষা।

১২৩৩০ নিষ্কর্মা বিলাইর মুরগীর আঁচুড়া দড়।

১২৩৩১ নিমুক হারাম খোদার দুশমন।

১২৩৩২ নিমুক হারাম মিরজাফর,
পায়ের তলায় পড়্ইয়া মর।

১২৩৩৩ নীচ জনে কথা ধরে, জ্ঞানী জনে কাজ করে।

১২৩৩৪ নুন দিয়াই আধ কাঠা, তরকারী দিয়া বা কত।

১২৩৩৫ নেংটি কাপড় টানলেও বাড়ে না।

১২৩৩৬ নেংটি পুইড়া আগুন লাগছে,
তেওনা বন্ধুর উশ অইছে।

*১২৩৩৭ ন্যামর ঢ্যামর করা।

১২৩৩৮ নাই দিশ, খায় বিষ।

১২৩৩৯ নামে গগন ফাটে, হাড়ি পাল্লা কুত্তা চাটে।

১২৩৪০ পিঠা বল, চিড়া বল ভাতের মত না।
মাসি বল, পিসি বল, মায়ের মত না॥

১২৩৪১ পাটখড়িরও দেউড়ী, হতাইও একটী হউড়ী।

১২৩৪২ পুত নিল বউ-এ, ঝি নিল জামাই-এ।
আমি হইলাম বান্দী, রান্ধি আর কান্দি॥

১২৩৪৩ পয়লা কুত্তা কুত্তা বোলে।
তুস্‌রা কুত্তা ঘর ঘর বোলে॥
তিস্‌রা কুত্তা জরুকা ভাই।
চৌথা কুত্তা ঘর জামাই॥

১২৩৪৪ পচা নায় ঘাট বন্দী।

১২৩৪৫ পচা খচ্‌খচা, ঝিনুক পাইতা বউ নাচা।

১২৩৪৬ পড়ইয়া বিপাকে, রাজার পুতেও গরু রাখে।

১২৩৪৭ পথে নামলেই পথিক অয় না।

১২৩৪৮ পণ দিয়া কি মন পাওয়া যায়?

১২৩৪৯ পরের পুত কুত্তার মুত।

১২৩৫০ পরের পাগল হাততালি,
নিজের পাগল বাইন্ধ্যা রাখি।

১২৩৫১ পরের বাড়ীর পিঠা, দাঁতে লাগে মিঠা।

১২৩৫২ পরের বাড়িত ছেপের ডর,
নিজের বাড়ি হাইগ্যা ভর।

১২৩৫৩ পরের উপুর খায়, আডার' মাসে বছর যায়।

১২৩৫৪ পরের বউ দেখতে ভালা, নিজের বউ বেজায় কালা॥

১২৩৫৫ পরের দুধে দিয়া ফুঁক,
পুড়ইয়া আইলাম নিজের মুখ।

১২৩৫৬ পরের মাথায় কাঁঢল ভাইঙগ্যা,
কোষ খায় মুখ রাঙ্গ্যা।

১২৩৫৭ পরের বাড়ির উপুর দিয়া,
সোনা বন্ধু যায় চলিয়া।

১২৩৫৮ পরের ধনে বরের বাপ। টাকা ব্যয়ে নাই তাপ॥

১২৩৫৯ পরের জাতায় পুলার বাপ।
ওরে পুলা বাপ ডাক॥

১২৩৬০ পরের বেলা বুদ্ধিমান, নিজের বেলা অজ্ঞান।

১২৩৬১ পরের সল্লায় চলে, ভাসাইয়া নেয় ঢলে।

১২৩৬২ পরের কান্ধ থুইয়া বন্দুক।
শিকার করে ধাপুস ধুপুস।

১২৩৬৩ পড়লে কি অইব, পেড়ন লাগে।

১২৩৬৪ পশ্চিম দিকে আছাড় খায় না,
ধর্মের নামে ঘুম ধরে না।

১২৩৬৫ পাও থাকলে আডন যায়,
হাত থাক্‌লেই লেখন যায় না।

১২৩৬৬ পাকনা তেঁতুল গুড় দিয়া মাখান।

১২৩৬৭ পাগলা, নাও ডুবাইস না।
বেশ মনে করছ, আমি ত বাতাত খাড়া।

১২৩৬৮ পাগড়ি বান্‌তেই নমাজ শেষ।

১২৩৬৯ পাত ভাজবার খোলা নাই, ন ঘর কুমার।

১২৩৭০ পানি ছিডা দিলে চঁইড়ের গুতা খাওন লাগে।

১২৩৭১ পানি ভাতে কষ নাই, বান্দীর কামে যশ নাই।

১২৩৭২ পানি আউড়, পানি আউড়, পানি না লয় মন।
হিয়ার মাংস কাট্‌ট্যা দিলেও পর না হয় আপন॥

১২৩৭৩ পানি শুকাইয়া গেলে বান লাগে না।

১২৩৭৪ পারতে কি আর নিজের পয়সায় তেল জ্বালাই ?

১২৩৭৫ পান্তা কড়কড়া ভক্ষণ, এইত পুরুষের লক্ষণ।
আমি অভাগী তপ্তা খাই,
কোনদিন জানি মর্‌ইয়া যাই।

১২৩৭৬ পিডা খায় মিডার লোভে,
যদি পিডা মিডা লাগে।

১২৩৭৭ পিডা খাও চিনা খাও, ভাতের লাকান না।
চাচি ডাক মাসি ডাক, মায়ের মতন না॥

১২৩৭৮ পিণ্ডি পায় না কীর্তন গায়।

১২৩৭৯ পিঁপড়ার পাখ অয় মরবার লাইগ্যা।

১২৩৮০ পীরিতের নাও হুকনা দিয়া চলে।

১২৩৮১ পীর বা কই, দোয়াই বা কই।

১২৩৮২ পীরর বাড়ীত কুইড়ার বাসা।

১২৩৮৩ পুকড়া দাঁতে কুঁকড়া খায়, তার সাথে কি পারা যায়?

১২৩৮৪ পুলারে মুখ দেয় জুলায়।

১২৩৮৫ পেডের আগুনে বাইগণ পোড়ে।

১২৩৮৬ পেডে নাই কালা অক্ষর, পুঁথি লইয়া ঘর ঘর।

১২৩৮৭ পেডের ভুখ মাইরা খাওন দিলেই কি, না দিলেই কি।

১২৩৮৮ পেট নষ্ট করে মুড়ি, গাও নষ্ট করে পুঁড়ি ;
বাড়ী নষ্ট করে বুড়ী।

১২৩৮৯ পর্‌তি বুড়েই হালুক পায় না।

১২৩৯০ পোড়া কপালে সুখ নাই।

১২৩৯১ পড়ে পানা খুঁটে খানা।

১২৩৯২ পানোত হিনি চুন খস্‌প্যার দেয় না।

১২৩৯৩ পড়ে থাকে খোল আর ছাল,
হাতোত তুললেই কম্পান্নির মাল।

১২৩৯৪ পাল না পরব, তোর কি এত গরব।

১২৩৯৫ বেটত ছল, দুয়ারত যম।

*১২৩৯৬ প্যাগনা করা। ( বায়না করা )

১২৩৯৭ ফল ভালা কদলী, বউ ভালা ফেঁচুলী।

১২৩৯৮ ফকর করলেই ফিকির অয় না।

১২৩৯৯ ফকীর না চিনে মায়, ফকীর না চিনে গাঁয়,
ফকীর না চিনে খেশে, ফকীর না চিনে দেশে।

১২৪০০ ফকীরের পুত বাদ্সা অইলেও থইলার দিকে চউখ,
বাদ্সার পুত ফকীর অইলেও তখ্তের দিগে রোখ।

১২৪০১ ফাসি পড়ে যে জামাই, তার থাইক্যা ভালা নাই।

১২৪০২ ফাল্ছি মাথার কাপড়, হইছি নষ্টার নাগর।

১২৪০৩ ফাঁকা ঢেকীর শব্দ বেশী।

১২৪০৪ ফুচকি দিয়া মুচকি হাসে, এই ছিনালে ঘর নাশে।

১২৪০৫ ফুলের শোভা ভোমরা, বউ এর শোভা লাজ,
বেশ্যার শোভা মুচকি হাসি, নানান রঙের সাজ॥

১২৪০৬ ফুলের ঘায় বেউশ অয়, কেউ না তারে মানুষ কয়।

১২৪০৭ ফেৎনার থাইক্যা খৎনা ভালা।

১২৪০৮ বেহেস্ত আমার বিরাজ করে মায়ের পদতলে।

১২৪০৯ বটের ছায়া মায়ের কায়া।

১২৪১০ বউ এ পিন্দে পাড়ের শাড়ী,
হউরীর গলায় কেঁথা।

১২৪১১ বউ আইল ঘরে, সুখ গেল উড়ে।

১২৪১২ বউ অইছে শয়তানী, হাউরীরে দেয় জ্বালানী।

১২৪১৩ বউ না আন্বাম লায়েক, অইব বড় ফায়েক।

১২৪১৪ বড় বউ বড়ালের ঝি, ঘরের কোনায় কর কি ?
মেজো বউ মেজের মাটি, সকল কথায় ঝিক্রে উঠি।
সেজো বউ সেজুনি, সব কাজে এগুনি।
ন বউ নক্ত, সকল ঘরের কত্তা,
নূতন বউ নথ্নী, শেওড়া গাছের পেত্নী,
ছোট বউ আতরের শিশি, সকল গোষ্ঠীর মাথায় ঘসি।

১২৪১৫ বইয়া কই, হুত্‌ত্যা মাগুর, জাল বায় বেডা ভেদা।

১২৪১৬ বউ নষ্ট বাপের বাড়ী, পুত নষ্ট পরের নারী।।

১২৪১৭ বগলে কাঁচি থুইয়া সাত বাড়ী উজাড়।

*১২৪১৮ বড্‌ড কই টুরইয়া।

১২৪১৯ বড্‌ডা মাছের কাঁডাও ভালা।

১২৪২০ বড় লোকের কুত্তাডাও বড়।

১২৪২১ বড় লোকেই দেশ উজাড়।

১২৪২২ বড় লোকে যাই কয়, সবে করে হয় হয়।

১২৪২৩ বয়সে তিন মাথা যার, বুদ্ধি আছে ধড়ে তার।

১২৪২৪ বরাত মন্দ অইলে ময়দানে, হুবরা ক্ষেতেও বাঘে ধরে।

১২৪২৫ বরের নামে উদ্দিশ নাই, কইনা লইয়া ধড়্‌ফড়।

১২৪২৬ বলদের ইচ্ছায় চাষ অয় না।

১২৪২৭ বলবার কথা নয়—গিন্নি মারছে।

১২৪২৮ বালকের আকল নাই।

১২৪২৯ বায়রে ফড়্‌ফড়ানি, ঘরে নাই পান পানি।

১২৪৩০ বাড়ি জুড়্‌ইয়া এক ঘর, তারে বলে আন্দর।

১২৪৩১ বাঙ্গালী কুত্তার ইশ্‌কারী রাও।

১২৪৩২ বাঙ্গালীর পুত আরবী কয়।
আব আব কর্‌ইয়া মরণ অয়।

১২৪৩৩ বাঘ বুড়ইয়া অইলেও রাগ যায় না।

১২৪৩৪ বাদ্‌শাহর ঝি-ও কাঙালী ঘরে পড়ে।

১২৪৩৫ বান্দীর কথায় চান্দি জ্বলে।

১২৪৩৬ বান্দীর পেড লইয়া জনম,
না মানে দেব-ধরম।

১২৪৩৭ বান্দীর কামে যশ নাই, পান্তা ভাতে কস নাই।

১২৪৩৮ বান্দী-গোলামের জাত, বাড়্‌তে না দিও।

১২৪৩৯ বাপের বাড়িত ঝি নষ্ট, পান্তা ভাতে ঘি নষ্ট।

*১২৪৪০ বাঁউন চোষা গাই, বান্থুর চোষা কলা।

১২৪৪১ বাপ মা পায় না ভাত, আম্‌রা ফুলে হুংবার জাত।

১২৪৪২ বাপ নাই ঘর, হাত পুত মড়ল।

১২৪৪৩ বাপ দাদার নাম নাই, চান মল্লের বেয়াই।

১২৪৪৪ বার হাত কাপড় তের হাত ডোরা,
বউ চলেছে টাণ্ডন ঘোড়া।

১২৪৪৫ বাপে দেখেনি ঘোড়াঘাট,
ব্যাটা দেখেছে বার পাঁচ সাত।

১২৪৪৬ বাড়ীর গরু, ঘুলির ঘাস খায় না।

১২৪৪৭ বারো বছরে ওল, খন্তি দিয়ে তোল।

১২৪৪৮ বিটির বস্তু, আর বান্দীর বস্তু।

১২৪৪৯ বিয়ার এক কথা, নিকার লব্বই কথা।

১২৪৫০ বেড়াত নাই বান্ধন, চালত নাই ছাওন।

১২৪৫১ বুড়োক ম্যার‍্যা খুনের দায়ী।

১২৪৫২ ব্যাধা খালে আট্যা ধরে।
এক লাখালে দাদ্দারে ধরে।

১২৪৫৩ বাড়ী-মুখো বাঙাল ধায়। কার লাগাল কে পায়।

১২৪৫৪ বাঞ্ধ্যা মারে সয় বড়।

১২৪৫৫ বাঘ লাফে বার হাত, ফেউ লাফে তের হাত।

১২৪৫৬ ভাজা খাবার মন ত্যালত কম।

১২৪৫৭ ভাত দেওয়ার কেউ নাই, কিল মারায় শক্ত।

১২৪৫৮ মায়ের রাও দক্ষিণা বাও।

১২৪৫৯ মায়ের মুখ তাড়ায় দুখ।

১২৪৬০ মা মরলে বাপ তালই, ভাই বোন বনের পালই।

১২৪৬১ মায়ের মন বড় মন। যার কারণে তির্‌ভুবন॥

১২৪৬২ মা নাই ঘরে যার, জংলায় বসতি তার।

১২৪৬৩ মা হইছে বুড়ী, বৌদির গলায় ছুরি।

১২৪৬৪ মাইন্‌জা মরা হাঁই-এর্‌ থাইক্যা
ঝরঝরা রাঁড়িই ভালা॥

১২৪৬৫ মাইনজা মরা তামুক খায়, আগুন দিতে পরাণ যায়।

১২৪৬৬ মিট্‌মিটে বাতি আর পিট্‌পিটে ভাতার।
কোন দিকে যাইবাম গো, দুন্‌ইয়াই অন্ধকার॥

১২৪৬৭ মাছ মারা যা না করে, থলি ধরা তা করে।

১২৪৬৮ মরমো ত্যাকে করমো কি, বাঁচমো তো খামো কি?

১২৪৬৯ মাথাত থুই না উকনে খাবি,
মাটিত থুই না পিঁপড়ে খাবি।

১২৪৭০ মরণ ভাল ত সরম ভাল না।

১২৪৭১ মরাক ক্যা মারিস, মারতে যে লড়ে না।

১২৪৭২ যদিও সন্তান হয় অসিত বরণ।
সে-ও যে মার কাছে কষিত কাঞ্চন॥

১২৪৭৩ যদ্দিন খাওয়াছি দুধ। তদ্দিন আছিল পুত॥
বউ আইল ঘরে। পুত নিল পরে॥

১২৪৭৪ যার লাইগ্যা করলাম জো।
সে-ই বলে সৈথানে শো॥

১২৪৭৫ যারে দেখতে পারি না, তার মধুও তিতা লাগে।

১২৪৭৬ যার মরণ যিটি, লাও ভাড়া করে যায় সিটি।

১২৪৭৭ যাউ রে যাউ, বাড়ীতো যাউ
বিয়ের বাড়ীতো যাউ।

১২৪৭৮ যাচলে পরে খায় না। মাঙ্গলে পরে পায় না।

১২৪৭৯ যুগ্যের পেট কি, সাঁঝকে ডরে?

১২৪৮০ যাক শত্তুর পরে পরে। মোর গায়ে যান ধূলা ভরে।

১২৪৮১ যেমন পাগলা তেমনি পাগলী,
পাটের শাক আর ভাঙ্গা লাকড়ি।

১২৪৮২ রাজ্যের সুখ মায়ের বুক।

১২৪৮৩ লায়েক বউ-এ বাইরে চায়,
পথে ঘাটে হাওয়া খায়।

১২৪৮৪ লড়্‌তে পারে না কামান লয়।

১২৪৮৫ লাইয়্যার এক লাও, নিলাইয়্যার শতেক লাও।

১২৪৮৬ লুকে লুকে বউ ক্ষিরসা খায়।
এত ক্ষিরসা বউ কোথায় পায়।

১২৪৮৭ নাপিত দেখলে নোক বাড়ে।

*১২৪৮৮ লব লব করা। [ আহ্লাদীপনা করা। ]

*১২৪৮৯ ল্যাকর খ্যাকর করা।
[ বিশৃঙ্খলভাবে কাজ শেষ করা ]

১২৪৯০ লেখার কিল ভূতে কিলায়।

*১২৪৯১ নৈলুট করে খাওয়া।

১২৪৯২ লায়ে না চড়লেও, লায়ের চুকচুকি শোনা যায়।

১২৪৯৩ লাগ্যা দিয়্যা হরি পাগল। দেখরে বাপু সকল।

১২৪৯৪ শাশুড়ী ননদীর গাইলে গো।
ডুবাইলাম মাণিক্যের ভরা॥

১২৪৯৫ সকল তীর্থের সার জানি মায়ের পা দু'খানি।

১২৪৯৬ সৎমা ফিরিয়া চায়। দরিয়া শুকাইয়া যায়॥

১২৪৯৭ সৎমার মুখ নাড়া। মড়ার উপর যেন খাড়া॥

১২৪৯৮ সৎমা যখন পুত বলে, শুকনা কাষ্ঠে আগুন জ্বলে।

১২৪৯৯ সুয়ো হইল রাজরাণী, দুয়ো হইল ঘুঁটে কুড়নী।

১২৫০০ সতীনে সতীনে বাদ। প্রতি কথায় প্রতিবাদ॥

১২৫০১ সদ লাগলো উই ( রুই ), ভাতার পুতে না থুই।

১২৫০২ ল্যাতোর আজি এতো, আর তো দিন পড়েই আছে।

১২৫০৩ সুতো মাজলে হয় চিকন, কথা মাজলে হয় মোটা।

১২৫০৪ সাত ঘরামির ঘর, খোদায় রক্ষা কর।

১২৫০৫ সেই ধানের সেই চাউল,
গিত্যানী বিনে আউল ঝাউল।

১২৫০৬ সৎ মায়ের বাণী,
তলে কাটে গাছ, ওপরে-ঢালে পাণি।

১২৫০৭ হতাইর রাও, আগুনন্থা বাও।

# পরিশিষ্ট

# পরিশিষ্ট—ক

## প্রথম যুগের কয়েকটি বাংলা নাটকে প্রবাদের প্রয়োগ

### রামনারায়ণ তর্করত্ন

১। আসে যায় করে হিত, করে কুলায় করে হিত, নেয় থোয় করে ছি· (নবনাটক)

২। অমন করে বলবেন না, একে বাপ তায় বয়সে বড়। (ঐ)

৩। এই বেরাল বনে গেলেই বনবেরাল হয়। (ঐ)

৪। উনি একেবারে উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন,
কাকেও গ্রাহ্যের মধ্যে করেন না। (ঐ)

৫। লোকে বলে ওঠ ছুঁড়ি তোর বে, আমার মেয়েদের কপালে
তাই ঘটেছে। (কুলীন কুলসর্বস্ব)

৬। শ্রীপঞ্চমীর সঙ্গে তো মুখ দেখাদেখি নাই দেখছি। (ঐ)

৭। ইহার উপরে ক অক্ষর গোমাংস, শুদ্ধ অশুদ্ধ কথাই
অনর্গল কহিতেছে। (ঐ)

৮। আমি সে সকল পাঁকে পুঁতেছি, সে কথায় আর কাজ নাই। (ঐ)

৯। তারপর তার রঙ্গ দেখে হরিভক্তি উড়ে গেল। (ঐ)

১০। যেমন মোল্লা বলে, হিঁদুর পরব নেই। (ঐ)

১১। কুল ত নয় কুলের আঁটি—বড় কঠিন। (ঐ)

১২। বড় ক্ষিদে পেলে কি দু হাতে খেতে হয়? (ঐ)

১৩। তোমাদের দেশের ক্ষুরে দণ্ডবৎ। (ঐ)

১৪। গাছে না উঠতে এক কাঁদি। (ঐ)

১৫। গেড়ের চেঙ্ কি স্বর্গ দেখে? (ঐ)

১৬। কর্তাবাবু অমন ঘণ্টার গরুড়ের মত রয়েছেন। (নবনাটক)

১৭। এই যে কথায় বলে, ঘর নাই তার উত্তর শিওরী। (ঐ)।

১৮। মুখের কথায় মোরা রাজা উজির মারি। (ঐ)

১৯। যেমন জেতে জন্ম, এমন যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভগবান তাঁকেও
তোমরা ঘোল খাইয়েছিলে। (ঐ)

২০। চাকুরি না কুকুরী। (কুলীন কুলসর্বস্ব)

২১। একি, চাঁদের হাট যে। ( নবনাটক )

২২। মরণ, পোড়ারমুখো কেন বা এসেছে, চিত্রগুপ্ত বুঝি খাতা ভুলিয়া বসেছে। ( কু-কু-স )

২৩। দেখি না, চুনো পুঁটি কে কোথা মারে। ( ঐ )

২৪। চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। ( নবনাটক )

২৫। ও ছেঁড়া চুলের খোঁপায় কাজ কি? ( ঐ )

২৬। ঐ যে কথায় বলে জহুরী না হলে জহর চিনতে পারে না। ( ঐ )

২৭। জল উঁচু জল নীচু বল্যে ফেলে। ( ঐ )

২৮। আমদেরও ঝোপ বুঝে কোপ, মটকা মেরে বসে থাকি।

[ কু-কু-স ]

২৯। ঠাকুর ঘরে কে? না আমি কলা খাই নি। ( ঐ )

৩০। আমি কি ডোম যে ধর্ম শাস্ত্র শিখে ধর্ম পণ্ডিত হব? ( ঐ )

[ রাঢ় অঞ্চল প্রধানতঃ পুরুলিয়া জিলায় একটি প্রচলিত প্রবাদ এই—'আর কোথাও ঠাঁই পেলে না, শেষে ডোমের বাড়ী গিয়ে উঠ্‌লে, ধর্মঠাকুর?' ডোম জাতিই মূলতঃ ধর্মঠাকুরের পূজারী, তাহা হইতে। ]

৩১। আমি অতো ঢেঁকির কচকচানি শুনতে চাইনে।

৩২। তুই সভিন বলতে লাগলো, এখানে এসো এখানে এসো, কত্তার ত্রিশংকুর স্বর্গ। ( নবনাটক )

৩৩। বিবাহের দয়াবাণ করেছে বল্লাল, ( কু কু-স )

৩৪। দশ পুত্র সমকন্যা যদি পাত্রে পড়ে। ( ঐ )

৩৫। দুষ্ট গরু থাকার চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল। ( ঐ )

৩৬। …তা থাকলে বড় সাধারণ দুঃখে শেয়াল কুকুর কাঁদত না।

( নবনাটক )

৩৭। দেয় থোয় রাখে মান, তারে বলি যজমান। ( ঐ )

৩৮। লোকের অহংকার হল্যে পৃথিবী শরা দেখে, ও খুরী দেখছে।

( নবনাটক )

৩৯। সেই বল্লাল বেটাই যত নষ্টের গোড়া। ( কু-কু-স )

৪০। আমি ওর নাড়ী নক্ষত্র এসব জানি। ( নবনাটক )

৪১। আমার প্রতাপে বাঘে গরুতে একত্রে জল খেত।

## মধুসূদন দত্ত

১। এই বুড়ো বেটা কি অকালের বাদলা হয়ে আমাদের প্লেজার নষ্ট করতে এল। ( একেই কি বলে সভ্যতা )

২। ওকে যখন প্রসব করেছিলে তখন নুন খাইয়ে মেরে ফেলতে পারনি ? ( ঐ )

৩। কালী আবার ওর চেয়ে এক কাঠি সরেস। ( ঐ )

৪। আমি হলে এতদিনে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় কর্তুম। ( ঐ )

৫। বিখ্যাত রাক্ষস কুল···হেন কুলে কালি, দিব কি রাঘবে দিতে আমি মা রাবণি ইন্দ্রজিৎ। ( মেঘনাদবধ কাব্য )

৬। গতস্য শোচনা নাস্তি। ( বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ। )

৭। এযে গোবরে পদ্মফুল ফুটেছে। ( ঐ )

৮। কর্তাটি এমনি খেপে উঠলেই তো বাঁচি, গো মড়কে মুচির পার্বণ। ( ঐ )

৯। মন্ত্রণায় প্রথমেই ত ফল লাভ হল···তারপর আর কিছু না হয় ; জানলেম চোরের রাত্রিবাসই লাভ। ( কৃষ্ণকুমারী )

১০। ছাইতে কি আগুণ এত কালও থাকে গো। ( বুড়ো··· রোঁ )

১১। তুই বাবুদের মত তামাক খেতে কোথায় শিখলি রে ? এযে ছাতারের নেত্য। ( ঐ )

১২। আজ মুড়ো খেঙ্গরা দে বিষ ঝাড়ব। ( একেই কি বলে সভ্যতা )

১৩। আ হা হা মিনসের রকম দেখ না, যেন তুলসী বনের বাঘ। ( ঐ )

১৪। হাজার হোক নেড়ের জাত কি না, কথায় বলে তেঁতুল নয় মিষ্টি, নেড়ে নয় ইষ্টি। ( বুড়ো··· )

১৫। এই নাকে কানে খত, এমন কর্ম আর নয়। ( ঐ )

১৬। এই বয়সে কত শত বেটার নাকের জলে চক্ষের জলে করে ছেড়েছি। ( একেই কি······ )

## দীনবন্ধু মিত্র

১। বাবা তুমি বোকারাম অকাল কুষ্মাণ্ড, তুমি বেশ্যার বজ্জাতির অন্ত পাবে না। ( সধবার একাদশী )

২। অকালের তাল মিষ্টি। ( লীলাবতী )

৩। তিনি দয়ার সাগর, আমাদের অকুল পাথারে ভাসাবেন না। ( ঐ )

৪। বাবা আঁধারে ঢিল মারো, উতোর শুনে যাও। ( ঐ )

৫। বাছা তোমার জননীর তুমি অন্ধের নড়ী। ( নবীন তপস্বিনী )

৬। তুমি আমার অন্ধের নড়ি আমার ভাঙা ঘরের চাঁদের আলো। ( বিয়ে পাগলা বুড়ো )

৭। ছেড়ে দাও আমি অগস্ত্য যাত্রা করি। ( সধবার একাদশী )

৮। আর একবার দেখতে হত, কিন্তু অনেক কাঠখড়। ( জামাই বারিক )

৯। আমি অস্থির পঙ্কে পড়েছি, কিছুই স্থির করতে পারছি না। ( লীলাবতী )

১০। সে আমার আকাশ-কুসুম বোধ হয়। ( লীলাবতী )

১১। আগুন চাপা থাকবার নয়। ( সধবার একাদশী )

১২। আগুনের ফুলকি যার চালে পড়বে তার ভিটেয় ঘুঘু চরাবে। ( নবীন তপস্বিনী )

১৩। যার যেখানে ব্যথা তার সেখানে হাত। ( নীল-দর্পণ )

১৪। আমি আটাশে খুকী নই, তোমার কোন বিষয়ে ভাবতে হবে না। ( নবীন তপস্বিনী )

১৫। আমি আট ঘাট বন্ধ করবো, সে দিকে কারো যেতে দেব না। ( ঐ )

১৬। এমন গোপালকে নুন খাইয়ে দিতে হয়। ( সধবার একাদশী )

১৭। এমন পোড়া দশা আমার আমায় কেন নুন খাইয়ে মারোনি। ( নবীন তপস্বিনী )

১৮। আনাড়ির ঘোড়া লয়ে অপরেতে চড়ে,
ধনবানে কেনে বই জ্ঞানবানে পড়ে। ( সধবার একাদশী )

১৯। আপন কোটে পাই, চিঁড়ে কুটে যাই। ( লীলাবতী )

২০। সাহেবরা কামায় আপনার খাঁড়া, যেখানে পড়ায় সেখানে পড়ে। ( নীল-দর্পণ )

২১। তোমার নিজের চরকায় তেল দেহ। ( নীল-দর্পণ )

২২। কচি কচি মেয়ে সাহেবেরে ধরে দিয়ে আপনার পায় আপনি কুড়ুল মারি। ( ঐ )

২৩। বসুক আর না বসুক। আঁপনার মন দিয়ে পরের মন জানা যায়। ( নবীন তপস্বিনী )

২৪। আপনি বাঁচলে বাপের নাম। ( ঐ )

২৫। অবাগার বেটা ভূত। ( লীলাবতী )

২৬। বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী, আগুন মরে যাক। ( কমলে কামিনী )

২৭। আরশুলা আবার পাখী, ডেপুটি আবার হাকিম।

( সধবার একাদশী )

২৮। আপনি জগদম্বার সম্বল। জগদম্বার আলালের ঘরের দুলাল।

( নবীন তপস্বিনী )

২৯। দেখ যেন আলো আঁধারি লাগে না। ( লীলাবতী )

৩০। ব্রাহ্মণের কাছে আতপ চাল দেখলে মুখ চুলকায়। ( নবীন… )

৩১। ইতি কর না বাবা, যথেষ্ট প্রহার হয়েছে। ( সধবার একাদশী )

৩২। উইলসনের ভোগরাগ চাকিলি। ( ঐ )

৩৩। উড়ন চণ্ডে কাজে সমাজের নাম কিনতে নাই। ( লীলাবতী )

৩৪। ওড়ো খই গোবিন্দায় নম, বেরয়ে গেলেই আমাদের কেউ নয়। (ঐ)

৩৫। উত্তোর হোক না হোক গলাবাজীতে মাত করি। ( নবীন… )

৩৬। উদোর বাবা বুদোর ঘাড়ে। ( নবীন তপস্বিনী )

৩৭। উন পাঁজুরে লক্ষ্মীছাড়া বরাশুরের দল কুড়ে গোরুর ভিন্ন গোঠ।

৩৮। তুমি ব্রাহ্মধর্ম যত বুঝেছ, তা এক আঁচড়ে জানা গেছে।

( সধবার একাদশী )

৩৯। তোমার এখানে কথা কওয়া…এক গাঁয় ঢেকি পড়ে এক গাঁয় মাথা ব্যথা। ( লীলাবতী )

৪০। এক পাথরে দুই পক্ষী মরিল। ( নীল-দর্পণ )

৪১। ব্যাটা হেলে ধত্তে পারে না, কেউটে ধত্তে যায়। (সধবার একাদশী)

৪২। এক বিয়োন্ না দিলে লজ্জা যায় না। ( লীলাবতী )

৪৩। এক ভস্ম আর ছাড়, দোষগুণ কব কার। ( নীল-দর্পণ )

৪৪। এক মুখে দুই কথা, ছেপ ফেলে ছেপ গেলা।

৪৫। মালতি, তোর মনে এই ছিল, এক যাত্রায় পৃথক ফল।

( নবীন তপস্বিনী )

৪৬। মল্লিকে আমাদের এক হাটে বেচতে পারে এক হাটে কিনতে পারে।

( ঐ )

৪৭। কেনই বা মন উচাটন হয়, এক হাতে ত তালি বাজে না।
( কমলে কামিনী )

৪৮। আঁস্তাকুড়ের পাত কখনো সগ্‌গে যায় ? ( বিয়ে পাগলা বুড়ো )

৪৯। বিন্দি পোড়া কপালীর আচ্ছা ওষুধ, বেশ ধরেছে।
( জামাই বারিক )

৫০। আমি আজ দশদিন জামাই বারিকে বরগা গুণছি। ( ঐ )

৫১। ওর মত কল্লা মেয়ে বাপের কালে দেখিনি। ( জামাই বারিক )

৫২। আমরা হুজুর, কসায়ের কুক্কুর, নাড়িভুঁড়িতেই উদর পূর্ণ করি।
( নীল-দর্পণ )

৫৩। কাক ধূর্ত আর কায়েত ধূর্ত। ( ঐ )

৫৪। পাড়ার ছেলে আঁটকুড়ির বেটারা আমারে দেখলে যেন কাকের পিছনে ফিঙে লাগে। ( নীল-দর্পণ )

৫৫। কাঙালের কথা বাসি হলে খাটে। ( নীল-দর্পণ )

৫৬। উহার কাছে প্রজার বিচার, কাজির কাছে হিঁদুর পরব। ( ঐ )

৫৭। তুই আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিস্ না। ( সধবার একাদশী )

৫৮। তুমি আর জ্বালন জ্বালিও না, তোমার আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে হবে না। ( নবীন তপস্বিনী )

৫৯। কাঠের বেরাল হলে কি হয়, ইঁদুর ধর্ত্তে পারলেই হল।
( জামাই বারিক )

৬০। মল্লিকে আমায় যথার্থ ক্ষেপায়.... আমিও তেমনি কান পাতলা।
( নবীন তপস্বিনী )

৬১। কান কাঁদেন সোনারে, সোনা কাঁদেন কানরে। ( ঐ )

৬২। কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ। ( ঐ )

৬৩। কানায়ে ভাগ্‌নে, ক্ষান্ত হও। ( লীলাবতী )

৬৪। বড় মানুষের বাড়ীর ভিতর যাওয়াও যে, কামরূপ কামিখ্যে যাওয়াও সে। ( সধবার একাদশী )

৬৪। কায়েতের ঘরের ঢেঁকি। ( ঐ )

৬৫। লোকের গারা চাপা কপাল, আমার পাথর চাপা কপাল।
( নবীন তপস্বিনী )

৬৬। হাঁ বাবা, আমি তোমার কালনিমে মামা। ( সধবার একাদশী )

৬৭। তুই বুঝি লুকয়ে লুকয়ে দেখিস্ আর ভাবিস্ কি ছাই বেরালে মেরেছে। ( ঐ )

৬৮। কেলিয়ে কাঁঠাল পাকালে মিষ্টি লাগে না। ( বিয়ে পাগলা বুড়ো )

৬৯। আমি যদি ব্যাটাকে দৌড়ে ধত্তে পাত্তেম, তবে এতদিন কীচক বধ কত্তেম। ( ঐ )

৭০। তুমি দোর খোল, তোমাদের সকলকে কীচক বধ করেনি' (নবীন ··)

৭১। আপনারা বামুন জাত, কুকুর মারেন ত হাঁড়ি ফেলেন না। ( ঐ )

৭২। কুঁদের মুখে বাঁক থাকবে না, শ্যামচাঁদের ঠ্যালা বড় ঠ্যালা। ( নীল-দর্পণ )

৭৩। মামী মামার কুন্‌কী হাতী ছিলেন জানিস্ তো। ( লীলাবতী )

৭৪। গায়ে কালি দিতে পারে, কিন্তু কুলে কালি দিতে পারে না। ( সধবার একাদশী )

৭৫। কেটে জোড়া দেন, বুদ্ধি ঘটিরামে প্রকাশ হয়েছে। ( ঐ )

৭৬। লেখাপড়ায় কেটে জোড়া দেন। ( জামাই বারিক )

৭৭। একি ভাই ঠাকুর জামাই, খিদে পেলে কি ছ'হাতে খেতে হয় ? ( বিয়ে পাগলা বুড়ো )

৭৮। খইয়ে ষাঁড় বা খইয়ে ষাঁড়ের দেশ। ( নবীন তপস্বিনী )

৭৯। অধ্যাপনা ভট্টাচার্য খড়ের আগুন, যেমন জলে তেমনি নেভে। (ঐ)

৮০। তোদের কাছারি বাড়িতে আগুন দিয়া দাহন করিয়া যাইব। ( যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ )

৮১। তা হলে দুদিনের মধ্যে দাহন করি। ( নবীন তপস্বিনী )

৮২। বেটীর আর বাকি আছে কি, নাম লেখালেই হয়। ( নীল-দর্পণ )

৮৩। আমার পালায় পিটে খেলেন, তাঁর পালার দিন খুঁটি হয়ে বসে রইলেন। ( জামাই বারিক )

৮৪। বাবা···উত্তোর শুনে যাও। ( লীলাবতী )

৮৫। খুঁটোর জোরে ম্যাড়া নড়ে। ( জামাই বারিক )

৮৬। খোঁড়া বুড়ো বেয়াই, কোন দিকে সুখ নাই। (বিয়েপাগলা বুড়ো)

৮৭। তোমার জন্যে কুলাঙ্গার গরুর বাটে গোবর দেওয়ার ন্যায় গায় গালি দিতে পারে। ( সধবার একাদশী )

৮৮। আজ যেমন আসবে গলায় গামছা দিয়ে ঘরে নিয়ে যাব। (জামাই বারিক)

৮৯। গাছে তুলে দিয়ে, বঁধু, কেড়ে নিলে মই। (নবীন তপস্বিনী)

৯০। শান্তিপুরের ব্রহ্মচারীর কথা মনে হলে আমার গায়ে জ্বর আসে। (লীলাবতী)

৯১। আবার গায়ে পড়ে ঝগড়া কত্তে আসবে। (ঐ)

৯২। রঘু রায়ের চেহারা আর নদের চাঁদের চেহারা এপিট ওপিট। (ঐ)

৯৩। এপিট আর ওপিট লঙ্কার কালিম তীরেই রায়ের আরম্ভ। (নবীন তপস্বিনী)

৯৪। তোমার গুষ্টির মাথা পড়ে। (লীলাবতী)

৯৫। গোয়াল পাড়ার নৌকা হাটখোলার নীচে ডোবে। (বিয়েপাগলা বুড়ো)

৯৬। অনেক ব্যাটা গৌরব প্রিয় গোবর গণেশ আছে, যাই করে কিছু টাকা দেয় না। (সধবার একাদশী)

৯৭। আমি কি ঘটকালি করতে গিয়ে বিয়ে কল্যেম নাকি। (কমলে কামিনী)

৯৮। ঘর জামায়ে পোড়ার মুখ, মরা বাঁচা সমান সুখ। (জামাই বারিক)

৯৯। ঘর জামায়ে ভাতার যার, কানের সোনা নিন্দে তার। (ঐ)

১০০। সর্বরক্ষে, আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। (লীলাবতী)

১০১। ঠাট্টা বুঝতে পারি, সত্যি সত্যি ঘাসের বীচি খাইনে। (ঐ)

১০২। যবদ্বীপের পণ্ডিতেরা কি ঘাস খায়, এমনি ব্যবস্থা দিতে গিয়েছে। (ঐ)

১০৩। ঘুঁটে কুড়ুনীর ছেলে সদর নায়েব। (নীল-দর্পণ)

১০৪। অটল আমার আস্তাবলের বাঁদর। (সধবার একাদশী)

১০৫। একটু চড়ুকে হাসি হাসিয়া বলিলেন। (যমালয়ে জীবন্ত মানুষ)

১০৬। বাপ্‌ যেন চরকি ঘুরিয়ে দিলে। (জামাই বারিক)

১০৭। চাকের মধু কি মিষ্টি হইত, মৌমাছির খোঁচা না যদি রইত। (ঐ)

১০৮। 'চিন্তা জ্বরো মনুষ্যাণাং'।

১০৯। চিলটা পড়লে কুটোটা নিয়ে ওঠে। (কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ)

১১০। মল্লিকের সঙ্গে তোমার চুলোচুলি হবে। (নবীন তপস্বিনী)

১১১। অন্যলোকের চক্ষে ধূলো দেওয়া অসম্ভব নয়। ( কমলে কামিনী )

১১২। জমি ছাড়বার জন্যে কত মিনতি কল্যে, চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী। ( ঐ )

১১৩। মোদের চখি কি আর চামড়া নেই। ( নীল-দর্পণ )

১১৪। চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী, কামিনীর ঘোঁতঘোঁত করে মুখ। ( জামাই বারিক )

১১৫। আমার মন চোরার মাসতুতো ভাই—চোরে চোরে। ( লীলাবতী )

১১৬। চোরের সাক্ষী গাঁট কাটা, শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল। ( নীলদর্পণ )

১১৭। ওঁকে এত ভালবাসি···তবু উনি আমাকে ছকড়া নকড়া করেন। ( লীলাবতী )

১১৮। আমি ত ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো আছি। ( বিয়ে পাগলা বুড়ো )

১১৯। ঐ ( নবীন তপস্বিনী )

১২০। যে বেটী বাপান্ত কল্যে সে মুটোর ভেতর এলো। ( ঐ )

১২১। ছেলের হাতে পিঠে নয়। ( সধবার একাদশী )

১২২। ছোটলোকের রীতের দোষ। ( জামাই বারিক )

১২৩। কোতোয়াল তখনি তাকে জরাসন্ধ বধ করেন। (নবীন তপস্বিনী)

১২৪। মা শেতলা আছেন, যাঁর কুদৃষ্টিতে সপুরী এক গাড় হয়। ( সধবার একাদশী )

১২৫। ভয় কি, জীব দিয়েছে যে, আহার দেবে সে। ( নীল-দর্পণ )

১২৬। যদি যাও, আমি তোমার জলের হাঁড়ি হয়ে সঙ্গে যাব। ( বিয়ে পাগলা বুড়ো )

১২৭। হেম চাঁদ আমার দাদা হয়, কিছু বল্যে না, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম পিতা। ( লীলাবতী )

১২৮। এখন জোর যার মুল্লুক তার, টানাটানি করে নিতে পারে। ( জামাই বারিক )

১২৯। এটা ঝকমারির মাশুল। ( নবীন তপস্বিনী )

১৩০। এর শাস্তি দেবো, ঝাঁটা দিয়ে বিষ ঝাড়ান ঝাড়বো। ( ঐ )

১৩১। সকল দেবতাই সমান, ঠক বাচতে গাঁ উজাড়। ( নীল-দর্পণ )

১৩২। বাহবা ঘটিরাম, ডুব দিয়ে জল খেলে গলায় বাধে।
( সধবার একাদশী )

১৩৩। ডুবিয়ে সলিল যদি সীমন্তিনী খায়,
শিবের অসাধ্য, স্বামী দেখিতে না পায়। ( বিয়ে পাগলা বুড়ো )

১৩৪। ঢাকের বাদ্য কোন সময় ভাল লাগে জানেন? যে সময়টি চুপ করে। ( নবীন তপস্বিনী )

১৩৫। তুমি এখন আপনার জন, তোমার কাছে ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড় কি।
( বিয়ে পাগলা বুড়ো )

১৩৬। মহাশয়, ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড় আর চলবে না, পাড়ায় রাষ্ট্র।
( লীলাবতী )

১৩৭। তুফানে পড়েছি বটে ছাড়িব না হাল, আজকে না হল যদি হতে পারে কাল। ( নবীন তপস্বিনী )

১৩৮। যার তিন কুলে কেউ নেই, সেই গিয়ে অমন ছেলের হাতে পড়ুক।
( লীলাবতী )

১৩৯। তিন সত্য কল্যে, না দেখাও নরকে পচে মরবে। ( ঐ )

১৪০। তিলটি পড়লে তালটি পড়ে ঘাঁটাইলে বলতে হয়। ( ঐ )

১৪১। হাজার বলো ভবি ভোলবার নয়। ( ঐ )

১৪২। লঙ্কার রাবণ রাজা শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল।
( জামাই বারিক )

১৪৩। আজ তোমার একদিন, আর আমারি একদিন, এই মুড়ো ঝাঁটা মুখে মারবো তবে ছাড়বো। ( নবীন তপস্বিনী )

১৪৪। তুমি যা যা চেয়েছ সব এনে দিইচি, তখন আমার কপাল আর তোমার হাত।

১৪৫। তোমার দোষ কি, তোমার জাতের স্বধর্ম। ( ঐ )

১২৬। তোমার দোষ কি, তোমার জাতের স্বধর্ম, তোমরা দাঁড়ে বসো, ছোলা খাও, রাধাকৃষ্ণ বলো, আবার মধ্যে মধ্যে শিকল কাটো। (ঐ)

১৪৭। বুড়ো বর বটে কিন্তু ঘরে ক্ষীর। ( বিয়ে পাগলা বুড়ো )

১৪৮। মেটাতে দুধের সাধ ঘোলের কেঁড়েয়। ( কুঁড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ )

১৪৯। তা ভাই দুধের সাধ ঘোলে মেটে না। ( সধবার একাদশী )

১৫০। আপনার দোষে হাতী বাঁধা হবে। ( লীলাবতী )

১৫১। এখন দুহাত এক হলে আমি বাঁচি। ( নবীন তপস্বিনী )

১৫২। আমার লক্ষ্মণ দেওর, আমার মনচোরার মাসতুতো ভাই।
(লীলাবতী)

১৫৩। কার্তিক কৃষ্ণা চতুর্দশী বা ভূত চতুর্দশীতে চোদ্দ প্রকার শাক খাওয়ার কি বিধি আছে। ( জামাই বারিক )

১৫৪। তুই বিটী ধর্মের ষাঁড়। ( বিয়ে পাগলা বুড়ো )

১৫৫। আমার তিনকুলে কেউ নেই, আমি ধর্মের ষাঁড়। (কমলে কামিনী)

১৫৬। ধরে বেঁধে পিরীত আর ঘষে মেজে রূপ কখনই হয় না।
( সধবার একাদশী )

১৫৭। গতবারে আপনার ধান গিয়েছে, এইবারে মান যাবে। ( নীল-দর্পণ )

১৫৮। আমি কেবল ধামাধরা, মন্ত্রী মহাশয় আমায় কিছু বল্যেন না, এত অপমান। ( নবীন তপস্বিনী )

১৫৯। এই নাকে কানে খত দাও, আর কখনও জীয়ন্ত মানুষের ছায়া মাড়াইবে না। ( যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ )

১৬০। সভাতে কতকগুলি নামকাটা সেপাই ঢুকেছেন। (সধবার একাদশী )

১৬১। আমার প্রভাবে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়।
( যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ )

## অমৃতলাল বসু

১। আগুন কি চাপা থাকে, আপনার কথায় ধরা পড়েছেন। ( একাকার )

২। মেয়ে ও নয়, আগুনের ফুলকি। ( নবযৌবন )

৩। এখন কাঁদিতে হইল যৌবনের ভারে।

৪। আনাড়ির ঘোড়া লয়ে অপরেতে চড়ে,
ধনবানে কেনে বই জ্ঞানবানে পড়ে। ( চোরের উপর বাটপাড়ি )

৫। আমার কুকুর, আমি তার ল্যাজই কাটি, কানই কাটি,
তোমার তাতে কি ( নবযৌবন )।

৬। আপনার কথা সাত কাছন করে আমার মুখে থাবা দিয়ে রাখবে। ( ডিস্‌মিশ্‌ )

৭। আপনার চরকায় তেল দাও। ( একাকার )

৮। মারছিস্ আপনার পায়ে কুড়ুল, মজিয়ে দিচ্ছিস্ দেশ।
( সাবাস বাঙালী )

৯। বেদের টোল। ( একাকার )

১০। আশা বৈতরণী নদী, আশার বলেই মনুষ্য বেঁচে থাকে। (হীরকচূর্ণ)

১১। আমার আহ্লাদে প্রাণ আটখানা। ( বিজয়-বসন্ত )

১২। হিন্দু ধর্ম করেছেন, ওতো উড়ন চণ্ডীর ধর্ম্ম,
—খালি খরচ। ( কৃপণের ধন )

১৩। তাঁতীর হাতে পড়ে আমার উলুবনে সাঁতার। ( বাবু )

১৪। এবারকার রুগী, আরবারকার রোজা। ( অবতার )

১৫। এক মাঘে জাড় পালায় না। ( গ্রাম্য বিভ্রাট )

১৬। ওরা একূল ওকূল রাখবে দুকুল কজনে।

১৭। একরামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসর।

১৮। এ্যাং যায় ব্যাং যায় খলসে বুড়ি বলে আমিও যাই।
( রাজা বাহাদুর )

১৯। বার বার তিন বার কাল এস্পার কি ওস্পার।
( চোরের উপর বাটপাড়ি )

২০। কচি পাঁঠা বৃদ্ধ মেষ, দইয়ের আগা ঘোলের শেষ।
শাকের ছা, মাছের মা, ডাক বলে,—বেছে খা। ( নবযৌবন )

২১। এদিন কোন আবাগী আমার বরগা গোনার বন্দোবস্ত করে দিত।
( ডিস্‌মিশ্‌ )

২২। আমি কুচবনের কালাচাঁদ, ক্যায়লে আমার প্রেমের ফাঁদ। (যাদুকরী)

২৩। কলা খেল যত বান্দর, রাজ্য পেল রামচন্দর। ( রাজা বাহাদুর )

২৪। যেন কাকের পিছে ফিঙে। ( সাবাস আটাশ )

২৫। কাকের মাংস কাকে খায় না। ( খাস দখল )

২৬। না মেনে কি করি বাবা, কর্ত্তা যে কাঁচা খেকো দেবতা (কৃপণের ধন)

২৭। তাই কেন ভেঙ্গে বল না, এত ঘুরিয়ে নাক দেখাচ্ছ কেন?
(কালাপানি)

২৮। কানা খোঁড়ায় একত্তন পাতা। ( কৃপণের ধন )

২৯। কামরূপ কামিখ্যে গেলে সেখানে ডাকিনীরা পুরুষকে ভেড়া করে রাখতো। ( বাহবা বাত্তিক )

৩০। ওদের মা অবাগীরা কামিখ্যের ডাকিনী (গ্রাম্য বিভ্রাট)

৩১। কামার বাড়ী কি ছুঁচ বেচতে আসতে হয়? (একাকার)

৩২। কালে বাঁচলে কত দেখবো আর, ছুচোর গলায় চন্দ্রহার।
বেড়ালের কপালে টীকে, বাঁদর বেড়ায় হলুদ মেখে। (নব যৌবন)

৩৩। আজ পেলেই আমায় কীচক বধ করবে। (চোরের উপর বাটপাড়ি)

৩৪। নবমী পুজো নাগাদ দেখছি কিষ্কিন্ধা লাভ হবে। (গ্রাম্য বিভ্রাট)

৩৫। আমি ঘরকন্নার সব জানি, আর বৌকে আমি কুটোটি নাড়তে
দেব না। (খাসদখল)

৩৬। আমি বড় কেও কেটা নই, আমার নাম ত চিনিবাস।
(সাবাস বাঙালী)

৩৭। কেঁচো খুড়তে খুঁড়তে সাপ বেরোবে, কিন্তু। (গ্রাম্য বিভ্রাট)

৩৮। ভাষার কি ব্যাকরণ কি অভিধান, অন্য লোকে কেটে জোড়া দেয়।
(বৌমা)

৩৯। হ্যাঁ ও বিষ্টাকাটি হবে, আর তুমি ক্ষীরের হাঁড়ির মাছি হবে।
(কালাপানি)

৪০। তা জুতো পায়ে দিয়ে ওড়না উড়িয়ে এখানে যে খড়দার মা গোঁসাই
এসেছেন, তা বুড়ো মানুষ জানবে কেমন করে? (বিবাহ বিভ্রাট)

৪১। আমি নিতান্ত কোম্পানীর খয়ের খাঁ ভক্ত। (একাকার)।

৪২। নদী পার হয়ে এখন কুমীরকে কলা দেখাতে চাও। (বিজয় বসন্ত)

৪৩। তাড়াব না উঠান চম্পা কেন? (বৌমা)

৪৪। খোদা যব দেয়া, ছপ্পার ফোঁড়কে দেয়া। (চোরের উপর বাটপাড়ি)

৪৫। ব্রহ্ম সমাজের দিন সকাল বেলায় খোঁয়াড়ি ভেঙ্গে রাখব।
(গ্রাম্যবিভ্রাট)

৪৬। গদাই লস্করি চালটুকু দেখছি অভ্যাস করা আছে। (বাহবা বাত্তিক)

৪৭। গাছে না উঠতেই এক কাঁদি (রাজাবাহাদুর)

৪৮। পালাবে বই কি, আমায় গাছে তুলে মই কেড়ে নিতে চাও।
(নবযৌবন)

৪৯। আমার গোড়ায়ই গলদ, প্রাণনাথ একটি আস্ত বলদ। (বৌমা)

৫০। চলুক না, গৌরচন্দ্রিকাটা তুমিই শেষ কর না। (নবযৌবন)

৫১। এখন ঘরের ঢেঁকি কুমীর হয়ে লাটসাহেবকে দলিয়ে কলিয়ে সেই
কাজ করাচ্ছে (সম্মতি সংকট)

৫২। ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়া বড় শক্ত কথা। ( বিজয় বসন্ত )

৫৩। এখনও বেটা ঘোড়ার চাল চাললে, না বাঁধতে বাঁধতে রাজা-মন্ত্রী দুই মারা যাবে। ( বিজয় বসন্ত )

৫৪। খেমটাও নাচে ঘোমটাও আচে, এইটি ইচ্ছে আছে গোপনে। ( খাসদখল )

৫৫। এই তালপাতার কুঁড়ে চাকরীটুকু থাকে বা না থাকে। ( সাবাস বাঙালী )

৫৬। চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা। ( খাস দখল )

৫৭। চুঁচড়োর সঙ আমার কেবল আয়না করেছেন। ( বাবু )

৫৮। তা এই চুঁচড়োর সঙদের নিয়ে একটু একসার সাইজ করা যাক আর কি। ( বাহবা বাতিক )

৫৯। আমি যে জাল ফেলে এসেছি, চুনো পুঁটি নয়, একেবারে দেড়মণি কাতলা গ্রেপ্তার হবে। ( রাজা বাহাদুর )

৬০। চোরকে চুরি করতে বলে, গেরস্থকে জাগিয়ে তোলে। (খাস দখল)

৬১। চোরের উপর বাটপাড়ি। ( ঐ )

৬২। আমাদের হচ্ছে চোরের মার কান্না, বলবারও যো নেই, ফোটবারও যো নেই। ( হীরকচূর্ণ )

৬৩। অমনি নকড়া ছকড়া যে, সে মানুষ চাসনি। (সাবাস আটাশ )

৬৪। এতগুলো ভাঙাকুলো আমরা এখানে খাড়া রয়েছি, পেয়াদা সাহেব ছাই ফেলতে পান না। ( একাকার )

৬৫। কখন ছাড়বেন না, আপনি ছিনে জোঁক হয়ে বসে থাকুন। ( সাবাস আটাশ )

৬৬। ছোট মুখে বড় কথা, ছুঁচো মাগী। ( বিবাহ বিভ্রাট )

৬৭। আসর নয় বোনায়ের বাড়ী আটকে বাঁধা। ( তরুবালা )

৬৮। ছিল নাকো ঘেঁটু পুজো, একেবারে দশভুজো। ( নবযৌবন )

৬৯। জাত ত আমার বাক্যের ভেতর। ( ঐ )

৭০। বাবা একি ছেলে গো, যেন জাহাজী গোরা। ( বিবাহ বিভ্রাট )

৭১। জেলের ঝি, না জেলের হাসি কি। ( কৃপণের ধন )

৭২। ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব। ( বিবাহ বিভ্রাট )

৭৩। আমরা বাঙালী একরকম বেগুন বললেই হয়, যাতে দাও তাতেই আছি, ঝালে ঝোলে চচ্চড়ি অম্বলে। ( বাহবা বাতিক )

৭৪। আমি এমন ডোমের চুবড়ি ধুয়ে বৌ ঘরে এনেছিলাম যে একেবারে মুলে হাবাত। ( বিবাহ বিভ্রাট )

৭৫। ডুবেছি না, ডুবতে আছি—আমি হাইকোর্ট পর্যন্ত যাব। ঐ

৭৬। আমার শাশুড়ীও আমায় ডোমের চুবড়ি ধুয়ে আনেননি।
( চোরের উপর বাটপাড়ি )

৭৭। জানি ঢেঁকির ভাগ্যে স্বর্গে গেলেও আছে ধান ভানা।

৭৮। এখন একেবারে তাঁতীকুলও গেছে বৈষ্ণব কুলও যায়। ( নবযৌবন )

৭৯। তালপাতার সেপায়ের মত দাঁত ছিরকুটে হাত পা খিঁচতে থাকবে।

৮০। তাহলে যখন সাতমণ তেলও পুড়বে, রাধাও তখন সৈঁইয়া মেরি করে আসরে নাচবেন। ( কালাপানি )

৮১। তেল দাও সিঁদুর দাও, ভবী ভোলবার নয়। ( কৃপণের ধন )

৮২। তোমার কপাল আমার হাতযশ, দেখি কদিন কামাই থাকে।
( গ্রাম্য বিভ্রাট )

৮৩। ধর্মঘট করে চাকরী যে ছাড়ব, তাহলে দক্ষিণ হস্তস্য ব্যাপারং চলন্তি কেমন করে? ( এলাকার )

৮৪। দাঁড়িয়ে গল্প শুনলে ত ভায়া দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার চলবে না।
( গ্রাম্য বিভ্রাট )

৮৫। ডাহা নেমক হারামি, দিনে ডাকাতি। ( বিজয় বসন্ত )

৮৬। ধরি মাছ না ছুই পানি, তবেই বুদ্ধি বলে জানি। ( কালাপানি )

৮৭। খাসা ভাই, ধান ভানতে শিবের গীত। ( নব যৌবন )

৮৮। ভাবছেন দোক্তা করবেন কচুর পাতে তক্তা ধানগাছ চিরে।

৮৯। বড় বড় পণ্ডিতেরা সব সই করে গেলেন, আর উনি এলেন কোথা ধাপ ধাড়া গোবিন্দপুর থেকে। ( কালাপানি )

৯০। সে দিকে নব ডাকা ছেলে ট্যাকা শুদ্ধ করেছে। (বিবাহ বিভ্রাট)

৯১। রাজা তো রাজা, আপনি নবাব খাঞা খাঁ করবেন।
( রাজাবাহাদুর )

৯২। নানা মুনির নানা মত।

৯৩। ও ছোঁড়া নামকাটা সেপাই-চোর (নব যৌবন)

## খ.

## ● শব্দসূচী ●